মুয়াত্তা
ইমাম মালিক (র)

প্রথম খণ্ড

মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী
অনূদিত

মুয়াত্তা
ইমাম মালিক (র)

প্রথম খণ্ড

মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী
অনূদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

মুয়াত্তা ইমাম মালিক (র) ঃ প্রথম খণ্ড
মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী অনূদিত

ইফাবা প্রকাশনা ঃ ৯৪৫/৩
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.১২৪৭
ISBN : 984—06—0642—5

প্রথম মুদ্রণ
সেপ্টেম্বর ১৯৮২

চতুর্থ সংস্করণ
ফেব্রুয়ারি ২০০২
ফাল্গুন ১৪০৮
জিলহজ্জ ১৪২২

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

প্রচ্ছদ
মাহবুব আকন্দ

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ সিদ্দিকুর রহমান
প্রকল্প ব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত)
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

মূল্য ঃ ২৩৬.০০ (দুইশত ছত্রিশ) টাকা

MUATTA IMAM MALIK (R) : IST VOLUME [A Compilation of Hadiths by Imam Malik (R.) in Arabic] translated by Muhammad Rizaul Karim Islamabadi into Bangla and published by Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207.
February 2002

Price : Tk 236.00 US Dollar : 8.00

মহাপরিচালকের কথা

ইমাম মালিক ইবনে আনাস (র) কর্তৃক সংকলিত 'মুয়াত্তা' মুসলিম বিশ্বের একটি বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ। হাদীস সংকলনের ইতিহাসে ইমাম বুখারী, মুসলিম প্রমুখ ইমামের সংকলনের পূর্বেই এই সংকলনটি প্রকাশিত হয়েছিল এবং 'ইমাম দারুল হিজরত' বা 'মদীনার ইমাম' নামে বিখ্যাত হযরত মালিক ইবনে আনাস (র) কেবল এই মুয়াত্তার সংকলকই নন, বরং একটি ফেকহি মাযহাবেরও প্রবর্তক বিধায় এই সংকলনটি দেশে দেশে বহুল পঠিত একটি গ্রন্থ। এ কারণে ইমাম বুখারীসহ উচ্চ পর্যায়ের হাদীসের হাফেজ ও ইমামগণ এ সংকলনটির ভূয়সী প্রশংসা করেন। বিশেষ করে মুয়াত্তায় 'সুলাসিয়ত' বা কেবল তিনজন বর্ণনাকারীর পরেই মহানবী (সা) পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া সনদ থাকায় এটি অনন্য বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। 'ইবনে উমর থেকে নাফি, তাঁর থেকে মালিক' এই সনদটি হাদীস শাস্ত্রে 'সোনালী চেইন' (আস-সিল্‌সিলাতুয যাহাবিয়্যাহ) নামে খ্যাত। এ ধরনের বহু সনদ এই সংকলনে বিদ্যমান। বিশুদ্ধ ও প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে এটি আফ্রো-আরবীয় দেশগুলোসহ মুসলিম বিশ্বে বহুলভাবে প্রচারিত হলেও বাংলাদেশে গ্রন্থটি মাদ্রাসার পাঠ্য তালিকাভুক্ত না হওয়ায় তা অনেকটা অগোচরেই থেকে যায়। বিশিষ্ট অনুবাদক ও স্বনামখ্যাত লেখক মাওলানা মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী এই অতি মূল্যবান গ্রন্থটি মূল আরবী থেকে বাংলায় অনুবাদ করে এক বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রথম এই গ্রন্থখানির বাংলা অনুবাদ প্রকাশ হওয়ার পর জনগণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। অল্প সময়ের মধ্যেই এর তিনটি সংস্করণ ফুরিয়ে যাওয়ায় এবার এর চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। বর্তমান সংস্করণটিতে পাঠকদের সুবিধার্থে বাংলা অনুবাদের সাথে মূল আরবী সংযোজন করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে পবিত্র কুরআন ও হাদীস জানা ও মানার তৌফিক দিন। আমীন !

সৈয়দ আশরাফ আলী
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

মালেকী মাযহাবের প্রবর্তক ইমাম মালিক ইবনে আনাস (র) ছিলেন হাদীস সংকলনের ইতিহাসে এক মহান পথিকৃৎ। তাঁর সংকলিত হাদীস গ্রন্থের নাম 'মুয়াত্তা'। এটি বিশুদ্ধতা ও ফিক্হভিত্তিক বিন্যাসের কারণে সারা বিশ্বে ব্যাপকভাবে সমাদৃত। ইসলামী শরীয়তের প্রায় প্রতিটি বিষয়ে এই সংকলনের হাদীসসমূহ থেকে সূত্র ও উদ্ধৃতি গ্রহণ করা হয়। এই সংকলনটি ইসলামী জ্ঞানের রাজ্যে অতি উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত। এই গুরুত্বপূর্ণ হাদীস গ্রন্থটির অনুবাদ আটের দশকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রথম বারের মত দুই খণ্ডে প্রকাশ করে। এটি প্রথম খণ্ড।

বিশিষ্ট আলেম, অভিজ্ঞ অনুবাদক ও লেখক মাওলানা মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী কর্তৃক অনূদিত এই হাদীস গ্রন্থটি প্রকাশের সাথে সাথেই বিপুল পাঠক-প্রিয়তা লাভ করে এবং অল্প দিনের মধ্যেই এর তৃতীয় সংস্করণও নিঃশেষ হয়ে যায়।

লেখক, গবেষক, শিক্ষার্থী ও সচেতন পাঠকগণের সুবিধার্থে বর্তমান সংস্করণে বাংলার সাথে মূল আরবী সংযোজন করা হয়েছে।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, গ্রন্থটির পাঠক-প্রিয়তা দিন দিন আরও বৃদ্ধি পাবে এবং দীনী ইলমের প্রচার ও প্রসারে মূল্যবান অবদান রেখে যাবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে পবিত্র কুরআন-সুন্নাহ-ভিত্তিক জীবন গড়ার তৌফিক দিন। আমীন !

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

অনুবাদকের আরয

প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থ 'মুয়াত্তা-ই-ইমাম মালিক (র)'-এর বাংলা তরজমার গুরুত্বপূর্ণ কাজটি বহুদিন আগে আমি সম্পন্ন করি। বইটি মোট দুই খণ্ডে সমাপ্ত। এটি প্রথম খণ্ড।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে এর প্রকাশের ব্যবস্থা নেয়া হয়।

বাংলা ভাষায় এটাই মুয়াত্তার প্রথম তরজমা গ্রন্থ। আরব, আফ্রিকা, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দেশসমূহে মুয়াত্তা প্রাচীনতম ও সুগ্রন্থ সহীহ হাদীস হিসাবে বিশেষভাবে সমাদৃত। বাংলা ভাষায় তরজমা প্রকাশিত হওয়ার ফলে বাংলা ভাষাভাষী সম্মানিত পাঠকগণ 'মুয়াত্তা' এবং এর রচয়িতা জ্ঞানতাপস ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাস (র)-এর সাথে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করবেন বলে আশা করছি এবং এটাও আশা করি– এই গ্রন্থের মাধ্যমে ইমাম মালিক (র)-এর বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার হতে জ্ঞান-পিপাসুগণ সবিশেষ উপকৃত হবেন।

বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, আবূ দাউদ শরীফ, তিরমিযী শরীফ, নাসাঈ শরীফ, ইবনে মাজা শরীফ প্রভৃতি হাদীসগ্রন্থের যে ছয়টি হাদীস সংকলন 'সিহাহ্ সিত্তা' নামে মুসলিম বিশ্বে জনপ্রিয় হয়ে রয়েছে, এসব হাদীস গ্রন্থের ফিকহ্-এর অধ্যায়গুলি মূলত মুয়াত্তাকে ভিত্তি করেই সংকলিত।

ইমাম মালিক (র) ছিলেন তাবে'তাবেঈনদের মধ্যে অন্যতম। 'মুয়াত্তা' রচনায় তাঁর কঠোর পরিশ্রম ও সাবধানতা সর্বজনস্বীকৃত। তিনি প্রায় এক লক্ষ হাদীস থেকে বিশুদ্ধতা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বিশেষ সতর্কতার সাথে চল্লিশ বছর ধরে 'মুয়াত্তা'র হাদীসগুলি সংকলন করেন। মদীনা শরীফের সত্তরজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ্‌র কাছে মুয়াত্তা যাচাই করার জন্য পেশ করা হয়। তাঁরা সকলেই এর সঙ্গে একমত পোষণ করেন।

ইমাম শাফি'ঈ (র) এই হাদীস গ্রন্থ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন ঃ আল্লাহ্‌র কিতাবের পরই সবচাইতে বিশুদ্ধ কিতাব হচ্ছে মালিক ইবন আনাসের 'মুয়াত্তা'।

হাদীসের কোন্ গ্রন্থটি মুখস্থ করা যায়– এ বিষয়ে জনৈক হাদীসপিপাসু ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র)-কে প্রশ্ন করলে তিনি 'মুয়াত্তা'কেই মুখস্থ করে রাখার জন্য পরামর্শ দেন।

এ ধরনের একটি হাদীস গ্রন্থ পাঠক সমাজের কাছে উপহার দিতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত।

এই হাদীস গ্রন্থটির অনুবাদে প্রয়োজনীয় কিতাব সরবরাহ ও অনুবাদ কার্যে যাঁরা সহায়তা করেছেন এবং মুদ্রণের ব্যাপারে যাঁরা উদ্যোগী ছিলেন তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি

আন্তরিক শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। সাথে সঙ্গে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রাক্তন মহাপরিচালক জনাব আ.জ.ম. শামসুল আলম, প্রাক্তন প্রকাশনা পরিচালক অধ্যাপক আবদুল গফুর, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের প্রাক্তন পরিচালক মরহুম অধ্যাপক শাহেদ আলী, আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ প্রমুখের আন্তরিক সহযোগিতাকে গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি।

পরিশেষে সম্মানিত পাঠকদের দোআ কামনা করি।

হে আল্লাহ্ ! আমাদেরকে হাদীস শরীফের খেদমত করার আরো তওফীক দান করুন। আমীন !

মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী

পবিত্র হাদীসশাস্ত্রের
মহান মনীষীদের স্মরণে

সূচিপত্র

পরিচ্ছেদ পৃষ্ঠা

পরিচ্ছেদ | পৃষ্ঠা

পরিচ্ছেদ | পৃষ্ঠা

অধ্যায় ১০

অধ্যায় ১১

পরিচ্ছেদ পৃষ্ঠা

পরিচ্ছেদ পৃষ্ঠা

অধ্যায় ১৬

জানাইয (হাদীস সংখ্যা - ৫৬) **২৮৩-৩০৫**

অধ্যায় ১৭

যাকাত (হাদীস সংখ্যা - ৫৬) **৩০৬-৩৫৪**

পরিচ্ছেদ | পৃষ্ঠা

অধ্যায় ১৮

রোযা (হাদীস সংখ্যা - ৬০) **৩৫৫-৩৮৫**

৩—

পরিচ্ছেদ	পৃষ্ঠা

পরিচ্ছেদ পৃষ্ঠা

পরিচ্ছেদ | পৃষ্ঠা

হায়াতে ইমাম মালিক (র)

তাঁহার নাম মালিক। 'আবূ আবদুল্লাহ্' তাঁহার কুনিয়্যত (যে নামের পূর্বে আবূ ও ইব্‌ন থাকে) এবং উপাধি 'ইমামু দারিল হিজরত'।

তাঁহার বংশলতিকা এইরূপ ঃ মালিক ইবনে আনাস ইবনে মালিক ইবনে আবি আমির ইবনে উমর ইবনে হারিস ইবনে গায়মান ইবনে জামিল ইবনে আ'মর ইবনে হারিস আসবাহী। তাঁহার বংশ খালিস আরবীয় বংশ। জাহিলিয়া এবং ইসলাম, উভয় যুগে তাঁহার গোত্র সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী ছিল। তাঁহার পূর্বপুরুষগণের দেশ ছিল ইয়ামন। ইয়ামনের সর্বশেষ শাহী খান্দান 'হিময়ার'-এর একটি শাখা আসবাহ্। ইমামের বংশের প্রধান ব্যক্তি হারিস সেই আসবাহ্ খানদানের শেখ ছিলেন। তাই তাঁহার উপাধি ছিল 'যু-আসবাহ'।

তাঁহার পিতামহ মালিক ইবনে আবি আমির একজন প্রভাবশালী তাবেয়ী এবং 'সিহাহ্ সিত্তাহ্'-এর রাবিগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত উসমান (রা)-এর সঙ্গে তাঁহার বিশেষ সম্পর্ক ছিল। হযরত উসমান (রা)-এর শাহাদতের পর শত্রুর কবল হইতে তাঁহার লাশ উদ্ধার করিয়া দাফন করার দুরূহ কাজ যাঁহারা সম্পাদন করিয়াছেন তিনি সেই সাহসী পুরুষগণের একজন।

মালিক ইবনে 'আমির-এর তিন পুত্র

১. আনাস, ২. রবী', ৩. আবূ সুহায়ল নাফি'। তাঁহার পিতামহ মালিক ইবনে আবি আমির আফ্রিকা বিজয়ী ছিলেন। আনাস ইমামের পিতা, স্বীয় খান্দান সূত্রে প্রাপ্ত ইল্‌মের অধিকারী ছিলেন, তবে তিনি ইল্‌মে হাদীসে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই।

ইমাম মালিক (র) তাঁহার হাদীসগ্রন্থ 'মুয়াত্তা'য় তাঁহার পিতামহ হইতে কোন রেওয়ায়ত গ্রহণ করেন নাই। তদ্রূপ তাঁহার চাচাজান রবী' হইতেও কোন হাদীস গ্রহণ করেন নাই। আবূ সুহায়ল নাফি' (র) ছিলেন একজন শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিস। সাহাবাদের মধ্য হইতে আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) এবং তাবেয়ীনের মধ্যে সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, আলী ইবনে হুসায়ন এবং তাঁহার পিতা মালিক ইবনে আবী আমির ছাড়া আরও অনেকের নিকট হইতে তিনি রেওয়ায়ত বর্ণনা করেন। 'মুয়াত্তা' কিতাবে ইমাম মালিক (র) তাঁহার উক্ত চাচার নিকট হইতে রেওয়ায়ত বর্ণনা করিয়াছেন। তাবে'-তাবেয়ীন বা তাবেয়ীনদের শিষ্যদের মধ্য হইতে ইমাম যুহরী, ইমাম মালিক, ইসমাইল ইবনে জা'ফর এবং আরও অনেকে তাঁহার শাগরিদগণের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, আবূ হাতিম ও নাসায়ী (র)-এর মত হাদীস-বিশারদগণ তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন।

ইমাম মালিক (র)-এর মাতার নাম আলিয়া বিনতে শরীফ ইবনে আবদুর রহমান আল-আয়দিয়াহ্ (র)।

ইতিহাসবেত্তা ইয়াফি'ঈ তাঁহার জন্মসন হিজরী ৯৪ এবং ইবনে খাল্লিকান ৯৫ হিজরী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আসলে তাঁহার জন্মসন হইতেছে ৯৩ হিজরী। ইতিহাসবেত্তা সামআনী ও মুহাদ্দিস আল্লামা

যাহাবী ইহাকে গ্রহণ করিয়াছেন। ইমামের প্রখ্যাত শাগরিদ ইয়াহ্ইয়া ইবনে বুকাইর (র) এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

আল্লামা সৈয়দ সুলায়মান নদভী (র) ইমামের জন্মসন সম্পর্কে লিখেন, 'ইবনে সা'দ তাঁহার 'তবাকাত' কিতাবে ওয়াকিদী হইতে নকল করিয়াছেন যে, ইমাম মালিক (র) মাতৃগর্ভে তিন বৎসর পর্যন্ত অবস্থান করিয়াছেন। ওয়াকিদীর এই বর্ণনা সহীহ্ মানিয়া লইলেও সম্ভবত ইহা ভ্রম-প্রসূত। অনেক সময় মেয়েদের গর্ভ হইয়াছে বলিয়া ভ্রম হয়, কিন্তু উহা প্রকৃত গর্ভ নহে, ইতিমধ্যে যখন প্রকৃত গর্ভধারণ করে তখন পূর্ণ সময়টাকে গর্ভধারণের সময় বলিয়া গণ্য করা হয়।

মালিক (র) ইমাম আবূ হানিফা (র) হইতে বয়সে ১৩ বৎসরের ছোট। ইমাম আবূ হানিফা (র)-এর জন্ম হয় ৮০ হিজরীতে। ইমাম মালিক (র)-এর জন্ম ৯৩ হিজরীতে।

ওলিদ ইবনে আবদুল মালিক ছিলেন উমাইয়া বংশের মারওয়ানী হুকুমতের তৃতীয় খলীফা। দামেশক ছিল রাজধানী। ইসলামী বিজয়স্রোত পূর্বে তুর্কিস্থান, কাবুল ও সিন্ধুকে অতিক্রম করিয়াছিল। আর পশ্চিমে আফ্রিকা ও স্পেন রাজ্যে উহার বিস্তার ঘটিয়াছিল।

ইমাম মালিক (র)-এর লেখনী মুসলিম জাহানের পশ্চিম এলাকার যেসব দেশে বেশি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, সেইসব দেশ হইতেছে ত্রিপলী, তিউনিসিয়া, আলজিরিয়া, মরক্কো, স্পেন ইত্যাদি।

বাল্যকাল হইতে ইমাম নিজেকে জ্ঞানচর্চার পরিবেশে পান। ঘরে ও বাইরে আলিমদের সমাবেশ থাকিত। সর্বদা ইল্‌মে শরীয়তের বাহক কুরআন ও সুন্নাহয় অভিজ্ঞ সাহাবা ও তাবেয়ীগণ এই পবিত্র শহরে বসবাস করিতেন। পবিত্র মদীনা নবুয়তের যুগে এবং সেই যুগের পর ২৪/২৫ বৎসর যাবত ইসলামী রাষ্ট্রের কেন্দ্রস্থল ছিল। এই স্থান হইতেই ইসলামী রাষ্ট্রের নির্দেশাবলি ও ফতওয়াসমূহ ফকীহ্ সাহাবাগণের মজলিসে আলোচিত ও গৃহীত হওয়ার পর সমগ্র মুসলিম দুনিয়াতে প্রচারিত হইত।

প্রথম চার খলীফা ছাড়া আরও অনেক সাহাবী এই শহরে কুরআন ও হাদীস চর্চা করিয়াছেন ও শিক্ষাদান করিয়াছেন। পরবর্তীকালের প্রায় সকল মুহাদ্দিস, মুফাস্সির ও ফকীহ্ তাঁহাদের জ্ঞান ও বিদ্যার উত্তরাধিকারী ছিলেন বলা যায়।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ইল্‌মের উত্তরাধিকারী ছিলেন তাঁহারই বিদুষী কন্যা উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা)। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর প্রসিদ্ধ শাগরিদ হইলেন তাঁহার ভাতিজা কাসিম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকর ও তাঁহার ভাগিনা উরওয়াহ্ ইবন যুবাইর।

হযরত উমর ফারুক (রা)-এর ইল্‌মের উত্তরাধিকারী হইলেন আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ও আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)। আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা)-এর শিষ্য হইলেন নাফি' ও আবদুল্লাহ ইবনে দীনার। সালিম এই আবদুল্লাহ্ ইবনে দীনারের সুযোগ্য সন্তান। হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত-এর উত্তরাধিকারী হইলেন তাঁহারই সুযোগ্য সন্তান খারিজা ইবনে যায়দ। আবূ হুরায়রা (রা) নিজের আমানত আপন জামাতা সাঈদ ইবনে মুসায়্যাবকে সোপর্দ করেন। হিবরুল উম্মাহ্ হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর জ্ঞান-ভাণ্ডার যদিও বেশিরভাগ মদীনার বাহিরে মক্কা, কুফা, বসরায় বিতরণ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি যাহা কিছু মদীনাতে বিতরণ করেন, ইহার অধিকাংশ সাঈদ ইবনে মুসায়্যাবই লাভ করেন। সাহাবীদের শিষ্যগণ, যাঁহাদেরকে তাবেয়ীন বলা

হয়, তাঁহারা মুসলিম জাহানের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। মদীনায় তাবেয়ীন যাঁহারা অবস্থান করিতেন তাঁহাদের মধ্যে উপরোল্লিখিত তাবেয়ীন ছাড়া হিশাম ইবনে উরওয়াহ্, মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির, উবায়দুল্লাহ্ ইবনে শিহাব যুহরী, 'আমির ইবনে আবদুল্লাহ্ জা'ফর সাদিক, রবীয়া'তুররায়, আবূ সুহায়ল নাফি' ইবনে মালিক, সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (র) প্রমুখ তাবেয়ী উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের জ্ঞান সাধনার দ্বারাই জ্ঞানবৃক্ষ ক্রমশ মহীরুহে পরিণত হইয়াছে।

মদীনার সাতজন প্রসিদ্ধ ফকীহ্ হইলেন আবূ বকর ইবনে হারিস (৯৪ হি.), খারিজা ইবনে যায়দ (৯৯ হি.), কাসিম ইবনে মুহাম্মদ (১০১ হি.), সাঈদ ইবনে মুসায়্যাব (৯৪ হি.), 'উবায়দুল্লাহ্ ইবনে উত্বা (১০২ হি.), সালিম ইবনে আবদুল্লাহ্ (১০৬ হি.), সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (র) (১০৭ হি.)।

সাহাবীদের পর ইসলামী আদালতের যাবতীয় বিচার, ফতওয়া তাঁহাদের ফয়সালার উপরই নির্ভর করিত। তাঁহাদের ইজতিমায়ী মজলিস সেই যুগের সর্বোচ্চ আদালত বা সুপ্রিম বিচারালয় বলিয়া গণ্য হইত। মদীনার ফিকহ্ উক্ত সাতজন ফকীহ্র জ্ঞানচর্চারই ফসল। ইমাম মালিক (র) যখন চক্ষু খুলিলেন, তখন মদীনা ছিল ইল্মে দীনের প্রাণকেন্দ্র। সেখানকার প্রায় উলামা ছিলেন দরস ও ইফতা-এর কাজে নিয়োজিত। ইমাম মালিক (র) তাঁহাদের প্রায় সকলের নিকট হইতে জ্ঞান আহরণ ও ফয়েজ লাভ করিয়াছেন। এইভাবে অনেক জ্ঞানী ও মনীষীর নিকট যে জ্ঞানভাণ্ডার রক্ষিত ছিল, সেই সকল জ্ঞান ইমাম মালিক (র) একাই আহরণ ও সঞ্চয় করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। ফলে পবিত্র মদীনার সকল জ্ঞানভাণ্ডার তাঁহার পবিত্র সিনায় একত্র ও সঞ্চিত হয়। তাই তাঁহার উপাধি হয় 'ইমামু দারিল হিজরত'।

তিনি অনেকের নিকট হইতে হাদীস বর্ণনা করেন। শুধু 'মুয়াত্তা' হাদীস গ্রন্থে যে শায়খদের নিকট হইতে রেওয়ায়ত করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে মাত্র ছয় অথবা নয়জন ব্যতীত অন্য সকলেই ছিলেন মদীনার বাসিন্দা। ইমাম মালিক (র) ইল্ম শিক্ষার জন্য মদীনার বাহিরে কোন শহরে যান নাই। ইহার কারণ স্পষ্ট। যাঁহার গৃহেই ইল্মের ভাণ্ডার ও জ্ঞানের খনি, অন্যের কাছে যাওয়ার তাঁহার কোন প্রয়োজন ছিল না। পবিত্র মদীনা তখন স্বয়ং মুসলিম জাহানের বিদ্যাপীঠ। সব জায়গা হইতে শিক্ষার্থিগণ এই শহরে আগমন করিতেন। প্রতি বছর হজ্জের মওসুমে এখানে যিয়ারতে উৎসাহী অনেক আলিমের সমাগম হইত।

মালিক (র)-এর পিতামহ ইবনে আবি 'আমির (র) একজন হাদীসবিশারদ ছিলেন। তিনি 'সিহাহ-সিত্তা'র হাদীস গ্রন্থসমূহের রাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁহার যখন ওফাত হয় ইমাম মালিকের বয়স তখন মাত্র দশ বৎসর। তাই তিনি তাঁহার পিতামহ হইতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পান নাই। ইমাম মালিক (র)-এর চাচা আবূ সুহায়ল নাফি'ও হাদীসবিশারদ ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম যুহরীর উস্তাদ। ইমাম মালিক (র) তাঁহার নিকট হইতে হাদীস শিক্ষা করিয়াছেন। বাল্যকাল হইতে ইমাম মালিক (র) ইলম শিক্ষায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। তিনি নিজেই বর্ণনা করেন ঃ

اِنِّیْ كُنْتُ اٰتِیْ نَافِعًا وَّاَنَا غُلَامٌ حَدِيْثُ السِّنِّ وَمَعِیْ غُلَامٌ فَيَنْزِلُ فَيُحَدِّثُنِیْ

অর্থাৎ "আমি নাফি' (র)-এর নিকট যাইতাম অথচ আমি তখন বালক। আমার বয়স কম। তাঁহার নিকট যাইতে একজন গোলাম আমাকে সাহায্য করিত। নাফি' আমার নিকট হাদীস বয়ান করিতেন।"

ইমাম মালিক (র) ইল্মে কিরাআতের সনদ লাভ করেন আবূ রুদীম নাফি' ইবনে আবদুর রহমান হইতে।

তিনি হাদীস শিক্ষা করেন প্রথমে তাঁহার চাচা আবূ সুহায়ল নাফি' হইতে অথবা নাফি' ইবনে হুরমুয দাইলমী (র) হইতে, যে নাফি' ত্রিশ বৎসরকাল আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা)-এর খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন। ইমাম যুহরী, আওযাঈ, আইয়ূব সখতিয়ানী, ইবনে জুরাইজ ও ইমাম মালিক (র)-এর মত স্বনামধন্য ব্যক্তিগণ তাঁহার শিষ্য। নাফি' যতদিন জীবিত ছিলেন ইমাম মালিক (র) তাঁহার দরসে বসিতেন। তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেন, "অমুক মাসআলার ব্যাপারে আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) কি বলিতেন ?" নাফি' (র) তখন আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা)-এর অভিমত বয়ান করিতেন।

মালিক (র) বলিতেন ঃ আমি নাফি' হইতে আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা)-এর হাদীস শোনার পর অন্য কাহারও নিকট হইতে উহার সমর্থন শোনার কোন তোয়াক্কা করিতাম না। তাই مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا) –"মালিক নাফি' হইতে, নাফি' ইবনে উমর হইতে" এই সনদটিকে হাদীসের জগতে সিলসিলাতুয যাহাব– 'স্বর্ণ সনদ' বলিয়া আখ্যায়িত করা হয়।

ইমাম মালিক (র)-এর আর এক উস্তাদ হইতেছেন মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম ইবনে উবায়দুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে শিহাব যুহরী আল-কুরায়শী (র)। তিনি সিরিয়ায় বসবাস করিতেন। একবার ইমাম তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি মদীনায় ইল্ম শিক্ষা করিয়াছেন। যখন কামিল হইয়া গিয়াছেন তখন মদীনা ছাড়িয়া সিরিয়ায় চলিয়া গেলেন। সেইখানেই বসবাস করিতেছেন।"

উস্তাদ উত্তরে বলিলেন, "মদীনাবাসীরা যখন পরিবর্তন হইলেন, পূর্বের মত রহিলেন না, আমিও তখনই মদীনা ত্যাগ করিলাম।" ইমাম যুহরী (র) বলেন, "যে ইল্ম আমি হৃদয়ে একবার আমানত রাখিয়াছি, উহা আর কখনও হারাই নাই।" হাদীসবেত্তাগণ বলেন, ইমাম যুহরী (র) হইতে হাদীসের মতন ও সনদের অধিক হাফেয কেহ ছিলেন না। একবার ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র)-এর নিকট তাঁহার পুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ ইমাম যুহরীর শাগরিদগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য কে ? তিনি বলিলেন ঃ ইমাম মালিক ইবনে আনাস। জা'ফর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে 'আলী ইবনে হুসায়ন (রা)-ও ইমাম মালিকের উস্তাদ। তিনি জা'ফর সাদিক (র) বলিয়া খ্যাত (মৃত ১৪৮ হি.)। ইনি ব্যতীত আরও উল্লেখ করা যায়– ইমাম মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির মদনী, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া আনসারী, আবূ হাযিম সালমা ইবনে দীনার, আবূ সাঈদ ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ আনসারী। 'মুয়াত্তা'র শুয়ুখের সংখ্যা একমতে ৭৫ জন, আর একমতে ৯৪ জন।

ইমাম মালিক (র)-এর অন্যান্য শায়খের নাম

ইবরাহীম ইবনে আবূ 'আব্লা মুকাদ্দিসী, ইব্রাহীম ইব্নে উকবাহ আসাদী আল-মদনী, ইসহাক ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আবূ তালহা, ইসমাঈল ইবনে আবূ হাকীম আল-মদনী, ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সা'দ আল-মদনী, আইয়ূব ইবনে তামীমা সখতিয়ানী আল-বসরী, আইয়ূব ইবনে হাবীবা আল-মদনী, বুকাইর আল-আসজ আল-মদনী, সওর ইবনে যায়দ আল-মদনী, জা'ফর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী আল হাশিমী আল-মদনী, জমীল ইবনে আবদুর রহমান আল-মদনী, হুমাইদ ইবনে আবূ হুমাইদ তবিল আল-বসরী, হুমাইদ ইবনে কায়স আল-'আরজ আল-মক্কী, খুবাইব আবদুর রহমান আল-মদনী, দাউদ ইবনে হুসায়ন আল-উমভী আল-মদনী, রবীয়া ইবনে আবদুর রহমান আর-রায় আল-মদনী, যিয়াদ ইবনে সা'দ আল-খুরাসানী, যায়দ ইবনে আসলাম আল-মদনী, যায়দ ইবনে আবূ উনায়সা আয-যজরী, যায়দ ইবনে রাবাহ্ আল-মদনী, সালিম ইবনে আবূ উমাইয়া আল-মদনী, সাঈদ ইবনে ইসহাক আল-কুযায়ী আল-মদনী, সাঈদ ইবনে আবূ সাইদ ইবনে কীসান আল-মদনী,

সলমা ইবনে দীনার আবূ হাযিম আল-মদনী, সলমা ইবনে সাফওয়ান আনসারী আল-মদনী, সুমাই আল-মখযূমী আল-মদনী, সুহায়ল ইবনে আবূ সালিহ্ জাকওয়ান আল-মদনী, শরীক ইবনে আবদুল্লাহ আল-মদনী, সালেহ্ ইবনে কীসান আল-মদনী, সফওয়ান ইবনে সুলাইম আল-মদনী, সায়ফী ইবনে যিয়াদ আনসারী আল-মদনী, যামরা ইবনে সাঈদ আনসারী আল-মদনী, তালহা ইবনে আবদুল্লাহ্ খুযায়ী, 'আমির ইবনে আবদুল্লাহ্ আয্-যুবাইর আল-মদনী, আবদুল্লাহ্ ইবনে আবূ বকর ইবনে হাযম আল-মদনী,আবদুল্লাহ ইবনে দীনার আল-মদনী, আবদুল্লাহ্ ইবনে জাকওয়ান আবুয যিনাদ আল-মদনী, আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ্ যাবির আল-মদনী, আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুর রহমান আবূ তিওয়ালা আল-মদনী, আবদুল্লাহ্ ইবনে ফযল ইবনে আব্বাস আল মদনী, আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযিদ মাখরামী আল-মদনী, আবদুর রব্বিহী ইবনে সাঈদ-আনসারী আল-মদনী, আবদুর রহমান ইবনে খারমালা আল-মদনী, আবদুর রহমান ইবনে উবায়দুল্লাহ্ ইবনে আবি ছা ছা'আ আল-মদনী, আবদুর রহমান ইবনে কাসিম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকর সিদ্দীক আল-মদনী, আবদুল করীম ইবনে আবুল-মুখারিক আল-বসরী, আবদুল মজীদ ইবনে সুহায়ল ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আউফ আল-মদনী, উবায়দুল্লাহ্ ইবনে সুলায়মান, উবায়দুল্লাহ্ ইবনে আবদুর রহমান, 'আতা ইবনে আবূ মুসলিম আল-খুরাসানী, আলকামা ইবনে আলাকামা বিলাল আল-মদনী, উমারাহ ইবনে আবদুল্লাহ্ আল-আনসারী, উমর ইবনে হারিস আবুল-মুনিয়্যা আল-মদনী, 'আমর ইবনে আবী উমর মায়সারাহ আল-মদনী, 'আমর ইবনে ইয়াহইয়া মাজিনী আল-মদনী, 'ই'য়ালা ইবনে আবদুর রহমান আল-হারকী আল-মদনী, ফুযাইল ইবনে আবূ আবদুল্লাহ্ আল-মদনী, কাতন ইবনে ওয়াহাব আল-মদনী, মালিক ইবনে আবি 'আমির আসবাহী আল-মদনী, মুহাম্মদ ইবনে আবূ উমামা, সুহাইল ইবনে হুনাইফ আনসারী আল-মদনী, মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকর আউফ আল-হিজাজী, মুহাম্মদ ইবনে আবূ হাযম আনসারী আল-মদনী, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে ছা'ছা'আ আল-মদনী, মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান নওফল আসাদী আল-মদনী, মুহাম্মদ ইবনে উমারা ইবনে 'আমর আনসারী আল-মদনী, মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হাল্হালা আদ্দীবলী আল-মদনী, মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে আল-কামা লায়সী আল-মক্কী, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া ইবনে হাব্বান আনসারী আল-মদনী, মাখরামা ইবনে সুলায়মান আস্দী আল-মদনী, মাখরামা ইবনে বুকাইরুল আসজ্ আল-মদনী, মুসলিম ইবনে আবী মরীয়ম আল-মদনী, মিসওয়ার ইবনে রিফাআতুল কুরাজী আল-মদনী, মূসা ইবনে আবি তামীম আল-মদনী, মূসা ইবনে উকবাহ্ আল্-মদনী, মূসা ইবনে মায়সারা আল-মদনী, নাফি' ইবনে মালিক আবূ সুহায়ল আসবাহী আল-মদনী, নাফি' মাওলা ইবনে উমর আল-মদনী, নু'য়াঈম ইবনে আবদুল্লাহ্ আল-মদনী, অলীদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে সাইয়াদ আল-মদনী, ওহাব ইবনে কীসান আল কুরাইশী আল-মদনী, হাশিম ইবনে ইতবা ইবনে আবি ওয়াক্কাস আল-মদনী, হিশাম ইবনে উরওয়াহ্ ইবনে যুবাইর ইবনে আউওয়াম আল-মদনী, হিলাল ইবনে উসামা আল-মদনী, ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ ইবনে কায়স আনসারী আল-মদনী, ইয়াযিদ ইবনে রোমান আসদী আল-মদনী, ইয়াযিদ ইবনে যিয়াদ আল-মদনী, ইয়াযিদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে উসামা লায়সী আল-মদনী, ইয়াযিদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে খুসাইফা কিনদী আল-মদনী, ইয়াযিদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে বসীত লায়সী আল-মদনী, ইউনূস ইবনে ইউসূফ আল-মদনী, আবূ বকর ইবনে উমর ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে খাত্তাব আল-মদনী, আবূ বকর ইবনে নাফি' মাওলা আবদুল্লাহ্ ইবনে খাত্তাব আল-মদনী, আবূ লায়লা ইবনে আবদুর রহমান আল-মদনী।

উপরিউক্ত ফিরিস্তি পাঠ করিলে দেখা যায় ইমাম মালিক (র)-এর কিছুসংখ্যক এমন শায়খও ছিলেন, যাঁহারা মদনী নহেন। সিরিয়ার একজন ইবরাহীম ইবনে আবি আবলা মুকাদ্দিসী, মক্কা শরীফের দুইজন মুহাম্মদ ইবনে

মুসলিম আবূ যুবাইর মক্কী, হুমাইদ ইবনে কায়স আল-'আরয আল-মক্কী। দুইজন খুরাসানের– 'আতা ইবনে আবি মুসলিম আল-খুরাসানী, যিয়াদ ইবনে সাদ আল-খুরাসানী। দুইজন জাযীরার– আবদুল করীম ইবনে মালিক আল-জযরী ও যায়দ ইবনে উনাইসা আল-জযরী। তিনজন বসরার– আইয়ুব সখতিয়ানী আল-বসরী, হুমাইদ ইবনে আবি হুমাইদ তবীল আল-বসরী ও আবদুল করীম ইবনে আবুল-মুখারিক আল-বসরী।

ইমাম মালিক (র) উপরিউক্ত দেশসমূহ সফর করেন নাই। যিয়ারতে মদীনার উদ্দেশ্যে বৎসরে একবার বা একাধিকবার প্রায় মশায়েখ মদীনায় আসিতেন। সম্ভবত মদীনা শরীফে এইসব মনীষীর নিকট হইতে হাদীস শিক্ষা করার সুযোগ তিনি লাভ করিয়াছেন। ইমাম মালিক (র) ইল্‌মে ফিকহ্ শিক্ষা করিয়াছিলেন বিশেষভাবে মদীনার বিশিষ্ট ফিক্‌হবিদ আবূ উসমান রাবিয়াতুর-রায় হইতে। তাঁহাকে 'শায়খ-ই-মালিক' বলা হইত। ইমাম রাবিয়াতুর-রায়-এর ইনতিকালের পর ইমাম মালিক (র) বলিতেন, "যখন রাবিয়া ইনতিকাল করিয়াছেন তখন হইতে ফিক্‌হের স্বাদ খতম হইয়াছে।"

যাঁহাদের যোগ্যতা সর্বজনস্বীকৃত, ইমাম মালিক (র) শুধু সেই উস্তাদগণ হইতেই ইল্‌ম হাসিল করিতেন। তিনি বলিতেন, "আমি কোন অনভিজ্ঞ উস্তাদের মজলিসে বসি নাই।"

ইমাম মালিক (র) প্রায় বলিতেন ঃ মদীনার এই মসজিদের স্তম্ভগুলির নিকট قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ – 'রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন' অনেককে বলিতে শুনিয়াছি, কিন্তু আমি তাঁহাদের কাহারও মজলিসে বসি নাই। কখনও তিনি বলিতেন ঃ মদীনায় এমন অনেক লোক ছিলেন, যাঁহাদের নিকট লোকে হাদীস শিক্ষা করিতেন। কিন্তু আমি তাঁহাদের নিকট হইতে হাদীস শিক্ষা করি নাই। কারণ তাঁহাদের মধ্যে এমন লোকও ছিলেন যাঁহারা অজ্ঞাতসারে মিথ্যা কথা বলিতেন। আবার কেহ হাদীসের অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝিতেন না, আবার কেহ ছিলেন অজ্ঞ।

ইমাম মালিক (র)-এর বিশিষ্ট ছাত্র ইবনে ওয়াহাব (র) বলেন ঃ ইমাম মালিক (র) বলিয়াছেন ঃ মদীনায় এমন কতিপয় লোক ছিলেন যাঁহারা বৃষ্টির জন্য দোয়া করিলে তাঁহাদের দোয়ার বরকতে বৃষ্টি হইত। অনেক হাদীস ও মাসায়েল তাঁহারা শুনাইয়াছেন। কিন্তু আমি তাঁহাদের নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করি নাই। কারণ ফতওয়ার কাজ সূফী-দরবেশ দ্বারা সমাধা হয় না। উহার জন্য প্রয়োজন তাকওয়া, ইলম ও জ্ঞানের পরিপক্বতার। বর্ণনাকারীর ইহা জানা উচিত যে, তাঁহার মুখ দিয়া কি বাহির হইতেছে এবং রোজ-কিয়ামতে এই বিষয়টি কত দূরে গিয়া পৌঁছিবে। যেই পরহিযগারীর সহিত পরিপক্বতা ও বুদ্ধিমত্তা না থাকে, সেই পরহিযগারী এই পথের জন্য উপকারী ও উপযোগী নহে এবং উহা এই পথের দলীলও নহে। আর এইরূপ লোকের নিকট হইতে ইল্‌ম শিক্ষা করা উচিত নহে।

ইসমাইল ইবনে আবি উয়াইস (র) বর্ণনা করেন ঃ আমার মামা ইমাম মালিককে বলিতে শুনিয়াছি যে, "ইল্‌মে হাদীস দীনি ব্যাপার। উহা কাহার নিকট হইতে হাসিল করিতেছ তাহা বিবেচনার বিষয়। আমি নবীজী (সা)-এর মসজিদের স্তম্ভের নিকট ৭০ ব্যক্তিকে قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ বলিতে শুনিয়াছি। কিন্তু তাঁহাদের নিকট হইতে আমি এক অক্ষরও শিক্ষা লাভ করি নাই। অথচ তাঁহাদের প্রত্যেকেই এইরূপ উপযুক্ত ছিলেন যে, যদি কোন অট্টালিকাও তাঁহাদের সোপর্দ করা হইত উহাতে তাঁহাদের আমানত ও ঈমানের মধ্যে কোন দোষ দেখা দিত না। কিন্তু তাঁহারা হাদীস শিক্ষাদানের উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন না।" ইমাম মালিক (র) আরও বলেন, "আমি এই শহরের অনেক দীনদার লোক হইতে হাদীস গ্রহণ করি নাই। কারণ তাঁহারা যাহা বলিতেন উহা নিজে বুঝিতেন না।"

ইমাম মালিক (র) ইরাকবাসীদের নিকট হইতে কোন রেওয়ায়ত গ্রহণ করেন নাই। ইহার কারণ জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি বলেন ঃ আমি তাঁহাদের নিকট হইতে কিভাবে রেওয়ায়ত গ্রহণ করি? আমি তাঁহাদের দেখিয়াছি তাঁহারা এই শহরে আসিয়া এমন ব্যক্তিদের নিকট হইতে হাদীস গ্রহণ করেন যাঁহাদের উপর নির্ভর করা যায় না।

ইরাকবাসীদের নিকট হইতে রেওয়ায়ত গ্রহণ না করার ব্যাপারে একবার শু'য়াইব ইবনে হারব ইমাম মালিক (র)-কে প্রশ্ন করেন। উত্তরে তিনি বলেন, "আমাদের বুযুর্গগণ তাঁহাদের বুযুর্গগণ হইতে রেওয়ায়ত করেন নাই। তাই আমরা পরবর্তিগণও তাঁহাদের পরবর্তিগণ হইতে রেওয়ায়ত করি না।"

মদীনাবাসী ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট হইতে হাদীস গ্রহণ করিতে ইমাম মালিক (র) খুব সাবধানতা অবলম্বন করিতেন। তবে তিনি বসরা নিবাসী প্রসিদ্ধ তাবেয়ী আইয়ুব সখতিয়ানী (ওফাত ১৩১ হি.) হইতে হাদীস গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ মক্কায় হজ্জ মওসুমে তাঁহাকে আমি দুইবার দেখিয়াছি। কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে আমি কোন হাদীস গ্রহণ করি নাই। তৃতীয়বার যখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল তাঁহাকে যমযম কূপের নিকট বসা দেখিলাম। তাঁহাকে দেখিলাম, যখনই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র নাম তাঁহার নিকট উচ্চারিত হইত তিনি এত ক্রন্দন করিতেন যে, তাঁহার ক্রন্দন দেখিয়া আমার করুণা হইত। উহার পর আমি তাঁহার নিকট হইতে হাদীস গ্রহণ করি। আশ্চর্যের বিষয় যে, ইমাম মালিক (র) যে সময়ে যৌবনে পদার্পণ করেন, সেই সময়ে তাঁহার পিতামহ মালিক ইবনে আবি 'আমির জীবিত ছিলেন। তাঁহার ওফাতের সময় ইমাম মালিকের বয়স বার কি তের বৎসর। ফুকাহায়ে-সাব'আ-র (মদীনার সপ্ত ফকীহ) মধ্যে সালিম ইবনে আবদুল্লাহর যখন ওফাত হয় (১০৬ হি.) তখন ইমাম মালিকের বয়স ১৩ বৎসর। সুলায়মান ইবনে ইয়াসার ইন্তিকাল করেন ১০৭ হিজরীতে। তখন ইমাম মালিকের বয়স ১৪ বৎসর। তবুও ইমাম মালিক (র) এই মনীষীদের নিকট হইতে প্রত্যক্ষ কোন রেওয়ায়ত গ্রহণ করেন নাই। ইহার কারণ ইমাম মালিক (র) নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ মদীনায় আমি এমন কতিপয় বুযুর্গকে পাইয়াছি, যাঁহাদের বয়স হইয়াছে শতের উর্ধ্বে। এইরূপ বয়োবৃদ্ধদের নিকট হইতে হাদীস গ্রহণ করা যায় না। তাঁহাদের নিকট হইতে হাদীস গ্রহণ করাকে ত্রুটি (عيب) বলিয়া গণ্য করা হয়। আর ইহা সত্য বটে, কারণ বয়োবৃদ্ধদের স্মরণশক্তি ও চিন্তাশক্তির উপর বার্ধক্যের ছাপ পড়িয়া থাকে। ইহা অস্বীকার করার উপায় নাই।

ইমাম মালিক (র)-এর এই (احتياط) সাবধানতা, বিবেচনা ও ভাল-মন্দের পরীক্ষামূলক যাচাইয়ের কারণে মুহাদ্দিসগণের নিকট তাঁহার মর্যাদা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, তিনি যেই শায়খ-এর (উস্তাদ) নিকট হইতে হাদীস গ্রহণ করেন সেই শায়খ স্মরণশক্তি, নির্ভরযোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার (আদালত) প্রতীক বলিয়া গণ্য হইতেন। ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুঈন (র) যিনি হাদীসশাস্ত্রের প্রখ্যাত ইমাম, তিনি বলেন, "আমরা ইমাম মালিকের সম্মুখে কি? আমরা তাঁহার পদচিহ্নের অনুসরণকারী মাত্র। যখনই কোন শায়খের নাম আমাদের সম্মুখে আসে তখনই আমরা ইহা অনুসন্ধান করিয়া দেখি যে, ইমাম মালিক (র) সেই শায়খের নিকট হইতে হাদীস গ্রহণ করিয়াছেন কিনা। যদি তিনি গ্রহণ না করিয়া থাকেন তবে আমরাও সেই শায়খ হইতে হাদীস গ্রহণ করি না।"

আহমদ ইবনে হাম্বল (র) হইতে বর্ণিত আছে যে, কোন লোক জনৈক হাদীস রেওয়ায়তকারী সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি উত্তরে বলিলেন, "আমার নিকট তিনি ভাল। কারণ ইমাম মালিক (র) তাঁহার নিকট হইতে রেওয়ায়ত গ্রহণ করিয়াছেন।

তাঁহার স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ। তিনি নিজেই বলিতেন ঃ কোন বিষয় একবার আমার মস্তিষ্কের কোষাগারে প্রবেশ করার পর আর বাহির হয় নাই। অন্যরাও তাঁহার এই অসাধারণ স্মরণশক্তির কথা স্বীকার করিতেন। আবূ কুলাবা বলেন ঃ كَانَ مَالِكٌ اَحْفَظَ اَهْلِ زَمَانِه অর্থাৎ ইমাম মালিক (র) তাঁহার যুগে সর্বাপেক্ষা অধিক স্মরণশক্তির অধিকারী ছিলেন। একবার তিনি স্বীয় উস্তাদ রবীয়ার সহিত ইমাম যুহ্রীর মজলিসে উপস্থিত হইলেন। ইমাম যুহরী সেইদিন চল্লিশের উর্ধ্বে হাদীস লিখাইলেন। দ্বিতীয় দিন আবার মজলিস অনুষ্ঠিত হইল। ইমাম মালিক (র) এই দিনও উস্তাদ রবীয়ার সঙ্গে মজলিসে হাযির হইলেন। ইমাম যুহরী বলিলেন, "কিতাব উপস্থিত কর, আমি উহা দেখিয়া বর্ণনা করি এবং গতকাল আমি যাহা বর্ণনা করিয়াছিলাম ইহা দ্বারা তোমাদের কি উপকার সাধিত হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করি।" রবীয়া বলিলেন, "এই মজলিসে এমন এক ব্যক্তি রহিয়াছেন যিনি গতকালের সমস্ত হাদীস মুখস্থ শুনাইয়া দিতে সক্ষম।" ইমাম যুহ্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে সেই ব্যক্তি ?" রবীয়া বলিলেন, "সেই ব্যক্তি হইতেছেন ইবনে আবূ আমির।" ইমাম যুহরী ইশারা করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "শুনান দেখি।" ইমাম মালিক (র) বলিলেন, "আমি যখন ৪০টি হাদীস শুনাইলাম, ইমাম যুহরী বিস্ময়ের সহিত বলিলেন, 'আমার ধারণা ছিল এই ৪০টি হাদীস আমি ব্যতীত অন্য কাহারও স্মরণ নাই।"

ইলমের উৎসাহ এবং আরাম-ঐশ্বর্য একত্র হয় খুব কম। ইমাম বুখারী (র)-এর উপর এমন সময়ও অতিবাহিত হইয়াছে যে, তিন দিন পর্যন্ত বন্য গাছের ফলমূল আহার করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছে। ইমাম মালিক (র)-ও এই পথে পিছনে নহেন। একসময় অভাবের তাড়নায় স্বগৃহের ছাদের কাঠ বিক্রি করিয়া অভাব পূরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তবুও বিদ্যার অনুসন্ধান ও পিপাসা পূরণে কোন বাধা সৃষ্টি হউক ইহা তিনি বরদাশ্ত করেন নাই। ইমাম মালিক (র) বলিতেন ঃ

لايبلغ احد ما يريد من هذا العلم حتى يضربه الفقر ويوثره على كل حال .

অর্থাৎ "অভাবের তাড়না সহ্য না করিয়া কেহ এই ইল্‌মে পূর্ণতা লাভ করিতে পারেন না এবং ইল্‌মকে সকল কিছুর উর্ধ্বে স্থান না দিলে ইহাতে পূর্ণতা অর্জিত হয় না।"

হজ্জ মওসুম ছাড়া ইমাম মালিক (র) কোন সময় মদীনার বাহিরে যান নাই।

ইমাম মালিক (র) বলিয়াছেন ঃ নাফি' (র) হইতে তাঁহার হাদীস শিক্ষার সময় নির্ধারিত ছিল ঠিক দুপুরের সময়। এই প্রচণ্ড রৌদ্রে মদীনা শহর হইতে বাহিরে বকী'তে তিনি যাইতেন– যেখানে নাফি' (র) বসবাস করিতেন। মদীনার ফকীহ্ ইবনে হুরমুযের গৃহে তিনি সকালে গমন করিয়া রাত্রি পর্যন্ত তথা হইতে ফিরিতেন না।

ইমাম মালিক (র)-এর খ্যাতি এবং যোগ্যতা যেহেতু সর্বজনস্বীকৃত ছিল তাই তাঁহার উস্তাদগণের জীবদ্দশায়ই তাঁহার নিকট শিক্ষা গ্রহণকারী জ্ঞান-পিপাসুদের পৃথক حلقة বা মজলিস স্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহার অন্যতম উস্তাদ রবীয়া জীবিত থাকিতেই ইমাম মালিক (র) ফিক্‌হ এবং ফতওয়ার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিলেন এবং ইজতিহাদের সর্বজনস্বীকৃত ইমাম বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। তৎকালীন মিসরের বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনে লহীয়া (ابن لهيعة) শায়খে মদীনা আবুল আসওয়াদ নঈম ইবনে উরওয়াহ ইবনে যুবাইর-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, "রবীয়ার পর পবিত্র মদীনায় ফিক্‌হ্ এবং ইজতিহাদের ইমাম কে ?" তিনি উত্তর দিলেন, "নওজওয়ান আসবাহী মালিক ইবনে আনাস।" নাফি' (র) ছিলেন হাদীসশাস্ত্রে ইমাম মালিকের অন্যতম

উস্তাদ। তিনি হইলেন আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা)-এর শাগরিদ। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আমল ও সুন্নতের অন্যতম আলিম ও সংরক্ষক ছিলেন।

আমির মুয়াবিয়া ও হযরত আলী (রা)-এর বিবাদের সময় কতিপয় সাহাবীর মত ছিল, আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করার উপযুক্ত ব্যক্তি। তাঁহার নিকট এই বিষয়ে প্রস্তাব আসিলে তিনি উত্তরে বলিলেন, "যে খিলাফতের জন্য কোন মুসলমানের এক ফোঁটা রক্তপাত ঘটে সেই খিলাফতের আমার কোন প্রয়োজন নাই। আমি এইরূপ খিলাফত গ্রহণ করিতে রাযী নই।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পর আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) অন্তত ষাট বৎসর হাদীস, ফিক্হ্ এবং ফতওয়ার প্রাণকেন্দ্র ছিলেন। হযরত নাফি' (র) পূর্ণ ত্রিশ বৎসর তাঁহার সাহচর্যে ছিলেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা)-এর পর নাফি' (র)-ই তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন। ইমাম মালিক (র) অন্ততপক্ষে ১২ বৎসর নাফি' (র) হইতে শিক্ষা লাভ করেন। নাফি' (র)-এর ওফাতের পর ইমাম মালিক (র) তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। কূফার অন্যতম মুহাদ্দিস শু'বা (র) বলেন, "নাফি' (র)-এর ওফাতের এক বৎসর পর আমি মদীনায় আসি। আমি সেখানে ইমাম মালিককে হাদীস ও ফিক্হর মজলিসের মধ্যমণি (صدر نشين) দেখিতে পাই।" ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইমাম মালিক (র) ১১৭ হিজরীতে নিজের 'মজলিসে-দরস' স্থাপন করিয়াছিলেন।

ইমাম মালিক (র)-এর মজলিসে অতি উচ্চাঙ্গের রীতিনীতি কার্যকর ছিল। সেখানে অত্যন্ত মূল্যবান বিছানা ও কার্পেট সজ্জিত থাকিত। মজলিসের মধ্যখানে তিনি উপবিষ্ট থাকিতেন। হাদীস ও ফিকহ্ শিক্ষার্থীদেরকে লিখানোর সময় তিনি মজলিসে উপস্থিত থাকিতেন। বিভিন্ন স্থানে মজলিসে শরীকদের জন্য পাখা রাখা হইত। আগুরা কাঠ ও লোবান (গুগগুল) জ্বালানো হইত।

তাঁহার মজলিস ছিল পরিচ্ছন্নতার প্রতীক ও একটি আদর্শ মজলিস। একটি তৃণখণ্ডও বিছানায় থাকিত না। হাদীস লিখানোর পূর্বে তিনি ওযূ অথবা গোসল করিতেন, অতি মূল্যবান পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করিতেন, আতর ব্যবহার করিতেন, তারপর মজলিসে তশরীফ আনিতেন।

মজলিসে উপস্থিত সকল লোক মস্তকাবনত থাকিতেন। তাঁহারা আদব সহকারে নীরবে বসিয়া থাকিতেন। ইমাম মালিক (র)-এর অসাধারণ গাম্ভীর্য ও ব্যক্তিত্বের কারণে মজলিসে পূর্ণ নীরবতা বিরাজ করিত। ইমাম শাফিয়ী (র) বলেন, "মজলিসে শব্দ হইবে, এই ভয়ে আমরা কিতাবের পাতা উল্টাইতেও সাবধানতা অবলম্বন করিতাম।" মজলিসের গাম্ভীর্য ও লোকজন দেখিয়া ইমামের মজলিস শাহী দরবার বলিয়া মনে হইত। পর্যটকদের আগমন, শ্রোতাদের আদবপূর্ণ বৈঠক, সওয়ারীর সমাগম দর্শকদের মনে রীতিমত প্রভাব বিস্তার করিত। জনৈক কবি মজলিসের এই অবস্থা ও শান দেখিয়া নিম্নরূপ উক্তি করিয়াছেন ঃ

يدع الجواب فما يراجع هيبة - والسائلون نواكس الاذقان

ادب الوقار وعز سلطان التقى - فهو المهاب وليس ذا سلطان .

"ইমাম নিজে জওয়াব না দিলে ভয়ে তাঁহার নিকট প্রশ্ন করা যায় না। প্রশ্নকারীরা সেই মজলিসে মস্তকাবনত থাকেন।"

"গাম্ভীর্যের আদব ও সম্মান এবং পরহিযগারীর মাহাত্ম্য ও গৌরবে তাঁহার ব্যক্তিত্ব গাম্ভীর্যপূর্ণ ও গৌরবমণ্ডিত বাদশাহ্‌র মত, যদিও তিনি রাজশক্তির অধিকারী নহেন।"

ইমাম মালিক (র)-এর নিকট শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে ইমাম শাফিয়ী (র) যখন মদীনার গভর্নরকে ইমাম মালিক (র)-এর দরবারে সুপারিশ করিতে অনুরোধ জানাইলেন, তখন পবিত্র মদীনার গভর্নর বলিলেন, "তাঁহার দরবারে পৌঁছার সামর্থ্য আমার কোথায়!"

খলীফা হারুন-উর-রশীদ যখন পবিত্র মদীনায় আগমন করিলেন, তখন তিনি ইমাম মালিক (র)-এর হাদীস গ্রন্থ 'মুয়াত্তা' শোনার জন্য তাঁহার নিকট দরখাস্ত পেশ করিলেন। ইমাম মালিক (র) বলিলেন, "এই কাজের জন্য আগামীকাল নির্ধারিত রহিয়াছে।" হারুন-উর-রশীদ এই আশায় রহিলেন যে, ইমাম স্বয়ং এই কাজের জন্য রাজদরবারে শুভাগমন করিবেন। কিন্তু তিনি সেই দিবসে যথারীতি দরসে হাদীসের মজলিসে গমন করিলেন।

হারুন-উর-রশীদ দরবারে না যাওয়ার কারণ জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, اَلْعِلْمُ يُزَارُ وَلاَ يَزُوْرُ অর্থাৎ "ইল্‌মের নিকট লোক আসে; কিন্তু ইল্‌ম কাহারও নিকট যায় না।" শেষ পর্যন্ত বাদশাহ্‌কে ইমামের মজলিসে উপস্থিত হইতে হইয়াছিল। তাঁহার মজলিসে আম-খাস-এর কোন ভেদাভেদ ছিল না। হারুন- উর-রশীদ ইমামের মজলিসে শরীক হওয়ার সংকল্প করিলেন এবং সাধারণ লোকদিগকে মজলিস হইতে বাহির করিয়া দিতে আবদার জানাইলেন। ইহার জবাবে ইমাম বলিলেন, "ব্যক্তিস্বার্থ ও সুবিধার জন্য সাধারণের স্বার্থকে ক্ষুণ্ন করা যায় না।"

তিনি মজলিসে নববী অথবা স্বীয় দরসের মজলিস ব্যতীত বাহিরে অন্য স্থানে হাদীস লিখাইতেন না। একবার খলীফা মাহ্‌দী এবং হারুন উভয়েই খিলাফত ভবনে হাদীস শিক্ষাদানের জন্য অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। কিন্তু ইমাম উহা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি তাড়াহুড়ার মধ্যে অথবা ব্যস্ততার ভিতর বা পথ চলার সময় হাদীস বর্ণনা করিতেন না। কারণ এইরূপ করা আদবের খিলাফ। হাদীস শোনা বা বোঝার জন্য নির্মল ও নীরব পরিবেশের প্রয়োজন অত্যধিক। ব্যস্ততা ও পথ চলার সময় একাগ্রতা কোথায়! তাঁহার মজলিসে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা আদবের খিলাফ বলিয়া গণ্য হইত। একবার খলীফা মনসুর ইমাম মালিক (র)-এর সহিত তর্ক করিতেছিলেন ও উচ্চকণ্ঠে কথা বলিতেছিলেন। তিনি মনসুরকে ধমক দিয়া নিম্নলিখিত আয়াত পাঠ করিলেন ঃ

(لاَيَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ) . [১]

দরসে হাদীসে তাঁহার নীতি ছিল ফজরের নামাযের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত মুসাল্লায় বসিয়া ওজীফা ও দো'আ পাঠে মশগুল থাকা। সূর্যোদয়ের পর হইতে শিক্ষার্থীদের সমাগম হইত। তিনি তাঁহাদের দিকে ফিরিয়া দুই একজনের কুশল জিজ্ঞাসা করিতেন। তাঁহার মজলিসের তরতীব ছিল এইরূপ – তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন যোগ্য শাগরিদগণকে বসাইতেন অতি নিকটে। তারপর মেধানুযায়ী প্রত্যেকে বসিতে আরম্ভ করিতেন। তিনি স্পষ্টভাবে আস্তে আস্তে ইমলা (হাদীস লিখান) করিতেন। এক হাদীস সমাপ্ত হইলে তারপর আর একটি আরম্ভ করিতেন। বিভিন্ন শায়খের দরসের বিভিন্ন পদ্ধতি রহিয়াছে। অধিকাংশ শায়খের পদ্ধতি হইল ঃ তিনি স্বয়ং কোন উঁচু জায়গায় বসিতেন অথবা দাঁড়াইতেন, শিক্ষার্থিগণ তরতীব মত আগে-পাছে কালি-কলম লইয়া বসিয়া যাইতেন। শায়খ মুখস্থ অথবা লিখিত হাদীসের জুয বা পাণ্ডুলিপি হাতে লইয়া তথা হইতে লিখাইতেন; মজলিসে বড় রকমের সমাবেশ হইলে অল্প দূরে দূরে মুস্‌তাম্‌লী (যিনি হাদীস লিখেন) নিযুক্ত করিতেন। তিনি শায়খের বক্তব্য হুবহু উপস্থিত শিক্ষার্থিগণের নিকট পৌঁছাইয়া দিতেন।

ইমাম মালিক (র) এই পদ্ধতি কোন কোন সময় গ্রহণ করিতেন। ইবনে আলিয়্যা ইমাম (র)-এর পক্ষ

---

১. তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজদিগের কণ্ঠস্বর উঁচু করিও না। ৪৯ ঃ ২

হইতে মুসতাম্‌লী বা ইমলাকারী নিযুক্ত হইতেন। কিন্তু মদীনার অধিকাংশ শায়খের রীতি এই ছিল যে, তাঁহারা নিজেদের ফতওয়া, হাদীস, মাসআলা বা হাদীসের বিশেষ ব্যাখ্যাকে প্রথমে লিপিবদ্ধ করিয়া লইতেন অথবা কোন উপযুক্ত ছাত্রকে এই কাজে নিয়োগ করিতেন। সেই লিখিত খণ্ড লেখকের হাতে থাকিত। তিনি মজলিসে উহা পাঠ করিতেন। শায়খ স্থান বিশেষে উহা ব্যাখ্যা করিতেন। লেখকের পক্ষ হইতে কোন ভুল হইলে উহা সংশোধন করিয়া দিতেন। ইমাম মালিকের মজলিসের লেখকের নাম ছিল ইবনে হাবীব (র), যিনি একজন উঁচু দরের মুহাদ্দিস। কোন কোন সময় মা'ন ইবনে ঈসা (র) বা অন্য কোন শাগরিদ পাঠ করিতেন। এই কারণেই ইমামের কোন কোন শাগরিদ, যেমন ইয়াহইয়া أَخْبَرَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ – "মালিক (র) আমাকে খবর দিয়াছেন" "মালিক (র) আমার নিকট রেওয়ায়ত বর্ণনা করিয়াছেন"-এর পরিবর্তে বলিয়াছেন, قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ অর্থাৎ আমি ইমাম মালিক (র)-এর সম্মুখে পাঠ করিয়াছি।

ইমাম মালিক (র)-এর মজলিসে শাগরিদ রেওয়ায়ত করিতেন, তিনি শুনিতেন কিন্তু নিজে পাঠ করিতেন না। তিনি এই নীতির উপর অবিচল ছিলেন। ইয়াহইয়া ইবনে সালাম এইজন্যই তাঁহার মজলিস ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু ইমাম তাঁহার নীতির পরিবর্তন করেন নাই।

স্বয়ং খলীফা হারুন-উর-রশীদ তাঁহার পুত্রদ্বয় আমীন ও মামুনের জন্য বিশেষ অনুরোধ জানাইয়াছিলেন ঃ হযরত! আপনি পাঠ করুন, আমীন ও মামুন শুনিবে। ইমাম মালিক (র) ইহার উত্তরে মদীনার অনেক শায়খের নাম উল্লেখ করিয়া বলিলেন ঃ আমাদের শহরের শায়খদের ইহাই রীতি ছিল। ইমাম মালিক (র)-এর দরসে ইহাও রীতি ছিল যে, মূল রেওয়ায়ত শাগরিদ পাঠ করিতেন। উহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কিছু বলিতে হইলে তাহা ইমাম স্বয়ং বলিতেন। শাগরিদগণ তাহা শুনিতেন। ইহাতে মূল হাদীস ও ব্যাখ্যার মধ্যে পার্থক্য করা সহজ হইত।

পবিত্র মদীনাই ছিল ইসলামের প্রাণকেন্দ্র। তদুপরি ইমাম মালিক (র)-এর খান্দানে ইলমের চর্চা পূর্ব হইতেই ছিল। হাদীস, ফিকহ্ প্রভৃতি জ্ঞান চর্চায় এই খান্দানের খ্যাতি পূর্ব হইতেই ছিল। ইহা স্বর্ণের উপর সোহাগার ন্যায় কাজ করিয়াছে। ইহা ছাড়া ইমামের ছিল অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতা, যদ্দরুন মাশরিক হইতে মাগরিব পর্যন্ত বিশ্বের আনাচে কানাচে ইমামের সুখ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে। ইমামের দরসগাহ্‌তে বিভিন্ন শহরের শিক্ষার্থীদের এক বিচিত্র সমাগম পরিলক্ষিত হইত।

মদীনা, মক্কা, আদন, তায়িফ, দামিশ্‌ক, বৈরুত, তরসুস, হাবল, বায়তুল মুকাদ্দাস, জর্দান, বাগদাদ, বসরা, কূফা, কিরমান, হামদান, নিশাপুর, মাদায়েন, কুর্দিস্থান, হিরাত, বুখারা, সমরকন্দ, খাওয়ারযিম, বলখ, মিসর, তিউনিসিয়া, আলেকজান্দ্রিয়া, মরক্কো, কারতাবা, ইটালী, স্মার্না, এককথায় এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ এই তিনটি মহাদেশের শিক্ষার্থিগণ হাদীস ও ফিকহ্ শিক্ষার জন্য মদীনা অভিমুখে অনবরত সফর করিতে লাগিলেন। এইভাবে প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা)-এর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হইল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, "অদূর ভবিষ্যতে এমন সময় উপস্থিত হইবে, যে সময় শিক্ষার্থীরা জ্ঞান অর্জনের জন্য উট হাঁকাইবে। কিন্তু তখন মদীনার আলিম অপেক্ষা বড় আলিম কাহাকেও তাহারা পাইবে না।" তাঁহার শাগরিদগণের ফিরিস্তি দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়। কিরূপে এক ব্যক্তি একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা পালন করিতে পারেন!

ইমাম যাহাবী (র) বলিয়াছেন, "ইমাম মালিক (র)-এর শাগরিদগণের ফিরিস্তি পেশ করা অসম্ভব। তাঁহার ছাত্র অনেক। তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে এমন লোকও ছিলেন, যাঁহারা অন্য শায়খ ও উস্তাদ হইতে শিক্ষা সমাপ্তির

সনদ গ্রহণ করিয়াছেন। খোদ ইমামের অনেক উস্তাদও তাহার নিকট হইতে হাদীস ও ফিকহ্ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতেন।" ইমাম নিজেই বলিতেন, "আমি যাঁহাদের নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে এইরূপ ব্যক্তি কম আছেন, আমার নিকট যাঁহার জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হয় নাই।"

ইমাম মালিক (র)-এর শাগরিদের সংখ্যা তের শতের উর্ধ্বে হইবে। তাঁহাদের প্রত্যেকেই (৪/৫জন ব্যতীত) যুগশ্রেষ্ঠ আলিম ছিলেন। ইমাম বুখারী (র)-এর শাগরিদ সংখ্যা ৯০,০০০ হইলেও তাঁহাদের মাঝে আম-খাস মিশ্রিত রহিয়াছে। অনেকের অবস্থা অজ্ঞাত। কিন্তু মালিক (র)-এর যে ১৩০০ শাগরিদের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহাদের অবস্থা জ্ঞাত রহিয়াছে।

আবূ বকর খাতীব বাগদাদী, ইবনে বসকোয়াল আন্দালুসী, কাযী আয়ায, শামসুদ্দীন দামেশকী, হাফিয সুয়ূতি প্রমুখ বিখ্যাত মুহাদ্দিস বিস্তারিতভাবে ইমাম মালিক (র)-এর শাগরিদগণের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। বিভিন্ন এলাকার শিক্ষার্থীদের সমাবেশ যেরূপ ইমাম মালিক (র)-এর শাগরিদগণের মধ্যে দেখা যায়, তদ্রূপ অন্য কোন ইমামের বেলায় পরিলক্ষিত হয় না। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর শাগরিদ আরব-আযম সর্বত্র থাকিলেও আফ্রিকা ও আন্দালুসিয়া তাঁহার ফয়েয ও বরকত হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে। আওযায়ীর ইলম আন্দালুসিয়ায় প্রচারিত হইলেও অনারব দেশগুলিতে তাহা প্রচারিত হয় নাই। কিন্তু ইমাম মালিক (র)-এর ফয়েয ও ইল্ম মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছে।

ছাত্রদের কেবল সংখ্যা বৃদ্ধিই আমাদের নিকট মর্যাদা ও গৌরবের বস্তু নহে, যদি না উহার সাথে যোগ হয় যোগ্যতা ও মেধাশক্তি, সম্মান ও প্রতিপত্তি। ইমাম মালিক (র) এই ব্যাপারে অতি ভাগ্যবান। ইমাম যুহরী, ইমাম জাফর ইবনে মুহাম্মদ, ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ আনসারী, নাফি', হিশাম ইবনে উরওয়াহ্, ইমাম শাফিয়ী, ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাইফুল কাত্তান, সুফিয়ান সওরী, আওযায়ী, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম আবূ ইউসূফ, ওয়াকি' ইবনে জাররাহ্ ইবনে আবি যি'ব, আবদুল্লাহ্ ইবনে দীনার, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, আবদুল্লাহ্ ইবনে মুবারক, আবদুর রহমান ইবনে কাসিম, ইমামে মিসর লাইস ইবনে সা'দ, সুলায়মান ইবনে আ'মাশ, আইয়ুব সাখতিয়ানী, যুবায়র ইবনে বক্কার, শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ, মূসা ইবনে ওকবাহ্, আবদুর রহমান ইবনে মাহদী, ইবনে জুরাইজ প্রমুখ বিখ্যাত জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি ইমাম মালিক (র) হইতে হাদীস শিক্ষা করিয়াছেন। অথচ উল্লিখিত মুহাদ্দিসীন ও ইমামদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ইমাম মালিক (র)-এর শায়খের অন্তর্ভুক্ত এবং উল্লিখিত সকলেই বিজ্ঞ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আলিম, মুহাদ্দিস ও ফকীহ্ ছিলেন। ইমামের শাগরিদগণের মধ্যে যে কত শ্রেণীর লোকের সমাবেশ হইয়াছিল উহার প্রতি লক্ষ্য করিলে বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়। নিম্নে উহার কিছু বর্ণনা দেওয়া হইল ঃ

খলীফাগণের নাম ঃ আবূ জাফর মনসুর, মাহদী, হারুন-উর-রশীদ, মুহাম্মদ আমীন, আবদুল্লাহ্ মামুন।

আমীরগণের নাম ঃ খুরাসানের আমীর হাসান ইবনে মুহাল্লাব শায়বানী, আফ্রিকার অন্তর্গত 'বরকা' শহরের আমীর হাশিম ইবনে আবদুল্লাহ্, উমাইয়া শাসনকর্তা ইবনে সাঈদ ইবনে আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান।

ইমাম, শায়খ ও তাবেয়ীগণের নাম ঃ ইবনে শিহাব যুহরী, ইয়াহ্ইয়াহ্ ইবনে সাঈদ আনসারী, মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান, আবুল আসওয়াদ শু'বা, নাফি' আল-কারি, জাফর সাদিক, হিশাম ইবনে উরওয়াহ্, রবীয়াতুর-রায়, আবূ-সুহায়ল নাফি', সুফিয়ান সওরী, হাম্মাদ, আয়ূব সাখতিয়ানী, মুহাম্মদ ইবনে মুতরিফ, আবদুল্লাহ্ ইবনে দীনার, ইয়াযিদ ইবনে আবদুল্লাহ্ প্রমুখ।

ইমামূল-হাদীসগণের নাম ঃ মুহাম্মদ ইবনে 'আজলান, হাইওয়া ইব্‌নে গুরাই, সালাম আততায়মী, ইয়াহইয়া

ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান, ইয়াহইয়াহ ইবনে বুকাইর, ইয়াহ্ইয়াহ্ মাসমূদী, যায়দ ইবনে আসলাম, ওহাব ইবনে খালিদ, ইবনে আবূ যি'ব, ওয়াকি' ইব্ন জাররাহ্, অলীদ ইবনে মুসলিম দামেশকী, ইমামে খুরাসান খালিদ, মুসলিম ইবনে খালিদ যানজী, সুলায়মান আ'মাশ, যুবায়র ইবনে বক্কার, ইবরাহীম, আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসলামা কা'নবী, ইবনে লাহীয়া, আবদুর রহমান ইবনে মাহদী, আবদুল আযীয ইবনে মুহাম্মদ দরাওর্দী, আবূ নায়ীম ফযল ইবনে দুকাইন, আবদুল মালিক ইবনে জুরাইজ, আবদুর রায্যাক ইবনে হুমাম, লাইস ইবনে সা'দ, শেখুল ইসলাম মুহাম্মদ মুবারক, আনতাকীয়ার মুহাদ্দিস হায়শাম ইবনে জমীল, খুরাসানের মুহাদ্দিস কুতাইবা ইবনে সাঈদ, হাফিজুল-হাদীস আবূ মুহাম্মদ যুহরানী, সুলায়মান ইবনে দাউদ তায়ালিসী, মা'ন ইবনে ঈসা, আবূ মুসআব হুজাফা সাহমী প্রমুখ হাদীসবিশারদ।

মুজতাহিদ ইমামদের নাম ঃ ইমাম শাফিয়ী, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম আবূ ইউসূফ, ইমাম ইবনে কাসিম মালিকী।

বিখ্যাত ফকীহ্গণের নাম ঃ ইমাম আবূ হানিফার শাগরিদ হাসান ইবনে যিয়াদ, মিসরের মুফতী আবদুল্লাহ্ ইবনে ওয়াহাব, মিসরের ফকীহ্ আবূ-উমর আসহুব, আফ্রিকার ফকীহ্ আসাদ ইবনে ফুরাত।

কাযিগণের নাম ঃ মিসরের কাযী ইবরাহীম ইবনে ইসহাক, সরব (سرو)-এর কাযী আয়ূব ইবনে শু'য়াইব, আসাদ ইবনে উমর কাযী, আহ্রম ইবনে হওশাব, হামদানের কাযী, মসীসার কাযী দাউদ ইবনে মনসুর, শরীফ ইবনে আবদুল্লাহ্ কাযী, আফ্রিকার কীরওয়ানের কাযী সাজরা ইবনে ঈসা, আফ্রিকার কাযী আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে গানিম এবং ইয়াহ্ইয়া, কিরমানের কাযী ইয়াহ্ইয়া ইবনে বুকাইর, তারসূস (طرسوس) -এর কাযী ইবনে আশরস আল ওমরী, আফ্রিকার কাযী মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ কিনানী, ইটালীর কাযী আসাদ ইবনে ফুরাত, তায়তলার কাযী যিয়াদ ইবনে বসিত, ইস্পাহানের কাযী মুহাম্মদ ইবনে সাঈদ কাযীবাযা।

সূফী-সাধকদের নাম ঃ ইবরাহীম ইবনে আদহাম, আবূ নসর, বিশর ইবনে হারিস আয-যাহিদ, সাবিত ইবনে মুহাম্মদ আয-যাহিদ কূফী, সূফী ইবনে আতিয়া, জুননূন মিসরী, কারিহ ইবনে রাহমা যাহিদ, মুহাম্মদ ইবনে ফুযায়ল ইবনে আয়ায যাহিদ।

কবি-সাহিত্যিকগণের নাম ঃ কবি আবুল-আতাহিয়া, কবি দি'বল, কবি মুহাম্মদ ইবনে আবদুল মালিক আল-কা'নবী, আবদুল মালিক আস্‌ময়ী, উমর ইবনে সহল আল-মাযনী আল-বসরী নাহ্বী।

ইতিহাসবেত্তাদের নাম ঃ তারিখ-ই-মক্কা'র লেখক আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ওলিদ আল-আজরকি, সিরাতে নববীর লেখক মূসা ইবনে উকবা, প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার মুহাম্মদ ইবনে উমর ওয়াকিদী, আলী ইবনে মুহাম্মদ মাদায়িনী।

বিখ্যাত মুফাস্‌সির ঃ মুকাতিল ইবনে সুলায়মান।

দার্শনিক ঃ বাগদাদের বায়তুল হিকমত-এর অধিকর্তা আহমদ ইবনে মুহাম্মদ। ইমাম মালিক (র)-এর পরবর্তী যুগের প্রায় বিখ্যাত মুহাদ্দিসীন এক ওয়াস্‌তা (এক উস্তাদের মধ্যস্থতায়) বা দুই ওয়াসতা-এর (দুইজনের মধ্যস্থতা) মাধ্যমে ইমাম (র)-এর শাগরিদগণের অন্তর্ভুক্ত।

হাদীসশাস্ত্রের প্রখ্যাত ইমামগণের নাম ঃ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী, ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম নাসায়ী (র), সিহাহ্সিত্তা এবং মুসনাদ-এর বিখ্যাত এই মুসান্নিফগণ কেবল

৫ —

এক উস্তাদের মাধ্যমেই ইমাম মালিক (র)-এর শিষ্যদের অন্তর্ভুক্ত; শুধু অন্তর্ভুক্ত নহেন, শিষ্যত্বের উপর তাঁহারা সকলেই গর্বিত। এই গর্ববোধ অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত বহাল ছিল। মুহাদ্দিস-ই-কবীর আল্লামা শামসুদ্দীন যাহাবী সগৌরবে লিখিয়াছেন, "আমি সাত উস্তাদের মাধ্যমে ইমাম মালিক (র)-এর শাগরিদ-এর অন্তর্ভুক্ত।" প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও শারেহ-ই-হাদীস (ব্যাখ্যাকারী) আল্লামা নববীও সপ্তম শতাব্দীতে ইমাম মালিক (র)-এর মুয়াত্তা-এর সনদের কথা গর্বের সহিত উল্লেখ করিয়া বলেন, "বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী অপেক্ষা উত্তম একটি সনদ আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। সেই সনদটি হইতেছে ইমাম মালিক (র)-এর কিতাব 'মুয়াত্তা'-র সনদ।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র যুগে মদীনা শরীফে প্রায় ত্রিশ হাজার সাহাবী বসবাস করিতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বরকতময় যুগের পরও ২৪/২৫ বৎসর পর্যন্ত মদীনা ছিল ইসলামী বিশ্বের প্রাণকেন্দ্র। যাবতীয় ফতওয়া ও হুকুম-আহকাম এই পবিত্র শহর হইতে জারি করা হইত। ফিক্হ্ ও ফতওয়া বিষয়ে সাহাবীদের মধ্যে ছয়জন ছিলেন সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ ও খ্যাতিসম্পন্ন। তাঁহারা হইলেন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব, আলী ইবনে আবী তালীব, আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ, উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা, যায়দ ইবনে সাবিত, আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)। উপরিউক্ত সাহাবীগণের ফতওয়া ও ফিকহ্-এর মাসায়েলের সংখ্যা প্রচুর।

আর এক শ্রেণীর সাহাবী রহিয়াছেন, যাঁহাদের ফয়সালা, আহকাম ও ফতওয়া সংখ্যায় প্রথমোক্ত সাহাবীদের ফতওয়া ও আহকাম অপেক্ষা অল্প। তাঁহাদের মধ্যে রহিয়াছেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক, উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালমা, আনাস ইবনে মালিক, আবূ সাঈদ খুদরী, আবূ হুরায়রা, উসমান ইবনে আফ্ফান, আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনে 'আস, আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র, আবূ মুসা আশ'আরী, সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, সালমান ফারসী, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্, মুয়ায ইবনে জবল, তালহা, যুবায়র ইবনে আউওয়াম, আবদুর রহমান ইবনে আওফ, ইমরান ইবনে হুসায়ন, আবূ বাকরাহ্, উবাদা ইবনে সামিত, মুয়াবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান (রা)।

তৃতীয় তব্কাতে রহিয়াছেন সেই সকল সাহাবী, যাঁহাদের ফতওয়া ও আহ্কাম অতি অল্পসংখ্যক। এই শ্রেণীতে রহিয়াছেন উপরিউল্লিখিত দুই শ্রেণীর সাহাবী ব্যতীত অন্যান্য সাহাবী। হযরত আলী (রা) স্বীয় খিলাফতকাল কূফায় অতিবাহিত করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে হযরত সালমান ফারসী (রা)-ও ছিলেন। গোলযোগের পর হযরত আনাস এবং ইবনে মাস্উদ (রা)-ও শেষ বয়সে কূফায় চলিয়া যান।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) হযরত আলী (রা)-এর খিলাফতকালে বসরার গভর্নর ছিলেন। হযরত ইবনে যুবায়র (রা)-এর খিলাফতকালে তিনি মক্কা ও তায়িফে বসবাস করেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে 'আমর ইবনে 'আস (রা) শেষ বয়সে মিসরে অবস্থান করিতেন। আমীর মুয়াবিয়া (রা) সিরিয়ায় বসবাস করিতেন। উল্লিখিত সাহাবীগণ ব্যতীত প্রথম ও দ্বিতীয় তবকার সকল সাহাবী পবিত্র মদীনায়ই বসবাস করিতেন।

সাহাবীগণের পর তাবেয়িগণের তবকা বা শ্রেণী। এই শ্রেণীতে মুহাদ্দিসদের সংখ্যা অনেক, যাঁহাদের মধ্যে অনেকের নাম ইমাম মালিক (র)-এর শায়খের ফিরিস্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু ফকীহ্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগণ হইতেছেন ঃ খারিজা ইবনে যায়দ ইবনে সাবিত, সালিম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর, কাসিম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকর সিদ্দীক, উরওয়াহ ইবনে যুবায়র, ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে উত্বা, আবূ বকর ইবনে হারিস, সুলায়মান ইবনে হারিস, সুলায়মান ইবনে ইয়াসার, আবূ সালমা, আবূ বকর ইবনে আবদুর রহমান, আবূ বকর ইবনে আমর, খলীফা উমর ইবনে আবদুল আযীয, সাঈদ ইবনে মুসায়্যাব। উল্লিখিত মনীষিগণ সমসাময়িক যুগের সকলেই মদীনা শরীফে অবস্থান করিতেন। সর্ব প্রকার বিচার-আচার, নির্দেশাবলি এবং

ফতওয়া বিষয়ে উপরিউক্ত ফকীহ্ ও আলিমদের মজলিসে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইত। আলোচনা ও চিন্তা-ভাবনার পর তাঁহাদের মজলিসের রায় হইত চূড়ান্ত। উহাই মদীনার আদালতের হুকুম বলিয়া বিবেচিত হইত। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রদানে হযরত উমর (রা)-এর রায় ও নির্দেশাবলি হইতে বেশির ভাগ সাহায্য গ্রহণ করা হইত। হযরত উমর (রা)-এর যুগে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইত ফিকহ্‌বিদ সাহাবীদের মজলিসে শুরার মাধ্যমে। তাই মদীনার ফিক্‌হের বড় অংশ ইমাম মালিক (র)-এর পূর্বে হযরত উমর (রা)-এর নেতৃত্বাধীনে সাহাবীদের মজলিসে এবং হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র)-এর নেতৃত্বে তাবেয়িগণের মজলিসে মুরাত্তাব হইয়া গিয়াছিল। ইমাম মালিক (র)-এর ফিক্‌হ এবং ফতওয়াসমূহের বুনিয়াদ হইতেছে উপরিউক্ত মাদীনার ফিক্‌হে 'উমরাইন'[১] বা 'ফিকহে মদীনা'।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র) তাঁহার মুয়াত্তার শরাহ্ 'মুসাওওয়া'তে লিখিয়াছেন, "ইমাম মালিক (র) তাঁহার ফিক্‌হের বুনিয়াদ রচনা করিয়াছেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস-এর (মুসনাদ হউক বা মুরসালে-সিকাত) উপর। ইহার পর হযরত উমর (রা)-এর সিদ্ধান্ত ও ফতওয়া, তারপর ইবনে উমর (রা)-এর ফতওয়া, তারপর মদীনাবাসী সকল সাহাবী ও তাবেয়ীদের ফতওয়ার উপর। উপরিউক্ত নীতির উপরই ইমাম ফতওয়া ও মাসায়েলের উত্তর দিতেন।" ইমাম মালিক (র)-এর মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা মদীনার প্রায় উলামা স্বীকার করিতেন। ইহার পরও ৭০ জন প্রসিদ্ধ মানীষী ইমাম মালিক (র)-এর যোগ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান না করা পর্যন্ত ইমাম মালিক (র) এই গুরুদায়িত্ব গ্রহণ এবং ইমামত ও ফিকহ্-ফতওয়ার মসনদে বিরাজিত হইতে প্রস্তুত ও রাযী হন নাই। তিনি কোন ফতওয়া দেয়ার পূর্বে লিখিতেন– مَا شَاءَ اللّٰهُ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ। তাঁহার মজলিসে ফতওয়া গ্রহণকারীর ভিড় জমিত। মদীনা এবং হিজায ছাড়া বিভিন্ন দেশের উলামা তাঁহার নিকট আসিতেন জ্ঞান-পিপাসা মিটাইবার জন্য এবং প্রয়োজনীয় মাসায়েলের সমাধান জানিবার উদ্দেশ্যে।

হজ্জ মওসুমে যখন মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষত কূফা, বসরা, বুখারা, খুরাসান প্রভৃতি শহর হইতে বিশিষ্ট উলামা মক্কায় একত্র হইতেন, সেই সময় রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে এইরূপ ঘোষণা প্রচার করা হইত, "ইমাম মালিক (র) এবং ইবনে আবি যি'ব (র) ব্যতীত অন্য কোন আলিম যেন ফতওয়া না দেন।"

জাবরী তালাক

ইমাম মালিক (র)-এর মতে যাহার উপর জবরদস্তি করা হইয়াছে এইরূপ ব্যক্তি স্ত্রীকে বাধ্য হইয়া তালাক দিলে সেই তালাক স্ত্রীর উপর বর্তাইবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে সেই তালাক স্ত্রীর উপর বর্তাইবে। খলীফা মনসুরের চাচাত ভাই, মদীনার গভর্নর জা'ফর ইবনে সুলায়মান আব্বাসী নির্দেশ দিলেন, ইমাম মালিক (র) যেন অনুরূপ ফতওয়া প্রচার করা হইতে বিরত থাকেন। কিন্তু ইমাম এই নির্দেশ মানিতে পারিলেন না। তিনি প্রকাশ্যে স্বীয় মত প্রচার করিতে থাকিলেন। সেই কারণে তাঁহাকে বেত্রাঘাত পর্যন্ত করা হইল। ইমাম মালিক (র)-এর নিকট যদি এমন কোন বিষয়ে প্রশ্ন করা হইত, যে বিষয়ের সমাধান তখনকার মত তাঁহার জ্ঞাত নাই তবে তিনি পরিষ্কার বলিয়া দিতেন: لا ادرى অর্থাৎ 'আমি জানি না'।

ইমাম মালিক (র)-এর সুযোগ্য শাগরিদ ইবনে ওয়াহাব বলেন, "আমি যদি ইমাম মালিক (র)-এর لا ادرى অর্থাৎ 'আমি জানি না' উত্তরগুলি লিপিবদ্ধ করিতাম তবে অনেক تختى (কাষ্ঠখণ্ড, যাহাতে লিখা হইত, উহাকে 'তখতি' বলা হয়) পূর্ণ হইয়া যাইত।" দূরবর্তী শহর হইতে যাঁহারা মাস'আলা জিজ্ঞাসা করিতে

১. উমর ইবনে খাত্তাব (রা) ও উমর ইবনে আব্দুল আযীয (র)-এর ফিক্‌হ বা মদীনায় রচিত ফিকহ্।

আসিতেন, তিনি তাঁহাদের উত্তর দিতে বিরত থাকিতেন। ইবনে আবদুল্লাহ্ বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি অনেক দূর হইতে ফতওয়া জিজ্ঞাসা করার উদ্দেশ্যে তাঁহার খিদমতে উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন, "আমি এই বিষয়ে ভালরূপে অবগত নহি।" প্রশ্নকারী বলিলেন, "আমি কেবল এই মাস'আলার উত্তর জানার জন্য ছয় মাসের পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি। যাঁহারা আমাকে এই মাস'আলার উত্তর জানার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন, আমি তথায় গিয়া তাঁহাদেরকে উত্তরে কি বলিব?" তিনি বলিলেন, "আপনি গিয়া বলিয়া দিবেন যে, মালিক বলিয়াছেন 'আমি এই মাস'আলার জবাব দিতে পারিব না।"

অনুরূপ একটি ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন আবূ নঈম حلية গ্রন্থে। ঘটনাটি এই, এক ব্যক্তি ইমামের নিকট ফতওয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তিনি উত্তরে বলিলেন, "আমি উহার জবাব ভালরূপে বলিতে পারিব না।" প্রশ্নকারী বলিলেন, "আমি এই মাস'আলার উত্তরের জন্য বহুদূর হইতে আসিয়াছি।" তিনি বলিলেন, "যখন নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবে, তখন সেইখানে বলিয়া দিবে, মালিক বলিয়াছেন, 'আমি এই মাস'আলার উত্তর ভালরূপে দিতে পারিতেছি না।" আবূ নঈম আর একটি ঘটনা ইমামের শাগরিদ আবদুর রহমান ইবনে মাহদী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ঘটনাটি এইরূপ ঃ এক ব্যক্তি কয়েকদিন যাবত একটি মাসা'আলার উত্তরের জন্য ইমামের খিদমতে আসাযাওয়া করিতেছিল। একদিন সে বলিল, "আমি আগামী দিন স্বদেশে চলিয়া যাইব। মাস'আলার উত্তর অনুগ্রহপূর্বক বলিয়া দিন।" তিনি বলিলেন, "আমি কেবল সেই মাস'আলার উত্তর প্রদান করি, যাহাতে কোন মঙ্গল দেখি। তোমার জিজ্ঞাসিত মাস'আলার উত্তর আমি উত্তমরূপে জ্ঞাত নহি।"

ইমাম মালিক (র)-এর এইরূপ সাবধানতা প্রকৃতপক্ষে পরহিযগারীরই ফল। ইহাতে অন্য একটি সূক্ষ্ম বিষয় রহিয়াছে। তাহা হইল এই, – মুফতী কোন সময় কোন মাস'আলার একরকম উত্তর প্রদান করিয়া থাকেন। পরে সেই উত্তর অপেক্ষা উত্তম কোন উত্তর তাঁহার মনে পড়ে বা অনুসন্ধানের পর প্রথম উত্তর ভুল প্রমাণিত হয়। এইরূপ অবস্থায় মুফতী তাঁহার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন এবং প্রশ্নকারিগণ পরবর্তী উত্তরকে গ্রহণ করিয়া সেই মুতাবিক আমল করিতে আরম্ভ করেন। দূরান্তের লোকদিগকে তৎকালীন যুগে খবর পৌঁছানো কঠিন ছিল বিধায় তিনি দূর-দূরান্তের অনেক প্রশ্নকারীকে উত্তর প্রদানে বিরত থাকিতেন। ইমাম মালিক (র)-এর জনৈক মিসরীয় বন্ধু একবার ইমামকে বলিলেন, "অনেক প্রশ্নকারী দূর-দূরান্ত হইতে সফর করিয়া, কষ্ট স্বীকার করিয়া আপনার খিদমতে উপস্থিত হন। আপনি তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেন কেন?" ইমাম মালিক (র) বলিলেন, "মিসরী মিসর হইতে, সিরিয়াবাসী সিরিয়া হইতে, ইরাকী ইরাক হইতে আসে এবং মাস'আলার উত্তর জিজ্ঞাসা করে। যেই উত্তর আমি আজ প্রদান করিলাম, উহার পরিবর্তে কাল অন্য জওয়াব আমার জ্ঞাত হইতে পারে।" লাইস মিসরী এই উত্তর শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, "মালিক লাইস হইতে অধিক শক্তিশালী এবং লাইস মালিক অপেক্ষা অনেক দুর্বল।"

ফতওয়ার উত্তরে তিনি প্রায়ই বলিতেন ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) كَذَا অর্থাৎ "রাসূলুল্লাহ্ (সা) এইরূপ ইরশাদ করিয়াছেন।" প্রশ্নকারী তাঁহার রায় জানিতে চাহিলে তিনি উত্তরে কুরআনের এই আয়াত পাঠ করিতেন ঃ

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖۤ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ *[১]

– সূরা নূর ঃ ৬৩

১. সুতরাং যাহারা রসূল (সা)-এর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহারা সতর্ক হউক যে, বিপর্যয় তাহাদিগের উপর আপতিত হইবে অথবা আপতিত হইবে তাহাদিগের উপর কঠিন শাস্তি। সূরা ২৪ ঃ ৬৩

ইজতিহাদ ও কিয়াস করিয়া কোন মাস'আলার উত্তর দিলে তিনি কুরআন শরীফের এই আয়াত পাঠ করিতেনঃ

إِنْ نَّظُنُّ اِلاَّ ظَنًّا وَّمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ * [১]

– সূরা জাছিয়া ঃ ৩২

তিনি অনেক চিন্তা-ভাবনার পর মাস'আলার উত্তর প্রদান করিতেন। ইবনে আবি উয়াইস বলেন, "একবার ইমাম মালিক (র) বলিলেন, "কোন কোন সময় এমন জটিল মাস'আলা সামনে উপস্থিত হয় যে, উহার উত্তর প্রদানের নিমিত্ত আহার-নিদ্রা সব ত্যাগ করিতে হয়।" ইবনে আবি উয়াইস বলিলেন, "আপনার কথা ও রায় লোকেরা বিনা দ্বিধায় মানিয়া নেন। তবুও আপনি এত কষ্ট স্বীকার করেন কি জন্য ?" ইমাম বলিলেন, "ইবনে আবি উয়াইস! এই অবস্থায় আরও বেশি কষ্ট স্বীকার করা আমার নৈতিক কর্তব্য।" কোন ব্যাপারে তিনি ভুল সিদ্ধান্ত করিয়া থাকিলে এবং কেহ সেই দিকে ইঙ্গিত প্রদান করিলে তাহাতে ইমাম তৎক্ষণাত উহা মানিয়া নিতেন। একবার জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করিলেন, "ওযূতে পায়ের আঙ্গুল খিলাল করিতে হয় কি ?" তিনি বলিলেন, "ইহার প্রয়োজন নাই।" মজলিসের পর তাঁহার শাগরিদ ইবনে ওয়াহ্হাব বলিলেন, "আমার নিকট পায়ের আঙ্গুল খিলাল করার বিষয়ে একটি হাদীস রহিয়াছে।" ইমাম বলিলেন ঃ حديث حسن – ইহা নির্ভরযোগ্য হাদীস। ইহার পর তিনি এই হাদীস অনুযায়ী হামেশা ফতওয়া দিতেন।

ইমাম মালিক (র) অন্তত ৬০ বৎসর ফিক্হ ও ফতওয়ার কাজে লিপ্ত ছিলেন। তাঁহার শাগরিদগণ তাঁহার ফিক্হ ও ফতওয়াসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই বিষয়ে প্রথম কিতাব হইতেছে কাযী আসাদ (আফ্রিকার কাযী) রচিত 'আস্দীয়াহ' আর সবচেয়ে বৃহৎ কিতাব হইতেছে ইবনে কাসিম রচিত আল-মুদাওওনা (المدونة)। তৃতীয় কিতাব হইতেছে ইবনে ওয়াহ্হাব মিসরী রচিত 'কিতাবুল মুজালিসাত আন মালিক'। ইবনে কাসিম সম্পর্কে কথিত আছে যে, ইমাম মালিক (র)-এর চল্লিশ হাজার মাস'আলা তাঁহার মুখস্থ ছিল। কোন মনীষী সম্পর্কে অভিজ্ঞ লোকের সাক্ষ্য যদি কোন মূল্য রাখে, তবে বলিতে হইবে যে, এই ব্যাপারেও ইমাম মালিক (র) শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুঈন বলেন, "মালিক হাদীস রাজ্যের বাদশাহ।" প্রখ্যাত মুহাদ্দিস সুফিয়ান ইবনে 'উয়াইনাহ বলেন, 'ইমাম মালিক (র)-এর সামনে আমরা কি! আমরা তাঁহার অনুসরণ করি মাত্র। ইমাম মালিক (র) কাহারও নিকট হইতে রেওয়ায়ত বর্ণনা করিয়াছেন জানিতে পারিলে আমরাও তাঁহার নিকট হইতে রেওয়ায়ত বর্ণনা করি। তিনি যে শায়খ হইতে হাদীস গ্রহণ করেন নাই, আমরাও সেই শায়খের নিকট হইতে হাদীস গ্রহণ করি না।" আবদুর রহমান ইবনে মাহদী বলেন, "ধরাপৃষ্ঠে ইমাম মালিক (র) অপেক্ষা ইল্মে হাদীসের বড় আমানতদার অন্য কেউ নাই।" ইমাম শাফিয়ী (র) বলিতেন, "হাদীস জগতে ইমাম মালিক (র) নক্ষত্রের মত।" মুহাদ্দিস ইবনে নুহাইক বলেন, "হাদীসের বিশুদ্ধতার (صحت) ব্যাপারে আমি মালিক (র)-এর উর্ধ্বে অন্য কাহাকেও স্থান দিতে পারি না।" জনৈক ব্যক্তি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র)-এর নিকট প্রশ্ন করিল, "যদি কাহারও হাদীস সে মুখস্থ করিতে ইচ্ছা করে, তবে কাহার হাদীস মুখস্থ করিবে ?" আহমদ ইবনে হাম্বল (র) উত্তর দিলেন, "মালিক ইবনে আনাসের হাদীস।" সুফিয়ান ইবনে 'উয়াইনাহ্ (র) ইল্ম ও বুযুর্গীতে এত খ্যাতি অর্জন করা সত্ত্বেও ফিক্হ ও হাদীস বিষয়ে ইমাম মালিক (র)-এর মজলিসে বসিয়া প্রথম শুনিতেন। ইমাম মালিক (র)-এর মজলিস হইতে উপকৃত হওয়ার পর তাঁহার শাগরিদগণের মজলিসে বসিতেন। সুফিয়ান সাওরী (র), যিনি নিজেও একজন মুজতাহিদ, তিনি হজ্জের আহকামে ইমাম মালিক (র)-কে অনুসরণ করিতেন।

---

১. আমরা মনে করি ইহা একটি ধারণামাত্র এবং আমরা এ বিষয় নিশ্চিত নহি। সূরা ৪৫ ঃ ৩২

হাদীসের যাচাই করার ব্যাপারে ইবনে মুঈন (র) ইমাম শ্রেণীভুক্ত। তিনি বলেন, "যুহরীর শাগরিদগণের মধ্যে ইমাম মালিক (র) অপেক্ষা বিশ্বস্ত (اثبت) অন্য কেহ নাই।" তাঁহার আর একটি উক্তি হইল—

كَانَ مَالِكٌ مِنْ حُجَجِ اللّٰهِ عَلٰى خَلْقِهٖ –"ইমাম মালিক (র) আল্লাহ্র মাখলুকের উপর আল্লাহর একটি হুজ্জতস্বরূপ।"

ইমামে-হাদীস ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ কাত্তান (র) বলেন, "মালিক (র) এই উম্মতের জন্য রহমতস্বরূপ ছিলেন।"

প্রখ্যাত হাদীস নিরীক্ষাকারী আল্লামা দরাওয়ার্দী (র)-এর নিকট ইবনে আবি হাযিম (র) জিজ্ঞাসা করিলেন, কাবার প্রভুর কসম, মালিক (র) অপেক্ষা বড় আলিম আপনি দেখিয়াছেন কি ?"

তিনি উত্তর দিলেন, "আল্লাহ্র কসম, না, দেখি নাই।"

মালিক (র) জন্মগ্রহণ করেন ৯৩ হিজরী সনে। তখন খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন ওলীদ। ২৫ বৎসর পর যখন মালিক (র) শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া খ্যাতি অর্জন করিলেন তখন বনু উমাইয়া শাসনের অন্তিম মুহূর্ত, তখন খলীফা ছিলেন হিশাম ইবনে আবদুল মালিক। তাঁহার ওফাত হয় ১২৫ হিজরীতে। তারপর ৮ বৎসরে কয়েকজন হতভাগ্য বাদশাহ্র যুগ অতিবাহিত হয়। শেষ পর্যন্ত ১৩৩ হিজরীতে আব্বাসীয় খিলাফতের সূচনা হয়। আব্বাসীয় খিলাফতের প্রথম শাসনকর্তা হইলেন আবুল আব্বাস সাফ্ফাহ। তাঁহার খিলাফতকাল ছিল চার বৎসর ছয় মাস। বিশৃঙ্খলা দমন ও গৃহযুদ্ধেই উক্ত সময় অতিবাহিত হয়।

তাঁহার ভাই আবূ জা'ফর মনসুর আমীরুল হজ্জরূপে হিজাযে গমন করেন। সেই সফর হইতে প্রত্যাবর্তন পথে তাঁহার কর্ণে পৌঁছে খিলাফতের সুসংবাদ। কিন্তু আবূ মুসলিম খোরাসানীর হত্যার পূর্বে তাঁহার খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। ১৩৯ হিজরীতে বাগদাদ নগরী নির্মিত হয়। বাগদাদের ভিত্তিপ্রস্তরের সাথে তিনি আব্বাসীয় খিলাফতের ভিত্তিও সুদৃঢ় করেন। এই কার্যাদি সম্পাদনের পর তিনি ১৪০ হিজরীতে হজ্জের উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কা এবং মদীনায় আগমন করেন। মনসুর ইতিপূর্বে মদীনার দরসগাহের একজন শিক্ষার্থী ছিলেন এবং ইমাম মালিক (র)-এর সমসাময়িক মজলিসের একজন শরীকমাত্র। কিন্তু খিলাফতের পর তাঁহার এই সফর হইতেছে প্রথম সফর। মদীনার উলামা ও অন্য সম্ভ্রান্ত নাগরিকবৃন্দ তাঁহার সংবর্ধনার উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন। তাহাদের মধ্যে রহিয়াছেন সুফিয়ান সাওরী, সুলায়মান খাওয়াস এবং ইমাম মালিক (র)। খলীফা মনসুর ইমাম মালিক (র)-কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে আবূ আবদুল্লাহ! আমি ফিক্হের মতানৈক্যের দরুন বিব্রত বোধ করি। ইরাকে কিছু নাই, সিরিয়ায় কেবল জিহাদের উৎসাহ রহিয়াছে; সেইখানে বড় রকমের কোন ইল্ম নাই। যাহা কিছু আছে শুধু হিজাযে আছে। আপনি হিজাযী উলামার দলপতি। আমার ইচ্ছা যে, আপনার কিতাব 'মুয়াত্তা'কে কাবাগৃহে লটকাইয়া দিবার নির্দেশ প্রদান করি যেন সকল লোক উহার দিকে রুজূ করে। আমি বিভিন্ন শহরে ইহার কপি প্রেরণ করি, যেন সবস্থানে উহার মুয়াফেক ফতওয়া দেওয়া হয়।" কেহ কেহ বলেন যে, খলীফা মনসুরের নির্দেশে তিনি 'মুয়াত্তা' লিখিয়াছেন। ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিলোভী উলামার জন্য এই প্রস্তাবের চাইতে উত্তম প্রস্তাব আর হইতে পারে না। কিন্তু ইমাম মালিক (র)-এর জন্য ইহাও পদস্খলনের কারণ হয় নাই।

ইমাম মালিক (র) বলিলেন, "সাহাবীগণ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদের ফতওয়া ও আহকাম উত্তরাধিকারসূত্রে সেই সব স্থানের উলামা ও ফকীহ্গণ পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় এক ব্যক্তির

রায় ও মতামত যাহাতে ভুল ও শুদ্ধ উভয়ের সম্ভাবনা রহিয়াছে, সকল লোকের উপর চাপাইয়া দেওয়া সঙ্গত নহে।" মনসুর বলিলেন, "আপনি যদি আমার সহিত একমত পোষণ করিতেন তবে আমি যাহা বলিয়াছি তাহাই করিতাম।" একবার মনসুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে আবূ আবদুল্লাহ্ ! আপনার চাইতে বড় আলিম কেহ আছেন কি ?" ইমাম মালিক (র) বলিলেন, "হ্যাঁ"। মনসুর জানিতে চাহিলেন, "তিনি কে ?" ইমাম মালিক (র) বলিলেন, "নাম মনে নাই।" মনসুর বলিলেন, "আমি বনু উমাইয়ার যুগে ইল্ম শিক্ষা করিয়াছি। আমি সকলকে জানি।"

খলীফা মনসুর ইমাম মালিক (র)-এর শ্রেষ্ঠত্বের কথা, তাঁহার গুণজ্ঞানের কথা ইমামের অনুপস্থিতিতেও বলিতেন। সুফিয়ান সাওরী ও সুলায়মান খাওয়াস (র) একবার মনসুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। মনসুর উভয়কে তাঁবুর অন্দরে ডাকিয়া লইলেন। সুফিয়ান বলিলেন, "এই বিছানা উঠাইয়া না নিলে আমি বসিব না।" বিছানা উঠাইয়া নেওয়া হইল। সুফিয়ান সাওরী مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى [১] এই আয়াতটি পড়িতে পড়িতে বসিলেন। মনসূরের নয়ন অশ্রুসিক্ত হইল। সুফিয়ান সাওরী অনেকক্ষণ শক্ত ভাষায় নসীহত করিলেন। পরে উঠিয়া চলিয়া আসিলেন।

আবূ উবায়দ নামক দরবারের এক কর্মচারী বলিলেন, "আমীরুল মু'মিনীন! এইরূপ জবান দরায (প্রগলভ) ব্যক্তির প্রতি হত্যার নির্দেশ দেন না কেন ?" মনসুর বলিলেন, "চুপ থাক, সুফিয়ান সাওরী ও মালিক ইবনে আনাস ব্যতীত অন্য কেহ নাই যাঁহাদের সম্মান করা যায়।"

হযরত আলী মুরতযা (র)-এর পর হাশিমীয়দের বিরুদ্ধে বনূ উমাইয়া যখন সফলতা অর্জন করিলেন, তখন বনূ আব্বাস, বনূ ফাতিমা ও অন্য হাশিমীয়গণ একটি হাশিমীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে গোপন চেষ্টায় নিজেদের নিয়োজিত করিলেন। প্রথমে ফাতিমী ও আলভী (আলীর ঔরসজাত) খান্দানের মধ্যে এই প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ইমাম হুসায়ন (রা)-এর পর মুহাম্মদ ইব্‌নে হানাফিয়া যিনি হযরত আলী (রা)-এর অ-ফাতিমীয় বংশধর, ইমাম নিযুক্ত হন। তাঁহার পর আবূ হিশাম ইমাম নিযুক্ত হন। আবূ হিশাম সিরিয়ায় ইন্তিকাল করেন। তিনি মুহাম্মদ আব্বাসীর জন্য খিলাফতের ওসীয়ত করিয়া যান। এই প্রথম সুযোগ, যে সুযোগে খিলাফত হযরত আলী (রা)-এর খান্দান হইতে আব্বাসীয় খান্দানে স্থানান্তরিত হয়। মুহাম্মদ ইব্‌নে আলী আব্বাসী ১২৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তাঁহার স্থানে তাঁহার ছেলে ইবরাহীম ইব্‌নে মুহাম্মদ আব্বাসী ইমাম নিযুক্ত হন। মারওয়ানের দ্বারা ইবরাহীমের মৃত্যু হয় যেজন্য আব্বাসীয় শিয়াগণ শোক প্রকাশার্থে কাল কাপড় পরিধান করেন। তখন হইতে কাল রং আব্বাসীয়দের মাতমী নিশানরূপে গণ্য হয়। ইবরাহীমের পর আবুল আব্বাস সাফ্‌ফাহ হাশিমী বংশের প্রধান নিযুক্ত হন। আবুল আব্বাসের সফলতার পর খিলাফতের অধিকার কেবল বনূ আব্বাসের জন্য খাস করিয়া দেওয়া হয়। নূতন শাসক উমাইয়াদের খতম করার অভিযান আরম্ভ করিলেন। এমন কি কবর হইতে উমাইয়াদের হাড় পর্যন্ত উঠানো হয়। মারওয়ানী ও উমাইয়া বংশের লোকদিগকে বাছিয়া বাছিয়া খতম করা হয়। খোরাসানী বর্বর সিপাহীরা প্রদেশ দখল ও উহাতে বিদ্রোহ দমনের বাহানায় সর্বপ্রকার অপকীর্তি আঞ্জাম দিতে লাগিল। অন্যদিকে আব্বাসীয়দের মধ্যে খিলাফত সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়ার কারণে ফাতিমী ও আলভীদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। ফলে দেশে ন্যায়-নীতি ও শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠার যে আশা করা হইয়াছিল, নূতন শাসকদের দ্বারা সে আশা পূর্ণ হইল না। মনসুর ফাতিমীয় ও আলভীদিগকে নির্মূল করিতে আরম্ভ করিলেন। অবশেষে বাধ্য হইয়া ১৩৯ হিজরীতে মুহাম্মদ নফ্‌সে যাকিয়্যা কর্তৃক মদীনায় বিদ্রোহ ঘোষিত

১. মাটি হইতে তোমাদিগকে আমি পয়দা করিয়াছি, এই মাটিতেই তোমাদিগকে ফিরাইয়া নিব এবং এই মাটি হইতেই তোমাদিগকে আমি পুনরায় উঠাইব। সূরা ২০ : ৫৫

হয়। প্রায় লোকই তাঁহাকে সমর্থন দান করে। কিন্তু তাকদীর ছিল বিপরীত। বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে অবশেষে তিনি যুদ্ধের ময়দানে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁহার পর তদীয় ভ্রাতা ইবরাহীম এমন বীরত্বের সহিত ময়দানে আসেন যে, মনসুর তাঁহার প্রস্তুতি দেখিয়া দিশাহারা হইয়া পড়েন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইবরাহীমও শাহাদাত বরণ করেন। মাত্র কয়েক মাস পর এইখানে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। মনসুর তাঁহার চাচাত ভাই জাফরকে মদীনার গভর্নর নিযুক্ত করেন।

ইমাম মালিক (র) মনসুরের সদয় ব্যবহার সত্ত্বেও উপরিউক্ত প্রচেষ্টাসমূহের সত্যের সমর্থন অক্ষুণ্ন রাখিয়াছেন।

ইমাম মালিক (র) ফতওয়া দিয়াছেন, খিলাফত মুহাম্মদ নফসে যাকিয়্যারই হক। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ আমরা তো মনসুরের পক্ষে বায়'আত গ্রহণ করিয়াছি।

ইমাম মালিক (র) উত্তরে বলিলেন ঃ মনসুর জবরদস্তিমূলক বায়'আত গ্রহণ করিয়াছে। জবরদস্তিমূলক যেই কাজ করা হয় শরীয়তে সেই কাজ গ্রহণযোগ্য নহে। হাদীসে আছে যে, জবরদস্তি তালাক দিলে সেই তালাকও প্রযোজ্য হইবে না।

জাফর মদীনায় পৌঁছিয়া নূতনভাবে খিলাফতের পক্ষে বায়'আত গ্রহণ করিলেন। ইমাম মালিক (র)-এর নিকট বলিয়া পাঠাইলেন যে, ইমাম মালিক (র) যেন জবরদস্তিতে দেওয়া তালাক প্রযোজ্য না হওয়ায় ফতওয়া দেওয়া হইতে বিরত থাকেন। ইহাতে জাবরী বায়'আত অগ্রাহ্য হওয়ার একটি সনদ লোকের হাতে আসিবে। কিন্তু ইমাম মালিক (র) এই নির্দেশের কোনরূপ তোয়াক্কা না করিয়া পূর্বের মত ফতওয়া অব্যাহত রাখিলেন এবং তাঁহার মতের উপর অবিচল থাকিলেন। ইহাতে নারায হইয়া মদীনার আব্বাসী শাসনকর্তা ইমাম মালিককে সত্তরটি বেত্রাঘাত করার নির্দেশ দিলেন। তাঁহাকে অপরাধীদের মত উপস্থিত করা হইল দারুল-ইমারতে। তাঁহার দেহ হইতে জামা অপসারিত করা হইল, সত্তরটি বেত্রাঘাত করা হইল তাঁহার স্কন্ধে। সমস্ত দেহ রক্তাক্ত হইল, হাতের জোড়া নিচে নামিয়া আসিল। ইহাতেও শাসকগোষ্ঠীর তৃপ্তি হইল না। নির্দেশ দেওয়া হইল, ইমাম মালিককে উটের উপর বসাইয়া শহর প্রদক্ষিণ করানো হউক। কি করুণ দৃশ্য! উটের উপর বসাইয়া মদীনার রাস্তা ও গলিতে ইমাম মালিককে ঘুরানো হইল। এই অবস্থায়ও ইমাম মালিক (র) সত্য কথা বলিতে এতটুকু বিচলিত হন নাই। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছিলেন, "যাহারা আমাকে চিনেন তাঁহারা তো চিনেনই আর যাঁহারা আমাকে চিনেন না তাঁহারা ভালরূপে চিনিয়া নিন; আমি মালিক ইবনে আনাস। আমি ফতওয়া দিয়া থাকি যে, জবরদস্তিতে দেওয়া তালাক প্রযোজ্য হয় না।" রক্তমাখা পোশাকসহ ইমাম মালিক (র) মসজিদুন্নবীতে উপস্থিত হন। রক্ত পরিষ্কার করা হইল। দুই রাকাত নামায পড়িলেন। লোকদের উদ্দেশ্যে বলিলেন, "সাঈদ ইবনে মুসায়্যাব (র)-কে যখন বেত্রাঘাত করা হইয়াছিল তখন তিনিও মসজিদে আসিয়া দুই রাকাত নামায পড়িয়াছিলেন।" যদিও-বা ইমামকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য এই বেত্রাঘাত করা হইয়াছিল কিন্তু এই ঘটনা ইমামের সম্মান ও প্রতিপত্তিকে আরও বৃদ্ধি করিয়াছিল। এই ঘটনা ১৪৭ হিজরীতে সংঘটিত হয়। ইবনে কুতায়বার উক্তি অনুযায়ী খলীফা মনসুর জা'ফরের এই বাড়াবাড়িকে পছন্দ করিতে পারেন নাই। তাই তিনি অনতিবিলম্বে জাফরকে অপসারিত করেন এবং তাহাকে গাধার উপর সওয়ার করাইয়া অপমানিত করিয়া বাগদাদে ফিরাইয়া আনিলেন। তারপর ইমাম মালিক (র)-এর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পত্র দিলেন।

দ্বিতীয় বৎসরে ১৪৮ হিজরীতে মনসুর মদীনায় আসিলেন। ইমাম মালিক (র) মনসুরের সহিত সাক্ষাৎ

করিলেন। মনসুর সম্মান প্রদর্শন করিলেন এবং আদবসহকারে মুলাকাত করিলেন। মনসুর এই সাক্ষাতে ইমামকে জানাইয়া দিলেন, "আমি জাফরকে এই ধৃষ্টতার অনুমতি দেই নাই এবং আমি উহা অবগতও ছিলাম না।" ইমাম বলিলেন, "হ্যাঁ আপনি অবগত ছিলেন না বটে।" তারপর মনসুর বলিলেন, "হে আবূ আবদুল্লাহ্! আপনি যতদিন জীবিত আছেন, ততদিন আপনিই মদীনা মুনাওয়ারা ও মক্কা মুআয্যামার ইমাম; আপনার বদৌলতে হারামাইনের বাসিন্দারা বিপদমুক্ত। আমি জানিতে পারিয়াছি যে, উভয় শহরের বাসিন্দাগণ গোলযোগ সৃষ্টিকারী। আবার তাহাদের মধ্যে মুকাবিলা করার শক্তিও নাই। আমি আল্লাহর দুশমন জাফরকে মদীনা হইতে বাগদাদ পর্যন্ত বেইয্যতির সহিত গাধায় সওয়ার করাইয়া লইয়া যাইতে নির্দেশ দিয়াছি। আমি আরও নির্দেশ দিয়াছি জাফরকে সমুচিত শাস্তি দেওয়ার জন্য।"

ইমাম মালিক বলিলেন, "আমীরুল মু'মিনীন! এই শাস্তির কোন প্রয়োজন নাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খান্দানের খাতিরে আমি জাফরের অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিয়াছি।" ইমাম মালিক (র)-কে পুরস্কার ও সম্মানস্বরূপ বস্ত্র প্রদান করা হইল। দরবারের রীতি অনুযায়ী যখন বস্ত্র ইমামের স্কন্ধে দেওয়া হইতেছিল ইমাম মালিক (র) পিছনে সরিয়া গেলেন। মনসুর শাহী খাদেমকে ধমক দিয়া উক্ত বস্ত্র তাঁহার গৃহে পৌঁছাইয়া দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।

মদীনায় যেই সকল সাদাত (সৈয়দ বংশীয়) বিদ্রোহের অপরাধে বন্দী ছিলেন তাঁহাদের নিকট মনসুর ইমাম (র)-কে দূতস্বরূপ প্রেরণ করিলেন। মনসুর জানিতেন, ইমাম সাদাতের পক্ষপাতী। তবুও ইমামকেই দূত মনোনীত করিলেন। মনসুর একবার জানিতে পারিলেন যে, আলিমগণ তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট। তিনি অসময়ে রাত্রিবেলা ইবনে আবূ যি'ব (র), ইবনে সমআন (র), হিজাযের ফকীহ্গণ এবং ইমাম মালিক (র)-কে তলব করিলেন। অসময়ে ডাকিয়াছেন, তাই ব্যাপার অন্যরকম মনে করিয়া ইমাম মালিক (র) গোসল করিয়া কাফনের কাপড় পরিধান করিয়া খোশবু লাগাইয়া দরবারে গমন করিলেন।

মনসুর বলিলেন ঃ হে ফকীহ্ সম্প্রদায়! আমি একটি খবর জানিতে পারিলাম যদ্দরুন আমার আক্ষেপ। অথচ আপনাদের কর্তব্য ছিল সর্বপ্রথম আমার আনুগত্য স্বীকার করা, আমার মন্দ বলা হইতে বিরত থাকা, আমার মধ্যে কোন দোষ দেখিলে আমাকে নসীহত করা। ইমাম মালিক (র) বলিলেন ঃ আমিরুল মু'মিনীন! আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًاۢ بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ ۞ [১]

মনসুর বলিলেন ঃ বলুন, আমি আপনার নিকট ভাল না মন্দ। ইমাম মালিক (র) বলিলেন ঃ আমাকে এই প্রশ্নের উত্তরদান হইতে অব্যাহতি দিন। মনসুর ইবনে সমআনের প্রতি লক্ষ্য করিলেন। ইবনে সমআন বলিলেন, আমীরুল মু'মিনীন! আপনি খুব ভাল লোক– হজ্জ করেন, জিহাদ করেন, মজলুমদিগকে সাহায্য করেন, আপনি ইসলামের আশ্রয়স্থল। আপনি ন্যায়বিচারক। অতঃপর মনসুর ইবনে আবূ যি'বকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ইবনে আবূ-যি'ব সাহসিকতার সহিত বলিলেন ঃ আপনি অতি খারাপ লোক ; মুসলমানদের ধন-সম্পদকে নিজের

১. "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের নিকট যদি কোন ফাসিক ব্যক্তি কোন বার্তা আনয়ন করে, তোমরা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবে যাহাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত না কর এবং পরে তোমাদিগের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও।" —সূরা হুজুরাত ঃ ৬

আয়েশ-আরামে ব্যয় করেন। গরীবদের ধ্বংস এবং আমীরদের পেরেশান করিয়া রাখিয়াছেন। বলুন, আপনি আল্লাহ্র নিকট কাল কি জবাব দিবেন? মনসুর উন্মুক্ত তরবারিসমূহের দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন ঃ আপনি জানেন, আপনার সম্মুখে এইসব কি? ইব্নে আবূ-যি'ব বলিলেন ঃ হ্যাঁ, উন্মুক্ত তরবারি দেখিতেছি। কিন্তু মনে রাখিবেন অদ্যকার মৃত্যু আগামীকালের মৃত্যু হইতে শ্রেয়। কিছুক্ষণ পর ইবনে সমআন ও ইবনে আবূ-যি'ব দরবার হইতে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু ইমাম মালিক (র) তখনও রহিয়া গেলেন। মনসুর বলিলেন ঃ আপনার কাপড় হইতে হানূত (حنوط)-এর সুগন্ধ আসিতেছে। ইমাম মালিক (র) বলিলেন ঃ এই অসময়ে তলব করার দরুন আমি জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলাম।

মনসুর বলিলেন ঃ সুবহানাল্লাহ্! আবূ আবদুল্লাহ্! আমি কি নিজের হাতে ইসলামের স্তম্ভকে বিনষ্ট করিব? এই সফরের পরেই মনসুর (১৫৮ হিজরীতে) ইন্তিকাল করেন। অতঃপর মুহাম্মদ আল-মাহদী তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। দুই বৎসর পর মাহ্দী দুই শাহজাদা মূসা ও হারুনুর রশীদসহ হজ্জের উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কায় আগমন করেন। হজ্জ সম্পাদন করার পর মদীনা শরীফ আগমন করেন। মদীনা শরীফের গণ্যমান্য লোকজন তাঁহাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। ইমাম মালিক (র)-ও তাহাদের মধ্যে ছিলেন। মাহ্দী ইমাম মালিক (র)-কে সালাম জানাইয়া সিনার সহিত জড়াইয়া ধরিলেন। সেই বৎসর মদীনায় ছিল দুর্ভিক্ষ। ইমাম মালিক (র) ইহার প্রতি খলীফার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া বলিলেন ঃ আমীরুল মু'মিনীন! এই শহরে মুহাজির ও আনসারদের বংশধরগণ বসবাস করেন। তাঁহারা রওযা-ই-আকদাসের প্রতিবেশী। মাহ্দী পঁচিশ লক্ষ দিরহাম ইমাম মালিক (র)-এর খিদমতে দিলেন। ইমাম মালিক (র) সেই দিরহামসমূহ নিজের শিষ্যদের মারফত আবশ্যকমত লোকদের মধ্যে বিতরণ করাইয়া দিলেন।

মাহদী পৃথকভাবে তিন হাজার দিনার ইমামের খিদমতে পেশ করিলেন এবং তৎসঙ্গে এই ইচ্ছাও প্রকাশ করিলেন, ইমাম মালিক (র) তাঁহার সঙ্গে যেন বাগদাদ গমন করেন। ইমাম মালিক (র) শাহী দূতকে বলিলেন ঃ টাকার থলি মুখবন্ধ অবস্থায় এখনও যথাস্থানে রাখা আছে। ইচ্ছা হইলে ফেরত লইয়া যাইতে পারেন। কিন্তু মালিক কখনও মদীনা ত্যাগ করিবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, اَلْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَّهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ – "মদীনা তাঁহাদের জন্য শ্রেষ্ঠ যদি তাঁহারা বুঝে।" মাহদী শাহী সওয়ারী প্রেরণ করিলেন যেন ইমাম মালিক (র) শাহী দরবারে আসেন। ইমাম পদব্রজে গমন করিলেন। এই বলিয়া তিনি সওয়ারী ফিরাইয়া দিলেন ঃ আমি মদীনায় সওয়ারীর পৃষ্ঠে আরোহণ করি না, কারণ এখানকার পবিত্র গলিসমূহে রাসূলুল্লাহ্ (সা) চলাফেরা করিতেন। ইমাম অসুস্থ ছিলেন, প্রসিদ্ধ একজন আলিমের দেহে হেলান দিয়া বসিলেন। মাহ্দী বলিলেন ঃ সুবহানাল্লাহ্! আমি এই বুযুর্গ হইতে এই খিদমতের ইচ্ছা পোষণ করিলে তিনি কখনও এই কাজে রাযী হইতেন না।

মুগীরা বলিলেন ঃ আমীরুল মুমিনীন! ইমাম কাহারও উপর হেলান দিয়া বসিলে উহা তাহার জন্য সৌভাগ্যের বিষয় মনে করিতে হইবে। মাহ্দী বলিলেন ঃ আপনি এমন একটি কিতাব রচনা করুন, আমি যাহার উপর 'আমল করার জন্য সকলকে নির্দেশ দিতে পারি। ইমাম মালিক (র) আফ্রিকার দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন ঃ ঐ দেশের সমস্যা হইতে আমি তোমাকে নিশ্চিন্ত করিয়াছি। সিরিয়ায় ইমাম আওযায়ী রহিয়াছেন, ইরাকবাসীরা তো ইরাকবাসীই অর্থাৎ ইরাকীদেরও এমন কিতাবের প্রয়োজন নাই। এই সফরেই মাহদী ইমাম মালিক (র) হইতে 'মুয়াত্তা' শুনেন। মাহদী দুই শাহজাদা মূসা এবং হারুনকে 'মুয়াত্তা' শোনার জন্য নির্দেশ

দেন। শাহজাদাদ্বয় ইমাম মালিক (র)-কে শাহী মহলে তলব করিলে তিনি অস্বীকৃতি জানান এবং বলেন ঃ ইল্ম বহু মূল্যবান বস্তু, উৎসাহিগণ ইলমের নিকটে আসেন।

শেষ পর্যন্ত মাহ্দীর অনুমতি গ্রহণ করিয়া শাহজাদাদ্বয় দরসের মজলিসে হাযির হইলেন। শাহজাদাদের আতালিক বলিলেন ঃ হে ইমাম! আপনি হাদীস পাঠ করুন। ইমাম মালিক (র) উত্তর দিলেন ঃ তোমরাই পাঠ কর। উলামার তরীকার অনুসরণ কর। অবশেষে শাহজাদা মূসা ও হারুনুর রশীদ পাঠ করিলেন, ইমাম মালিক (র) শুনিলেন। ১৬৯ হিজরীতে মাহ্দী পরলোকগমন করেন। তাঁহার স্থলে মূসা (হাদী) তখ্তনশীন হন। হাদীর খিলাফত মাত্র এক বৎসরকাল স্থায়ী হয়। তাঁহার পর আব্বাসীয় সিংহাসনে প্রখ্যাত হারুনুর রশীদ উপবেশন করিলেন, যাঁহার সম্বন্ধে জনৈক কবি বলিয়াছেন ঃ

فَمَنْ يُطْلَبُ لِقَاءَكَ اَوْ يُرِيْدِهِ .
فَبِالْحَرَمَيْنِ اَوْ اَقْصَى الْشُفُوْرِ .
فَفِىْ اَرْضِ الْعَدُوِّ عَلٰى طَمُرِّ .
وَفِىْ اَرْضِ الْبَرِيَّةِ فَوْقَ كُوْرِ .

"হে হারুন! যে আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী হবে, আপনার সাক্ষাৎ মিলবে হারামাইন (মক্কা মদীনা) অথবা শত্রু সীমান্তে। শত্রুদের যমীনে আপনি দ্রুতগামী অশ্বের পিঠে থাকেন আর পবিত্র হারামে উটের পিঠের হাওদার উপর।"

হারুনুর রশীদ যখন খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তখনকার সময়ে ইমাম-এর 'মুয়াত্তা' ও অন্যান্য কিতাব যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছে এবং প্রচারিত হইয়াছে। হারুনুর রশীদ খিলাফতের প্রথম বর্ষেই হজ্জ ও যিয়ারতের উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কা ও মদীনায় আসেন। লোকেরা তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন, ইমামও হাওদার উপর সওয়ার হইয়া অভ্যর্থনা জানাইতে আসেন। খলীফা হারুন ইমাম মালিককে দেখিয়া আনন্দিত হন এবং বলেন ঃ আপনার কিতাব আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে, খান্দানের যুবকদিগকে আপনার কিতাব অধ্যয়ন করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আপনার 'মুয়াত্তা'য় আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ও হযরত 'আলী (রা)-এর রেওয়ায়ত নাই কেন? ইমাম মালিক (র) বলিলেন ঃ তাঁহারা উভয়ে আমাদের শহরে ছিলেন না। ১৭৪ হিজরীতে খলীফা হারুন শাহজাদা আমীন ও শাহজাদা মামুনকে সঙ্গে লইয়া হজ্জের উদ্দেশ্যে পুনরায় মক্কায় আগমন করিলেন। হারুনুর রশীদ মুয়াত্তার ইমলা (শিক্ষাদান ও লিখন) করাইবার জন্য ইমাম মালিককে তলব করিলেন। তিনি তশরীফ আনিলেন কিন্তু 'মুয়াত্তা' সঙ্গে আনিলেন না। হারুনুর রশীদ অভিযোগ করিলে ইমাম উত্তরে বলিলেন ঃ হে হারুনুর রশীদ! ইল্ম আপনাদের গৃহ হইতে প্রকাশ পাইয়াছে। এখন আপনার ইচ্ছা উহাকে সম্মান দিন অথবা অপমানিত করুন। হারুন মুহাম্মাদুল আমীন ও আবদুল্লাহিল মামুনকে সঙ্গে লইয়া দরসের মজলিসে উপস্থিত হইলেন। সেইখানে শিক্ষার্থীদের ভিড় ছিল। হারুনুর রশীদ বলিলেন ঃ এই সকল শিক্ষার্থীকে পৃথক করিয়া দিন।

ইমাম মালিক (র) বলিলেন ঃ ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য সাধারণের হক ক্ষুণ্ন করা যায় না। খলীফা হারুন ইমামের মস্নদে গিয়া বসিলেন ইমামের সাথে। ইমাম বলিলেন ঃ আমিরুল মু'মিনীন! নম্রতা আল্লাহ্র নিকট পছন্দনীয়। হারুন বলিলেন ঃ আপনি পাঠ করুন। ইমাম বলিলেন ঃ ইহা এখানকার নিয়ম বহির্ভূত। ইহা বলিয়া

মা'ন ইবনে ঈসা (معن بن عيسى)-কে পড়িবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। তিনি পাঠ করিলেন। হারুনুর রশীদ এবং উভয় শাহজাদা শুনিলেন। এই সফরে সিরিয়া, ইরাক ও হিজাযের প্রায় সকল আলিম খলীফার সঙ্গে ছিলেন। কাযী আবূ ইউসুফও এই মজলিসে শরীক ছিলেন। খলীফা হারুন ইল্‌মের একটি মজলিস-এর ব্যবস্থা করিলেন। আলিমদের মজলিসে ইমাম মালিক (র) মুয়াত্তার দরস ও ইমলা (পাঠ ও লিখান) আরম্ভ করিলেন। প্রতিটি মাস'আলার সমাপ্তি হইত আলিমদের নীরবতা ও তসদীকের উপর। ইমামের সিনা হইতে সাগরের তরঙ্গের মত ইল্‌মের ঢেউ উত্তোলিত হইতেছিল, মজলিস শেষ হওয়ার পর ইমাম মালিক (র) প্রস্থান করিলেন।

মসজিদুন্নবীতে একটি মিম্বর ছিল, যাহার উপর উপবেশন করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) খুতবা পাঠ করিতেন। উহার সিঁড়ি ছিল তিনটি। আমীর মুয়াবিয়া (রা) উহাতে আরও কয়েকটি সিঁড়ি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। হারুনুর রশীদ আমীর মুয়াবিয়া (রা) কর্তৃক বর্ধিত সিঁড়ি বাহির করিয়া ফেলার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ইমাম মালিক (র)-এর নিকট এই বিষয়ে পরামর্শ চাওয়া হইলে তিনি বলিলেন ঃ আপনি এইরূপ করিবেন না। কারণ এই মিম্বরের কাঠ অতি পুরাতন, তাই খুব দুর্বল হইয়া গিয়াছে। কোন কিছু করিতে গেলে হয়তো আসল কাঠ টুটিয়া যাইতে পারে।

পবিত্র মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্মৃতি বহনকারী অনেক বরকতময় বস্তু ছিল। যেমন বিছানা, পেয়ালা, লাঠি, মোয়ে মোবারক, না'লাইন শরীফ। এই সকল বরকতময় বস্তু মদীনা হইতে বাহিরে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। 'মুয়াত্তা' গ্রন্থটিকে কা'বাগৃহে টাঙ্গাইয়া দিবার এবং সকলকে উহার আহকাম ও মাস'আলাসমূহ মানিতে বাধ্য করার ইচ্ছা খলীফা হারুনুর রশীদ করিয়াছিলেন, (ইমাম মালিক) তাঁহাকে এইরূপ করিতে নিষেধ করিলেন। কারণ বিভিন্ন মাস'আলায় সাহাবীদের মধ্যে মতানৈক্য রহিয়াছে। তাঁহাদের ফতওয়া বিভিন্ন শহরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাঁহারা প্রত্যেকেই হকের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইমাম মালিক (র)-এর একটি পুস্তিকা রহিয়াছে যাহাতে তিনি হারুনুর রশীদকে নসীহত করিয়াছেন ও আহকাম শিক্ষা দিয়াছেন।

ওফাত

হারুনুর রশীদের খিলাফতকালেই ইমাম মালিক (র) এই নশ্বর জগত ত্যাগ করেন। তখন তাঁহার বয়স ছিল ৮৬ বৎসর। তিনি খুবই দুর্বল হইয়া গিয়াছিলেন। মসজিদে আসা, কোন মজলিসে ও দাওয়াতে যোগদান করা পূর্ব হইতেই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। লোকে অভিযোগ করিলে তিনি বলিতেন ঃ কোন লোকের সকল ওজর বর্ণনা করা যায় না। এই সময় ইমামের খাদেম ছিলেন মা'ন ইবনে ঈসা (যিনি সিহাহ সিত্তার রাবীদের একজন)। তাঁহার মৃত্যু হয় ১৯৮ হিজরীতে (তিনি ইমামের বিশ্বস্ত শাগ্‌রিদ ছিলেন)। তাঁহার সাহায্যে ইমাম চলাফেরা করিতেন। এই দুর্বলতার মধ্যেও দরসে-হাদীস এবং ফতওয়ার কাজ পূর্বের মত চালু ছিল। আন্দালুসিয়ার ইমাম ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া মাসমূদী যখন দ্বিতীয়বার তাঁহার রচিত মুদাওওনা (مدونة)-র সনদ গ্রহণ করার জন্য মিসর হইতে ইমামের খিদমতে উপস্থিত হন, তখন ইমাম শয্যাশায়ী। রবিবার দিন তিনি রোগাক্রান্ত হন, অন্তত তিন সপ্তাহকাল তিনি পীড়িত থাকেন। লোকদের ইয়াকীন হইয়া গেল মদীনার ইমামের ইহা অন্তিম সময়। মদীনার উলামা ও আমীরগণ শেষ দীদারের আশায় একত্র হইলেন। ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া বলেন ঃ আমি খিদমতে আসিয়া বঞ্চিত হইলাম বলিয়া আমি কাঁদিতেছিলাম, কিন্তু যাঁহারা অনেকদিন যাবত ইমামের খিদমতে থাকার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিলেন, আশ্চর্যের বিষয় তাঁহারাও কাঁদিতেছিলেন। এই সময় ইমামের শাগ্‌রিদগণ ছাড়াও হাদীস ও ফিক্‌হশাস্ত্রের প্রায় একশত ষাটজন আলিম অশ্রুসিক্ত অবস্থায় ইমামের আশেপাশে বসা ছিলেন। দেহের তাপ ক্রমশ শীতল হইতেছিল। ইমামের চক্ষু হইতে অশ্রু নির্গত

হইতেছিল। ইমামের খাস শাগরিদ কা'নবী অশ্রু নির্গত হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ইমাম বলিলেন ঃ আমি না কাঁদিলে আর কাঁদিবে কে ? আহা ! যদি এমন হইত, আমার প্রতিটি কেয়াসী ফতওয়ার পরিবর্তে আমাকে এক একটি করিয়া বেত্রাঘাত করা হইত! আহা! যদি আমি ফতওয়া না দিতাম। তিনি কাঁদিতেছিলেন এবং তাঁহার ওষ্ঠাধর নড়াচড়া করিতেছিল। ইত্যবসরে আত্মা দেহপিঞ্জর হইতে উড়িয়া গেল। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

ইমামের আশেপাশে তখন উলামা ও শিক্ষার্থীদের সেই ভিড় বিদ্যমান, কিন্তু মদীনার হাদীস ও ফিক্হের মজলিসের সেই সভাপতি চিরস্থায়ী জীবনের শয্যায় শায়িত! তাঁহার জন্ম হইয়াছিল ৯৩ হিজরীতে। ওফাত হইয়াছিল ১১ই রবিউল আউয়াল ১৭৯ হিজরীতে। মোট ৮৬ বৎসর। ১১৭ হিজরীতে দরসের মসনদে আসীন হন। দীর্ঘ ৬২ বৎসর পর্যন্ত ইল্‌ম ও দীনের একনিষ্ঠভাবে সেবা করার গৌরব অর্জন করেন।

বিরাট জনসমুদ্র জানাযায় শরীক হয়। মদীনার গভর্নর আবদুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মদ হাশিমী স্বয়ং শবাধার বহন করিয়া পদব্রজে চলিতেছিলেন। জান্নাতুল বাকী মদীনার প্রসিদ্ধ মক্‌বারাহ (গোরস্থান)। তথায় শায়িত আছে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা), হযরত উসমান (রা), হযরত ফাতিমা (রা), হযরত হাফসা (রা), আরও কত সাহাবী! মদীনার ইমামকেও সেই পবিত্র মাটিতে সোপর্দ করা হইল।

উমর ইবন সা'দ আনসারী ইমামের ওফাত উপলক্ষে জনৈক ব্যক্তিকে স্বপ্নে নিম্নোক্ত কবিতাটি পাঠ করিতে শুনিলেন ঃ

لَقَدْ اَصْبَحَ الْاِسْلَامُ زَعْزَعَ رُكْنُهُ
غَدَاةَ ثَوِى الْهَادِىْ لَدٰى مَلْحَدِ الْقَبْرِ
اِمَامُ الْهُدٰى مَازَالَ لِلْعِلْمِ صَائِنًا
عَلَيْهِ سَلَامُ اللّٰهِ فِىْ اٰخِرِ الدَّهْرِ

অর্থাৎ, সেইদিন ইসলামের স্তম্ভ আন্দোলিত হইল, যেইদিন ফজরে পথপ্রদর্শক ইমাম কবরে শায়িত হইলেন। তিনি ছিলেন হিদায়েতের ইমাম, ইল্‌মের রক্ষক, তাঁহার উপর আল্লাহ্‌র শান্তি বর্ষিত হউক কিয়ামত পর্যন্ত।

দূর-দূরান্তের শহরে যখন মৃত্যু সংবাদ পৌঁছিল, তখন সর্বত্রই শোক প্রকাশ করা হইল। সুফিয়ান ইবনে উয়ায়নাহ্ যখন ইমামের মৃত্যু সংবাদ পাইলেন তখন তিনি অনেকক্ষণ নীরব রহিলেন। নীরবতা ভঙ্গের পর তিনি বলিলেন ঃ

مَاتَرَكَ عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ مِثْلَهُ –'ধরাপৃষ্ঠে তাঁহার নজীর রাখিয়া যান নাই'। ইমামের জন্ম ও মৃত্যু সন নিম্নের কবিতাংশ হইতে বাহির করা যায় ঃ

فَخْرُ الْاَئِمَّةِ مَالِك　نِعْمَ الاِمَامِ لِسَالِكٍ
مَوْلِدُهُ نَجْمُ هُدٰى　وَفَاتُهُ فَازَ مَالِك
٩٣ هـ　١٧٩ هـ

অর্থাৎ মালিক ইমামগণের গৌরব, শিষ্যদের জন্য উত্তম গুরু। তাঁহার জন্ম সন نجم هدى হিদায়াতের নক্ষত্র। আর মৃত্যু সন- فاز مالك মালিক সফলকাম হইয়াছেন। (আবজাদের হিসাব মত) জন্ম ৯৩, ওফাত ১৭৯ হিজরী।

ইবাদত, রিয়াযত ও সাধনায় ইমাম মালিক (র) অগ্রগামী ও যুগশ্রেষ্ঠ ছিলেন। দরস (শিক্ষাদান) ও ফতওয়ার কাজে তিনি সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকিতেন। অবশিষ্ট সময় তিনি ইবাদত ও কালামে পাকের তিলাওয়াতে কাটাইতেন। ইমামের ভগ্নির নিকট এক ব্যক্তি জানিতে চাহিল যে, ইমাম গৃহাভ্যন্তরে কি করিতেন ? তিনি উত্তরে বলিলেন ঃ দুইটি কাজে মশগুল থাকিতেন, المصحف والتلاوة। –'কুরআন তিলাওয়াত ও উহার অধ্যয়ন'। ইমাম মালিক (র)-এর কন্যা হইতে বর্ণিত আছে যে, ইমাম জুম'আ রাত্রিতে ইবাদতে মশগুল থাকিতেন। ইমাম মালিক (র)-এর ভাগিনা হইতে বর্ণিত আছে যে, ইমাম মাসের প্রথম তারিখে রাত্রি জাগরণ করিতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অতি সম্মান ও আদব করিতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র নাম উচ্চারিত হইলে তাঁহার মুখমণ্ডলের রং পরিবর্তন হইয়া যাইত। লোকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন ঃ আমি যে সকল পবিত্র আত্মার সান্নিধ্যে আসিয়াছি, যে সকল মনীষীর আমি সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি, তাঁহাদের অবস্থা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মান ও আদবের ব্যাপারে আমার চাইতে অধিক ঊর্ধ্বে এবং উন্নত ছিল।

মসজিদুন্নবীতে পবিত্র হুজরায় পবিত্র রওযা অবস্থিত। সেই মসজিদে হট্টগোল করা, উচ্চকণ্ঠে কথা বলা পবিত্র স্থানের বে-আদবীর অন্তর্ভুক্ত। তাই তিনি উহাকে না-পছন্দ করিতেন। ইমামের আস্তাবলে অনেক ঘোড়া ও খচ্চর ছিল; কিন্তু তিনি কখনও মদীনার গলিতে সওয়ারীর পিছে সওয়ার হন নাই। লোকে কারণ জানিতে চাহিলে তিনি বলিতেন ঃ মদীনার যে মাটিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র কদম পড়িয়াছে, সেই মাটি ঘোড়ার ক্ষুর দ্বারা দলিত করিব, আমি ইহাতে লজ্জাবোধ করি। নবীপ্রেম এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীসের সহিত গভীর সম্পর্ক স্থাপন ও ব্যস্ততার ফল এই যে, কোন রাত্রি ইমামের এমন অতিবাহিত হইত না, যে রাত্রিতে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দীদার লাভ করিতেন না। মদীনার সহিত তাঁহার মহব্বত ছিল অসাধারণ, হজ্জের সফর ব্যতীত তিনি পবিত্র মদীনার বাহিরে কোথাও যান নাই। খলীফা মনসুর বাগদাদে বসবাস করার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, ইমাম মালিক (র) সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। মাহ্‌দী এই উদ্দেশ্যে তাঁহার নিকট তিন হাজার দীনার প্রেরণ করেন। ইমাম মালিক (র) বলিলেন ঃ দীনারের থলি যথাস্থানে রাখা আছে। ইচ্ছা হইলে লইয়া যাইতে পারেন। কিন্তু মালিক মদীনা ছাড়িয়া বাহিরে যাইবে, তাহা হইতে পারে না। ইমাম মালিক (র) মদীনাকে মক্কা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন।

উলামাদের বদান্যতার অনেক নজীর ইতিহাসে রহিয়াছে। ইমাম রবিয়া শিক্ষাখাতে ৩২ হাজার দীনার ব্যয় করেন। ইমাম আবূ হানীফা শিক্ষার্থীদের নিকট দিরহাম-দীনারের থলি সোপর্দ করিতেন। ইমাম লাইস মিসরী প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেন শিক্ষার জন্য। কিন্তু ইমাম মালিক (র)-এর বদান্যতা উল্লেখযোগ্য। একবার ইমাম শাফিয়ী (র) ইমাম মালিক (র)-এর আস্তাবল পরিদর্শন করিতেছিলেন। পরিদর্শনকালে তিনি কিছু ঘোড়ার প্রশংসা করেন। ইমাম মালিক (র) ঘোড়ার প্রতি তাঁহার আকর্ষণ লক্ষ্য করিয়া আস্তাবল তাঁহাকে সোপর্দ করেন। ইমাম মালিক (র) প্রতি বৎসর ইমাম শাফিয়ী (র)-কে এগার হাজার দীনার সাহায্যস্বরূপ প্রদান করিতেন। ইমাম শাফিয়ী (র) তাঁহার নিকট হাদীস ও ফিক্‌হ শিক্ষার উদ্দেশ্যে আসিলে তিনি নিজ হাতে খাবার বহন করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইতেন। ফজরের নামাযের সময় নিজ হাতে ওযূর পানি আনিয়া দিতেন। এত প্রতিপত্তির অধিকারী হইয়াও

একবার বাজার পর্যন্ত গমন করিয়া ইমাম শাফিয়ী (র)-এর জন্য যানবাহন ঠিক করিয়া দিলেন। সফরের খরচাদির জন্য টাকা ভর্তি একটি থলি তাঁহাকে প্রদান করিলেন।

গাম্ভীর্য একটি নিয়ামত ও বৈশিষ্ট্য বটে। কূফার জামে মসজিদে একবার জনৈক খারেজী তরবারি হস্তে ঢুকিয়া পড়িল। প্রায় সকল লোকই মসজিদ ত্যাগ করিলেন, কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র) মসজিদে নিজ স্থানে বসিয়া রহিলেন। তিনি ছিলেন শান্ত ও গম্ভীর।

অনুরূপভাবে একদা ইমাম মালিক (র)-এর পরিধানের মোজায় অজ্ঞাতসারে বিচ্ছু প্রবেশ করিল। তিনি মোজা পরিহিত অবস্থায় দরসের মজলিসে আসিয়া বসিয়াছেন। বিচ্ছু তাঁহার পায়ে দংশন করিল, কিন্তু মজলিসের আদব রক্ষার্থে ইমাম মালিক (র) একটুও নড়াচড়া করিলেন না। তাঁহার মুখমণ্ডলের রং পরিবর্তিত হইল। দরস শেষ হওয়ার পর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক (র) কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন ঃ মোজায় বিচ্ছু রহিয়াছে।

ক্ষমাগুণও ছিল ইমামের অসাধারণ। মনসুর ও রশীদের মত প্রতাপশালী বাদশাহ্কে যিনি ভুল করিলে ধমক দিতেন, সেই ইমামকে যখন বেত্রাঘাত করা হইল, মনসুর মদীনার তৎকালীন অধিকর্তা বেত্রাঘাতের হুকুম দানকারী জা'ফরকে সাজা দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ইমাম মালিক (র) তাঁহাকে উহা করিতে নিষেধ করিলেন এবং ক্ষমা করিয়া দিলেন।

ইমাম মালিক (র) বাদশাহ ও আমীরদের দরবারে যাওয়া-আসা করিতেন। কোন ব্যক্তি তাঁহার এই কাজের সমালোচনা করিলে তিনি বলিতেন ঃ তাঁহাদের নিকট না গেলে সত্য কথা বলার সুযোগ হইবে কিরূপে?

মনসুর তাঁহার সম্বন্ধে ইমাম মালিক (র)-এর মতামত জানিতে চাহিলে তিনি মত প্রকাশে অক্ষমতা প্রকাশ করিলেন।

খিলাফত মুহাম্মদ নফ্সে যাকিয়্যার হক বলিয়া তিনি দৃঢ়ভাবে মত প্রকাশ করিলেন। মসজিদুন্নবীতে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলার জন্য তিনি খলীফা মনসুরকে সতর্ক করিয়া দিলেন।

দরসের মজলিসে ইমাম মালিক (র) খুব শান-শওকত ও আড়ম্বর সহকারে বসিতেন। লোকে অভিযোগ করিলে তিনি বলিতেন ঃ

أُرِيْدُ اَنْ اُجِلَّ الْعِلْمَ – 'ইল্‌মের সম্মানার্থে এইসব করিয়া থাকি'। এই কারণেই হারুনুর রশীদ শাহী মহলে 'মুয়াত্তা'র দরসের জন্য আহবান করিলে ইমাম মালিক (র) উহাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলেন। সাধারণ শাগরিদদিগকে মজলিস হইতে বাহির করিয়া দেওয়ার প্রস্তাবও তিনি প্রত্যাখ্যান করিলেন। তাঁহাকে 'মুয়াত্তা' পাঠ করিতে বলিলে ইহাতেও তিনি রাযী হইলেন না।

মনসুরী দরবারের রীতি ছিল, দরবারে কেহ আসিলে সর্বপ্রথম বাদশাহ্র হাতে চুমা দেওয়া। ইমাম মালিক (র) এই অপমান কখনও সহ্য করেন নাই। ইবনে কাসিম একবার বলিলেন ঃ হযরত! মিসরীয় উলামা ক্রয়-বিক্রয়ের মাস'আলাসমূহে খুব দক্ষতা রাখেন। ইমাম মালিক (র) জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তাঁহারা কাহার নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন? তিনি বলিলেন ঃ আপনার নিকট হইতে। ইমাম মালিক (র) বলিলেন ঃ আমার নিজেরও এই ব্যাপারে দক্ষতা নাই। আলিমদের তিনি বিশেষ ইয্যত করিতেন। হারুনুর রশীদ দরসের মজলিসে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে আসন হইতে নিচে বসিতে হইয়াছে। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র) একবার যখন তাঁহার মজলিসে তশরীফ আনেন তখন তিনি তাঁহার জন্য বিছানার উপর নিজের চাদর বিছাইয়া দিয়া তাঁহার প্রতি

সম্মান প্রদর্শন করেন। ইমাম-এ-আযম মজলিস হইতে প্রস্থান করিলে ইমাম মালিক (র) শাগরিদগণকে লক্ষ করিয়া বলিলেন, "যিনি এখন মজলিস হইতে প্রস্থান করিলেন তিনি ইরাকের আবূ হানীফা, যাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও যুক্তি এইরূপ যে, তিনি যদি ঐই স্তম্ভটিকে স্বর্ণের স্তম্ভ বলিয়া প্রমাণ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি উহা অনায়াসে প্রমাণ করিতে পারেন।" কূফার মুহাদ্দিস সুফিয়ান (র) তাঁহার মজলিসে শরীক হইলে ইমাম মালিক (র) তাঁহার প্রতিও বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করেন, কিন্তু (ইমাম আবূ হানীফার তুলনায়) কিছু কম। সুফিয়ান (র) চলিয়া গেলে ইমাম মালিক (র) বলিলেন ঃ মর্তবা ও শ্রেণী মুতাবিক মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উচিত।

আবদুর রহমান ইব্ন কাসিম (র) ইমামের মিসরীয় শাগরিদ। ইমাম মালিক (র) তাঁহাকে পত্রে ফকীহ-ই-মিসর বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ইমাম মালিক (র)-এর একজন শাগরিদ প্রখ্যাত মুহাদ্দিস কা'নবী মদীনায় আগমন করিলে ইমাম মালিক (র) স্বয়ং তাঁহার শাগরিদসহ তাঁহাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে শহরের বাহিরে গমন করেন।

ইমাম মালিক (র) ছিলেন লম্বা ও ভারী দেহের অধিকারী। ললাট চওড়া, নাক উঁচু, দাড়ি ঘন, তাঁহার মস্তক ছিল চুলবিহীন, গোঁফ বেশি ছোট করাকে তিনি পছন্দ করিতেন না। তাঁহার উভয় কান বড় ছিল। তিনি মূল্যবান পোশাক পরিধান করিতেন। পরিচ্ছন্নতার প্রতি খুব নজর রাখিতেন। কেহ অভিযোগ করিলে তিনি বলিতেন ঃ আমি এই পবিত্র শহরের আলিমদের সহিত মিলিয়াছি এবং তাঁহাদিগকে মূল্যবান পোশাক পরিধান করিতে দেখিয়াছি। আদন শহরে সেই সময়ে মূল্যবান বস্ত্র প্রস্তুত করা হইত। তিনি তথা হইতে নিজের ব্যবহারের জন্য বস্ত্র আমদানি করিতেন। কোন কোন সময় খোরাসান ও মিসরের কাপড়ও ব্যবহার করিতেন। বিশ্র (র) বলেন ঃ আমি একদা ইমাম মালিক (র)-কে তৎকালীন ৫০০ দীনার মূল্যের চাদর পরিধান করিতে দেখিয়াছি, যে চাদর সাধারণত রাজা-বাদশাহ্রা ব্যবহার করিয়া থাকেন। তিনি সবসময় খোশবু ব্যবহার করিতেন। অগুরু কাঠের অঙ্গার কণিকা প্রজ্বলিত থাকিত তাঁহার মজলিসে। তাঁহার পোশাক থাকিত খোশবু মাখা। তিনি যেই গলি দিয়া একবার যাতায়াত করিতেন, অনেকক্ষণ সেই গলি হইতে সুগন্ধ বিকীর্ণ হইত। তাঁহার হাতে একটি চান্দির আংটি ছিল। আংটির পাথর-মণি ছিল কাল রঙের। উহাতে ক্ষোদিত ছিল- حسبنا الله ونعم الوكيل
'ইমাম মালিক (র) যে গৃহে বাস করিতেন সেই গৃহটি ছিল হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর। আর তাঁহার দরস ও মজলিসের স্থান ছিল মসজিদুন্নবীতে, যেখানে হযরত উমর (রা) মজলিসে বসিতেন। এই স্থানেই হাদীসের ইমলা-এর (املا - হাদীস পঠন ও লিখন) মজলিস অনুষ্ঠিত হইত। এইভাবে তিনি হযরত ফারুকে আযম (রা)-এর যাহেরী ও বাতেনী উভয় প্রকার বরকতের উত্তরাধিকারী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিলেন।
ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ

ইমাম মালিক (র)-এর কিতাবসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ইমাম মালিক (র) কর্তৃক সংকলিত অথবা তাঁহার দিকে منسوب বা সম্পর্কিত কিতাবসমূহের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

১. رِسَالَةُ مَالِكٍ اِلَى الرَّشِيْدِ –খলীফা হারূনুর রশীদের উদ্দেশ্যে লিখিত তাঁহার এই পুস্তিকা ২২ পৃষ্ঠায় রচিত। পত্রাকারে লিখিত এই পুস্তিকায় ইমাম মালিক (র) খলীফা হারূনুর রশীদকে দিন-দুনিয়া ও আখলাক সম্বন্ধীয় অনেক নসীহত করিয়াছেন।

২. أَحْكَامُ الْقُرْآنِ – কুরআনের যেসব আয়াতে আহকামের আলোচনা রহিয়াছে, সেসব আয়াতের ব্যাখ্যা ইমাম কর্তৃক প্রদত্ত। ইহার রচয়িতা হইলেন প্রসিদ্ধ আলিমে-কুরআন আবূ মুহাম্মদ মক্কী ইবনে তালিব। তিনি আন্দালুসিয়ার বাসিন্দা। তিনি হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর প্রখ্যাত মুফাস্সির। ইহা ইমাম মালিক (র)-এর স্বরচিত কিতাব নহে। এই কিতাবের পূর্ণ নাম হইতেছে : كِتَابُ الْمَأْثُورِ عَنْ مَالِكٍ فِى أَحْكَامِ الْقُرْآنِ

৩. المدونة الكبرى – ইহা মালিকী ফিক্হ-এর একটি বিরাট কিতাব। ইহাও ইমাম মালিক (র)-এর স্বরচিত কিতাব নহে। ইমামের একজন বিশিষ্ট শাগরিদ আব্দুর রহমান ইবন কাসিম কর্তৃক রচিত। ফিক্হ সম্পর্কে ইমাম মালিক (র) যেসব বক্তব্য রাখিয়াছেন ইহা সেইসব (ملفوظات فقهية) বক্তব্যের সংকলন, তবে ইহা রচিত হইয়াছে ইমামের যুগে। ইমাম মালিক (র) হইতে এইসব মাসায়েল শুনিয়া তাঁহার নিকট হইতে সনদ গ্রহণের উদ্দেশ্যে মিসর হইতে ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়াহ্ইয়া মাসমূদী যখন ইমাম মালিক (র)-এর খিদমতে উপস্থিত হইলেন তখন ইমাম অন্তিমশয্যায় শায়িত। সুতরাং সনদ গ্রহণ সম্ভব হয় নাই।

৪. رِسَالَةُ اِمَامُ مَالِكُ اِلَى ابْنِ مُطَرِّف – ইমামের শিষ্য গাস্সান ইবনে মুহাম্মদের নামে ফতোয়ার বাহাসের উপর লিখিত ইহা একটি রিসালাহ্।

৫. رِسَالَةُ اِمَامُ مَالِكُ اِلَى ابْنِ وَهْب – ইহা ইমামের শাগরিদ রশীদ ইবনে ওহাবের নামে লিখিত একটি রিসালাহ্। বিষয়বস্তু হইতেছে قضا وقدر – তকদীর এবং ফয়সালা সম্পর্কীয়। কাযী আয়ায (র) এই রিসালাহ্র ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

উল্লেখ্য, ইবনে ওহাব বিশ বৎসর ইমাম মালিক (র)-এর সঙ্গে অতিবাহিত করিয়াছেন। তাঁহাকে (ديوان) ইলমের দফতর বলা হইত।

৬. كِتَابُ الاَقْضِيَة (কিতাবুল আকযিয়াহ্) – ইহা রচিত হইয়াছে কাযীদের উদ্দেশ্যে।

৭. كِتَابُ الْمَنَاسِك (কিতাবুল মানাসিক)– আবূ জা'ফর যুহরী বলেন : হজ্জের আহকাম সম্বন্ধে ইহা সর্বাপেক্ষা বড় কিতাব।

৮. تَفْسِيْرُ غَرِيْبِ الْقُرْآنِ –খালিদ ইবনে আবদুর রহমান মাখযুম ইহা রেওয়ায়ত করিয়াছেন।

৯. كِتَابُ الْمُجَالَسَاتِ عَنْ مَالِك – ইবনে ওহাব কর্তৃক রচিত বিভিন্ন মজলিসে হাদীস, ফিক্হ ও নসীহত সম্পর্কীয় ইমামের বাণী ইহাতে সংকলিত হইয়াছে।

১০. تَفْسِيْرُ الْقُرْآنِ (তফসীরুল কুরআন) – ইমাম কর্তৃক রচিত কিনা সেই বিষয়ে সংশয় রহিয়াছে। ইহাতে হাদীসের দ্বারা কুরআনের তফসীর হইয়াছে। হয়ত তাঁহার কোন শাগরিদ সংকলন করিয়াছেন।

১১. كِتَابُ الْمَسَائِل –কিতাবুল মাসায়িল।

হয়তো তাঁহার আরও কিতাব এবং মাসায়িল ছিল। খতীব তাঁহার প্রসিদ্ধ 'তারিখ-ই-বাগদাদে' লিখিয়াছেন যে, আবুল আব্বাস সাফ্ফাহ্-এর সামনে কিতাবের অনেকগুলি পাতা রাখা ছিল। তিনি বলিলেন : এইগুলিতে ইমাম মালিক (র)-এর সত্তর হাজার মাসায়িল (মাস'আলাসমূহ) লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

ইহা ছাড়া ইমাম মালিক (র) জ্যোতির্বিদ্যায় এমন পারদর্শী ছিলেন যে, তিনি এই বিষয়ে একটি কিতাব রচনা করেন। বলা হয় যে, তৎকালে জ্যোতির্বিদ্যায় তাঁহার গ্রন্থের উপর নির্ভর করা হইত।

৭ —

(مُوَطَّأ) মুয়াত্তা

'মুয়াত্তা' ইমামের সংকলিত মূল গ্রন্থ। আল্লাহ্‌র কিতাবের পর ইহাকে অন্যতম নির্ভরযোগ্য কিতাব বলা হয়। ইমাম মালিক (র)-এর এই কিতাবটি সর্বাপেক্ষা মকবুল ও সমাদৃত। হিজরী প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত হাদীস সাহাবীদের পবিত্র সীনায় আমানতস্বরূপ রক্ষিত ছিল। কাহারও নিকট লিখিত থাকিলেও উহা প্রচারিত হয় নাই। খলীফা উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস এবং তাবেয়ী। আল্লামা যাহাবী (ذهبى) তাঁহাকে হাফিয-এ-হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। ইমাম মালিক (র) 'মুয়াত্তা'-তে তাঁহার ফতোয়া হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। এই মহান খলীফার যুগে সর্বপ্রথম আবূ বকর ইবনে হাযম কর্তৃক হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়। তাঁহার পর ইবনে শিহাব যুহরীও উহাতে অংশগ্রহণ করেন।

আবূ বকর ইবনে হাযমের কিতাবে সাহাবীদের ফতোয়াসমূহ স্থান পাইয়াছে বেশি। উক্ত কিতাব ও ইমাম যুহরীর কিতাব 'মুয়াত্তা'র মত বিন্যাস করা হয় নাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র যুগের পর যেসব সাহাবী মদীনায় বসবাস করিতেন, তাঁহারা ছিলেন নবী (সা)-এর ইলমের মুহাফিয বা আমানতদার। তাঁহাদের পর তাবেয়ীন উত্তরাধিকার সূত্রে সেইসব ইলমের ধারক হন। যে সকল সাহাবী জিহাদ ও ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে মক্কা ও মদীনার বাহিরে, যেমন কূফা, বসরা, সিরিয়া, দামেশ্‌ক, মিসর প্রভৃতি শহরে অবস্থান করিতেন, সেসব শহরের তাবেয়ীন তাঁহাদের রেওয়ায়ত ও ফাতওয়াসমূহের ধারক-বাহক ছিলেন। ইমাম মালিক (র)-এর যুগ পর্যন্ত বিভিন্ন মনীষী কর্তৃক যেসব হাদীস গ্রন্থ প্রস্তুত করা হয়, সেইসব হাদীস গ্রন্থ নিজ নিজ শহরের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকিয়া যায়। ব্যাপকভাবে প্রচারিত হওয়ার সুযোগ সেইসব কিতাবের হয় নাই। মদীনা ইসলামের প্রাণকেন্দ্র। এই পবিত্র শহরের সাহাবা ও তাবেয়ীনের রেওয়ায়তসমূহ এবং জ্ঞান-ভাণ্ডারকে বিশুদ্ধতার নিরিখে যাচাই এবং পরে বিন্যাস করিয়া গ্রন্থ রচনার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছেন একমাত্র ইমাম মালিক ইবনে আনাস (র)। 'মুয়াত্তা'-কে তাই মাদানী জ্ঞান-ভাণ্ডার-এর (عُلُوْم مَدِيْنَة) বিশেষ সংকলন বলা চলে।

'মুয়াত্তা' রচনার মহান কার্য সম্পাদনের পর তিনি এই কিতাবটি হাদীস ও ফিক্‌হতে অভিজ্ঞ তৎকালীন আলিম সমাজের নিকট মন্তব্যের জন্য পেশ করেন। বিজ্ঞজনের সকলেই উহাকে অত্যন্ত পছন্দ করেন। তাঁহার 'মুয়াত্তা'য় সেই সকল রেওয়ায়ত ও ফতওয়া সন্নিবেশ করা হইয়াছে, যাহা সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য হইয়াছিল। 'মুয়াত্তা'র বিশুদ্ধতা ও ইহার মর্যাদা সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত, সেইহেতু এই কিতাবের নাম 'মুয়াত্তা' রাখা হইয়াছে। সাহাবায়ে রাসূল (সা) ও তাবেয়ীন যেই সকল মাস'আলার উপর 'আমল করিয়াছেন, ফতওয়া প্রদান করিয়াছেন, সেইসব মাস'আলার সমাধান 'মুয়াত্তা'য় সংকলিত হইয়াছে বলিয়া এই কিতাবের নাম 'মুয়াত্তা' রাখা হইয়াছে। অর্থাৎ এই পথে সকলেই পদচারণা করিয়াছেন, সকলেই ইহার প্রতি 'আমল করিয়াছিলেন।

হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ (র)-এর মতে, 'মুয়াত্তা'য় প্রথমে দশ হাজার রেওয়ায়ত স্থান পাইয়াছিল। পরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া ১৭২০টি রেওয়ায়ত পরিবেশিত হইয়াছে যাহাতে 'মরফূ' হাদীস রহিয়াছে ৬০০, 'মুরসাল' হাদীস ২৩৫, 'মওকুফ' হাদীস ৬১৩, তাবেয়ীনদের কাওল ও ফাতওয়ার সংখ্যা ২৮৫, বালাগাতে মালিক ৫টি।

ইবনে হাযম (র) বলেন ঃ 'মুয়াত্তা'য় রেওয়ায়ত গণনা করিয়া পাঁচশতেরও বেশি মুসনাদ হাদীস আমি উহাতে পাইয়াছি। 'মুয়াত্তা'র বিষয়বস্তু ফিক্‌হ-এর আহকাম। তাই অনেক অধ্যায় যাহা সাধারণত অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে রহিয়াছে 'মুয়াত্তা'য় সেইসব পাওয়া যায় না। মুহাদ্দিসীনের পরিভাষায় এইরূপ কিতাবকে 'সুনান' বলা হয়। ইমাম মালিক (র)-এর 'মুয়াত্তা' ব্যতীত অন্য কোন তাবে'-তাবে'য়ী কর্তৃক লিখিত কোন মুজতাহিদ ইমামের সংকলিত

হাদীস গ্রন্থ আমাদের নিকট নাই। মুসনাদে আবূ হানীফার রচয়িতা হইলেন মুহাম্মদ ইবনে ইয়াকুব ও হুসায়ন ইবনে মুহাম্মদ খসরু। 'মুসনাদে শাফিয়ী' রচনা করিয়াছেন আবূ জাফর ইবনে মুহাম্মদ নিশাপুরী। 'মুসনাদে আহমদ' ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) সমাপ্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহার সাহেবযাদা আবদুল্লাহ্ উহা সমাপ্ত করিয়াছেন। 'মুয়াত্তা' আদ্যোপান্ত ইমাম মালিক (র) কর্তৃক সংকলিত। মুয়াত্তা'-র সমসাময়িক কোন হাদীস গ্রন্থ প্রচলিত নাই। ইহাই 'মুয়াত্তা'-র কবুলিয়ত ও শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম প্রমাণ। 'মুয়াত্তা'য় হাদীসে রাসূলকে প্রথম ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে।

'মুয়াত্তা'য় যাহা কিছু গ্রহণ করা হইয়াছে মুহাদ্দিসীনের রীতিনীতি অনুযায়ী পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর গ্রহণ করা হইয়াছে। 'মুয়াত্তা'য় পরিবেশিত সব হাদীস ও ফতওয়া সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ। মুয়াত্তা'র রাবিগণ প্রায়ই ছিলেন হিজাযী। হিজাযের রাবিগণ সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। এই দিক দিয়াও 'মুয়াত্তা'র শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজনস্বীকৃত।

সাধারণত মুহাদ্দিসীনের মতে, 'মুয়াত্তা'র স্থান তিরমিযী ও মুসলিমের পর ধার্য করা হয়। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ (র) ও শাহ আবদুল আযীয (র)-এর মতে, 'মুয়াত্তা'র স্থান বুখারী শরীফেরও উর্ধ্বে।

কালামুল্লাহর পর কালামে রাসূলের প্রথম কিতাব যা সকলের নিকট সমাদৃত হইয়াছে তাহা হইতেছে ইমাম মালিক (র)-এর এই 'মুয়াত্তা'। 'কাশফুয যুনুন' কিতাবে মন্তব্য করা হইয়াছে যে,

اَوَّلُ كِتَابٍ وُضِعَ فِى الْاِسْلَامِ مُوَطَّا مَالِكِ ابْنِ اَنَسٍ .

অর্থাৎ মালিক ইবনে আনাসের মুয়াত্তা'ই ইসলামের সর্বপ্রথম হাদীস ও ফিক্হের কিতাব। কাযী আবূ বকর এবং সুফিয়ানও অনুরূপ উক্তি করিয়াছেন।

পরবর্তী যুগে প্রায় সকল হাদীস গ্রন্থই 'মুয়াত্তা'কে অনুসরণ করিয়া সংকলিত হইয়াছে। ইমাম শাফিয়ী (র) বলিয়াছেন, কিতাবুল্লাহর পর সবচাইতে বিশুদ্ধ কিতাব হইতেছে মালিক ইবনে আনাসের 'মুয়াত্তা'। আবূ বকর ইবনে আরবীও অনুরূপ উক্তি করিয়াছেন। মুসলিম শরীফের টীকা (شرح) লেখক আল্লামা নদভী 'মুয়াত্তা'র শ্রেষ্ঠত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ইমাম মালিক (র) মুহাদ্দিসীনের উস্তাদ। ইহাই 'মুয়াত্তা'র শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দিস-এ-দেহলভী (র) বলেন, ইমাম শাফিয়ী ও ইমাম মুহাম্মদ (র) 'মুয়াত্তা' হইতে ফিক্হ শিক্ষালাভ করিয়াছেন, যাহা কিতাবুল উম্ম ও কিতাবুল আ'ছার-এর (كِتَابُ الْاُم - كِتَابُ الْاٰثَارِ) মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে।

বিখ্যাত মুজতাহিদ ইমামগণ যাঁহাদের মধ্যে ইমাম শাফিয়ী (র)-ও রহিয়াছেন ইমাম মালিক (র) হইতে 'মুয়াত্তা'র সিমায়াত (হাদীস শ্রবণ) করিয়াছেন। অন্তত এক হাজার উলামা 'মুয়াত্তা' রেওয়ায়ত করিয়াছেন। 'মুয়াত্তা'র রেওয়ায়তকারী উলামা প্রায় প্রত্যেকেই শীর্ষস্থানীয় ও নির্ভরযোগ্য। 'মুয়াত্তা'র হাদীসে তিনজনের বেশি ওয়াসতা (মধ্যস্থতা ও ব্যবধান) নাই। বুখারী শরীফে এইরূপ মাত্র বিশটি রেওয়ায়ত রহিয়াছে, 'মুয়াত্তা'য় চল্লিশটি এইরূপ হাদীসও রহিয়াছে, যেগুলি কেবলমাত্র দুই ওয়াসতা (রাবী-এর মধ্যস্থতা) দ্বারা বর্ণিত অর্থাৎ এইসব হাদীস ইমাম মালিক (র) এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মধ্যে মাত্র দুইজন রাবীর ব্যবধান রহিয়াছে।

বিভিন্ন শাগরিদ কর্তৃক বর্ণিত ব্যবধানে 'মুয়াত্তা'র ১৬টি সংকলন প্রসিদ্ধ, তন্মধ্যে তাঁহার অন্যতম শাগরিদ

ইয়াহ্ইয়া কর্তৃক বর্ণিত সংকলনটি প্রসিদ্ধতম ও অতি সমাদৃত। 'মুয়াত্তা'র সংকলনের সংখ্যা ত্রিশটিও বলা হইয়াছে। অন্তত পঁচিশজনের বেশি প্রখ্যাত উলামা এই 'মুয়াত্তা'র শরাহ (ব্যাখ্যা গ্রন্থ) লিখিয়াছেন।

ইমাম মালিক (র) কর্তৃক 'মুয়াত্তা' রচিত হওয়ার পর তিনি এই 'মুয়াত্তা' মদীনার প্রখ্যাত ৭০ জন ফকীহ্ আলিমের খিদমতে পরীক্ষার জন্য পেশ করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই ইহার সহিত মুয়াফিকত (موافقت) অর্থাৎ ঐকমত্য পোষণ করিয়াছেন। এইজন্যই এই কিতাবের নাম 'মুয়াত্তা' রাখা হইয়াছে। ইমামের পূর্বে কেহ এই নামে কোন কিতাব লিখেন নাই।

এক হাজারের অধিক প্রখ্যাত আলিম ইমাম মালিক (র) হইতে কিতাব রেওয়ায়ত করিয়াছেন। ইয়াহ্ইয়া ইবনে বুকাইর (র) বলেন ঃ আমি ইমাম মালিক (র) হইতে 'মুয়াত্তা' ১৪ বার শুনিয়াছি।

আল্লামা যুরকানী বলেন ঃ ইমাম মালিক (র) 'মুয়াত্তা'র রচনা সমাপ্ত করার পর পূর্ণ ইখলাস সহকারে, কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য লেখা হইয়াছে কিনা, এই বিষয়ে তিনি নিজের নফসের প্রতি সন্দেহ পোষণ করিতে লাগিলেন। অতঃপর পরীক্ষার জন্য তিনি 'মুয়াত্তা' কিতাবকে পানিতে নিক্ষেপ করিলেন। তিনি আরও বলিলেন ঃ যদি ইখলাস ও নিষ্ঠাতে কোন ত্রুটি থাকে তবে পানিতে ভিজিবে, তলাইয়া যাইবে। নিয়তে ত্রুটি দেখা দিলে এই কিতাবের আমার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু আল্লাহর কুদরত ও শান, কিতাব পানিতে ভিজিল না। এইভাবে তাঁহার ইখলাস প্রমাণিত হইয়া গেল।

ইমাম মালিক (র) তাঁহার পছন্দনীয় এবং মদীনার ফকীহ্গণের বিশেষত ফুকাহায়ে সাব'আ-র কাওলসমূহ এবং তাঁহাদের অভিমতকে তাঁহার ভাষায় এইরূপে প্রকাশ করিয়া থাকেন ঃ اَلسُّنَّةُ عِنْدَنَا كَذَا وَكَذَا অর্থাৎ সুন্নত আমাদের নিকট এইরূপ।

মুহাদ্দিসীন এবং ফকীহ্গণের কিতাব ও ফাতওয়াসমূহ মুতালায়া (পাঠ) করার পর ইমাম মালিক (র) কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে এবং কোন ফতওয়া স্থির করা হইলে তখন বলা হয় ঃ

بَلَغَنِى عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ইয়াহ্ইয়া বলেন ঃ ইমাম মালিক (র)-এর নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে বা মালিক বলিয়াছেন ঃ আমার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, মদীনার উলামার কোন বিষয় ইজমা সংঘটিত হইলে তিনি উহাকে এইভাবে প্রকাশ করেন ঃ

اَلسُّنَّةُ الَّتِىْ لَا اخْتِلَافَ فِيْهَا عِنْدَنَا كَذَا وَكَذَا

'যে সুন্নতে আমাদের নিকট কোন মতানৈক্য নাই তাহা এইরূপ'। মতানৈক্য থাকিলে যে মত অধিক শক্তিশালী তিনি উহা গ্রহণ করেন। তখন ইহাকে এইভাবে প্রকাশ করেন ঃ هٰذَا اَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ –'আমি যাহা শুনিয়াছি তন্মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা উত্তম।'

ইহা ছাড়া তিনি কোন সময় বলিয়া থাকেন ঃ عَنِ الثِّقَةِ – اَخْبَرَنِى مَنْ لاَّ اَتَّهِمُ

"বিশ্বস্ত রাবী হইতে" অথবা "আমাকে খবর দিয়াছেন এমন ব্যক্তি যিনি অসত্য বলিবে বলিয়া ধারণা করি না।" এইসবের দ্বারা মাখরামা ইবনে বুকাইর, আমর ইবনুল হারিস, আবদুল্লাহ্ ইবনে ওহাব, ইবনে শিহাব যুহরী, লাইস ইবনে সা'দ ও নাফি' (র)-কে উদ্দেশ্য করিয়া থাকেন। এই সম্পর্কে 'মুয়াত্তা'র টীকা (শরাহ) আওজাযুল মাসালিক-এর ভূমিকায় বিস্তারিত বর্ণনা রহিয়াছে।

'মুয়াত্তা' যেমন মালিকী মাযহাবের জন্য ভিত্তিস্বরূপ তদ্রূপ উহার হানাফী, শাফিয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের জন্যও ভিত্তিস্বরূপ। বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী প্রভৃতি হাদীসের কিতাবের ফিক্‌হের অধ্যায়গুলি 'মুয়াত্তা'কে ভিত্তি করিয়াই রচিত হইয়াছে।

ইমাম মালিক (র) যখন শিশু, তিনি একবার তাঁহার মাতার নিকট আবদার জানাইলেন ঃ আম্মা, আমি লেখাপড়া করিতে যাইব। আম্মা বলিলেন ঃ আচ্ছা, তবে আমার নিকট আস। অতঃপর তাঁহাকে জামা, টুপি ও পাগড়ি পরাইয়া দিলেন। তারপর বলিলেন ঃ বাবা! তুমি এখন ইমাম রাবিআ-র নিকট যাও এবং তাঁহার হইতে ইল্‌ম শিক্ষার পূর্বে আদব শিক্ষা করিও।

ইমাম একবার বলিলেন ঃ লোকের স্মরণশক্তি কমিয়া গিয়াছে। আমার স্মরণশক্তি এইরূপ ছিল যে, আমি সাঈদ ইবনে মুসায়্যাব, উরওয়াহ, কাসিম, আবূ-সালমা, হুমায়দ এবং সালিম প্রমুখাতের খিদমতে উপস্থিত হইতাম। তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে পঞ্চাশ হইতে একশত পর্যন্ত হাদীস শিক্ষা করিতাম। অতঃপর তাঁহাদের নিকট হইতে প্রত্যাবর্তন করিতাম এইরূপ অবস্থায় যে, তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে শোনা প্রতিটি হাদীস, একজন হইতে শোনা হাদীস অন্যজন হইতে শোনা হাদীসের সহিত না মিশাইয়া আমার মুখস্থ হইয়া যাইত।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ভক্তি ও সম্মান ছিল তাঁহার কাছে অসাধারণ। তাই বর্ণিত আছে যে, তাঁহার নিকট কোন লোক আসিলে তাঁহার দাসী জিজ্ঞাসা করিত, "মাস'আলা শিক্ষার জন্য আসিয়াছেন না হাদীস শিক্ষার জন্য আসিয়াছেন?" যদি বলা হইত 'মাস'আলার জন্য', তবে ইমাম মালিক (র) যে হালতে আছেন সেই হালতে আসিয়া মাস'আলার জন্য উত্তর দিতেন। আর যদি বলা হইত 'হাদীস শিক্ষার জন্য আসিয়াছি' তবে তিনি গোসল করিয়া উত্তম পোশাক পরিধান করিয়া, খোশবু মাখিয়া অতি তা'যীম সহকারে মজলিসে তশরীফ আনিয়া হাদীস শিক্ষা দিতেন। খলীফা মনসুরের আমলে 'জাবরী তালাক' প্রযোজ্য নহে বলিয়া ফাতওয়া প্রচারের কারণে অথবা হযরত উসমান (রা)-কে হযরত আলী (রা)-এর উর্ধ্বে স্থান দেওয়ার জন্য মদীনার তৎকালীন শাসনকর্তা জা'ফর ইবনে সুলায়মানের নির্দেশে ইমামকে বেত্রাঘাত করা হইল, যার কারণে তিনি হাত সোজা করিতে পারিতেন না। মনসুর যখন জা'ফরকে শাস্তি দিতে চাহিলেন, ইমাম মালিক (র) মনসুরকে এই বলিয়া বারণ করিলেন ঃ আল্লাহ্‌র পানাহ্ প্রতিটি বেত্রাঘাত আমি এই জন্য ক্ষমা করিয়া দিয়াছি যে, তাঁহার আত্মীয়তা রহিয়াছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে। দরাওয়ার্দী বলেন, তাঁহাকে বেত্রাঘাত করা হইতেছিল। তিনি প্রতিটি বেত্রাঘাতের সময় বলিতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ – হে আল্লাহ্, তাহাদিগকে ক্ষমা করুন, তাহারা অজ্ঞ।

তিনি জনৈক মুহাদ্দিসকে দেখিতে পাইলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র নাম শুনিলে তাঁহার মুখমণ্ডলের রং পরিবর্তন হইত এবং তিনি কাঁদিতেন। ইহা দেখিয়া তিনি সেই মুহাদ্দিস হইতে হাদীস গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি মাহদীর আমন্ত্রণে বাগদাদ যাইতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলেন কেবল মদীনার মহব্বতে। তিনি মদীনা বসবাসকারী তাঁহার শাগরিদগণের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। কেহ কিছু বলিলে তিনি বলিতেন ঃ

اَصْحَابِى جِيْرَانُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ অর্থাৎ আমার সাথীরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতিবেশী।

তিনি মলমূত্র ত্যাগের জন্য তিনদিন পর একবার যাইতেন। তিনি বলিতেন ঃ বাহ্য ত্যাগে বারংবার যাতায়াত

করিতে আমার লজ্জাবোধ হয়। তিনি চাদর দ্বারা মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া রাখিতেন, যেন তিনি প্রয়োজন ছাড়া কাহাকেও না দেখেন এবং তাঁহাকেও কেহ না দেখে।

মুসয়াব যুবাইরী তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন, তাঁহার পিতা বলেন ঃ আমি মসজিদুন্নবীতে ইমাম মালিক (র)-এর মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তোমাদের মধ্যে আবূ আবদুল্লাহ্ কে ? লোকজন ইমাম মালিক (র)-এর দিকে ইঙ্গিত করিয়া দেখাইয়া দিলেন। সেই ব্যক্তি তাঁহার নিকট আসিয়া সালাম দিলেন। তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিলেন, তাঁহার চক্ষুদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে চুমা দিলেন, তাঁহাকে সিনার সহিত মিলাইলেন।

অতঃপর বলিলেন ঃ আল্লাহর কসম, আমি গত রাত্রে স্বপ্নে দেখিয়াছি, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এইস্থানে বসিয়া আছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ মালিককে আমার নিকট উপস্থিত কর। তারপর আপনাকে আনা হইল। তখন আপনার গর্দানের চামড়া ভয়ে কাঁপিতেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ ভয়ের কোন কারণ নাই, হে আবূ আবদুল্লাহ্! তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ তুমি বস। আপনি বসিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিলেন ঃ তোমার আঁচল খোল। আপনি খুলিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক উহা মেশ্ক আম্বার (মৃগনাভি) দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া দেওয়া হইল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "তোমার আঁচল কুড়াইয়া নাও। তুমি এই মেশ্ক আম্বার উম্মতের মধ্যে বিতরণ করিবে।" ইমাম মালিক (র) ইহা শুনিয়া অনেকক্ষণ কাঁদিলেন। তিনি পরে বলিলেন ঃ আপনার এই স্বপ্ন সত্য হইলে ইহার তা'বির (ব্যাখ্যা) হইল ইল্ম, যাহা আমাকে দান করা হইয়াছে।

ইমাম মালিক (র)-এর আওলাদ ঃ তাঁহার দুই ছেলে ও এক কন্যা ছিল। ছেলেদের নাম ইয়াহ্ইয়া ও মুহাম্মদ এবং কন্যার নাম ফাতিমা। আবূ উমরের মতে তাঁহার তিন ছেলে ও এক মেয়ে – ইয়াহ্ইয়া, মুহাম্মদ, হাম্মাদ আর উম্মুল বনীন। –আওযায।

ইমাম মালিক (র)-এর জীবনী-লেখকদের কেহ কেহ ইমাম আবূ হানীফা (র)-কে ইমাম মালিক (র)-এর শাগরিদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ ইমাম মালিক (র)-কে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর শাগরিদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের মতে ইমামদ্বয় একে অপরের শাগরিদও নহেন, উস্তাদও নহেন। তাঁহারা পরস্পর হাদীস ও ফিক্হ-এর বিষয় আলোচনা করিয়াছেন মাত্র।

ইমাম মালিক (র)-কে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ঃ كَيْفَ أَصْبَحْتَ ؟ – আপনি কি অবস্থায় প্রভাত করিয়াছেন অর্থাৎ আপনার অবস্থা কি ? তিনি উত্তরে বলিলেন ঃ আমি প্রভাত করিয়াছি- فِى عُمْرٍ يَنْقُصُ وَذُنُوبٍ يَزِيدُ – এই অবস্থায় যে, আয়ু কমিতেছে ও গুনাহ বাড়িতেছে।

সকল শহরের সেরা শহর মদীনাতুর রাসূল। তাবে-তাবেয়ীনের যুগে ইমাম মালিক (র) ছিলেন এই শহরের আলিম ও ফকীহ্গণের দলপতি এবং অতি সম্মানিত ব্যক্তি। رَحِمَهُ اللّٰهُ وَرَضِىَ عَنْهُ

আল্লামা যাহাবী বলেন ঃ এমন পাঁচটি গুণ ইমাম মালিক (র)-এর মধ্যে একত্র হইয়াছিল, যেগুলি আমাদের যুগে অন্য কোন ব্যক্তির মধ্যে একত্র হয় নাই। সেই পাঁচটি গুণ হইল এই– (১) সুদীর্ঘ আয়ু ও উচ্চতম মস্নদ, (২) প্রকৃষ্ট বুদ্ধি ও বিস্তৃত ইল্ম, (৩) তাঁহার বিশ্বস্ততা ও মর্যাদার বিষয়ে উলামার ইত্তিফাক, (৪) তাঁহার সুন্নতের পায়রবী (অনুসরণ), পরহিযগারী ও আদালতের উপর মুহাদ্দিসীনের ইত্তিফাক এবং (৫) ফিক্হ ও ফতওয়ায় তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা।

সুফিয়ান (র) বলিতেন ঃ ইমাম মালিক (র) অপেক্ষা রাবিগণের অবস্থার অধিক অনুসন্ধানকারী অন্য কোন ব্যক্তি ছিলেন না।

ইমাম শাফিয়ী (র) বলেন ঃ কোন হাদীসের কোন অংশে সন্দেহ হইলে ইমাম মালিক (র) সেই হাদীস রেওয়ায়ত করা হইতে বিরত থাকিতেন।

ওহাব ইবনে খালিদ বলেন ঃ মাশরিক ও মাগরিবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস বিষয়ে ইমাম মালিক (র) অপেক্ষা বেশি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি আর কেহ ছিলেন না।

সহীহ্ তিরমিযীতে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা আছে যে, এমন এক যুগ আসিবে, যে যুগে লোক ইল্‌মের সন্ধানে অনেক দূর-দূরান্ত সফর করিবে, কিন্তু মদীনার আলিম অপেক্ষা বড় আলিম কোথাও পাওয়া যাইবে না।

সুফিয়ান ইব্‌নে 'উয়ায়না (র) বলেন ঃ এই হাদীসের লক্ষ্য হইলেন ইমাম মালিক (র)।

আর একটি নির্ভরযোগ্য বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, মদীনার প্রখ্যাত কারী ইব্‌নে কসীর ইমাম মালিক (র)-এর হাতে একটি কাগজের টুকরা দিলেন। ইমাম তাহা পাঠ করিয়া পরে মুসাল্লার নিচে রাখিয়া দিলেন। তিনি যখন দাঁড়াইলেন তখন বর্ণনাকারীও তাঁহার সঙ্গে চলিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহাকে বসিতে বলিলেন এবং সেই টুকরা কাগজটি তাঁহার হাতে তুলিয়া দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, "আমি দেখিলাম উহাতে একটি স্বপ্ন লেখা আছে। স্বপ্নটি হইল এই ঃ লোকজন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চতুর্দিকে বসিয়া আছেন। তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে কিছু চাহিতেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ আমি এই মিম্বরের নিচে বিরাট ভাণ্ডার দাফন করিয়াছি এবং মালিককে বলিয়া দিয়াছি উহা তোমাদের মধ্যে বিতরণ করার জন্য। তোমরা তাঁহার নিকট যাও, লোকজন এইরূপ বলিতে বলিতে মজলিস ত্যাগ করিলেন। বলুন, মালিক উহা বণ্টন করিবেন কিনা?"

কোন ব্যক্তি উত্তর দিল, মালিককে যেই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তিনি তাহা অবশ্যই পালন করিবেন। ইহা পাঠ করিয়া ইমাম কাঁদিতে লাগিলেন।

খলীফা হারুনুর রশীদ আপন উযীর জা'ফর বারমকীকে ইমাম মালিক (র)-এর খেদমতে প্রেরণ করিলেন। রাজভবনে আসিয়া ইমাম 'মুয়াত্তা' শুনাইবেন, এই ছিল পয়গাম। ইমাম রাজভবনে তশরীফ আনিলেন; কিন্তু 'মুয়াত্তা' সঙ্গে আনিলেন না। খলীফা হারুন বলিলেন ঃ আমি আপনার নিকট পয়গাম পাঠাইয়াছিলাম, আপনি আমার হুকুম অমান্য করিলেন কেন?

ইমাম মালিক (র) বলিলেন, "হযরত যায়দ (রা) বলেন যে, ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র উরু তখন আমার উরুর উপর ছিল, কেবল একটি বাক্য [১] غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ অবতীর্ণ হইয়াছিল। উহার গুরুভারে আমার উরু চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল। তারপর ইমাম বলিলেন ঃ যে কুরআনের একটি অক্ষর হযরত জিবরাঈল (আ) পঞ্চাশ হাজার বৎসরের দূরত্ব অতিক্রম করিয়া বহন করিয়া আনিয়াছিলেন, উহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আমার পক্ষে উচিত নহে কি? আল্লাহ তা'আলা আপনাকে রাজত্ব দান করিয়াছেন। যদি সর্বপ্রথম আপনি এই ইল্‌মের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করেন তবে আশংকা রহিয়াছে যে, হয়তো আল্লাহ্ তা'আলা আপনার প্রতিপত্তি ও সম্মানকে বরবাদ করিয়া দিবেন।

খলীফা ইহা শুনিয়া তাঁহার খেদমতে গমন করিয়া 'মুয়াত্তা' শুনিতে প্রস্তুত হইলেন।

---

১. মু'মিনদের মধ্যে যাহারা অক্ষম নহে অথচ ঘরে বসিয়া থাকে। সূরা ৪ ঃ ৯৫

কাবাতুল্লাহ-এর মর্যাদা রক্ষায় ইমাম মালিক (র)-এর কৃতিত্ব

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) কর্তৃক খানা-এ-কা'বা পুনঃনির্মিত হয় হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ভিত্তির উপর। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পাঁচ বৎসর পূর্বে কুরাইশ কর্তৃক পুনঃনির্মাণে অর্থাভাব ও সামর্থ্যহীনতার দরুন ইবরাহীম (আ) কর্তৃক নির্মিত খানা-এ-কা'বা হইতে কিছু অংশ বাদ পড়িয়াছিল। ইব্‌ন যুবায়র ইবরাহীমী যুগের সাবেক অংশকে মিলাইয়া কা'বা গৃহ পুনঃনির্মাণ করিলেন। খলীফা আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান তাঁহার যুগে কুরাইশের অনুকরণে পুনরায় কা'বাগৃহ নির্মাণ করিলেন। কিন্তু তিনি যখন হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হাদীস অবগত হইলেন যাহাতে বলা হইয়াছে, "হে আয়েশা! তোমার সম্প্রদায় অর্থাভাবে খানা-এ-কাবাকে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর যুগে নির্মিত কাবাগৃহ হইতে সংক্ষিপ্ত করিয়াছে। যদি তাহারা জাহিলিয়া যুগের নিকটবর্তী যুগের লোক না হইত তবে আমি উহাকে ইবরাহীমী ভিত্তির উপর নির্মাণ করিতাম।"

এই হাদীস শোনার পর আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান লজ্জিত হইলেন এবং বলিলেন ঃ ইব্‌ন যুবায়র (রা)-এর নির্মাণ বহাল রাখাই বাঞ্ছনীয় ছিল।

খলিফা আবূ জাফর মনসুর যখন ইব্‌ন যুবায়র (রা)-এর তামীরের মত কা'বাগৃহ আবার নির্মাণ করিতে চাহিলেন এবং এই বিষয়ে ইমাম মালিক (র) হইতে ফাতওয়া চাহিলেন, ইমাম তাঁহাকে এই কার্য করিতে বারণ করিলেন। তিনি বলিলেন, "হে আমীরুল মুমিনীন! আপনাকে আল্লাহ্র কসম দিয়া বলিতেছি যে, আল্লাহ্র এই পবিত্র গৃহকে আপনার পরবর্তী বাদশাহ্গণের খেলনার বস্তুতে পরিণত করিবেন না। আপনি ইহা করিলে পরবর্তী বাদশাহ্গণও ইহাকে পরিবর্তন করিতে ইচ্ছা করিবেন। এইভাবে মানুষের অন্তরে কা'বাগৃহের মাহাত্ম্য অবশিষ্ট থাকিবে না।"

ইমামের এই যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ খলীফা মনসুর বিনাতর্কে মানিয়া লইলেন এবং কা'বাগৃহ পুনঃনির্মাণের সংকল্প ত্যাগ করিলেন। কাবাগৃহের মাহাত্ম্য ও মর্যাদা অক্ষুণ্ন রহিল। ইহাও ইমাম মালিক (র)-এর একটি বড় অবদান।

فَجَزَاهُ اللّٰهُ عَنَّا وَعَنْ سَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرَ الْجَزَاءِ –

মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(দয়াময় দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে)

(وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ)

অধ্যায় ১

١- كتاب وقوت الصلاة
নামাযের সময়

١. باب : وقوت الصلاة
পরিচ্ছেদ ১ ঃ পাঁচ ওয়াক্তের সময়

١- قَالَ : حَدَّثَنِى يَحْيٰى ابْنُ يَحْيَى اللَّيْثِيُّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، فَأَخْبَرَهُ اَنَّ الْمُغِيْرَةَ بْنُ شُعْبَةَ أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا ، وَ هُوَ بِالْكُوْفَةِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُوْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِىُّ ، فَقَالَ : مَا هٰذَا يَا مُغِيْرَةُ ؟ أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ اَنَّ جِبْرِيْلَ نَزَلَ فَصَلّٰى ، فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ . ثُمَّ صَلّٰى ، فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ صَلّٰى ، فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ صَلّٰى ، فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ صَلّٰى ، فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ : بِهٰذَا أُمِرْتُ ؟ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ : اَعْلَمْ مَا تُحَدِّثُ بِهٖ يَا عُرْوَةُ أَوَ اِنَّ جِبْرِيْلَ هُوَ الَّذِىْ أَقَامَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقْتَ الصَّلَاةِ؟ قَالَ عُرْوَةُ : كَذٰلِكَ كَانَ بَشِيْرُ بْنُ أَبِىْ مَسْعُوْدِ الْاَنْصَارِىُّ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ .

রেওয়ায়ত ১

ইব্‌ন শিহাব (র) হইতে বর্ণিত ঃ উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) একদিন নামায বিলম্বে পড়িলেন। উরওয়াহ্ ইবন যুবায়র (রা) তাঁহার নিকট আসিয়া খবর দিলেন যে, মুগীরা ইব্‌ন শু'বা যখন কূফায় ছিলেন তখন তিনি

একদিন নামায বিলম্বে পড়িলেন। তারপর আবূ মাসউদ আনসারী (র) তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন ঃ মুগীরা! এই বিলম্ব কেন ? আপনার জানা নাই কি জিবরাঈল (আ) অবতরণ করিলেন, অতঃপর নামায পড়িলেন ? (তাঁহার সাথে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-ও নামায পড়িলেন, অতঃপর জিবরাঈল (আ) নামায পড়িলেন, (তাঁহার সাথে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -ও নামায পড়িলেন, জিবরাঈল (আ) নামায পড়িলেন, (তাঁহার সাথে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -ও নামায পড়িলেন, তারপর জিবরাঈল (আ) নামায পড়িলেন, (তাঁহার সাথে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-ও নামায পড়িলেন। তারপর জিবরাঈল (আ) নামায পড়িলেন, (তাঁহার সাথে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -ও নামায পড়িলেন। তারপর বলিলেন ঃ আপনার প্রতি ইহারই (এইভাবে নামায আদায় করার) নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) বলিলেন ঃ উরওয়াহ্! তুমি কি বর্ণনা করিতেছ ভাবিয়া দেখ। জিবরাঈল (আ)-ই কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্য নামাযের সময় ঠিক করিয়াছেন ? উরওয়াহ্ বলিলেন ঃ বশীর ইবনে আবূ মাসউদ আনসারী তাঁহার পিতা হইতে এইরূপ হাদীস বর্ণনা করিতেন।

٢- قَالَ عُرْوَةُ وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ ، زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِيْ حُجْرَتِهَا ، قَبْلَ اَنْ تَظْهَرَ .

রেওয়ায়ত ২

উরওয়াহ (র) বলিলেন ঃ নবী করীম ﷺ এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন আসর পড়িতেন তখনও সূর্যের আলো আয়েশার হুজরাতে থাকিত, আলো ঘরের মেঝে হইতে প্রাচীরে উঠার পূর্বে।

٣- وَحَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ صَلاَةِ الصُّبْحِ . قَالَ : فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ . حَتّٰى اِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ ، صَلَّى الصُّبْحَ حِيْنَ طَلَعَ الْفَجْرُ ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ مِنَ الْغَدِ بَعْدَ اَنْ اَسْفَرَ . ثُمَّ قَالَ : "أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ ؟" قَالَ : هٰاَنَذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! فَقَالَ : " مَا بَيْنَ هٰذَيْنِ وَقْتٌ " .

রেওয়ায়ত ৩

আতা ইব্ন ইয়াসার (র) বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট আসিল এবং ফজর নামাযের সময় সম্পর্কে প্রশ্ন করিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেই লোকের প্রশ্নের উত্তরদানে বিরত রহিলেন। দ্বিতীয় দিন ফজর (সুবহ্-এ সাদিক) হইলে পর তিনি ফজরের নামায পড়িলেন। তারপরের দিন ফজর পড়িলেন (ভোরের আলো) পূর্ণাঙ্গ প্রকাশিত হওয়ার পর। অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ নামাযের সময় সম্পর্কে প্রশ্নকারী কোথায় ? (সেইলোক) বলিল ঃ আমিই সেই ব্যক্তি ইয়া রাসূলাল্লাহ্। তিনি বলিলেন ঃ এতদুভয়ের মধ্যবর্তী মুহূর্তগুলিই ফজর নামাযের সময়।

٤- وَحَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ

الرَّحْمٰنِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ، اَنَّهَا قَالَتْ : اِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيُصَلِّى الصُّبْحَ ، فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ، مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ .

রেওয়ায়ত ৪

নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী 'আয়েশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন ফজর পড়িতেন তখন মেয়েলোকেরা নামায আদায়ের পর তাহাদের চাদর মুড়ি দিয়া (ঘরের দিকে) ফিরিতেন, অন্ধকারের জন্য তাঁহাদিগকে চেনা যাইত না।

٥- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ ، وَعَنِ الْاَعْرَجِ . كُلُّهُمْ يُحَدِّثُوْنَهُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ ، قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَ الصُّبْحَ ، وَ مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَ الْعَصْرَ .

রেওয়ায়ত ৫

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত – রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সূর্য ওঠার পূর্বে ফজরের এক রাকাত পাইয়াছে সে ফজর নামায পাইয়াছে। আর যে ব্যক্তি সূর্য ডুবার পূর্বে আসরের এক রাকাত পাইয়াছে সে আসর পাইয়াছে।

٦- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، مَوْلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ اِلٰى عُمَّالِهِ : اِنَّ اَهَمَّ اَمْرِكُمْ عِنْدِى الصَّلَاةُ . فَمَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا، حَفِظَ دِيْنَهُ . وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا اَضْيَعُ . ثُمَّ كَتَبَ : اَنْ صَلُّوا الظُّهْرَ اِذَا كَانَ الْفَيْءُ ذِرَاعًا ، اِلٰى اَنْ يَكُوْنَ ظِلُّ اَحَدِكُمْ مِثْلَهُ . وَالْعَصْرَ ، وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ ، قَدْرَ مَا يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فَرْسَخَيْنِ اَوْ ثَلَاثَةً ، قَبْلَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ . وَالْمَغْرِبَ ، اِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ . وَالْعِشَاءَ ، اِذَا غَابَ الشَّفَقُ ، اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ . فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ . فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ . فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ . وَالصُّبْحَ، وَالنُّجُوْمُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ .

রেওয়ায়ত ৬

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত – উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) তাঁহার (অধীনস্থ) কর্মকর্তাদের নিকট লিখিয়াছেন ঃ আমার মতে তোমাদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হইতেছে নামায, তাই যে উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিল এবং (নিষ্ঠার সহিত) বরাবর আঞ্জাম দিল সে নিজের দীনের হিফাজত করিল, আর যে নামাযকে নষ্ট করিল, সে নামায

ছাড়া অন্যান্য ধর্মীয় দীনি কাজেরও অধিক নষ্টকারী হইবে। তিনি আরও লিখিলেন ঃ তোমরা যোহরের নামায পড়িও যখন ফাই (সূর্য পশ্চিমে হেলিয়া পড়ার পর যে ছায়া হয় তাহা) এক হাত হয়। এই নামাযের সময় তোমাদের প্রত্যেকের ছায়া তাহার সমপরিমাণ হওয়া পর্যন্ত। আর আসরের নামায পড়িও যখন সূর্য উর্ধ্বে উজ্জ্বল ও পরিচ্ছন্ন থাকে। (সেই সময় হইতে) সূর্যাস্তের পূর্বে সওয়ারী ব্যক্তি দুই অথবা তিন ফরসখ চলিতে পারে এতটুকু সময় পর্যন্ত। আর মাগরিব পড়িও যখন সূর্য ডুবিয়া যায়, আর ইশা পড়িও (শফক) (شفق) অদৃশ্য হওয়ার পর হইতে এক-তৃতীয়াংশ রাত পর্যন্ত। আর যে (ঈশা না পড়িয়া) নিদ্রা যায় তাহার চক্ষুর যেন নিদ্রা নসিব না হয়, আর যে নিদ্রা যায় তাহার চক্ষুর যেন নিদ্রা নসিব না হয়, আর যে নিদ্রা যায় তাহার চক্ষুর যেন নিদ্রা নসিব না হয়। আর ফজর (পড়িও) যখন নক্ষত্রসমূহ পরিষ্কারভাবে প্রকাশিত হয় এবং পরস্পর খাপিয়া যায়।

٧- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَمِّهِ أَبِى سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أَبِى مُوسى : أَنْ صَلِّ الظُّهْرَ ، إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ . وَالْعَصْرَ ، وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهَا صُفْرَةٌ . وَالْمَغْرِبَ ، إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ . وَأَخِّرِ الْعِشَاءَ مَالَمْ تَنَمْ . وَصَلِّ الصُّبْحَ ، وَالنُّجُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ . وَاقْرَأْ فِيهَا بِسُورَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ مِنَ الْمُفَصَّلِ .

রেওয়ায়ত ৭

মালিক ইব্‌ন আসবাহী (রা) হইতে বর্ণিত – উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-এর নিকট (পত্র) লিখিয়াছেন ঃ সূর্য ঢলিয়া পড়িলে পর তুমি যোহর পড়, আর আসর পড় যখন সূর্য উজ্জ্বল ও পরিচ্ছন্ন থাকে, উহাতে হলুদ বর্ণ প্রকাশ হওয়ার পূর্বে। সূর্যাস্তের পর মাগরিব পড়। আর ইশা পড় নিদ্রার পূর্বে। আর নক্ষত্রসমূহ যখন (ফজরের আলোতে) উদ্ভাসিত হয় এবং একে অপরের সহিত খাপিয়া যায় তখন ফজর পড়। আর ফজর নামাযে মুফাছ্ছল (مفصل) হইতে দুইটি দীর্ঘ সূরা পাঠ কর।

٨- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أَبِى مُوسى الْأَشْعَرِىِّ : أَنْ صَلِّ الْعَصْرَ ، وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ ، قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ ثَلَاثَةَ فَرَاسِخَ . وَأَنْ صَلِّ الْعِشَاءَ ، مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ . فَإِنْ أَخَّرْتَ فَإِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ ، وَلَاتَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ .

রেওয়ায়ত ৮

উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (র) হইতে বর্ণিত – উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-এর নিকট লিখিয়াছেন ঃ তুমি আসর পড়িও যখন সূর্য উজ্জ্বল ও পরিষ্কার থাকে; আরোহী তিন ফরসখ পথ চলিতে পারে সেই পরিমাণ সময় পর্যন্ত। আর ইশা পড় তোমার সম্মুখে যখন ইশা উপস্থিত হয় সেই সময় হইতে এক-তৃতীয়াংশ রাত্রি পর্যন্ত। যদি তুমি আরও বিলম্ব কর তবে অর্ধরাত্রি পর্যন্ত করিও। তবে তুমি অলসদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

٩- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَافِعٍ ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ . اَنَّهُ سَأَلَ اَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ . فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ : اَنَا اُخْبِرُكَ . صَلِّ الظُّهْرَ ، اِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ . وَالْعَصْرَ ، اِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَيْكَ . وَالْمَغْرِبَ ، اِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ . وَالْعِشَاءَ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ . وَصَلِّ الصُّبْحَ بِغَبَشٍ . يَعْنِى الْغَلَسَ .

রেওয়ায়ত ৯

আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাফি' (র) আবু হুরায়রা (রা)-এর নিকট নামাযের সময় সম্পর্কে প্রশ্ন করিলেন। উত্তরে আবু হুরায়রা (রা) বলিলেন ঃ আমি তোমাকে নামাযের সময়ের সংবাদ দিব, যোহর পড় যখন তোমার ছায়া তোমার সমপরিমাণ হয়। আর আসর পড় যখন তোমার ছায়া তোমার দ্বিগুণ হয়। মাগরিব পড় যখন সূর্য অস্ত যায়। আর ইশা পড় তোমার সম্মুখ (অর্থাৎ তোমার সামনে উপস্থিত ইশার প্রথম সময়) হইতে এক তৃতীয়াংশ রাত্রি পর্যন্ত আর ফজর পড় গাবস অর্থাৎ গলসে—রাত্রির অন্ধকার কিছুটা অবশিষ্ট থাকিতে।

١٠- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى طَلْحَةَ ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، اَنَّهُ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ يَخْرُجُ الْاِنْسَانُ اِلَى بَنِى عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، فَيَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ .

রেওয়ায়ত ১০

আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলিয়াছেন ঃ আমরা আসর পড়িতাম, অতঃপর লোকজন বাহির হইতেন (কুবায় অবস্থিত) বনি আমর ইবন আউফ-এর বস্তির দিকে, তথায় তাঁহাদিগকে এই অবস্থায় পাইতেন যে, তাঁহারা আসরের নামায পড়িতেছেন।

١١- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، اَنَّهُ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ اِلَى قُبَاءٍ ، فَيَاْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ .

রেওয়ায়ত ১১

আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন ঃ আমরা আসর পড়িতাম। অতঃপর গমনকারী কুবার দিকে গমন করিতেন এবং তাঁহাদের (কুবাবাসীদের) নিকট আসিয়া পৌছিতেন (এমন সময় যে), সূর্য তখনও উঁচুতে।

١٢- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ اَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ اَنَّهُ قَالَ : مَا اَدْرَكْتُ النَّاسَ اِلاَّ وَهُمْ يُصَلُّونَ الظُّهْرَ بِعَشِيٍّ .

রেওয়ায়ত ১২

কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ যোহরের নামায লোকদিগকে সূর্য ঢলার বেশ কিছুক্ষণ পর পড়িতে আমি পাইয়াছি।

٢- باب : وقت الجمعة

পরিচ্ছেদ ২ ঃ জুম'আর সময়

١٣- وَحَدَّثَنِى يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَمِّهِ اَبِىْ سُهَيلِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ؛ اَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ اَرَى طِنْفِسَةً لِعَقِيْلِ بْنِ اَبِى طَالِبٍ ، يَومَ الْجُمُعَةِ ، تُطْرَحُ اِلَى جِدَارِ الْمَسْجِدِ الْغَرْبِىِّ . فَاِذَا غَشِىَ الطِّنْفِسَةَ كُلَّهَا ظِلُّ الْجِدَارِ ، خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَصَلَّى الْجُمُعَةَ . قَالَ مَالِكٌ (وَالِدُ اَبِىْ سُهَيلٍ) : ثُمَّ نَرْجِعُ بَعْدَ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ فَنَقِيلُ قَائِلَةَ الضَّحَاءِ .

রেওয়ায়ত ১৩

আবূ সুহায়ল (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাঁহার পিতা মালিক (র) বলিয়াছেন ঃ আমি জুম'আর দিবসে আকীল ইব্‌ন আবূ তালিবের একটি ছোট চাটাই (অথবা চাদর) দেখিতে পাইতাম। উহা মসজিদের পশ্চিম প্রাচীরের দিকে ফেলিয়া রাখা হইত। প্রচীরের ছায়া যখন চাটাইকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া ফেলিত, তখন উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বাহির হইতেন এবং জুম'আ পড়াইতেন। জুম'আর নামাযান্তে আমরা প্রত্যাবর্তন করিতাম এবং দুপুরের বিশ্রাম গ্রহণ করিতাম।

١٤- وَحَدَّثَنِىْ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِىِّ ، عَنِ ابْنِ اَبِىْ سَلِيْطٍ ، اَنَّ عُثْمَانَ ابْنَ عَفَّانَ صَلَّى الْجُمُعَةَ بِالْمَدِيْنَةِ . وَصَلَّى الْعَصْرَ بِمَلَلٍ . قَالَ مَالِكٌ : وَذٰلِكَ لِلتَّهْجِيْرِ وَسُرْعَةِ السَّيْرِ

রেওয়ায়ত ১৪

ইব্‌ন আবী সালিত (র) হইতে বর্ণিত – উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) জুম'আর নামায মদীনায় পড়িয়াছেন, আর আসর 'মলল'[১] নামক স্থানে।

মালিক (র) বলেন ঃ ইহা তানজীর (সূর্য পশ্চিমে ঢলার পরপরই জুম'আ আদায় করা) ও দ্রুতগতিতে পথ অতিক্রমের জন্য।

---

১. (ملل) মদীনা এবং মলল-এর মধ্যকার দূরত্ব বলা হইয়াছে। মতান্তরে ২২, ১৮, ১৭, মাইল।

٣- باب : من ادرك ركعة من الصلاة

পরিচ্ছেদ ৩ ঃ যে ব্যক্তি নামাযের এক রাকআত পায়

١٥- حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ " .

রেওয়ায়ত ১৫

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত – রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করিয়াছেন, যে নামাযের এক রাকাত পাইয়াছে সে অবশ্য নামায পাইয়াছে।

١٦- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، كَانَ يَقُولُ : إِذَا فَاتَتْكَ الرَّكْعَةُ فَقَدْ فَاتَتْكَ السَّجْدَةُ .

রেওয়ায়ত ১৬

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত – আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলিতেন ঃ যদি তোমার রুকূ ফাউত হইয়া গেল (পাওয়া গেল না) তবে তোমার সিজদাও ফাউত হইয়া গেল।

١٧- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، كَانَا يَقُولاَنِ : مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدَةَ .

রেওয়ায়ত ১৭

মালিক (র)-এর নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ও যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) তাঁহারা উভয়ে বলিতেন ঃ যে লোক রুকূ পাইয়াছে সে সিজদাও পাইয়াছে।

١٨- وَحَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ : مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدَةَ . وَمَنْ فَاتَهُ قِرَاءَةُ أُمِّ الْقُرْآنِ ، فَقَدْ فَاتَهُ خَيْرٌ كَثِيرٌ .

রেওয়ায়ত ১৮

মালিক (র) বলেন ঃ তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলিতেন ঃ যে রুকূ পাইয়াছে সে সিদজাও পাইয়াছে। আর যাঁহার উম্মুল-কুরআন (সূরা ফাতিহা) ফাউত হইয়াছে তাঁহার অনেক সওয়াব ফাউত হইয়াছে।

٤- باب : ماجاء فى دلوك الشمس و غسق الليل

পরিচ্ছেদ ৪ ঃ 'দুলুকুশ শামস ও গাসাকুল লাইল'-এর বর্ণনা

١٩- حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ : دُلُوْكُ الشَّمْسِ مَيْلُهَا .

রেওয়ায়ত ১৯

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত – আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলিতেন ঃ 'দুলুকুশ শাম্‌স' হইতেছে (মধ্যাকাশ হইতে) সূর্য পশ্চিমে হেলিয়া পড়া।

٢٠- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ؛ قَالَ : اَخْبَرَنِى مُخْبِرٌ ، اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُوْلُ : دُلُوْكُ الشَّمْسِ اِذَا فَاءَ الْفَىْءُ . وَغَسَقُ اللَّيْلِ اجْتِمَاعُ اللَّيْلِ وَ ظُلْمَتُهُ .

রেওয়ায়ত ২০

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিতেন ঃ 'দুলুকুশ্ শাম্‌স' যখন ছায়া (পশ্চিম দিকে) ঝুঁকে আর 'গাসাকুল লাইল' হইতেছে রজনী ও উহার অন্ধকার।

٥- باب : جامع الوقوت

পরিচ্ছেদ ৫ ঃ নামাযের সময় সম্পর্কীয় বিবিধ রেওয়ায়ত

٢١- حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : " الَّذِى تَفُوْتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ كَاَنَّمَا وُتِرَ اَهْلَهُ وَمَالَهُ " .

রেওয়ায়ত ২১

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত – আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলিয়াছেন ঃ যাহার আসরের নামায ফাউত হইয়াছে, তবে যেন তাহার পরিবার-পরিজন ও সম্পদ ছিনাইয়া লওয়া হইয়াছে (অর্থাৎ পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ হারাইলে যেমন ক্ষতি হয় তদ্রূপ ক্ষতি হইয়াছে)।

٢٢- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ ؛ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ انْصَرَفَ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ فَلَقِىَ رَجُلاً لَم يَشْهَدِ الْعَصْرَ . فَقَالَ عُمَرُ : مَاحَبَسَكَ عَنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ ؟ فَذَكَرَلَهُ الرَّجُلُ عُذْرًا . فَقَالَ عُمَرُ : طَفَّفْتَ .

قَالَ يَحْيٰى، قَالَ مَالِكٌ : وَيُقَالَ لِكُلِّ شَيْءٍ، وَفَاء وَتَطْفِيف .

রেওয়ায়ত ২২

ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র) হইতে বর্ণিত – আসরের নামায হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর এমন এক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইল যিনি আসরের নামাযে হাজির হন নাই। হযরত উমর (রা) বলিলেন ঃ আসরের নামায হইতে তোমাকে কোন্ বস্তু বিরত রাখিল ? লোকটি তাঁহার (হযরত উমরের) নিকট ওজর ব্যক্ত করিলেন। ওজর শোনার পর উমর (রা) বলিলেন ঃ (জামা'আতে হাযির না হওয়ায়) তোমার পুণ্য কমিয়াছে।

মালিক (র) বলেন ঃ বলা হইয়া থাকে "প্রত্যেক বস্তুর পূর্ণতা এবং ক্ষতি বা লোকসান রহিয়াছে।"

٢٣- وَحَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ : أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ : إِنَّ الْمُصَلِّى لَيُصَلِّى الصَّلاَةَ وَمَافَاتَهُ وَقْتُهَا . وَلَمَا فَاتَهُ مِنْ وَقْتِهَا أَعْظَمُ ، أَو أَفْضَلُ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ .

قَالَ يَحْيٰى : قَالَ مَالِكٌ : مَن أَدْرَكَ الْوَقْتَ وَهُوَ فِيْ سَفَرٍ، فَأَخَّرَ الصَّلاَةَ سَاهِيًا أَوْنَاسِيًا، حَتّٰى قَدِمَ عَلَى أَهْلِهِ ، أَنَّهُ إِنْ كَانَ قَدِمَ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ فِى الْوَقْتِ، فَلْيُصَلِّ صَلاَةَ الْمُقِيمِ . وَإِنْ كَانَ قَدْ قَدِمَ وَقَدْ ذَهَبَ الْوَقْتُ ، فَلْيُصَلِّ صَلاَةَ الْمُسَافِرِ . لأَنَّهُ إِنَّمَا يَقْضِيْ مِثْلَ الَّذِى كَانَ عَلَيْهِ .

قَالَ مَالِكٌ : وَهٰذَ الأَمْرُ هُوَ الَّذِى أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ النَّاسُ ، وَأَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا .

وَقَالَ مَالِكٌ : الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ الَّتِىْ فِى الْمَغْرِبِ . فَإِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ، فَقَدْ وَجَبَتْ صَلاَةُ الْعِشَاءِ ، وَخَرَجْتَ مِنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ .

রেওয়ায়ত ২৩

ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন স্যাঈদ (র) বলিতেন ঃ মুসল্লি এমন সময়ে নামায পড়িবে, যখন তাঁহার নামাযের ওয়াক্ত ফাউত হয় নাই, তাহা অতি উত্তম, কিন্তু মুসল্লির নামাযের যে সময় ফাউত হইয়া গিয়াছে (অর্থাৎ মুস্তাহাব সময় ফাউত হইয়া মাকরূহ ওয়াক্ত উপস্থিত হইয়াছে) তবে সেই (ফাউত হওয়া মুস্তাহাব) সময় তাঁহার পরিজন ও মাল অপেক্ষাও বড় উত্তম।

মালিক (র) বলেন ঃ সফরকালে (যেই সফরে নামায কসর পড়িতে হয় সেইরূপ সফর) যাহার নামাযের সময় উপস্থিত হইয়াছে, সে যদি ভুলে অথবা ব্যস্ততাবশত নামায পড়িতে বিলম্ব করে এবং এই অবস্থায় নিজের পরিজনের নিকট প্রত্যাবর্তন করে, তবে সে যদি নামাযের সময় থাকিতে পরিজনের নিকট প্রত্যাবর্তন করে সে মুকীমের নামায পড়িবে, আর যদি নামাযের সময় চলিয়া যাওয়ার পর প্রত্যাবর্তন করে, সে মুসাফিরের নামায পড়িবে। কারণ যেরূপ তাহার উপর ফরয হইয়াছিল সেইরূপ সে কাযা পড়িবে।

মালিক (র) বলেন ঃ আমাদের নগরীর লোকজন ও আহ্‌লে ইল্‌মকে আমি ইহার উপরই পাইয়াছি (অর্থাৎ তাঁহাদের আমল ও অভিমতও ঐরূপই ছিল)।

মালিক (র) বলেন ঃ অস্তাচলে যে লালিমা দৃষ্ট হয় উহাই শফক (شفق)। লালিমা চলিয়া গেলে ইশার নামায ওয়াজিব হইল এবং তুমি মাগরিবের সময় হইতে বাহির হইলে।[১]

٢٤- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ أُغْمِيَ عَلَيْهِ ، فَذَهَبَ عَقْلُهُ . فَلَمْ يَقْضِ الصَّلاَةَ .

قَالَ مَالِكٌ : وَذٰلِكَ فِيمَا نَرَى ، وَاللّٰهُ أَعْلَمُ ، أَنَّ الْوَقْتَ قَدْ ذَهَبَ. فَأَمَّا مَنْ أَفَاقَ فِي الْوَقْتِ ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي .

রেওয়ায়ত ২৪

নাফি‘ (র) হইতে বর্ণিত – আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) একবার সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলিলেন। (হুঁশ ফিরিয়া আসার পর) তিনি আর নামাযের কাযা আদায় করিলেন না।

মালিক (র) বলেন ঃ আমাদের মতে ইহা এইজন্য যে, নামাযের সময় চলিয়া গিয়াছিল। আর নামাযের সময় থাকিতে যে সংজ্ঞা ফিরিয়া পায় সে নামায আদায় করিবে (والله اعلم) (আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ)।

٦- باب : النوم عن الصلاة

পরিচ্ছেদ ৬ ঃ নামায হইতে নিদ্রায় থাকা

٢٥- وَحَدَّثَنِي يَحْيٰى عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ. أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ قَفَلَ مِنْ خَيْبَرَ، أَسْرَى . حَتّٰى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ، عَرَّسَ . وَقَالَ لِبِلاَلٍ : " كَلاَّلَنَا الصُّبْحَ " وَنَامَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ . وَكَلاَ بِلاَلُ مَا قُدِرَلَهُ . ثُمَّ اسْتَنَدَ إِلَى رَاحِلَتِهِ، وَهُوَ مُقَابِلُ الْفَجْرِ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ، وَلاَ بِلاَلٌ ، وَلاَ أَحَدٌ مِّنَ الرَّكْبِ ، حَتّٰى ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ. فَفَزِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ بِلاَلَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِى أَخَذَ بِنَفْسِكَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ " اقْتَادُوْا " . فَبَعَثُوْا رَوَاحِلَهُمْ، وَاقْتَادُوا شَيْئًا. ثُمَّ أَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِلاَلاً، فَأَقَامَ الصَّلاَةَ ، فَصَلّٰى بِهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصُّبْحَ . ثُمَّ قَالَ ، حِيْنَ قَضٰى

১. ইমাম মালিক, শাফিয়ী, আহমদ, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদ (র)-এর মাযহাব অনুরূপ। ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন ঃ লালিমা অস্ত যাওয়ার পর সাদা বর্ণ দেখা যায়, উহাই শফক। ইহা অদৃশ্য হইলে ইশার নামাযের সময় আরম্ভ হয়। ইশার সময় আরম্ভ না হওয়া পর্যন্ত মাগরিবের সময় থাকে।

الصَّلَاةَ : " مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ ، فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى، يَقُوْلُ فِى كِتَابِهِ (أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِى) –

রেওয়ায়ত ২৫

সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র) হইতে বর্ণিত – রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বর হইতে প্রত্যাবর্তন করার সময় রাত্রিবেলা পথ চলিলেন; যখন রাত্রির শেষ সময় হইল তিনি (নিদ্রার জন্য) অবতরণ করিলেন এবং বিলাল (রা)-কে বলিলেন ঃ তুমি প্রত্যুষের প্রতি লক্ষ রাখ (ভোর হইলে আমাদিগকে জাগাইয়া দিবে)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং তাঁহার সাহাবীগণ ঘুমাইয়া পড়িলেন। বিলাল (রা) যথাসাধ্য লক্ষ রাখিতে লাগিলেন। অতঃপর উটের হাওদার সাথে ঠেস দিয়া ভোরের আলোর উদয়ের স্থানকে সম্মুখে রাখিয়া বসিলেন। হঠাৎ তাঁহার উপর নিদ্রা ভর করিল। এই অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ, বিলাল এবং কাফিলার অন্য কেউ জাগ্রত হইলেন না যতক্ষণ না সূর্যকিরণ তাঁহাদের উপর পতিত হইল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘাবড়াইলেন; তারপর বলিলেন ঃ বিলাল! ইহা কি ? বিলাল বলিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনাকে যিনি ঘুম পাড়াইয়াছেন তিনি আমাকেও ঘুম পাড়াইয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ তোমরা উট চালিত কর (এবং স্থানান্তরিত হও)। তাঁহারা উটগুলিকে উঠাইলেন এবং কিছুদূর চলিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিলালকে নির্দেশ দিলেন (ইকামত বলার জন্য)। তিনি ইকামত বলিলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাদিগকে ফজরের নামায পড়াইলেন। নামায সমাপ্ত করার পর তিনি বলিলেন ঃ যে নামাযকে ভুলিয়া যায় (অর্থাৎ নামায হইতে গাফিল হয় নিদ্রা অথবা ভুলের দরুন) নামাযের কথা স্মরণ হইলে পর সে উহা পড়িয়া নিবে। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ (اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ) "আমার স্মরণার্থে নামায কায়েম কর।"

٢٦– وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : عَرَّسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةً، بِطَرِيْقِ مَكَّةَ وَوَكَّلَ بِلَالًا أَنْ يُوْقِظَهُمْ لِلصَّلَاةِ. فَرَقَدَ بِلَالٌ، وَرَقَدُوا. حَتّٰى اسْتَيْقَظُوْا وَقَدْ طَلَعَتْ عَلَيْهِمُ الشَّمْسُ . فَاسْتَيْقَظَ الْقَوْمُ ، وَقَدْ فَزِعُوْا. فَأَمَرَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يَرْكَبُوْا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْ ذٰلِكَ الْوَادِىْ. وَقَالَ : " إِنَّ هٰذَا وَادٍ بِهِ شَيْطَانٌ " فَرَكِبُوْا حَتّٰى خَرَجُوْا مِنْ ذٰلِكَ الْوَادِىْ. ثُمَّ أَمَرَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يَنْزِلُوْا، وَأَنْ يَتَوَضَّؤُوْا. وَأَمَرَ بِلَالًا أَنْ يُنَادِىَ بِالصَّلَاةِ، أَوْ يُقِيْمَ . فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالنَّاسِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْهِمْ ، وَقَدْ رَأَى مِنْ فَزَعِهِمْ. فَقَالَ : " يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ ! إِنَّ اللّٰهَ قَبَضَ أَرْوَاحَنَا، وَلَوْ شَاءَ لَرَدَّهَا إِلَيْنَا فِىْ حِيْنٍ غَيْرِ هٰذَا : فَإِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ ، أَوْنَسِيَهَا ثُمَّ فَزِعَ إِلَيْهَا، فَلْيُصَلِّهَا ، كَمَا كَانَ يُصَلِّيْهَا فِى وَقْتِهَا ". ثُمَّ الْتَفَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلٰى أَبِى بَكْرٍ فَقَالَ : " إِنَّ الشَّيْطَانَ أَتَى بِلَالًا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّى،

فَأَضْجَعَهُ، فَلَمْ يَزَلْ يُهَدِّئُهُ، كَمَا يُهَدَّأُ الصَّبِيُّ حَتَّى نَامَ " . ثُمَّ دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِلَالًا. فَأَخْبَرَ بِلَالٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ، مِثْلَ الَّذِيْ أَخْبَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ. فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ : أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ .

রেওয়ায়ত ২৬

যায়দ ইব্‌ন আসলাম (রা) হইতে বর্ণিত – মক্কার পথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (একবার বিশ্রাম গ্রহণের জন্য) রাত্রিতে অবতরণ করিলেন এবং বিলালকে নামাযের জন্য জাগাইয়া দেওয়ার দায়িত্বে নিযুক্ত করিলেন। তারপর বিলাল ঘুমাইলেন এবং অন্য সকলেও ঘুমাইলেন। এমন কি তাঁহারা জাগিলেন সূর্য ওঠার পর। হতচকিত অবস্থায় দলের লোকজন জাগ্রত হইলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাদিগকে সওয়ার হওয়ার এবং সেই উপত্যকা হইতে বাহিরে চলিয়া যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। আর তিনি বলিলেন ঃ এই উপত্যকায় অবশ্যই শয়তান রহিয়াছে। তারপর তাঁহারা সওয়ার হইলেন এবং সেই উপত্যকা হইতে বাহির হইয়া গেলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাদিগকে অবতরণ এবং ওযূ করার নির্দেশ দিলেন। আর বিলালকে নামাযের জন্য আযান অথবা ইকামত বলার হুকুম করিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকজনকে নামায পড়াইলেন। তারপর তাঁহাদের দিকে মুখ ফিরাইলেন এবং তাঁহাদের ঘাবড়ানোর অবস্থা অনুধাবন করিলেন। তখন তিনি বলিলেন ঃ হে লোকসমাজ! আল্লাহ্ আমাদের আত্মাসমূহকে কাবু করিয়াছিলেন, আর তিনি যদি ইচ্ছা করিতেন এই সময় ব্যতীত ভিন্ন সময়ে আত্মাসমূহকে আমাদের নিকট ফেরত দিতে পারিতেন। যদি তোমাদের কেউ নামায হইতে ঘুমাইয়া পড় অথবা উহাকে ভুলিয়া যাও, অতঃপর হঠাৎ নামাযের কথা স্মরণ হয়, তবে সেই নামাযকে উহার নির্ধারিত সময়ে যেইরূপে পড়িতে সেইভাবে পড়িবে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ বকর (রা)-এর দিকে দৃষ্টি করিলেন। তারপর বলিলেন ঃ বিলাল যখন দাঁড়াইয়া নামায পড়িতেছিল তখন তাঁহার কাছে শয়তান আসিল এবং তাঁহাকে ঠেস দেওয়াইয়া বসাইল এবং শিশুকে যেভাবে (থাপি দিয়া) শান্ত করা হয় ও ঘুম পাড়ানো হয় সেইভাবে তাঁহার সঙ্গে বারবার করিতে থাকিল। এমন কি (শেষ পর্যন্ত) বিলাল ঘুমাইয়া পড়িল। তাঁরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিলালকে আহবান করিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ বকর (রা)-কে যেরূপ বলিয়াছিলেন বিলালও অনুরূপ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করিলেন। ইহা শুনিয়া আবূ বকর (রা) বলিলেন ঃ আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসূল।

৭– باب : النهى عن الصلاة بالهاجرة

পরিচ্ছেদ ৭ ঃ দ্বিপ্রহরে (উহার প্রখর রৌদ্রতাপে) নামায পড়া নিষেধ

٢٧– حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوْا عَنِ الصَّلَاةِ ". وَقَالَ : " اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ : يَارَبِّ ! أَكَلَ بَعْضِيْ بَعْضًا. فَأَذِنَ

لَهَا بِنَفَسَيْنِ فِي كُلِّ عَامٍ : نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ، وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ"

রেওয়ায়ত ২৭

আতা ইব্‌ন ইয়াসার (র) হইতে বর্ণিত – রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করিয়াছেন ঃ জাহান্নামের মূল হইতেই প্রখর গ্রীষ্মের উৎপত্তি। তাই প্রচণ্ড গ্রীষ্মের সময় নামায দেরি করিয়া পড়। তিনি আরও বলিলেন ঃ (জাহান্নামের) অগ্নি তাঁহার নিকট ফরিয়াদ জানাইয়া বলিল ঃ হে রব! আমার এক অংশ অপর অংশকে খাইয়া ফেলিল। অতঃপর (আল্লাহ্ তা'আলা) উহাকে বৎসরে দুইবার শ্বাস ছাড়ার অনুমতি দিলেন– এক শ্বাস শীতকালে আর অপর শ্বাস গ্রীষ্মে।

٢٨– وَحَدَّثَنَا مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ ، مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : " إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ، فَأَبْرِدُوْا عَنِ الصَّلاَةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ " .

وَذَكَرَ " أَنَّ النَّارَ اشْتَكَتْ إِلَى رَبِّهَا، فَأَذِنَ لَهَا فِي كُلِّ عَامٍ بِنَفَسَيْنِ : نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ" .

রেওয়ায়ত ২৮

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত – রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করিয়াছেন ঃ যখন গ্রীষ্ম প্রখর হয় সেই সময় নামায বিলম্ব করিয়া (গ্রীষ্মের প্রচণ্ডতা যখন কমিয়া যায় তখন) পড়। কারণ গরমের প্রখরতার উৎপত্তি জাহান্নামের মূল হইতেই। তিনি (আরও) উল্লেখ করিলেন ঃ জাহান্নাম (উহার আগুন) তাহার পরওয়ারদিগারের নিকট ফরিয়াদ জানাইল। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা উহার জন্য প্রতি বৎসর দুইটি শ্বাসের অনুমতি দিলেন, একটি শ্বাস শীত মওসুমে আর একটি গ্রীষ্মকালে।

٢٩– وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ، قَالَ : " إِذَا اشْتَدَّا الْحَرُّ، فَأَبْرِدُوْا عَنِ الصَّلاَةِ. فَإِنَّهُ شِدَّةَ الْحَرَّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ) " .

রেওয়ায়ত ২৯

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত – রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করিয়াছেন ঃ যখন গ্রীষ্মের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি পায় তখন তোমরা নামায দেরি করিয়া পড়িও। কারণ গ্রীষ্মের প্রখরতার উৎপত্তি জাহান্নামের মূল হইতেই।

٨- باب : النهى عن دخول المسجد بريح الثوم ، وتغطية الفم

পরিচ্ছেদ ৮ ঃ নামাযে মুখ ঢাকিয়া রাখা এবং পিয়াজের গন্ধসহ মসজিদে প্রবেশ করা নিষেধ

٣٠ – حَدَّثَنِي يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : " مَنْ أَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ ، فَلاَ يَقْرُبْ مَسَاجِدَنَا. يُؤْذِيْنَا بِرِيْحِ الثُّوْمِ " .

وَحَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرَى سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ ، إِذَا رَأَى الْإِنْسَانَ يُغَطِّي فَاهُ، وَهُوَ يُصَلِّي، جَبَذَ الثَّوْبَ عَنْ فِيْهِ جَبْذًا شَدِيْدًا، حَتّٰى يَنْزِعَهُ عَنْ فِيْهِ .

রেওয়ায়ত ৩০

সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র) হইতে বর্ণিত – রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করিয়াছেন ঃ যে এই উদ্ভিদ হইতে আহার করে সে আমাদের মসজিদসমূহের নিকটে যেন না আসে, পিয়াজের গন্ধ আমাদের কষ্ট দিবে।

সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) কোন লোককে নামাযে মুখাবৃত দেখিলে খুব জোরে কাপড় (মুখ হইতে) টানিয়া লইতেন। এমন কি মুখ হইতে কাপড় ছিনাইয়া লইতেন।

অধ্যায় ২

٢- كتاب : الطهارة

পবিত্রতা অর্জন

١. باب : العمل فى الوضوء

পরিচ্ছেদ ১ ঃ ওযূর পদ্ধতি

١- حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ ، عَنْ أَبِيْهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ ، وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ هَلْ تَسْتَطِيْعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ : نَعَمْ . فَدَعَا بِوَضُوْءٍ . فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ ، وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا . ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا . ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ؛ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ؛ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ، ثُمَّ رَدَّهُمَا ، حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِيْ بَدَأَ مِنْهُ ؛ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ .

রেওয়ায়ত ১

ইয়াহ্ইয়া মাযনী (র)-এর পিতা আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ ইব্ন আসিম (রা)-কে বলিলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিভাবে ওযূ করিতেন আপনি আমাকে দেখাইতে পারেন কি ? আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ (রা) বলিলেন ঃ হ্যাঁ পারি। তারপর তিনি পানি আনাইলেন এবং তাঁহার হাতের উপর পানি ঢালিলেন। তিনি দুই দুইবার তাঁহার উভয় হাত ধুইলেন, তারপর কুলি করিলেন ও নাক পরিষ্কার করিলেন তিনবার। তারপর মুখমণ্ডলকে তিনবার ধুইলেন, তারপর কনুই পর্যন্ত উভয় হাত ধুইলেন দুই দুইবার। পরে দুই হাত দ্বারা শির মসেহ করিলেন, দুই হাত দিয়া সম্মুখ হইতে আরম্ভ করিয়া পিছনের দিকে নিলেন এবং পিছনের দিক হইতে আরম্ভ করিয়া সামনের দিকে আনিলেন। মসেহ আরম্ভ করিলেন মাথার সামনের দিক হইতে। অতঃপর উভয় হাত মাথার পিছনের দিকে নিয়া

গেলেন। তারপর উভয় হাত ফিরাইলেন এবং যে স্থান হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, পুনরায় সেই স্থানেই ফিরাইয়া আনিলেন। তারপর তাঁহার দুই পা ধুইলেন।

٢- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : " إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً، ثُمَّ لِيَنْثِرْ ؛ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ " .

রেওয়ায়ত ২

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত – রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করিয়াছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন ওযূ করে, তখন সে যেন তাহার নাকে পানি দেয়, তারপর নাক পরিষ্কার করে, আর যে কুলুখ্ গ্রহণ করে সে যেন বেজোড় কুলুখ্ নেয়।

٣- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : "مَن تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ " .

রেওয়ায়ত ৩

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত – রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন, যে ওযূ করে সে যেন নাক পরিষ্কার করে আর যে কুলুখ্ নেয় সে বেজোড় নেবে।

٤- قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ ، فِي الرَّجُلِ يَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْثِرُ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ : إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذَٰلِكَ .

রেওয়ায়ত ৪

ইয়াহ্ইয়া (রা) বলেন ঃ আমি মালিক (র)-কে বলিতে শুনিয়াছি, এক আজলা পানি দ্বারা যে কুলিও করে এবং নাকও পরিষ্কার করে, তাহার এইরূপ করাতে কোন ক্ষতি নাই।

٥- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ قَدْ دَخَلَ عَلَىٰ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ، يَوْمَ مَاتَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ : يَاعَبْدَ الرَّحْمٰنِ! أَسْبِغِ الْوُضُوءَ . فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : "وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ" .

রেওয়ায়ত ৫

মালিক (র)-এর নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা)-এর নিকট আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর (রা) উপস্থিত হইলেন, যেদিন সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) ইন্তিকাল

করিয়াছেন সেদিন। তারপর তিনি ওযূর পানি চাহিলেন। আয়েশা (রা) তাঁহাকে বলিলেন ঃ পূর্ণরূপে ওযূ কর, কারণ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলিতে শুনিয়াছি (وَيْلٌ لِّلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ) "পায়ের গিটসমূহের জন্য ধ্বংস নরকাগ্নির।"[১]

٦- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَحْلاَءَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ؛ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَتَوَضَّأُ بِالْمَاءِ لِمَا تَحْتَ إِزَارِهِ .

রেওয়ায়ত ৬

আবদুর রহমান (র) বর্ণনা করেন যে, তিনি শুনিয়াছেন উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) পানি দ্বারা তাঁহার ইযার-এর (পায়জামা বা লুঙ্গী) নিচে ধুইতেন।

٧ - قَالَ يَحْيٰى : سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ فَنَسِيَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ قَبْلَ أَنْ يَتَمَضْمَضَ ، أَوْ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَ وَجْهَهُ ، فَقَالَ : أَمَّا الَّذِيْ غَسَلَ وَجْهَهُ قَبْلَ أَنْ يَتَمَضْمَضَ ، فَلْيُمَضْمِضْ وَلاَ يُعِدْ غَسْلَ وَجْهِهِ . وَأَمَّا الَّذِي غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ قَبْلَ وَجْهِهِ ، فَلْيَغْسِلْ وَجْهَهُ ثُمَّ لِيُعِدْ غَسْلَ ذِرَاعَيْهِ، حَتّٰى يَكُوْنَ غَسْلُهُمَا بَعْدَ وَجْهِهِ ، إِذَا كَانَ ذٰلِكَ فِيْ مَكَانِهِ ، أَوْبِحَضْرَةِ ذٰلِكَ .

রেওয়ায়ত ৭

মালিক (র)-কে প্রশ্ন করা হইল এমন এক লোক সম্পর্কে যে ওযূ করিয়াছে এবং ভুলে কুলি করার পূর্বে মুখমণ্ডল ধুইয়া ফেলিয়াছে অথবা মুখমণ্ডল ধোয়ার পূর্বে ধুইয়াছে দুই হাত। তিনি (উত্তরে) বলিলেন ঃ কুলি করার আগে যে ব্যক্তি মুখমণ্ডল ধুইয়াছে সে কুলি করিয়া লইবে এবং পুনরায় আর মুখমণ্ডল ধুইবে না। আর যে ব্যক্তি মুখমণ্ডল ধোয়ার পূর্বে তাঁহার হস্তদ্বয় ধুইয়াছে সে মুখমণ্ডল ধুইবে এবং পুনর্বার উভয় হাত ধুইবে, যেন হস্তদ্বয় ধোয়ার কাজ মুখমণ্ডল ধোয়ার পরে হয়। তবে ইহা তখন করিবে যখন সে ওযূর স্থানে অথবা উহার নিকটবর্তী স্থানে থাকে।

٨ - قَالَ يَحْيٰى : سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَتَمَضْمَضَ وَيَسْتَنْثِرَ حَتّٰى صَلّٰى. قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ أَن يُعِيْدَ صَلاَتَهُ. وَلْيُمَضْمِضْ وَيَسْتَنْثِرْ مَايَسْتَقْبِلُ، إِنْ كَانَ يُرِيْدُ أَنْ يُصَلِّيَ .

রেওয়ায়ত ৮

মালিক (র)-কে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইল, যে ব্যক্তি ভুলবশত কুলি করে নাই অথবা নাক

১. অর্থাৎ যে ব্যক্তি ওযূতে পায়ের গিট ধৌত করে না তাহাকে নরকাগ্নির ভয় দেখানো হইয়াছে।

পরিষ্কার করে নাই, এই অবস্থায় সে নামায পড়িয়াছে। উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ সে লোকের পক্ষে নামায পুনরায় পড়িতে হইবে না। সে পরে অন্য নামায পড়িতে ইচ্ছা করিলে তবে কুলি করিয়া লইবে এবং নাক পরিষ্কার করিবে।[১]

٢- باب : وضوء النائم اذا قام الى الصلاة

পরিচ্ছেদ ২ ঃ নিদ্রা হইতে জাগার পর ওযূ করিয়া নামায পড়িতে ইচ্ছা করিলে

٩- حَدَّثَنِيْ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِيْ وَضُوْئِهِ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِيْ أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ" .

রেওয়ায়ত ৯

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত – রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ তোমাদের কেউ ঘুম হইতে জাগ্রত হইলে ওযূর পাত্রে হাত দেওয়ার পূর্বে তাঁহার হাত ধুইয়া লইবে, কেননা সে অবগত নহে তাহার হাত কোথায় রাত্রি যাপন করিয়াছে।

١٠- حَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ مُضْطَجِعًا فَلْيَتَوَضَّأْ .

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ؛ أَنَّ تَفْسِيْرَ هٰذِهِ الْآيَةِ – (يَاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوْا إِذَا قُمْتُم إِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) أَنَّ ذٰلِكَ إِذَا قُمْتُمْ مِنَ الْمَضَاجِعِ، يَعْنِي النَّوْمَ .

রেওয়ায়ত ১০

উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলেন ঃ তোমাদের কেউ কোন বস্তুর সাথে ঠেস দিয়া ঘুমাইলে ওযূ করিবে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُم إِلَى الْكَعْبَيْنِ –

যায়দ ইবন আসলাম (রা) এই আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বলেন ঃ ইহা সেই সময়, যখন শয্যা অর্থাৎ নিদ্রা হইতে তোমরা ওঠ।

١١ – قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ يَتَوَضَّأُ مِنْ رُعَافٍ، وَلاَ مِنْ دَمٍ ،

---

১. হে মুমিনগণ, যখন তোমরা সালাতের জন্য প্রস্তুত হইবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করিবে এবং তোমাদের মাথা মসেহ করিবে এবং পা গ্রন্থি পর্যন্ত ধৌত করিবে।

وَلاَمِنْ قَيْحٍ يَسِيْلُ مِنَ الْجَسَدِ، وَلاَيَتَوَضَّأُ إِلاَّ مِنْ حَدَثٍ يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرٍ، أَوْدُبُرٍ أَوْنَوْمٍ
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَنَامُ جَالِسًا ، ثُمَّ يُصَلِّى وَلاَ يَتَوَضَّأُ .

রেওয়ায়ত ১১

মালিক (র) বলেন ঃ আমাদের ফয়সালা এই– নাক দিয়া রক্ত প্রবাহিত হইলে, শরীর হইতে খুন নির্গত হইলে এবং পুঁজ বহির্গত হইলে ওযূ করিতে হইবে না।[১] হাদ্স (حدث) যাহাতে ওযূ নষ্ট হয়, এর কারণে ওযূ করিতে হইবে; যাহা বাহির হয় গুহ্যদ্বার অথবা জননেন্দ্রীয় হইতে অথবা নিদ্রার কারণে।

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত – ইব্ন উমর (রা) বসা অবস্থায় ঘুমাইতেন। অতঃপর ওযূ না করিয়া নামায পড়িতেন।

٣- باب : الطهور للوضوء

পরিচ্ছেদ ৩ ঃ ওযূর জন্য পবিত্র পানি ব্যবহার করা

١٢- حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سَلَمَةَ ، مِنْ آلِ بَنِي الأَزْرَقِ ، عَنِ الْمُغِيْرَةَ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، وَهُوَ مِنْ بَنِيْ عَبْدِ الدَّارِ . أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ : جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، فَقَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيْلَ مِنَ الْمَاءِ ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا ، أَفَنَتَوَضَّأُ بِهِ ؟ فَقَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ : "هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ" .

রেওয়ায়ত ১২

মুগীরা ইব্ন আবী বুরদা (র) আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট আসিয়া বলিল ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা সাগরে আরোহণ করি (নৌকা বা জাহাজে আরোহণ করি) আর আমাদের সঙ্গে অল্প পানি বহন করি। যদি আমরা সেই পানি দ্বারা ওযূ করি তবে আমরা পিপাসিত থাকিব। তাই সমুদ্রের পানি দ্বারা আমরা ওযূ করিব কি ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করিলেন ঃ সাগরের পানি অতি পবিত্র। ইহার মৃত জীব হালাল।

١٣ - وحدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ أَبِيْ عُبَيْدَةَ بْنِ فَرْوَةَ، عَنْ خَالَتِهَا، كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهَا : أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوْءًا.

১. হানাফী মতে রক্ত বা পুঁজ নিজ স্থান হইতে বহিয়া পড়িলে ওযূ করিতে হইবে। –আওজায।

فَجَاءَتْ هِرَّةٌ لِتَشْرَبَ مِنْهُ، فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ

قَالَتْ كَبْشَةُ : فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ. فَقَالَ : أَتَعْجَبِيْنَ يَاابْنَةَ أَخِيْ ؟ قَالَتْ : فَقُلْتُ، نَعَمْ. فَقَالَ : إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ أَوِالطَّوَّافَاتِ" .

قَالَ يَحْيٰى : قَالَ مٰلِكٌ : لَابَأْسَ بِهِ الاَّ اَنْ يَرَى عَلٰى فَمِهَا نَجَاسَةً

রেওয়ায়ত ১৩

কাব্সা বিনতে কাব ইব্ন মালিক (র) হইতে বর্ণিত – আবূ কাতাদা (রা) তাঁহার নিকট আসিলেন। কাব্সা তাঁহার জন্য ওযূর পানি ঢালিতেছিলেন। এমন সময় একটি বিড়াল উহা হইতে পানি পান করার জন্য আসিল। আবূ কাতাদা পানির পাত্র ইহার জন্য কাত করিলেন, বিড়াল পানি পান করিল। কাব্সা বলেন ঃ তিনি আমাকে দেখিলেন আমি খুব বিস্ময়ের সহিত তাঁহার দিকে দেখিতেছি। তাই তিনি বলিলেন ঃ হে ভাতিজী! তুমি কি আশ্চর্যবোধ করিতেছ ? আমি (উত্তরে) বলিলাম ঃ হ্যাঁ। তারপর তিনি বলিলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ বিড়াল নাপাক নহে, উহা তোমাদের আশেপাশে যাঁহারা অধিক ঘোরাফেরা করে, তাহাদের অন্তর্ভুক্ত।

মালিক (র) বলেন ঃ বিড়ালের মুখে নাজাসত (নাপাকী) না থাকিলে উহার মুখ (পাত্রে) দেওয়াতে কোন ক্ষতি নাই।

١٤ – وحدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَاطِبٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ فِي رَكْبٍ ، فِيْهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ، حَتَّى وَرَدُوْا حَوْضًا . فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لِصَاحِبِ الْحَوْضِ : يَاصَاحِبَ الْحَوْضِ! هَلْ تَرِدُ حَوْضَكَ السِّبَاعُ ؟ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : يَاصَاحِبَ الْحَوْضِ ! لَاتُخْبِرْنَا ، فَإِنَّا نَرِدُ عَلَى السِّبَاعِ ، وَتَرِدُ عَلَيْنَا .

রেওয়ায়ত ১৪

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন হাতিব (র) হইতে বর্ণিত – উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) এক কাফেলার সহিত বাহির হইলেন। কাফেলায় 'আমর ইব্ন 'আস (রা)-ও শরীক ছিলেন। তাঁহারা একটি জলাধারের নিকট অবতরণ করিলেন। জলাধারের মালিককে 'আমর ইবন 'আস বলিলেন ঃ হে জলাধারের মালিক! আপনার জলাধারে চতুষ্পদ জন্তু অবতরণ করে কি ? উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) জলাধারের মালিককে বলিলেন ঃ আপনি (এই বিষয়ে) আমাদিগকে খবর দিবেন না। কারণ আমরা চতুষ্পদ জন্তুসমূহের নিকট বিচরণ করি এবং তাহারাও আমাদের কাছে বিচরণ করে।

١٥ - وَحَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ : إِنْ كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ ، فِيْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، لَيَتَوَضَّؤُوْنَ جَمِيْعًا.

রেওয়ায়ত ১৫

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত – আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলিতেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময়ে নারী-পুরুষ একত্রে ওযূ করিতেন।

٤- باب : مالا يجب منه الوضوء

পরিচ্ছেদ ৪ ঃ যাহাতে ওযূ ওয়াজিব হয় না

١٦ - حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِإِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ ؛ أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَتْ : إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيْلُ ذَيْلِيْ ، وَأَمْشِيْ فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ . قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : " يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ " .

রেওয়ায়ত ১৬

ইবরাহীম ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন 'আউফ (র)-এর উম্মে-ওয়ালাদ (তাঁহার নাম হুমায়দা বলা হইয়াছে) হইতে বর্ণিত – তিনি নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী উম্মে-সালমা (রা)-এর নিকট প্রশ্ন করিলেন ঃ আমি একজন স্ত্রীলোক। আমি আমার কাপড়ের ঝুল লম্বা রাখি আর আমি কোন কোন সময় চলাফেরা করি আবর্জনাযুক্ত স্থান দিয়া। উম্মে-সালমা (রা) বলিলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করিয়াছেন ঃ কাপড়ের ঝুলকে আবর্জনাযুক্ত রাস্তার পরবর্তী স্থান পবিত্র করিয়া দিবে।

١٧ - وَحَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ رَأَى رَبِيْعَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَقْلِسُ مِرَارًا، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ ؛ فَلاَ يَنْصَرِفُ، وَلاَ يَتَوَضَّأُ، حَتّٰى يُصَلِّيَ.

قَالَ يَحْيَى : وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ قَلَسَ طَعَامًا، هَلْ عَلَيْهِ وُضُوْءٌ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوْءٌ وَلْيَتَمَضْمَضْ مِنْ ذٰلِكَ، وَلْيَغْسِلْ فَاهُ.

রেওয়ায়ত ১৭

মালিক (র) বলেন ঃ তিনি রবী'আ ইব্ন আবদুর রহমানকে কয়েকবার উদর হইতে পানি বমি করিতে দেখিয়াছেন, তখন তিনি ছিলেন মসজিদে। তিনি অতঃপর নামায আদায় করা পর্যন্ত মসজিদ হইতে বাহিরেও যাইতেন না এবং ওযূও করিতেন না।

ইয়াহ্‌ইয়া (র) বলেন ঃ মালিক (র)-কে প্রশ্ন করা হইয়াছে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে, যে ব্যক্তি খাদ্যবস্তু বমি করিয়াছে, তাহার জন্য ওযূ ওয়াজিব হইবে কি ? তিনি বলিলেন ঃ তাহার জন্য ওযূ ওয়াজিব নহে, ইহার জন্য সে কুলি করিবে এবং তাহার মুখ ধুইবে।

١٨ - وَحَدَّثَنِيْ عن مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ حَنَّطَ ابْنًا لِسَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ، وَحَمَلَهُ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

قَالَ يَحْيٰى : وَسُئِلَ مَالِكٌ، هَلْ فِى الْقَىْءِ وُضُوْءٍ ؟ قَالَ : لاَ وَلٰكِنْ، لِيَتَمَضْمَضْ مِنْ ذٰلِكَ، وَلْيَغْسِلْ فَاهُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوْءٍ .

রেওয়ায়ত ১৮

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত – আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) সাঈদ ইব্‌ন যায়দ-এর এক (মৃত) পুত্রকে হানূত[১] লাগাইলেন এবং তাঁহার লাশ বহন করিলেন, অতঃপর ওযূ না করিয়া মসজিদে প্রবেশ করিয়া তিনি নামায পড়িলেন।

মালিক (র)-কে প্রশ্ন করা হইল ঃ বমি করিলে ওযূ করিতে হইবে কি ? তিনি বলিলেন ঃ না। তবে ইহার জন্য কুলি করিবে এবং তাঁহার মুখ ধুইবে। তাহার উপর ওযূ ওয়াজিব নহে।

٥- باب : ترك الوضوء مما مسة النار

পরিচ্ছেদ ৫ ঃ আগুনে জ্বাল দেওয়া বস্তু আহার করিয়া ওযূ না করা

١٩- حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

রেওয়ায়ত ১৯

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত – রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছাগের কাঁধের গোশ্‌ত আহার করার পর ওযূ না করিয়া নামায পড়িলেন।

٢٠ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ . حَتّٰى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ ، وَهِيَ مِنْ أَدْنٰى خَيْبَرَ، نَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ، فَصَلَّى الْعَصْرَ . ثُمَّ دَعَا بِالأَزْوَادِ ، فَلَمْ يُؤْتَ إِلاَّ بِالسَّوِيْقِ ، فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِّيَ فَأَكَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ، وَأَكَلْنَا ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا . ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

---

১. এক প্রকারের খোশবু, যাহা মৃত ব্যক্তিকে লাগানোর জন্য তৈয়ার করা হয়।

রেওয়ায়ত ২০

সুওয়ায়দ ইব্‌ন নুমান (রা) হইতে বর্ণিত – তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে খায়বরের যুদ্ধের বৎসর বাহির হইলেন। যখন তাঁহারা সাহ্‌বা (صهباء) নামক স্থানে পৌছিলেন- উহা খায়বরের ঢালু অংশে অবস্থিত- রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (তথায়) অবতরণ করিলেন, তারপর আসর নামায পড়িলেন। অতঃপর সফরে আহারের জন্য রাখা খাদ্যবস্তু এবং উহার পাত্রসমূহ আনিতে বলিলেন, তাঁহার নিকট ছাতু ছাড়া অন্য কিছু উপস্থিত করা হইল না। তিনি নির্দেশ দিলেন, উহা গুলান হইল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আহার করিলেন, আমরাও আহার করিলাম। অতঃপর মাগরিবের নামাযের জন্য উঠিলেন এবং কুলি করিলেন, আমরাও কুলি করিলাম। তারপর তিনি নামায পড়িলেন, অথচ আর ওযূ করিলেন না।

٢١ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ؛ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْهُدَيْرِ ؛ أَنَّهُ تَعَشَّى مَعَ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

রেওয়ায়ত ২১

রবী'আ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হুদায়র (র) উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর সহিত সন্ধ্যাকালীন আহার করিলেন, তারপর নামায পড়িলেন, আর ওযূ করিলেন না।

٢٢ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، أَنَّ عُثْمَانَ ابْنَ عَفَّانَ أَكَلَ خُبْزًا وَلَحْمًا ، ثُمَّ مَضْمَضَ ، وَغَسَلَ يَدَيْهِ ، وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، كَانَا لاَ يَتَوَضَّآنِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ .

রেওয়ায়ত ২২

উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) রুটি-গোশ্‌ত আহার করিলেন, তারপর কুলি করিলেন, উভয় হাত ধুইলেন এবং হস্তদ্বয় দ্বারা মুখমণ্ডল মসেহ করিলেন, তারপর নামায পড়িলেন অথচ পুনরায় ওযূ করিলেন না।

মালিক (র) বলেন ঃ তিনি জানিতে পারিয়াছেন যে, আলী ইব্‌ন আবি তালিব (রা) এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) আগুনে জ্বাল দেওয়া খাদ্যবস্তু আহার করিয়া ওযূ করিতেন না।

٢٣ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ ، ثُمَّ يُصِيبُ طَعَامًا قَدْ مَسَّتْهُ النَّارُ ، أَيَتَوَضَّأُ ؟ قَالَ : رَأَيْتُ أَبِي يَفْعَلُ ذٰلِكَ وَلاَ يَتَوَضَّأُ .

রেওয়ায়ত ২৩

ইয়াহ্ইয়াহ্ ইব্ন সাঈদ (র) আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমির ইব্ন রবী'আ (র)-এর নিকট একটি প্রশ্ন করিলেন এমন এক লোক সম্পর্কে, যে নামাযের জন্য ওযূ করিয়া আগুনে রন্ধন করা খাদ্যবস্তু আহার করিল, সে কি ওযূ করিবে ? তিনি বলিলেন ঃ আমার পিতাকে দেখিয়াছি তিনি এইরূপ রাঁধা খাদ্য খাইতেন ও ওযূ করিতেন না।

٢٤ – وَحَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ الأَنْصَارِيَّ ، يَقُولُ : رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ، أَكَلَ لَحْمًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

রেওয়ায়ত ২৪

আবূ নঈম ওহাব ইব্ন কায়সান (র) জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন ঃ আমি আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে দেখিয়াছি, তিনি গোশ্ত খাইলেন, অতঃপর নামায পড়িলেন অথচ ওযূ করিলেন না।

٢٥ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ ، دُعِيَ لِطَعَامٍ ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَلَحْمٌ ، فَأَكَلَ مِنْهُ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَصَلَّى . ثُمَّ أُتِيَ ؛ بِفَضْلِ ذٰلِكَ الطَّعَامِ ، فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

রেওয়ায়ত ২৫

মুহাম্মদ ইব্ন মুনকাদির (রা) হইতে বর্ণিত – রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে (খানার জন্য) দাওয়াত করা হইল, তাঁহার সমীপে রুটি-গোশ্ত পেশ করা হইল। তিনি উহা হইতে আহার করিলেন, তারপর অযূ করিলেন ও নামায পড়িলেন। অতঃপর সেই খাদ্যের অবশিষ্ট তাঁহার নিকট আনা হইল। তিনি উহা হইতে আহার করিলেন, তারপর নামায পড়িলেন, আর ওযূ করিলেন না।

٢٦ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ الأَنْصَارِيِّ ؛ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَدِمَ مِنَ الْعِرَاقِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو طَلْحَةَ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، فَقَرَّبَ لَهُمَا طَعَامًا قَدْ مَسَّتْهُ النَّارُ ، فَأَكَلُوا مِنْهُ . فَقَامَ أَنَسٌ فَتَوَضَّأَ . فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ : مَا هٰذَا يَا أَنَسُ ؟ أَعِرَاقِيَّةٌ ؟ فَقَالَ أَنَسٌ : لَيْتَنِي لَمْ أَفْعَلْ . وَقَامَ أَبُو طَلْحَةَ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، فَصَلَّيَا وَلَمْ يَتَوَضَّآ .

রেওয়ায়ত ২৬

আনাস ইব্ন মালিক (রা) ইরাক হইতে আগমন করিলেন। তাঁহার নিকট আবূ তালহা ও উবাই ইব্ন কা'ব (রা) আগমন করিলেন। আগুনে রন্ধন করা হইয়াছে এরূপ খাদ্য তাঁহাদের উভয়ের নিকট পেশ করা হইল। সকলে উহা হইতে আহার করিলেন, অতঃপর আনাস (রা) উঠিলেন এবং ওযূ করিলেন। (ইহা দেখিয়া) আবূ

তাল্‌হা ও উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) বলিলেন ঃ হে আনাস ! ইহা কি ? ইহা কি ইরাকী আমল ? আনাস (রা) বলিলেন ঃ আমি যদি ইহা না করিতাম (তবে ভাল হইত)। আবূ তালহা ও উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) উঠিলেন এবং নামায পড়িলেন, তাঁহারা ওযূ করিলেন না।

٦- باب : جامع الوضوء

পরিচ্ছেদ ৬ ঃ ওযূ সম্পর্কীয় বিবিধ হাদীস

٢٧- حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الاِسْتِطَابَةِ ، فَقَالَ : " أَوَلاَ يَجِدُ أَحَدُكُمْ ثَلاَثَةَ أَحْجَارٍ؟ " .

রেওয়ায়ত ২৭

উরওয়াহ্ ইব্‌ন যুবায়র (র) হইতে বর্ণিত – 'ইস্তিতাবা'[১] সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করা হইল। তিনি বলিলেন ঃ তোমাদের একজন কি তিনটি পাথরও পায় না (যদ্দারা সে পবিত্রতা লাভ করিতে সক্ষম হয়) ?

٢٨ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ ، خَرَجَ إِلَى الْمَقْبُرَةِ ، فَقَالَ : "السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ ، وَإِنَّا ، إِنْ شَاءَ اللّٰهُ ، بِكُمْ لاَحِقُوْنَ. وَدِدْتُ أَنِّى قَدْ رَأَيْتُ إِخْوَانَنَا" فَقَالُوْا : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! أَلَسْنَا بِإِخْوَانِكَ ؟ قَالَ : "بَلْ أَنْتُمْ أَصْحَابِى . وَإِخْوَانُنَا الَّذِيْنَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ. وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ " فَقَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ يَأْتِى بَعْدَكَ مِنْ أُمَّتِكَ ؟ قَالَ : "أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ، فِى خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ، أَلاَ يَعْرِفُ خَيْلَهُ ؟ " قَالُوا : بَلَى ، يَارَسُولَ اللّٰهِ ! قَالَ : "فَإِنَّهُمْ يَأْتُوْنَ الْقِيَامَةِ ، غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ ، مِنَ الْوُضُوْءِ . وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ . فَلاَ يُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِى ، كَمَا يُذَادُ الْبَعِيْرُ الضَّالُّ ، أُنَادِيهِم : أَلاَ هَلُمَّ! أَلاَ هَلُمَّ ! أَلاَ هَلُمَّ ! فَيُقَالُ : إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوْا بَعْدَكَ . فَأَقُوْلُ : فَسُحْقًا . فَسُحْقًا . فَسُحْقًا" .

রেওয়ায়ত ২৮

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত – রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (একদা) কবরস্থানের দিকে গমন করিলেন। তিনি সেখানে পৌঁছার পর বলিলেন ঃ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ ، وَإِنَّا ، إِنْ شَاءَ اللّٰهُ ، بِكُمْ لاَحِقُوْنَ .

১. 'ইস্তিতাবা' অর্থ ইস্তিনজা অর্থাৎ পেশাব-পায়খানা হইতে পবিত্রতা অর্জন।

"তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। হে মু'মিন সম্প্রদায়ের বাসস্থানে (অর্থাৎ গোরস্তানে) বসবাসকারিগণ! আমরা তোমাদের সহিত মিলিত হইব, ইনশাআল্লাহ্।" আমার আকাঙ্ক্ষা, যদি আমার ভাইদিগকে দেখিতাম! তাঁহারা বলিলেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা আপনার ভাই নই কি ? তিনি বলিলেন ঃ তোমরা আমার আসহাব, আমার ভাই তাঁহারা যাঁহারা এখনও (ইহজগতে) আসেন নাই। আমি তাঁহাদের অগ্রদূত হইব হাওযের নিকট। তাঁহারা বলিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার উম্মতের মধ্যে যাঁহারা আপনার পরে আগমন করিবে আপনি তাঁহাদের পরিচয় পাইবেন কিভাবে ? তিনি বলিলেন ঃ তোমরা আমাকে বল দেখি, যদি কোন ব্যক্তির কাছে পায়ে ও ললাটে সাদা চিহ্নযুক্ত ঘোড়া থাকে এবং সেগুলি গাঢ় কাল রং-এর ঘোড়ার সহিত একত্র থাকে, তবে সেই ব্যক্তি কি তাহার (সাদা চিহ্নযুক্ত) ঘোড়া চিনিতে পারিবে না ? তাঁহারা বলিলেন ঃ হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! চিনিতে পারিবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ আমার উম্মতকে আমি চিনিতে পারিব। কারণ তাঁহারা ওযূর দরুন রোজ কিয়ামতে জ্যোতির্ময় চেহারা এবং জ্যোতির্ময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়া উপস্থিত হইবে। আমি হাওযে তাঁহাদের অগ্রদূত থাকিব। দলভ্রষ্ট উটকে যেরূপ তাড়াইয়া দেওয়া হয়, আমার হাওয হইতে কাহাকেও তদ্রূপ তাড়াইয়া দেওয়া হইলে আমি তাহাকে আহ্বান করিব ঃ أَلاَ هَلُمَّ! أَلاَ هَلُمَّ ! أَلاَ هَلُمَّ – 'ওহে, (আমার নিকট) আস, (আমার নিকট) আস, (আমার নিকট) আস।' তারপর আমাকে বলা হইবে ঃ ইহারা (আপনার সুন্নতকে) আপনার পরে পরিবর্তন করিয়াছে। আমি বলিব ঃ فَسُحْقًا . فَسُحْقًا . فَسُحْقًا –'তবে দূর হও, দূর হও, দূর হও।'

٢٩ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حُمْرَانَ ، مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ جَلَسَ عَلَى الْمَقَاعِدِ . فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ فَآذَنَهُ بِصَلاَةِ الْعَصْرِ . فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ . ثُمَّ قَالَ : وَاللّٰهِ لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا ، لَوْلاَ أَنَّهُ فِي كِتَابِ اللّٰهِ مَاحَدَّثْتُكُمُوهُ . ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ : "مَا مِنِ امْرِئٍ يَتَوَضَّأُ ، فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ، ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلاَةَ ، إِلاَّ غُفِرَلَهُ مَابَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاَةِ الْأُخْرَى حَتَّى يُصَلِّيَهَا) .

قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : أُرَاهُ يُرِيدُ هٰذِهِ الْآيَةَ (أَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئٰتِ ذٰلِكَ ذِكْرَى لِلذّٰكِرِينَ .

রেওয়ায়ত ২৯

হুমরান (রা) (حمران) হইতে বর্ণিত – উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা) (একদা) মাকা'ইদ(مقاعد). বৈঠকখানায় বসিলেন। মুয়াযযিন আসিয়া তাঁহাকে আসরের নামাযের সংবাদ দিলেন। তিনি পানি আনাইলেন, তারপর ওযূ করিলেন এবং বলিলেন ঃ আল্লাহ্র কসম, আমি নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট একটি হাদীস বয়ান করিব। কিতাবুল্লাহ্র (কুরআনের) একটি আয়াত যদি না থাকিত তবে আমি তোমাদের নিকট হাদীস বয়ান করিতাম না। অতঃপর বলিলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আমি বলিতে শুনিয়াছি– যে ব্যক্তি ওযূ করে এবং সে তাহার ওযূকে উত্তমরূপে নামায পর্যন্ত তাহার (পাপ) মার্জনা করা হইবে অর্থাৎ পরবর্তী নামায সমাপ্ত করা পর্যন্ত অর্থাৎ পরবর্তী নামায আদায় করিলেই এই মার্জনা পাওয়া যাইবে।

মালিক (র) বলিয়াছেন ঃ আমার ধারণা, উসমান (রা) যেই আয়াতের কথা বলিয়াছেন তাহা এই ঃ

أَقِمَ الصَّلٰوةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ وَذٰلِكَ ذِكْرَى لِلذّٰكِرِيْنَ .١

٣٠ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ الصُّنَابِحِيِّ ؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ ، فَتَمَضْمَضَ ، خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ فِيْهِ . وَإِذَا اسْتَنْثَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ . فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ . حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ . حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ يَدَيْهِ فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ . حَتّٰى تَخْرُجُ مِنْ أُذُنَيْهِ . فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ . حَتّٰى تَخْرُجُ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ رِجْلَيْهِ" . قَالَ : " ثُمَّ كَانَ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ ، وَصَلَاتُهُ نَافِلَةً لَهُ " .

রেওয়ায়ত ৩০

আবদুল্লাহ্ সুনাবিহী (রা) হইতে বর্ণিত – রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ মু'মিন বান্দা যখন ওযূ করে এবং কুলি করে, তাঁহার মুখ হইতে পাপসমূহ বাহির হইয়া যায়। সে যখন মুখমণ্ডল ধৌত করে তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে তখন পাপসমূহ বাহির হইয়া যায়। এমনকি চক্ষুদ্বয়ের পালকের নিচ হইতেও গুনাহ্ বাহির হইয়া যায়। তারপর যখন সে তাঁহার উভয় হাত ধোয় তখন পাপসমূহ হস্তদ্বয় হইতে বাহির হইয়া যায়; এমনকি তাঁহার উভয় হাতের নখসমূহের নিচ হইতেও গুনাহ্ বাহির হইয়া যায়। অতঃপর যখন সে তাঁহার মাথা মসেহ করে তাঁহার পাপসমূহ তখন তাঁহার মাথা হইতে বাহির হইয়া যায়; এমনকি তাঁহার উভয় কান হইতেও বাহির হইয়া যায়। যখন সে তাঁহার উভয় পা ধোয় তখন পাপসমূহ তাঁহার উভয় পা হইতে বাহির হইয়া যায়; এমনকি তাঁহার উভয় পায়ের সকল নখের নিচ হইতেও গুনাহ বাহির হইয়া যায়। তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বলিয়াছেন ঃ অতঃপর সেই ব্যক্তির মসজিদে গমন এবং নামায পড়া তাঁহার জন্য নফল (অতিরিক্ত সওযাবের বস্তু)-স্বরূপ হয়।

٣١ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ (أَوِ الْمُؤْمِنُ) فَغَسَلَ وَجْهَهُ، خَرَجَتْ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ (أَوْمَعَ أٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ) . فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ، خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ (أَوْمَعَ أٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ) . فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ (أَوْمَعَ

১. "সালাত কায়েম করিবে দিবসের দুই প্রান্তভাগে ও রজনীর প্রথমাংশে। নিশ্চয় সৎকর্ম অসৎ কর্ম মিটাইয়া দেয়। সূরা হুদ ঃ ১১৪

أٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ). حَتّٰى يَخْرُجُ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ" .

রেওয়ায়ত ৩১

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত – রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ যখন মু'মিন বান্দা ওযূ করে এবং তাঁহার মুখমণ্ডল ধোয় তখন তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে সকল গুনাহ্ যাহা দেখার দরুন অর্জিত হইয়াছে, বাহির হইয়া যায় ; পানির সঙ্গে অথবা পানির শেষ কাতরার (ফোঁটা) সঙ্গে অথবা (ইহার সমার্থবোধক) অনুরূপ কোন বাক্য। তারপর যখন সে তাঁহার উভয় হাত ধোয় তখন তাঁহার হস্তদ্বয় হইতে হস্তদ্বয় দ্বারা অর্জিত সকল পাপ বাহির হইয়া যায়। পানির সঙ্গে অথবা (বলিয়াছেন) পানির শেষ কাত্‌রার সঙ্গে ; এমনকি সে যাবতীয় পাপ হইতে পবিত্র হইয়া যায়।

٣٢ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ، وَحَانَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ ، فَأَلْتَمَسَ النَّاسُ وَضُوْءًا فَلَمْ يَجِدُوهُ . فَأُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِوَضُوءٍ فِى إِنَاءٍ فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى ذٰلِكَ الْاِنَاءِ يَدَهُ . ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ يَتَوَضَّؤُونَ مِنْهُ . قَالَ أَنَسٌ : فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ . فَتَوَضَّأَ النَّاسُ حَتّٰى تَوَضَّؤُا مِنْ عِنْدِ أٰخِرِهِمْ .

রেওয়ায়ত ৩২

আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এমন সময় দেখিলাম যখন আসরের নামাযের সময় নিকটবর্তী। লোকজন ওযূর জন্য পানি তালাশ করিলেন, কিন্তু তাঁহারা পানি পাইলেন না। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট একটি পাত্রে কিছু পানি আনা হইল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজের হাত সেই পাত্রে রাখিলেন। তারপর লোকজনকে উহা হইতে ওযূ করার নির্দেশ দিলেন। আনাস (রা) বলেন ঃ আমি হযরতের অঙ্গুলিসমূহের নিচ হইতে পানি নির্গত হইতে দেখিলাম, লোকজন ওযূ করিলেন। এমনকি তাঁহাদের (দলের) সর্বশেষ ব্যক্তিও ওযূ করিলেন।

٣٣ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمَدَنِىِّ الْمُجْمِرِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ : مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا اِلَى الصَّلَاةِ ، فَاِنَّهُ فِى صَلَاةٍ مَادَامَ يَعْمِدُ اِلَى الصَّلَاةِ . وَإِنَّهُ يُكْتَبُ لَهُ بِإِحْدَى خُطْوَتَيْهِ حَسَنَةٌ ، وَيُمْحٰى عَنْهُ بِالْأُخْرٰى سَيِّئَةٌ . فَإِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ الْأَقَامَةَ فَلَا يَسْعَ . فَإِنَّ أَعْظَمَكُمْ أَجْرًا أَبْعَدُكُمْ دَارًا . قَالُوا : لِمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ : مِنْ أَجْلِ كَثْرَةِ الْخُطَا .

রেওয়ায়ত ৩৩

নু'আয়ম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ মুজমির (র) আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন, যে ব্যক্তি ওযূ করিয়াছে এবং তাঁহার ওযূকে উত্তমরূপে সম্পাদন করিয়াছে, অতঃপর নামাযের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছে, সে নামাযে

থাকিবে (সওয়াবের দিক দিয়া নামাযে বলিয়া গণ্য হইবে) যতক্ষণ নামাযের নিয়ত রাখিবে এবং তাঁহার জন্য প্রতিটি প্রথম পদ উত্তোলনে একটি করিয়া নেকী লেখা হইবে, আর প্রতিটি দ্বিতীয় পদ উত্তোলনের পরিবর্তে তাঁহার পাপ মোচন করিয়া দেওয়া হইবে। তাই তোমাদের কেউ ইকামত শুনিতে পাইলে দৌড়াইবে না, কারণ তোমাদের মধ্যে সেই লোকই বেশি সওয়াবের অধিকারী যাহার ঘর মসজিদ হইতে অধিক দূরে। শ্রোতারা বলিলেন ঃ এইরূপ কেন, হে আবূ হুরায়রা ? তিনি বলিলেন ঃ কদমের আধিক্যের কারণে।

٣٤ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يُسْأَلُ عَنِ الْوُضُوءِ مِنَ الْغَائِطِ بِالْمَاءِ . فَقَالَ سَعِيدٌ : إِنَّمَا ذٰلِكَ وُضُوءُ النِّسَاءِ .

রেওয়ায়ত ৩৪

ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র) শুনিয়াছেন যে, সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র)-কে প্রশ্ন করা হইল, মল-মূত্র ত্যাগের কারণে পানি দ্বারা ইস্তিন্‌জা (মল-মূত্র ত্যাগের পর বিশেষ স্থান ধৌত করা) করা সম্পর্কে। সাঈদ (র) বলিলেন ঃ ইহা অবশ্য মেয়েদের ইস্তিন্‌জা।

٣٥ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : " إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ " .

রেওয়ায়ত ৩৫

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত – রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ তোমাদের কাহারও পাত্র হইতে কুকুর আহার করিলে, তবে অবশ্যই উহাকে সাতবার ধুইবে।

٣٦ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ، قَالَ : "اسْتَقِيمُوْا وَلَنْ تُحْصُوا . وَاعْمَلُو ، وَخَيْرُ أَعْمَالِكُمْ الصَّلاَةُ . وَلاَ يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلاَّ مُؤْمِنٌ" .

রেওয়ায়ত ৩৬

মালিক (র) বলেন ঃ তাঁহার নিকট হাদীস পৌছিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ যে শরীয়ত তোমাদের জন্য নির্ধারিত করা হইয়াছে উহার উপর তোমরা দৃঢ়তার সহিত থাক, পূর্ণ ইস্তিকামাত বা দৃঢ়তার সামর্থ্যও তো তোমাদের নাই। কাজ করিতে থাক। তোমাদের আমলসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম আমল নামায। মু'মিন ব্যতীত অন্য কেউ ওযূর যথাযোগ্য হিফাযত (ওযূতে যাহিরী ও বাতেনী পরিচ্ছন্নতা অর্জনের প্রতি লক্ষ্য রাখার নাম মুহাফিযাত) করে না।

٧- باب : ماجاء فى المسح بالرأس والأذنين

পরিচ্ছেদ ৭ ঃ মাথা ও দুই কান মসেহ-এর বর্ণনা

٣٧- حَدَّثَنِيْ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ الْمَاءَ

بِأَصْبُعَيْهِ الْأُذُنَيْهِ .

রেওয়ায়ত ৩৭

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত – আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) তাঁহার উভয় কানের জন্য দুই আঙুল দ্বারা পানি লইতেন।

٣٨- وَحَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ ، سُئِلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ ، فَقَالَ : لاَ ، حَتَّى يُمْسَحَ الشَّعْرُ بِالْمَاءِ .

রেওয়ায়ত ৩৮

মালিক (র) বলেন ঃ তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ আনসারী (রা)-কে মসহ্ আলাল ইসাবাহ্ (পাগড়ির উপর হাত বুলাইয়া যাওয়া) সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইল। তিনি বলিলেন ঃ না, (ইহা যথেষ্ট নহে) যতক্ষণ পানি দ্বারা চুল মসেহ করা না হয়।

٣٩ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ؛ أَنَّ أَبَا عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَنْزِعُ الْعِمَامَةَ ، وَيَمْسَحُ رَأْسَهُ بِالْمَاءِ .

রেওয়ায়ত ৩৯

হিশাম ইব্ন উরওয়াহ্ (র) বলেন ঃ আবূ উরওয়াহ্ ইব্ন যুবাইর (র) পাগড়ি খুলিয়া ফেলিতেন এবং পানি দ্বারা মাথা মসেহ করিতেন।

٤٠ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّهُ رَأَى صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ ، امْرَأَةَ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ ، تَنْزِعُ خِمَارَهَا ، وَتَمْسَحُ عَلَى رَأْسِهَا بِالْمَاءِ . وَنَافِعٌ يَوْمَئِذٍ صَغِيرٌ .

وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخِمَارِ . فَقَالَ : لاَيَنْبَغِي أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ وَلاَ الْمَرْأَةُ عَلَى عِمَامَةٍ وَلاَ خِمَارٍ ، وَلْيَمْسَحَا عَلَى رُؤُوسِهِمَا .

وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ ، فَنَسِيَ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى رَأْسِهِ ، حَتَّى جَفَّ وَضُوءُهُ ؟ قَالَ : أَرَى أَنْ يَمْسَحَ بِرَأْسِهِ . وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى، أَنْ يُعِيدَ الصَّلاَةَ .

রেওয়ায়ত ৪০

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত – যখন তিনি বালক তখন আবূ উবায়দার কন্যা, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর স্ত্রী, সফিয়্যা (صفيه)-কে তাঁহার ওড়না নামাইয়া পানি দ্বারা মসেহ করিতে তিনি দেখিয়াছেন।

ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন ঃ পাগড়ি ও ওড়নার উপর মসেহ করা সম্পর্কে মালিক (র)-কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলিলেন ঃ কোন পুরুষ কোন নারীর পক্ষে (যথাক্রমে) পাগড়ি কিংবা ওড়নার উপর মসেহ করা জায়েয নহে। তাহারা উভয়েই তাহাদের মাথা মসেহ করিবে।

মালিক (র)-কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইল, যে ব্যক্তি ওযূ করিয়াছে কিন্তু মাথা মসেহ করিতে ভুলিয়া গিয়াছে, (এই অবস্থায়) তাঁহার ওযূর অঙ্গসমূহ শুকাইয়া গিয়াছে, এখন সে কি করিবে ? তিনি উত্তরে বলিলেন ঃ আমার মতে সে তাঁহার মাথা মসেহ করিবে। আর যদি সে (মসেহ ব্যতীত) ওযূ দ্বারা নামায পড়িয়া থাকে তবে সে নামায পুনরায় পড়িবে।

٨- باب : ماجاء فى المسح على الخفين

পরিচ্ছেদ ৮ ঃ পদাবরণী বা মোজা মসেহ

٤١ – حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ ، مِنْ وَلَدِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ. قَالَ الْمُغِيرَةُ : فَذَهَبْتُ مَعَهُ بِمَاءٍ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ، فَسَكَبْتُ عَلَيْهِ الْمَاءَ ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ . ثُمَّ ذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ ، مِنْ كُمَّيْ جُبَّتِهِ ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ مِنْ ضِيقِ كُمَّيِ الْجُبَّةِ . فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ . فَغَسَلَ يَدَيْهِ ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ . فَجَاءَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ عَوْفٍ يَؤُمُّهُمْ ، وَقَدْ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ، فَصَلَّى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِمْ ، فَفَزِعَ النَّاسُ. فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ، قَالَ : " أَحْسَنْتُمْ " .

রেওয়ায়ত ৪১

মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) হইতে বর্ণিত – তাবুকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রস্রাব-পায়খানার প্রয়োজনে বাহিরে গেলেন। মুগীরা বলেন ঃ আমি পানি লইয়া তাঁহার সঙ্গে গমন করিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (তাঁহার প্রয়োজন পূর্ণ করিয়া) আসিলেন, আমি তাঁহার হস্তদ্বয়ের উপর পানি ঢালিলাম, তিনি তাঁহার মুখমণ্ডল ধুইলেন। তারপর তাঁহার হস্তদ্বয় জুব্বার আস্তিন হইতে বাহির করিতে চেষ্টা করিলেন। জুব্বার আস্তিনের সংকীর্ণতার দরুন তিনি (বাহির করিতে) সক্ষম হইলেন না। তাই জুব্বার নিচ দিয়া উভয় হাত বাহির করিলেন, তারপর দুই হাত ধুইলেন, মাথা মসেহ করিলেন এবং মোজার উপর মসেহ করিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তশরীফ আনিলেন, তখন আবদুর রহমান ইব্‌ন 'আউফ (রা) (লোকের) ইমামতি করিতেছিলেন, তিনি এক রাকাত সমাপ্তও করিয়াছেন। যেই এক রাকাত তাঁহাদের অবশিষ্ট ছিল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাদের সহিত সেই রাকাত পড়িলেন। লোকজন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখিয়া (তাঁহার অনুপস্থিতিতে নামায আরম্ভ করায় বেআদবী হইয়াছে ভাবিয়া) ঘাবড়াইয়া গেলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহার নামায সমাপ্ত করার পর বলিলেন ঃ তোমরা ভাল করিয়াছ।

٤٢ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِينَارٍ ؛ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ عَبْدَ

اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَدِمَ الْكُوفَةَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَهُوَ أَمِيرُهَا، فَرَآهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ . فَأَنْكَرَ ذٰلِكَ عَلَيْهِ . فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ : سَلْ أَبَاكَ إِذَا قَدِمْتَ عَلَيْهِ . فَقَدِمَ عَبْدُ اللّٰهِ، فَنَسِيَ أَنْ يَسْأَلَ عُمَرَ عَنْ ذٰلِكَ ، حَتَّى قَدِمَ سَعْدٌ. فَقَالَ : أَسَأَلْتَ أَبَاكَ ؟ فَقَالَ : لاَ فَسَأَلَهُ عَبْدُ اللّٰهِ . فَقَالَ عُمَرُ : إِذَا أَدْخَلْتَ رِجْلَيْكَ فِي الْخُفَّيْنِ ، وَهُمَا طَاهِرَتَانِ ، فَامْسَحْ عَلَيْهِمَا ، قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ : وَإِنْ جَاءَ أَحَدُنَا مِنَ الْغَائِطِ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : نَعَمْ وَإِنْ جَاءَ أَحَدُكُمْ مِنَ الْغَائِطِ .

রেওয়ায়ত ৪২

সা'দ ইব্‌ন ওয়াক্কাস (রা) যখন কূফার আমীর ছিলেন তখন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) কূফায় সা'দ ইব্‌ন আবি ওয়াক্কাস (রা)-এর নিকট আসিলেন এবং তাঁহাকে মোজার উপর মসেহ করিতে দেখিলেন। ইব্‌ন উমর (রা) তাঁহার এই মসেহ-এর প্রতি অস্বীকৃতি জানাইলেন। সা'দ (রা) তাঁহাকে বলিলেন ঃ আপনার পিতার নিকট গেলে ইহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন। আবদুল্লাহ্ (রা) (মদীনায়) আগমন করিলেন; কিন্তু তাঁহার পিতাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গেলেন। সা'দ পরে (মদীনায়) আসিলেন এবং ইব্‌ন উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ আপনার পিতার নিকট সেই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন কি ? তিনি বলিলেন ঃ না। অতঃপর আবদুল্লাহ (রা) তাঁহার পিতাকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন। উমর (রা) উত্তরে বলিলেন ঃ যদি মোজাদ্বয়ের মধ্যে তোমার উভয় পা পবিত্র অবস্থায় (ওযূর পরে) ঢুকাও তবে (পুনরায় ওযূর সময়) তুমি মোজার উপর মসেহ কর। আবদুল্লাহ (রা) বলিলেন ঃ আমাদের এক ব্যক্তি পায়খানা-প্রস্রাব হইতে আসিলে তাহার জন্যও কি এই হুকুম ? উমর (রা) বলিলেন ঃ হ্যাঁ, তোমাদের কেউ মলমূত্র ত্যাগ করিয়া আসিলে তাহার জন্যও এই হুকুম।

٤٣ – حَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ بَالَ فِي السُّوقِ . ثُمَّ تَوَضَّأَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ، وَيَدَيْهِ ، وَمَسَحَ رَأْسَهُ . ثُمَّ دُعِيَ لِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا حِينَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ ؛ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا .

রেওয়ায়ত ৪৩

নাফি' হইতে বর্ণিত – আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বাজারে (প্রস্রাবের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে) প্রস্রাব করিলেন। তারপর অযূ করিলেন এবং তাঁহার মুখমণ্ডল ও উভয় হাত ধুইলেন এবং মাথা মসেহ করিলেন। তারপর তিনি মসজিদে প্রবেশ করার পর তাঁহাকে জানাযার নামায পড়াইবার জন্য আহ্বান করা হইল, তিনি মোজার উপর মসেহ করিলেন, তারপর জানাযার নামায পড়িলেন।

٤٤ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ رُقَيْشٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسَ ابْنَ مَالِكٍ أَتَى قُبَا فَبَالَ . ثُمَّ أُتِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ . فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ . وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ . وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ . ثُمَّ جَاءَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى .

قَالَ يَحْيٰى : وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ وَضُوْءَ الصَّلاَةِ ، ثُمَّ لَبِسَ خُفَّيْهِ ، ثُمَّ بَالَ ، ثُمَّ نَزَعَهُمَا ، ثُمَّ رَدَّهُمَا فِى رِجْلَيْهِ . أَيَسْتَأْنِفُ الْوُضُوْءَ ؟ فَقَالَ : لِيَنْزِعْ خُفَّيْهِ، وَلْيَغْسِلْ رِجْلَيْهِ . وَإِنَّمَا يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، مَنْ أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ فِى الْخُفَّيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ بِطُهْرِ الْوُضُوْءِ . وَأَمَّا مَنْ أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ فِى الْخُفَّيْنِ وَهُمَا غَيْرُ طَاهِرَتَيْنِ بِطُهْرِ الْوُضُوْءِ ، فَلاَ يَمْسَحْ عَلَى الْخُفَّيْنِ .

قَالَ : وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ وَعَلَيْهِ خُفَّاهُ ، فَسَهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، حَتَّى جَفَّ وَضُوْءُهُ وَصَلَّى . قَالَ لِيَمْسَحْ عَلَى خُفَّيْهِ ، وَلْيُعِدِ الصَّلاَةَ ، وَلاَ يُعِيدُ الْوُضُوْءَ .

وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ غَسَلَ قَدَمَيْهِ ، ثُمَّ لَبِسَ خُفَّيْهِ ، ثُمَّ اسْتَأْنَفَ الْوُضُوْءَ . فَقَالَ : لِيَنْزِعْ خُفَّيْهِ ، ثُمَّ لِيَتَوَضَّأْ ، وَلْيَغْسِلْ رِجْلَيْهِ .

রেওয়ায়ত ৪৪

সা'ঈদ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন রুকাইশ আশআরী (র) বলেন ঃ আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে দেখিয়াছি, তিনি কোবা আসিলেন, তারপর প্রস্রাব করিলেন। অতঃপর তাঁহার নিকট পানি আনা হইলে তিনি ওযূ করিলেন, মুখমণ্ডল ধুইলেন, হস্তদ্বয় ধুইলেন কনুই পর্যন্ত, মাথা মসেহ করিলেন, আর মোজার উপর মসেহ করিলেন, তারপর মসজিদে আসিলেন এবং নামায পড়িলেন।

ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন ঃ মালিক (র)-কে প্রশ্ন করা হইল এক ব্যক্তি সম্পর্কে যে ব্যক্তি ওযূ করিয়াছে নামাযের ওযূর মত, অতঃপর তাহার মোজা পরিধান করিয়াছে। তারপর সে প্রস্রাব করিয়াছে। তারপর মোজা বাহির করিয়া লইয়াছে। অতঃপর মোজা উভয় পায়ে পরিধান করিয়াছে। সেই ব্যক্তি ওযূ পুনরায় করিবে কি ? তিনি বলিলেন ঃ সে মোজা বাহির করিয়া লইবে। তারপর ওযূ করিবে এবং উভয় পা ধুইবে। যে লোক উভয় পা মোজায় ওযূর মত পবিত্রাবস্থায় দাখিল করিয়াছে, সেই লোক মোজায় মসেহ করিতে পারিবে। আর যে ওযূর মত পবিত্রাবস্থায় উভয় পা মোজায় দাখিল করে নাই সে মোজা মসেহ করিবে না।

মালিক (র)-কে প্রশ্ন করা হইল এমন এক লোক সম্পর্কে, যে ব্যক্তি ওযূ করিয়াছে তাহার পরিধানে মোজা থাকা অবস্থায়, কিন্তু সে মোজায় মসেহ করিতে ভুলিয়া গিয়াছে। (এই অবস্থায়) তাহার ওযূ (ওযূর অঙ্গসমূহ) শুকাইয়া গিয়াছে এবং সে নামায পড়িয়াছে। (তাহার হুকুম কি ?) তিনি বলিলেন ঃ সেই ব্যক্তি মোজার উপর মসেহ করিবে এবং নামায পুনরায় পড়িবে, ওযূ পুনরায় করিতে হইবে না।

মালিক (র)-কে প্রশ্ন করা হইল এমন এক লোক সম্পর্কে, যে তাহার দুই পা (প্রথমে) ধুইয়াছে, তারপর মোজা পরিধান করিয়াছে, অতঃপর ওযূ শুরু করিয়াছে। তিনি বলিলেন ঃ সে মোজা খুলিয়া ফেলিবে, তারপর ওযূ করিবে এবং (যথারীতি) উভয় পা ধুইবে।

٩- باب : العمل فى المسح على الخفين

পরিচ্ছেদ ৯ ঃ মোজা মসেহ-এর নিয়ম

٤٥ - حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ : أَنَّهُ رَأَى أَبَاهُ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ . قَالَ وَكَانَ لاَ يَزِيدُ إِذَا مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ عَلَى أَنْ يَمْسَحَ ظُهُورَهُمَا . وَلاَ يَمْسَحُ بُطُونَهمَا .

وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ كَيْفَ هُوَ ؟ فَأَدْخَلَ ابْنُ شِهَابٍ إِحْدَى يَدَيْهِ تَحْتَ الْخُفِّ ، وَالأُخْرَى فَوْقَهُ ، ثُمَّ أَمَرَّهُمَا .

قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : وَقَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ أَحَبُّ مَاسَمِعْتُ ، إِلَىَّ فِىْ ذٰلِكَ .

রেওয়ায়ত ৪৫

হিশাম ইব্‌ন উরওয়াহ্ (র) হইতে বর্ণিত – তিনি তাঁহার পিতাকে মোজার উপর মসেহ করিতে দেখিয়াছেন। তিনি মোজা মসেহ করার সময় ইহার অতিরিক্ত কিছু করিতেন না; মোজার উপরের অংশে মসেহ করিতেন, তলদেশ মসেহ করিতেন না।

মালিক (র) ইব্‌ন শিহাব (র)-কে প্রশ্ন করিলেন ঃ মোজা মসেহ কিরূপে সম্পাদন করিতে হয় ? ইব্‌ন শিহাব তাঁহার এক হাত মোজার নিচে দাখিল করিলেন এবং অপর হাত মোজার উপর স্থাপন করিলেন। অতঃপর উভয় হাত মসেহ-এর জন্য চালিত করিলেন।

মালিক (র) বলিয়াছেন ঃ মোজা মসেহ-এর ব্যাপারে আমি যাহা শুনিয়াছি তন্মধ্যে ইব্‌ন শিহাবের মতামত আমার নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয়।

١٠- باب : ماجاء فى الرعاف

পরিচ্ছেদ ১০ ঃ নাক দিয়া রক্ত ঝরা ও বমি সম্পর্কীয় বর্ণনা

٤٦ - حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا رَعَفَ ، انْصَرَفَ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ رَجَعَ فَبَنَىٰ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ .

রেওয়ায়ত ৪৬

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত – যখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-এর নাক দিয়া রক্ত বাহির হইত, তখন নামায হইতে তিনি ফিরিয়া যাইতেন। অতঃপর ওযূ করিতেন এবং পুনরায় আসিয়া অবশিষ্ট নামায পড়িতেন, আর তিনি (এই অবস্থায়) কথা বলিতেন না।

٤٧ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، كَانَ يَرْعُفُ فَيَخْرُجُ فَيَغْسِلُ الدَّمَ عَنْهُ ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَبْنِي عَلَى مَاقَدْ صَلَّى .

রেওয়ায়ত ৪৭

মালিক (র) বলেন ঃ তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নাক দিয়া রক্ত নির্গত হইলে তিনি বাহির হইতেন এবং রক্ত পরিষ্কার করিতেন, তারপর প্রত্যাবর্তন করিয়া নামায যতটুকু পড়িয়াছেন উহার (উপর ভিত্তি করিয়া) অবশিষ্ট নামায পড়িতেন।

٤٨ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُسَيْطٍ اللَّيْثِيِّ ؛ أَنَّهُ رَأَى سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ رَعَفَ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَأَتَى حُجْرَةَ أُمِّ سَلَمَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَجَعَ فَبَنَى عَلَى مَا قَدْ صَلَّى .

রেওয়ায়ত ৪৮

ইয়াযিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন কুসাইত লাইসী (র) বলেন ঃ তিনি সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র)-কে দেখিয়াছেন, তিনি যখন নামায পড়িতেছিলেন তখন তাঁহার নাক দিয়া রক্ত বাহির হইল। তিনি নবী করীম ﷺ-এর পত্নী উম্মু সালমার হুজরায় আসিলেন। তাঁহার জন্য পানি আনা হইল, তিনি ওযূ করিলেন, তারপর প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং নামায যতটুকু বাকি ছিল তাহা আদায় করিলেন।

١١– باب : العمل فى الرعاف

পরিচ্ছেদ ১১ ঃ নাক হইতে রক্ত প্রবাহিত হইলে কি করিতে হয় তাহার বর্ণনা

٤٩ – حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ ؛ أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَرْعُفُ ، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الدَّمُ ، حَتَّى تَخْتَضِبَ أَصَابِعُهُ مِنَ الدَّمِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ أَنْفِهِ ، ثُمَّ يُصَلِّي ، وَلَا يَتَوَضَّأُ .

রেওয়ায়ত ৪৯

আবদুর রহমান ইব্‌ন হারমলা আসলামী (র) বলেন ঃ আমি সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র)-কে দেখিয়াছি। নকসীরের কারণে তাঁহার নাক হইতে রক্ত প্রবাহিত হইতেছিল, এমনকি তাঁহার নাক হইতে প্রবাহিত রক্তের দ্বারা তাঁহার আঙ্গুল রঞ্জিত হইয়া গেল। অতঃপর তিনি নামায পড়িলেন অথচ ওযূ করিলেন না।[১]

٥٠ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ ؛ أَنَّهُ رَأَى سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَخْرُجُ مِنْ أَنْفِهِ الدَّمُ ، حَتَّى تَخْتَضِبَ أَصَابِعُهُ ، ثُمَّ يَفْتِلُهُ ، ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ .

১. রক্ত যদি বহিয়া যায় বা বিন্দু বিন্দু হইয়া পতিত হয় তবে হানাফী মতানুসারে ওযূ নষ্ট হইবে। –আওজায।

রেওয়ায়ত ৫০

আবদুর রহমান ইব্‌ন মুজাব্বার (র) হইতে বর্ণিত – তিনি সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র)-কে দেখিয়াছেন, তাঁহার নাক হইতে রক্ত প্রবাহিত হইতেছে, এমনকি (সেই রক্তে) তাঁহার আঙুলসমূহ রঞ্জিত হইয়া গিয়াছে। অতঃপর তিনি নাক মোচড়াইলেন, তারপর নামায পড়িলেন, অথচ ওযূ করিলেন না।

١٢- باب : العمل فميه غلبه الدم من جرح أورعاف

পরিচ্ছেদ ১২ ঃ জখম অথবা নাক হইতে প্রবাহিত রক্ত প্রবল হইলে কি করিতে হইবে

٥١ – حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي طُعِنَ فِيهَا. فَأَيْقَظَ عُمَرَ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ . فَقَالَ عُمَرُ : نَعَمْ . وَلاَ حَظَّ فِي الإِسْلاَمِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ. فَصَلَّى عُمَرُ ، وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا.

রেওয়ায়ত ৫১

মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামা (র) হইতে বর্ণিত – যে রাত্রে উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-কে ছুরিকাঘাত করা হয়, সেই রাত্রে জনৈক ব্যক্তি [১] উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর নিকট প্রবেশ করিল। উমর (রা)-কে ফজরের নামাযের জন্য জাগানো হইল। উমর (রা) বলিলেন ঃ হ্যাঁ, আমি এই অবস্থায়ও নামায পড়িব। যে ব্যক্তি নামায ছাড়িয়া দেয়, ইসলামে তাহার কোন অংশ নাই। অতঃপর উমর (রা) নামায পড়িলেন অথচ তাঁহার জখম হইতে তখন রক্ত প্রবাহিত হইতেছিল।

٥٢ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ : مَاتَرَوْنَ فِيمَنْ غَلَبَهُ الدَّمُ مِنْ رُعَافٍ فَلَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهُ ؟ قَالَ مَالِكٌ : قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : ثُمَّ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : أَرَى أَنْ يُومِيءَ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً.

قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : وَذٰلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ ، إِلَيَّ فِي ذٰلِكَ .

রেওয়ায়ত ৫২

ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র) হইতে বর্ণিত – সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র) বলিয়াছেন ঃ নকসীরের কারণে যে ব্যক্তির রক্ত প্রবল হইয়াছে এবং তাহার রক্ত পড়া বন্ধ হয় নাই সেই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমাদের মতামত কি ? ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র) বলেন ঃ অতঃপর সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র) বলিলেন ঃ আমার মতে সে মাথার দ্বারা কেবল ইশারা করিবে।

মালিক (র) বলেন ঃ এই বিষয়ে আমি যাহা কিছু শুনিয়াছি তন্মধ্যে ইহাই আমার নিকট উত্তম।

১. কোন কোন বর্ণনায় বোঝা যায় যে, প্রবেশকারী সেই ব্যক্তি ছিলেন স্বয়ং মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামা।

١٣- باب : الوضوء من المذى

পরিচ্ছেদ ১৩ ঃ মযী (বাহির হওয়া)-এর কারণে ওযূ

٥٣ - حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِى النَّضْرِ ، مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ ؛ أَنَّ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ لَهُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ ، إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ ، فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْىُ ، مَاذَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ عَلِىٌّ : فَإِنَّ عِنْدِى ابْنَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، وَأَنَا أَسْتَحِى أَنْ أَسْأَلَهُ. قَالَ الْمِقْدَادُ : فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ، عَنْ ذٰلِكَ ، فَقَالَ : "إِذَا وَجَدَ ذٰلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ بِالْمَاءِ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ"

রেওয়ায়ত ৫৩

মিক্‌দাদ ইব্‌ন আসওয়াদ (রা) হইতে বর্ণিত – আলী ইব্‌ন আবি তালিব (রা) মিক্‌দাদকে নির্দেশ দিলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট তাঁহার পক্ষে প্রশ্ন করার জন্য। প্রশ্নটি হলো এই–এক ব্যক্তি তাঁহার স্ত্রীর নিকট যাওয়ায় তাহার লিঙ্গাগ্রে মযী (তরল পদার্থ, শুক্র নহে) বাহির হইয়াছে, সে ব্যক্তির প্রতি কি ওযূ ওয়াজিব হইবে ? আলী (রা) বলিলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কন্যা যেহেতু আমার স্ত্রী সেহেতু তাঁহাকে এই ধরনের প্রশ্ন করিতে আমি লজ্জাবোধ করি। মিকদাদ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে উপরিউক্ত প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন ঃ তোমাদের কেউ অনুরূপ অবস্থার সম্মুখীন হইলে সে নিজের লজ্জাস্থান পানি দ্বারা ধৌত করিবে, তারপর নামাযের ওযূর ন্যায় ওযূ করিবে।

٥٤ - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : إِنِّى لَأَجِدُهُ يَنْحَدِرُ مِنِّى مِثْلَ الْخُرَيْزَةِ . فَإِذَا وَجَدَ ذٰلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ ، وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ . يَعْنِى الْمَذْىَ .

রেওয়ায়ত ৫৪

আসলাম (রা) হইতে বর্ণিত – উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলিয়াছেন ঃ আমার ভিতর হইতে উহা মুক্তাদানার মত নির্গত হইতে আমি অনুভব করি। তোমাদের কেউ এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে সে তাহার লজ্জাস্থান ধুইয়া লইবে এবং নামাযের ওযূর মত ওযূ করিবে। তিনি (হযরত উমর) ইহা দ্বারা মযীর বিষয় বলিতে চাহিয়াছেন।

٥٥ - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ جُنْدَبٍ ، مَوْلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَيَّاشٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ الْمَذْىِ ، فَقَالَ : إِذَا وَجَدْتَهُ ، فَاغْسِلْ فَرْجَكَ ، وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ .

রেওয়ায়ত ৫৫

জুনদাব (র) হইতে বর্ণিত– তিনি বলেন ঃ আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-কে মযী সম্পর্কে প্রশ্ন করিলাম। তিনি বলিলেন ঃ তুমি উহা প্রাপ্ত হইলে তোমার লজ্জাস্থানকে ধুইয়া লও এবং নামাযের ওযূর মত ওযূ কর।

١٤- باب : الرخصة فى ترك الوضوء من المذى

পরিচ্ছেদ ১৪ ঃ ওদী (আর্দ্রতা যাহা পেশাবের পরে অনুভূত হয়)-এর কারণে ওযূ না করার অনুমতি

٥٦ – حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ ، وَرَجُلٌ يَسْأَلُهُ ، فَقَالَ : إِنِّى لَأَجِدُ الْبَلَلَ وَأَنَا أُصَلِّى ، أَفَأَنْصَرِفُ ؟ فَقَالَ لَهُ سَعِيْدٍ : لَوْسَالَ عَلَى فَخِذِى مَاانْصَرَفْتُ حَتَّى أَقْضِىَ صَلَاتِى .

রেওয়ায়ত ৫৬

ইয়াহ্ইয়াহ্ ইব্‌স সাঈদ (র) শুনিয়াছেন– সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র)-কে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করিতে সে বলিল ঃ আমি নামায পড়িতেছি এই অবস্থায় আর্দ্রতা অনুভব করি। তবে আমি কি (নামায ছাড়িয়া) ফিরিয়া যাইব? সাঈদ বলিলেন ঃ আমার রানের উপর দিয়া ভাসিয়া পড়িলেও আমি আমার নামায সমাপ্ত না করিয়া ফিরিব না।[১]

٥٧ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ الصَّلْتِ بْنِ زُبَيْدٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ سُلَيمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الْبَلَلِ أَجِدُهُ، فَقَالَ : انْضِحْ مَا تَحْتَ ثَوْبِكَ بِالْمَاءِ، وَالْهُ عَنْهُ.

রেওয়ায়ত ৫৭

সাল্‌ত্ ইব্‌ন যুয়ায়দ (র) বলেন ঃ আমি সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার (র)-কে আর্দ্রতা সম্পর্কে প্রশ্ন করিলাম; যা আমি অনুভব করি অর্থাৎ মনে সন্দেহ জাগে হয়তো আর্দ্রতা আছে। তিনি বলিলেন ঃ তোমার কাপড়ের (লুঙ্গি অথবা পায়জামা) নিচে পানি ছিটাইয়া দাও। তারপর উহার ফিকির ছাড়।

١٥- باب : الوضوء من مس الفرج

পরিচ্ছেদ ১৫ ঃ লজ্জাস্থান স্পর্শ করিলে ওযূ করা

٥٨ – حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُوْلُ : دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ ، فَتَذَاكَرْنَا

---

১. মযী বা ওদী নির্গত হওয়া যাহার ওযরে পরিণত হয় অর্থাৎ প্রায় সময় নির্গত হয় সেইরূপ ব্যক্তি নামাযের সময় ওযূ করার পর মযী নির্গত হইলে তাহার ওযূ নষ্ট হইবে না, সে নামায সমাপ্ত করিবে। আর যাহার জন্য ইহা ওযরে পরিণত হয় নাই তাহার যখন মযী বা ওদী নির্গত হইবে তখন ওযূ নষ্ট হইয়া যাইবে। –আওজায।

مَايَكُوْنُ مِنْهُ الْوُضُوءِ . فَقَالَ مَرْوَانُ : وَمِنْ مَسِّ الذَّكَرِ الْوُضُوْءُ . فَقَالَ عُرْوَةُ : مَاعَلِمْتُ هٰذَا . فَقَالَ مَرْوَانُ ابْنُ الْحَكَمِ : أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ : "إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ" .

রেওয়ায়ত ৫৮

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন হাযম (র) হইতে বর্ণিত – তিনি উরওয়াহ্ ইব্ন যুবায়র (র)-কে বলিতে শুনিয়াছেন ঃ আমি মারওয়ান ইব্ন হাকাম (র)-এর নিকট গেলাম, আমরা উভয়ে ওযূ কিসে ওয়াজিব হয় সেই বিষয়ে আলোচনা করিলাম। মারওয়ান বলিলেন ঃ জননেন্দ্রিয় স্পর্শ করিলে ওযূ করিতে হইবে। উরওয়াহ্ বলিলেন ঃ আমি তো ইহা জানি না। মারওয়ান বলিলেন ঃ বুসরা বিন্ত সফওয়ান (রা) আমাকে খবর দিয়াছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলিতে শুনিয়াছেন ঃ তোমাদের কোন ব্যক্তি জননেন্দ্রিয় স্পর্শ করিলে ওযূ করিবে।

٥٩ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ مُصْعَبِ ابْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ أُمْسِكُ الْمُصْحَفَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، فَاحْتَكَكْتُ . فَقَالَ سَعْدٌ : لَعَلَّكَ مَسِسْتَ ذَكَرَكَ ؟ قَالَ : فَقُلْتُ نَعَمْ . فَقَالَ : قُمْ ، فَتَوَضَّأْ فَقُمْتُ ، فَتَوَضَّأْتُ ، ثُمَّ رَجَعْتُ .

রেওয়ায়ত ৫৯

মুস'আব ইব্ন সা'দ ইব্ন আবি ওয়াক্কাস (র) বলেন ঃ আমি সা'দ ইব্ন আবি ওয়াক্কাস (রা)-এর জন্য কুরআন (শরীফ) হস্তে ধারণ করিতেছিলাম (যেন তিনি তিলাওয়াত করিতে পারেন), আমি নিজের শরীর চুলকাইলাম (বা ঘর্ষণ করিলাম)। সা'দ বলিলেন ঃ সম্ভবত তুমি তোমার জননেন্দ্রিয় স্পর্শ করিয়াছ। আমি বলিলাম ঃ হ্যাঁ। তিনি বলিলেন ঃ তুমি ওঠ এবং ওযূ কর; অতঃপর আমি উঠিলাম এবং ওযূ করিয়া আবার প্রত্যাবর্তন করিলাম।

٦٠ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : إِذَا مَسَّ أَحَدُكُم ذَكَرَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ .

রেওয়ায়ত ৬০

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত – আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলিতেন ঃ তোমাদের কেউ যদি স্বীয় জননেন্দ্রিয় স্পর্শ করে, তবে সে ওযূ করিবে, কারণ তাহার ওপর ওযূ ওয়াজিব হইয়াছে।[১]

٦١ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ .

১. জননেন্দ্রিয় স্পর্শ করিলে হানাফী মতানুসারে ওযূ নষ্ট হয় না। –আওজায।

রেওয়ায়ত ৬১

উরওয়াহ্ ইব্‌ন যুবায়র (র) বলিতেন ঃ যে স্বীয় জননেন্দ্রিয় স্পর্শ করিয়াছে তাহার ওপর ওযূ ওয়াজিব হইয়াছে।

٦٢ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ أَبِي ، عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ ، يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ . فَقُلْتُ لَهُ : يَاأَبَتِ ! أَمَا يَجْزِيكَ الْغُسْلُ مِنَ الْوُضُوءِ ؟ قَالَ : بَلَى . وَلَكِنِّي أَحْيَانًا أَمَسُّ ذَكَرِي ، فَأَتَوَضَّأُ .

রেওয়ায়ত ৬২

সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) বলিয়াছেন ঃ আমি আমার পিতা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-কে দেখিয়াছি, তিনি গোসল করিতেন, তারপর ওযূ করিতেন। আমি বলিলাম ঃ আব্বাজান ! গোসল আপনার ওযূর জন্য কি যথেষ্ট হয় না ? (অর্থাৎ গোসল দ্বারা ওযূর কাজ হইয়া যায় না ?) তিনি বলিলেন ঃ হ্যাঁ, যথেষ্ট হয়। কিন্তু আমি কোন কোন সময় জননেন্দ্রিয় স্পর্শ করি। তাই আমি ওযূ করি।

٦٣ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ ، فَرَأَيْتُهُ ، بَعْدَ أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، تَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى . قَالَ فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ هٰذِهِ لَصَلَاةٌ مَا كُنْتَ تُصَلِّيهَا . قَالَ إِنِّي بَعْدَ أَنْ تَوَضَّأْتُ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ مَسِسْتُ فَرْجِي . ثُمَّ نَسِيتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ ، فَتَوَضَّأْتُ ، وَعُدْتُ لِصَلَاتِي .

রেওয়ায়ত ৬৩

সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) বলেন ঃ আমি এক সফরে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-এর সঙ্গে ছিলাম। আমি তাঁহাকে দেখিলাম সূর্য উদয়ের পর ওযূ করিলেন, তারপর নামায পড়িলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম ঃ (আজকের দিন ব্যতীত) আপনি এই নামায কখনও এই সময়ে পড়েন না। তখন তিনি বলিলেন ঃ আমি ফজরের নামাযের জন্য ওযূ করার পর আমার লজ্জাস্থান স্পর্শ করিয়াছি। অতঃপর আমি ওযূ করিতে ভুলিয়া গিয়াছি। তাই আমি ওযূ করিলাম এবং পুনরায় নামায পড়িলাম।

١٦– باب : الوضوء من قبلة الرجل امرأة

পরিচ্ছেদ ১৬ ঃ স্বামী কর্তৃক নিজের স্ত্রীকে চুম্বনের কারণে ওযূ করা

٦٤ – حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ ، وَجَسُّهَا بِيَدِهِ، مِنَ الْمُلَامَسَةِ . فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ ، أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ ، فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ .

রেওয়ায়ত ৬৪

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলিতেন ঃ স্বামী কর্তৃক আপন স্ত্রীকে চুম্বন এবং উহাকে হাতে ছোঁয়া মুলামাসত (ملامست)-এর অন্তর্ভুক্ত। যে নিজের স্ত্রীকে চুম্বন করে অথবা তাহাকে হাতে ছোঁয় তাহার ওপর ওযূ ওয়াজিব হইবে।[১]

٦٥ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ : مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ الْوُضُوءُ .

রেওয়ায়ত ৬৫

মালিক (র) বলেন ঃ তাঁহার নিকট খবর পৌঁছিয়াছে যে, আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) বলিতেন ঃ পুরুষ নিজের স্ত্রীকে চুমা খাইলে তাহার ওযূ ওয়াজিব হইবে।

٦٦ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ الْوُضُوءُ.

قَالَ نَافِعٌ : قَالَ مَالِكٌ : وَذٰلِكَ أَحَبُّ مَاسَمِعْتُ أَلَيَّ .

রেওয়ায়ত ৬৬

মালিক (র) বলেন ঃ ইব্‌ন শিহাব (র) বলিলেন ঃ পুরুষ কর্তৃক নিজের স্ত্রীকে চুম্বনের দরুন ওযূ করিতে হইবে।

١٧- باب : العمل فى غسل الجنابة

পরিচ্ছেদ ১৭ ঃ জানাবত (جنابت)-এর গোসলের বর্ণনা[২]

٦٧ - حَدَّثَنِي يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ ، كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، بَدَأَ بِغَسْلِ يَدَيْهِ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ ، فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ بِيَدَيْهِ ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ .

রেওয়ায়ত ৬৭

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত – রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন জানাবত-এর গোসল করিতেন, সর্বপ্রথম উভয় হাত ধৌত করিতেন। অতঃপর নামাযের ওযূর মত ওযূ করিতেন। তারপর আঙুলসমূহ পানিতে

---

১. ওযূর পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক নিজের স্ত্রীকে চুম্বন করা এবং নামাযের মধ্যে স্ত্রীকে ছোঁয়া হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে অথচ এইজন্য তিনি পুনরায় ওযূ করেন নাই। হানাফী মাযহাবও অনুরূপ।

২. جنابت – স্বপ্নদোষ বা স্ত্রী সহবাস যাহা অপবিত্রতা আনে।

দাখিল করিতেন, আঙুল দ্বারা চুলের গোড়ায় খিলাল করিতেন। অতঃপর উভয় হাত দিয়া তিন আঁজলা পানি তাঁহার শিরে ঢালিতেন। অতঃপর সর্বশরীরে পানি ঢালিতেন।

٦٨ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ ، كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ ، هُوَ الْفَرَقُ ، مِنَ الْجَنَابَةِ.

রেওয়ায়ত ৬৮

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত – রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এমন একটি পাত্র হইতে, যাহাতে দুই অথবা তিন সা' (প্রায় চার অথবা ছয় সের পরিমাণ) পানি ধরিত, জানাবতের গোসল করিতেন।

٦٩ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، بَدَأَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى ، فَغَسَلَهَا . ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ . ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ . ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ . وَنَضَحَ فِي عَيْنَيْهِ . ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ، ثُمَّ الْيُسْرَى . ثُمَّ غَسَلَ رَأْسَهُ . ثُمَّ اغْتَسَلَ ، وَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ .

রেওয়ায়ত ৬৯

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত – আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) যখন জানাবতের গোসল করিতেন, তিনি সর্বপ্রথম ডান হাতে পানি ঢালিতেন এবং উহাকে ধৌত করিতেন, অতঃপর লজ্জাস্থান ধুইতেন। তারপর কুলি করিতেন এবং নাক পরিষ্কার করিতেন। তারপর মুখমণ্ডল ধুইতেন এবং উভয় চক্ষুতে পানি ছিটা দিতেন। অতঃপর পুনরায় ডান হাত, তারপর বাম হাত ও মাথা ধুইতেন। তারপর (পূর্ণাঙ্গ) গোসল করিতেন এবং তাঁহার (দেহের) উপর পানি ঢালিয়া দিতেন।

٧٠ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ سُئِلَتْ عَنْ غُسْلِ الْمَرْأَةِ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَقَالَتْ : لِتَحْفِنْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِنَ الْمَاءِ ، وَلْتَضْغَثْ رَأْسَهَا بِيَدَيْهَا .

রেওয়ায়ত ৭০

মালিক (র) বলেন ঃ তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা)-কে মেয়েদের জানাবতের গোসল সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইল। তিনি বলিলেন ঃ স্ত্রীলোক তাহার মাথায় তিন চুল্লু পানি ঢালিবে এবং উভয় হাত দ্বারা মাথা (মাথার চুল) কচলাইবে।

١٨– باب : واجب الغسل أذا التقى الختانان

পরিচ্ছেদ ১৮ ঃ দুই লজ্জাস্থানের সঙ্গমে গোসল ওয়াজিব হওয়া

٧١ – حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ عُمَرَ

بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، وَعَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ ، كَانُوا يَقُولُونَ : إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ .

রেওয়ায়ত ৭১

সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র) হইতে বর্ণিত – উমর ইব্‌ন খাত্তাব, উসমান ইব্‌ন আফফান (রা) ও নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) বলিতেন ঃ যখন (পুরুষের) লজ্জাস্থান (স্ত্রীর) লজ্জাস্থান স্পর্শ করিল তখন অবশ্য গোসল ওয়াজিব হইয়া গেল।

৭২ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ ، مَايُوجِبُ الْغُسْلَ ؟ فَقَالَتْ : هَلْ تَدْرِي مَامَثَلُكَ يَاأَبَا سَلَمَةَ ؟ مِثْلِ الْفَرُّوجِ ، يَسْمَعُ الدِّيَكَةَ تَصْرُخُ ، فَيَصْرُخُ مَعَهَا . إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ .

রেওয়ায়ত ৭২

আবূ সালমা ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (র) বলেন ঃ আমি নবী করীম ﷺ -এর পত্নী 'আয়েশা (রা)-কে প্রশ্ন করিলাম ঃ কোন্ কাজ গোসলকে ওয়াজিব করে ? তিনি বলিলেন ঃ হে আবূ সালমা ! তুমি জান, তোমার দৃষ্টান্ত কি ? তোমার দৃষ্টান্ত হইতেছে মুরগীর বাচ্চার মত,[১] যে মোরগকে যখন ডাক দিতে শোনে, তখন সেও মোরগের সহিত ডাক দেয়। শোন, (পুরুষের) লজ্জাস্থান (স্ত্রীর) লজ্জাস্থান অতিক্রম করিলে গোসল ওয়াজিব হইবে।

৭৩ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ أَتَى عَائِشَةَ ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهَا : لَقَدْ شَقَّ عَلَيَّ اخْتِلاَفُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، فِي أَمْرٍ، إِنِّي لَأُعْظِمُ أَنْ أَسْتَقْبِلَكِ بِهِ . فَقَالَتْ : مَاهُوَ ؟ مَاكُنْتَ سَائِلاً عَنْهُ أُمَّكَ ، فَسَلْنِي عَنْهُ . فَقَالَ : الرَّجُلُ يُصِيبُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ وَلاَ يُنْزِلُ ؟ فَقَالَتْ : إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسلُ . فَقَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ : لاَ أَسْأَلُ عَنْ هٰذَا أَحَدًا، بَعْدَكِ أَبَدًا .

রেওয়ায়ত ৭৩

সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র) হইতে বর্ণিত– আবূ মূসা আশ'আরী (রা) নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবাদের মতানৈক্য আমার নিকট খুব ভারী ও কষ্টদায়ক হইয়াছে এবং তাহা এমন একটি বিষয়ে যাহা আপনার সমীপে উল্লেখ করা আমি

১. আবূ সালমা (রা) শুধু মিলনে নয় শুক্র নির্গত হইলেই কেবল গোসল ওয়াজিব হইবে– এই মত পোষণকারীদের একজন। হযরত আয়েশা (রা) তাঁহার এই মতের জন্য প্রথমে তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন ও পরে প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

মহাব্যাপার মনে করি। 'আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলিলেন ঃ কি বিষয় উহা ? তুমি যে বিষয় তোমার মাতার নিকট প্রশ্ন করিতে পার, সেই বিষয়ে আমার নিকটও প্রশ্ন করিতে পার। তারপর আবূ মূসা (রা) বলিলেন ঃ কোন লোক তাহার স্ত্রীর সহিত সহবাস করার পর সে ক্লান্ত হইয়াছে এবং বীর্য নির্গত হয় নাই। সে কি করিবে ? তিনি বলিলেন ঃ (পুরুষের) লজ্জাস্থান (স্ত্রীলোকের) লজ্জাস্থান অতিক্রম করিলে গোসল ওয়াজিব হইবে। আবূ মূসা (রা) বলিলেন ঃ আপনাকে জিজ্ঞাসা করার পর আমি এই বিষয় অন্য কাহারও নিকট আর কখনও জিজ্ঞাসা করিব না।

٧٤ – وَحَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ ، مَوْلٰى عُثْمَانَ ابْنِ عَفَّانَ ؛ أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ لَبِيدٍ الْأَنْصَارِيَّ ، سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ وَلَا يُنْزِلُ ؟ فَقَالَ زَيْدٌ : يَغْتَسِلُ . فَقَالَ لَهُ مَحْمُودٌ : إِنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ، كَانَ لَا يَرَى الْغُسْلَ . فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : إِنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ نَزَعَ عَنْ ذٰلِكَ، قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ .

রেওয়ায়ত ৭৪

মাহমুদ ইব্ন লবীদ আনসারী (রা)[১] যায়দ ইব্ন সাবিত আনসারী (রা)-এর নিকট প্রশ্ন করিলেন, সেই লোক সম্পর্কে যে লোক নিজের স্ত্রীর সহিত সহবাস করিয়াছে, তারপর ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, বীর্য বাহির হয় নাই। তিনি বলিলেন ঃ সে গোসল করিবে। মাহমুদ (রা) বলিলেন ঃ উবাই ইব্ন কা'ব (রা) গোসল (এই অবস্থায়) জরুরী মনে করিতেন না। যায়দ (রা) বলিলেন ঃ মৃত্যুর পূর্বে উবাই ইব্ন কা'ব (রা) এই মত প্রত্যাহার করিয়াছিলেন।

٧٥ – وَحَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ .

রেওয়ায়ত ৭৫

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত– আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলিলেন ঃ (পুরুষের) লজ্জাস্থান স্ত্রীলোকের লজ্জাস্থান অতিক্রম করিলে গোসল ওয়াজিব হইবে।

١٩– باب : وضوء الجنب إذا اراد ان ينام او يطعم قبل أنه يغسل

পরিচ্ছেদ ১৯ ঃ জুনুব ব্যক্তির ওযূ করা ঃ গোসলের পূর্বে নিদ্রা অথবা খাদ্য গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে

٧٦ – حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛

১. মাহমুদ ইবনে লবীদ সাহাবী কিনা এই বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। ইমাম বুখারী (র)-এর মতে তিনি সাহাবী, ওফাত ৯৬ হিজরী।

أَنَّهُ قَالَ : ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ ، أَنَّهُ يُصِيبُهُ جَنَابَةٌ مِنَ اللَّيْلِ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ " تَوَضَّأْ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ، ثُمَّ نَمْ " .

রেওয়ায়ত ৭৬

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সমীপে উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) উল্লেখ করিলেন– রাত্রিতে তাঁহার জানাবত অর্থাৎ অপবিত্রতা হয় (স্বপ্নদোষ বা স্ত্রী সহবাসের দরুন)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাকে বলিলেন ঃ তুমি ওযূ কর এবং জননেন্দ্রিয় ধুইয়া ফেল, তারপর ঘুমাও।

٧٧ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ : إِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ ، فَلاَ يَنَمْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ .

রেওয়ায়ত ৭৭

নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী 'আয়েশা (রা) বলিতেন ঃ তোমাদের কেউ স্ত্রী সহবাস করিলে, অতঃপর গোসলের পূর্বে ঘুমাইতে ইচ্ছা করিলে সে নামাযের ওযূর মত ওযূ না করিয়া ঘুমাইবে না।

٧٨ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ ، أَوْيَطْعَمَ ، وَهُوَ جُنُبٌ ، غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ طَعِمَ ، أَوْنَامَ .

রেওয়ায়ত ৭৮

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত – আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) জানাবত হালতে ঘুমাইতে অথবা আহার করিতে ইচ্ছা করিলে তিনি মুখমণ্ডল ও উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধুইতেন এবং মাথা মসেহ করিতেন। তারপর আহার করিতেন অথবা ঘুমাইতেন।

٢٠– باب : إعادة الجنب الصلاة، وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسل ثوبه

পরিচ্ছেদ ২০ ঃ জুনুব (جنب) ব্যক্তির জানাবত স্মরণ না থাকার কারণে নামায পড়িলে সেই নামায পুনরায় পড়া এবং গোসল করা ও কাপড় ধোয়া প্রসঙ্গে

٧٩ – حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ ؛ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ ، كَبَّرَ فِي صَلاَةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ أَنِ

امْكُثُوا . فَذَهَبَ ، ثُمَّ رَجَعَ وَعَلَى جِلْدِهِ أَثَرُ الْمَاءِ .

রেওয়ায়ত ৭৯

ইসমাঈল ইব্‌ন আবি হাকীম (র) হইতে বর্ণিত – 'আতা ইব্‌ন ইয়াসার (র) তাঁহাকে বলিয়াছেন ঃ কোন এক নামাযে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তকবীর বলিলেন। অতঃপর হাত দিয়া তাঁহাদের (নামাযে শরীক উপস্থিত সাহাবীদের) দিকে ইশারা করিলেন ঃ তোমরা নিজ নিজ স্থানে অবস্থান কর। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রস্থান করিলেন। অতঃপর প্রত্যাবর্তন করিলেন (এমন অবস্থায় যে), তাঁহার (পবিত্র) দেহের উপর পানির আলামত বিদ্যমান ছিল।

٨٠ – وَحَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ زُبَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى الْجُرُفِ ، فَنَظَرَ فَإِذَا هُوَ قَدِ احْتَلَمَ ، وَصَلَّى وَلَمْ يَغْتَسِلْ . فَقَالَ : وَاللّٰهِ مَا أَرَانِي إِلاَّ احْتَلَمْتُ وَمَا شَعَرْتُ، وَصَلَّيْتُ وَمَا اغْتَسَلْتُ . قَالَ : فَاغْتَسَلَ ، وَغَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ ، وَنَضَحَ مَالَمْ يَرَ، وَأَذَّنَ أَوْ أَقَامَ ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ارْتِفَاعِ الضُّحَى مُتَمَكِّنًا .

রেওয়ায়ত ৮০

যুয়ায়দ ইব্‌ন সালত (র) বলেন ঃ আমি উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর সহিত বাহির হইলাম জুরুফ-এর (মদীনা হইতে তিন মাইল দূরের একটি পল্লী) দিকে। তাঁহার স্বপ্নদোষ হইল এবং তিনি গোসল না করিয়া (ভুলে) নামায পড়িলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ কসম আল্লাহ্‌র! আমার মনে হয়, আমার অবশ্য ইহ্‌তিলাম (স্বপ্নদোষ) হইয়াছে অথচ আমি খবর রাখি না এবং আমি গোসল না করিয়া নামায পড়িয়াছি। তারপর তিনি গোসল করিলেন এবং কাপড়ে যা চিহ্ন দেখিলেন উহা ধুইলেন, যেখানে চিহ্ন নাই সেইখানে পানি ছিটাইয়া দিলেন। তারপর আযান ও ইকামত বলিলেন। অতঃপর দিবসের প্রথমাংশ সূর্য উচ্চতায় পৌঁছার পর নামায পড়িলেন।

٨١ – وَحَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِي حَكِيْمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ غَدَا إِلَى أَرْضِهِ بِالْجُرُفِ ، فَوَجَدَ فِي ثَوْبِهِ احْتِلاَمًا . فَقَالَ : لَقَدِ ابْتُلِيْتُ بِالاِحْتِلاَمِ مُنْذُ وُلِّيتُ أَمْرَ النَّاسِ . فَاغْتَسَلَ ، وَغَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ مِنَ الاِحْتِلاَمِ ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ .

রেওয়ায়ত ৮১

সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার (র) হইতে বর্ণিত – উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) দিনের প্রথমাংশে জুরুফ নামক স্থানে অবস্থিত তাঁহার জমির দিকে গমন করিলেন। তিনি তাঁহার কাপড়ে স্বপ্নদোষের আলামত দেখিতে পাইলেন। তিনি বলিলেন ঃ যখন হইতে লোকের দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে, তখন হইতে আমি ইহ্‌তিলামে লিপ্ত হইয়াছি। তারপর তিনি গোসল করিলেন এবং তাঁহার কাপড়ে স্বপ্নদোষের যা আলামত দেখিলেন উহা ধুইলেন। তারপর সূর্য ওঠার পর তিনি নামায পড়িলেন।

٨٢ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَلَّى بِالنَّاسِ الصُّبْحَ . ثُمَّ غَدَا إِلَى أَرْضِهِ بِالْجُرُفِ . فَوَجَدَ فِي ثَوْبِهِ احْتِلاَمًا . فَقَالَ : إِنَّا لَمَّا أَصَبْنَا الْوَدَكَ لاَنَتِ الْعُرُوقُ . فَاغْتَسَلَ ، وَغَسَلَ الاِحْتِلاَمَ مِنْ ثَوْبِهِ وَعَادَلِصَلاَتِهِ .

রেওয়ায়ত ৮২

সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার (র) হইতে বর্ণিত – উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) লোকের সহিত (জামাতে) ফজরের নামায পড়িলেন, অতঃপর সকালবেলা 'জুরুফ'-এ (جرف) অবস্থিত তাঁহার জমির দিকে গমন করিলেন। তারপর তাঁহার কাপড়ে ইহ্‌তিলামের (চিহ্ন) দেখিতে পাইলেন। তিনি বলিলেন ঃ আমরা চর্বি (চর্বিযুক্ত খাদ্যদ্রব্য) যখন হইতে আহার করিতেছি তখন হইতে আমাদের শিরাসমূহ কোমল হইয়াছে। তারপর তিনি গোসল করিলেন এবং কাপড় হইতে ইহ্‌তিলাম (এর চিহ্ন) ধুইয়া ফেলিলেন এবং নামায পুনরায় পড়িলেন।

٨٣ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ حَاطِبٍ ؛ أَنَّهُ اعْتَمَرَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فِي رَكْبٍ فِيهِمْ عَمْرُوبْنُ الْعَاصِ . وَأَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ عَرَّسَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ ، قَرِيبًا مِنْ بَعْضِ الْمِيَاهِ . فَاحْتَلَمَ عُمَرُ ، وَقَدْ كَادَ أَنْ يُصْبِحَ ، فَلَمْ يَجِدْ مَعَ الرَّكْبِ مَاءً. فَرَكِبَ ، حَتَّى جَاءَ الْمَاءَ . فَجَعَلَ يَغْسِلُ مَارَأَى مِنْ ذٰلِكَ الاِحْتِلاَمِ ، حَتَّى أَسْفَرَ. فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ : أَصْبَحْتَ وَمَعَنَا ثِيَابٌ ، فَدَعْ ثَوْبَكَ يُغْسَلَ . فَقَالَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ : وَاعَجَبًا لَكَ يَاعَمْرُو بْنَ الْعَاصِ! لَئِنْ كُنْتَ تَجِدُ ثِيَابًا أَفَكُلُّ لِلنَّاسِ يَجِدُثِيَابًا ؟ وَاللّٰهِ لَوْفَعَلْتُهَا لَكَانَتْ سُنَّةً . بَلْ أَغْسِلُ مَارَأَيْتُ ، وَأَنْضِحُ مَالَمْ أَرَ .

قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ وَجَدَ فِي ثَوْبِهِ أَثَرَاحْتِلاَمٍ، وَلاَ يَدْرِي مَتَى كَانَ ، وَلاَ يَذْكُرُ شَيْئًارَأَى فِي مَنَامِهِ . قَالَ : لِيَغْتَسِلْ مِنْ أَحْدَثِ نَوْمٍ نَامَهُ. فَإِنْ كَانَ صَلَّى بَعْدَ ذٰلِكَ النَّوْمِ ، فَلْيُعِدْ مَا كَانَ صَلَّى بَعْدَ ذٰلِكَ النَّوْمِ. مِنْ أَجْلِ أَنَّ الرَّجُلَ رُبَّمَا احْتَلَمَ ، وَلاَ يَرَى شَيْئًا ؛ وَيَرَى وَلاَ يَحْتَلِمُ . فَإِذَا وَجَدَ فِي ثَوْبِهِ مَاءً، فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ . وَذٰلِكَ أَنَّ عُمَرَ أَعَادَ مَاكَانَ صَلَّى ، لِآخِرِ نَوْمٍ نَامَهُ ، وَلَمْ يُعِدْمَا كَانَ قَبْلَهُ .

রেওয়ায়ত ৮৩

ইয়াহ্ইয়াহ ইব্ন আবদুর রহমান (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর সঙ্গে 'উমরাহ' করিলেন একই কাফেলায়। আর সেই কাফেলায় আমর ইব্নুল আস্ (রা)-ও ছিলেন। উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) কোন পানির (চশমা বা কূপ) নিকটবর্তী এক রাস্তায় (রাস্তার পাশে) রাত্রির শেষাংশে অবতরণ করিলেন। উমর (রা)-এর ইহ্তিলাম হইল। (এইদিকে) ফজর হইতে লাগিল কিন্তু কাফেলার সহিত পানি পাওয়া গেল না। তিনি সওয়ার হইয়া পানির নিকট আসিলেন। অতঃপর তিনি ইহতিলামের যা চিহ্ন দেখিলেন উহা ধুইতে লাগিলেন, তখন ফরসা হইয়া গিয়াছে। 'আমর ইব্নুল 'আস (রা) তাঁহাকে বলিলেন ঃ আপনি ভোর করিলেন অথচ আমাদের সহিত কাপড় রহিয়াছে, আপনি আপনার বস্ত্র রাখিয়া দিন, (পরে) ধোয়া হইবে। উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলিলেন ঃ ইব্নুল 'আস্ ! আশ্চর্য তোমার প্রতি! তোমার যদিও অনেক বস্ত্র আছে, কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট কি তদ্রূপ আছে ? আল্লাহ্র কসম, আমি যদি ইহা করি তবে ইহা সুন্নতে পরিণত হইবে। আমি বরং যাহা আলামত দেখিব উহা ধুইব, আর যাহা দেখা না যায় উহাতে পানি ছিটাইয়া দিব।

মালিক (র) বলেন ঃ যে ব্যক্তি তাহার কাপড়ে ইহতিলামের আলামত দেখিতে পায়, কোন্ সময় ইহ্তিলাম হইয়াছে সে তাহা জানে না, স্বপ্নে যা দেখিয়াছে তাহাও স্মরণ নাই, তবে সে সদ্য যে নিদ্রা হইতে জাগিয়াছে উহাতে (ইহতিলাম হইয়াছে বলিয়া গণ্য করিয়া) গোসল করিবে। যদি সে এই নিদ্রার পর নামায পড়িয়া থাকে তবে সেই নামায পুনরায় পড়িবে। কারণ লোকের (অনেক সময়) ইহতিলাম হয় কিন্তু কোন কিছু (স্বপ্নে) দেখে না, আবার কোন সময় স্বপ্ন দেখে কিন্তু ইহতিলাম হয় না। তাই কাপড়ে যদি পানি দেখে (ইহতিলাম স্মরণ না থাকিলেও) তবে তাহার উপর গোসল ওয়াজিব হইবে। কারণ উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) এই ঘটনায় শেষ বারের নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইবার পর যে নামায পড়িয়াছিলেন তিনি সেই নামায পুনরায় পড়িয়াছেন, উহার পূর্ববর্তী নামায অর্থাৎ ঐ নিদ্রার পূর্বের নামায তিনি কাযা করেন নাই।

٢١- باب : غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل

পরিচ্ছেদ ২১ ঃ পুরুষের মত স্ত্রীলোকের স্বপ্নদোষ হইলে গোসল করা

٨٤ - حَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ : الْمَرْأَةُ تَرَى فِي الْمَنَامِ مِثْلَ مَايَرَى الرَّجُلُ ، أَتَغْتَسِلُ ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : " نَعَمْ . فَلْتَغْتَسِلْ " فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ : أُفٍّ لَكِ ! وَهَلْ تَرَى ذٰلِكِ الْمَرْأَةُ ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : " تَرِبَتْ يَمِيْنُكِ . وَمِنْ أَيْنَ يَكُوْنُ الشَّبَهُ ؟ " .

রেওয়ায়ত ৮৪

উরওয়াহ ইব্‌ন যুবায়র (র) হইতে বর্ণিত — রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উম্মু সুলায়ম বিনতে মিলহান (রা) বলিলেন ঃ স্ত্রীলোক স্বপ্নে দেখিলে যেমন (স্বপ্ন) দেখিয়া থাকে পুরুষ, (সেই) স্ত্রীলোক গোসল করিবে কি ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাকে বলিলেন ঃ হ্যাঁ, সে গোসল করিবে। 'আয়েশা (রা) তাঁহাকে (উম্মু সুলায়মকে) বলিলেন ঃ উঃ তোমার সর্বনাশ হোক! স্ত্রীলোকও কি উহা দেখে ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাকে [আয়েশা (রা)-কে] বলিলেন ঃ (تَرِبَتْ يَمِيْنُكِ) 'তোমার ডান হস্ত ধূলিধূসরিত হোক'। (স্ত্রীলোকের উহা না হইলে) তবে (সন্তান-এর) সাদৃশ্য আসে কোথা হইতে ? অর্থাৎ সন্তান মায়ের মত হয় কিরূপে ?

٨٥ – حَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِى سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ؛ أَنَّهَا قَالَتْ : جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ ، امْرَأَةُ أَبِى طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، فَقَالَتْ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! إِنَّ اللّٰهَ لَايَسْتَحْيِى مِنَ الْحَقِّ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِىَ احْتَلَمَتْ؟ : فَقَالَ : "نَعَمْ . إِذَا رَأَتِ الْمَاءِ " .

রেওয়ায়ত ৮৫

নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী উম্মু সালমা (রা) বলেন ঃ আবূ তালহা আনসারী (রা)-এর স্ত্রী উম্মু সুলায়ম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে হাজির হইলেন এবং আরজ করিলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ হক কথা বলতে লজ্জা করেন না, স্ত্রীলোকের স্বপ্নদোষ হইলে তাহার উপর গোসল ওয়াজিব হইবে কি ? হযরত বলিলেন ঃ হ্যাঁ, পানি দেখিলে।

٢٢– باب :جامع غسل الجنابة

পরিচ্ছেদ ২২ ঃ জানাবত গোসলের বিবিধ হুকুম

٨٦ – حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقُوْلُ : لَابَأْسَ أَنْ يُغْتَسَلَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ ، مَالَمْ تَكُنْ حَائِضًا، أَوْ جُنُبًا .

রেওয়ায়ত ৮৬

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত — আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলিতেন ঃ স্ত্রীলোকের গোসলের অবশিষ্ট পানি দ্বারা গোসল করাতে কোন দোষ নাই (অর্থাৎ ইহা জায়েয)। যদি স্ত্রীলোক ঋতুমতী (حائض) অথবা জুনুবী না হয়।

٨٧ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَعْرَقُ فِى الثَّوْبِ وَهُوَ جُنُبٌ ثُمَّ يُصَلِّى فِيْهِ .

রেওয়ায়ত ৮৭

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত – আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) পরিধানের কাপড়ে ঘর্মাক্ত হইতেন অথচ তখন তিনি জুনুবী। অতঃপর সেই কাপড়েই গোসলের পর তিনি নামায পড়িতেন।

٨٨ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَغْسِلُ جَوَارِيْهِ رِجْلَيْهِ ، وَيُعْطِيْنَهُ الْخُمْرَةَ ، وَهُنَّ حُيَّضٌ .

وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ لَهُ نِسْوَةٌ وَجَوَارِى ، هَلْ يَطَؤُهُنَّ جَمِيْعًا قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ ؟ فَقَالَ : لاَبَأْسَ بِأَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ جَارِيَتَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ . فَأَمَّا النِّسَاءُ الْحِرَائِرُ ، فَيَكْرَهُ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ فِى يَومِ الْأُخْرٰى . فَأَمَّا أَنْ يُصِيْبَ الْجَارِيَةَ ، ثُمَّ يُصِيْبَ الْأُخْرَى وَهُوَ جُنُبٌ فَلاَ بَأْسَ بِذٰلِكَ .

وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ جُنُبٍ، وُضِعَ لَهُ مَاءٌ يُغْتَسِلُ بِهِ ، فَسَهَا ، فَأَدْخَلَ أُصْبُعَهُ فِيْهِ ، لِيَعْرِفَ حَرَّ الْمَاءِ مِنْ بَرْدِهِ . قَالَ مَالِكٌ : إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ أُصْبُعَهُ أَذًى ، فَلاَ أَرَى ذٰلِكَ يُنَجِّسُ عَلَيْهِ الْمَاءِ .

রেওয়ায়ত ৮৮

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত – আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-এর বাঁদিগণ তাঁহার পদদ্বয় ধৌত করিত এবং তাঁহাকে খুমরা (خمرة) ছোট মুসল্লা বা জায়নামায প্রদান করিত, অথচ তাহারা তখন ঋতুমতী।

মালিক (র)-কে প্রশ্ন করা হইল এক ব্যক্তি সম্পর্কে, যে ব্যক্তির একাধিক স্ত্রী ও বাঁদী রহিয়াছে, সেই ব্যক্তি গোসলের পূর্বে সকলের (স্ত্রী ও বাঁদিগণের) সঙ্গে সহবাস করিতে পারিবে কি ? (উত্তরে) তিনি বলিলেন ঃ জানাবতের গোসলের পূর্বে বাঁদীর সহিত সহবাস করা দোষের বিষয় নয় (অর্থাৎ ইহা জায়েয)। কিন্তু স্বাধীন স্ত্রীগণের ব্যাপারে মাস'আলা এই– কোন ব্যক্তির পক্ষে নিজের স্ত্রীর (অধিকারের) দিনে (নিজের) আর এক স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হওয়া মাকরূহ। তবে কোন লোকের জন্য (তাঁহার) এক বাঁদীর সহিত সহবাস করিয়া অতঃপর আর এক বাঁদীর সহিত জুনুব থাকা অবস্থায় মিলিত হওয়া দোষের ব্যাপার নহে।

মালিক (র)-কে প্রশ্ন করা হইল এমন এক জুনুবী ব্যক্তি সম্পর্কে, যে ব্যক্তির জন্য পানি রাখা হইয়াছে যাহা হইতে সে ব্যক্তি ফরয গোসল করিবে, তারপর সে ভুলবশত সেই পানিতে তাহার আঙ্গুল দাখিল করিয়াছে যাহাতে ঠাণ্ডা ও গরমের (মাত্রা) নির্ণয় করিতে পারে। (উত্তরে) মালিক (র) বলেন ঃ তাহার আঙুলসমূহে কোন নাপাকী না পৌঁছিয়া থাকিলে তবে তাহার এই কাজে পানি নাপাক হইবে বলিয়া আমি মনে করি না।

٢٣- هذا باب : فى التميم

পরিচ্ছেদ ২৩ ঃ তাইয়াম্মুম (تيمم) প্রসঙ্গ

٨٩ - حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ؛ أَنَّهَا قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ، أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ ، انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي . فَأَقَامَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْتِمَاسِهِ . وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ. وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ. وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاء . فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَقَالُوا : أَلاَ تَرَى مَاصَنَعَتْ عَائِشَةُ؟ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ ، وَبِالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ . قَالَتْ عَائِشَةُ : فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي، قَدْ نَامَ. فَقَالَ : حَبَسْتِ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ. وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ . قَالَتْ عَائِشَةُ : فَعَاتَبَنِي أَبُوْ بَكْرٍ، فَقَالَ مَا شَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَقُولَ . وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، فَلاَ يَمْنَعْنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلاَّ مَكَانُ رَأْسِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ عَلَى فَخِذِي فَنَامَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ . فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى آيَةَ التَّيَمُّمِ . (فَتَيَمَّمُوا). فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ : مَاهِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ . قَالَتْ : فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ ، فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ .

وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ لِصَلاَةٍ حَضَرَتْ ، ثُمَّ حَضَرَتْ صَلاَةُ أُخْرَى ، أَيَتَيَمَّمُ لَهَا أَمْ يَكْفِيهِ تَيَمُّمُهُ ذٰلِكَ ؟ فَقَالَ : بَلْ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلاَةٍ . لِأَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَبْتَغِيَ الْمَاءَ لِكُلِّ صَلاَةٍ. فَمَنِ ابْتَغَى الْمَاءَ فَلَمْ يَجِدْهُ ، فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ .

وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ ، أَيَؤُمُّ أَصْحَابَهُ وَهُمْ عَلَى وُضُوءٍ ؟ قَالَ : يَؤُمُّهُمْ غَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ . وَلَوْ أَمَّهُمْ هُوَ لَمْ أَرَ بِذٰلِكَ بَأْسًا .

قَالَ يَحْيٰى ، قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ تَيَمَّمَ حِيْنَ لَمْ يَجِدْ مَاءٍ ، فَقَامَ وَكَبَّرَ ، وَدَخَلَ فِى الصَّلاَةِ ، فَطَلَعَ عَلَيْهِ إِنْسَانٌ مَعَهُ مَاءٌ؟ قَالَ : لاَيَقْطَعُ صَلاَتَهُ ، بَلْ يُتِمُّهَا بِالتَّيَمُّمِ، وَلَيَتَوَضَّأْ لِمَا يُسْتَقْبَلُ مِنَ الصَّلَوَاتِ .

قَالَ يَحْيٰى ، قَالَ مَالِكٌ : مَنْ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ ، فَلَمْ يَجِدْ مَاءً ، فَعَمِلَ بِمَا أَمَرَهُ اللّٰهُ بِهِ مِنَ التَّيَمُّمِ ، فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ . وَلَيْسَ الَّذِى وَجَدَ الْمَاءِ ، بِأَطْهَرَ مِنْهُ ، وَلاَ أَتَمَّ صَلاَةً . لِأَنَّهُمَا أُمِرَ جَمِيْعًا . فَكُلٌّ عَمِلَ بِمَا أَمَرَهُ اللّٰهُ بِهِ . وَإِنَّمَا الْعَمَلَ بِمَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ مِنَ الْوُضُوءِ لِمَنْ وَجَدَ الْمَاءَ . وَالتَّيَمُّمِ ، لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ . قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِى الصَّلاَةِ .

وَقَالَ مَالِكٌ فِى الرَّجُلِ الْجُنُبِ : إِنَّهُ يَتَيَمَّمُ ، وَيَقْرَأُ حِزْبَهُ مِنَ الْقُرْآنِ ، وَيَتَنَفَّلُ ، مَالَمْ يَجِدْ مَاءً . وَإِنَّمَا ذٰلِكَ فِى الْمَكَانِ الَّذِى يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّى فِيْهِ بِالتَّيَمُّمِ .

রেওয়ায়ত ৮৯

উম্মুল মুমিনীন 'আয়েশা (রা) বলিয়াছেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে সফরে গমন করিলাম। যখন আমরা বায়দা (بيداء) অথবা (তিনি বলিয়াছেন) যাতুল-জাইশ (নামক স্থান)-এ পৌঁছিলাম, তখন আমার একটি মালা হারান গেল। উহা অনুসন্ধানের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (সেখানে) অবস্থান করিলেন এবং লোকজনও তাঁহার সহিত অবস্থান করিলেন। তাঁহারা কোন পানির (কূপ বা নহর) কাছে ছিলেন না এবং তাঁহাদের সঙ্গেও পানি ছিল না। লোকজন আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ঘটনা বিবৃত করিলেন। তাঁহারা বলিলেন ঃ 'আয়েশা (রা) কি করিয়াছেন তাহা কি আপনি জানেন না ? (তিনি) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এবং অন্য লোকদিগকে অবস্থানে বাধ্য করিয়াছেন। অথচ তাঁহারা পানির কাছে নহেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে পানিও নাই। 'আয়েশা (রা) বলেন ঃ তারপর আবূ বকর (রা) আমার নিকট আসিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহার (পবিত্র) শির আমার উরুর উপর স্থাপন করিয়া ঘুমাইতেছিলেন। তিনি [আবূ বকর (রা)] বলিলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং লোকদিগকে তুমি আটকাইয়া রাখিয়াছ। অথচ তাঁহারা পানির পার্শ্বে নহেন এবং তাঁহাদের সাথে পানিও নাই। 'আয়েশা (রা) বলিলেন ঃ তারপর আবূ বকর (রা) আমার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিলেন এবং আমাকে তিরস্কার করিলেন। আর তাঁহার হাত দিয়া আমার কোমরে খোঁচা মারিতে লাগিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর (পবিত্র) শির আমার উরুর উপর স্থাপিত থাকার দরুন আমি (খোঁচা মারা সত্ত্বেও) নড়াচড়া করিতেছিলাম না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অতঃপর ঘুমাইয়া পড়িলেন এমন কি এই পানিহীন অবস্থায় ভোর হইল। তারপর আল্লাহ্

তা'আলা তাইয়াম্মুমের আয়াত নাযিল করিলেন। তারপর তাঁহারা সকলে তাইয়াম্মুম (تيمم) করিলেন। উসায়দ ইব্‌ন হুযায়র (রা) বলিলেন ঃ হে আবূ বকরের পরিজন! ইহা (অর্থাৎ তাইয়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ হওয়া) আপনাদের প্রথম বরকত নহে। (অর্থাৎ মুসলিমগণ আপনাদের দ্বারা নানাভাবে উপকৃত হইয়াছেন।) 'আয়েশা (রা) বলিলেন ঃ তারপর আমি যে উটের উপর আরোহণ করিয়াছিলাম উহাকে উঠাইলাম এবং উহার নিচে মালা পাইলাম।

মালিক (র)-কে প্রশ্ন করা হইল এক ব্যক্তি সম্পর্কে, যে ব্যক্তি উপস্থিত নামাযের জন্য তাইয়াম্মুম করিয়াছে। অতঃপর পরবর্তী নামায উপস্থিত হইয়াছে, ঐ লোক কি সেই নামাযের জন্য (আবার) তাইয়াম্মুম করিবে, না সেই (পূর্ববর্তী) তাইয়াম্মুম তাঁহার জন্য যথেষ্ট হইবে ? উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ প্রত্যেক (ফরয) নামাযের জন্য তাইয়াম্মুম করিবে। কারণ (সময় উপস্থিত হইলে) প্রত্যেক নামাযের জন্য পানির অনুসন্ধান করা তাহার ওয়াজিব। যে ব্যক্তি পানির অনুসন্ধান করিল কিন্তু পানি পাইল না, সে তাইয়াম্মুম করিবে।

মালিক (র)-কে প্রশ্ন করা হইল এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে, যে ব্যক্তি তাইয়াম্মুম করিয়াছে এবং তাহার সাথিগণ যাহারা ওযূ করিয়াছেন সে তাহাদের ইমামতি করিতে পারিবে কি ? (উত্তরে) তিনি বলিলেন ঃ সেই ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেউ ইমামতি করিলে তাহা আমার নিকট পছন্দনীয়, আর যদি সে তাহাদের ইমামতি করিয়া থাকে, তবে তাহাতেও আমি কোন দোষ দেখি না।

মালিক (র) বলিয়াছেন, এক ব্যক্তি পানি না পাইয়া তাইয়াম্মুম করিয়াছে, তারপর সে নামাযে দাঁড়াইয়াছে এবং তকবীর বলিয়া নামায আরম্ভ করিয়াছে। অতঃপর একজন লোক পানিসহ তাহার নিকট আগমন করিল। তিনি বলেন ঃ সে নামায ছাড়িবে না, বরং তাইয়াম্মুম দ্বারা সেই নামায পূর্ণ করিবে এবং আগামী নামাযের জন্য ওযূ করিবে।

মালিক (র) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নামাযের (প্রস্তুতির) জন্য দাঁড়াইয়াছে ; কিন্তু সে পানি না পাইয়া আল্লাহ্‌র নির্দেশ মুতাবিক তাইয়াম্মুমের আমল করিয়াছে তবে সেই ব্যক্তি মহান আল্লাহ্‌র আনুগত্যই করিয়াছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পানি পাইয়াছে (ও ওযূ করিয়াছে) তাহা (উপরিউক্ত তাইয়াম্মুমকারী) অপেক্ষা সেই ব্যক্তি বেশি পবিত্র ও নামাযের পূর্ণতাকারী বলিয়া গণ্য হইবে না; কারণ তাহারা উভয়েই নির্দেশপ্রাপ্ত এবং প্রত্যেকে মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র (عز وجل) পক্ষ হইতে যাহা নির্দেশ পাইয়াছে সেই মুতাবিক আমল করিয়াছে। যে ব্যক্তি পানি পাইয়াছে সেই ব্যক্তির আমল হইল ওযূ, যেমন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে নির্দেশ করিয়াছেন, আর যে ব্যক্তি নামায শুরুর পূর্বে পানি পায় নাই সেই ব্যক্তির জন্য (নির্দেশ) হইল তাইয়াম্মুম।

মালিক (র) বলিয়াছেন, জুনুবী ব্যক্তি তাইয়াম্মুম করিবে এবং কুরআন হইতে তাহার নির্ধারিত অংশ তিলাওয়াত করিবে এবং নফল নামায পড়িবে যতক্ষণ পর্যন্ত পানি না পায়। তবে ইহা সেই স্থানের জন্য যে স্থানে তাহার জন্য তাইয়াম্মুম দ্বারা নামায পড়া বৈধ।

٢٤– باب : العمل فى التيمم

পরিচ্ছেদ ২৪ ঃ তাইয়াম্মুমের কার্যাবলি

٩٠ – حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، مِنَ

الْجُرُفِ حَتَّى إِذَا كَانَا بِالْمِرْبَدِ ، نَزَلَ عَبْدُ اللّٰهِ فَتَيَمَّمَ صَعِيدًا طَيِّبًا ، فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّى .

রেওয়ায়ত ৯০

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত– তিনি স্বয়ং এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) যাত্রা আরম্ভ করিলেন। জুরুফ (جرف) হইতে তাঁহারা উভয়ে মিরবদ (مربد) নামক স্থানে পৌছার পর আবদুল্লাহ্ (রা) অবতরণ করিলেন এবং পবিত্র মাটি দ্বারা তাইয়াম্মুম করিলেন– তাঁহার মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় কনুই পর্যন্ত মসেহ করিলেন। অতঃপর নামায পড়িলেন।

٩١ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَيَمَّمُ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ .

وَسُئِلَ مَالِكٌ كَيْفَ التَّيَمُّمُ وَأَيْنَ يَبْلُغُ بِهِ ؟ فَقَالَ : يَضْرِبُ ضَرْبَةً لِلْوَجْهِ ، وَضَرْبَةً لِلْيَدَيْنِ ، وَيَمْسَحُهُمَا اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ .

রেওয়ায়ত ৯১

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত –আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হস্তদ্বয়ের উভয় কনুই পর্যন্ত তাইয়াম্মুমে মসেহ করিতেন।

মালিক (র)-কে প্রশ্ন করা হইল ঃ তাইয়াম্মুম কিরূপে এবং (হস্তদ্বয়ে তাইয়াম্মুম করার সময়) কোন্ স্থান পর্যন্ত তাহা পৌছাইবে ? তিনি (উত্তরে) বলিলেন ঃ একবার মাটিতে হাত রাখিবে মুখমণ্ডলের নিমিত্ত আর এক দফা রাখিবে হস্তদ্বয়ের সমূহের জন্য এবং হস্তদ্বয় উভয় কনুই পর্যন্ত মসেহ করিবে।

٢٥– باب : تيمم الجنب

পরিচ্ছেদ ২৫ ঃ জুনুবী ব্যক্তির তাইয়াম্মুম প্রসঙ্গ

٩٢ – حَدَّثَنِي يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنِ الرَّجُلِ الْجُنُبِ يَتَمَّمَ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَاءَ ؟ فَقَالَ سَعِيْدٌ : اِذَا اَدْرَكَ الْمَاءَ ، فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ لِمَا يُسْتَقْبَلُ .

قَالَ مَالِكٌ ، فِيمَنِ احْتَلَمَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ ، وَلاَ يَقْدِرُ مِنَ الْمَاءِ ، اِلاَّ عَلَى قَدْرِ الْوُضُوءِ ، وَهُوَ لاَ يَعْطَشُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَاءَ . قَالَ : يَغْسِلُ بِذٰلِكَ فَرْجَهُ ، وَمَا أَصَابَهُ مِنْ ذٰلِكَ الْأَذَى ، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ صَعِيْدًا طَيِّبًا ، كَمَا اَمَرَهُ اللّٰهُ .

وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ جُنُبٍ، أَرَادَ أَنْ يَتَيَمَّمَ فَلَمْ يَجِدْ تُرَابًا الاَّ تُرَابَ سَبْخَةٍ ، هَلْ يَتَيَمَّمُ بِالسِّبَاخِ ؟ وَهَلْ تُكْرَهُ الصَّلاَةُ فِي السِّبَاخِ ؟ قَالَ مَالِكٌ : لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِي السِّبَاخِ ، وَالتَّيَمُّمِ مِنْهَا . لاَنَّ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ - (فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) - فَكُلُّ مَا كَانَ صَعِيدًا فَهُوَ يُتَيَمَّمُ بِهِ . سِبَاخًا كَانَ اَوْ غَيْرَهُ .

রেওয়ায়ত ৯২

এক ব্যক্তি সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র)-কে প্রশ্ন করিল এমন এক জুনুবী ব্যক্তি সম্পর্কে, যে তাইয়াম্মুম করার পর পানি পাইয়াছে। সাঈদ (র) উত্তরে বলিলেন ঃ পানি পাইলে আগামী নামাযের জন্য তাহার ওপর গোসল ওয়াজিব হইবে।

মালিক (র) বলিয়াছেন, এমন এক ব্যক্তি যাহার ইহ্‌তিলাম হইয়াছে অথচ সে মুসাফির। কেবল ওযূর পরিমাণ পানি ব্যতীত তাহার নিকট আর পানি নাই এবং পানি পর্যন্ত পৌছার পূর্বে সে পিপাসিত হইবে না। তিনি বলিলেন ঃ সেই পানি দ্বারা সে তাহার লজ্জাস্থান এবং যে স্থানে নাপাকী লাগিয়াছে তাহা ধুইবে। অতঃপর আল্লাহ্‌র নির্দেশ মুতাবিক পবিত্র মাটি দ্বারা তাইয়াম্মুম করিবে।

মালিক (র)-কে প্রশ্ন করা হইল এমন এক জুনুবী ব্যক্তি সম্পর্কে যে তাইয়াম্মুম করিতে ইচ্ছা করিয়াছে; কিন্তু সে লবণাক্ত মাটি ছাড়া অন্য মাটি পাইল না। তবে সে কি লবণাক্ত মাটি দ্বারা তাইয়াম্মুম করিবে ? আরও প্রশ্ন করা হইল ঃ লবণাক্ত মাটিতে নামায পড়া কি মাকরূহ ? (উত্তরে) মালিক (র) বলিলেন ঃ লবণাক্ত মাটিতে নামায পড়াতে এবং লবণাক্ত মাটি দ্বারা তাইয়াম্মুম করাতে কোন দোষ নাই। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ (فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا) 'তোমরা পবিত্র মাটির দ্বারা তাইয়াম্মুম কর (৫ ঃ ৬)।' ফলে যে-কোন পবিত্র মটি তাইয়াম্মুমের উপযুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে। লবণাক্ত হোক অথবা না হোক।

٢٦- باب : مايحل للرجل من امرأته وهى حائض

পরিচ্ছেদ ২৬ ঃ স্ত্রী ঋতুমতী থাকিলে স্বামীর জন্য তাহার কতটুকু হালাল হইবে

٩٣ - حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ : اَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ ، فَقَالَ : مَايَحِلُّ لِي مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : "لِتَشُدَّ عَلَيْهَا اِزَارَهَا، ثُمَّ شَأْنَكَ بِاَعْلاَهَا " .

রেওয়ায়ত ৯৩

যায়দ ইবনে আসলাম (র) হইতে বর্ণিত —একজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট প্রশ্ন করিলেন ঃ আমার স্ত্রী ঋতুমতী থাকিলে আমার জন্য তাহার কতটুকু হালাল ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করিলেন ঃ স্ত্রীলোক

তাহার ইযার (পায়জামা বা পরনের জন্য কাপড়) শক্ত করিয়া বাঁধিবে। অতঃপর তোমার জন্য তাহার উপরের অংশ দ্বারা উপকৃত হওয়া বৈধ।

٩٤ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ؛ اَنَّ عَائِشَةَ ، زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ ، كَانَتْ مُضْطَجِعَةً مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ . وَاَنَّهَا قَدْ وَثَبَتْ وَثْبَةً شَدِيدَةً . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : "مَالَكِ ؟ نَفِسْتِ " يَعْنِى الْحَيْضَةَ فَقَالَتْ : نَعَمْ. قَالَ : "شُدِّى عَلَى نَفْسِكِ اِزَارَكِ ، ثُمَّ عُودِى اِلَى مَضْجَعِكِ " .

রেওয়ায়ত ৯৪

রবি'আ ইব্‌নে আবি আবদির রহমান (র) হইতে বর্ণিত– নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী 'আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে এক চাদরে (আবৃত অবস্থায়) শায়িতা ছিলেন। তখন 'আয়েশা (রা) তড়িঘড়ি করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাকে বলিলেন ঃ তোমার কি ঘটিয়াছে ? সম্ভবত তোমার নিফাস অর্থাৎ হায়েয হইয়াছে। তিনি বলিলেন ঃ হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ তবে তুমি তোমার ইযার (পায়জামা বা তহ্‌বন্দ) শক্ত করিয়া বাঁধ, তারপর তোমার বিছানায় প্রত্যাবর্তন কর।

٩٥ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، اَرْسَلَ اِلَى عَائِشَةَ ، يَسْأَلُهَا : هَلْ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ ؟ فَقَالَتْ : لِتَشُدَّ اِزَارَهَا عَلَى اَسْفَلِهَا ، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا اِنْ شَاءَ .

রেওয়ায়ত ৯৫

উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ উমর (র) নবী করীম ﷺ -এর সহধর্মিণী 'আয়েশা (রা)-এর নিকট লোক প্রেরণ করিলেন এই প্রশ্ন করার জন্য, স্ত্রী ঋতুমতী হইলে স্বামী সেই স্ত্রীর সহিত মিলিত হইবে কি ? তিনি বলিলেন ঃ (স্ত্রী) তাহার নিচের অংশে ইযার (পরিধানের কাপড়) শক্ত করিয়া বাঁধিবে, অতঃপর স্বামী ইচ্ছা করিলে তাহার সহিত মিলিত হইবে। (কিন্তু সহবাস হইতে বিরত থাকিবে, এইজন্যই ইযার শক্ত করিয়া বাঁধিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।)

٩٦ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، سُئِلاَ عَنِ الْحَائِضِ ؛ هَلْ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا اِذَا رَاَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ اَنْ تَغْتَسِلَ ؟ فَقَالاَ : لاَ حَتّٰى تَغْتَسِلَ .

রেওয়ায়ত ৯৬

মালিক (র) বলেন, তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ও সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার (রা)-কে প্রশ্ন করা হইল ঋতুমতী স্ত্রীলোক সম্পর্কে, সে গোসলের পূর্বে পবিত্রতা (مسهير) লক্ষ

করিলে তাহার স্বামী তাহার সহিত সহবাস করিতে পারিবে কি ? তাঁহারা (উভয়ে) বলিলেন ঃ গোসল না করা পর্যন্ত পারিবে না।

٢٧- باب : طهر الحائض

পরিচ্ছেদ ২৭ ঃ ঋতুমতীর পবিত্রতা

٩٧ - حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ ، عَنْ أُمِّهِ، مَوْلاَةِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ ؛ أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ النِّسَاء يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ ، بِالدُّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ ، فِيْهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ ، يَسْأَلْنَهَا عَنِ الصَّلاَةِ . فَتَقُولُ لَهُنَّ : لاَتَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ . تُرِيدُ ، بِذَلِكَ ، الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضَةِ .

রেওয়ায়ত ৯৭

মার্জানা (مولاة عائشة) হইতে বর্ণিত –তিনি বলেন ঃ (ঋতুমতী) স্ত্রীলোকেরা 'আয়েশা (রা)-এর নিকট ঝোলা বা ডিবা (دُرْجَة) পাঠাইতেন, যাহাতে নেকড়া বা তুলা (كُرْسُفْ) থাকিত। উহাতে পাণ্ডুবর্ণ ঋতুর রক্ত লাগিয়া থাকিত। তাহারা এই অবস্থায় নামায পড়া সম্পর্কে তাঁহার নিকট জানিতে চাহিতেন। তিনি ['আয়েশা (রা)] তাঁহাদিগকে বলিতেন ঃ তাড়াহুড়া করিও না, যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ সাদা (বর্ণ) দেখিতে না পাও। তিনি ইহা দ্বারা ঋতু হইতে পবিত্রতা (طُهْر) বুঝাইতেন।

٩٨ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَمَّتِهِ ، عَنِ ابْنَةِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهَا ، أَنَّ نِسَاءً كُنَّ يَدْعُونَ بِالْمَصَابِيحِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ ، يَنْظُرْنَ إِلَى الطُّهْرِ . فَكَانَتْ تَعِيبُ ذٰلِكَ عَلَيْهِنَّ . وَتَقُولُ : مَا كَانَ النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هٰذَا .

রেওয়ায়ত ৯৮

যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর কন্যা হইতে বর্ণিত –তাঁহার নিকট খবর পৌছিয়াছে যে, স্ত্রীলোকেরা (মধ্য রাত্রিতে) চেরাগ তলব করিতেন, তাঁহারা (ঋতু হইতে) পবিত্রতা (تعيب) লক্ষ করিতেন। তিনি (যায়দের কন্যা) ইহার জন্য তাঁহাদের নিন্দা করিতেন এবং বলিতেন ঃ সাহাবীয়া মেয়েরা (রা) ইহা করিতেন না।

٩٩ - وَسُئِلَ مَالِكٌ : عَنِ الْحَائِضِ تَطْهُرُ فَلاَ تَجِدُ مَاءً ، هَلْ تَتَيَمَّمُ ؟ قَالَ : نَعَمْ . لِتَتَيَمَّمْ فَإِنَّ مِثْلَهَا مِثْلُ الْجُنُبِ ، إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً تَيَمَّمَ .

রেওয়ায়ত ৯৯

মালিক (র)-কে (ঋতুমতী স্ত্রীলোক সম্পর্কে) প্রশ্ন করা হইল যে স্ত্রীলোক শুচিতাপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু পানি পায় না, সে তাইয়াম্মুম করিবে কি ? তিনি বলিলেন ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই তাইয়াম্মুম করিবে। কারণ তাঁহার দৃষ্টান্ত জুনুবীর মত (জুনুবী ব্যক্তি), যখন পানি না পায় তখন তাইয়াম্মুম করে।

٢٨- باب : جامع الحيضة

পরিচ্ছেদ ২৮ ঃ ঋতু সম্পর্কীয় বিবিধ হুকুম

١٠٠ - حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ عَائِشَةَ زَوجَ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَتْ ، فِى الْمَرْاَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ : اَنَّهَا تَدَعُ الصَّلاَةَ .

রেওয়ায়ত ১০০

মালিক (র) বলেন, তিনি জ্ঞাত হইয়াছেন যে, যে গর্ভবতী স্ত্রীলোক রক্ত দেখিতে পায় তাহার সম্পর্কে নবী করীম ﷺ -এর সহধর্মিণী 'আয়েশা (রা) বলিয়াছেন, সে নামায পড়িবে না।

١٠١ - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ ، عَنِ الْمَرْاَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ ؟ قَالَ : تَكُفُّ عَنِ الصَّلاَةِ .

قَالَ يَحْيٰى قَالَ مَالِكٌ : وَذٰلِكَ الْاَمْرُ عِنْدَنَا .

রেওয়ায়ত ১০১

মালিক (র) ইবনে শিহাব (র)-কে প্রশ্ন করিয়াছেন ঃ যে গর্ভবতী স্ত্রীলোক রক্ত দেখিতে পায় সে কি করিবে ? তিনি বলিলেন ঃ সে নামায হইতে বিরত থাকিবে।

ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন ঃ মালিক (র) বলিয়াছেন ঃ উক্ত হুকুম আমাদের গৃহীত সিদ্ধান্ত।

١٠٢ - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ؛ اَنَّهَا قَالَتْ : كُنْتُ اُرَجِّلُ رَاْسَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا حَائِضٌ .

রেওয়ায়ত ১০২

নবী করীম ﷺ -এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর শির (মুবারক)-এ চিরুনি করিতাম, অথচ তখন আমি ছিলাম ঋতুমতী।

١٠٣ - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِيهِ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ

الْمُنْذِرِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ؛ اَنَّهَا قَالَتْ : سَأَلَتِ امْرَاَةٌ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : اَرَيْتَ اِحْدَانَا، اِذَا اَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ ، كَيْفَ تَصْنَعُ فِيهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ "اِذَا اَصَابَ ثَوْبَ اِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ ثُمَّ لِتَنْضِحْهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ لِتُصَلِّ فِيهِ " .

রেওয়ায়ত ১০৩

আসমা বিন্ত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলেন, জনৈক স্ত্রীলোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে প্রশ্ন করিলেন ঃ আমাদের মধ্যে একজনের কাপড়ে ঋতুস্রাবের রক্ত লাগিলে সে কি করিবে ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ তোমাদের কোন স্ত্রীলোকের কাপড়ে হায়েযের রক্ত লাগিলে উহাকে খোঁচাইয়া পানি দ্বারা ধুইয়া ফেলিবে। অতঃপর সেই কাপড়ে নামায পড়িবে।

٢٩- باب : المستحاضة

পরিচ্ছেদ ২৯ ঃ মুস্তাহাযা প্রসঙ্গ

١٠٤- حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ ؛ اَنَّهَا قَالَتْ : قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ اَبِى حُبَيْشٍ : يَارَسُولَ اللّٰهِ ! اِنِّى لاَ اَطْهُرُ ، اَفَاَدَعُ الصَّلاَةُ ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : " اِنَّمَا ذٰلِكَ عِرْقٌ ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ؛ فَاِذَا اَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِى الصَّلاَةَ . فَاِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا ، فَاغْسِلِى الدَّمَ عَنْكِ وَصَلِّى " .

রেওয়ায়ত ১০৪

নবী করীম ﷺ এর সহধর্মিণী 'আয়েশা (রা) বলেন, ফাতিমা বিন্ত আবি হুবাইসা (রা) বলিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি পবিত্র হই না (অর্থাৎ রক্তস্রাব বন্ধ হয় না।) আমি নামায পড়িব কি ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাকে বলিলেন ঃ উহা একটি রোগ (শিরামাত্র), হায়েয নহে। তাই যখন হায়েয আরম্ভ হয় তখন নামায ছাড়িয়া দাও। হায়েযের (দিবসের) পরিমাণ দিন অতিবাহিত হইলে তুমি তোমার রক্ত ধৌত কর, তারপর নামায পড়।

١٠٥ - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ ، زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ ؛ اَنَّ امْرَاَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدِّمَاءَ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ ، فَاسْتَفْتَتْ لَهَا اُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ . فَقَالَ : "لِتَنْظُرْ اِلَى عَدَدِ اللَّيَالِى وَالاَيَّامِ

الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ، قَبْلَ اَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي اَصَابَهَا ، فَلْتَتْرُكَ الصَّلاَةَ قَدْرَ ذٰلِكَ مِنَ الشَّهْرِ فَاِذَا خَلَّفَتْ ذٰلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ ، ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ ، ثُمَّ لِتُصَلِّي .

রেওয়ায়ত ১০৫

নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী উম্মু-সালমা (রা) হইতে বর্ণিত –রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে জনৈকা স্ত্রীলোকের (রক্তস্রাব বন্ধ হইত না), রক্ত প্রবাহিত হইত। তাঁহার সম্পর্কে উম্মু-সালমা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে প্রশ্ন করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ (রক্তস্রাব বন্ধ না হওয়ার) যে রোগে সে আক্রান্ত হইয়াছে, সেই রোগ হওয়ার পূর্বে তাহার কত দিন কত রাত্র প্রতি মাসে হায়েয আসিত সে উহার প্রতি লক্ষ রাখিবে। মাসের সেই কয়দিন ও রাত্রিতে সে নামায পড়িবে না। অতঃপর সেই কয়দিন অতিবাহিত হইলে সে গোসল করিবে, তারপর লজ্জাস্থান কাপড় দিয়া বাঁধিয়া লইবে, তারপর নামায পড়িবে।

١٠٦ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اَبِي سَلَمَةَ ؛ اَنَّهَا رَاَتْ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ ، الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَكَانَتْ تُسْتَحَاضُ ، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي .

রেওয়ায়ত ১০৬

যায়নাব বিন্‌তি আবি সালমা (রা) হইতে বর্ণিত – তিনি আবদুর রহমান ইব্‌ন 'আওফের স্ত্রী (উম্মু-হাবিবা) যায়নাব বিন্‌ত জাহ্‌শ্‌কে দেখিয়াছেন, তাঁহার রক্তস্রাব বন্ধ হইত না, তিনি গোসল করিয়া নামায পড়িতেন।

١٠٧ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سُمَيٍّ ، مَوْلَى اَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ؛ اَنَّ الْقَعْقَاعَ بْنَ حَكِيمٍ ، وَزَيْدَ بْنَ اَسْلَمَ اَرْسَلاَهُ اِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، يَسْاَلُهُ كَيْفَ تَغْتَسِلُ الْمُسْتَحَاضَةُ ؟ فَقَالَ : تَغْتَسِلُ مِنْ طُهْرٍ اِلَى طُهْرٍ ، وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ ، فَاِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ اسْتَثْفَرَتْ .

রেওয়ায়ত ১০৭

কা'কা' (قعقاع) ইব্‌ন হাকিম (র) এবং যায়দ ইব্‌নে আসলাম (র) তাঁহারা উভয়ে সুমাইকে সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র)-এর নিকট পাঠাইলেন মুস্তাহাযা (স্ত্রীলোক) গোসল কিরূপে করিবে এই বিষয়ে তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে। তিনি বলিলেন ঃ এক যোহর হইতে অপর যোহর পর্যন্ত গোসল করিবে এবং প্রত্যেক নামাযের জন্য ওযূ করিবে। আর যদি রক্ত তাঁহার উপর প্রাধান্য লাভ করে (অর্থাৎ অধিক হয়) তবে (রক্ত প্রবাহের স্থানে) কাপড় বাঁধিবে।

١٠٨ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِيهِ ؛ اَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ اِلاَّ اَنْ تَغْتَسِلَ غُسْلاً وَاحِدًا ، ثُمَّ تَتَوَضَّا بَعْدَ ذٰلِكَ لِكُلِّ صَلاَةٍ .

قَالَ يَحْيٰى ، قَالَ مَالِكٌ : الْاَمْرُ عِنْدَنَا اَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ اِذَا صَلَّتْ ، اَنَّ لِزَوْجِهَا اَنْ يُصِيبَهَا . وَكَذٰلِكَ النُّفَسَاءُ ، اِذَا بَلَغَتْ اَقْصٰى مَايُمْسِكُ النِّسَاءَ الدَّمُ ، فَاِنْ رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ ذٰلِكَ ، فَاِنَّهُ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا ؛ وَاِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ.

قَالَ يَحْيٰى ، قَالَ مَالِكٌ : الْاَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمُسْتَحَاضَةِ ، عَلَى حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيهِ . وَهُوَ اَحَبُّ مَا سَمِعْتُ اِلَيَّ فِي ذٰلِكَ .

রেওয়ায়ত ১০৮

হিশাম ইব্নে 'উরওয়াহ্ (عروه) (র) হইতে বর্ণিত – তাঁহার পিতা বলিয়াছেন, মুস্তাহাযার জন্য একবার গোসল করা ব্যতীত অন্য কিছু ওয়াজিব নহে, অতঃপর প্রত্যেক (ফরয) নামাযের জন্য সে ওযূ করিবে।

মালিক (র) বলেন ঃ আমাদের সিদ্ধান্ত হইল– মুস্তাহাযা নামায পড়ার পর তাহার স্বামীর জন্য তাহার সঙ্গে সহবাস করা বৈধ, অনুরূপই নিফাসওয়ালীর (সন্তান প্রসবের পর যে রক্তস্রাব হয় উহাকে নিফাস বলা হয়।) হুকুম। রক্ত স্ত্রীলোকদিগকে (নামায, রোযা ও স্বামীর মিলন হইতে) যতদিন বাধা দিয়া রাখে উহার শেষ সীমায় উপনীত হওয়ার পরও যদি সে রক্ত দেখিতে পায় তবে তখন তাহার স্বামী তাঁহার সহিত মিলিত হইতে পারিবে, কারণ সে স্ত্রীলোক মুস্তাহাযা স্ত্রীলোকের মত।

মালিক (র) বলেন ঃ হিশাম ইব্ন উরওয়াহ (র) তাঁহার পিতা হইতে মুস্তাহাযা সম্পর্কে যে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন, তদনুযায়ী এই বিষয়ে আমরা সিদ্ধান্ত করিয়াছি। এই বিষয়ে আমি যাহা শুনিয়াছি তন্মধ্যে ইহাই আমার মনঃপূত।

٣٠- باب : ماجاء فى بول الصبى

পরিচ্ছেদ ৩০ ঃ দুগ্ধপোষ্য বালকের প্রস্রাব সম্পর্কীয় আহ্কাম

١٠٩- حَدَّثَنِي يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ؛ اَنَّهَا قَالَتْ : اُتِيَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ، بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ ، فَدَعَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِمَاءٍ فَاَتْبَعَهُ اِيَّاهُ .

রেওয়ায়ত ১০৯

নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী 'আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত –তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে একটি শিশুকে আনা হইল। সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাপড়ের উপর প্রস্রাব করিয়া দিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পানি তলব করিলেন এবং প্রস্রাব লাগা কাপড়ের উপর পানি ঢালিয়া দিলেন।

١١٠- وَحَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ ؛ اَنَّهَا اَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيْرٍ ، لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ ، اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ؛ فَاَجْلَسَه فِى حَجْرِهِ ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ ؛ فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَاءٍ ، فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ .

রেওয়ায়ত ১১০

উম্মু-কায়স বিন্‌ত মিহসান (রা) হইতে বর্ণিত – দুগ্ধ ছাড়া অন্য খাদ্য এখনও গ্রহণ করে নাই তাঁহার এমন এক ছোট শিশুকে সঙ্গে লইয়া তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হইলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেই শিশুকে আপন কোলে বসাইলেন। সে তাঁহার কাপড়ের উপর প্রস্রাব করিয়া দিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পানি তলব করিলেন এবং কাপড়ে পানি ছিটাইলেন, উহাকে ধুইলেন না।[১]

٣١- باب : ماجاء فى البول قائما وغيره

পরিচ্ছেদ ৩১ ঃ দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করা প্রসঙ্গে

١١١- حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ ؛ اَنَّهُ قَالَ : دَخَلَ اَعْرَابِيٌّ الْمَسْجِدَ ، فَكَشَفَ عَنْ فَرْجِهِ لِيَبُوْلَ ، فَصَاحَ النَّاسُ بِهِ ، حَتّٰى عَلاَ الصَّوْتُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "اتْرُكُوْهُ" فَتَرَكُوْهُ ، فَبَالَ . ثُمَّ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِذَنُوْبٍ مِنْ مَاءٍ ، فَصُبَّ عَلَى ذٰلِكَ الْمَكَانِ .

রেওয়ায়ত ১১১

ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র) বলেন, জনৈক বেদুইন মসজিদে প্রবেশ করিল, সে প্রস্রাব করার উদ্দেশ্যে লজ্জাস্থান হইতে (কাপড়) খুলিল। লোকজন তাহাকে ধমকাইতে লাগিলেন, ইহাতে লোকের স্বর উচ্চ হইল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ তাহাকে ছাড়িয়া দাও। তাঁহারা সেই লোকটিকে ছাড়িয়া দিলেন। সে প্রস্রাব করিল। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কয়েক ডোল পানি আনার নির্দেশ দিলেন। তারপর উক্ত স্থানে পানি ঢালা হইল।

১. শিশুদের প্রস্রাব নাপাক, তাই ১০৯ রেওয়ায়তে উক্ত হয়েছে ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) শিশুর প্রস্রাব লাগা কাপড়ের উপর পানি ঢালিয়া দিলেন। অতএব ১১০ নং রেওয়ায়তে উল্লিখিত 'উহাকে ধুইলেন না' ইহার অর্থ হইবে, যেহেতু প্রস্রাব শিশুর তাই পানি ছিটাইলেন, নিংড়াইয়া কচলাইয়া ধুইলেন না। –অনুবাদক।

١١٢ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِينَارٍ ؛ اَنَّهُ قَالَ : رَاَيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَبُولُ قَائِمًا .

قَالَ يَحْيٰى : وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ غَسْلِ الْفَرْجِ مِنَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ ، هَلْ جَاءَ فِيهِ اَثَرٌ ؟ فَقَالَ : بَلَغَنِى اَنَّ بَعْضَ مَنْ مَضٰى كَانُوا يَتَوَضَّئُوْنَ مِنَ الْغَائِطِ . وَاَنَا اُحِبُّ اَنْ اَغْسِلَ مِنَ الْبَوْلِ .

রেওয়ায়ত ১১২

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন দীনার (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-কে দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করিতে দেখিয়াছি।[১]

মালিক (র)-কে প্রশ্ন করা হইল প্রস্রাব-পায়খানা হইতে লজ্জাস্থান ধৌত করা সম্পর্কে কোন বর্ণনা (اثر) আসিয়াছে কি ? তিনি বলিলেন ঃ আমি জ্ঞাত হইয়াছি, পূর্বের লোকদের (আনসারদের) মধ্য হইতে কিছুসংখ্যক লোক মলত্যাগের পর মলদ্বার ধৌত করিতেন, আর আমি প্রস্রাব করার পর লজ্জাস্থান ধৌত করা পছন্দ করি।

٣٢– باب : ماجاء فى السواك

পরিচ্ছেদ ৩২ ঃ মিসওয়াকের আহকাম

١١٣– حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ، فِى جُمُعَةٍ مِنَ الْجُمَعِ : " يَامَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ! اِنَّ هٰذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللّٰهُ عِيدًا فَاغْتَسِلُوا . وَمَنْ كَانَ عِنْدَ طِيبٌ فَلاَ يَضُرُّهُ اَنْ يَمَسَّ مِنْهُ . وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ " .

রেওয়ায়ত ১১৩

ইব্‌ন সাব্বাক (র) হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জুম'আসমূহের কোন এক জুম'আয় ইরশাদ করিয়াছেন ঃ (يَا مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِيْنَ) – 'হে মুসলিম সম্প্রদায় ইহা একটি দিবস, যাহাকে আল্লাহ্ ঈদস্বরূপ নির্দিষ্ট করিয়াছেন। তাই তোমরা গোসল কর, আর যাহার নিকট সুগন্ধ দ্রব্য থাকে, সে উহা হইতে স্পর্শ করিলে ক্ষতি নাই। মিসওয়াক ব্যবহার করা তোমাদের কর্তব্য।

١١٤ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ اَبِى الزِّنَادِ ، عَنِ الْاَعْرَجِ ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "لَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِى لاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ " .

১. হানাফী মতানুসারে প্রয়োজন ব্যতীত দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করা মাকরূহ তানযীহ্। –আওজায।

রেওয়ায়ত ১১৪

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত –রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ যদি আমার উম্মতের উপর কঠিন হওয়ার আশংকা না করিতাম, তবে তাহাদিগকে বাধ্যতামূলকভাবে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।

١١٥ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : " لَوْلاَ أَنْ يَشُقَّ عَلَى أُمَّتِهِ لأَمَرَهُمْ بِالسِّوَاكِ ، مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ " .

রেওয়ায়ত ১১৫

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত –তিনি বলিয়াছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যদি উম্মতের উপর কঠিন হওয়ার আশংকা না করিতেন, তবে তাহাদিগকে বাধ্যতামূলকভাবে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতেন।

অধ্যায় ৩

٣- كتاب الصلاة

নামায

١- باب : ماجاء فى النداء للصلاة

পরিচ্ছেদ ১ ঃ নামাযের প্রতি আহবান

١- حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيدٍ ؛ اَنَّهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَرَادَ اَنْ يَتَّخِذَ خَشَبَتَيْنِ ، يُضْرَبُ بِهِمَا لِيَجْتَمِعَ النَّاسُ لِلصَّلاَةِ . فَأُرِىَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ الاَنْصَارِىُّ ، ثُمَّ مِنْ بَنِى الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، خَشَبَتَيْنِ فِى النَّوْمِ . فَقَالَ اِنَّ هَاتَيْنِ لَنَحْوٌ مِمَّا يُرِيدُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَقِيلَ : اَلاَ تُؤَذِّنُونَ لِلصَّلاَةِ ؟ فَاَتَى رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ ، حِينَ اسْتَيْقَظَ ، فَذَكَرَ لَهُ ذٰلِكَ . فَاَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِالاَذَانِ .

রেওয়ায়ত ১

ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র) বলিয়াছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুইটি কাঠ তৈয়ার করাইবার মনস্থ করিয়াছিলেন, যেন একটির দ্বারা অপরটির উপর আঘাত করিয়া ধ্বনি সৃষ্টি করিয়া মানুষকে নামাযের জামাতের উদ্দেশ্যে একত্র করা যায়। অতঃপর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ আনসারী এবং বনি হারিস ইব্‌ন খায্‌রাযী (রা) স্বপ্নে দুইটি কাঠ দেখিতে পাইয়া বলিলেন ঃ এই দুইটি অনুরূপ কাঠই যেরূপ কাঠ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তৈয়ার করাইতে চাহিয়াছেন। তারপর তাঁহাকে বলা হইল ঃ তোমরা নামাযের জন্য আযান দাও না কেন ? ঘুম হইতে জাগার পর তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার স্বপ্নের কথা আরয করিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আযানের জন্য হুকুম দিলেন।

٢ - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِىِّ ، عَنْ اَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ ، قَالَ : "اِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ" .

রেওয়ায়ত ২

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত — রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ যখন তোমরা আযান শোন তখন মুয়ায্‌যিনের অনুরূপ তোমরাও বল।

٣ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سُمَيٍّ ، مَوْلَى ! اَبِي بَكْرِبْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ اَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَافِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْاَوَّلِ ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا اِلاَّ اَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ ، لاَسْتَهَمُوا . وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَافِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا اِلَيْهِ . وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَافِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ".

রেওয়ায়ত ৩

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত – রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ মানুষ যদি জানিত আযান ও প্রথম কাতারে কী (বরকত ও মঙ্গল) রহিয়াছে, তবে উহা পাইবার জন্য লটারী ছাড়া উপায় না থাকিলে তাহারা উহার জন্য লটারী করিত। আর যদি তাহারা জানিত দ্বিপ্রহরের নামাযে (যোহর ও জুম'আয়) প্রথম সময়ে গমনে কী রহিয়াছে তবে তাহার দিকে দ্রুতগতিতে ধাবিত হইত। আর তাঁহারা যদি জানিত 'ইশা ও ফজরের নামাযে কী রহিয়াছে তাহা হইলে উভয় নামাযের জন্য অবশ্যই আসিত, এমনকি হামাগুড়ি দিয়াও।

٤ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ اَبِيهِ ، وَاِسْحَاقَ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ؛ اَنَّهُمَا اَخْبَرَاهُ ، اَنَّهُمَا سَمِعَا اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : "اِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ ، فَلاَ تَأْتُوهَا وَاَنْتُمْ تَسْعَوْنَ . وَأْتُوهَا ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ. فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا . وَمَا فَاتَكُمْ فَاَتِمُّوا . فَاِنَّ اَحَدَكُمْ فِي صَلاَةٍ ، مَاكَانَ يَعْمِدُ اِلَى الصَّلاَةِ " .

রেওয়ায়ত ৪

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ যখন নামাযের ইকামত বলা হয় তখন তাড়া-হুড়া না করিয়া ধীরে সুস্থে আসিবে। অতঃপর জামাতের সঙ্গে যতখানি পাইবে উহা পড়িয়া অবশিষ্ট নামায নিজে নিজে পূরণ করিবে। কেননা তোমাদের কেউ নামাযের উদ্দেশ্যে বাহির হইলে তাহাকে নামাযে গণ্য করা হয়।

٥ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِي صَعْصَعَةَ الْاَنْصَارِيِّ، ثُمَّ الْمَازِنِيِّ ، عَنْ اَبِيهِ ؛ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ : اَنَّ اَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ : اِنِّي اَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ ، فَاِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ ، اَوْبَادِيَتِكَ ؛ فَاَذَّنْتَ بِالصَّلاَةِ ، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ ؛ فَاِنَّهُ "لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلاَ اِنْسٌ ، وَلاَ شَيْءٌ ، اِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" . قَالَ اَبُو سَعِيدٍ : سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ.

রেওয়ায়ত ৫

আবদুর রহমান ইব্‌ন আবি 'সা'সা'আ' আনসারী মাযনী (র) কর্তৃক তাঁহার পিতা হইতে বর্ণিত – আবূ সাঈদ খুদরী (রা) তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন ঃ আমি দেখিতেছি তুমি মাঠ ও বকরীকে ভালবাস। তুমি যখন তোমার বকরীর সঙ্গে থাক অথবা মাঠে থাক এবং নামাযের জন্য আযান দাও তবে তারস্বরে আযান দিও। কারণ আযানের স্বর মানুষ, জিন এবং অন্য যে কেউ শুনিতে পায়, সে মুয়ায্‌যিনের জন্য কিয়ামত দিবসে সাক্ষ্য দিবে।

আবূ সাঈদ (রা) বলিয়াছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হইতে অনুরূপ শুনিয়াছি।

٦- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ اَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْاَعْرَجِ ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "اِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ اَدْبَرَ الشَّيْطَانُ ، لَهُ ضُرَاطٌ ، حَتَّى لاَيَسْمَعَ النِّدَاءَ . فَاِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ اَقْبَلَ . حَتَّى اِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ، اَدْبَرَ. حَتَّى اِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ ، اَقْبَلَ . حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ . يَقُولُ اُذْكُرْ كَذَا ، اُذْكُرْ كَذَا ، لِمَالَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ . حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ اِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى" .

রেওয়ায়ত ৬

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত –রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ নামাযের জন্য আযান দেওয়ার সময় শয়তান সশব্দে বায়ু ছাড়িতে ছাড়িতে পালায়, যেন সে আযানের শব্দ না শোনে। আযান শেষ হইলে সে আবার আসে। ইকামত আরম্ভ হইলে আবার পলায়ন করে। ইকামত বলা শেষ হইলে পুনরায় উপস্থিত হয় এবং 'ওয়াস্‌ওয়াসা' ঢালিয়া নামাযী ব্যক্তি ও তাঁহার অভীষ্ট লক্ষ্যের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে ; যে সকল বিষয় তাহার স্মরণ ছিল না সেই সবের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া সে বলিতে থাকে ঃ অমুক বিষয় স্মরণ কর, অমুক বিষয় স্মরণ কর। ফলে সেই ব্যক্তি কত রাকা'আত নামায পড়িয়াছে উহা পর্যন্ত ভুলিয়া যায়।

٧- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ اَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ؛ اَنَّهُ قَالَ : سَاعَتَانِ يُفْتَحُ لَهُمَا اَبْوَابُ السَّمَاءِ ، وَقَلَّ دَاعٍ تُرَدُّ عَلَيْهِ دَعْوَتُهُ : حَضْرَةُ النِّدَاءِ لِلصَّلاَةِ ، وَالصَّفُّ فِيْ سَبِيلِ اللّٰهِ .

وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ النِّدَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، هَلْ يَكُونُ قَبْلَ اَنْ يَحِلَّ الْوَقْتُ ؟ فَقَالَ : لاَ يَكُونُ اِلاَّ بَعْدَ اَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ .

وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ تَثْنِيَةِ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ ، وَمَتَى يَجِبُ الْقِيَامُ عَلَى النَّاسِ حِينَ تُقَامُ الصَّلاَةُ ؟ فَقَالَ : لَمْ يَبْلُغْنِي فِي النِّدَاءِ وَالْاِقَامَةِ اِلاَّ مَااَدْرَكْتُ النَّاسَ عَلَيْهِ . فَاَمَّا الْاِقَامَةُ ، فَاِنَّهَا لاَ تُثَنَّى وَذٰلِكَ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ اَهْلُ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا . وَاَمَّا قِيَامُ

النَّاسِ ، حِينَ تُقَامُ الصَّلاَةُ ، فَإِنِّى لَمْ اَسْمَعْ فِى ذٰلِكَ بِحَدٍّ يُقَامُ لَهُ . إِلاَّ أَنِّى أَرَى ذٰلِكَ عَلَى قَدْرِ طَاقَةِ النَّاسِ . فَإِنَّ مِنْهُمُ الثَّقِيلَ وَالْخَفِيفَ. وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَكُونُوا كَرَجُلٍ وَاحِدٍ .

وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ قَوْمٍ حُضُورٍ أَرَادُوا أَنْ يَجْمَعُوا الْمَكْتُوبَةَ ، فَأَرَادُوا أَنْ يُقِيمُوا وَلاَ يُؤَذِّنُوا ؟ قَالَ مَالِكٌ : ذٰلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُم . وَإِنَّمَا يَجِبُ النِّدَاءُ فِى مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ الَّتِى تُجْمَعُ فِيهَا الصَّلاَةُ .

وَسُئِلَ مَالِك عَنْ تَسْلِيمِ الْمُؤَذِّنِ عَلَى الإِمَامِ وَدُعَائِهِ إِيَّاهُ لِلصَّلاَةِ ، وَمَنْ أَوَّلُ مَنْ سُلِّمَ عَلَيْهِ ؟ فَقَالَ : لَمْ يَبْلُغْنِى أَنَّ التَّسْلِيمَ كَانَ فِى الزَّمَانِ الأَوَّلِ .

قَالَ يَحْيٰى : وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ مُؤَذِّنٍ أَذَّنَ لِقَوْمٍ ، ثُمَّ انْتَظَرَ هَلْ يَأْتِيهِ أَحَدٌ ، فَلَمْ يَأْتِهِ أَحَدٌ ، فَأَقَامَ الصَّلاَةَ ، وَصَلَّى وَحْدَهُ . ثُمَّ جَاءَ النَّاسُ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ ، أَيُعِيدُ الصَّلاَةَ مَعَهُمْ ؟ قَالَ : لاَ يُعِيدُ الصَّلاَةَ . وَمَنْ جَاءَ بَعْدَ انْصِرَافِهِ، فَلْيُصَلِّ لِنَفْسِهِ وَحْدَهُ.

قَالَ يَحْيٰى : وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ مُؤَذِّنٍ أَذَّنَ لِقَوْمٍ ، ثُمَّ تَنَفَّلَ فَأَرَادُوا أَنْ يُصَلُّوا بِإِقَامَةِ غَيْرِهِ ؟ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِذٰلِكَ . إِقَامَتُهُ ، وَإِقَامَةُ غَيْرِهِ سَوَاءٌ .

قَالَ يَحْيٰى : قَالَ مَالِكٌ : لَمْ تَزَلِ الصُّبْحُ يُنَادَى لَهَا قَبْلَ الْفَجْرِ . فَأَمَّا غَيْرُهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ، فَإِنَّا لَمْ نَرَهَا يُنَادَى لَهَا ، إِلاَّ بَعْدَ أَنْ يَحِلَّ وَقْتُهَا .

রেওয়ায়ত ৭

সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'আদ সায়েদী (রা) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ দুইটি মুহূর্ত এইরূপ আছে সেই সময় অসমানের দরওয়াজা খোলা হয় এবং সেই মুহূর্তদ্বয়ে প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা ক্বচিৎ ফেরত দেওয়া হয়; নামাযের আযানের মুহূর্ত এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের কাতার ঠিক করার মুহূর্ত।

ইয়াহ্‌ইয়া (র) বলিয়াছেন ঃ মালিক (র)-কে প্রশ্ন করা হইল ঃ জুম'আর দিন সময়ের পূর্বে আযান দেওয়া যায় কি ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ না, যায় না। সূর্য পশ্চিম দিকে ঝুঁকিবার পরই আযানের সময় হয়।

ইয়াহ্‌ইয়া (র) বর্ণনা করিয়াছেন– মালিক (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল আযান ও ইকামত-এর (বাক্যগুলি) দুই দুইবার বলা সম্পর্কে এবং ইকামতের সময় মানুষের কোন্ সময় দাঁড়াইতে হইবে সেই সম্পর্কে। তিনি উত্তর দিলেন ঃ আযান ও ইকামতের বিষয় আমি লোকজনকে যে পর্যায়ে পাইয়াছি উহার চাইতে অধিক কিছু আমার নিকট পৌঁছে নাই। ইকামত অবশ্য দুই দুইবার বলিতে নাই। আমাদের শহরের (মদীনা শরীফ) বিজ্ঞ আলিমগণ এই মতই পোষণ করিতেন। ইকামতের সময় দাঁড়াইবার সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন সীমা আমি জ্ঞাত নই। তবে

আমার মতে উহা অনেকটা লোকের শক্তি-সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে। কারণ সব লোক এক রকমের নয়; তাহাদের মধ্যে সবল ও দুর্বল সকল প্রকারের লোকই থাকে।

ইয়াহ্ইয়া (র) হইতে বর্ণিত – মালিক (র)-কে প্রশ্ন করা হইল ঃ যাহারা প্রবাসী নহে বরং মুকীম (স্বদেশে বা বিদেশে শরীয়তসম্মত স্থায়ী বসবাসকারী) তাহারা ফরয নামায জামাত সহকারে আযান ছাড়া শুধু ইকামত বলিয়া পড়িতে চাহিলে–এই বিষয়ে আপনার মত কি ? তিনি বলিলেন ঃ কেবল ইকামত বলিলেও চলিবে। কেননা আযান ওয়াজিব হয় সেই সব মসজিদের জন্য যেসব মসজিদে জামাত অনুষ্ঠিত হয় এবং লোকজনকে নামাযের জন্য আহবান করা হয়।

ইয়াহ্ইয়া (র) হইতে বর্ণিত – মুয়াযযিন কর্তৃক ইমামকে সালাম দেওয়া, নামাযের জন্য তাহাকে আহ্বান করা এবং সর্বপ্রথম কোন আমীরের প্রতি এইরূপ করা হইয়াছিল– এই বিষয়ে মালিক (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন ঃ এইরূপ সালাম দেওয়ার রীতি প্রথম যুগে ছিল বলিয়া আমি অবগত নই।

ইয়াহ্ইয়া (র) হইতে বর্ণিত –মুয়াযযিন আযান দিয়া অপেক্ষা করিল, কিন্তু নামায পড়িতে কেউ আসিল না। অতএব, সে ইকামত বলিয়া একা একাই নামায পড়িল। নামায সমাপ্ত হইলে কিছু লোক আসিল। এক্ষণে সে কি পুনরায় আগন্তুকদের সঙ্গে নামায পড়িবে ? মালিক (র)-এর নিকট এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলিলেন ঃ না, পরে যাহারা আসিবে তাহারা পৃথক পৃথকভাবে নামায পড়িবে।

ইয়াহ্ইয়া (র) হইতে বর্ণিত – মালিক (র) জিজ্ঞাসিত হইলেন ঃ মুয়াযযিন আযান দিবার পর নফল নামায শুরু করিল। লোকজন আসিয়া অন্যের দ্বারা ইকামত বলাইয়া জামাতসহকারে নামায পড়িতে ইচ্ছা করিল, এইরূপ করা চলে কি ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ যায়, ইহা বৈধ। ইকামত বলার ব্যাপারে মুয়াযযিন এবং অন্য ব্যক্তি এক সমান।

ইয়াহ্ইয়া (র) হইতে বর্ণিত – মালিক (র) বলিয়াছেন ঃ ফজরের আযান প্রায়ই 'সুব্হে-সাদিক'-এর আগে দেওয়া হইত। কিন্তু অন্যসব নামাযের আযান আমাদের মতে সময় হওয়ার পর ছাড়া দেওয়া হইত না।

٨ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ الْمُؤَذِّنَ جَاءَ اِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يُؤْذِنُهُ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ ، فَوَجَدَهُ نَائِمًا . فَقَالَ : اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ . فَاَمَرَهُ عُمَرُ اَنْ يَجْعَلَهَا فِى نِدَاءِ الصُّبْحِ .

وَحَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَمِّهِ اَبِى سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ اَبِيهِ ؛ اَنَّهُ قَالَ : مَا اَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا اَدْرَكْتُ عَلَيْهِ النَّاسَ ، اِلاَّ النِّدَاءَ بِالصَّلاَةِ .

রেওয়ায়ত ৮

মালিক (র) বলিয়াছেন, তাঁহার নিকট সংবাদ পৌছিয়াছে যে, ফজরের নামাযের সংবাদ দেওয়ার জন্য মুয়াযযিন উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর নিকট আসিলেন এবং তাঁহাকে নিদ্রিত পাইয়া বলিলেন ঃ

اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ (يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ) .

হযরত উমর (রা) শুনিয়া বাক্যটিকে ফজরের আযানের অন্তর্ভুক্ত করিবার নির্দেশ দিলেন।

মালিক (র)-এর চাচা আবূ সুহায়ল ইব্‌ন মালিক (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন – তিনি বলিয়াছেন ঃ লোকদিগকে (পূর্বযুগে) যেইরূপ পাইয়াছি, এখন নামাযের আযান ব্যতীত আর অন্য কিছুই সেইরূপ দেখিতেছি না।

٩- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ سَمِعَ الْاِقَامَةَ وَهُوَ بِالْبَقِيعِ، فَأَسْرَعَ الْمَشْيَ إِلَى الْمَسْجِدِ .

রেওয়ায়ত ৯

নাফি' (র) বর্ণনা করিয়াছেন– আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) ইকামত শুনিয়া 'বকী' নামক স্থান হইতে মসজিদের দিকে ত্বরিত ধাবিত হইয়াছিলেন।

٢- باب : النِّدَاءِ فِي السَّفَرِ وَعَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

পরিচ্ছেদ ২ ঃ সফরে আযান দেওয়া এবং ওযূ ছাড়া আযান দেওয়া

١٠ – مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ أَذَّنَ بِالصَّلٰوةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ فَقَالَ أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتَ مَطَرٍ يَقُولُ أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ .

রেওয়ায়ত ১০

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত – এক শীতল রজনীতে আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) আযান দিতে নির্দেশ দিলেন। আযানের পর বলিলেন ঃ أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ -তোমরা নিজ নিজ আবাসে নামায পড়। তারপর তিনি বলিলেন ঃ শীতল ও বর্ষণশীলা রজনীতে أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ বলিবার জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুয়াযযিনকে নির্দেশ দিতেন।

١١- مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَايَزِيْدُ عَلَى الْاِقَامَةِ فِي السَّفَرِ إِلَّا فِي الصُّبْحِ فَإِنَّهُ كَانَ يُنَادِي فِيهَا وَيُقِيمُ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَذَانُ لِلْإِمَامِ الَّذِي يَجْتَمِعُ النَّاسُ إِلَيْهِ .

রেওয়ায়ত ১১

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত – আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) সফরে শুধু ইকামত বলিতেন। অবশ্য ফজরের সময় আযান ও ইকামত উভয়ের ব্যবস্থা করা হইত। তিনি বলিতেন ঃ আযান বলিতে হয় সেই ইমামের বেলায় যাঁহার সহিত নামায পড়িবার উদ্দেশ্যে লোকজন একত্রিত হয়।

١٢ – مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ لَهُ إِذَا كُنْتَ فِي سَفَرٍ فَإِنْ شِئْتَ أَنْ

تُؤَذِّنَ وَتُقِيمَ فَعَلْتَ وَاِنْ شِئْتَ فَاَقِمْ وَلاَ تُؤَذِّنْ .

قَالَ يَحْيٰى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : لاَ بَأْسَ اَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَهُوَ رَاكِبٌ .

রেওয়ায়ত ১২

হিশাম ইব্‌ন উরওয়া (র) হইতে বর্ণিত– তাঁহার পিতা বলিয়াছেন ঃ তুমি সফরে থাকিলে ইচ্ছা করিলে আযান ও ইকামত দুইটিই বলিতে পার, আর যদি চাও, আযান না দিয়া কেবল ইকামতও বলিতে পার।

ইয়াহ্‌ইয়া (র) হইতে বর্ণিত– আমি মালিক (র)-কে বলিতে শুনিয়াছি, 'আরোহী' আযান দিলে কোন দোষ নাই।

١٣– وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ; اَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ صَلَّى بِاَرْضٍ فَلاَةٍ ، صَلَّى عَنْ يَمِينِهِ مَلَكٌ وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَكٌ . فَاِذَا اَذَّنَ وَاَقَامَ الصَّلاَةَ اَوْاَقَامَ ، صَلَّى وَرَاءَهُ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ اَمْثَالُ الْجِبَالِ .

রেওয়ায়ত ১৩

ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র) হইতে বর্ণিত– সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মাঠে নামায পড়ে তাঁহার ডাইনে একজন ও বামে একজন ফেরেশ্‌তা নামাযে দাঁড়ান। আর যদি সে আযান ও ইকামত দিয়া নামায পড়ে তবে তাঁহার পিছনে পাহাড় পরিমাণ (বহু) ফেরেশ্‌তা নামাযে শামিল হন।

٣– باب : قدر السحور من النداء

পরিচ্ছেদ ৩ ঃ আযানের পর সাহরী খাওয়া

١٤– حَدَّثَنِي يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ; اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "اِنَّ بِلاَلاً يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يُنَادِيَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ" .

রেওয়ায়ত ১৪

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ বিলাল রাত্রি থাকিতে আযান দেয়। অতএব ইব্‌ন উম্মি-মাকতুম আযান না দেওয়া পর্যন্ত তোমরা পানাহার করিতে পার।

١٥ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ; اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "اِنَّ بِلاَلاً يُنَادِي بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّٰى يُنَادِي ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ" قَالَ : وَكَانَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلاً اَعْمٰى، لاَ يُنَادِي حَتّٰى يُقَالَ لَهُ : اَصْبَحْتَ . اَصْبَحْتَ.

রেওয়ায়ত ১৫

সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ বিলাল রাত (অবশিষ্ট থাকিতে) আযান দেয়। অতঃপর তোমরা পানাহার করিতে থাক যতক্ষণ ইব্‌ন উম্মি মাকতুম আযান না দেয়।

তিনি (রেওয়ায়ত বর্ণনাকারী) বলিয়াছেন ঃ ইব্‌ন উম্মি মাকতুম ছিলেন অন্ধ ব্যক্তি। তাঁহার উদ্দেশ্যে اَصْبَحْتَ اَصْبَحْتَ (ভোর হইয়াছে, ভোর হইয়াছে) না বলা পর্যন্ত তিনি আযান দিতেন না।

٤- باب : افتتاح الصلاة

পরিচ্ছেদ ৪ ঃ নামাযের আরম্ভ

١٦- حَدَّثَنِي يَحْيٰى عَنْ مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ ، كَانَ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ . وَاِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، رَفَعَهُمَا كَذٰلِكَ اَيْضًا. وَقَالَ : "سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ" . وَكَانَ لاَيَفْعَلُ ذٰلِكَ فِي السُّجُودِ .

রেওয়ায়ত ১৬

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নামায আরম্ভ করার সময় উভয় হাত কাঁধ বরাবর তুলিতেন এবং যখন রুকূ হইতে মাথা তুলিতেন তখনও দুই হাত অনুরূপভাবে তুলিতেন এবং বলিতেন ঃ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ অবশ্য সিজদার সময় তিনি হাত উঠাইতেন না।

١٧ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَبِي طَالِبٍ ؛ اَنَّهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي الصَّلاَةِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ . فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ صَلاَتَهُ حَتّٰى لَقِيَ اللّٰهَ .

রেওয়ায়ত ১৭

আলী ইব্‌ন হুসায়ন আলী ইব্‌ন আবি তালিব (র) হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নামাযের মধ্যে যখন নিচের দিক ঝুঁকিতেন ও মাথা উপরে তুলিতেন তখন 'তকবীর' (اَللّٰهُ اَكْبَرُ) বলিতেন। তিনি আল্লাহ্‌র সহিত মিলিত হওয়া পর্যন্ত এইভাবে নামায পড়িয়াছেন।

١٨ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلاَةِ .

রেওয়ায়ত ১৮

সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার (র) হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নামাযে দুই হাত উপরে উঠাইতেন।

١٩ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ، فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَإِذَا انْصَرَفَ ، قَالَ : وَاللّٰهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ .

রেওয়ায়ত ১৯

আবি সালমা ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (র) বর্ণনা করিয়াছেন– আবূ হুরায়রা (রা) তাঁহাদের (শিক্ষাদানের) উদ্দেশ্যে নামায পড়িতেন এবং তিনি যতবার নিচের দিকে ঝুঁকিতেন ও মাথা উপরে তুলিতেন ততবার তকবীর (اَللّٰهُ اَكْبَرُ) বলিতেন। নামায শেষ করার পর তিনি বলিতেন ঃ তোমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নামাযের সঙ্গে আমি অধিকতর সামঞ্জস্য-রক্ষাকরী।

٢٠ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ ، كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ .

وَحَدَّثَنِي يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ . وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، رَفَعَهُمَا دُونَ ذٰلِكَ .

রেওয়ায়ত ২০

সলিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) হইতে বর্ণিত – আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) যখন নিচের দিকে ঝুঁকিতেন ও মাথা উপরে তুলিতেন তখন 'তকবীর' বলিতেন।

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত – আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) নামায আরম্ভ করার সময় উভয় হাত কাঁধ বরাবর তুলিতেন। আর যখন রুকূ হইতে মাথা তুলিতেন তখন দুই হাত কাঁধের একটু নিচ পর্যন্ত তুলিতেন।

٢١ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ، وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُهُمُ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ . قَالَ فَكَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُكَبِّرَ كُلَّمَا خَفَضْنَا وَرَفَعْنَا .

রেওয়ায়ত ২১

আবূ নঈম ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন কায়সান (র) হইতে বর্ণিত – জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) তাঁহাদিগকে নামাযের 'তকবীর' শিক্ষা দিতেন। তিনি আরও বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নিচের দিকে ঝুঁকিবার ও মাথা উপরে তুলিবার সময় 'তকবীর' বলার জন্য তিনি [জাবির (রা)] আমাদিগকে নির্দেশ দিতেন।

٢٢ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ الرَّكْعَةَ فَكَبَّرَ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً ، أَجْزَأَتْ عَنْهُ تِلْكَ التَّكْبِيرَةُ .

قَالَ مَالِكٌ : وَذٰلِكَ اِذَا نَوَى، بِتِلْكَ التَّكْبِيرِ ، افْتِتَاحَ الصَّلَاةِ .

وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الإِمَامِ ، فَنَسِيَ تَكْبِيرَةَ الافْتِتَاحِ ، وَتَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ ، حَتّٰى صَلّٰى رَكْعَةً. ثُمَّ ذَكَرَ اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ الافْتِتَاحِ ، وَلاَ عِنْدَ الرُّكُوعِ . وَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ؟ قَالَ : يَبْتَدِئُ صَلَاتَهُ اَحَبُّ اِلَيَّ. وَلَوْ سَهَامَعَ الاِمَامِ عَنْ تَكْبِيرَةِ الافْتِتَاحِ ، وَكَبَّرَ فِي الرُّكُوعِ الاَوَّلِ ، رَأَيْتُ ذٰلِكَ مُجْزِيًا عَنْهُ ، اِذَا نَوَى بِهَا تَكْبِيرَةَ الافْتِتَاحِ .

قَالَ مَالِكٌ ، فِي الَّذِي يُصَلِّي لِنَفْسِهِ فَنَسِيَ تَكْبِيرَةَ الافْتِتَاحِ : اِنَّهُ يَسْتَأْنِفُ صَلَاتَهُ .

وَقَالَ مَالِكٌ ، فِي اِمَامٍ يَنْسٰى تَكْبِيرَةَ الْاِفْتِتَاحِ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ. قَالَ أَرَى اَنْ يُعِيْدَ وَيُعِيْدُ مَنْ خَلْفَهُ الصَّلَاةَ . وَاِنْ كَانَ مَنْ خَلْفَهُ قَدْ كَبَّرُوا ، فَاِنَّهُم يُعِيدُونَ .

রেওয়ায়ত ২২

মালিক (র) ইব্‌ন শিহাব (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন– তিনি বলিয়াছেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি এক রাকআত নামায পায় এবং একবার তকবীর বলে তাহার জন্য ঐ এক 'তকবীর' যথেষ্ট হইবে।

ইয়াহ্ইয়া (র) মালিক (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন– ঐ এক 'তকবীর'ই যথেষ্ট হইবে যদি সে উক্ত তকবীর দ্বারা 'তকবীর-এ তাহ্‌রীমা'-এর নিয়ত করে।

ইয়াহ্ইয়া (র) হইতে বর্ণিত – মালিক (র)-কে প্রশ্ন করা হইল ঃ এক ব্যক্তি ইমামের সঙ্গে নামাযে শরীক হইল কিন্তু সে 'তববীর-এ তাহ্‌রীমা' ও রুকূর 'তকবীর' বলিতে ভুলিয়া গেল। নামায এক রাকআত পড়ার পর তাঁহার স্মরণ হইল যে, সে 'তাহ্‌রীমা' ও রুকূর তকবীর বলে নাই। অতঃপর দ্বিতীয় রাকআতে সে 'তকবীর' বলিল। তাহার কি করা উচিত ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ সেই ব্যক্তির জন্য নামায শুরু হইতে পুনরায় পড়া আমি ভাল মনে করি। আর যদি কোন ব্যক্তি ইমামের সঙ্গে 'তকবীর'-এ-তাহ্‌রীমা' বলিতে ভুলিয়া যায়, প্রথম রুকূর সময় 'তকবীর' বলে, রুকূর তকবীরের সঙ্গে 'তকবীর-এ-তাহ্‌রীমা'রও নিয়ত করে, তবে আমার মতে উক্ত রুকূর 'তকবীর'ই তাহার জন্য যথেষ্ট হইবে।

ইয়াহ্ইয়া (র) হইতে বর্ণিত – মালিক (র) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি একা একা নামায পড়িতেছে সে 'তকবীর-এ-তাহ্‌রীমা' ভুলিয়া গেলে তাহাকে নামায পুনরায় পড়িতে হইবে।

ইয়াহ্ইয়া (র) হইতে বর্ণিত – মালিক (র) বলিয়াছেন ঃ ইমাম যদি 'তকবীর-এ-তাহ্‌রীমা' বলিতে ভুলিয়া গেলেন এবং নামায সমাপ্ত করিলেন, তবে আমার মতে ইমাম ও 'মুকতাদী' উভয়ের নামায পুনরায় পড়া উচিত, এমন কি মুকতাদীগণ 'তকবীর' বলিয়া থাকিলেও।

٥- باب : القرآءة فى المغرب والعشاء

পরিচ্ছেদ ৫ ঃ মাগরিব ও 'ইশা-এর কিরাআত

٢٣- حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَرَأَ بِالطُّورِ فِى الْمَغْرِبِ .

রেওয়ায়ত ২৩

মুহাম্মদ ইবন যুবায়র ইবন মুত'য়িম (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মাগরিবের নামাযে সূরা [১] (وَالطُّوْرِ) পাঠ করিতেন শুনিয়াছি।

٢٤ - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ- وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا- فَقَالَتْ لَهُ : يَابُنَىَّ ! لَقَدْ ذَكَّرْتَنِى بِقِرَاءَتِكَ هٰذِهِ السُّورَةَ . إِنَّهَا لَآخِرُ مَاسَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُبِهَا فِى الْمَغْرِبِ .

রেওয়ায়ত ২৪

আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত – উম্মুল ফযল বিনত হারিস (রা) তাঁহাকে সূরা[২] (وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا) পাঠ করিতে শুনিয়া বলিয়াছিলেন ঃ হে বৎস! তুমি এই সূরা পাঠ করিয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কথা স্মরণ করাইয়া দিলে। এই সূরাটি সর্বশেষ সূরা যাহা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পবিত্র মুখে মাগরিবের নামাযে পাঠ করিতে আমি শুনিয়াছি।

٢٥ - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِى عُبَيْدٍ ، مَوْلَىٰ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عُبَادَةَ ابْنِ نُسَيٍّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ اللّٰهِ الصُّنَابِحِيِّ قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِى خِلَافَةِ أَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، فَصَلَّيْتُ وَرَاءَهُ الْمَغْرِبَ ، فَقَرَأَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، وَسُورَةٍ سُورَةٍ مِنْ قِصَارِ الْمُفَصَّلِ . ثُمَّ قَامَ فِى الثَّالِثَةِ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنَّ ثِيَابِى لَتَكَادُ أَنْ تَمَسَّ ثِيَابَهُ . فَسَمِعْتُهُ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَبِهٰذِهِ الْآيَةِ - رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ـ

রেওয়ায়ত ২৫

কায়স ইব্ন হারিস (র) আবূ আবদুল্লাহ্ সুনাবিহি (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন– তিনি (আবূ আবদুল্লাহ্ সুনাবিহি) বলিয়াছেন ঃ আমি আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতকালে মদীনায় আগমন করিলাম এবং তাঁহার

১. সূরা ৫২ ২. সূরা ৭৭

ইমামতিতে মাগরিবের নামায পড়িলাম। তিনি প্রথম দুই রাক'আতে সূরা ফাতিহার পর (قِصَارِ مُفَصَّلْ) (কিসার-ই-মুফাস্সাল) হইতে এক রাক'আতে একটি করিয়া সূরা পাঠ করিলেন; তারপর তৃতীয় রাক'আতে দাঁড়াইলেন। আমি তখন তাঁহার এত নিকটবর্তী ছিলাম যে, আমার কাপড় তাঁহার কাপড়কে প্রায় স্পর্শ করিতেছিল। সেই সময় আমি তাঁহাকে সূরা ফাতিহা ও (নিচের) আয়াতটি পাঠ করিতে শুনিয়াছি –

رَبَّنَا لاَتُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ

٢٦ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ اِذَا صَلَّى وَحْدَهُ ، يَقْرَأُ فِى الْاَرْبَعِ جَمِيْعًا . فِى كُلِّ رَكْعَةٍ ، بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ ، وَسُورَةٍ مِنَ الْقُرْاٰنِ . وَكَانَ يَقْرَأُ اَحْيَانًا بِالسُّورَتَيْنِ وَالثَّلاَثِ فِى الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنْ صَلاَةِ الْفَرِيضَةِ. وَيَقْرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ، مِنَ الْمَغْرِبِ كَذٰلِكَ ، بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ وَسُورَةٍ سُوْرَةٍ . [১]

রেওয়ায়ত ২৬

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত – আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) যখন একা নামায পড়িতেন তখন চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযের প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতিহার সঙ্গে একটি সূরা পাঠ করিতেন। আর এমনও হইত যে, ফরয নামাযের এক রাক'আতে দুই-তিনটি সূরা একসাথেও পাঠ করিতেন। আর মাগরিবের নামাযে প্রথম দুই রাক'আতে সূরা ফাতিহার সাথে একটি করিয়া সূরা পড়িতেন।

٢٧ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ الْاَنْصَارِيِّ ، عَنِ الْبَرَاءِ ابْنِ عَازِبٍ ؛ اَنَّهُ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ الْعِشَاءَ ، فَقَرَأَ فِيهَا بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ .

রেওয়ায়ত ২৭

আ'দী ইব্ন সাবিত আনসারী (র) হইতে বর্ণিত – বারা' ইব্ন 'আযির (রা) বলিয়াছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সহিত ইশার নামায পড়িয়াছিলাম। তিনি সেই নামাযে সূরা [২] وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ পড়িয়াছিলেন।

٦– باب : العمل فى القراءة

পরিচ্ছেদ ৬ ঃ কিরাআত সম্পর্কীয় আহকাম

٢٨– حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ ، عَنْ اَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِى طَالِبٍ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ ،

১. 'হে আমাদের প্রতিপালক! সরলপথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্য-লংঘনপ্রবণ করিও না এবং তোমার নিকট হইতে আমাদিগকে করুণা দাও, তুমিই মহাদাতা।' ৩ ঃ ৮

২. সূরা ৯৫

وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ ، وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ .

রেওয়ায়ত ২৮

ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আবদিল্লাহ্ ইব্‌ন হুনায়ন (র) তাঁহার পিতা হইতে তিনি আলী ইব্‌ন আবি তালিব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ قَسِّيٌّ ও مُعَصْفَرْ (পুরুষদিগকে) পরিধান করিতে নিষেধ করিয়াছেন, আরও নিষেধ করিয়াছেন পুরুষদিগকে স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করিতে। রুকূতে কুরআন পাঠ করিতেও তিনি নিষেধ করিয়াছেন। قَسِّيٌّ রেখাযুক্ত এক প্রকার রেশমী বস্ত্র এবং معصفر হলুদ বর্ণের বস্ত্র।

২৯ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ اَبِي حَازِمٍ التَّمَّارِ ، عَنِ الْبَيَاضِيِّ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّونَ ، وَقَدْ عَلَتْ اَصْوَاتُهُمْ بِالْقِرَاءَةِ . فَقَالَ : "اِنَّ الْمُصَلِّيَ يُنَاجِي رَبَّهُ ، فَلْيَنْظُرْ بِمَا يُنَاجِيهِ بِهِ . وَلاَيَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ، بِالْقُرْآنِ" .

রেওয়ায়ত ২৯

আবূ হাযিম তাম্মার (র) কর্তৃক বায়াযী (রা) হইতে বর্ণিত – রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদল লোকের কাছে আগমন করিলেন, সেই সময় তাহারা (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া) নামায পড়িতেছিলেন এবং উচ্চকণ্ঠে কুরআন পড়িতেছিলেন। ইহা দেখিয়া তিনি বলিলেন ঃ নামাযরত ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের সাথে মোনাজাত করে, কাজেই তাহার খেয়াল রাখা উচিত যে, কিরূপে তাহার প্রভুর সহিত আলাপ করিতেছে। আর তোমরা সরবে (নামাযে) কুরআন পাঠে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করিও না।

৩০ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ قَالَ : قُمْتُ وَرَاءَ اَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ . فَكُلُّهُمْ كَانَ لاَيَقْرَاُ– بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ –اِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ .

রেওয়ায়ত ৩০

হুমায়দ-এ তবীল (র) হইতে বর্ণিত – আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলিয়াছেন ঃ আমি আবূ বকর, উমর, উসমান (রা)-এর পশ্চাতে (নামাযে) দাঁড়াইয়াছি। তাঁহাদের কেউই নামায আরম্ভ করার পর بِسْمِ اللّٰهِ (সরবে) পড়িতেন না।

৩১ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَمِّهِ اَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ اَبِيهِ ؛ اَنَّهُ قَالَ : كُنَّا نَسْمَعُ قِرَاءَةَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عِنْدَ دَارِ اَبِي جَهْمٍ ، بِالْبَلاَطِ .

রেওয়ায়ত ৩১

আবূ সুহায়ল ইব্‌ন মালিক (র) কর্তৃক তাঁহার পিতা হইতে বর্ণিত– তিনি বলিয়াছেন ঃ আমরা বলাত (بلاط) নামক স্থানে অবস্থিত আবূ জুহায়মের বাড়ি হইতে উমর (রা)-এর কিরা'আত শুনিতাম।

٣٢ - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ اِذَا فَاتَهُ شَىْءٌ مِنَ الصَّلاَةِ مَعَ الْاِمَامِ ، فِيْمَا جَهَرَ فِيْهِ الْاِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ ؛ اَنَّهُ اِذَا سَلَّمَ الْاِمَامُ ، قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ ، فَقَرَأَ لِنَفْسِهِ فِيْمَا يَقْضِى ، وَجَهَرَ .

وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ رُوْمَانَ ؛ اَنَّهُ قَالَ كُنْتُ اُصَلِّى اِلَى جَانِبِ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ ابْنِ مُطْعِمٍ ، فَيَغْمِزُنِى ، فَاَفْتَحُ عَلَيْهِ ، وَنَحْنُ نُصَلِّى .

রেওয়ায়ত ৩২

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত – আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর নিয়ম ছিল ঃ যে নামাযে ইমাম সরবে কিরা'আত পড়িতেন সেই নামাযে ইমামের সহিত কিছু অংশ ছুটিয়া গেলে ইমাম সালাম ফিরাইবার পর আবদুল্লাহ্ (রা) দাঁড়াইয়া অবশিষ্ট নামায সরবে কিরা'আত সহকারে পড়িতেন।

ইয়াযিদ ইব্ন রূমান (র) হইতে বর্ণিত – তিনি বলিয়াছেন ঃ আমি নাফি' ইব্ন যুবায়র ইব্ন মুত'য়িম-এর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নামায পড়িতাম। তিনি আমাকে হস্ত দ্বারা যখন চাপ দিতেন অর্থাৎ ইশারা করিতেন তখন আমি তাঁহাকে কিরা'আত বলিয়া দিতাম, অথচ আমরা উভয়েই তখন নামাযে।

٧- باب : القراءة فى الصبح

পরিচ্ছেদ ৭ ঃ ফজরের কিরা'আত

٣٣- حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِيْهِ ؛ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ صَلَّى الصُّبْحَ فَقَرَأَ فِيْهَا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ ، فِى الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا .

রেওয়ায়ত ৩৩

হিশাম ইব্ন 'উরওয়া (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন – আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ফজরের নামাযে পড়িলেন. তিনি ফজরের উভয় রাকা'আতে সূরা بقرة পাঠ করিলেন।

٣٤ - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَرْوَةَ ، عَنْ اَبِيْهِ ؛ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَامِرِ ابْنِ رَبِيْعَةَ يَقُوْلُ : صَلَّيْنَا وَرَاءَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الصُّبْحَ. فَقَرَأَ فِيْهَا بِسُوْرَةِ يُوْسُفَ وَسُوْرَةِ الْحَجِّ ، قِرَاءَةً بَطِيْئَةً . فَقُلْتُ : وَاللّٰهِ ، اِذَا ، لَقَدْ كَانَ يَقُوْمُ حِيْنَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ. قَالَ : اَجَلْ .

রেওয়ায়ত ৩৪

হিশাম ইব্ন উরওয়া (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আমির ইব্ন

রবী'আ-কে বলিতে শুনিয়াছেন ঃ আমরা উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর পিছনে ফজরের নামায পড়িয়াছি। তিনি ফজরের নামাযে সূরা [১] يُوْسُفْ ও সূরা [২] اَلْحَجُّ ধীরেসুস্থে পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি (হিশাম-এর পিতা) বলিলেন ঃ তখন তো ফজর হইয়া যাইত অর্থাৎ চতুর্দিক আলোকিত হইয়া উঠিত। তিনি (আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আমির ইব্ন রবী'আ) বলিলেন ঃ হ্যাঁ।

٣٥ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، وَرَبِيعَةِ بْنِ اَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ابْنِ مُحَمَّدٍ ؛ اَنَّ الْفُرَافِصَةَ بْنَ عُمَيْرِ الْحَنَفِى قَالَ : مَا اَخَذْتُ سُوْرَةَ يُوسُفَ اِلاَّ مِنْ قِرَاءَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ اِيَّاهَا ، فِى الصُّبْحِ . مِنْ كَثْرَةِ مَا كَانَ يُرَدِّدُهَا لَنَا .

রেওয়ায়ত ৩৫

কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ (র) হইতে বর্ণিত – ফারাফিসা ইব্ন উমাইর আল-হানাফি (র) বলিয়াছেন ঃ উসমান ইবন আফ্ফান (রা) ফজরের নামাযে প্রায় সূরা 'ইউসূফ' পাঠ করিতেন। তাহার (পুনঃ পুনঃ) তিলাওয়াত হইতেই আমি উক্ত সূরা কণ্ঠস্থ করিয়াছি।

٣٦ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْرَاُ فِى الصُّبْحِ، فِى السَّفَرَ، بِالْعَشْرِ السُّوَرِ الْأُولِ مِنَ الْمُفَصَّلِ . فِى كُلِّ رَكْعَةٍ ؛ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ ، وَسُوْرَةٍ .

রেওয়ায়ত ৩৬

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত – আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) ফজরের নামাযে مُفَصَّلْ -এর প্রথম দশটি সূরা হইতে পাঠ করিতেন; প্রতি রাক'আতে 'উম্মুল কুরআন' (ফাতিহা) এবং একটি সূরা।

٨– باب : ماجاء فى أم القرآن

পরিচ্ছেদ ৮ ঃ উম্মুল কুরআন প্রসঙ্গ

٣٧– حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْقُوْبَ ، اَنَّ اَبَا سَعِيْدٍ ، مَوْلَى عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ ؛ اَخْبَرَهُ : اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَادَى اُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ وَهُوَ يُصَلِّى . فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ لَحِقَهُ . فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَهُ عَلَى يَدِهِ وَهُوَ يُرِيدُ اَنْ يَخْرُجَ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ : "اِنِّى لَاَرْجُو اَنْ لاَ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ

১. সূরা ১২
২. সূরা ২২

حَتَّى تَعْلَمَ سُورَةً : مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فِي التَّوْرَاةِ ، وَلاَ فِي الْإِنْجِيلِ ، وَلاَ فِي الْقُرْآنِ ، مِثْلَهَا". قَالَ أُبَيٌّ : فَجَعَلْتُ أُبْطِئُ فِي الْمَشْيِ ، رَجَاءَ ذٰلِكَ. ثُمَّ قُلْتُ : يَارَسُولَ اللّٰهِ ! السُّورَةَ الَّتِي وَعَدْتَنِي. قَالَ : "كَيْفَ تَقْرَأُ إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلاَةَ ؟" قَالَ : فَقَرَأْتُ - الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى آخِرِهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : هِيَ هٰذِهِ السُّورَةُ . وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ ، الَّذِي أُعْطِيتُ" .

রেওয়ায়ত ৩৭

'আলী ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়াকূব (র) হইতে বর্ণিত – "আমির ইব্‌ন কুরায়য'-এর 'মাওলা' আবূ সাঈদ (র) তাঁহার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা)-কে ডাকিলেন, তখন তিনি নামায পড়িতেছিলেন। নামায শেষ করিয়া তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সমীপে হাযির হইলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আপন হাত তাঁহার হাতের উপর রাখিলেন, তখন তিনি (উবাই ইব্‌ন কা'ব) মসজিদের দরজা দিয়া বাহির হইতে চাহিতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাকে বলিলেন ঃ আমার ইচ্ছা যে, তুমি একটি সূরা জ্ঞাত না হইয়া মসজিদ হইতে বাহির হইবে না। সূরাটি এইরূপ যে, উহার সমতুল্য কোন সূরা 'তওরীত', 'ইনযীল' এমন কি খোদ 'কুরআন শরীফে'ও অবতীর্ণ হয় নাই। উবাই (রা) বলিলেন ঃ ইহা শুনিয়া সূরাটি জানিবার বাসনায় আমি ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলাম। অতঃপর আমি বলিলাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যেই সূরাটি জ্ঞাত করাইবার বিষয় আপনি আমাকে বলিয়াছেন, তাহা কোন্ সূরা ? তিনি বলিলেন ঃ তুমি নামায আরম্ভ করার পর কিরূপে কিরা'আত পড় ? উবাই (রা) বলেন ঃ আমি সূরা ফাতিহা اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ হইতে শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ ইহাই সেই সূরা। (যে সূরার কথা বলিয়াছিলাম) এ সূরার নামই[১] سَبْعِ مَثَانِىْ وَالْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ যাহা আমাকে প্রদান করা হইয়াছে।

٣٨ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ ، وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُولُ : مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، فَلَمْ يُصَلِّ . إِلاَّ وَرَاءَ الْإِمَامِ .

রেওয়ায়ত ৩৮

আবূ নুয়ায়ম ওহ্‌ব ইব্‌ন কায়সান (র) হইতে বর্ণিত – তিনি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি এমন এক রাক'আত নামায পড়িয়াছে যাহাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করে নাই তাহার নামায হয় নাই, অবশ্য যদি সেই ব্যক্তি ইমামের পশ্চাতে (নামায পড়িয়া) থাকে (তবে তাহার নামায শুদ্ধ হইয়াছে)।

٩- باب :القراءة خلف الامام فيما لايجهر فيه بالقراءة

পরিচ্ছেদ ৯ ঃ নীরবে যে নামাযে কিরা'আত পড়া হয় সেই নামাযে ইমামের পিছনে কুরআন পড়া

٣٩- حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْقُوبَ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ

১. সাব্‌ই-মাসানী –সূরা ফাতিহার সাত আয়াত যাহা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়। কুরআনুল আযীম অর্থ মহা কুরআন।

أَبَا السَّائِبِ ، مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ : " مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ . هِيَ خِدَاجٌ . هِيَ خِدَاجٌ . غَيْرُ تَمَامٍ" قَالَ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ! إِنِّي أَحْيَانًا أَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ . قَالَ فَغَمَزَ ذِرَاعِي ، ثُمَّ قَالَ : اقْرَأ بِهَا فِي نَفْسِكَ يَا فَارِسِيُّ . فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ : "قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ ، فَنِصْفُهَا وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي . وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ" قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : "اقْرَؤُا . يَقُولُ الْعَبْدُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ . يَقُولُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : حَمِدَنِي عَبْدِي . وَيَقُولُ الْعَبْدُ : الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . يَقُوْلُ اللّٰهُ : أَثْنَىٰ عَلَيَّ عَبْدِي . وَيَقُولُ الْعَبْدُ : مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ . يَقُولُ اللّٰهُ : مَجَّدَنِي عَبْدِي . يَقُولُ الْعَبْدُ : إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ . فَهٰذِهِ الْآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَاسَأَلَ . يَقُولُ الْعَبْدُ : اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ . فَهٰؤُلَاءِ لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ" .

রেওয়ায়ত ৩৯

আবুস সায়িব 'মাওলা' হিশাম ইব্‌ন যুহরা (র) হইতে বর্ণিত – তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-কে এইরূপ বর্ণনা করিতে শুনিয়াছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি নামায পড়িয়াছে, কিন্তু সে নামাযে 'উম্মুল কুরআন' পড়ে নাই, তাহার নামায অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ– না-তামাম।

আবুস সায়িব (র) বলিলেন ঃ আমি প্রশ্ন করিলাম ঃ হে আবূ হুরায়রা (রা)! আমি অনেক সময় ইমামের পিছনে (নামায পড়িয়া) থাকি (তখন কিভাবে পড়িব ?)। তিনি আমার বাজুতে চিম্‌টি কাটিয়া বলিলেন ঃ হে পারস্যের অধিবাসী! তুমি উহা মনে মনে পড়। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন– আমি নামাযকে (সূরা ফাতিহাকে) আমার বান্দা ও আমার মধ্যে আধা-আধি ভাগ করিয়াছি। উহার অর্ধেক আমার, অর্ধেক আমার বান্দার। আর আমার বান্দার জন্য তাহাই যাহা সে চায়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ তোমরা পাঠ কর;

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ .

(বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য সমস্ত প্রশংসা), আল্লাহ্ (ইহার উত্তরে) বলেন ঃ আমার বান্দা আমার প্রশংসা করিয়াছে। বান্দা বলে ঃ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু) আল্লাহ্ বলেন ঃ আমার বান্দা আমার গুণ বর্ণনা করিয়াছে। বান্দা বলে– مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ (কর্মফল দিবসের মালিক), আল্লাহ্ বলেন ঃ আমার বান্দা আমার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করিয়াছে। বান্দা বলে ঃ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ (আমরা

শুধু তোমারই ইবাদত করি, শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি), আল্লাহ্ বলেন ঃ এই আয়াতটি আমার ও আমার বান্দার মধ্যে আধা-আধি বিভক্ত। আর আমার বান্দার জন্য তাহাই যাহা সে চায়। বান্দা বলে ঃ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ .

(আমাদিগকে সরলপথ প্রদর্শন কর, যাহাদিগকে তুমি অনুগ্রহ দান করিয়াছ, যাহারা ক্রোধ-নিপতিত নহে, পথভ্রষ্ট নহে।) আল্লাহ্ বলেন ঃ এই আয়াতগুলি আমার বান্দারই। (অর্থাৎ এই প্রার্থনা আমার বান্দার পক্ষ হইতে) এবং তাহার জন্য উহা যাহা সে চায়।

٤٠ - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِيْهِ ؛ اَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْاِمَامِ ، فِيْمَا لاَيَجْهَرُ فِيْهِ الْاِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ .

রেওয়ায়ত ৪০

হিশাম ইব্ন উরওয়া (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ ইমাম যে সকল নামাযে নীরবে কিরাআত পড়িতেন সেই নামাযে তিনি ইমামের পিছনে কিরাআত পড়িতেন।

٤١ - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ؛ وَعَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ؛ اَنَّ الْقَاسِمَ ابْنَ مُحَمَّدٍ كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْاِمَامِ فِيْمَا لاَيَجْهَرُ فِيْهِ الْاِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ .

রেওয়ায়ত ৪১

কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ (র) যেসব নামাযে ইমাম কিরাআত সরবে পড়িতেন না সেসব নামাযে ইমামের পিছনে কিরাআত পড়িতেন।

٤٢ - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ رُوْمَانَ ؛ اَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْاِمَامِ فِيْمَا لاَ يَجْهَرُ فِيْهِ بِالْقِرَاءَةِ .

قَالَ مَالِكٌ : وَذٰلِكَ اَحَبُّ مَا سَمِعْتُ اِلَىَّ فِى ذٰلِكَ .

রেওয়ায়ত ৪২

মালিক (র) য়াযিদ ইব্ন রূমান (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ যেসব নামাযে ইমাম সরবে কিরাআত পড়িতেন না সেই সব নামাযে নাফি' ইব্ন জুবায়র ইব্ন মুত্য়িম্ (র) ইমামের পিছনে কিরাআত পড়িতেন।

ইয়াহ্ইয়া (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, মালিক (র) বলিয়াছেন— এই বিষয়ে আমি যাহা শুনিয়াছি তন্মধ্যে ইহাই আমার মনঃপূত।

١٠- باب : ترك القراءة خلف الامام فيما جهر فيه

পরিচ্ছেদ ১০ ঃ যাহ্‌রী নামাযে ইমামের পিছনে কিরাআত পড়া হইতে বিরত থাকা

٤٣- حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ اِذَا سُئِلَ هَلْ يَقْرَأُ اَحَدٌ خَلْفَ الْاِمَامِ ؟ قَالَ : اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ خَلْفَ الْاِمَامِ فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الْاِمَامِ . وَاِذَا صَلّٰى وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأْ .

قَالَ : وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ لَايَقْرَأُ خَلْفَ الْاِمَامِ .

قَالَ يَحْيٰى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُوْلُ : اَلْاَمْرُ عِنْدَنَا اَنْ يَقْرَأَ الرَّجُلُ وَرَاءَ الْاِمَامِ ، فِيْمَا لَايَجْهَرُ فِيْهِ الْاِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ ؛ وَيَتْرُكُ الْقِرَاءَةَ فِيْمَا يَجْهَرُ فِيْهِ الْاِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ

রেওয়ায়ত ৪৩

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত – আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-কে প্রশ্ন করা হইত, ইমামের পিছনে কেউ কুরআন পাঠ করিবে কি ? তিনি বলিতেন ঃ তোমাদের কেউ যখন ইমামের পিছনে নামায পড়ে তখন ইমামের কিরাআতই তাহার জন্য যথেষ্ট। আর একা নামায পড়িলে অবশ্য কুরআন পাঠ করিবে। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) নিজেও ইমামের পিছনে কুরআন পাঠ করিতেন না।

ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন ঃ আমি মালিক (র)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ আমার মতে যেসব নামাযে ইমাম সরবে কুরআন পাঠ করেন সেসব নামাযে মুক্তাদিগণ কিরাআত হইতে বিরত থাকিবেন। আর যেসব নামাযে ইমাম নীরবে কুরআন পাঠ করেন সেসব নামাযে তাঁহারা কুরআন পাঠ করিবেন।[১]

٤٤ - وَحَدَّثَنِي يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ اُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ : "هَلْ قَرَأَ مَعِي مِنْكُمْ اَحَدٌ اٰنِفًا" فَقَالَ رَجُلٌ : نَعَمْ . اَنَا يَارَسُولَ اللّٰهِ. قَالَ، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : "اِنِّي اَقُولُ مَالِي اُنَازِعُ الْقُرْاٰنَ" فَانْتَهٰى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ ، فِيمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِالْقِرَاءَةِ ، حِيْنَ سَمِعُوا ذٰلِكَ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ .

রেওয়ায়ত ৪৪

ইব্‌ন উকায়মা লায়সী (র) আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সরবে কুরআন পাঠ করা হইয়াছে এমন একটি নামায সমাপ্ত করিলেন। অতঃপর বলিলেন ঃ তোমাদের কেউ এখন (নামাযে) আমার

১. যেসব নামাযে সরবে কুরআন পাঠ করা হয়, যেমন ফজর, মাগরিব, ইশা, জুমু'আ ইত্যাদি, সেসব নামাযকে 'যাহরী' নামায বলা হয়। আর যে সকল নামাযে নীরবে কিরাআত পড়া হয় সে সকল নামাযকে 'সিররী' নামায বলা হয়।

সাথে কুরআন পড়িয়াছ কি ? উত্তরে এক ব্যক্তি বলিল ঃ হ্যাঁ, আমি পড়িয়াছিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আবূ হুরায়রা (রা) বলিলেন ঃ ইহার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ আমি (মনে মনে) বলিতেছিলাম, আমার কী হইল, কুরআন পাঠে আমার সাথে মুকাবিলা করা হইতেছে কেন! ইহা শুনিয়া লোকেরা (নামাযে ইমামের পিছনে) কুরআন পড়া হইতে বিরত হইলেন। যে নামাযে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সরবে কুরআন পাঠ করিয়াছিলেন, সেইরূপ নামাযেই তিনি (কোন সাহাবী কর্তৃক কুরআন পড়িতে) শুনিয়াছিলেন।

١١- باب : ماجاء فى التأمين خلف الامام

পরিচ্ছেদ ১১ ঃ ইমামের পিছনে 'আমীন' বলা

حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَاَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ؛ اَنَّهُمَا اَخْبَرَاهُ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ؛ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "اِذَا اَمَّنَ الْاِمَامُ فَاَمِّنُوْا ، فَاِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِيْنُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" .

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ "اٰمِيْنَ" .

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত – রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ যখন ইমাম 'আমীন' (اٰمين) বলেন তখন তোমরাও 'আমীন' বল। কেননা যাহার 'আমীন' ফেরেশ্‌তাদের 'আমীন'-এর সহিত একত্রে উচ্চারিত হয় তাহার পূর্বের গুনাহ্ মাফ করা হয়।

ইব্‌ন শিহাব (র) (এই হাদীসের একজন রাবী) বলিয়াছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিতেন, 'আমীন'।

٤٥ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سُمَيٍّ ، مَوْلٰى اَبِى بَكْرٍ، عَنْ اَبِى صَالِحٍ السَّمَّانِ ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ؛ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : " اِذَا قَالَ الْاِمَامُ – غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ – فَقُوْلُو : اٰمِيْنَ . فَاِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" .

রেওয়ায়ত ৪৫

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত – রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ ইমাম যখন غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ বলিবেন তখন তোমরা 'আমীন' বলিও। যাঁহার বাক্য ফেরেশতাদের (আমীন) বাক্যের সহিত মিলিত হইবে তাহার পূর্বের গুনাহ্ মাফ করা হইবে।

٤٦ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ؛ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "اِذَا قَالَ اَحَدُكُمْ : اٰمِينَ وَقَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ فِى السَّمَاءِ : آمِينَ

فَوَافَقَتْ اِحْدَاهُمَا الْأُخْرٰى ، غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" .

রেওয়ায়ত ৪৬

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত – রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ 'আমীন' বলে তখন আসমানের ফেরেশতাগণও 'আমীন' বলেন। ফলে যদি এক আমীন (যাহা তোমাদের কেউ বলিয়াছে) দ্বিতীয় 'আমীন'-এর সাথে (যাহা ফেরেশতাগণ বলিয়াছেন) মিলিত হয় তবে তাহার পূর্বের সকল গুনাহ্ ক্ষমা করা হয়।

٤٧ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سُمَيٍّ ، مَوْلَى اَبِى بَكْرٍ ، عَنْ اَبِى صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "اِذَا قَالَ الْاِمَامُ : سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ . فَقُولُوا : اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ . فَاِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ ؛ غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" .

রেওয়ায়ত ৪৭

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত – 'রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ ইমাম سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলিলে তোমরা বলিবে اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ কেননা যাহার বাক্য ফেরেশতাদের বাক্যের সহিত মিলিত হয় তাহার পূর্বের পাপসমূহ মাফ করা হয়।

١٢– باب : العمل فى الجلوس فى الصلاة

পরিচ্ছেদ ১২ ঃ নামাযে বসা প্রসঙ্গ

٤٨ – حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ اَبِى مَرْيَمَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُعَاوِيِّ ؛ اَنَّهُ قَالَ : رَاٰنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَاَنَا اَعْبَثُ بِالْحَصْبَاءِ فِى الصَّلاَةِ . فَلَمَّا انْصَرَفْتُ نَهَانِى . وَقَالَ : اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُ . فَقُلْتُ : وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُ ؟ قَالَ : كَانَ اِذَا جَلَسَ فِى الصَّلاَةِ، وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنٰى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى ، وَقَبَضَ اَصَابِعَهُ كُلَّهَا . وَاَشَارَ بِاَصْبُعِهِ الَّتِى تَلِى الْاِبْهَامَ ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرٰى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى . وَقَالَ : هٰكَذَا كَانَ يَفْعَلُ .

রেওয়ায়ত ৪৮

মুসলিম ইব্‌ন আবূ মার্‌ইয়াম্ (র) আলী ইব্‌ন আবদুর রহমান মু'আবী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) আমাকে দেখিলেন, আমি ছোট ছোট কংকর লইয়া নামাযে খেলিতেছি। আমি নামায পড়িয়া ফিরিলে তিনি আমাকে এইরূপ করিতে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

(নামাযে) যেরূপ করিয়াছেন তুমিও সেইরূপ করিবে। আমি (আলী ইব্ন আবদুর রহমান) বলিলাম ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিরূপ করিতেন ? তিনি (আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর) বলিলেন ঃ 'আত্তাহিয়্যাতু' পড়ার জন্য নামাযে যখন বসিতেন, তখন তিনি ডান করতল ডান উরুর উপর রাখিতেন এবং হাতের আঙুলগুলি সংকুচিত করিয়া নিতেন। অতঃপর ইবহাম-এর (ابهام) (বৃদ্ধাঙ্গুলির পার্শ্বপর্তী আঙুল) দ্বারা ইশারা করিতেন এবং বাম করতলকে বাম উরুর উপর রাখিতেন, তিনি তারপর বলিলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এইরূপই করিতেন।

٤٩ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ ، اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ ، وَصَلَّى اِلَى جَنْبِهِ رَجُلٌ . فَلَمَّا جَلَسَ الرَّجُلُ فِي اَرْبَعٍ ، تَرَبَّعَ وَثَنَىٰ رِجْلَيْهِ . فَلَمَّا اَنْصَرَفَ عَبْدُ اللّٰهِ ، عَابَ ذٰلِكَ عَلَيْهِ . فَقَالَ الرَّجُلُ : فَاِنَّكَ تَفْعَلُ ذٰلِكَ . فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ : فَاِنِّي اَشْتَكِي .

রেওয়ায়ত ৪৯

আবদুল্লাহ্ ইব্ন দীনার (র) আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে শুনিয়াছেন যে, তাঁহার পার্শ্বে এক ব্যক্তি নামায পড়িলেন। যখন তিনি চার রাক'আতের পর বসিলেন তখন পিঁড়িতে বসার মত বসিলেন। পা দুইটি বিছাইয়া দিলেন। নামায সমাপ্ত করার পর আবদুল্লাহ্ (রা) তাঁহাকে এইরূপ বসার জন্য দোষারোপ করিলেন। ঐ ব্যক্তি বলিলেন ঃ আপনি যে এইরূপভাবে বসেন! আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলিলেন ঃ আমার রোগ আছে।

٥٠ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ ؛ اَنَّهُ رَاَى عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَرْجِعُ فِي سَجْدَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ ، عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ . فَلَمَّا انْصَرَفَ ذَكَرَلَهُ ذٰلِكَ . فَقَالَ : اِنَّهَا لَيْسَتْ سُنَّةَ الصَّلَاةِ . وَاِنَّمَا اَفْعَلُ هٰذَا مِنْ اَجْلِ اَنِّي اَشْتَكِي .

রেওয়ায়ত ৫০

মুগীরা ইব্ন হাকীম (র) হইতে বর্ণিত – তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-কে দুই সিজদার মাজখানে তাঁহার উভয় পায়ের গোড়ালির উপর বসিতে দেখিয়াছেন। নামায শেষ করার পর তাঁহার নিকট এ বিষয়ে উত্থাপন করা হইলে, তিনি বলিলেন ঃ ইহা নামাযের সুন্নত নহে। আমি অসুস্থতার কারণে এইভাবে বসি।

٥١ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلَاةِ اِذَا جَلَسَ . قَالَ فَفَعَلْتُهُ وَاَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيْثُ السِّنِّ . فَنَهَانِي عَبْدُ اللّٰهِ . وَقَالَ : اِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلَاةِ اَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنٰى وَتَثْنِي رِجْلَكَ الْيُسْرٰى. فَقُلْتُ لَهُ : فَاِنَّكَ تَفْعَلُ ذٰلِكَ . فَقَالَ : اِنَّ رِجْلَيَّ لَا تَحْمِلَانِّي .

রেওয়ায়ত ৫১

আবদুর রহমান ইব্‌ন কাসিম (র) হইতে বর্ণিত – আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (র) তাঁহার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-কে নামাযে বসাকালে পিঁড়িতে বসার মত (চার জানু) হইয়া বসিতে দেখিতেন। তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ আমিও (উহা দেখিয়া) সেইভাবে বসিলাম। তখন আমি তরুণ। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) আমাকে (এইভাবে বসিতে) নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন ঃ নামাযের সুন্নত হইতেছে ডান পা খাড়া রাখিয়া বাম পা বিছাইয়া দেওয়া। আমি বলিয়া উঠিলাম ঃ আপনি যে এইরূপ করেন (পিঁড়িতে বসার মত বসেন)? তিনি বলিলেন ঃ আমার পদদ্বয় (বসিবার সময়) আমার ভার বহন করিতে অক্ষম।

৫২ – وَحَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَرَاهُمُ الْجُلُوْسَ فِى التَّشَهُّدِ. فَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى وَثَنٰى رِجْلَهُ الْيُسْرٰى ، وَجَلَسَ عَلَى وَرِكِهِ الْاَيْسَرِ، وَلَمْ يَجْلِسْ عَلَى قَدَمِهِ. ثُمَّ قَالَ : أَرَانِى هٰذَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، وَحَدَّثَنِى أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ .

রেওয়ায়ত ৫২

ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র) বলিয়াছেন ঃ কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) 'আমাদিগকে 'আত্তাহিয়্যাতু' (اَلتَّحِيَّاتُ) পড়ার সময় বসার নিয়ম দেখাইলেন। তিনি ডান পা খাড়া রাখিলেন এবং বাম পা বিছাইয়া দিলেন। পায়ের উপর না বসিয়া বাম নিতম্বের উপর বসিলেন। অতঃপর বলিলেন ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (র) আমাকে বসার এইরূপ পদ্ধতি দেখাইয়াছেন এবং তিনি বলিয়াছেন ঃ তাঁহার পিতা এইরূপ করিতেন।

١٣– بَاب : التشهد فى الصلاة

পরিচ্ছেদ ১৩ ঃ তাশাহ্হুদ

৫৩ – حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ ؛ اَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، يُعَلِّمُ النَّاسَ التَّشَهُّدَ . يَقُولُ : قُولُوا : اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ ، الزَّاكِيَاتُ لِلّٰهِ ، الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ ؛ السَّلَامُ عَلَيْكَ ايُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ . اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ . اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ . وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

রেওয়ায়ত ৫৩

আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুল কারী (র) হইতে বর্ণিত – তিনি উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে মিম্বরে আরোহণ করিয়া লোকদিগকে তাশাহ্হুদ তা'লীম দিতে শুনিয়াছেন।

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ ، الزَّاكِيَاتُ لِلّٰهِ ، الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ ؛ السَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ . اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ . اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ . وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .

তিনি বলিতেন ঃ তোমরা আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহিয্ যাকিয়াতু লিল্লাহিত্ তায়্যিবাতু' আস্‌সালাওয়াতু লিল্লাহি আস্‌সালামু আলাইকা আইয়ুহান্‌নাবিয়্যু ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আস্‌সালামু 'আলাইনা ও'আলা ইবাদিল্লাহিস্ সালিহিনা আশহাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসূলুহু।

٥٤ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ كَانَ يَتَشَهَّدُ فَيَقُولُ : بِسْمِ اللّٰهِ ، التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ ، الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ ، الزَّاكِيَاتُ لِلّٰهِ ، السَّلاَمُ عَلَى النَّبِىِّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ . السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ . شَهِدْتُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ، شَهِدْتُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ . يَقُولُ هٰذَا فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُولَيَيْنِ . وَيَدْعُو ، اِذَا قَضٰى تَشَهُّدَهُ ، بِمَا بَدَالَهُ . فَاِذَا جَلَسَ فِى اٰخِرِ صَلاَتِهِ ، تَشَهَّدَ كَذٰلِكَ اَيْضًا . اِلاَّ اَنَّهُ يُقَدِّمُ التَّشَهُّدَ ، ثُمَّ يَدْعُو بِمَا بَدَالَهُ . فَاِذَا قَضٰى تَشَهُّدَهُ ، وَاَرَادَ اَنْ يُسَلِّمَ ، قَالَ : اَلسَّلاَمُ عَلَى النَّبِىِّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ . السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ . السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ . عَنْ يَمِيْنِهِ ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى الْاِمَامِ . فَاِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ اَحَدٌ عَنْ يَسَارِهِ ، رَدَّ عَلَيْهِ .

রেওয়ায়ত ৫৪

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত – আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) তাশাহ্‌হুদ এইরূপ পড়িতেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ ، اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ ، الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ ، الزَّاكِيَاتُ لِلّٰهِ ، السَّلاَمُ عَلَى النَّبِىِّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ . السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ . شَهِدْتُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ، شَهِدْتُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ .

'বিসমিল্লাহি আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি আস্‌সালাওয়াতু লিল্লাহি আয্‌যাকিয়াতু লিল্লাহি, আস্‌সালামু আলান্‌নাবিয়্যি ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আস্‌সালামু আলাইনা ও'আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন। শাহিদ্‌তু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু শাহিদ্‌তু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্।

প্রথম দুই রাক'আতের পর তিনি উক্ত তাশাহ্‌হুদ পাঠ করিতেন। তাশাহ্‌হুদ পাঠ সমাপ্ত করিয়া তাঁহার পছন্দ-মত দু'আ পাঠ করিতেন। নামাযের সর্বশেষ রাক'আতে যখন বসিতেন তখনও অনুরূপ তাশাহ্‌হুদ পড়িতেন।

অবশ্য তিনি তাশাহ্হুদ আগে পাঠ করিয়া পরে যাহা ইচ্ছা দু'আ পাঠ করিতেন। তারপর তাশাহ্হুদ পড়ার পর সালাম-এর ইচ্ছা করিলে বলিতেন ঃ

اَلسَّلاَمُ عَلَى النَّبِىِّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ . السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ . السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ .

প্রথমে ডান দিকে, তারপর ইমামের প্রতি অর্থাৎ সামনের দিকে সালাম দিতেন। অতঃপর কেউ বাম দিক হইতে সালাম দিলে উহার উত্তর দিতেন।

٥٥ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ ؛ اَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ ، اِذَا تَشَهَّدَتْ : اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ الزَّكِيَاتُ لِلّٰهِ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ . وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . السَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ . السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ . السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ .

রেওয়ায়ত ৫৫

আবদুর রহমান ইব্ন কাসিম (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন– নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী 'আয়েশা (রা) তাশাহ্হুদ পড়ার সময় বলিতেন ঃ

اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ الزَّكِيَاتُ لِلّٰهِ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ . وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . السَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ . السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ . السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ .

٥٦ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْاَنْصَارِىِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، اَنَّهُ اَخْبَرَهُ ؛ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ ، كَانَتْ تَقُولُ ، اِذَا تَشَهَّدَتْ : التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ لِلّٰهِ . اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ . وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُولُهُ. السَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ . السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ . السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ .

وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ، وَنَافِعًا ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ؛ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْاِمَامِ فِى الصَّلاَةِ . وَقَدْ سَبَقَهُ الْاِمَامُ بِرَكْعَةٍ . اَيَتَشَهَّدُ مَعَهُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ

وَالْاَرْبَعِ ، وَاِنْ كَانَ ذٰلِكَ لَهُ وِتْرًا ؟ فَقَالَ : لِيَتَشَهَّدْ مَعَهُ .

قَالَ مَالِكٌ : وَهُوَ الْاَمْرُ عِنْدَنَا .

রেওয়ায়ত ৫৬

ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র) হইতে বর্ণিত – কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ তাঁহাকে বলিলেন যে, নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী 'আয়েশা (রা) তাশাহ্হুদ পড়ার সময় বলিতেন ঃ

اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ الزَّكِيَاتُ لِلّٰهِ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ . وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ . السَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ . السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ . السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ .

মালিক (র) হইতে বর্ণিত – তিনি ইব্‌ন শিহাব ও নাফি' (مولى ابن عمر) (র)-এর নিকট প্রশ্ন করিয়াছেন ঃ এক ব্যক্তি জামাতে শামিল হইল, ইতিপূর্বে ইমাম এক রাক'আত শেষ করিয়াছেন, সে ইমামের সাথে দ্বিতীয় ও চতুর্থ রাক'আতে 'তাশাহ্হুদ' পড়িবে কি, যদিও সে তিন রাক'আতই পড়িল ? উভয়ে (উত্তরে) বলিলেন ঃ হ্যাঁ, সে ইমামের সাথে 'তাশাহ্হুদ' পড়িবে।

ইয়াহ্ইয়া (র) হইতে বর্ণিত – মালিক (র) বলিয়াছেন ঃ আমাদের (মদীনাবাসীদের) আমলও অনুরূপ।

١٤- باب : مايفعل من رفع رأسه قبل الامام

পরিচ্ছেদ ১৪ ঃ যে ব্যক্তি (রুকূ' অথবা সিজদা হইতে) ইমামের পূর্বে মাথা উত্তোলন করে তাহার কি করিতে হইবে

٥٧ – حَدَّثَنِيْ يَحْيَىْ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو وبْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ اَمَلِيحِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ السَّعْدِيِّ ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ؛ اَنَّهُ قَالَ : الَّذِى يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَخْفِضُهُ قَبْلَ الْاِمَامِ ، فَاِنَّمَا نَاصِيَتُهُ بِيَدِ شَيْطَانٍ .

قَالَ مَالِكٌ ، فِيْمَنْ سَهَا فَرَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْاِمَامِ فِى رُكُوعٍ اَوْ سُجُودٍ : اِنَّ السُّنَّةَ فِى ذٰلِكَ ، اَنْ يَرْجِعَ رَاكِعًا اَوْ سَاجِدًا ؛ وَلاَ يَنْتَظِرُ الْاِمَامَ . وَذٰلِكَ خَطَأٌ مِمَّنْ فَعَلَهُ . لأَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ" وَقَالَ اَبُو هُرَيْرَةَ : الَّذِى يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَخْفِضُهُ قَبْلَ الْاِمَامِ ، اِنَّمَا نَاصِيَتُهُ بِيَدِ شَيْطَانٍ .

রেওয়ায়ত ৫৭

মলিহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ সাদী (র) আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি ইমামের পূর্বে মাথা তোলে অথবা ঝোঁকায় তাহার কপাল শয়তানের হাতে।

ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন, মালিক (র) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি ভুলবশত রুকূ-সিজদায় ইমামের পূর্বে মাথা উঠাইয়াছে তাহার বিষয়ে সুন্নাহ বা নিয়ম হইল, সে পুনরায় রুকূ অথবা সিজদায় ফিরিয়া যাইবে। ইহাতে সে ইমামের অপেক্ষা করিবে না। কেননা যে ব্যক্তি ইহা করিয়াছে, সে ভুল করিয়াছে। কারণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ অনুসরণের জন্যই ইমাম নিযুক্ত করা হইয়াছে। কাজেই তোমরা ইমামের বরখেলাফ করিও না। আবূ হুরায়রা (রা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি ইমামের পূর্বে মাথা উঠায় অথবা ঝোঁকায় তাহার কপাল শয়তানের হাতে।

١٥- باب : مايفعل من سلم من ركعتين ساهياً

পরিচ্ছেদ ১৫ঃ দুই রাক'আত পড়ার পর ভুলবশত কেউ সালাম ফিরাইলে তাহার কি করা কর্তব্য

٥٨ - حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ اَيُّوبَ بْنِ اَبِى تَمِيْمَةَ السَّخْتِيَانِىِّ ، عَنْ مُحَمَّدِبْنِ سِيرِينَ ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ اَنْصَرَفَ مِنَ اثْنَتَيْنِ . فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ : اَقَصُرَتِ الصَّلاَةُ اَمْ نَسِيتَ يَارَسُولَ اللّٰهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : "اَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ ؟" فَقَالَ النَّاسُ : نَعَمْ . فَقَامَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ اُخْرَيَيْنِ ، ثُمَّ كَبَّرَ ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ اَوْ اَطْوَلَ ، ثُمَّ رَفَعَ ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ اَوْ اَطْوَلَ ، ثُمَّ رَفَعَ .

রেওয়ায়ত ৫৮

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (একবার) দুই রাক'আত (পড়িয়া) নামায সমাপ্ত করিলেন, তখন যুল-ইয়াদায়ন[১] (রা সাহাবী) তাঁহাকে বলিলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! নামায সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে, না আপনার ভুল হইয়াছে ? ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (উপস্থিত মুসল্লিদের সম্বোধন করিয়া) বলিলেন ঃ যুল-ইয়াদায়ন ঠিক বলিয়াছেন কি ? লোকেরা বলিলেন ঃ হ্যাঁ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উঠিলেন এবং শেষের দুই রাক'আত পড়িলেন; তারপর (একদিকে) সালাম ফিরাইয়া 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া সিজদা করিলেন, পূর্বের মত (সিজদা) অথবা তাহা হইতে দীর্ঘ সিজদা। অতঃপর (পবিত্র) শির উঠাইলেন, পুনরায় তক্‌বীর বলিয়া সিজ্‌দায় গেলেন, পূর্বের (সিজদার) মত অথবা উহা হইতে দীর্ঘ সিজদা, অতঃপর (পবিত্র) শির উঠাইলেন।

٥٩ - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ اَبِى سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ اَبِى اَحْمَدَ ؛ اَنَّهُ قَالَ . سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : صَلَّى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةَ

১. যুল-ইয়াদায়ন সাহাবীর নাম খিরবাক (রা)। তাঁহার হাত কিছুটা লম্বা ছিল বলিয়া তাঁহাকে যুল-ইয়াদায়ন (দুই হাতধারী) বলা হইত অথবা তিনি নিজ হাতের শ্রম দ্বারা উপার্জন করিতেন বা দান খয়রাত করিতেন। তাই তিনি যুল-ইয়াদায়ন উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

الْعَصْرِ ، فَسَلَّمَ فِى رَكْعَتَينِ . فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ ، فَقَالَ : اَقَصُرَتِ الصَّلاَةُ يَارَسُولَ اللّٰهِ اَمْ نَسِيْتَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : "كُلُّ ذٰلِكَ لَمْ يَكُنْ" فَقَالَ : قَدْ كَانَ بَعْضُ ذٰلِكَ يَارَسُولَ اللّٰهِ . فَاَقْبَلَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : "اَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ ؟" فَقَالُوا : نَعَمْ . فَقَامَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ، فَاَتَمَّ مَابَقِىَ مِنَ الصَّلاَةِ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَينِ بَعْدَالتَّسْلِيمِ ، وَهُوَ جَالِسٌ .

রেওয়ায়ত ৫৯

আবূ আহমদ (র)-এর পুত্রের মাওলা আবূ সুফইয়ান (র) হইতে বর্ণিত – তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (একদা) আসরের নামায পড়িলেন, তিনি (উহাতে) দুই রাক'আতের পর সালাম ফিরাইলেন। যুল-ইয়াদায়ন দাঁড়াইয়া বলিলেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! নামায কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে না আপনি ভুলিয়া গিয়াছেন ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফরমাইলেন ঃ (আমার মনে হয়) উভয়ের কোনটাই ঘটে নাই। যুল-ইয়াদায়ন বলিলেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল ! একটা কিছু ঘটিয়াছে। (ইহা শোনার পর) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পবিত্র মুখমণ্ডল সাহাবাদের দিকে করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ যুল-ইয়াদায়ন কি ঠিক বলিতেছেন ?

উপস্থিত সাহাবা বলিলেন ঃ হ্যাঁ। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়াইলেন এবং অবশিষ্ট নামায পূর্ণ করিলেন। তারপর (একদিকে) সালামের পর বসা অবস্থায় দুইটি সিজদা করিলেন।

٦٠ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ اَبِى بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَان بْنِ اَبِى حَثْمَةَ ؛ قَالَ : بَلَغَنِى اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ اِحْدَى صَلاَتِى النَّهَارِ ، الظُّهْرِ اَوِ الْعَصْرِ . فَسَلَّمَ مِنَ اثْنَتَيْنِ . فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ : اَقَصُرَتِ الصَّلاَةُ يَارَسُولَ اللّٰهِ اَمْ نَسِيتَ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : "مَاقَصُرَتِ الصَّلاَةُ ، وَمَا نَسِيْتُ" فَقَالَ ذُو الشِّمَالَيْنِ : قَدْ كَانَ بَعْضُ ذٰلِكَ يَارَسُولَ اللّٰهِ . فَاَقْبَلَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : "اَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ ؟" فَقَالُوا : نَعَمْ . يَارَسُولَ اللّٰهِ . فَاَتَمَّ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَا بَقِىَ مِنَ الصَّلاَةِ ، ثُمَّ سَلَّمَ .

রেওয়ায়ত ৬০

আবূ বকর ইব্‌ন সুলায়মান ইব্‌ন আবি হাস্‌মা (র) হইতে বর্ণিত– তিনি বলিয়াছেন ঃ আমার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দিনের কোন এক নামায– যোহর কিংবা আসরে দুই রাক'আত পড়িয়া সালাম ফিরাইলেন, তখন বনি যোহ্‌রা ইব্‌ন কিলাব গোত্রের যুশ্‌-শিমালায়ন[১] (রা) নামক জনৈক সাহাবী বলিলেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! নামায কি সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে, না আপনি ভুলিয়া গিয়াছেন ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফরমাইলেন ঃ নামাযও সংক্ষিপ্ত করা হয় নাই, আমিও ভুলি নাই। যুশ্‌-শিমালায়ন (রা) পুনরায় বলিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্!

১. যুল-ইয়াদায়ন ও যুশ্‌-শিমালায়ন একই ব্যক্তির দুইটি উপাধি।

(অবশ্যই) কোন একটা হইয়াছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চেহারা মুবারক লোকের দিকে করিলেন এবং বলিলেন ঃ যুশ্-শিমালায়ন ঠিক বলিয়াছে কি ? (উপস্থিত) লোকজন বলিলেন ঃ হ্যাঁ। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অবশিষ্ট নামায পূর্ণ করিলেন। অতঃপর সালাম ফিরাইলেন।[১]

٦١ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، مِثْلَ ذٰلِكَ .

قَالَ مَالِكٌ : كُلُّ سَهْوٍ كَانَ نُقْصَانًا مِنَ الصَّلاَةِ فَإِنَّ سُجُودَهُ قَبْلَ السَّلاَمِ . وَكُلُّ سَهْوٍ كَانَ زِيَادَةً فِي الصَّلاَةِ ، فَإِنَّ سُجُودَهُ بَعْدَ السَّلاَمِ .

রেওয়ায়ত ৬১

সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র) এবং আবি সালামা ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) হইতে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

ইয়াহইয়া (র) বর্ণনা করেন যে, মালিক (র) বলিয়াছেন ঃ যে ভুলে নামাযে ঘাটতি হয়, উহাতে সালামের পূর্বে সিজদা করিতে হয়। আর যে ভুলে বৃদ্ধি হয় উহাতে সালামের পরে সিজদা করিতে হয়।[২]

١٦– باب : اتمام المصلى ماذكر اذا شك فى صلاته

পরিচ্ছেদ ১৬ ঃ নামাযে সংশয় সৃষ্টি হইলে মুসল্লির স্মরণ মুতাবিক নামায পূর্ণ করা

٦٢ – حَدَّثَنِي يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ ، فَلَمْ يَدْرِكَمْ صَلَّى ، أَثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا ؟ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، قَبْلَ التَّسْلِيمِ . فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً ، شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ . وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً ، فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ" .

রেওয়ায়ত ৬২

আতা ইব্‌ন ইয়াসার (রা) হইতে বর্ণিত – রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফরমাইয়াছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি নামাযের মধ্যে সন্দেহগ্রস্ত হয়, তদ্দরুন তিন রাক'আত পড়িয়াছে না চারি রাক'আত পড়িয়াছে তাহা স্মরণ করিতে না পারে তবে সে আর এক রাক'আত পড়িবে এবং বসা অবস্থায়ই সালামের পূর্বে দুইটি সিজদা করিবে। যে (এক)

---

১. নামাযে কথা বলা, নামায কত রাক'আত পড়া হইয়াছে তাহা জিজ্ঞাসা করা এবং উহার উত্তর দেওয়া, নামাযরত ব্যক্তিকে সালাম দেওয়া, সালামের জবাব দেওয়া ইত্যাদি প্রথমে বৈধ ছিল, পরে উহা রহিত হয়। নবী করীম (সা) বলেন, নামাযে কথাবার্তার অবকাশ নাই।

২. হানাফী মাযহাব মতে সর্বাবস্থায় সালামের পর সিজদা করিতে হয়। মুগীরা ইবনে শু'বা (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে ইহার স্বপক্ষে প্রমাণ রহিয়াছে। كوكب الدرى

রাক'আত সে পড়িয়াছে তাহা যদি পঞ্চম রাক'আত হইয়া থাকে, তবে উক্ত দুই সিজদা (ষষ্ঠ রাক'আতের পরিবর্তে গণ্য করা হইবে এবং) ঐ নামাযকে জোড় নামাযে পরিণত করিবে। আর যদি উহা চতুর্থ রাক'আত হয়, তবে দুই সিজদা শয়তানের অপমানের কারণ হইবে।[১]

٦٣ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَوَخَّ الَّذِي يَظُنُّ اَنَّهُ نَسِيَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيُصَلِّهِ . ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، وَهُوَ جَالِسٌ .

রেওয়ায়ত ৬৩

সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) হইতে বর্ণিত – আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ তোমাদের কেউ নামাযে (কত রাক'আত পড়া হইল সে বিষয়) সন্দেহে লিপ্ত হইলে সে তাহার ধারণা মত কত রাক'আত নামায ভুলিয়া গিয়াছে, উহা স্থির করিবে এবং (সে মত) নামায পড়িবে। তারপর বসা অবস্থায় ভুলের জন্য দুইটি সিজদা করিবে।

٦٤ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَفِيفِ بْنِ عَمْرٍو السَّهْمِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ؛ اَنَّهُ قَالَ : سَاَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، وَكَعْبَ الْاَحْبَارِ ؛ عَنِ الَّذِي يَشُكُّ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ، اَثَلَاثًا اَمْ اَرْبَعًا ؟ فَكِلَاهُمَا قَالَ : لِيُصَلِّ رَكْعَةً اُخْرَى . ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ ، وَهُوَ جَالِسٌ .

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ اِذَا سُئِلَ عَنِ النِّسْيَانِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ : لِيَتَوَخَّ اَحَدُكُمُ الَّذِي يَظُنُّ اَنَّهُ نَسِيَ مِنْ صَلَاتِهِ ، فَلْيُصَلِّهِ .

রেওয়ায়ত ৬৪

আতা ইব্ন ইয়াসার (র) বলিয়াছেন ঃ আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর ইব্ন আ'স (রা) এবং কা'ব আল-আহবার (র)-কে এমন এক ব্যক্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, যে ব্যক্তি নামাযে সংশয়ে লিপ্ত হয়, অতঃপর সে বলিতে পারে না কত রাক'আত পড়িয়াছে – তিন রাক'আত না চারি রাক'আত। তখন তাঁহারা (উত্তরে) বলিলেন যে, সে আর এক রাক'আত পড়িবে। তারপর বসা অবস্থায়ই দুইটি সিজদা করিবে।

মালিক (র) নাফি' (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-কে নামাযে ভুলিয়া যাওয়ার বিষয়ে প্রশ্ন করা হইলে (উত্তরে) তিনি বলিতেন ঃ যে ব্যক্তি মনে করে যে, কিছু নামায ভুলিয়া গিয়াছে সে ভাবিয়া ঠিক করিবে, অতঃপর নামায পড়িয়া লইবে।

---

১. এই ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত এই যে, নামাযে রাক'আত ভুলিয়া যাওয়ার ঘটনা বারবার সংঘটিত না হইলে নামায পুনরায় পড়িয়া লইবে। আর যদি এইরূপ বারবার হইয়া থাকে তবে তিন রাক'আত পড়িয়াছে না চারি রাক'আত পড়িয়াছে, চিন্তা করিয়া যাহার প্রতি ধারণা প্রবল হয় সেইরূপ আমল করিবে। অন্যথায় যাহা কম অর্থাৎ তিন রাক'আত ধরিয়া আর এক রাক'আত পড়িয়া লইবে। মুসলিম ও আবূ দাউদ শরীফে ইহার প্রমাণ রহিয়াছে।

١٧- باب : من قام بعد الاتمام او فى الركعتين

পরিচ্ছেদ ১৭ ঃ যে ব্যক্তি নামায পূর্ণ করার পর অথবা দুই রাক'আত পড়ার পর দাঁড়াইয়া যায়

٦٥ - حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ الْاَعْرَجِ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُحَيْنَةَ ؛ اَنَّهُ قَالَ : صَلّٰى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ . فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ . فَلَمَّا قَضٰى صَلاَتَهُ ، وَنَظَرْنَا تَسْلِيْمَهُ ، كَبَّرَ. ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ . ثُمَّ سَلَّمَ .

রেওয়ায়ত ৬৫

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুহায়না (রা) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (একবার) আমাদিগকে দুই রাক'আত নামায পড়াইয়া (আত্তাহিয়্যাতু পড়িতে না বসিয়াই) দাঁড়াইয়া গেলেন। মুসল্লিগণ তাঁহার সহিত দাঁড়াইলেন। তারপর যখন নামায পূর্ণ করিলেন এবং আমরা সালামের অপেক্ষায় রহিলাম তখন তিনি 'আল্লাহু আকবর' বলিলেন। অতঃপর সালামের পূর্বে বসা অবস্থায়ই দুইটি সিজদা করিলেন এবং সালাম ফিরাইলেন।

٦٦ - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ ؛ اَنَّهُ قَالَ : صَلّٰى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ، الظُّهْرَ . فَقَامَ فِى اثْنَتَيْنِ وَلَمْ يَجْلِسْ فِيْهِمَا فَلَمَّا قَضٰى صَلاَتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ . ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذٰلِكَ .

قَالَ مَالِكٌ ، فِيْمَنْ سَهَا فِى صَلاَتِهِ ، فَقَامَ بَعْدَ اِتْمَامِهِ الْاَرْبَعَ ، فَقَرَاَ ثُمَّ رَكَعَ ، فَلَمَّا رَفَعَ رَاسَهُ مِنْ رُكُوعِهِ ، ذَكَرَ اَنَّهُ قَدْ كَانَ اَتَمَّ : اِنَّهُ يَرْجِعُ ، فَيَجْلِسُ وَلاَ يَسْجُدُ . وَلَوْ سَجَدَ اِحْدَى السَّجْدَتَيْنِ ، لَمْ اَرَ اَنْ يَسْجُدَ الْاُخْرَى . ثُمَّ اِذَا قَضٰى صَلاَتَهُ ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، بَعْدَ التَّسْلِيْمِ .

রেওয়ায়ত ৬৬

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুহায়না (রা) হইতে বর্ণিত– তিনি বলিয়াছেন, (একবারের ঘটনা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে যোহরের নামায পড়াইলেন, তিনি দুই রাক'আতের পর দাঁড়াইয়া গেলেন এবং (আত্তাহিয়্যাতু পড়ার জন্য) বসিলেন না। যখন তিনি নামায পূর্ণ করিলেন দুইটি সিজদা (সাহু সিজদা) করিলেন, অতঃপর সালাম ফিরাইলেন।

মালিক (র) বলেন– যে ব্যক্তি নামাযে ভুল করে এবং চারি রাক'আত পূর্ণ করার পর দাঁড়াইয়া যায়, তারপর কিরাআত সমাপ্ত করিয়া রুকূ করে, রুকূ হইতে মাথা তোলার পর তাহার স্মরণ হইল যে, সে নামায পূর্ণ পড়িয়াছিল, তখন সেই ব্যক্তি বসার দিকে প্রত্যাবর্তন করিবে এবং বসিয়া যাইবে। সে তখন আর সিজদায় যাইবে না। আর যদি দুই সিজদার এক সিজদা করিয়া থাকে তবে আমি দ্বিতীয় সিজদা করা সঙ্গত মনে করি না। অতঃপর সে যখন নামায পূর্ণ করিবে তখন দুইটি সিজদা করিবে বসা অবস্থায় সালামের পর।

١٨- باب : النظر فى الصلاة الى مايشغلك غها

পরিচ্ছেদ ১৮ ঃ নামাযে এরূপ কোন বস্তুর দিকে দেখা যাহা নামায হইতে মনোযোগ হটাইয়া দেয়

٦٧ - حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ اَبِي عَلْقَمَةَ ، عَنْ اُمِّهِ ؛ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ : اَهْدَى اَبُو جَهْمِ بْنُ حُذَيْفَةَ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ ، خَمِيصَةً شَامِيَّةً ، لَهَا عَلَمٌ . فَشَهِدَ فِيهَا الصَّلاَةَ . فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قَالَ : "رُدِّي هٰذِهِ الْخَمِيصَةَ اِلَى اَبِي جَهْمٍ . فَاِنِّي نَظَرْتُ اِلَى عَلَمِهَا فِي الصَّلاَةِ . فَكَادَ يَفْتِنُنِي" .

রেওয়ায়ত ৬৭

আলকামা ইব্‌ন আবি আল্‌কামা (র) হইতে বর্ণিত – নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) বলিয়াছেন ঃ আবূ জাহ্‌ম ইব্‌ন হুযায়ফা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খেদমতে শামী চাদর হাদিয়াস্বরূপ পেশ করিলেন, যাহাতে ফুল, বুটা ইত্যাদি দ্বারা কারুকার্য করা ছিল। উহা পরিধান করিয়া তিনি নামায পড়িলেন। নামায হইতে ফিরিয়া তিনি ফরমাইলেন ঃ এই চাদরখানা আবূ জাহ্‌ম-এর নিকট ফিরাইয়া দাও। কেননা উহার কারুকার্যের দিকে নামাযে আমার দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। উহা নামাযের একগ্রতা নষ্ট করিয়া আমাকে ফিতনায় লিপ্ত করিয়াছে।

٦٨ - وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِيهِ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ لَبِسَ خَمِيصَةً لَهَا عَلَمٌ ، ثُمَّ اَعْطَاهَا اَبَا جَهْمٍ . وَاَخَذَ مِنْ اَبِي جَهْمٍ اَنْبِجَانِيَّةً لَهُ . فَقَالَ : يَارَسُولَ اللّٰهِ . وَلِمَ ؟ فَقَالَ : "اِنِّي نَظَرْتُ اِلَى عَلَمِهَا فِي الصَّلاَةِ" .

রেওয়ায়ত ৬৮

হিশাম ইব্‌ন উরওয়াহ্ (র) স্বীয় পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (একবার) শামী চাদর পরিধান করিয়াছিলেন। উহাতে ফুল, বুটা দ্বারা কারুকার্য করা ছিল; অতঃপর আবূ জাহ্‌মকে উহা ফিরাইয়া দিয়া (তৎপরিবর্তে) আবূ জাহ্‌ম হইতে আমবিজানিয়া (মোটা পশমী কাপড়) গ্রহণ করিলেন। ইহার কারণ ব্যাখ্যা করিয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফরমাইলেন ঃ নামাযে ইহার কারুকার্যের প্রতি আমার দৃষ্টি পতিত হইয়াছে।

٦٩ - وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِي بَكْرٍ ؛ اَنَّ اَبَا طَلْحَةَ الْاَنْصَارِيَّ ، كَانَ يُصَلِّي فِي حَائِطِهِ . فَطَارَ دُبْسِيٌّ ، فَطَفِقَ يَتَرَدَّدُ يَلْتَمِسُ مَخْرَجًا . فَاَعْجَبَهُ ذٰلِكَ . فَجَعَلَ يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ سَاعَةً ثُمَّ رَجَعَ اِلَى صَلاَتِهِ فَاِذَا هُوَ لاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى ؟ فَقَالَ : لَقَدْ اَصَابَتْنِي فِي مَالِي هٰذَا فِتْنَةٌ . فَجَاءَ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ ، فَذَكَرَ لَهُ الَّذِي اَصَابَهُ فِي حَائِطِهِ مِنَ الْفِتْنَةِ . وَقَالَ : يَارَسُولَ اللّٰهِ . هُوَ صَدَقَةٌ لِلّٰهِ . فَضَعْهُ حَيْثُ شِئْتَ .

রেওয়ায়ত ৬৯

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ তালহা আনসারী (রা) একবার তাঁহার এক বাগানে নামায পড়িতেছিলেন। ইতিমধ্যে একটি ছোট পাখি উড়িতে শুরু করিল, (বাগান এত ঘন ছিল যে এই ক্ষুদ্র পাখিটি পথ খুঁজিয়া পাইতেছিল না), তাই পাখিটি এদিক-সেদিক বাহির হওয়ার পথ খুঁজিতে আরম্ভ করিল। এই দৃশ্য তাঁহার খুব ভাল লাগিল। ফলে তিনি কিছুক্ষণ সেইদিকে তাকাইয়া রহিলেন। তারপর নামাযের দিকে মনোযোগ দিলেন। কিন্তু (অবস্থা এই দাঁড়াইল) তিনি (তখন) স্মরণ করিতে পারিলেন না যে, নামায কত রাক'আত পড়িয়াছেন। তিনি বলিলেন ঃ এই মাল আমাকে পরীক্ষায় ফেলিয়াছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হইলেন এবং বাগানে তাঁহার সম্মুখে যে পরীক্ষা উপস্থিত হইয়াছিল উহা বিবৃত করিলেন।

তারপর বলিলেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল ! এই মাল আল্লাহ্র জন্য উৎসর্গ করিতেছি। আপনি যেখানে পছন্দ করেন উহাকে সেইখানে ব্যয় করুন।

٧٠ – وَحَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِك ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى بَكْرٍ ؛ اَنَّ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ كَانَ يُصَلِّى فِى حَائِطٍ لَهُ بِالْقُفِّ . وَادٍ مِنْ اَوْدِيَةِ الْمَدِيْنَةِ . فِى زَمَانِ الثَّمَرِ . وَالنَّخْلُ قَدْ ذُلِّلَتْ ، فَهِىَ مُطَوَّقَةٌ بِثَمَرِهَا . فَنَظَرَ اِلَيْهَا ، فَاَعْجَبَهُ مَارَاٰى مِنْ ثَمَرِهَا . ثُمَّ رَجَعَ اِلَى صَلاتِهِ فَاِذَا هُوَ لَايَدْرِى كَمْ صَلَّى؟ فَقَالَ : لَقَدْ اَصَابَتْنِى فِى مَالِى هٰذَا فِتْنَةٌ . فَجَاءَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيْفَةٌ . فَذَكَرَلَهُ ذٰلِكَ . وَقَالَ : هُوَ صَدَقَةٌ ، فَاجْعَلْهُ فِى سُبُلِ الْخَيْرِ . فَبَاعَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بِخَمْسِيْنَ اَلْفًا . فَسُمِّىَ ذٰلِكَ الْمَالُ ، الْخَمْسِيْنَ .

রেওয়ায়ত ৭০

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর (র) হইতে বর্ণিত – আনসারী এক ব্যক্তি মদীনা শরীফের উপত্যকাসমূহের মধ্যে কুফ্ নামক উপত্যকায় তাঁহার এক বাগানে নামায পড়িতেছিলেন, তখন ছিল (খেজুরের) মওসুম। খেজুরের গাছগুলি খেজুরের ভারে ঝুঁকিয়া পড়িতেছিল। গাছগুলি যেন স্বীয় ফলগুচ্ছের হার পরিহিত। ফলের এ দৃশ্যটি তাঁহার খুবই মনঃপূত হইল। তাই সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন। অতঃপর নামাযের দিকে মনোযোগী হইলেন। কিন্তু তাঁহার আর স্মরণ হইতেছিল না যে, তিনি কত রাক'আত নামায পড়িয়াছেন। ইহা দেখিয়া তিনি বলিলেন ঃ আমার এই সম্পত্তি আমার জন্য ফিতনারূপে উপস্থিত হইয়াছে। তখন ছিল উসমান (রা)-এর খিলাফতকাল। তিনি উসমান ইব্‌ন আফফান (রা)-এর নিকট হাজির হইলেন এবং তাঁহার নিকট ঘটনা বিবৃত করিলেন। তারপর বলিলেন ঃ উক্ত সম্পদ আল্লাহ্র পথে উৎসর্গ করা হইল। ইহাকে সৎকাজে ব্যয় করুন। উসমান (রা) উহাকে পঞ্চাশ হাজার (দিরহাম)-এর বিনিময়ে বিক্রি করিলেন। (এই কারণে) উক্ত সম্পত্তির নাম রাখা হইল (খমসিন) বা পঞ্চাশ হাজারী।

অধ্যায় ৪

٤ - كتاب السهو
ভুলভ্রান্তি প্রসঙ্গ

١- باب : العمل فى السهو
পরিচ্ছেদ ১ ঃ ভুলভ্রান্তি হইলে কি করণীয়

١- حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ؛ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "اِنَّ اَحَدَ كُمْ اِذَا قَامَ يُصَلِّى ، جَاءَهُ الشَّيْطَانُ ، فَلَبَسَ عَلَيْهِ . حَتّٰى لاَ يَدْرِى كَمْ صَلّٰى ؟ فَاِذَا وَجَدَ ذٰلِكَ اَحَدُكُمْ ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ ، وَهُوَ جَالِسٌ " .

রেওয়ায়ত ১

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত – রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ (এমনও হয়) তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন শয়তান উপস্থিত হয়; অতঃপর তাহার উপর ইলতিবাস [১] সৃষ্টি করে। ফলে সে কত রাক'আত পড়িয়াছে তাহা স্মরণ করিতে পারে না। তোমাদের কেউ এইরূপ অবস্থার সম্মুখীন হইলে তবে সে যেন বসা অবস্থায়ই দুইটি (সহু) সিজদা করিয়া নেয়।

٢ - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، اَنَّهُ بَلَغَهُ ؛ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : " اِنِّى لاَنْسٰى اَوْ اُنَسّٰى لِاَسُنَّ " .

রেওয়ায়ত ২

মালিক (র) বলেন যে, তাঁহার নিকট হাদীস পৌঁছিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ আমি ভুলিয়া থাকি অথবা ভুলাইয়া দেওয়া হয় এজন্য, যেন আমি হুকুম বা বিধান বর্ণনা করি।

---

১. ইলতিবাস (التباس) –অস্পষ্টতা, বিজড়ন, জটিলতা।

٣ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، اَنَّهُ بَلَغَهُ ؛ اَنَّ رَجُلاً سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، فَقَالَ : اِنِّى اَهِمُ فِى صَلاَتِى . فَيَكْثُرُ ذٰلِكَ عَلَيَّ . فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : امْضِ فِى صَلاَتِكَ . فَاِنَّهُ لَنْ يَذْهَبَ عَنْكَ ، حَتّٰى تَنْصَرِفَ وَاَنْتَ تَقُولُ : مَا اَتْمَمْتُ صَلاَتِى .

রেওয়ায়ত ৩

মালিক (র) বলিয়াছেন ঃ তাঁহার নিকট খবর পৌঁছিয়াছে যে, এক ব্যক্তি কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)-কে প্রশ্ন করিল ঃ আমি আমার নামাযে সন্দেহে (ওহমে) লিপ্ত হই এবং ইহা আমার প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। কাসিম (র) উত্তর দিলেন ঃ তুমি নামায (সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত) পড়িতে থাক. শয়তান তোমাকে ছাড়িয়া যাইবে না যতক্ষণ তুমি নামায সমাপ্ত করিয়া ইহা না বলিবে, 'আমি নামায সমাপ্ত করি নাই'।

অধ্যায় ৫

٥- كتاب الجمعة
জুম‘আ প্রসঙ্গ

١- باب : العمل فى غسل يوم الجمعة
পরিচ্ছেদ ১ ঃ জুম‘আ দিবসের গোসল

١- حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ، ثُمَّ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الأُولٰى ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً . وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً . وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ. وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً. وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً . فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ ، حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ ، يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ " .

রেওয়ায়ত ১

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত – রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি জুম‘আর দিন জানাবতের (ফরয) গোসলের মত গোসল করিয়াছে, অতঃপর সূর্য ঢলার পর প্রথম মুহূর্তে (মসজিদের দিকে) চলিয়াছে, সে যেন একটি উট আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে খায়রাত করিয়াছে; আর যে দ্বিতীয় মুহূর্তে একটু পরে চলিয়াছে, সে যেন একটি গাভী খায়রাত করিয়াছে; আর যে তৃতীয় মুহূর্তে আরও পরে চলিয়াছে, সে যেন শিংযুক্ত মেষ খায়রাত করিয়াছে; আর যে চতুর্থ মুহূর্তে অর্থাৎ আরও পরে চলিয়াছে, সে যেন একটি মুরগী খায়রাত করিয়াছে; আর যে পঞ্চম মুহূর্তে চলিয়াছে, সে যেন ডিম খায়রাত করিয়াছে। যখন ইমাম বাহির হন তখন ফেরেশতাগণ হাজির হন, যিকর (খুতবা) শোনার জন্য।

٢ - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى مُحْتَلِمٍ ، كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ .

রেওয়ায়ত ২

মালিক (র) সাঈদ ইব্ন আবি সাঈদ (র) হইতে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ

হুরায়রা (রা) বলিতেন, জুম'আর দিনের গোসল জানাবত (ফরয) গোসলের মত, প্রত্যেক বয়স্ক ব্যক্তির উপর ওয়াজিব।

٣ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ؛ اَنَّهُ قَالَ : دَخَلَ رَجُلٌ ، مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ ، الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ . فَقَالَ عُمَرُ : اَيَّةُ سَاعَةٍ هٰذِهِ ؟ فَقَالَ :يَااَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ، انْقَلَبْتُ مِنَ السُّوقِ ، فَسَمِعْتُ النِّدَاءَ ، فَمَا زِدْتُ عَلَى اَنْ تَوَضَّاتُ . فَقَالَ عُمَرُ : وَالْوُضُوءَ اَيْضًا ؟ وَقَدْ عَلِمْتَ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَاْمُرُ بِالْغُسْلِ .

রেওয়ায়ত ৩

সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ (র) হইতে বর্ণিত – রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীগণের একজন (সাহাবী) জুম'আর দিন মসজিদে প্রবেশ করিলেন, উমর (রা) খুতবা প্রদান করিতেছিলেন। তিনি [হযরত উমর (রা)] বলিলেন ঃ ইহা কোন্ সময় ? উত্তরে তিনি (প্রবেশকারী সাহাবী) বলিলেন ঃ হে আমিরুল মু'মিনীন, আমি বাজার হইতে ফিরিয়াছি, (ফিরিবার পূর্বেই) আযান শুনিলাম। অতঃপর কেবল ওযূ করিয়াছি। (ইহা শুনিয়া) উমর (রা) বলিলেন ঃ আপনি শুধু ওযূ করিয়াছেন ? অথচ অবগত আছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গোসলের হুকুম করিতেন!

٤ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : " غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ " .

রেওয়ায়ত ৪

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত – রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন, জুম'আর দিনের গোসল প্রত্যেক সাবালক ব্যক্তির উপর ওয়াজিব।

٥ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : " اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ ، فَلْيَغْتَسِلْ " .

قَالَ مَالِكٌ : مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، اَوَّلَ نَهَارِهِ ، وَهُوَ يُرِيْدُ بِذٰلِكَ غُسْلَ الْجُمُعَةِ ، فَاِنَّ ذٰلِكَ الْغُسْلَ لاَيَجْزِى عَنْهُ ، حَتّٰى يَغْتَسِلَ لِرَوَاحِهِ . وَذٰلِكَ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ، فِى حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ "اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ" .

قَالَ مَالِكٍ : وَمَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، مُعَجِّلاً اَوْ مُؤَخِّرًا . وَهُوَ يَنْوِى بِذٰلِكَ

غُسْلَ الْجُمُعَةِ فَأَصَابَهُ مَا يَنقُضُ وُضُوءَهُ . فَلَيْسَ عَلَيْهِ اِلاَّ الْوُضُوءُ وَغُسْلُهُ ذٰلِكَ مُجْزِى عَنْهُ .

রেওয়ায়ত ৫

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত – রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ তোমাদের কেউ জুম'আর নামাযে আসিতে ইচ্ছা করিলে সে অবশ্য গোসল করিবে।

মালিক (র) বলিয়াছেন– জুম'আর দিন যে ব্যক্তি দিনের প্রারম্ভে গোসল করিয়াছে, সে ঐ গোসলে জুম'আর গোসলের নিয়ত করিয়াছে, তাঁহার জন্য সেই গোসল জুম'আর জন্য যথেষ্ট হইবে না যদি না সে জুম'আয় যাওয়ার জন্য পুনরায় গোসল করে[১]; কারণ ইব্ন উমর (রা)-এর হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফরমাইয়াছেন ঃ তোমাদের কেউ জুম'আয় আসার ইচ্ছা করিলে সে অবশ্যই গোসল করিবে।

মালিক (র) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি জুম'আ দিবসে গোসল করিয়াছে, তাড়াতাড়ি অথবা বিলম্বে, সে এই গোসলের দ্বারা জুম'আর গোসলের নিয়ত করিয়াছে; পরে ওযূ যাহাতে ভঙ্গ হয় এমন কিছু ঘটিয়াছে তবে তাহার পূর্বেকার গোসল যথেষ্ট হইবে এবং তাঁহার উপর কেবলমাত্র ওযূ ওয়াজিব হইবে।

٢- باب : ماجاء فى الانصات يوم الجمعة والامام يخطب

পরিচ্ছেদ ২ ঃ জুম'আ দিবসে ইমামের খুতবা পাঠ করার সময় চুপ থাকার বিষয়ে যাহা বর্ণিত হইয়াছে

٦- حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ اَبِى الزِّنَادِ ، عَنِ الْاَعْرَجِ ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : " اِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ اَنْصِتْ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَدْ لَغَوْتَ " .

রেওয়ায়ত ৬

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত – রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ জুম'আর দিন ইমাম যখন খুতবা প্রদান করেন, তুমি তোমার সাথীকে (পার্শ্ববর্তী লোক) যদি বল, 'চুপ থাকুন!' তবে তুমি অলাভজনক কথা বলিলে।

٧ - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ اَبِى مَالِكٍ الْقُرَظِىِّ ؛ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ : اَنَّهُمْ كَانُوا فِى زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، يُصَلُّونَ ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، حَتّٰى يَخْرُجَ عُمَرُ . فَاِذَا خَرَجَ عُمَرُ ، وَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَاَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ (قَالَ ثَعْلَبَةُ) جَلَسْنَا نَتَحَدَّثُ. فَاِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُونَ ، وَقَامَ عُمَرُ يَخْطُبُ ، اَنْصَتْنَا ، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ مِنَّا اَحَدٌ .

১. হানাফী মতে উক্ত গোসল জুম'আর জন্য যথেষ্ট হয়।

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فَخُرُوجُ الْإِمَامِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ . وَكَلَامُهُ يَقْطَعُ الْكَلَامَ .

রেওয়ায়ত ৭

ইব্‌ন শিহাব (র) সা'লাবা ইব্‌ন আবি মালিক কুরাজী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি (সা'লাবা) তাঁহার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর খিলাফতকালে জুম'আর দিন তাঁহারা উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) আগমন করা পর্যন্ত নামায পড়িতেন। উমর (রা) আগমন করিতেন এবং মিম্বরে বসিতেন এবং মুয়াযযিনগণ আযান দিতেন। সা'লাবা (র) বলিয়াছেন ঃ আমরা তখনও পরস্পর কথাবার্তা বলিতাম, মুয়াযযিনগণ যখন আযান শেষ করিতেন এবং উমর (রা) খুতবা পাঠ করার জন্য দাঁড়াইতেন, তখন আমরা চুপ হইয়া যাইতাম। অতঃপর পরে কেউ কোন কথা বলিত না। ইব্‌ন শিহাব (র) বলিয়াছেন ঃ (ইহাতে বোঝা গেল) ইমামের আগমন নামাযকে নিষিদ্ধ করিয়া দেয় এবং তাঁহার কালাম (খুতবা) কথাবার্তাকে নিষিদ্ধ করিয়া দেয়।

٨ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ ، فِي خُطْبَتِهِ ، قَلَّ مَا يَدَعُ ذٰلِكَ إِذَا خَطَبَ : إِذَا قَامَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاسْتَمِعُوا وَأَنْصِتُوا . فَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ ، الَّذِي لَا يَسْمَعُ ، مِنَ الْحَظِّ ، مِثْلَ مَا لِلْمُنْصِتِ السَّامِعِ فَإِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ فَاعْدِلُوا الصُّفُوفَ ، وَحَاذُوا بِالْمَنَاكِبِ . فَإِنَّ اعْتِدَالَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ .

ثُمَّ لَا يُكَبِّرُ ، حَتَّى يَأْتِيَهُ رِجَالٌ قَدْ وَكَّلَهُمْ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ ، فَيُخْبِرُونَهُ أَنْ قَدِ اسْتَوَتْ فَيُكَبِّرُ .

রেওয়ায়ত ৮

মালিক ইব্‌ন আবি 'আমীর (র) হইতে বর্ণিত – উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) তাঁহার খুতবায় বলিতেন এবং তিনি যখনই খুতবা দিতেন, তখন প্রায় ইহা বলিতেন ঃ জুম'আর দিন ইমাম খুতবার উদ্দেশ্যে যখন দাঁড়ান, তখন তোমরা মনোযোগী হইয়া শুনিবে এবং নীরব থাকিবে। কেননা খুতবা শুনিতে না পাইয়াও যিনি নীরব রহিয়াছেন তাঁহার জন্য সওয়াব হইবে শুনিতে পাইয়া নীরবতা অবলম্বনকারীর সমান।' অতঃপর যখন নামাযের ইকামত বলা হয়, কাতার বরাবর করিয়া লও এবং কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া লও। কেননা কাতার বরাবর করা নামাযের পূর্ণতার অংশবিশেষ। তারপর যতক্ষণ কাতার সোজা করার জন্য নিযুক্ত লোকজন আসিয়া 'সফ' সোজা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ না দিতেন, ততক্ষণ তিনি (নামাযের) তকবীর বলিতেন না।

٩ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَأَى رَجُلَيْنِ يَتَحَدَّثَانِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ . فَحَصَبَهُمَا ، أَنِ اصْمُتَا .

রেওয়ায়ত ৯

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত – আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) দুই ব্যক্তিকে আলাপরত দেখিলেন, তখন জুম'আর

দিন এবং ইমাম খুতবা প্রদান করিতেছিলেন। ইহা দেখিয়া তিনি উভয়ের দিকে কাঁকর নিক্ষেপ করিলেন, এই মর্মে– তোমরা চুপ হইয়া যাও।

١٠ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ رَجُلاً عَطَسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ ، فَشَمَّتَهُ اِنْسَانٌ اِلَى جَنْبِهِ . فَسَأَلَ عَنْ ذٰلِكَ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ . فَنَهَاهُ عَنْ ذٰلِكَ . وَقَالَ : لاَتَعُدْ .

وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الْكَلاَمِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، اِذَا نَزَلَ الْاِمَامُ عَنِ الْمِنْبَرِ ، قَبْلَ اَنْ يُكَبِّرَ . فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ : لاَ بَأْسَ بِذٰلِكَ .

রেওয়ায়ত ১০

মালিক (র)-এর নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, (একবার) জুম'আর দিন এক ব্যক্তি হাঁচি দিয়াছে, তখন ইমাম খুতবা পড়িতেছিলেন, তাঁহার পার্শ্ববর্তী এক ব্যক্তি হাঁচির উত্তরে (يرحمك الله) 'ইয়ারহামুকাল্লাহ্' বলিল, তখন সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র) ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। অতঃপর তাহাকে নিষেধ করিলেন এবং ভবিষ্যতে এইরূপ না করার জন্য বলিয়া দিলেন।

মালিক (র) বলেন– জুম'আর দিন (তাকবীর বলার পূর্বে) যখন ইমাম মিম্বর হইতে অবতরণ করেন, তখন কথা বলা সম্পর্কে তিনি ইব্‌ন শিহাব (র)-কে প্রশ্ন করিলেন (উত্তরে) ইব্‌ন শিহাব (র) বলিলেন ঃ ইহাতে কোন দোষ নাই।

٣– باب : فيمن ادرك ركعة يوم الجمعة

পরিচ্ছেদ ৩ ঃ যে ব্যক্তি জুম'আর দিনে এক রাক'আত পায় তাহার কি করা কর্তব্য

١١– حَدَّثَنِىْ يَحْيَىٰ عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ اَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ اَدْرَكَ مِنْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً ، فَلْيُصَلِّ اِلَيْهَا اُخْرٰى . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَهِىَ السُّنَّةُ .

قَالَ مَالِك : وَعَلَى ذٰلِكَ اَدْرَكْتُ اَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا . وَذٰلِكَ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ ، قَالَ : " مَنْ اَدْرَكَ مِنَ الصَّلاَةِ رَكْعَةً ، فَقَدْ اَدْرَكَ الصَّلاَةَ " .

قَالَ مَالِكٌ ، فِى الَّذِى يُصِيْبُهُ زِحَامٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَيَرْكَعُ وَلاَ يَقْدِرُ عَلَى اَنْ يَسْجُدَ ، حَتّٰى يَقُومَ الْاِمَامُ ، اَوْ يَفْرُغَ الْاِمَامُ مِنْ صَلاَتِهِ : اَنَّهُ ، اِنْ قَدَرَ عَلَى اَنْ يَسْجُدَ ، اِنْ كَانَ قَدْرَكَعَ ، فَلْيَسْجُدْ اِذَا قَامَ النَّاسُ . وَاِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَنْ يَسْجُدَ ، حَتّٰى يَفْرُغَ الْاِمَامُ مِنْ صَلاَتِهِ ، فَاِنَّهُ اَحَبُّ اِلَيَّ اَنْ يَبْتَدِئَ صَلاَتَهُ ظُهْرًا اَرْبَعًا .

রেওয়ায়ত ১১

মালিক (র) হইতে বর্ণিত – ইব্‌ন শিহাব (র) বলিলেন ঃ যে ব্যক্তি জুম'আর নামায এক রাক'আত পাইল, সে উক্ত রাক'আতের সহিত আর এক রাক'আত মিলাইয়া লইবে। মালিক (র) বলেন ঃ ইব্‌ন শিহাব (র) বলিয়াছেন, এইরূপ করাই সুন্নত।

ইয়াহ্‌ইয়া (র) বলেন ঃ মালিক (র) বলিয়াছেন – আমি আমাদের শহরের (অর্থাৎ মদীনা শরীফ) উলামার অভিমতও অনুরূপ পাইয়াছি; তাহা এই– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি নামাযের এক রাক'আত পাইয়াছে, সে (পূর্ণ) নামায পাইয়াছে।

ইয়াহ্‌ইয়া (র) বর্ণনা করেন– মালিক (র) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি জুম'আর দিন অত্যধিক ভিড়ের সম্মুখীন হয় এবং রুকূ করে, অতঃপর ইমাম (সিজদা হইতে) দাঁড়াইবার পর অথবা নামায সমাপ্ত করার পর সিজদা করিতে সক্ষম হয়, তাহার হুকুম হইল– সে যদি সিজদা করিতে সক্ষম হয় তবে সিজদা করার পর মুসল্লিগণ দাঁড়াইয়া গেলে তখন সে সিজদা করিবে, আর যদি ইমাম কর্তৃক নামায শেষ করার পূর্বে সে সিজদা করিতে না পারে, তবে আমার মতে যোহরের চারি রাক'আত আরম্ভ করাই তাহার পক্ষে শ্রেয়।

٤- باب : ماجاء فيمن رعف يوم الجمعة

পরিচ্ছেদ ৪ ঃ জুম'আর দিনে যাহার নক্‌সীর হয় তাহার সম্পর্কে যাহা বর্ণিত হইয়াছে

١٢- قَالَ مَالِكٌ : مَنْ رَعَفَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ، فَخَرَجَ فَلَمْ يَرْجِعْ ، حَتَّى فَرَغَ الْإِمَامُ مِنْ صَلَاتِهِ، فَإِنَّهُ يُصَلِّى أَرْبَعًا.

قَالَ مَلِكٌ ، فِى الَّذِى يَرْكَعُ رَكْعَةً مَعَ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، ثُمَّ يَرْعُفُ فَيَخْرُجُ ، فَيَأْتِى وَقَدْ صَلَّى الْإِمَامُ الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا : أَنَّهُ يَبْنِى بِرَكْعَةٍ أُخْرَى مَالَمْ يَتَكَلَّمْ .

قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ عَلَى مَنْ رَعَفَ ، أَوْ أَصَابَهُ أَمْرٌ لَابُدَّ لَهُ مِنَ الْخُرُوجِ، أَنْ يَسْتَأْذِنَ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ .

রেওয়ায়ত ১২

ইয়াহ্‌ইয়া (র) হইতে বর্ণিত – মালিক (র) বলিয়াছেন ঃ জুম'আর দিন ইমামের খুতবা প্রদানের সময় যাহার 'নকসীর'[১] হইয়াছে, তারপর সে (মসজিদ হইতে) বাহির হইয়া গিয়াছে এবং সে প্রত্যাগমন করিয়াছে এমন সময় যখন ইমাম নামায সমাপ্ত করিয়াছেন, তবে সে চার রাক'আত পড়িবে।

ইয়াহ্‌ইয়া (র) বলেন– মালিক (র) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি জুম'আর দিন ইমামের সহিত এক রাক'আত পড়ে, তারপর তার নক্‌সীর হয়, (সে কারণে) সে বাহির হইয়া যায়, অতঃপর ইমাম কর্তৃক দুই রাক'আত সমাপ্ত করার পর সে ফিরিয়া আসে তবে সেই ব্যক্তি আর এক রাক'আত পড়িয়া নিবে, যদি কোন কথা না বলিয়া থাকে।

---

১. গরমের প্রকোপ বা অন্য কোন কারণে নাক দিয়া যে রক্ত প্রবাহিত হয়, উহাকে নকসীর বলা হয়।

ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন– মালিক (র) বলিয়াছেন ঃ যাহার নক্সীর হইয়াছে অথবা মসজিদ হইতে বাহির হওয়ার জন্য কোন কারণ উপস্থিত হইয়াছে, তবে তাহাকে বাহির হওয়ার জন্য ইমামের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে না।

٥- باب : ماجاء فى السعى يوم الجمعة

পরিচ্ছেদ ৫ ঃ জুম‘আর দিন ‘সা‘ঈ’ বা চেষ্টা করা সম্পর্কে যাহা বর্ণিত হইয়াছে

١٣- حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ- (يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اِذَا نُودِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَومِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْ اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ)- فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ : كَانَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ يَقْرَؤُهَا - اِذَا نُودِىَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاَمْضُوا اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ .

قَالَ مَلِكٌ : وَاِنَّمَا السَّعْىُ فِى كِتَابِ اللّٰهِ الْعَمَلُ وَالْفِعْلُ . يَقُولُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، (وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ)، وَقَالَ تَعَالَى- (وَاَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعٰى وَهُوَ يَخْشٰى) ، وَقَالَ (ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى) ، وَقَالَ ، (اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى) .

قَالَ مَلِكٌ : فَلَيْسَ السَّعْىُ الَّذِى ذَكَرَ اللّٰهُ فِى كِتَابِهِ بِالسَّعْىِ عَلَى الْاَقْدَامِ ، وَلاَ الْاِشْتِدَادَ ، وَاِنَّمَا عَنَى الْعَمَلَ وَالْفِعْلَ .

রেওয়ায়ত ১৩

মালিক (র) বলেন ঃ তিনি ইব্ন শিহাব (র)-কে আল্লাহ্ পাকের এই বাণী সম্পর্কে প্রশ্ন করিয়াছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اِذَا نُودِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْ [১] اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ -

ইব্ন শিহাব (র) বলিয়াছেন ঃ উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) উক্ত আয়াতকে এইরূপ পড়িতেন–

اِذَا نُودِىَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَامْضُوْا اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ -

‘যখন জুম‘আর নামাযের আযান দেওয়া হয় তখন খুতবা ও নামাযের জন্য গমন কর।’

ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন– মালিক (র) বলিয়াছেন ঃ কিতাবুল্লাহ্তে উল্লিখিত ‘সা‘ঈ’-এর অর্থ হইল আমল ও কাজ (দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যেমন) আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করিয়াছেন ঃ [২] وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ আরও ইরশাদ করা হইয়াছে ঃ [৩] وَاَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعٰى وَهُوَ يَخْشٰى আরও ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

---

১. ‘হে মু’মিনগণ। জুম‘আর দিনে যখন সালাতের জন্য আহবান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহ্র স্মরণে ধাবিত হও। ৬২ ঃ ৯

২. যখন সে প্রস্থান করে তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির এবং শস্যক্ষেত্রে ও জীব-জন্তুর বংশ নিপাতের চেষ্টা করে। ২ ঃ ২০৫

৩. অন্যপক্ষে যে তোমার নিকট ছুটিয়া আসে, আর সে সশংকচিত্ত। ৮০ ঃ ৮, ৯

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ২ –ইরশাদ করা হইয়াছে ঃ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى ১

ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন ঃ মালিক (র) বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কিতাবে যে 'সা'ঈ'-এর কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা দ্বারা পায়ে দৌড়ান, দ্রুত গমন অথবা হাঁটা উদ্দেশ্য নহে, উদ্দেশ্য হইতেছে কাজ ও বাস্তবায়ন।

٦- باب : ماجاء فى الامام ينزل بقرية يوم الجمعة فى السفر

পরিচ্ছেদ ৬ ঃ জুম'আর দিন প্রবাসে ইমাম কোন গ্রামে পদার্পণ করিলে

١٤- قَالَ مَالِكٍ : اِذَا نَزَلَ الْاِمَامُ بِقَرْيَةٍ تَجِبُ فِيْهَا الْجُمُعَة ، وَالْاِمَامُ مُسَافِرٌ . فَخَطَبَ وَجَمَّعَ بِهِمْ ، فَاِنَّ اَهْلَ تِلْكَ الْقَرْيَةِ وَغَيْرَهُمْ يَجَمِّعُوْنَ مَعَهُ .

قَالَ مَالِكٌ : وَاِنْ جَمَّعَ الْاِمَامُ وَهُوَ مُسَافِرٌ، بِقَرْيَةٍ لاَ تَجِبُ فِيْهَا الْجُمُعَةُ ، فَلاَ جُمُعَةَ لَهُ، وَلاَ لاَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ . وَلاَ لِمَنْ جَمَّعَ مَعَهُمْ مِنْ غَيْرِهِمْ . وَلْيُتَمِّمْ اَهْلُ تِلْكَ الْقَرْيَةِ وَغَيْرُهُمْ ، مِمَّنْ لَيْسَ بِمُسَافِرٍ ، الصَّلاَةَ .

قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ جُمُعَةَ عَلَى مُسَافِرٍ .

রেওয়ায়ত ১৪

ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন ঃ মালিক (র) বলিয়াছেন ঃ ইমাম যদি সফরে এমন কোন লোকালয়ে অবতরণ করেন, যে লোকালয়ের নিবাসীদের উপর জুম'আ ওয়াজিব হয়, তারপর তিনি সেইখানে খুতবা প্রদান করেন এবং লোকালয়ের লোকজনকে লইয়া জুম'আ কায়েম করেন, তবে সেই জনপদের এবং তাহাদের বাহিরের লোকজন সেই ইমামের সহিত 'জুম'আ' আদায় করিবে।

ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন ঃ মালিক (র) বলিয়াছেন, যদি মুসাফির ইমাম এইরূপ জনপদে জুম'আ কায়েম করেন, যেই জনপদে জুম'আ ওয়াজিব নহে, তবে সেই ইমাম, উক্ত জনপদের বাসিন্দাগণ এবং উহার বাহিরের লোকজন যাহাদের সহিত তিনি জুম'আ পড়িয়াছেন, কাহারও 'জুম'আ' আদায় হইবে না। সেই লোকালয়ের লোকজন এবং অন্যান্যের (মুসল্লিদের) মধ্যে যাহারা মুসাফির নহেন তাঁহারা তাঁহাদের নামায পুরা পড়িবেন।

ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন ঃ মালিক (র) বলিয়াছেন, মুসাফিরের উপর জুম'আ ওয়াজিব নহে।

٧- باب : ماجاء فى الساعة التى فى يوم الجمعة

পরিচ্ছেদ ৭ ঃ জুম'আ দিবসের (দু'আ কবুলিয়তের) মুহূর্তটির বর্ণনা

١٥- حَدَّثَنِىْ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ اَبِى الزِّنَادِ ، عَنِ الْاَعْرَجِ ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ،

---

১. অতঃপর সে পশ্চাত ফিরিয়া প্রতিবিধানে সচেষ্ট হইল। ৭৯ ঃ ২২
২. অবশ্যই তোমাদের কর্ম-প্রচেষ্টা বিভিন্ন প্রকৃতির। ৯২ ঃ ৪

أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ ، ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ : " فِيهِ سَاعَةٌ لاَ يُوافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي ، يَسْأَلُ اللّٰهَ شَيْئًا ، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ " وَأَشَارَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهِ ، يُقَلِّلُهَا .

রেওয়ায়ত ১৫

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত – রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জুম'আ দিবসের উল্লেখ করিলেন, (সেই প্রসঙ্গে) তিনি বলিয়াছেন ঃ এই দিবসে এমন এক মুহূর্ত রহিয়াছে কোন মুসলিম বান্দা নামাযে দণ্ডায়মান অবস্থায়, সেই মুহূর্তটির সদ্ব্যবহার করিলে তখন যদি সে আল্লাহ্ তা'আলা হইতে কোন বস্তুর সওয়াল করে, তবে আল্লাহ্ তাহাকে সেই বস্তু প্রদান করিবেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বীয় হস্ত দ্বারা ইঙ্গিত করিলেন সেই সময়টির স্বল্পতা বুঝাইবার জন্য।

١٦ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : خَرَجْتُ إِلَى الطُّورِ ، فَلَقِيتُ كَعْبَ الأَحْبَارِ . فَجَلَسْتُ مَعَهُ . فَحَدَّثَنِي عَنِ التَّوْرَاةِ ، وَحَدَّثْتُهُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ . فَكَانَ فِيمَا حَدَّثْتُهُ ، أَنْ قُلْتُ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : "خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ، يَوْمُ الْجُمُعَةِ . فِيهِ خُلِقَ آدَمُ . وَفِيهِ أُهْبِطَ مِنَ الْجَنَّةِ . وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ . وَفِيهِ مَاتَ . وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ . وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ وَهِيَ مُصِيخَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، مِنْ حِينِ تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ . إِلاَّ الْجِنَّ وَالإِنْسَ . وَفِيهِ سَاعَةٌ لاَيُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي ، يَسْأَلُ اللّٰهَ شَيْئًا ، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ" قَالَ كَعْبٌ : ذٰلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ . فَقُلْتُ : بَلْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ . فَقَرَأَ كَعْبٌ التَّوْرَاةَ ، فَقَالَ : صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَلَقِيتُ بَصْرَةَ بْنَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيَّ ، فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ ؟ فَقُلْتُ : مِنَ الطُّورِ . فَقَالَ : لَوْأَدْرَكْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْهِ ، مَاخَرَجْتَ . سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ : " لاَ تُعْمَلُ الْمَطِيُّ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ : إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَإِلَى مَسْجِدِي هٰذَا ، وَإِلَى مَسْجِدِ إِيلِيَاءَ ، أَوْبَيْتِ الْمَقْدِسِ" يَشُكُّ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : ثُمَّ لَقِيتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَلاَمٍ ، فَحَدَّثْتُهُ بِمَجْلِسِي مَعَ كَعْبِ الأَحْبَارِ ، وَمَا حَدَّثْتُهُ بِهِ فِي

يَوْمِ الْجُمُعَةِ . فَقُلْتُ : قَالَ كَعْب ذٰلِكَ فِى كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ . قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ : كَذَبَ كَعْبٌ . فَقُلْتُ : ثُمَّ قَرَأَ كَعْبٌ التَّوْرَاةَ ، فَقَالَ بَلْ هِىَ فِى كُلِّ جُمُعَةٍ . فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ سَلاَمٍ : صَدَقَ كَعْبٌ . ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ : قَدْ عَلِمْتُ اَيَّةَ سَاعَةٍ هِىَ . قَالَ اَبُو هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ لَهُ اَخْبِرْنِى بِهَا وَلاَ تَضَنَّ عَلَىَّ . فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ : هِىَ اٰخِرُ سَاعَةٍ فِى يَوْمِ الْجُمُعَةِ . قَالَ اَبُو هُرَيْرَةَ : فَقُلْتُ وَكَيْفَ تَكُونُ اٰخِرَ سَاعَةٍ فِى يَومِ الْجُمُعَةِ ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ "لاَيُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّى" وَتِلْكَ السَّاعَةُ سَاعَةٌ لاَيُصَلّٰى فِيْهَا ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ : اَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : "مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ فَهُوَ فِى صَلاَةٍ حَتّٰى يُصَلِّىَ ؟" قَالَ اَبُو هُرَيْرَةَ : فَقُلْتُ بَلٰى . قَالَ : فَهُوَ ذٰلِكَ .

রেওয়ায়ত ১৬

আবূ সালমা ইব্‌ন আবদির রহমান (র) আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন– তিনি বলিয়াছেন ঃ আমি (সিনাই) পর্বতের দিকে গমন করিলাম, সেখানে কা'ব আহ্‌বার (র)-এর সাথে সাক্ষাত করিলাম এবং তাঁহার সাথে বসিলাম। তারপর তিনি 'তাওরাত' হইতে আমার নিকট বর্ণনা করিলেন, আমি তাঁহাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাদীস বর্ণনা করিলাম। আমি তাঁহার নিকট যাহা বর্ণনা করিলাম তাহাতে ইহাও ছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফরমাইয়াছেন– দিবসগুলির (মধ্যে যাহাতে সূর্যের উদয় হয়) জুম'আর দিনই সর্বোত্তম। সেইদিনই আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হইয়াছে, সেইদিনই তাঁহাকে (বেহেশ্‌ত হইতে) বাহির করা হইয়াছে, সেই দিবসেই তাঁহার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করা হইয়াছে, সেই দিবসেই তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন এবং সেই (জুম'আর) দিনেই কিয়ামত অনুষ্ঠিত হইবে। এমন কোন প্রাণী নাই, যে প্রাণী জুম'আর দিন ভোরবেলা হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ভয়ে চিৎকার না করে। সেই দিবসে একটি মুহূর্ত রহিয়াছে কোন মুসলিম বান্দা সেই মুহূর্তটিতে নামায পড়া অবস্থায় আল্লাহ্‌র নিকট কোন বস্তুর প্রার্থনা করিলে অবশ্যই তিনি তাহাকে উহা প্রদান করিবেন। কা'ব (র) বলিলেন ঃ ইহা প্রতি বৎসরে একদিন। তখন আমি বলিলাম ঃ বরং প্রতি জুম'আয়। অতঃপর কা'ব (র) তাওরাত পাঠ করিলেন এবং বলিলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঠিক বলিয়াছেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলিলেন ঃ আমি অতঃপর বস্‌রায় ইব্‌ন আবি বাস্‌রা গিফারীর সাথে সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি বলিলেন ঃ কোথা হইতে আগমন করিলে ? (উত্তরে) আমি বলিলাম ঃ 'তূর' হইতে। তারপর তিনি বলিলেন ঃ সেখানে গমনের পূর্বে যদি আমি তোমাকে পাইতাম, তবে তোমার যাওয়াই হইত না। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলিতে শুনিয়াছি, তিনটি মসজিদ ব্যতীত (অন্য কোন স্থানের জন্য) সওয়ারীর আয়োজন করা যায় না– (১) মসজিদুল হারাম, কাবাগৃহ, (২) আমার এই মসজিদ ও (৩) 'মসজিদ ইলিয়া' বা বায়তুল মুকাদ্দাস। বর্ণনাকারী সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন– (অর্থাৎ তৃতীয়টি) তিনি ইলিয়ার মসজিদ অথবা বায়তুল মুকাদ্দাস বলিয়াছেন ঃ (ইলিয়া শহরেই বায়তুল মুকাদ্দাস অবস্থিত)। আবূ হুরায়রা (রা) বলিয়াছেন ঃ অতঃপর আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম

(র)-এর সহিত মিলিত হইলাম এবং কা'ব আহবার (র)-এর সাথে আমার বৈঠকের কথা বর্ণনা করিলাম, আর 'জুম'আর দিন' সম্পর্কে যে হাদীস তাঁহার নিকট বর্ণনা করিয়াছি উহাও বলিলাম। (কথা প্রসঙ্গে) আমি বলিলাম, কা'ব (র) বলিয়াছেন- ইহা (কবুলিয়াতের মুহূর্ত) বৎসরে একদিন। (ইহা শুনিয়া) আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা) বলিলেন ঃ কা'ব (র) ঠিক বলেন নাই। অতঃপর আমি বলিলাম ঃ কা'ব (র) তাওরাত পাঠ করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, উহা প্রতি জুম'আর দিন।" আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা) বলিলেন ঃ কা'ব (এইবার) সত্য বলিয়াছেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ সেই মুহূর্তটি কোন্ মুহূর্ত তুমি জান কি ? আবূ হুরায়রা (রা) বলিলেন ঃ আমি তাঁহাকে বলিলাম ঃ আপনি আমাকে সেই মুহূর্তটির কথা বলিয়া দিন। এই বিষয়ে আপনি কৃপণতা করিবেন না। অতঃপর আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা) বলিলেন ঃ ইহা জুম'আর দিনের শেষ সময়। আবূ হুরায়রা (রা) বলিলেন ঃ আমি বলিলাম, উহা জুম'আ দিবসের শেষ মুহূর্তে কিরূপে হইতে পারে ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন, "নামাযের হালতে কোন মুসলিম বান্দা উক্ত মুহূর্তের সাক্ষাৎ লাভ করিলে..... ।" অথচ দিবসের শেষ মুহূর্তে নামায পড়া যায় না। তারপর আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা) বলিলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি (ইহা) বলেন নাই, যে ব্যক্তি কোন স্থানে বসিয়া নামাযের অপেক্ষা করিবে সে যেমন নামাযেই রহিয়াছে, যতক্ষণ সে নামায সমাপ্ত না করে ? আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ আমি বলিলাম, হ্যাঁ। তিনি বলিলেন ঃ তবে উহা তাহাই।

٨- باب : السية ، وتخطى الرقاب، واستقبال الامام يوم الجمعة

পরিচ্ছেদ ৮ ঃ জুম'আর দিনের পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘাড়ের উপর দিয়া যাতায়াত করা, ইমামের দিকে মুখ করিয়া বসা সম্পর্কীয় আহকাম

١٧- حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "مَا عَلَى اَحَدِكُمْ لَوِاتَّخَذَ ثَوْبَيْنِ لِجُمُعَتِهِ ، سِوَى ثَوْبَىْ مَهْنَتِهِ".

وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ لاَ يَرُوحُ اِلَى الْجُمُعَةِ اِلاَّ ادَّهَنَ ، وَتَطَيَّبَ ؛ اِلاَّ اَنْ يَكُونَ حَرَامًا .

রেওয়ায়ত ১৭

মালিক (র) ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ তোমাদের কেউ তাহার নিত্যব্যবহার্য কাপড় ব্যতীত জুম'আর জন্য দুইটি কাপড় তৈয়ার করিয়া রাখিলে ইহাতে কোন দোষ নাই।

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত - ইহ্রাম অবস্থায় না থাকিলে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) তেল ও খুশবু না লাগাইয়া জুম'আয় গমন করিতেন না।

١٨ - حَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ : اَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لاَنْ يُصَلِّىَ اَحَدُكُمْ بِظَهْرِ الْحَرَّةِ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَقْعُدَ ،

حَتّٰى اِذَا قَامَ الْاِمَامُ يَخْطُبُ ، جَاءَ يَتَخَطّٰى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .

قَالَ مَالِكٌ : السُّنَّةُ عِنْدَنَا اَنْ يَسْتَقْبِلَ النَّاسُ الْاِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، اِذَا اَرَادَ اَنْ يَخْطُبَ ، مَنْ كَانَ مِنْهُمْ يَلِى الْقِبْلَةَ وَغَيْرَهَا.

রেওয়ায়ত ১৮

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবি বকর ইব্‌ন হায্‌ম (র) আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনাকারী জনৈক রাবী হইতে বর্ণনা করেন– তিনি (আবূ হুরায়রা) বলিতেন ঃ তোমাদের কাহারও 'যাহরুল হাররা'[১] তে নামায পড়া ইহা হইতে ভাল যে, সে বসিয়া থাকিবে অর্থাৎ সময় থাকিতে নামাযের জন্য মসজিদে যাইবে না। অতঃপর ইমাম যখন জুম'আর দিন খুতবা দিতে দাঁড়াইবেন তখন (তাড়াহুড়া করিয়া যাওয়ার সময়) সে মানুষের ঘাড়ে পা রাখিয়া যাইবে।

ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন, মালিক (র) বলিয়াছেন ঃ ইমাম যে সময় খুতবা পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন সে সময় লোকজনের ইমামের দিকে মুখ করিয়া বসাটাই আমাদের নিকট সুন্নত, তাহাদের মধ্যে যাহারা কিবলার দিকে মুখ করিয়া আছে অথবা যাহারা কিবলার দিকে মুখ করিয়া বসে নাই, সকলেই ইমামের দিকে মুখ করিবে।[২]

٩- باب : القراءة فى صلاة الجمعة، والاحتباء، ومن تركها من غير عذر

পরিচ্ছেদ ৯ ঃ জুম'আর নামাযে কিরাআত, হাঁটু উঠাইয়া পাছার উপর বসা এবং কোন প্রকার ওযর ব্যতীত জুম'আ না পড়া সম্পর্কীয় আহকাম

١٩- حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيْدِ الْمَازِنِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ ؛ اَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ ، سَالَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ : مَاذَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، عَلٰى اِثْرِ سُوْرَةِ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ : كَانَ يَقْرَأُ = هَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ .

রেওয়ায়ত ১৯

যাহহাক ইব্‌ন কায়স (র) নু'মান ইব্‌ন বশীর (রা)-এর নিকট প্রশ্ন করিয়াছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জুম'আর দিন 'সূরা জুম'আ'র পর কোন্ সূরা তিলাওয়াত করিতেন ? তিনি বলিলেন ঃ هَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ পাঠ করিতেন।

٢٠- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ (قَالَ مَالِكٌ : لَا اَدْرِى اَعَنِ النَّبِيِّ

---

১. কাল পাথরবিশিষ্ট মদীনার বাহিরে একটি নির্দিষ্ট স্থান।

২. যাঁহারা ইমামের সামনে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদের মুখ তো ইমামের দিকে আছেই। অবশ্য যাঁহারা ইমামের ডাইনে বা বামে আছেন তাঁহারা ইমামের দিকে মুখ করিয়া ঘুরিয়া বসিবেন। ভিড়ের কারণে পরে কাতার ঠিক করিতে অসুবিধা হয় বিধায় বর্তমানে এই তরীকার উপর আমল করা হয় না; ফলে সকল মুসল্লিই কিবলামুখী বসিয়া খুতবা শুনেন।

ﷺ أمْ لاَ) أنَّهُ قَالَ : "مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلاَ عِلَّةٍ ، طَبَعَ اللّٰهُ عَلَى قَلْبِهِ" .

রেওয়ায়ত ২০

মালিক (র) সাফওয়ান ইব্‌ন সুলায়ম (র) হইতে বর্ণনা করেন– মালিক (র) বলিয়াছেন, সাফওয়ান (র) ইহা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন কিনা তাহা আমার জানা নাই। সাফওয়ান (র) বলিয়াছেন, কোন প্রকার ওযর অথবা রোগ ছাড়া যে ব্যক্তি তিন দফা জুম'আ পড়ে নাই, আল্লাহ্ তাহার হৃদয়ে মোহর ছাপ মারিয়া দিবেন।

٢١ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ خَطَبَ خُطْبَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَجَلَسَ بَيْنَهُمَا .

রেওয়ায়ত ২১

জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জুম'আর দিন দুই খুতবা প্রদান করিয়াছেন এবং দুই খুতবার মাঝখানে বসিয়াছেন।

অধ্যায় ৬

٦ - كتاب الصلاة فى رمضان
রমযানের নামায

١- باب : الترغيب فى الصلاة فى رمضان
পরিচ্ছেদ ১ ঃ রমযানের নামায (তারাবীহ্) পড়ার জন্য উৎসাহ প্রদান

١- حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى فِى الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَصَلّٰى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ . ثُمَّ صَلّٰى اللَّيْلَةَ الْقَابِلَةَ ، فَكَثُرَ النَّاسُ . ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ اَوِ الرَّابِعَةِ ، فَلَمْ يَخْرُجْ اِلَيْهِمْ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ . فَلَمَّا اَصْبَحَ ، قَالَ : "قَدْ رَاَيْتُ الَّذِى صَنَعْتُمْ ، وَلَمْ يَمْنَعْنِى مِنَ الْخُرُوجِ اِلَيْكُمْ ، اِلاَّ اَنِّى خَشِيْتُ اَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ " وَذٰلِكَ فِى رَمَضَانَ .

রেওয়ায়ত ১

নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী 'আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত – রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক রাত্রে মসজিদে নামায (তারাবীহ্) আদায় করিলেন। তাঁহার (ইক্তিদা) করিয়া লোকজনও নামায পড়িলেন। অতঃপর পরবর্তী রাত্রেও নামায পড়িলেন। (সেই রাত্রে) অনেক লোকের সমাগম হইল। তারপর তৃতীয় ও চতুর্থ রাত্রে তাঁহারা একত্র হইলেন। কিন্তু রাসূল ﷺ বাহির হইলেন না। যখন প্রভাত হইল, তিনি (কারণ) বলিলেন ঃ তোমাদের কার্যক্রম আমি লক্ষ করিয়াছি, তোমাদের উপর (তারাবীহ্) ফরয করিয়া দেওয়া হইবে, ইহা আমাকে বাহির হওয়া হইতে বারণ করিয়াছে। ইহা ছিল রমযানের ঘটনা।

٢ - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ ، كَانَ يُرَغِّبُ فِى قِيَامِ رَمَضَانَ ، مِنْ غَيْرِ اَنْ يَاْمُرَ بِعَزِيمَةٍ . فَيَقُولُ : "مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيمَانًا وَاحْتِسَابًا ، غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" .

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فَتُوفِّىَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ، وَالاَمْرُ عَلَى ذٰلِكَ. ثُمَّ كَانَ الاَمْرُ عَلَى

ذٰلِكَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ .

রেওয়ায়ত ২

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত – রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রমযানের তারাবীহ্‌র জন্য ওয়াজিব নামাযের মত নির্দেশ দান করিতেন না বটে, কিন্তু উহার জন্য অধিক উৎসাহ প্রদান করিতেন এবং ফরমাইতেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমান ও ইহ্‌তিসাব-এর (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র উপর ঈমানসহ ও সওয়াবের আশায়) সহিত রমযানের তারাবীহ পড়িবে তাহার বিগত সমুদয় (সগীরা) গুনাহ্ ক্ষমা করা হইবে।

ইব্‌ন শিহাব (যুহরী) (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ওফাতের পরও তারাবীহ্‌র অবস্থা এইরূপই ছিল। আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফতকালে এবং উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর খিলাফতের প্রথম দিকে (তারাবীহ্‌র) অবস্থা অনুরূপই ছিল।

٢- باب : ماجاء فى قيام رمضان

পরিচ্ছেদ ২ ঃ কিয়াম-এ-রমযান বা তারাবীহ্‌র নামাযের বর্ণনা

٣- حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ ؛ أَنَّهُ قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ . يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ . فَقَالَ عُمَرُ : وَاللّٰهِ إِنِّي لَأَرَانِي لَوْجَمَعْتُ هٰؤُلَاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ . فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ . قَالَ : ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِئِهِمْ . فَقَالَ عُمَرُ : نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هٰذِهِ، وَالَّتِي تَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي تَقُومُونَ . يَعْنِي آخِرَ اللَّيْلِ . وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ .

রেওয়ায়ত ৩

আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদিল কারিয়্যু (র) বলিয়াছেন ঃ আমি মাহে রমযানে উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর সাথে মসজিদের দিকে গমন করিয়াছি, (সেখানে গিয়া) দেখি লোকজন বিভিন্ন দলে বিভক্ত। কেউ একা নামায পড়িতেছেন, আবার কেউ-বা নামায পড়িতেছেন এবং তাঁহার ইমামতিতে একদল লোকও নামায আদায় করিতেছেন। (এই দৃশ্য দেখিয়া) উমর (রা) বলিলেন ঃ আমি মনে করি যে, (কত ভালই না হইত) যদি এই মুসল্লিগণকে একজন কারীর সহিত একত্র করিয়া দেওয়া হইত! অতঃপর তিনি উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা)-এর ইমামতিতে একত্র করিয়া দিলেন। (আবদুর রহমান) বলেন ঃ দ্বিতীয় রাত্রেও আমি তাঁহার সহিত (মসজিদে) গমন করিলাম। তখন লোকজন তাঁহাদের কারীর ইকতিদায় নামায পড়িতেছিলেন। উমর (রা) (ইহা অবলোকন করিয়া) বলিলেন ঃ نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هٰذِهِ –'ইহা অতি চমৎকার বিদ'আত বা নূতন পদ্ধতি।' আর যে নামায হইতে তাহারা ঘুমাইয়া থাকে তাহা উত্তম ঐ নামায হইতে, যে নামাযের জন্য তাহারা জাগ্রত হয়, অর্থাৎ শেষ

রাতের নামাযই আফযল। [উমর (রা)] ইহা এইজন্যই বলিয়াছিলেন, অনেক লোকের অবস্থা (এই ছিল) রাত্রের শুরু ভাগে তাহারা নামায পড়িয়া লইতেন। কেউ কেউ শেষ রাত্রে তারাবীহ্ পড়া আফযল মনে করিতেন।

٤ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : أَمَرَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَتَمِيمًا الدَّارِيَّ أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً . قَالَ : وَقَدْ كَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ بِالْمِئِينَ ، حَتَّى كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعِصِيِّ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ . وَمَا كُنَّا نَنْصَرِفُ إِلاَّ فِي فُرُوعِ الْفَجْرِ .

রেওয়ায়ত ৪

সায়িব ইব্‌ন ইয়াযিদ (র) বলিয়াছেন ঃ উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) উবাই ইবনে কা'ব এবং তামীমদারী (রা)-কে লোকজনের (মুসল্লিগণের) জন্য এগার রাক'আত (তারাবীহ্) কায়েম করিতে (পড়াইতে) নির্দেশ দিয়াছিলেন। কারী একশত আয়াতবিশিষ্ট সূরা পাঠ করিতেন, আর (আমাদের অবস্থা এই ছিল) আমরা নামযে দীর্ঘ সময় দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে (ক্লান্ত) হইয়া পড়িলে সাহায্য গ্রহণ করিতাম অর্থাৎ লাঠির উপর ভর দিতাম। (এইভাবে নামায পড়িতে পড়িতে রাত শেষ হইত)। আমরা ভোর হওয়ার কিছু পূর্বে ঘরে প্রত্যাবর্তন করিতাম।

٥ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فِي رَمَضَانَ ، بِثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً .

রেওয়ায়ত ৫

মালিক (র) ইয়াযিদ ইবনে রুমান (র) হইতে বর্ণনা করেন– তিনি বলিয়াছেন ঃ লোকজন উমর ইবন খাত্তাব (রা)-এর খিলাফতকালে রমযানে তেইশ রাক'আত তারাবীহ্ পড়িতেন– তিন রাক'আত বিত্র এবং বিশ রাক'আত তারাবীহ। ইহাই হযরত উমর (রা) শেষ পর্যন্ত নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন।

٦ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ الأَعْرَجَ يَقُولُ : مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلاَّ وَهُمْ يَلْعَنُونَ الْكَفَرَةَ فِي رَمَضَانَ . قَالَ : وَكَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فِي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ . فَإِذَا قَامَ بِهَا فِي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، رَأَى النَّاسُ أَنَّهُ قَدْ خَفَّفَ .

রেওয়ায়ত ৬

মালিক (র) দাউদ ইব্‌ন হুসায়ন (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি আ'রাজ (র)-কে বলিতে শুনিয়াছেন ঃ লোকজন রমযানের বিত্র (وتر) নামাযে কাফিরদের প্রতি অভিশাপ প্রেরণ করিতেন। আর কারী অর্থাৎ ইমাম আট রাক'আতে সূরা বাকারা পাঠ করিতেন। কোন সময় উক্ত সূরা বার রাক'আতে পাঠ করিলে লোকেরা মনে করিতেন যে, কারী (ইমাম) নামায হালকা পড়িয়াছেন।

٧- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى بَكْرٍ ؛ قَالَ : سَمِعْتُ اَبِى يَقُولُ : كُنَّا نَنْصَرِفُ فِى رَمَضَانَ ، فَنَسْتَعْجِلُ الْخَدَمَ بِالطَّعَامِ ، مَخَافَةَ الْفَجْرِ .

وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِيهِ ؛ اَنَّ ذَكْوَانَ اَبَا عَمْرٍو (وَكَانَ عَبْدًا لِعَائِشَةَ ، زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ ، فَاَعْتَقَتْهُ ، عَنْ دُبُرٍ مِنْهَا) كَانَ يَقُومُ يَقْرَأُ لَهَا فِى رَمَضَانَ .

রেওয়ায়ত ৭

মালিক (র) আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর (র) হইতে বর্ণনা করেন– তিনি বলিয়াছেন ঃ (মসজিদে রাত কাটাইয়া) আমরা রমযানে (গৃহে) প্রত্যাবর্তন করিতাম, তখন ভোর হওয়ার আশংকায় খাদেমগণকে (খানা প্রস্তুতির) কাজে লাগাইতাম।

উরওয়াহ্ (র) হইতে বর্ণিত – যাক্ওয়ান আবূ 'আমর (র) নবী করীম ﷺ -এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা)-এর ক্রীতদাস ছিলেন। আয়েশা (রা)-এর ওফাতের পর যাক্ওয়ান মুক্তিপ্রাপ্ত হইবেন বলিয়া ঘোষণা ছিল। (উক্ত যাক্ওয়ান) রমযান মাসে তারাবীহ্‌র নামায পড়িতেন এবং আয়েশা (রা) তাঁহার পিছনে (অন্যদের সঙ্গে) মুকতাদী হইয়া নামায পড়িতেন অথবা আয়েশা (রা) তাঁহার কুরআন পাঠ শুনিতেন।

অধ্যায় ৭

٧ ـ كتَاب صلاة الليل

রাত্রে নফল নামায

١- باب : ماجاء فى صلاة الليل

পরিচ্ছেদ ১ ঃ রাত্রে নফল নামায পড়া

١- حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ رِضًا ؛ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ . اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ اَخْبَرَتْهُ : اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : " مَامِنِ امْرِيءٍ تَكُوْنُ لَهُ صَلاَةٌ بِلَيْلٍ ، يَغْلِبُهُ عَلَيْهَا نَوْمٌ ، اِلاَّ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ اَجْرَ صَلاَتِهِ ، وَكَانَ نَوْمُهُ عَلَيْهِ صَدَقَةً " .

রেওয়ায়ত ১

আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি রাত্রে কোন নফল নামায পড়িতে অভ্যস্ত কিন্তু তাহার উপর ঘুমের প্রভাববশত সে নামায আদায় করিতে পারে নাই, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে তাহার নামাযের সওয়াব প্রদান করিবেন, আর নিদ্রা হইবে তাহার জন্য সদ্‌কা (অর্থাৎ নামাযের জন্য তাহাকে হিসাব দিতে হইবে না, উপরন্তু নিয়ত করার সওয়াবও পাইবে)।

٢- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ اَبِى النَّضْرِ ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ ، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ، اَنَّهَا قَالَتْ : كُنْتُ اَنَامُ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَرِجْلاَىَ فِى قِبْلَتِهِ. فَاِذَا سَجَدَ غَمَزَنِى ، فَقَبَضْتُ رِجْلَىَّ . فَاِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا . قَالَتْ : وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيْحُ .

রেওয়ায়ত ২

নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত– তিনি বলিয়াছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে ঘুমাইয়া থাকিতাম, আমার দুই পা তাঁহার কিবলার স্থলে থাকিত। (অবস্থা এই ছিল) তিনি যখন সিজদায় যাইতেন আমাকে চাপ দিতেন, তখন আমি আমার পা দুইটিকে গুটাইয়া লইতাম; যখন তিনি দাঁড়াইতেন আমার পা দুইটিকে আবার লম্বা করিয়া দিতাম। তিনি [হযরত আয়েশা (রা)] বলেন, সেইকালে ঘরগুলিতে বাতি ছিল না।

٣- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ

ﷺ : انَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ . قَالَ : "اذَا نَعَسَ اَحَدُكُمْ فِى صَلَاتِهِ ، فَلْيَرْقُدْ حَتّٰى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ . فَانَّ اَحَدَكُمْ اِذَا صَلّٰى وَهُوَ نَاعِسٌ ، لَا يَدْرِى لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ ، فَيَسُبُّ نَفْسَهُ" .

রেওয়ায়ত ৩

নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ তোমাদের কেউ নামাযে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলে সে যেন বসিয়া পড়ে, যতক্ষণ তন্দ্রা ছুটিয়া না যায়। কেননা তোমাদের কেউ তন্দ্রাবস্থায় নামায পড়িলে, বলা যায় না, হয়তো সে ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করিতে গিয়া নিজের নফ্সকে মন্দ বলিয়া ফেলিবে।

٤– وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِى حَكِيْمٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ ، سَمِعَ امْرَاَةً مِنَ اللَّيْلِ تُصَلِّى . فَقَالَ : "مَنْ هٰذِهِ ؟ " فَقِيْلَ لَهُ : هٰذِهِ الْحَوْلَاءُ ، بِنْتُ تُوَيْتٍ ، لَاتَنَامُ اللَّيْلَ . فَكَرِهَ ذٰلِكَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ، حَتّٰى عُرِفَتِ الْكَرَاهِيَةُ فِى وَجْهِهِ . ثُمَّ قَالَ : "اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى لَا يَمَلُّ حَتّٰى تَمَلُّوا . اكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَالَكُمْ بِهِ طَاقَةٌ " .

রেওয়ায়ত ৪

ইসমাইল ইব্ন আবি হাকিম (র) হইতে বর্ণিত– তিনি বলেন, তাঁহার নিকট খবর পৌঁছিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জনৈকা স্ত্রীলোককে রাত্রিবেলা নামায পড়িতে শুনিলেন। তিনি বলিলেন ঃ ইনি (স্ত্রীলোকটি) কে ? (উত্তরে) তাঁহাকে বলা হইল ঃ স্ত্রীলোকটি হাওলা বিনতে তুয়াইত। সে সারারাত্রি ঘুমায় না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইহাতে অসন্তুষ্ট হইলেন, এমন কি তাঁহার চেহারা (মুবারক)-এর উপর নারাজি ভাব প্রকাশ পাইল। অতঃপর তিনি ফরমাইলেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা পরিশ্রান্ত হন না, যতক্ষণ তোমরা পরিশ্রান্ত না হও। ততটুকু আমলই কর যতটুকু করার সামর্থ্য রাখ।

٥– وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ ، عَنْ اَبِيْهِ ؛ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ مَاشَاءَ اللّٰهُ . حَتّٰى اِذَا كَانَ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ ، اَيْقَظَ اَهْلَهُ لِلصَّلَاةِ . يَقُولُ لَهُمْ : اَلصَّلَاةَ ، اَلصَّلَاةَ . ثُمَّ يَتْلُو هٰذِهِ الْاٰيَةَ : (وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْاَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَقِبَةُ لِلتَّقْوٰى) .

রেওয়ায়ত ৫

আসলাম (র) হইতে বর্ণিত– উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) রাত্রে 'যতক্ষণ আল্লাহ্ তাওফীক দিতেন' নামায পড়িতেন। অতঃপর যখন প্রত্যুষের সময় হইত তিনি ঘরের লোকজনকে জাগাইয়া দিতেন। তাহাদের

উদ্দেশ্যে বলিতেন ঃ اَلصَّلاَةَ ، اَلصَّلاَةَ (নামায, নামায)। অতঃপর কুরআন মজীদের এই আয়াতটি তিলাওয়াত করিতেন ঃ

وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لاَ نَسْاَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى) .[১]

٦- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ ، اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ كَانَ يَقُولُ : يُكْرَهُ النَّوْمُ قَبْلَ الْعِشَاءِ ، وَالْحَدِيْثُ بَعْدَهَا .

রেওয়ায়ত ৬

মালিক (র) বলেন ঃ তাঁহার নিটক রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র) বলিতেন ঃ ইশা (নামায)-এর পূর্বে নিদ্রা এবং পরে আলাপ করা মাকরূহ।

٧- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ ، اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : صَلاَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ . يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ.

قَالَ مَالِكٌ : وَهُوَ الاَمْرُ عِنْدَنَا .

রেওয়ায়ত ৭

মালিক (র) বলেন ঃ তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলিতেন ঃ দিনের কি রাত্রির (নফল) নামায দুই-দুই রাক'আতই। প্রতি দুই রাক'আত পর সালাম ফিরাইবে।

ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন– মালিক (র) বলিয়াছেন ঃ এই বিষয়ে আমার সিদ্ধান্তও অনুরূপ।

٢- باب : صلاة النبى صلى الله عليه وسلم فى الوتر

পরিচ্ছেদ ২ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিতরের নামাযের বর্ণনা

٨- حَدَّثَنِي يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ ، كَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ اِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ . فَاِذَا فَرَغَ ، اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الاَيْمَنِ .

রেওয়ায়ত ৮

নবী করীম ﷺ -এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাত্রে এগার রাক'আত নামায পড়িতেন, তন্মধ্যে এক রাক'আত বিত্‌র আদায় করিতেন, নামায শেষ করিলে তিনি ডান কাতে শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিতেন।

১. এবং তোমার পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দাও ও উহাতে অবিচলিত থাক, আমি তোমার নিকট কোন জীবনোপকরণ চাহি না; আমিই তোমাকে জীবনোপকরণ দেই এবং শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য। ২০ ঃ ১৩২

٩ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَوْفٍ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ ، كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ ؟ فَقَالَتْ : مَا كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ ، وَلاَ فِي غَيْرِهِ ، عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً . يُصَلِّي أَرْبَعًا ، فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ . ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا ، فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ . ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثًا . فَقَالَتْ عَائِشَةُ : فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللّٰهِ! أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ ؟ فَقَالَ : "يَاعَائِشَةُ ! إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ ، وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي" .

রেওয়ায়ত ৯

আবূ সাল্‌মা ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (র) নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা)-এর নিকট প্রশ্ন করিয়াছেন ঃ রমযানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নামায কেমন হইত ? (উত্তরে) তিনি বলিলেন ঃ রমযান কি গর-রমযান রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (রাত্রির নামায) এগার রাক'আতের উপর বর্ধিত করিতেন না। তিনি চারি রাক'আত পড়িতেন, তুমি উহার দৈর্ঘ ও সৌন্দর্য সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করিও না। অতঃপর চারি রাক'আত পড়িতেন, তুমি উহার দৈর্ঘ ও সৌন্দর্য সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করিও না। অতঃপর তিন রাক'আত পড়িতেন।

আয়েশা (রা) বলিলেন ঃ অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আপনি যে বিতরের পূর্বে ঘুমান ? (উত্তরে) তিনি ফরমাইলেন ঃ হে আয়েশা, (মনে রাখিও) আমর চক্ষুদ্বয় ঘুমায় বটে কিন্তু আমার অন্তর ঘুমায় না।

١٠– وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ يُصَلِّي ، إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ ، رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ .

রেওয়ায়ত ১০

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত– তিনি বলিয়াছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাত্রিবেলা তের রাক'আত নামায পড়িতেন। অতঃপর যখন ফজরের আযান শুনিতেন, তখন হালকা দুই রাক'আত নামায পড়িতেন।

١١ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ . وَهِيَ خَالَتُهُ . قَالَ : فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَأَهْلُهُ ، فِي طُولِهَا . فَنَامَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ ، أَوْ قَبْلَهُ

بِقَلِيْلٍ ، اَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيْلٍ ، اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ . فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ . ثُمَّ قَرَاَ الْعَشْرَ الْاٰيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ اٰلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ اِلَى شَنٍّ مُعَلَّقٍ فَتَوَضَّا مِنْهُ ، فَاَحْسَنَ وُضُوءَهُ . ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي .

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَاصَنَعَ . ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ اِلَى جَنْبِهِ ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَاْسِي ، وَاَخَذَ بِاُذُنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا . فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ . ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ . ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ . ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ . ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ . ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ . ثُمَّ اَوْتَرَ . ثُمَّ اضْطَجَعَ ، حَتَّى اَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ . فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَصَلَّى الصُّبْحَ .

রেওয়ায়ত ১১

আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত– তিনি তাঁহার খালা নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী মায়মুনা (রা)-এর নিকট রাত্রি যাপন করিতেছিলেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ আমি বিছানার প্রস্থে শুইয়াছিলাম আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও তাঁহার পরিবার শুইয়াছিলেন বিছানার দৈর্ঘে। অতঃপর নবী ﷺ ঘুমাইয়া পড়িলেন। তারপর অর্ধ রাত্রি অতিবাহিত হওয়ার কিছু পূর্বে অথবা পরে নবী ﷺ জাগ্রত হইলেন এবং বসিলেন, তারপর চেহারা (মুবারক)-এ হাত সঞ্চালন করিয়া ঘুমের আমেজ দূর করিলেন। অতঃপর সূরা আল্-ইমরানের শেষের দশটি আয়াত তিলাওয়াত করিলেন। পরে একটি ঝুলানো পুরাতন মশক বা পাত্রের দিকে দণ্ডায়মান হইলেন, সেখান থেকে পানি লইয়া ওযূ করিলেন। এবং উত্তমরূপে ওযূ করিলেন, অতঃপর নামায পড়িতে দাঁড়াইলেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ (ইহা দেখিয়া) আমিও দাঁড়াইলাম এবং নবী ﷺ যে মত ওযূ করিয়াছিলেন সেই মত ওযূ করিলাম। অতঃপর তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহার ডান হাত আমার মাথার উপর রাখিলেন এবং আমার ডান কান ধরিয়া উহাকে মলিতে আরম্ভ করিলেন, অতঃপর তিনি দুই রাক'আত পড়িলেন, তারপর দুই রাক'আত, আবার দুই রাক'আত, আবার দুই রাক'আত, আবার দুই রাক'আত, আবার দুই রাক'আত পড়িলেন। তারপর বিতর পড়িয়া বিশ্রাম করিলেন মুয়ায্যিন আসা পর্যন্ত। (মুয়ায্যিন আযান দিলেন) তিনি সংক্ষিপ্ত দুই রাক'আত (নামায) পড়িলেন, তারপর বাহির হইয়া ফজরের নামায পড়িলেন।

١٢ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِي بَكْرٍ ، عَنْ اَبِيهِ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ قَيْسِ ابْنِ مَخْرَمَةَ اَخْبَرَهُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ ؛ اَنَّهُ قَالَ : لَاَرْمُقَنَّ اللَّيْلَةَ صَلَاةَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ . قَالَ : فَتَوَسَّدْتُ عَتَبَتَهُ ، اَوْ فُسْطَاطَهُ . فَقَامَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، طَوِيْلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ . ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا . ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا . ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ

وَهُمَادُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا . ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَادُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا . ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَادُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا . ثُمَّ اَوْتَرَ . فَتِلْكَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً .

রেওয়ায়ত ১২

যায়দ ইব্ন খালিদ জুহানি (রা) বলিয়াছেন ঃ (একবার মনে মনে ইচ্ছা পোষণ করিলাম) অবশ্যই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নামায কিরূপ হয় অদ্য রাত্রে আমি তাহা অবলোকন করিব। (এই মনস্থ করিয়া) আমি তাঁহার দরজায় অথবা তাঁবুতে ঠেস দিয়া বসিয়া রহিলাম; অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়াইলেন, আর দীর্ঘ– অনেক দীর্ঘ দুই রাক'আত নামায পড়িলেন, তারপর পূর্বের দুই রাক'আতের তুলনায় সংক্ষিপ্ত দুই রাক'আত পড়িলেন। তারপর দুই রাক'আত পড়িলেন পূর্বের দুই রাক'আত হইতে সংক্ষিপ্ত, তারপর দুই রাক'আত পরিলেন, এই দুই রাক'আত পূর্বের দুই রাক'আত অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত (সর্বশেষ বিতর পড়িলেন–এই হইল তের রাক'আত)। তারপর পূর্বের দুই রাক'আতের তুলনায় সংক্ষিপ্ত দুই রাক'আত পড়িলেন।

٣- باب : الامر بالوتر

পরিচ্ছেদ ৩ ঃ বিত্র (নামায)-এর নির্দেশ

١٣- حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ اَنَّ رَجُلاً سَالَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ . فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : "صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ . فَاِذَا خَشِيَ اَحَدُكُمُ الصُّبْحَ ، صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً ، تُوتِرُلَهُ مَاقَدْ صَلَّى" .

রেওয়ায়ত ১৩

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত– এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে সালাতুল লায়ল (তাহাজ্জুদের নামায) সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ফরমাইলেন ঃ 'সালাতুল-লায়ল' দুই-দুই রাক'আত। অতঃপর যদি প্রভাত হওয়ার আশংকা হয় তবে এক রাক'আত পড়িবে, ইহা আদায়কৃত নামাযগুলিকে তাহার জন্য বিতর-এ (বিজোড়) পরিণত করিবে।

١٤ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيْزٍ ؛ اَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِى كِنَانَةَ يُدْعَى الْمُخْدِجِيَّ ، سَمِعَ رَجُلاً بِالشَّامِ يُكَنَّى اَبَا مُحَمَّدٍ . يَقُوْلُ : اِنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ . فَقَالَ الْمُخْدَجِيُّ : فَرُحْتُ اِلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، فَاعْتَرَضْتُ لَهُ وَهُوَ رَائِحٌ اِلَى الْمَسْجِدِ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِىْ قَالَ اَبُوْ مُحَمَّدٍ . فَقَالَ عُبَادَةُ : كَذَبَ اَبُوْ مُحَمَّدٍ . سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ : "خَمْسُ صَلَوَاتٍ

كَتَبَهُنَّ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْعِبَادِ . فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ ، لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا ، اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ ؛ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدُ اَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ . وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ ، فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْد . اِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَاِنْ شَاءَ اَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ " .

রেওয়ায়ত ১৪

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহায়রীয (র) হইতে বর্ণিত– কেনানা গোত্রের এক ব্যক্তি, যাহাকে মুখদাজী বলা হইত, তিনি শাম দেশের এক ব্যক্তিকে (যাহার উপনাম আবূ মুহাম্মদ) বলিতে শুনিয়াছেন যে, বিত্‌র-এর নামায ওয়াজিব। মুখদাজী বলিলেন ঃ আমি উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা)-এর নিকট গেলাম, তিনি তখন মসজিদে গমন করিতেছিলেন। আমি তাঁহার পথ 'আটকাইয়া' দাঁড়াইলাম। অতঃপর আবূ মুহাম্মদ যাহা বলিয়াছেন তাঁহাকে উহার খবর দিলাম। উবাদা (রা) বলিলেন ঃ আবূ মুহাম্মদ অসত্য বলিয়াছে। আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করিয়াছেন। যে ব্যক্তি উহা আদায় করিবে এবং তুচ্ছ ধারণা করিয়া উহার কোন প্রকার হক নষ্ট করিবে না, তাঁহার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট এই প্রতিজ্ঞা রহিল যে, তিনি তাঁহাকে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করাইবেন। আর যে উহা আদায় করিবে না, তাঁহার প্রতি আল্লাহ্‌র কোন অঙ্গীকার থাকিবে না। তিনি ইচ্ছা করিলে তাহাকে শাস্তি দিবেন এবং ইচ্ছা করিলে তাহাকে জান্নাতেও দাখিল করিতে পারেন।

١٥ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ اَبِى بَكْرِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : كُنْتُ اَسِيْرُ . مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بِطَرِيْقِ مَكَّةَ . قَالَ سَعِيْدُ : فَاَمَّا خَشِيْتُ الصُّبْحَ ، نَزَلْتُ ، فَاَوْتَرْتُ ، ثُمَّ اَدْرَكْتُهُ . فَقَالَ لِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ : اَيْنَ كُنْتَ ؟ فَقُلْتُ لَهُ : خَشِيْتُ الصُّبْحَ ، فَنَزَلْتُ فَاَوْتَرْتُ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ : اَلَيْسَ لَكَ فِى رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ؟ فَقُلْتُ : بَلَى ، وَاللّٰهِ ! فَقَالَ : اِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ عَلَى الْبَعِيْرِ .

রেওয়ায়ত ১৫

সাঈদ ইব্‌ন ইয়াসার (র) বলিয়াছেন ঃ আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-এর সঙ্গে মক্কার পথে ভ্রমণ করিতেছিলাম। সাঈদ (র) বর্ণনা করিলেন ঃ যখন প্রভাত হওয়ার আশংকা করিলাম, তখন বিত্‌র পড়িলাম এবং (তাড়াতাড়ি) আসিয়া তাঁহার সাথে একত্র হইলাম। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তুমি (এতক্ষণ) কোথায় ছিলে ? আমি (উত্তরে) তাঁহাকে বলিলাম ঃ ভোর হইতেছে আশংকা করিয়া নিচে নামিয়া বিত্‌র পড়িয়াছি। ইহা (শুনিয়া) আবদুল্লাহ্ (রা) বলিলেন ঃ তোমার জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর (কাজের মধ্যে) আদর্শ নাই কি ? আমি বলিলাম ঃ আল্লাহ্‌র কসম, হ্যাঁ আছে। তিনি বলিলেন ঃ (মনে রাখ) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উটের উপর বিত্‌র পড়িতেন।

١٦ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ اَنَّهُ قَالَ

: كَانَ اَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ ، اِذَا اَرَادَ اَنْ يَاْتِيَ فِرَشَهُ ، اَوْتَرَ . وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، يُوتِرُ اٰخِرَ اللَّيْلِ قَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : فَاَمَّا اَنَا ، فَاِذَ جِئْتُ فِرَاشِي ، اَوْتَرْتَتُ .

রেওয়ায়ত ১৬

সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র) বর্ণনা করিয়াছেন– আবূ বকর সিদ্দীক (রা) শয্যা গ্রহণের ইচ্ছা করিলে বিত্‌র পড়িয়া লইতেন। আর উমর (রা) শেষ রাত্রে বিত্‌র পড়িতেন। সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব বলেন ঃ (আমার অভ্যাস হইল এই) আমি যখন শয্যা গ্রহণ করিতে আসি তখন বিত্‌র পড়িয়া লই।

١٧ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ الْوِتْرِ ، اَوَاجِبٌ هُوَ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ : قَدْ اَوْتَرَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ، وَاَوْتَرَ الْمُسْلِمُوْنَ . فَجَعَلَ الرَّجُلُ يُرَدِّدُ عَلَيْهِ ، وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ : اَوْتَرَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ، وَاَوْتَرَ الْمُسْلِمُوْنَ .

রেওয়ায়ত ১৭

মালিক (র) হইতে বর্ণিত– তাঁহার নিকট বর্ণনা পৌঁছিয়াছে যে, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-কে বিত্‌র (নামায) ওয়াজিব কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। (উত্তরে) তিনি বলিলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিত্‌র পড়িয়াছেন এবং মুসলমানগণও বিত্‌র পড়িয়াছেন। বর্ণনাকারী বলেন ঃ (প্রশ্নকারী) সেই ব্যক্তিটি বারবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন ঃ বিতর ওয়াজিব কি না ? (উত্তরে) আবদুল্লাহ (রা) বারবার বলিয়াছেন।

١٨ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، اَنَّهُ بَلَغَهُ ؛ اَنَّ عَائِشَةَ ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ ، كَانَتْ تَقُولُ : مَنْ خَشِيَ اَنْ يَنَامَ حَتَّى يُصْبِحَ ، فَلْيُوتِرْ قَبْلَ اَنْ يَنَامَ . وَمَنْ رَجَا اَنْ يَسْتَيْقِظَ اٰخِرَ اللَّيْلِ ، فَلْيُؤَخِّرْ وِتْرَهُ .

রেওয়ায়ত ১৮

মালিক (র) হইতে বর্ণিত– তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) বলিয়াছেন ঃ যাহার এই আশংকা থাকে যে, সে ভোর হওয়া পর্যন্ত ঘুমাইবে, তবে সে ঘুমের পূর্বেই বিত্‌র পড়িয়া লইবে। আর যে ব্যক্তি শেষ রাত্রে জাগিবার ভরসা রাখে সে বিত্‌র পরে (শেষ রাত্রে) পড়িবে।

١٩ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بِمَكَّةَ . وَالسَّمَاءُ مُغِيْمَةٌ . فَخَشِيَ عَبْدُ اللّٰهِ الصُّبْحَ ، فَاَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ . ثُمَّ انْكَشَفَ الْغَيْمُ ، فَرَاَى اَنَّ عَلَيْهِ لَيْلاً ، فَشَفَعَ بِوَاحِدَةٍ . ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذٰلِكَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ . فَلَمَّا خَشِيَ الصُّبْحَ اَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ .

রেওয়ায়ত ১৯

মালিক (র) হইতে বর্ণিত– নাফি' (র) বলিয়াছেন ঃ তিনি মক্কার পথে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-এর সঙ্গে ছিলেন। তখন আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। তাই আবদুল্লাহ (ইব্‌ন উমর) (রা) ভোর হওয়ার আশংকা করিলেন এবং এক রাক'আত বিত্‌র পড়িয়া লইলেন। অতঃপর মেঘ দূরীভূত হইলে তিনি দেখিলেন এখনও রাত্রি কিছু অবশিষ্ট আছে। তখন তিনি আর এক রাক'আত দ্বারা জোড় (নামায) করিয়া নিলেন। অতঃপর দুই-দুই রাক'আত করিয়া আরও নামায পড়িলেন। যখন প্রভাত নিকটবর্তী মনে করিলেন তখন এক রাক'আত বিত্‌র পড়িয়া লইলেন।

٢٠ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالرَّكْعَةِ فِى الْوِتْرِ ، حَتّٰى يَاْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ .

রেওয়ায়ত ২০

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত– আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বিতর-এর এক রাক'আত এবং তৎপূর্বের দুই রাক'আতের মাঝখানে সালাম ফিরাইতেন। এমন কি তাঁহার প্রয়োজনীয় বিষয়ে নির্দেশও প্রদান করিতেন।

٢١ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ اَنَّ سَعْدَ بْنَ اَبِى وَقَّاصٍ كَانَ يُوتِرُ بَعْدَ الْعَتَمَةِ بِوَاحِدَةٍ .

قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ عَلَى هٰذَا ، الْعَمَلُ عِنْدَنَا . وَلٰكِنْ اَدْنَى الْوِتْرِ ثَلَاثٌ .

রেওয়ায়ত ২১

ইব্‌ন শিহাব (র) হইতে বর্ণিত– সাদ ইব্‌ন আবি ওয়াক্কাস (রা) ইশার পর এক রাক'আত বিতর পড়িতেন।

মালিক (র) বলেন, ইহার (এক রাক'আত বিতরের) উপর আমাদের আমল নাই। বরং সর্বনিম্ন বিতর-এর সংখ্যা তিন রাক'আত।

٢٢ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِينَارٍ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وِتْرُ صَلَاةِ النَّهَارِ .

قَالَ مَالِكٌ : مَنْ اَوْتَرَ اَوَّلَ اللَّيْلِ، ثُمَّ نَامَ ، ثُمَّ قَامَ ، فَبَدَالَهُ اَنْ يُصَلِّى فَلْيُصَلِّ ، مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ فَهُوَ اَحَبُّ مَاسَمِعْتُ اِلَىَّ .

রেওয়ায়ত ২২

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন দীনার (র) হইতে বর্ণিত– আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলিতেন, মাগরিবের নামায হইল দিনের বিত্‌র।

মালিক (র) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি রাত্রির প্রথমভাগে বিত্‌র পড়িয়া ঘুমাইয়াছেন, অতঃপর জাগিয়াছেন, তখন তাঁহার নামায পড়িবার ইচ্ছা হইল। তবে তিনি দুই দুই রাক'আত করিয়া পড়িবেন। আমি (এই নামায সম্বন্ধে) যাহা শুনিয়াছি তন্মধ্যে ইহাই আমার পছন্দনীয়।

٤- باب : الوتر بعد الفجر

পরিচ্ছেদ ৪ ঃ ফজর-এর (সুবহে সাদিক) পর বিত্‌র পড়া

٢٣- حَدَّثَنِي يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ بْنِ اَبِى الْمُخَارِقِ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَقَدَ ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ . فَقَالَ لِخَادِمِهِ : انْظُرْ مَاصَنَعَ النَّاسُ (وَهُوَ يَوْمَئِذٍ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ) فَذَهَبَ الْخَادِمُ ثُمَّ رَجَعَ . فَقَالَ : قَدِ انْصَرَفَ النَّاسُ مِنَ الصُّبْحِ . فَقَامَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، فَاَوْتَرَ ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ .

রেওয়ায়ত ২৩

সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র (র) হইতে বর্ণিত– আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) এক রাত্র ঘুমাইলেন। জাগ্রত হওয়ার পর খাদিমকে বলিলেন ঃ দেখিয়া আস লোকজন কি করিয়াছে। সেই সময় তাঁহার দৃষ্টিশক্তি চলিয়া গিয়াছিল। খাদিম গেল এবং প্রত্যাবর্তন করিয়া বলিল ঃ লোকজন ফজরের নামায হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। তারপর আবদুল্লাহ্ (রা) দাঁড়াইয়া বিত্‌র পড়িলেন, তারপর ফজর-এর নামায পড়িলেন।

٢٤ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، وَعُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ ، وَالْقَاسِمَ ابْنَ مُحَمَّدٍ ، وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ ، قَدْ اَوْتَرُوْا بَعْدَ الْفَجْرِ .

রেওয়ায়ত ২৪

মালিক (র) বর্ণনা করেন– তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস, উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা), কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ (রা), আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন রাবীআ (র) (তাঁহারা প্রত্যেকেই) ভোর হওয়ার পর বিত্‌র পড়িয়াছেন।

٢٥ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِيْهِ ، اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ قَالَ : مَا اُبَالِي لَوْ اُقِيْمَتْ صَلاَةُ الصُّبْحِ ، وَاَنَا اُوْتِرُ .

রেওয়ায়ত ২৫

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলিয়াছেন ঃ যদি ফজরের নামায আরম্ভ হইয়া যায় এবং আমি তখন বিত্‌র পড়িতেছি, ইহাতে আমি উৎকণ্ঠা বোধ করি না।

٢٦ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ؛ اَنَّهُ قَالَ : كَانَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ يَؤُمُّ قَوْمًا فَخَرَجَ يَوْمًا اِلَى الصُّبْحِ . فَاَقَامَ الْمُؤَذِّنُ صَلاَةَ الصُّبْحِ . فَاَسْكَتَهُ عُبَادَةُ حَتَّى اَوْتَرَ ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ .

রেওয়ায়ত ২৬

ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র) হইতে বর্ণিত– উবাদা ইব্‌ন সামিত (র) এক সম্প্রদায়ের ইমামতি করিতেন। একদিন ফজর পড়িতে গমন করিলেন, তখন মুয়াযযিন ফজরের নামায-এর ইকামত বলিতে লাগিলেন, উবাদা তাহাকে বিরত করিলেন, অতঃপর (প্রথমে) বিতর পড়িলেন। (তারপর) তাহাদের ফজরের নামায পড়াইলেন।

٢٧ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ ؛ اَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَامِرِ ابْنِ رَبِيْعَةَ يَقُولُ : اِنِّي لَأُوتِرُ وَاَنَا اَسْمَعُ الْاِقَامَةَ ، اَوْبَعْدَ الْفَجْرِ (يَشُكُّ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ اَيَّ ذٰلِكَ قَالَ) .

রেওয়ায়ত ২৭

মালিক (র) আবদুর রহমান ইব্‌ন কাসিম (র) হইতে বর্ণনা করেন– তিনি বলিয়াছেন ঃ আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমীর ইব্‌ন রবী'আ (র)-কে বলিতে শুনিয়াছি, (অনেক সময় এমনও হয়) আমি বিত্‌র পড়ি, এমতাবস্থায় আমি ইকামত শুনিতে পাইতেছি অথবা (তিনি বলিয়াছেন) ফজরের পর। আবদুর রহমান (র) কোন্‌টি বলিয়াছেন সেই বিষয়ে রবী'আ (র) দ্বিধা প্রকাশ করিয়াছেন।

٢٨ – وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ ؛ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَاهُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، يَقُولُ : اِنِّي لَأُوتِرُ بَعْدَ الْفَجْرِ .

قَالَ مَالِكٌ : وَاِنَّمَا يُوتِرُ بَعْدَ الْفَجْرِ مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ . وَلاَ يَنْبَغِي لِاَحَدٍ اَنْ يَتَعَمَّدَ ذٰلِكَ ، حَتّٰى يَضَعَ وِتْرَهُ بَعْدَ الْفَجْرِ .

রেওয়ায়ত ২৮

আবদুর রহমান ইব্‌ন কাসিম (র) তাঁহার পিতা কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)-কে বলিতে শুনিয়াছেন ঃ আমি ফজরের পর বিত্‌র পড়ি।

ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন, মালিক (র) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি ঘুমের কারণে বিত্‌র পড়িতে পারে নাই, সে-ই ফজরের পর বিত্‌র পড়িতে পারে। ইচ্ছাপূর্বক কাহারও পক্ষে এরূপ করা ঠিক নহে যে, সে বিতরের নামায রাখিয়া দিবে এবং ফজরের পরে পড়িবে।

٥– باب : ماجاء فى ركعتى الفجر

পরিচ্ছেদ ৫ ঃ ফজরের দুই রাক'আত (সুন্নত নামায)-এর বর্ণনা

٢٩– حَدَّثَنِي يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ اَنَّ حَفْصَةَ ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ ، اَخْبَرَتْهُ : اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ ، كَانَ ، اِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ عَنِ الْاَذَانِ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ ، صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ، قَبْلَ اَنْ تُقَامَ الصَّلاَةُ .

রেওয়ায়ত ২৯

নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী হাফসা (রা) আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, যখন মুয়ায্যিন ফজরের নামাযের জন্য আযান দিয়া নীরব হইতেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সংক্ষিপ্ত দুই রাক'আত নামায পড়িতেন। আর ইহা হইত ফজরের নামায আরম্ভ হইবার পূর্বে।

٣٠ – وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ؛ اَنَّ عَائِشَةَ ، زَوجَ النَّبِىِّ ﷺ ، قَالَتْ : اِنْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ، لَيُخَفِّفُ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ ، حَتّٰى اَنِّى اَقُولُ : اَقَرَأَ بِاَمِّ الْقُرْآنِ اَمْ لاَ ؟

রেওয়ায়ত ৩০

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (র) হইতে বর্ণিত– নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) বলিয়াছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের দুই রাক'আত (সুন্নত) খুবই সংক্ষিপ্তভাবে আদায় করিতেন, এমন কি আমি (মনে মনে) বলিতাম, তিনি সূরা ফাতিহা পড়িয়াছেন, না পড়েন নাই।

٣١ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ شَرِيْكَ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ اَبِى نَمِرٍ ، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ قَالَ : سَمِعَ قَوْمُ الْاِقَامَةَ ، فَقَامُوا يُصَلُّوْنَ . فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ، فَقَالَ : "اَصَلاَتَانِ مَعًا ؟ اَصَلاَتَانِ مَعًا ؟" وَذٰلِكَ فِى صَلاَةِ الصُّبْحِ ، فِى الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ .

রেওয়ায়ত ৩১

আবূ সাল্মা ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (র) বলিয়াছেন ঃ এক সম্প্রদায় ইকামত শুনিলেন, (শোনার পর) তাঁহারা (ফজরের সুন্নত) নামায পড়িতে দাঁড়াইয়া গেলেন। এমন সময়ে তাঁহাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আগমন করিলেন। তিনি (ইহা দেখিয়া) বলিলেন ঃ দুই নামায এক সঙ্গে! দুই নামায এক সঙ্গে! ইহা ফজরের নামাযের ঘটনা, ফজরের পূর্বের দুই রাক'আত সম্পর্কে ইহা বলা হইয়াছে।

٣٢ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ فَاتَتْهُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ ، فَقَضَاهُمَا بَعْدَ اَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ .

রেওয়ায়ত ৩২

মালিক (র)-এর নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) ফজরের দুই রাক'আত (সুন্নত) পড়িতে পারেন নাই। তিনি উক্ত দুই রাক'আত নামায সূর্যোদয়ের পর কাযা পড়িলেন।

٣٣ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ اَنَّهُ صَنَعَ مِثْلَ الَّذِى صَنَعَ ابْنُ عُمَرَ .

রেওয়ায়ত ৩৩

ইব্ন উমর (রা) যেরূপ (দুই রাক'আত সুন্নত কাযা) করিয়াছেন কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ (রা)-ও সেইরূপ কাযা পড়িয়াছেন।

অধ্যায় ৮

٨ ـ كتاب صلاة الجماعة

জামা'আতে নামায পড়া

١- باب : فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ

পরিচ্ছেদ ১ ঃ একা একা নামায পড়ার তুলনায় জামা'আতে নামায পড়ার ফযীলত

١- حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ : اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِنَ دَرَجَةً" .

রেওয়ায়ত ১

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ একা নামায পড়া অপেক্ষা জামা'আতে নামায পড়ায় সাতাইশ গুণ ফযীলত বেশি।

٢ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ اُفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ اَحَدِكُمْ، وَحْدَهُ ، بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِيْنَ جُزْءً" .

রেওয়ায়ত ২

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ তোমাদের একজনের একা একা নামায পড়া হইতে জামা'আতে নামায পড়া পঁচিশ গুণ উত্তম।

٣ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ اَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْاَعْرَجِ ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ، ثُمَّ اُخَالِفَ اِلَى رِجَالٍ ، فَاُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ . وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! لَوْيَعْلَمُ اَحَدُهُمْ اَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِيْنًا ، اَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ" .

রেওয়ায়ত ৩

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ আমি মনস্থ করিয়াছি কিছু কাঠ যোগাড় করার নির্দেশ প্রদান করি। তারপর নামাযের জন্য আযান বলার হুকুম করি। তারপর নামাযের জন্য আযান দেওয়া হউক। পরে কোন একজনকে

(নামায়ে) ইমামতি করার জন্য ঠিক করিয়া দেই। তারপর যেসব লোক নামাযের জন্য বাহির হয় নাই তাহাদের নিকট যাই ও তাহাদের গৃহে আগুন ধরাইয়া দেই। আল্লাহ্র কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ, যদি তাহাদের এক ব্যক্তি জানিতে পারিত যে, ভাল মোটা হাড্ডি জুটিবে অথবা দুইটি ভাল ক্ষুর পাইবে তবে সে অবশ্য ইশার নামাযে হাজির হইত।

٤ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ اَبِى النَّضْرِ ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ ؛ اَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ : اَفْضَلَ الصَّلاَةِ صَلاَتُكُمْ فِى بُيُوتِكُمْ . اِلاَّ صَلاَةَ الْمَكْتُوبَةِ .

রেওয়ায়ত ৪

যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) বলিয়াছেন ঃ নামাযের মধ্যে তোমাদের গৃহের নামাযই উত্তম, কেবল ফরয নামায ব্যতীত।

٢– باب : ماجاء فى العتمة والصبح

পরিচ্ছেদ ২ ঃ ইশা ও ফজর-এর নামায প্রসঙ্গ

٥– حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الْاَسْلَمِىِّ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِيْنَ شُهُودُ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ . لاَيَسْتَطِيْعُونَهُمَا" اَوْ نَحْوَ هٰذَا .

রেওয়ায়ত ৫

সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (র) হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ আমাদের আর মুনাফিকদের মধ্যে পার্থক্য হইল ইশা ও ফজরের নামাযে উপস্থিত হওয়া। তাহারা ঐ দুই নামাযে হাজির হইতে পারে না অথবা অনুরূপ কোন বাক্য বলিয়াছেন।

٦ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سُمَىٍّ مَوْلَى اَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ اَبِى صَالِحٍ ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِى بِطَرِيْقٍ ، اِذْ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيْقِ ، فَاَخَّرَهُ . فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ" . وَقَالَ "الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ : الْمَطْعُوْنُ ، وَالْمَبْطُونُ ، وَالْغَرِقُ ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ ، وَالشَّهِيْدُ فِى سَبِيْلَ اللّٰه" وَقَالَ : "لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَافِى النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْاَوَّلِ ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا اِلاَّ اَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ، لاَسْتَهَمُوا . وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَافِي التَّهْجِيْرِ لاَسْتَبَقُوا اِلَيْهِ . وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَافِى الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، لاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا" .

রেওয়ায়ত ৬

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত– এক ব্যক্তি যখন কোন পথ দিয়া যাইতেছিল, তখন পথিমধ্যে কাঁটাযুক্ত (বৃক্ষের) শাখা দেখিতে পাইয়া সে উহা অপসারিত করিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাহার এই কার্য গ্রহণ করিলেন এবং তাহার গুনাহ্ মাফ করিয়া দিলেন। [রাসূলুল্লাহ্ ﷺ] আরও বলিয়াছেন, শহীদ পাঁচ প্রকার ঃ (১) প্লেগাক্রান্ত (বা মহামারীতে মৃত), (২) পেটের পীড়ায় মৃত, (৩) যে পানিতে ডুবিয়া মরিয়াছে, (৪) ভূমিকম্পে কিছু চাপা পড়িয়া যাহার মৃত্যু হইয়াছে এবং (৫) আল্লাহ্র পথে যে ব্যক্তি শহীদ হইয়াছেন।

٧ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَدَ سُلَيْمَانَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ . وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غَدَا إِلَى السُّوقِ . وَمَسْكَنُ سُلَيْمَانَ بَيْنَ السُّوقِ وَالْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ . فَمَرَّ عَلَى الشِّفَاءِ ، أُمِّ سُلَيْمَانَ . فَقَالَ لَهَا : لَمْ أَرَ سُلَيْمَانَ فِي الصُّبْحِ . فَقَالَتْ : إِنَّهُ بَاتَ يُصَلِّي ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ . فَقَالَ عُمَرُ : لأَنْ أَشْهَدَ صَلاَةَ الصُّبْحِ فِي الْجَمَاعَةِ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُومَ لَيْلَةً .

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيِّ ؛ أَنَّهُ قَالَ : جَاءَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى صَلاَةِ الْعِشَاءِ ، فَرَأَى أَهْلَ الْمَسْجِدِ قَلِيلاً ، فَاضْطَجَعَ فِي مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ ، يَنْتَظِرُ النَّاسَ أَنْ يَكْثُرُوا . فَأَتَاهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ ، فَجَلَسَ إِلَيْهِ ، فَسَأَلَهُ مَنْ هُوَ ؟ فَأَخْبَرَهُ . فَقَالَ : مَامَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ؟ فَأَخْبَرَهُ. فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ لَيْلَةٍ . وَمَنْ شَهِدَ الصُّبْحَ فَكَأَنَّمَا قَامَ لَيْلَةً .

রেওয়ায়ত ৭

আবূ বকর ইব্ন সুলায়মান ইব্ন আবি হাস্মা (র) হইতে বর্ণিত– উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) একদিন সুলায়মান ইব্ন আবি হাস্মাকে ফজরের নামাযে উপস্থিত পান নাই। উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বাজারের দিকে গমন করিলেন। আর সুলায়মানের বাসগৃহ বাজার ও মসজিদের মাঝপথে অবস্থিত। তিনি সুলায়মানের জননী 'শিফা'-এর নিকট গমন করিলেন। তারপর তাঁহাকে বলিলেন ঃ আমি ফজরের নামাযে সুলায়মানকে দেখিলাম না যে ? তিনি (উত্তরে) বলিলেন ঃ সে রাত্রে জাগ্রত থাকিয়া নামায পড়িয়াছিল, পরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। (ইহা শুনিয়া) উমর (রা) বলিলেন ঃ ফজরের নামাযের জামা'আতে হাজির হওয়া আমার নিকট সারারাত (নফল) নামায পড়া হইতে পছন্দনীয়।

আবদুর রহমান ইব্ন আবি আমরা আনসারী (র) হইতে বর্ণিত– উসমান ইব্ন আফফান (রা) একবার ইশার

নামাযে আসিলেন এবং মসজিদে অল্প মুসল্লি দেখিতে পাইলেন। তারপর তিনি অধিক লোক আসার অপেক্ষায় মসজিদের শেষভাগে শুইলেন। অত:পর তাঁহার নিকট ইব্‌ন আবি আমরা আসিলেন এবং তাঁহার কাছে বসিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তুমি কে ? তিনি পরিচয় দিলেন। আবার তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তুমি কি পরিমাণ কুরআন কণ্ঠস্থ করিয়াছ ? তিনি তাহা জানাইলেন। তারপর উসমান (রা) বলিলেন ঃ যে ব্যক্তি ইশার নামাযে উপস্থিত হয়, সে যেন অর্ধরাত্রি নামায পড়িল, আর যে ফজরের নামায পড়িল সে যেন পূর্ণ রাত্রি নামায পড়িল।

٣- باب : اعادة الصلاة مع الامام

পরিচ্ছেদ ৩ ঃ ইমামের সঙ্গে নামায পুনরায় পড়া

٨ - حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى الدِّيلِ ، يُقَالُ لَهُ بُسْرُ ابْنُ مِحْجَنٍ ، عَنْ اَبِيهِ مِحْجَنٍ ؛ اَنَّهُ كَانَ فِى مَجْلِسٍ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ ، فَأُذِّنَ بِالصَّلاَةِ . فَقَامَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى. ثُمَّ رَجَعَ ، وَمِحْجَنٌ فِى مَجْلِسِهِ لَمْ يُصَلِّ مَعَهُ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : "مَامَنَعَكَ اَنْ تُصَلِّىَ مَعَ النَّاسِ ؟ اَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ ؟" فَقَالَ : بَلٰى . يَارَسُولَ اللّٰهِ . وَلٰكِنِّى قَدْ صَلَّيْتُ فِى اَهْلِى . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : "اِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ ، وَاِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ" .

রেওয়ায়ত ৮

বুস্‌র ইব্‌ন মিহজন (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন– তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মজলিসে ছিলেন। তখন নামাযের আযান দেওয়া হইল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মজলিস হইতে উঠিলেন এবং নামায পড়িলেন। (নামাযের পর) পুনরায় মজলিসে প্রত্যাবর্তন করিলেন। মিহ্‌জন (কিন্তু) তাঁহার স্থানে বসা রহিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন ঃ লোকের সাথে নামায পড়িতে তোমাকে কোন্ জিনিস বারণ করিল ? তুমি কি মুসলিম নও ? তিনি বলিলেন ঃ হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (আমি মুসলিম), তবে আমি আমার ঘরে নামায পড়িয়া আসিয়াছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাকে বলিলেন ঃ তুমি নামায (ঘরে) পড়িয়া থাকিলেও যখন (মসজিদে) আস তখন পুনরায় লোকের সাথে নামায পড়িবে।

٩ - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : اِنِّى أُصَلِّى فِى بَيْتِى ، ثُمَّ أُدْرِكُ الصَّلاَةَ مَعَ الاِمَامِ ، اَفَأُصَلِّى مَعَهُ ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ : نَعَمْ . فَقَالَ الرَّجُلُ : اَيَّتَهُمَا اَجْعَلُ صَلاَتِى ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ : اَوَذٰلِكَ اِلَيْكَ ؟ اِنَّمَا ذٰلِكَ اِلَى اللّٰهِ يَجْعَلُ اَيَّتَهُمَا شَاءَ .

রেওয়ায়ত ৯

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত– এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-কে প্রশ্ন করিল ঃ আমি ঘরে নামায পড়ি,

যদি পরে ইমামের সহিত নামায পাই, তবে কি আমি পুনরায় তাঁহার সহিত নামায পড়িব ? (জবাবে) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) তাহাকে বলিলেন ঃ হ্যাঁ। সেই ব্যক্তি বলিল ঃ কোন্ নামাযকে আমি (ফরয) গণ্য করিব ? ইব্‌ন উমর (রা) বলিলেন ঃ উহা কি আমার বলার বিষয় ? সে হইল আল্লাহর ব্যাপার, তিনি যে নামাযকে (ফরয) গণ্য করিতে পারেন।

١٠ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ اَنَّ رَجُلاً سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، فَقَالَ : اَنِّى أُصَلِّى فِى بَيْتِى ، ثُمَّ آتِى الْمَسْجِدَ، فَاَجِدُ الْاِمَامَ يُصَلِّى . اَفَأُصَلِّى مَعَهُ ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ : نَعَمْ . فَقَالَ الرَّجُلُ : فَاَيُّهُمَا صَلاَتِى ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ : اَوَاَنْتَ تَجْعَلُهُمَا ؟ اِنَّمَا ذٰلِكَ اِلَى اللّٰهِ .

রেওয়ায়ত ১০

ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র) হইতে বর্ণিত– জনৈক ব্যক্তি সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ আমি ঘরে নামায পড়ি, মসজিদে আসিয়া পরে যদি ইমামকে নামাযে পাই তবে আমি কি তাঁহার সহিত নামায পড়িব ? সাঈদ (র) বলিলেন ঃ হ্যাঁ। সেই ব্যক্তি তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ উভয় নামাযের কোন্‌টিকে আমি (ফরয) নামায গণ্য করি ? সাঈদ (র) তাঁহাকে বলিলেন ঃ তাহা কি তুমি করিবে ? উহা তো আল্লাহ্‌র কাজ।

١١ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَفِيفِ السَّهْمِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى اَسَدٍ ؛ اَنَّهُ سَأَلَ اَبَااَيُّوبَ الْاَنْصَارِيَّ ، فَقَالَ : اَنِّى اُصَلِّى فِى بَيْتِى ، ثُمَّ آتِى الْمَسْجِدَ ، فَاَجِدُ الْاِمَامَ يُصَلِّى ، اُفَاُصَلِّى مَعَهُ ؟ فَقَالَ اَبُو اَيُّوبَ : نَعَمْ . فَصَلِّ مَعَهُ . فَاِنَّ مَنْ صَنَعَ ذٰلِكَ فَاِنَّ لَهُ سَهْمَ جَمْعٍ ، اَوْ مِثْلَ سَهْمِ جَمْعٍ .

রেওয়ায়ত ১১

বনূ আসাদ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি আবূ আইয়ূব আন্‌সারী (রা)-এর নিকট প্রশ্ন করিলেন ঃ আমি আমার ঘরে নামায পড়ি, তারপর মসজিদে আসি, তখন যদি ইমামকে নামাযে পাই তবে কি আমি তাঁহার সহিত নামায পড়িব ? আবূ আইয়ূব (রা) বলিলেন ঃ তুমি তাঁহার সহিত নামায পড়, কেননা যে ব্যক্তি এইরূপ করিবে সে জামা'আতের সওয়াব অথবা জামা'আতের তুল্য সওয়াব পাইবে।

١٢ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ اَوِ الصُّبْحَ ، ثُمَّ اَدْرَكَهُمَا الْاِمَامِ ، فَلاَ يَعُدْلَهُمَا .

قَالَ مَالِكٌ ك وَلاَاَرَى بَأْسًا اَنْ يُصَلِّى مَعَ الْاِمَامِ مَنْ كَانَ قَدْ صَلَّى فِى بَيْتِهِ . اِلاَّ صَلاَةَ الْمَغْرِبِ فَاِنَّهُ اِذَا اَعَادَهَا ، كَانَتْ شَفْعًا .

রেওয়ায়ত ১২

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত– আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি মাগরিব এবং ফজরের নামায পড়ে, অতঃপর ঐ নামাযদ্বয় ইমামের সাথে পায়, তবে সেই নামায (ইমামের সঙ্গে) পুনরায় তাহাকে পড়িতে হইবে না।

ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন, মালিক (র) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি নামায ঘরে পড়িয়াছে, তাহার ইমামের সহিত (পুনরায়) নামায পড়াতে কোন ক্ষতি নাই। তবে মাগরিবের নামায ইহার ব্যতিক্রম, কারণ মাগরিবের নামায পুনরায় পড়িলে জোড় নামায হইয়া যাইবে।

٤- باب : العمل فى صلاة الجماعة

পরিচ্ছেদ ৪ ঃ জামা'আতের নামাযে পালনীয় বিধি

١٣ - حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ اَبِى الزِّنَادِ ، عَنِ الْاَعْرَجِ ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ؛ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ ، فَلْيُخَفِّفْ . فَاِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيْفَ ، وَالسَّقِيمَ ، وَالْكَبِيْرَ . وَاِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ ، فَلْيُطَوِّلْ مَاشَاءَ " .

রেওয়ায়ত ১৩

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ তোমাদের কেহ (ইমাম নিযুক্ত হইয়া) লোকদের নামায পড়াইলে, সে যেন নামায সংক্ষিপ্ত পড়ে, কেননা তাহাদের মধ্যে আছে রুগ্ন, দুর্বল ও বৃদ্ধ ব্যক্তি। আর কেহ একা নামায পড়িলে সে যত ইচ্ছা লম্বা করিতে পারিবে।

١٤ - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّهُ قَالَ : قُمْتُ وَرَاءَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فِى صَلَاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ ، وَلَيْسَ مَعَهُ اَحَدٌ غَيْرِى . فَخَالَفَ عَبْدُ اللّٰهِ بِيَدِهِ ، فَجَعَلَنِى حِذَاءَهُ .

রেওয়ায়ত ১৪

নাফি' (র) বলিয়াছেন ঃ আমি (পাঞ্জেগানা) নামাযসমূহের কোন এক নামাযে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিলাম। তাঁহার সহিত আমি ভিন্ন আর কেহ ছিল না। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) পিছনে হাত বাড়াইয়া আমাকে ধরিয়া ডান পার্শ্বে তাঁহার বরাবরে দাঁড় করাইয়া দিলেন।

١٥ - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ؛ اَنَّ رَجُلاً كَانَ يَؤُمُّ النَّاسَ بِالْعَقِيقِ . فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ، فَنَهَاهُ .

قَالَ مَالِكٌ : وَاِنَّمَا نَهَاهُ ، لِاَنَّهُ كَانَ لاَ يُعْرَفُ اَبُوهُ .

রেওয়ায়ত ১৫

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (র) হইতে বর্ণিত– এক ব্যক্তি 'আকিক' নামক স্থানে লোকের ইমামতি করিত। উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) লোক প্রেরণ করিয়া তাহাকে ইমামতি করিতে নিষেধ করিলেন।

মালিক (র) বলিলেন ঃ তাহাকে তিনি নিষেধ করিয়াছেন এই কারণে যে, তাহার পিতার পরিচয় ছিল না।

٥- باب : صلاة الامام وهو جالس

পরিচ্ছেদ ৫ ঃ ইমামের বসিয়া নামায পড়া

١٦ – حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ ، فَجُحِشَ شِقُّهُ الْاَيْمَنُ . فَصَلّٰى صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ . وَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا . فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : " اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ . فَاِذَا صَلّٰى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا . وَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا . وَاِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا . وَاِذَا قَالَ : سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَاِذَا صَلّٰى جَالِسًا ، فَصَلُّو جُلُوسًا اَجْمَعُونَ " .

রেওয়ায়ত ১৬

আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ঘোড়ায় আরোহণ করিয়াছিলেন। অতঃপর ঘোড়া হইতে পড়িয়া তাঁহার ডান পার্শ্বের (কিছু অংশ) ছড়িয়া গিয়াছিল। ফলে (পাঞ্জেগানা) নামাযসমূহের কোন এক নামায তিনি বসিয়া পড়িয়াছেন। আমরাও তাঁহার পিছনে বসিয়া নামায পড়িলাম। নামায শেষে তিনি বলিলেন ঃ অনুসরণের জন্যই ইমাম নিযুক্ত করা হইয়াছে। কাজেই ইমাম দাঁড়াইয়া নামায পড়িলে তোমরাও দাঁড়াইয়া নামায পড়, ইমাম রুকূতে গেলে তোমরাও রুকূতে যাও, ইমাম মাথা উঠাইলে তোমরাও মাথা তোল। ইমাম যখন سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলেন, তোমরা বল رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ আর ইমাম বসিয়া নামায পরিলে তোমরা সকলেই বসিয়া নামায পড়।

١٧ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ؛ اَنَّهَا قَالَتْ : صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ شَاكٍ . فَصَلّٰى جَالِسًا . وَصَلّٰى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا . فَاَشَارَ اِلَيْهِمْ اَنِ اجْلِسُوا . فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قَالَ : اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ . فَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا . وَاِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا . وَاِذَا صَلّٰى جَالِسًا ، فَصَلُّوا جُلُوسًا " .

রেওয়ায়ত ১৭

নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (একবার) বসিয়া নামায পড়িতেছিলেন, তাঁহার পিছনে কিছু লোক দাঁড়াইয়া নামায পড়িলেন। তিনি তাঁহাদের বসিয়া পড়ার জন্য ইশারা করিলেন। যখন (নামায সমাপ্ত করিয়া) ফিরিলেন তিনি বলিলেন ঃ ইমাম অবশ্য অনুসরণ করার জন্যই নিযুক্ত করা হইয়াছে। তাই ইমাম রুকূ করিলে তোমাও রুকূ কর, ইমাম উঠিলে তোমরাও উঠ, আর ইমাম বসিয়া নামায পড়িলে তোমরাও সকলে বসিয়া নামায পড়।

١٨ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ فِي مَرَضِهِ . فَأَتَى ، فَوَجَدَ أَبَا بَكْرٍ ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي بِالنَّاسِ . فَاسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ . فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ كَمَا أَنْتَ . فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ . فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ ، وَكَانَ النَّاسُ يُصَلُّوْنَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ .

রেওয়ায়ত ১৮

উরওয়া (র) হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহার অসুস্থাবস্থায় ঘর হইতে বাহির হইলেন এবং মসজিদে আগমন করিলেন। আবূ বকর (রা)-কে লোকের ইমামতি করিতে দেখিলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখিয়া আবূ বকর (রা) পিছু হটিতে চেষ্টা করিলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাহার প্রতি ইশারা করিলেন– তুমি যেইভাবে আছ সেইভাবে থাক। অতঃপর তিনি আবূ বকর (রা)-এর পার্শ্বে বসিলেন। আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নামাযকে অনুসরণ করিয়া নামায পড়িতেছিলেন, আর অন্য মুসল্লিগণ নামায পড়িতেছিলেন আবূ বকর (রা)-এর নামাযকে অনুসরণ করিয়া।

٦– باب : فضل صلاة القائم على صلاة القاعد

পরিচ্ছেদ ৬ ঃ বসিয়া নামায আদায়কারীর নামাযের তুলনায় দাঁড়াইয়া নামায আদায়কারীর নামাযের ফযীলত

١٩ – حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ مَوْلًى لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَوْ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : " صَلَاةُ أَحَدِكُمْ وَهُوَ قَاعِدٌ ، مِثْلُ نِصْفِ صَلَاتِهِ وَهُوَ قَائِمٌ " .

রেওয়ায়ত ১৯

আবদুল্লাহ্ ইব্ন ‘আমর ইবনুল ‘আস (রা) হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফরমাইয়াছেন ঃ তোমাদের

কাহারও নামায যাহা সে বসা অবস্থায় পড়িয়াছে (সওয়াবের বেলায়) তাহার দাঁড়াইয়া পড়া নামাযের অর্ধেকের সমতুল্য।

٢٠ - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ ؛ اَنَّهُ قَالَ : لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ ، نَالَنَا وَبَاءٌ مِنْ وَعْكِهَا شَدِيْدٌ . فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى النَّاسِ ، وَهُمْ يُصَلُّوْنَ فِى سُبْحَتِهِمْ قُعُوْدًا . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : " صَلاَةُ الْقَاعِدِ مِثْلُ نِصْفِ صَلاَةِ الْقَائِمِ " .

রেওয়ায়ত ২০

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইবনুল 'আস (রা) বর্ণনা করেন– আমরা যখন মদীনায় আসিলাম তখন মদীনার মহামারীরূপী প্রচণ্ড জ্বর আমাদেরও আক্রমণ করিয়া বসিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবীদের নিকট আগমন করিলেন, তখন তাঁহারা (সাহাবীগণ) তাঁহাদের নফল নামায বসিয়া পড়িতেছিলেন। (ইহা দেখিয়া) তিনি ইরশাদ করিলেন ঃ বসিয়া নামায আদায়কারীর নামায (সওয়াবের বেলায়) দাঁড়াইয়া আদায়কারীর নামাযের অর্ধেকের মত।

٧- باب : ماجاء فى صلاة القاعد فى النافلة

পরিচ্ছেদ ৭ ঃ বসিয়া নফল নামায পড়া প্রসঙ্গ

٢١ - حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ ابْنِ اَبِى وَدَاعَةَ السَّهْمِىِّ ، عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ ؛ اَنَّهَا قَالَتْ : مَارَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى فِى سُبْحَتِهِ قَاعِدًا قَطُّ . حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ ، فَكَانَ يُصَلِّى فِى سُبْحَتِهِ قَاعِدًا . وَيَقْرَأُ بِالسُّوْرَةِ فَيُرَتِّلُهَا ، حَتَّى تَكُوْنَ اَطْوَلَ مِنْ اَطْوَلَ مِنْهَا .

রেওয়ায়ত ২১

নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী হাফসা (রা) বলিয়াছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কখনও নফল নামায বসিয়া পড়িতে দেখি নাই। কিন্তু তাঁহার ওফাতের মাত্র এক বৎসর পূর্ব হইতে তিনি নফল নামায বসিয়া পড়িতেন এবং তরতীবের (স্পষ্টভাবে ধীরে ধীরে পাঠ করা) সাথে সূরা তিলাওয়াত করিতেন। ফলে (পঠিত) সূরা অনেক বড় মনে হইত সেই সূরা হইতে যেই সূরা (প্রকৃতপক্ষে) এই সূরা হইতে লম্বা।

٢٢ - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ ؛ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ : اَنَّهَا لَمْ تَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى صَلاَةَ اللَّيْلِ

قَاعِدًا قَطُّ . حَتَّى اَسَنَّ ، فَكَانَ يَقْرَأُ قَاعِدًا . حَتَّى اِذَا اَرَادَ اَنْ يَرْكَعَ ، قَامَ فَقَرَأَ نَحْوًا مِنْ ثَلاَثِيْنَ اَوْ اَرْبَعِيْنَ اٰيَةً ، ثُمَّ رَكَعَ .

রেওয়ায়ত ২২

নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত— তিনি বলিয়াছেন ঃ বয়স বেশি না হওয়া পর্যন্ত তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে রাত্রির নামায (তাহাজ্জুদ) বসিয়া পড়িতে দেখেন নাই। (বয়ঃবৃদ্ধির পর) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বসিয়া নামায পড়িতেন। তবে যখন রুকূ করিতে মনস্থ করিতেন, তখন দাঁড়াইয়া যাইতেন এবং তারপর অন্তত ত্রিশ-চল্লিশ আয়াত তিলাওয়াত করিতেন, তারপর রুকূ করিতেন।

٢٣ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ الْمَدَنِىِّ ، وَعَنْ اَبِى النَّضْرِ ، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى جَالِسًا. فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ . فَاِذَا بَقِىَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُمَا يَكُونُ ثَلاَثِيْنَ اَوْ اَرْبَعِيْنَ اٰيَةً ، قَامَ فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ . ثُمَّ صَنَعَ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذٰلِكَ .

রেওয়ায়ত ২৩

নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত— রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বসিয়া নামায পড়িতেন। তিনি বসা অবস্থায়ই কিরা'আত (কুরআন পাঠ) করিতেন। যখন তাঁহার ত্রিশ-চল্লিশ আয়াতের মত পড়া অবশিষ্ট থাকিত তখন তিনি দাঁড়াইয়া যাইতেন, তারপর দাঁড়ানো অবস্থায়ই কিরা'আত পাঠ করিতেন, অতঃপর রুকূ ও সিজ্দা করিতেন। দ্বিতীয় রাক'আতেও তিনি অনুরূপ করিতেন।

٢٤ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، كَانَا يُصَلِّيَانِ النَّافِلَةَ ، وَهُمَا مُحْتَبِيَانِ .

রেওয়ায়ত ২৪

মালিক (র) বলেন— তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, উরওয়া ইব্ন যুবায়র (রা) ও সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (র) তাঁহারা উভয়েই নফল নামায বসিয়া পড়িতেন احتباء। (ইহ্তিবা)-এর অবস্থায়। (ইহ্তিবা হইল দুই হাঁটুকে পেটের সঙ্গে লাগাইয়া হাত দ্বারা বেড়ি করিয়া বসা।)

٨– باب : الصلاة الوسطى

পরিচ্ছেদ ৮ ঃ সালাতুল বুস্তা

٢٥ – حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ ، عَنْ

اَبِى يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ؛ اَنَّهُ قَالَ : اَمَرَتْنِى عَائِشَةُ اَنْ اَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا . ثُمَّ قَالَتْ : اِذَا بَلَغْتَ هٰذِهِ الآيَةَ فَاٰذِنِّى : (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطَى وَقُوْمُوْا اللّٰهِ قٰنِتِيْنَ) . فَلَمَّا بَلَغْتُهَا أٰذَنْتُهَا . فَاَمْلَتْ عَلَىَّ . (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطَى وَصَلاَةِ الْعَصْرِ وَقُومُوا لِلّٰهِ قٰنِتِينَ) – قَالَتْ عَائِشَةُ : سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ .

রেওয়ায়ত ২৫

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)-এর মাওলা (مولى) আবূ ইউনুস বর্ণনা করেন– আমাকে আয়েশা (রা) তাঁহার জন্য একটি (مصحف) মুস্‌হাফ (কুরআন শরীফ) লিখিবার নির্দেশ দিলেন। ইহাও বলিলেন ঃ যখন তুমি حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطَى وَقُوْمُوْا اللّٰهِ قٰنِتِيْنَ – ১ এই আয়াতে পৌঁছ, তখন আমাকে অবহিত করিবে। আমি যখন উক্ত আয়াতে পৌঁছিলাম, তাঁহাকে খবর দিলাম। তিনি তারপর এইভাবে লিখাইলেন ঃ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطَى وَصَلٰوةِ الْعَصْرِ وَقُوْمُوْا اللّٰهِ قٰنِتِيْنَ – অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ আমি ইহা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হইতে শুনিয়াছি।

٢٦ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَافِعٍ ؛ اَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ اَكْتُبُ مُصْحَفًا لِحَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ . فَقَالَتْ : اِذَا بَلَغْتَ هٰذِهِ الآيَةَ فَاٰذِنِّى – (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطَى وَقُومُو اللّٰهِ قٰنِتِينَ) – فَلَمَّا بَلَغْتُهَا ، اٰذَنْتُهَا . فَاَمْلَتْ عَلَىَّ – (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطَى وَصَلٰوةِ الْعَصْرِ، وَقُومُوا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ) .

রেওয়ায়ত ২৬

'আমর ইব্‌ন নাফি' (র) বলিয়াছেন ঃ আমি হাফ্‌সা (রা)-এর জন্য মুসহাফ (কুরআন পাক) লিখিতাম, তিনি আমাকে বলিলেন ঃ যখন তুমি حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطَى وَقُوْمُوْا اللّٰهِ قٰنِتِيْنَ – এই আয়াতে পৌঁছ, তখন আমাকে খবর দিও। আমি ঐ আয়াতে পৌঁছিলে তাঁহাকে জানাইলাম; তখন তিনি আমার দ্বারা (এইরূপ) লিখাইলেন ঃ

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطَى وَصَلٰوةِ الْعَصْرِ وَقُوْمُوْا اللّٰهِ قٰنِتِيْنَ –

٢٧ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنِ ابْنِ يَرْبُوعٍ الْمَخْزُومِىِّ ؛ اَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ زَيدَ بْنَ ثَابِتٍ يَقُولُ : الصَّلاَةُ الْوُسْطَى صَلاَةُ الظُّهْرِ–

১. তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হইবে বিশেষত মধ্যবর্তী সালাতের এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াইবে। ২ ঃ ২৩৮

রেওয়ায়ত ২৭

ইব্‌ন ইয়ারবু মাখযুমী (র) বলিয়াছেন ঃ আমি যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, সালাতুল বু'স্‌তা (মধ্যবর্তী নামায) হইল যোহরের নামায।

٢٨ - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ عَلِيَّ بْنَ اَبِى طَالِبٍ ، وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، كَانَا يَقُولاَنِ : الصَّلاَةُ الْوُسْطَى صَلاَةُ الصُّبْحِ .

قَالَ مَالِكٌ : وَقَوْلُ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ اَحَبُّ مَاسَمِعْتُ اِلَيَّ فِى ذٰلِكَ .

রেওয়ায়ত ২৮

মালিক (র) হইতে বর্ণিত– তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, আলী ইব্‌ন আবি তালিব ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) তাঁহারা উভয়ে বলিতেন ঃ সালাতুল বুস্‌তা হইল ফজরের নামায।

ইয়াহ্‌ইয়া (র) বলেন– মালিক (র) বলিয়াছেন ঃ এ বিষয়ে অন্যান্য উক্তির মধ্যে আমার নিকট আলী ইব্‌ন আবি তালিব ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর উক্তিই পছন্দনীয়।

٩- باب : الرخصة فى الصلاة فى الثوب الواحد

পরিচ্ছেদ ৯ ঃ এক কাপড়ে নামায পড়ার অনুমতি

٢٩ - حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِى سَلَمَةَ اَنَّهُ رَاَى رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، مُشْتَمِلاً بِهِ ، فِى بَيْتِ اُمِّ سَلَمَةَ ، وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ .

রেওয়ায়ত ২৯

উমর ইব্‌ন আবি সাল্‌মা (রা) হইতে বর্ণিত– তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে উম্মু সাল্‌মা (রা)-এর ঘরে এক কাপড় পরিধান করিয়া নামায পড়িতে দেখিয়াছেন, তিনি তখন চাদরের বাম প্রান্তকে বাম বগলের নিচের দিক দিয়া উঠাইয়া ডান কাঁধের উপর রাখিতেন এবং চাদরের ডান প্রান্তকে ডান বগলের নিচের দিকে দিয়া উঠাইয়া বাম কাঁধের উপর রাখিতেন, তাহাতে চাদরের দুই প্রান্ত দুই কাঁধের উপর পড়িয়া থাকিত।

٣٠ - وَحَدَّثَنِىْ عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ؛ اَنَّ سَائِلاً سَاَلَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الصَّلاَةِ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : " اَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ ؟ " .

রেওয়ায়ত ৩০

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত– জনৈক প্রশ্নকারী এক কাপড় পরিধান করিয়া নামায পড়া যায় কিনা সেই

সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে প্রশ্ন করিয়াছিল ; রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (উত্তরে) বলিলেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকের কাছে কি দুইটি করিয়া কাপড় আছে ?

٣١ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ اَنَّهُ قَالَ : سُئِلَ اَبُو هُرَيْرَةَ هَلْ يُصَلِّى الرَّجُلُ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ. فَقِيلَ لَهُ : هَلْ تَفْعَلُ اَنْتَ ذٰلِكَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . اِنِّى لَاُصَلِّى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَاِنَّ ثِيَابِى لَعَلَى الْمِشْجَبِ .

রেওয়ায়ত ৩১

সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (র) হইতে বর্ণিত – আবূ হুরায়রা (রা)-কে প্রশ্ন করা হইয়াছে ঃ কোন ব্যক্তি এক কাপড়ে নামায পড়িতে পারে কি ? তিনি (উত্তরে) বলিলেন ঃ হ্যাঁ। আবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল ঃ আপনি কি ইহা করেন ? তিনি বলিলেন ঃ হ্যাঁ, আমি এক কাপড় পরিধান করিয়া নামায পড়ি, অথচ আমার অনেক কাপড় আলনায় রাখা থাকে।

٣٢ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ كَانَ يُصَلِّى فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ .

রেওয়ায়ত ৩২

মালিক (র) বলেন– তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, জাবির ইন আবদুল্লাহ্ (রা) এককাপড়ে নামায পড়িতেন।

٣٣ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ اَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ؛ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، كَانَ يُصَلِّى فِى الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ .

রেওয়ায়ত ৩৩

রবী'আ ইব্ন আবি আবদুর রহমান (র) হইতে বর্ণিত – মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন হায্ম একটি মাত্র কোর্তা পরিধান করিয়া নামায পড়িতেন।

٣٤– وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : " مَنْ لَمْ يَجِدْ ثَوْبَيْنِ فَلْيُصَلِّى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، مُلْتَحِفًا بِهِ . فَاِنْ كَانَ الثَّوْبُ قَصِيرًا ، فَلْيَتَّزِرْ بِهِ " .

قَالَ مَالِكٌ : اَحَبُّ اِلَىَّ اَنْ يَجْعَلَ ، الَّذِى يُصَلِّى فِى الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ ، عَلَى عَاتِقَيْهِ ثَوْبًا اَوْعِمَامَةً .

রেওয়ায়ত ৩৪

জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণিত – রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ দুই কাপড় যাহার না থাকে সে এক কাপড় পরিধান করিয়া নামায পড়িবে এবং উপরে-নিচে মুড়ি দিয়া লইবে। আর কাপড় ছোট হইলে লুঙ্গির মত পরিধান করিবে।

ইয়াহ্‌ইয়া (র) বলেন, মালিক (র) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি এক কোর্তা পরিধান করিয়া নামায পড়ে, তাঁহার জন্য আমার মতে ইহা ভাল যে, তাহার উভয় গর্দানে কোন কাপড় অথবা পাগড়ির কিছু অংশ রাখিয়া দিবে।

١٠- باب : الرخصة فى صلاة المرأة فى الدرع والخمار

পরিচ্ছেদ ১০ ঃ মেয়েদের জন্য জামা ও ওড়না পরিধান করিয়া নামায পড়ার অনুমতি

٣٥ – حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ عَائِشَةَ ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ ، كَانَتْ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ .

রেওয়ায়ত ৩৫

মালিক (র) বর্ণনা করেন– তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) কামিজ ও সরবন্দ পরিধান করিয়া নামায পড়িতেন।

٣٦ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ قُنْفُذٍ ، عَنْ اُمِّهِ ؛ اَنَّهَا سَاَلَتْ اُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ ، مَاذَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْاَةُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ فَقَالَتْ : تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغَ اِذَا غَيَّبَ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا .

রেওয়ায়ত ৩৬

মুহাম্মদ ইব্‌ন যায়দের মাতা (র) নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী উম্মে সালমা (রা)-এর নিকট প্রশ্ন করিয়াছেন ঃ মেয়েরা কি কি কাপড় পরিধান করিয়া নামায পড়িবে ? তিনি বলিয়াছেন ঃ যাহা উভয় পায়ের উপরিভাগ আবৃত করিয়া ফেলে, এইরূপ পূর্ণ জামা ও সরবন্দ পরিধান করিয়া নামায পড়িবে।

٣٧ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَشَجِّ ، عَنْ بُسْرِ ابْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَسْوَدِ الْخَوْلَانِيِّ ، وَكَانَ فِي حَجْرِ مَيْمُونَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ؛ اَنَّ مَيْمُونَةَ كَانَتْ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ . لَيْسَ عَلَيْهَا اِزَارٌ .

রেওয়ায়ত ৩৭

নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী মায়মুনা (রা)-এর পালক সন্তান উবায়দুল্লাহ খাওলানী (র) বর্ণনা করেন যে, (হযরত) মায়মুনা (রা) জামা ও সরবন্দ পরিধান করিয়া নামায পড়িতেন। অথচ তাঁহার গায়ে ইযার থাকিত না।

٣٨ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ امْرَأَةً اسْتَفْتَتْهُ ، فَقَالَتْ : إِنَّ الْمِنْطَقَ يَشُقُّ عَلَيَّ . أَفَأُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا .

রেওয়ায়ত ৩৮

হিশাম ইবন উরওয়াহ্ (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন– তাঁহার নিকট জনৈক মহিলা এই মর্মে ফতওয়া জিজ্ঞাসা করিল ঃ যদি কোমরবন্দ বাঁধিতে অসুবিধা হয়, তবে আমি শুধু জামা ও সরবন্দ পরিধান করিয়া নামায পড়িতে পারি কি ? তিনি বলিলেন ঃ হ্যাঁ, যদি জামা পূর্ণাঙ্গ হয় (অর্থাৎ পা ঢাকিয়া লয়)।

অধ্যায় ৯

٩ ـ كِتَاب قصر الصلاة فى السفر

সফরে নামায কসর পড়া

١- باب : الجمع بين الصلاتين فى الحضر والسفر

পরিচ্ছেদ ১ ঃ মুসাফির ও মুকীম থাকা অবস্থায় দুই নামায একত্রে পড়া

١- حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنِ الْاَعْرَجِ ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، فِى سَفَرِهِ اِلَى تَبُوكَ .

রেওয়ায়ত ১

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত – রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহার তবুক সফরকালে যোহর ও আসরের নামায একত্রে পড়িয়াছিলেন।

٢ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ ؛ اَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ اَخْبَرَهُ ، اَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ ، عَامَ تَبُوكَ . فَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ . قَالَ : فَاَخَّرَ الصَّلاَةَ يَوْمًا. ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا ، ثُمَّ دَخَلَ . ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءِ جَمِيْعًا . ثُمَّ قَالَ : " اِنَّكُمْ سَتَأْتُونَ غَدًا، اِنْ شَاءَ اللّٰهُ ، عَيْنَ تَبُوكَ وَاِنَّكُمْ لَمْ تَأْتُوهَا حَتَّى يَضْحٰى النَّهَارُ . فَمَنْ جَاءَهَا فَلاَيَمَسَّ مِنْ مَائِهَا شَيْئًا . حَتَّى أٰتِىَ " فَجِئْنَاهَا ، وَقَدْ سَبَقَنَا اِلَيْهَا رَجُلاَنِ . وَالْعَيْنُ تَبِضُّ بِشَىْءٍ مِنْ مَاءٍ فَسَأَلَهُمَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : " هَلْ مَسِسْتُمَا مِنْ مَائِهَا شَيْئًا؟ " فَقَالاَ : نَعَمْ . فَسَبَّهُمَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ لَهُمَا مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَقُولَ . ثُمَّ غَرَفُوا بِاَيْدِيهِمْ مِنَ الْعَيْنِ، قَلِيْلاً قَلِيْلاً . حَتَّى اجْتَمَعَ فِى شَىْءٍ . ثُمَّ غَسَلَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ، فِيهِ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ . ثُمَّ اَعَادَهُ فِيْهَا . فَجَرَتِ الْعَيْنُ بِمَاءٍ كَثِيرٍ . فَاسْتَقَى النَّاسُ . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ

اللّٰهِ ﷺ : " يُوشِكُ ، يَامُعَاذُ ، اِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ ، اَنْ تَرَى مَاهٰهُنَا قَدْ مُلِئَ جِنَانًا" .

রেওয়ায়ত ২

আবুত তুফায়েল 'আমির ইব্‌ন ওয়াসিলা (রা) হইতে বর্ণিত – মু'আয ইব্‌ন জবল (রা) তাঁহাকে বলিয়াছেন ঃ তাঁহারা তবুকের যুদ্ধের বৎসর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে সফরে বাহির হইলেন। (সেই সফরে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা একত্রে পড়িতেন। (মু'আয) বলিলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন নামাযে দেরি করিলেন, অতঃপর তিনি আগমন করিলেন এবং যোহর ও আসর একত্রে পড়িলেন। আবার ভিতরে গেলেন, পুনরায় বাহির হইলেন, তারপর মাগরিব ও ইশা একত্রে পড়িলেন। অতঃপর বলিলেন ঃ তোমরা আগামীকাল ইন্‌শাআল্লাহ্ তবুকের ঝর্ণার কাছে পৌঁছিয়া যাইবে। তোমরা দিনের প্রথমাংশেই সেইখানে পৌঁছিবে। যে অগ্রে সেই স্থানে পৌঁছে, আমি না আসা পর্যন্ত সেই ব্যক্তি যেন উহার সামান্যতম পানিও স্পর্শ না করে। অতঃপর আমরা সেখানে পৌঁছিলাম। কিন্তু আমাদের আগেভাগে সেখানে দুইজন লোক পৌঁছিয়া গিয়াছিল। আর ঝর্ণা হইতে অতি সামান্য পানি নির্গত হইতেছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উক্ত ব্যক্তিদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তোমরা কি ইহার পানি হইতে কিছু স্পর্শ করিয়াছ? তাঁহারা উভয়ে হ্যাঁসূচক উত্তর দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাহাদিগকে অনেক তিরস্কার করিলেন এবং আল্লাহ্‌র যতটুকু ইচ্ছা ততটুকু তাঁহাদের সম্পর্কে বলিলেন। তারপর তাঁহারা আঁজলা ভরিয়া অল্প অল্প করিয়া কিছু পানি কোন এক পাত্রে জমা করিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেই পানিতে তাঁহার উভয় হাত ও মুখমণ্ডল ধুইলেন এবং সেই পানি ঝর্ণায় নিক্ষেপ করিলেন যদ্দরুন ঝর্ণা হইতে ফল্গুধারার মত অনেক পানি উঠিতে লাগিল। লোকজন ঝর্ণা হইতে পানি পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ হে মু'আয, সম্ভবত তুমি দীর্ঘায়ু লাভ করিবে এবং তুমি এ ঝর্ণার পানি দ্বারা এই স্থানের অনেক বাগবাগিচায় পূর্ণভাবে পানি সেচ হইতে দেখিবে।

٣ - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ ، يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ .

রেওয়ায়ত ৩

নাফি' (রা) হইতে বর্ণিত– আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলিয়াছেন ঃ যদি (কোন কারণবশত) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দ্রুত ভ্রমণ করিতে হইত, তবে তিনি মাগরিব ও ইশা একত্রে পড়িতেন।

٤ - حَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ الْمَكِّىِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ ؛ اَنَّهُ قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيْعًا . فِى غَيْرِ خَوْفٍ وَلَاسَفَرٍ .

قَالَ مَالِكٌ : اَرَى ذٰلِكَ كَانَ فِى مَطَرٍ .

রেওয়ায়ত ৪

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত – ভয়-ভীতিজনিত কোন কারণ ছাড়া এবং সফর ব্যতিরেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে যোহর ও আসর একসঙ্গে এবং মাগরিব ও ইশা এক সঙ্গে পড়াইয়াছেন।

ইয়াহ্ইয়া (রা) বলেন– মালিক (র) বলিয়াছেন ঃ আমার মতে ইহা বৃষ্টির জন্য ছিল।

٥ - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمَرَ كَانَ ، اِذَا جَمَعَ الْاُمَرَاءُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِى الْمَطَرِ، جَمَعَ مَعَهُمْ .

রেওয়ায়ত ৫

নাফি' (রা) হইতে বর্ণিত – আমীরগণ বর্ষণকালে মাগরিব ও ইশার নামাযকে একত্রে পড়িলে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) তাঁহাদের সঙ্গে (উক্ত দুই ওয়াক্তের) নামায একত্রে পড়িতেন।

٦ - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ؛ اَنَّهُ سَالَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ : هَلْ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِى السَّفَرِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . لاَبَأْسَ بِذٰلِكَ . اَلَمْ تَرَ اِلَى صَلاَةِ النَّاسِ بِعَرَفَةَ ؟

وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، اَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ، اِذَا اَرَادَ اَنْ يَسِيْرَ يَوْمَهُ ، جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ . وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَسِيْرَ لَيْلَهُ ، جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ .

রেওয়ায়ত ৬

ইব্‌ন শিহাব (র) সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র)-কে প্রশ্ন করিলেন ঃ সফরে যোহর ও আসরকে পর্যায়ক্রমে একত্রে পড়া যায় কিনা ? তিনি বলিলেন ঃ হ্যাঁ, ইহাতে কোন দোষ নাই, আরাফাতে লোকজনের নামাযের প্রতি (যাহা এক সঙ্গে পড়া হয়) তুমি কি লক্ষ কর নাই ?

আলী ইব্‌ন হুসায়ন (রা) বলিতেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দিনে সফরের ইচ্ছা করিলে যোহর ও আসর একযোগে পড়িতেন। আর রাত্রে সফরের ইচ্ছা করিলে মাগরিব ও ইশা একত্রে পড়িতেন।

٢- باب : قصر الصلاة فى السفر

পরিচ্ছেদ ২ ঃ সফরে নামায 'কসর' পড়া

٧ - حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ اٰلِ خَالِدِ بْنِ اَسِيدٍ؛ اَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ : يَااَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، اِنَّا نَجِدُ صَلاَةَ الْخَوْفِ وَصَلاَةَ الْحَضَرَ فِى الْقُرْاٰنِ، وَلاَ نَجِدُ صَلاَةَ السَّفَرِ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : يَاابْنُ اَخِى، اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ اِلَيْنَا مُحَمَّدًا ﷺ ، وَلاَ نَعْلَمُ شَيْئًا . فَاِنَّمَا نَفْعَلُ ، كَمَا رَاَيْنَاهُ يَفْعَلُ .

রেওয়ায়ত ৭

খালিদ ইব্‌ন আসীদ (র)-এর বংশের জনৈক ব্যক্তি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-কে প্রশ্ন করিলেন ঃ হে আবূ আবদুর রহমান! আমরা সালাতুল খাওফ (ভয়জনিত অবস্থায় নামায) ও সালাতুল হাযর (মুকীম অবস্থায় নামায)-এর উল্লেখ কুরআনে পাই, কিন্তু সালাতুস্ সফর (সফরের নামাযের কথা তো কুরআনে) পাই না? আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলিলেন ঃ হে আমার ভাতিজা! আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের নিকট যখন মুহাম্মদ ﷺ -কে প্রেরণ করিয়াছেন, তখন আমরা কিছু জানিতাম না, ফলে আমরা তাঁহাকে যেরূপ করিতে দেখিয়াছি সেরূপ করিয়া থাকি।

٨ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ؛ أَنَّهَا قَالَتْ : فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ . فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ . وَزِيدَ فِي صَلاَةِ الْحَضَرِ .

রেওয়ায়ত ৮

নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত – সফরে এবং হাযরে (মুকীম থাকাকালীন) দুই-দুই রাক'আতই ফরয করা হয়, অতঃপর সফরের নামায পূর্বাবস্থায় বাকি রাখা হয়, আবাসের নামাযে বৃদ্ধি করা হয়।

٩ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ : مَا أَشَدَّ مَا رَأَيْتَ أَبَاكَ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ فِي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ سَالِمٌ : غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَنَحْنُ بِذَاتِ الْجَيْشِ ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ بِالْعَقِيقِ .

রেওয়ায়ত ৯

ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সা'ঈদ (র) সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ আপনি আপনার পিতাকে সফরে মাগরিবের নামায সর্বাধিক কতটুকু বিলম্বে পড়িতে দেখিয়াছেন? তখন সালিম (র) বলিলেন ঃ আমরা যখন 'যাতুল-জায়শ' নামক স্থানে, তখন সূর্যাস্ত হয়, তিনি মাগরিবের নামায 'আকীক' নামক স্থানে গিয়া পড়িয়াছেন। (দুই স্থানের দূরত্ব ৭ মাইল)

٣– باب : مايجب فيه قصر الصلاة

পরিচ্ছেদ ৩ ঃ কত দূরের সফরে নামায কসর পড়া ওয়াজিব হয়

١٠ – حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ إِذَا خَرَجَ حَاجًّا ، أَوْ مُعْتَمِرًا ، قَصَرَ الصَّلاَةَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ .

রেওয়ায়ত ১০

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত – আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হজ্জ অথবা উমরার উদ্দেশ্যে বাহির হইলে 'যুল-হুলায়ফা'[১] নামক স্থানে নামায কসর পড়িতেন।[২]

١١ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، عَنْ اَبِيهِ ؛ اَنَّهُ رَكِبَ اِلَى رِيمٍ ، فَقَصَرَ الصَّلاَةَ . فِي مَسِيرِهِ ذٰلِكَ .

قَالَ مَالِكٌ : وَذٰلِكَ نَحْوٌ مِنْ اَرْبَعَةِ بُرُدٍ .

রেওয়ায়ত ১১

সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) বর্ণনা করেন– তাঁহার পিতা সওয়ারীতে আরোহণ করিয়া 'রীম'[৩] নামক স্থানে যান এবং তিনি এতটুকু পথ ভ্রমণে নামায কসর পড়িয়াছেন।

ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন– মালিক (র) বলিয়াছেন, উক্ত স্থানটির দূরত্ব অন্তত চার বরীদ[৪] হইবে।

١٢ – حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ ، رَكِبَ اِلَى ذَاتِ النُّصُبِ ، فَقَصَرَ الصَّلاَةَ فِي مَسِيرِهِ ذٰلِكَ .

قَالَ مَالِكٌ : وَبَيْنَ ذَاتِ النُّصُبِ وَالْمَدِينَةِ اَرْبَعَةُ بُرُدٍ .

রেওয়ায়ত ১২

সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) হইতে বর্ণিত – আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) সওয়ার হইয়া 'যাতুন-নুসুব (ذات النصب) নামক স্থানের দিকে গমন করিলেন। তিনি তাঁহার এই পরিমাণ যাত্রায় নামায 'কসর' পড়িলেন।

ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন– মালিক (র) বলিয়াছেন, 'যাতুন-নুসুব' ও মদীনার মধ্যে ব্যবধান হইল চার বরীদ।

١٣ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ اَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ اِلَى خَيْبَرَ فَيَقْصُرُ الصَّلاَةَ .

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ فِي مَسِيرِهِ ، الْيَوْمَ التَّامَّ .

রেওয়ায়ত ১৩

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত – আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) খায়বরের দিকে সফর করিতেন এবং নামায কসর পড়িতেন।

---

১. যুল-হুলায়ফা– মদীনা শরীফ হইতে ছয় মাইল দূরবর্তী একটি জায়গার নাম।
২. হানাফী মাযহাব মতে আটচল্লিশ মাইলের কম দূরত্বের সফরে কসর নাই।
৩. রীম– মদীনা শরীফ হইতে উক্ত জায়গাটির দূরত্ব ত্রিশ মাইল।
৪. এক বরীদ অন্তত বার (১২) মাইল দূরের পথ।

সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) হইতে বর্ণিত– আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) পূর্ণ একদিনের সফরে কসর পড়িতেন।

١٤ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ الْبَرِيدَ ، فَلاَ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ .

রেওয়ায়ত ১৪

নাফি' (র) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-এর সঙ্গে এক বরীদ সফর করিতেন কিন্তু নামায কসর পড়িতেন না।

١٥ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، كَانَ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ فِى مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفَ . وَفِى مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَعُسْفَانَ . وَفِى مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَجُدَّةَ .

قَالَ مَالِكٌ : وَذٰلِكَ اَرْبَعَةُ بُرُدٍ . وَذٰلِكَ اَحَبُّ مَا تُقْصَرُ اِلَىَّ فِيهِ الصَّلاَةُ .

قَالَ مَالِكٌ : لاَ يَقْصُرُ الَّذِى يُرِيْدُ السَّفَرَ الصَّلاَةَ ، حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ بُيُوْتِ الْقَرْيَةِ . وَلاَيُتِمُّ ، حَتَّى يَدْخُلَ اَوَّلَ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ ، اَوْ يُقَارِبَ ذٰلِكَ .

রেওয়ায়ত ১৫

মালিক (র) বলিয়াছেন– তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) মক্কা হইতে তায়েফ অথবা মক্কা হইতে 'উস্‌ফান বা মক্কা হইতে জিদ্দার সমান দূরত্বের স্থানে সফরে বাহির হইলে কসর পড়িতেন।

ইয়াহ্ইয়া (র) বর্ণনা করেন– মালিক (র) বলিয়াছেন, উক্ত পথের দূরত্ব চার বরীদ পরিমাণ।

তিনি আরও বলিয়াছেন যে, নামায কসর পড়ার জন্য এতটুকু ব্যবধান বা দূরত্ব (مسافت) আমার নিকট পছন্দনীয়।

মালিক (র) আরও বলেন– যে ব্যক্তি সফরের নিয়ত করে, সে যতক্ষণ নিজের পল্লীর গৃহাদি ছাড়িয়া না যাইবে, ততক্ষণ নামায কসর পড়িবে না। অনুরূপ ফেরার পথেও যতক্ষণ নিজ গ্রামের সর্বপ্রথম গৃহ বা উহার নিকটতম স্থান পর্যন্ত না পৌঁছিবে নামায পূর্ণ পড়িবে না।

٤– باب : صلاة المسافر مالم يجمع مكثا

পরিচ্ছেদ ৪ : ইকামত (কোন স্থানে অবস্থানের নিয়ত) না করিলে মুসাফির নামায কত রাক'আত পড়িবে

١٦– حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمْ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : اُصَلِّى صَلاَةَ الْمُسَافِرِ، مَالَمْ اُجْمِعْ مُكْثًا . وَاِنْ حَبَسَنِى ذٰلِكَ اثْنَتِى عَشْرَةَ لَيْلَةً.

রেওয়ায়ত ১৬

সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) হইতে বর্ণিত – আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে উমর (রা) বলিতেন ঃ আমি যতক্ষণ অবস্থান করার নিয়ত না করি ততক্ষণ মুসাফিরের মত নামায পড়িতে থাকি, যদিও বা এই অবস্থায় বার রাত্রি পর্যন্ত আবদ্ধ থাকি।

١٧ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ اَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ لَيَالٍ ، يَقْصُرُ الصَّلاَةَ اِلاَّ اَنْ يُصَلِّيَهَا مَعَ الْاِمَامِ ، فَيُصَلِّهَا بِصَلاَتِهِ .

রেওয়ায়ত ১৭

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত – ইব্‌ন উমর (রা) মক্কা শরীফে দশ রাত্রি পর্যন্ত অবস্থান করিয়াছিলেন এবং নামায কসর পড়িয়াছিলেন। কেবল ইমামের সাথে নামায পড়িলে তখন ইমামের নামাযের মতই পড়িতেন।

٥– باب :صلاة الامام اذا اجمع مكثا

পরিচ্ছেদ ৫ ঃ মুসাফির ইকামতের নিয়ত করিলে তখনকার নামায

١٨– حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِىِّ ؛ اَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ : مَنْ اَجْمَعَ اِقَامَةً ، اَرْبَعَ لَيَالٍ ، وَهُوَ مُسَافِرٌ ، اَتَمَّ الصَّلاَةَ .

قَالَ مَالِكٌ : وَذٰلِكَ اَحَبُّ مَا سَمِعْتُ اِلَىَّ .

وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ صَلاَةِ الْاَسِيْرِ ؟ فَقَالَ :مِثْلُ صَلاَةِ الْمُقِيْمِ. اِلاَّ اَنْ يَكُونَ مُسَافِرًا.

রেওয়ায়ত ১৮

আতা খোরাসানী (র) সাঈদ ইব্‌নে মুসায়্যাব (র)-কে বলিতে শুনিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি চারি রাত্রি পর্যন্ত ইকামতের নিয়ত করিবে মুসাফির হওয়া সত্ত্বেও সে নামায পূর্ণই পড়িবে।

মালিক (র) বলিয়াছেন ঃ আমি যাহা শুনিয়াছি তন্মধ্যে ইহা আমার পছন্দনীয় বটে।

মালিক (র)-কে কয়েদীদের নামায সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয়। তিনি বলিলেন ঃ মুকীমের মতই নামায পড়িবে, কিন্তু যদি সে মুসাফির হয় (তবে কসর পড়িবে)।

٦– باب : صلاة المسافر اذا كان اماما او كان وراء امام

পরিচ্ছেদ ৬ ঃ মুসাফিরের নামায যখন তিনি ইমাম হন অথবা অন্য ইমামের পিছনে নামায পড়েন

١٩– حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمْ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، عَنْ

اَبِيهِ ؛ اَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ كَانَ اِذَا قَدِمَ مَكَّةَ ، صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ . ثُمَّ يَقُولُ : يَااَهْلَ مَكَّةَ اَتِمُّوا صَلاَتَكُمْ ، فَاِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ.

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ ، عَنْ اَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، مِثْلَ ذٰلِكَ .

রেওয়ায়ত ১৯

সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) তাঁহার পিতা আবদুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) যখন মক্কায় আসিতেন তখন তাঁহাদিগকে দুই রাক'আত নামায পড়াইতেন। (নামায শেষে) বলিতেন ঃ হে মক্কাবাসীরা! তোমরা তোমাদের নামায পূর্ণ কর, কেননা আমরা মুসাফির।

আসলাম তাঁহার পিতা হইতে, তিনি উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) হইতে অনুরূপ রেওয়ায়ত বর্ণনা করিয়াছেন।

٢٠ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّى وَرَاءَ الْاِمَامِ ، بِمَنٰى اَرْبَعًا . فَاِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ .

রেওয়ায়ত ২০

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত – আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) ইমামের ইকতিদা করিয়া নামায পড়িলে মিনাতে চারি রাক'আত পড়িতেন। আর একা পড়িলে তখন দুই রাক'আতই পড়িতেন।

٢١ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ؛ اَنَّهُ قَالَ : جَاءَ عَبْدُ اللّٰهِ يَعُودُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ صَفْوَانَ، فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ . ثُمَّ انْصَرَفَ . فَقُمْنَا فَاَتْمَمْنَا .

রেওয়ায়ত ২১

ইব্ন শিহাব (র) সাফওয়ান ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাফওয়ান (র) হইতে বর্ণনা করেন– তিনি বলিয়াছেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাফওয়ানকে দেখিতে আসিলেন যখন তিনি অসুস্থ ছিলেন, তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) আমাদের দুই রাক'আত নামায পড়াইলেন। অতঃপর তিনি প্রস্থান করিলেন আর আমরা নামায পূর্ণ করিলাম।

٧- باب : صلاة النافلة فى بالنهار والليل والصلاة على الدابة

পরিচ্ছেদ ৭ ঃ সওয়ারীর উপর নামায পড়া এবং সফরে দিনে ও রাত্রিতে নফল পড়া

٢٢- حَدَّثَنِي يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي مَعَ صَلاَةِ الْفَرِيْضَةِ فِى السَّفَرِ شَيْئًا ، قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا، اِلاَّ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ .

فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّى عَلَى الْأَرْضِ ، وَعَلَى رَاحِلَتِهِ ، حَيْثُ تَوَجَّهَتْ .

রেওয়ায়ত ২২

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত – আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) সফরে ফরয নামাযের সহিত অন্য কোন নামায পড়িতেন না, আগেও না, পরেও না। অবশ্য তিনি মধ্যরাত্রে মৃত্তিকার উপর নামায পড়িতেন, আর পড়িতেন তাঁহার উটের হাওদার উপর, উট যে দিকেই মুখ করিয়া থাকুক না কেন।

٢٣ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، وَأَبَا بَكْرِ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، كَانُوا يَتَنَفَّلُوا فِى السَّفَرِ.

قَالَ يَحْيٰى : وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ النَّافِلَةِ فِى السَّفَرِ؟ فَقَالَ : لَابَأْسَ بِذٰلِكَ . بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ . وَقَدْ بَلَغَنِى أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ .

রেওয়ায়ত ২৩

মালিক (র) বলেন ঃ তাঁহার নিকট সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ, উরওয়াহ্ ইব্ন যুবায়র, আবূ বকর ইব্ন আবদুর রহমান (র)– তাঁহারা সকলেই সফরে নফল নামায পড়িতেন।

ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন– মালিক (র)-কে সফরে নফল পড়া সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলিয়াছেন ঃ দিনে হোক বা রাত্রে হোক, নফল নামায পড়াতে কোন ক্ষতি নাই। তাঁহার নিকট খবর পৌঁছিয়াছে যে, কতিপয় আহ্লে ইল্ম সফরে নফল পড়িতেন।

٢٤ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، قَالَ : بَلَغَنِى عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَرَى ابْنَهُ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَتَنَفَّلُ فِى السَّفَرَ ، فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ .

রেওয়ায়ত ২৪

মালিক (র) বলিয়াছেন ঃ আমার নিকট নাফি' (র) হইতে রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) তাঁহার ছেলে উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র)-কে সফরে নফল পড়িতে দেখিতেন, অথচ তিনি নিষেধ করিতেন না।

٢٥ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِىِّ ، عَنْ أَبِى الْحُبَابِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ . عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ (ص) يُصَلِّى وَهُوَ عَلَى حِمَارٍ ، وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ .

রেওয়ায়ত ২৫

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত – আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে একটি গাধার উপর নামায পড়িতে দেখিয়াছি, তখন গাধাটির মুখ ছিল খায়বরের দিকে।

٢٦ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ، فِى السَّفَرِ ، حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ .

قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِينَارٍ : وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ .

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ قَالَ : رَاَيْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِى السَّفَرِ ، وَهُوَ يُصَلِّى عَلَى حِمَارٍ ، وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ اِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ . يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ، اِيمَاءً ، مِنْ غَيْرِ اَنْ يَضَعَ وَجْهَهُ عَلَى شَىْءٍ .

রেওয়ায়ত ২৬

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন দীনার (র) কর্তৃক আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত – রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সফরে তাঁহার সওয়ারীর উপর নামায পড়িতেন সওয়ারী যে দিকেই মুখ করুক না কেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন দীনার (র) বলিয়াছেন– আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-ও তাহা করিতেন।

ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র) বলিয়াছেন ঃ আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে সফরে গাধার পিঠে নামায পড়িতে দেখিয়াছি অথচ গাধাটির মুখ কিবলার দিকে ছিল না, তিনি রুকূ-সিজদা করিতেন ইশারায়, তাঁহার ললাট কোন কিছুর উপর রাখিতেন না।

٨- باب : صلاة الضحى

পরিচ্ছেদ ৮ ঃ সালাতুয যুহা [চাশ্‌ত ও ইশরাকের নামায]

٢٧- حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ اَبِى مُرَّةَ ، مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ اَبِى طَالِبٍ ، اَنَّ اُمَّ هَانِىءٍ ، بِنْتَ اَبِى طَالِبٍ ، اَخْبَرَتْهُ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى عَامَ الْفَتْحِ ، ثَمَانِى رَكَعَاتٍ ، مُلْتَحِفًا فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ .

রেওয়ায়ত ২৭

'আকীল ইব্‌ন আবি তালিব (রা)-এর মাওলা আবূ মুররা (র) হইতে বর্ণিত আছে যে, উম্মুহানী বিন্‌ত আবি তালিব (রা) আবূ মুররার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, মক্কা বিজয়ের বৎসর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আট রাক'আত নামায পড়িয়াছেন। তখন তাঁহার পরিধানে (সর্বাঙ্গে জড়ানো অবস্থায়) একটি মাত্র কাপড় ছিল।

٢٨ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ اَبِى النَّضْرِ ، مَوْلَى عُمَرَبْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ ؛ اَنَّ اَبَا مُرَّةَ ، مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ اَبِى طَالِبٍ ؛ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اُمَّ هَانِىءٍ بِنْتَ اَبِى طَالِبٍ تَقُولُ : ذَهَبْتُ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ ، عَامَ الْفَتْحِ ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ . قَالَتْ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ . فَقَالَ : " مَنْ هٰذِهِ ؟" فَقُلْتُ : اُمُّ هَانِىءٍ بِنْتُ

أَبِى طَالِبٍ . فَقَالَ : " مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِىءٍ " فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ ، قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِىَ رَكَعَاتٍ ، مُلْتَحِفًا فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ انْصَرَفَ . فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللّٰهِ ، زَعَمَ ابْنُ أُمِّى ، عَلِىٌّ أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً أَجَرْتُهُ ، فُلاَنُ بْنُ هُبَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ " قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِىءٍ " قَالَتْ أُمُّ هَانِىءٍ : وَذٰلِكَ ضُحًى .

রেওয়ায়ত ২৮

উম্মুহানী বিন্‌তে আবি তালিব (রা) বলিয়াছেন ঃ আমি মক্কা বিজয়ের সালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে গমন করিলাম। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে গোসল করিতে দেখিলাম। তাঁহার কন্যা ফাতিমা (রা) একটি কাপড় দিয়া তাঁহার জন্য পর্দা করিয়াছেন। তিনি বলিলেন ঃ আমি গিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলিলাম। তিনি ফরমাইলেন ঃ ইনি কে ? আমি বলিলাম ঃ আবু তালিবের কন্যা উম্মুহানী। তখন তিনি বলিলেন ঃ উম্মুহানীর জন্য মারহাবা (খোশ আমদেদ)। তিনি যখন গোসল সমাপ্ত করিলেন, একটি মাত্র কাপড় জড়াইয়া আট রাক'আত নামায পড়িলেন। নামায হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে আমি বলিলাম ঃ আমার ভাই আলী (রা) বলিয়াছেন, সে এমন এক ব্যক্তিকে কতল করিবে, যাহাকে আমি আশ্রয় দিয়াছি। সে হইতেছে হুবায়রার সন্তান 'অমুক' (তাবরানীর মতে সে হুবাইরার চাচাত ভাই)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ হে 'উম্মুহানী, তুমি যাহাকে আশ্রয় দিয়াছ, আমিও তাহাকে আশ্রয় দিলাম। উম্মুহানী বলেন, সময়টি ছিল চাশ্‌তের।

٢٩ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ ؛ أَنَّهَا قَالَتْ : مَارَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى سُبْحَةَ الضُّحٰى قَطُّ ، وَإِنِّى لَأُسَبِّحُهَا . وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ، لَيَدَعُ الْعَمَلَ ، وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَهُ . خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ ، فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ .

রেওয়ায়ত ২৯

নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) বলিয়াছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে কখনও চাশ্‌তের নামায পড়িতে দেখি নাই, আমি কিন্তু চাশ্‌তের নামায পড়ি। ব্যাপার হইল এই যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অনেক আমলকে পছন্দ করা সত্ত্বেও বর্জন করিতেন এই ভয়ে যে, লোকেরা তাঁহার উপর আমল করিতে থাকিবে, পরে তাহা ফরয হইয়া যাইবে।

٣٠ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّى الضُّحٰى ثَمَانِىَ رَكَعَاتٍ . ثُمَّ تَقُولُ : لَوْ نُشِرَلِى أَبَوَاىَ مَاتَرَكْتُهُنَّ .

রেওয়ায়ত ৩০

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তিনি চাশ্‌তের নামায আট রাক'আত পড়িতেন ও বলিতেন ঃ আমার মা-বাবাকে জিন্দা করিয়া পাঠানো হইলেও আমি এই আট রাক'আতকে ছাড়িব না।

٩- باب جامع سجة الضحى

পরিচ্ছেদ ৯ ঃ চাশ্‌তের সময় বিভিন্ন নফল নামাযের বর্ণনা

٣١- حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى طَلْحَةَ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ اَنَّ جَدَّتَهُ ، مُلَيْكَةَ ، دَعَتْ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ لِطَعَامٍ . فَأَكَلَ مِنْهُ . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : " قُومُوا فَلأُصَلِّىَ لَكُمْ " قَالَ اَنَسٌ : فَقُمْتُ اِلَى حَصِيْرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ ، مِنْ طُولِ مَالُبِسَ ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ . فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ . وَصَفَفْتُ اَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا . فَصَلّٰى لَنَا رَكْعَتَيْنِ . ثُمَّ انْصَرَفَ .

রেওয়ায়ত ৩১

আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত – তাঁহার নানী মুলায়কা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে খানার দাওয়াত করিয়াছিলেন। তিনি তাহা হইতে আহার করিলেন, তারপর ফরমাইলেন ঃ তোমরা দাঁড়াও, আমি তোমাদের জন্য (খায়র ও বরকতের উদ্দেশ্যে) নামায পড়িব। আনাস (রা) বলিলেন ঃ আমি আমাদের একটি চাটাই-এর দিকে গেলাম, যাহা দীর্ঘদিন ব্যবহারের দরুন একেবারে কাল হইয়া গিয়াছিল। আমি উহাতে পানি ছিটাইয়া উহা পরিষ্কার করিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়াইলেন। আমি এবং ইয়াতিম তাঁহার পিছনের সারিতে দাঁড়াইলাম। আর বৃদ্ধা (নানী) দাঁড়াইলেন আমাদের পিছনের সারিতে। তিনি আমাদের জন্য (দু'আর উদ্দেশ্যে) দুই রাক'আত নামায পড়িলেন; অতঃপর আমাদের গৃহ ত্যাগ করিলেন।

٣٢ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ ؛ اَنَّهُ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِالْهَاجِرَةِ ، فَوَجَدْتُهُ يُسَبِّحُ . فَقُمْتُ وَرَاءَهُ . فَقَرَّبَنِى حَتّٰى جَعَلَنِى حِذَاءَهُ ، عَنْ يَمِينِهِ . فَلَمَّا جَاءَ يَرْفَا، تَاَخَّرْتُ . فَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ .

রেওয়ায়ত ৩২

উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উত্‌বা ইব্‌ন মাস্‌উদ (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন– তিনি বলিয়াছেন: আমি উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর নিকট প্রবেশ করিলাম, সময়টা ছিল দুপুর। আমি তখন তাঁহাকে নফল নামায অবস্থায় পাইলাম, তাই আমি তাঁহার পিছনে দাঁড়াইলাম। তারপর তিনি আমাকে নিকটে আনিলেন এবং তাঁহার ডান পার্শ্বে তাঁহার বরাবর আমাকে দাঁড় করাইলেন। তারপর (يرفا) ইয়ারফা (হযরত উমরের খাদেম) আসিলে আমি পিছনে সরিয়া আসিলাম। তারপর আমরা উভয়েই তাঁহার পিছনে কাতার করিয়া দাঁড়াইলাম।

١٠- باب : التشديد فى ان يمر احد بين يدى المصلى

পরিচ্ছেদ ১০ ঃ মুসল্লিদের সম্মুখ দিয়া কাহারও চলার ব্যাপারে কড়া নিষেধাজ্ঞা

٣٣- حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى

سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : " إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي ، فَلاَ يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلْيَدْرَاهُ مَا اسْتَطَاعَ . فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ " .

রেওয়ায়ত ৩৩

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত – রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ যখন তোমরা কেউ নামায পড়, তবে সে সময় তাহার সামনে দিয়া কাহাকেও হাঁটিতে দিবে না বরং যথাসাধ্য তাহাকে বারণ করিবে। এতদসত্ত্বেও যদি সে বিরত না হয়, তবে শক্তি প্রয়োগ করিবে। কেননা সে অবশ্যই দুষ্ট লোক।

٣٤ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ ، يَسْأَلُهُ : مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي ؟ فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : " لَوْيَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي ، مَاذَا عَلَيْهِ ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ ، خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ " قَالَ أَبُو النَّضْرِ : لاَأَدْرِي ، أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، أَوْشَهْرًا ، أَوْ سَنَةً .

রেওয়ায়ত ৩৪

বুস্‌র ইব্‌ন সাঈদ (র) হইতে বর্ণিত – যায়দ ইব্‌ন খালিদ জুহ্‌নী (রা) তাঁহাকে আবূ জুহায়ম (রা)-এর নিকট ইহা জিজ্ঞাসা করার উদ্দেশ্যে পাঠাইলেন যে, তিনি মুসল্লির সামনে দিয়া চলাচলকারী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হইতে কি শুনিয়াছেন। আবূ জুহায়ম (রা) বলিলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ যদি মুসল্লি ব্যক্তির সম্মুখ দিয়া চলাচলকারী জানিত যে, ইহার জন্য তাহার কি পরিণাম হইবে, তবে সে নিশ্চিত মনে করিত যে, মুসল্লি ব্যক্তির সামনে দিয়া চলাচল করা অপেক্ষা তাহার পক্ষে সঠিকভাবে চল্লিশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করা অধিক শ্রেয়। আবূন্ নায্‌র বলেন ঃ আমি বলিতে পারিতেছি না, তিনি চল্লিশ দিন, না চল্লিশ মাস, না চল্লিশ বৎসর বলিয়াছিলেন।

٣٥ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ كَعْبَ الْأَحْبَارِ ، قَالَ : لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي، مَاذَا عَلَيْهِ ، لَكَانَ أَنْ يُخْسَفَ بِهِ ، خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ .

রেওয়ায়ত ৩৫

আতা ইব্‌ন ইয়াসার (র) হইতে বর্ণিত – কা'ব-এ আহ্‌বার (র) বলিয়াছেন ঃ মুসল্লির সামনে দিয়া চলাচলকারী যদি জানিত যে, তার পরিণাম কি, তবে সামনে দিয়া হাঁটিয়া যাওয়ার চাইতে মাটিতে বসিয়া যাওয়া তাহার পক্ষে উত্তম হইত।

٣٦ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَكْرَهُ اَنْ يَمُرَّ بَيْنَ اَيْدِي النِّسَاءِ ، وَهُنَّ يُصَلِّينَ .

রেওয়ায়ত ৩৬

মালিক (র) বলেন ঃ তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, মেয়েরা যখন নামায পড়ে তখন তাহাদের সম্মুখ দিয়া চলাকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) অপছন্দ করিতেন না।

٣٧ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَيَمُرُّ بَيْنَ يَدَىْ اَحَدٍ، وَلاَ يَدَعُ اَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ.

রেওয়ায়ত ৩৭

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত – আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) (তিনি নিজে) কাহারও সম্মুখ দিয়া চলাচল করিতেন না এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার সামনে দিয়া চলিতে দিতেন না।

١١- باب : الرخصة فى المرور بين يدى المصلى

পরিচ্ছেদ ১১ ঃ মুসল্লির সামনে দিয়া চলার অনুমতি

٣٨ - حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ ؛ اَنَّهُ قَالَ : اَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى اَتَانٍ ، وَاَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْاِحْتِلاَمَ ، وَرَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّي لِلنَّاسِ، بِمِنًى . فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَىْ بَعْضِ الصَّفِّ ، فَنَزَلْتُ ، فَاَرْسَلْتُ الْاَتَانَ تَرْتَعُ ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ . فَلَمْ يُنْكِرْ ذٰلِكَ عَلَىَّ اَحَدٌ .

রেওয়ায়ত ৩৮

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন ঃ আমি একটি গাধীর উপর সওয়ার হইয়া আসিলাম। আমি সেই সময় সাবালগ হওয়ার কাছাকাছি বয়সে উপনীত হইয়াছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন মিনাতে লোকদের নামায পড়াইতেছিলেন। আমি কোন একটি কাতারের মাঝ দিয়া চলিলাম, তারপর (সওয়ারী হইতে) অবতরণ করিয়া গাধীকে চরিবার জন্য ছাড়িয়া দিলাম এবং আমি কাতারে শামিল হইলাম। ইহার জন্য আমাকে কেউ কোন তিরস্কার করেন নাই।

٣٩ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ سَعْدَ بْنَ اَبِي وَقَّاصٍ كَانَ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَىْ بَعْضِ الصُّفُوفِ ، وَالصَّلاَةُ قَائِمَةٌ .

قَالَ مَالِكٌ : وَاَنَا اَرَى ذٰلِكَ وَاسِعًا ، اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ ، وَبَعْدَ اَنْ يُحْرِمَ الْاِمَامُ ، وَلَمْ يَجِدِ الْمَرْءُ مَدْخَلاً اِلَى الْمَسْجِدِ اِلاَّ بَيْنَ الصُّفُوفِ .

রেওয়ায়ত ৩৯

মালিক (র) বলেন– তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, নামায কায়েম আছে, এমন অবস্থায় সা'দ ইব্‌ন আবি ওয়াক্কাস (রা) কোন কোন সময় কাতারের মাঝ দিয়া চলাচল করিতেন।

ইয়াহ্‌ইয়া (র) বলেন– মালিক (র) বলিয়াছেন ঃ যদি নামায আদায় হইয়া যায় এবং ইমাম নিয়ত করিয়া ফেলেন, তখন কোন ব্যক্তি কাতারের মাঝ দিয়া ব্যতীত অন্য কোন রাস্তায় মসজিদে প্রবেশ করিতে (নামাযে শামিল হওয়ার জন্য) না পাড়িলে, তাহার জন্য এ ব্যাপারে (কাতারের মধ্য দিয়া প্রবেশ করার) অবকাশ আছে বলিয়া আমি মনে করি।

٤٠ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ عَلِىَّ بْنَ اَبِى طَالِبٍ قَالَ : لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَىْءٌ مِمَّا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّى .

وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَىْءٌ ، مِمَّا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّى .

রেওয়ায়ত ৪০

মালিক (র) বলিয়াছেন ঃ তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, মুসল্লির সম্মুখ দিয়া যাহা কিছু চলাচল করে, তাহা নামায নষ্ট করে না। এইরূপ বলিয়াছেন আলী ইব্‌ন আবি তালিব (রা)।

সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) হইতে বর্ণিত – আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলিতেন ঃ মুসল্লির সামনে দিয়া যাহা কিছু চলাচল করে উহার কোনটাই নামাযকে নষ্ট করে না।

١٢– باب : سترة المصلى فى السفر

পরিচ্ছেদ ১২ ঃ সফরে মুসল্লি কর্তৃক সুতরা বা আড় ব্যবহার করা

٤١ – حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَسْتَتِرُ بِرَاحِلَتِهِ اِذَا صَلَّى .

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ؛ اَنَّ اَبَاهُ كَانَ يُصَلِّى فِى الصَّحْرَاءِ ، اِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ .

রেওয়ায়ত ৪১

মালিক (র) বলেন ঃ তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) উটের পিঠের হাড় দ্বারা সুতরা করিতেন।

হিশাম ইব্‌ন উরওয়াহ্ (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন– তিনি সুতরা সামনে না করিয়া মরুভূমিতে নামায পড়িতেন। (কারণ সেখানে লোকজনের চলাচল তেমন ছিল না।)

١٣- باب : مسح الحصباء فى الصلاة

পরিচ্ছেদ ১৩ ঃ নামাযে হাত বুলাইয়া কাঁকর সরানো

٤٢ – حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ اَبِى جَعْفَرٍ الْقَارِىءِ ؛ اَنَّهُ قَالَ : رَاَيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ اِذَا اَهْوٰى لِيَسْجُدَ ، مَسَحَ الْحَصْبَاءَ لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ ، مَسْحًا خَفِيفًا .

রেওয়ায়ত ৪২

আবূ জাফর কারী' (র) বলেন – আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-কে দেখিয়াছি, তিনি সিজদার জন্য যখন নত হইতেন, তখন তাঁহার কপাল রাখার স্থান হইতে খুব হালকাভাবে হাত বুলাইয়া কাঁকর সরাইতেন।

٤٣ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ اَبَاذَرٍّ كَانَ يَقُولُ : مَسْحُ الْحَصْبَاءِ ، مَسْحَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَتَرْكُهَا ، خَيْرٌ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ .

রেওয়ায়ত ৪৩

ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র) হইতে বর্ণিত– তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, আবূ যর (রা) বলিতেন ঃ কাঁকর সরাইবার জন্য মাত্র একবার হাত বুলানো যায়। তবে উহা হইতে বিরত থাকাটা লাল বর্ণের উট অপেক্ষাও উত্তম।

١٤- باب : ماجاء فى تسوية الصفوف

পরিচ্ছেদ ১৪ ঃ সফ্ সোজা রাখা প্রসঙ্গ

٤٤ – حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَامُرُ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ . فَاِذَا جَاؤُوهُ فَاَخْبَرُوهُ اَنْ قَدِسْتَوَتْ . كَبَّرَ .

রেওয়ায়ত ৪৪

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত– উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) 'সফ' (কাতারসমূহ) বরাবর করার নির্দেশ দিতেন। যখন এই কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিরা তাঁহার নিকট আসিত এবং সফসমূহ বরাবর হইয়াছে বলিয়া তাঁহাকে জানাইত, তখন তিনি তকবীর বলিতেন।

٤٥ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَمِّهِ اَبِى سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ اَبِيهِ ؛ اَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَقَامَتِ الصَّلاَةُ ، وَاَنَا اُكَلِّمُهُ فِى اَنْ يَفْرِضَ لِى . فَلَمْ اَزَلْ

أُكَلِّمُهُ ، وَهُوَ يُسَوِّى الْحَصْبَاءَ بِنَعْلَيْهِ ، حَتَّى جَاءَهُ رِجَالٌ ، قَدْ كَانَ وَكَلَهُمْ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ. فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الصُّفُوفَ قَدِاسْتَوَتْ. فَقَالَ لِى : اَسْتَوِ فِى الصَّفِّ ثُمَّ كَبَّرَ .

রেওয়ায়ত ৪৫

আবূ সুহায়ল ইব্‌ন মালিক (র) তাঁহার পিতা মালিক ইব্‌ন আবি 'আমির ইয়াসহাবী হইতে বর্ণনা করেন– তিনি বলিয়াছেন ঃ আমি উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-এর সাথে ছিলাম। অতঃপর নামাযের ইকামত আরম্ভ হইল, আমি তখন তাঁহার সাথে আমার জন্য ভাতা নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে আলাপ করিতেছিলাম। আমি বিরতি ছাড়াই তাঁহার সাথে আলাপরত ছিলাম। তিনি তাঁহার উভয় জুতার সাহায্যে কাঁকর (সরাইয়া) জায়গা সমান করিতেছিলেন। এমন সময় কতিপয় লোক তাঁহার নিকট আসিলেন, যাহাদিগকে তিনি 'সফ' বরাবর করার কাজে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে জানাইলেন যে, 'সফ'সমূহ বরাবর হইয়াছে। তিনি আমাকে বলিলেন ঃ কাতারে বরাবর হইয়া দাঁড়াইয়া যাও। অতঃপর তিনি الله اكبر বলিলেন।

١٥- باب : وضع اليدين احداهما على الاخرى فى الصلاة

পরিচ্ছেদ ১৫ ঃ নামাযে এক হাত অপর হাতের উপর রাখা

٤٦ – حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ اَبِى الْمُخَارِقِ الْبَصْرِيِّ ؛ اَنَّهُ قَالَ: مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ " اِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَافْعَلْ مَاشِئْتَ " وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرٰى فِى الصَّلاَةِ "يَضَعُ الْيُمْنٰى عَلَى الْيُسْرٰى " وَتَعْجِيلُ الْفِطْرِ . وَالْاِسْتِينَاءُ بِالسَّحُورِ .

রেওয়ায়ত ৪৬

আবদুল করীম ইব্‌ন আবুল মুখারিক (র) বলিয়াছেন– নবুয়তের কালাম হইতেছে এই কালাম, যখন তুমি লজ্জা পরিহার কর, তবে তুমি যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পার। নামাযে উভয় হাতের একটিকে অপরটির উপর রাখা (এইভাবে) যে, ডান হাত বাম হাতের উপর রাখিবে, ইফতারে ত্বরা করা ও সাহরী (খাওয়া)-তে বিলম্ব করা।

٤٧ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ اَبِى حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ؛ اَنَّهُ قَالَ : كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ اَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنٰى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرٰى فِى الصَّلاَةِ . قَالَ اَبُو حَازِمٍ لاَ اَعْلَمُ اِلاَّ اَنَّهُ يَنْمِى ذٰلِكَ .

রেওয়ায়ত ৪৭

সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ আস্‌-সাঈদী (রা) হইতে বর্ণিত – লোকদিগকে নির্দেশ প্রদান করা হইত যেন নামাযে প্রত্যেকে তাঁহার ডান হাত বাম হাতের কব্জির উপর রাখে।

আবূ হাযিম (র) বলেন ঃ আমি জানি যে, তিনি এই বাক্যের সনদ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পর্যন্ত পৌঁছাইতেন।

١٦- باب : القنوت فى الصبح

পরিচ্ছেদ ১৬ ঃ ফজরে কুনূত (قنوت) পড়া

٤٨ - حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَيَقْنُتُ فِى شَىْءٍ مِنَ الصَّلاَةِ.

রেওয়ায়ত ৪৮

নাফি (র) হইতে বর্ণিত - আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) কোন নামাযেই কুনূত পাঠ করিতেন না।

١٧- باب : النهى عن الصلاة والانسان يريد حاجة

পরিচ্ছেদ ১৭ ঃ যে সময় (পায়খানা-পেশাব ইত্যাদি) আবশ্যক পূরণের ইচ্ছা করে সে সময় নামায পড়া নিষেধ

٤٩ - حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِيهِ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الْاَرْقَمِ كَانَ يَؤُمُّ اَصْحَابَهُ . فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ يَوْمًا ، فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ، ثُمَّ رَجَعَ . فَقَالَ : اِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ : " اِذَا اَرَادَ اَحَدُكُمُ الْغَائِطَ، فَلْيَبْدَاْ بِهِ قَبْلَ الصَّلاَةِ " .

রেওয়ায়ত ৪৯

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আরকাম (রা) তাঁহার সহচরদের ইমামতি করিতেন। একদিন নামায শুরু হইল। সেই মুহূর্তে তিনি স্বীয় প্রয়োজন সারার উদ্দেশ্যে বাহিরে গমন করিলেন। অনন্তর (তথা হইতে) ফিরিলেন। তারপর তিনি বলিলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে ফরমাইতে শুনিয়াছি ঃ তোমাদের কেউ (পায়খানা-পেশাবের জন্য) ঢালু জায়গায় যাওয়ার মনস্থ করিলে তবে নামাযের পূর্বে উহা সারিয়া নিবে।

٥٠ - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ ؛ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : لاَ يُصَلِّيَنَّ اَحَدُكُمْ وَهُوَ ضَامٌّ بَيْنَ وَرِكَيْهِ.

রেওয়ায়ত ৫০

যায়দ ইব্ন আস্লাম (র) হইতে বর্ণিত - উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলিয়াছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন এমন সময় কখনও নামায না পড়ে, যখন (পায়খানা-প্রস্রাবের বেগবশত) তাহার পাছাদ্বয় মিলাইয়া (চাপ দিয়া) রাখে।

١٨- باب : انتظار الصلاة والمشى اليها

পরিচ্ছেদ ১৮ ঃ নামাযের অপেক্ষা করা এবং নামাযের জন্য গমন করা

٥١ - حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ اَبِى الزِّنَادِ ، عَنْ الاَعْرَجِ ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ؛

أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : " الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّى عَلَى أَحَدِكُمْ مَادَامَ فِى مُصَلاَّهُ الَّذِى صَلَّى فِيهِ ، مَالَمْ يَحْدِثْ . اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ . اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ " .

قَالَ مَالِكٌ : لاَ أَرَى قَوْلَهُ : "مَالَمْ يُحْدِثْ " اِلاَّ الْاِحْدَاثَ الَّذِى يَنْقُضُ الْوَضُوْءَ .

রেওয়ায়ত ৫১

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত – রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফরমাইয়াছেন ঃ তোমাদের এক ব্যক্তি যে মুসল্লায় নামায পড়িয়াছে, সে মুসল্লায় যতক্ষণ বসা থাকে এবং ওযূ টুটিয়া যায় মত কোন কাজ না করে ততক্ষণ ফেরেশতাগণ এই বলিয়া তাহার জন্য দোআ করিতে থাকেন ঃ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ . اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ

"হে আল্লাহ! তোমার এই বান্দার গুনাহ্ মাফ কর, হে আল্লাহ্! তোমার এই বান্দার প্রতি রহমত বর্ষণ কর।"

ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন– মালিক (র) বলিয়াছেন ঃ হাদীসে বর্ণিত مالم يحدث (মালাম য়ুহদিস্) বাক্যটির অর্থ আমার মতে, (মুসল্লি কর্তৃক) এমন কোন কাজ করা যাহাতে ওযূ ভাঙিয়া যায়, ইহা অন্যকিছু নহে।

٥٢ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ، عَنِ الْاَعْرَجِ ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : (لاَ يَزَالُ اَحَدُكُمْ فِى صَلاَةٍ مَا كَانَتِ الصَّلاَةُ تَحِسُهُ. لاَيَمْنَعُهُ اَنْ يَنْقَلِبَ اِلَى اَهْلِهِ اِلاَّ الصَّلاَةُ " .

রেওয়ায়ত ৫২

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত – রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফরমাইয়াছেন ঃ তোমাদের এক ব্যক্তি, যতক্ষণ নামায তাহাকে আবদ্ধ রাখিবে– নামায ছাড়া অন্য কোন বস্তু স্বীয় পরিবারবর্গের দিকে ফিরিয়া যাইতে তাহাকে বাধা প্রদান করে নাই, ততক্ষণ সে নামাযে থাকিবে।

٥٣ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سُمَىٍّ مَوْلَى اَبِى بَكْرٍ ؛ اَنَّ اَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ كَانَ يَقُولُ : مَنْ غَدَا اَوْ رَاحَ اِلَى الْمَسْجِدِ ، لاَيُرِيدُ غَيْرَهُ ، لِيَتَعَلَّمَ خَيْرًا اَوْ لِيُعَلِّمَهُ ، ثُمَّ رَجَعَ اِلَى بَيْتِهِ ، كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِى سَبِيلِ اللّٰهِ ، رَجَعَ غَانِمًا .

রেওয়ায়ত ৫৩

আবূ বকর ইব্ন আবদুর রহমান (র) বলিতেন, যে ব্যক্তি সকালে ও বিকালে মসজিদের দিকে গমন করে এবং সে মসজিদে কোন ভাল কথা শিক্ষা করার জন্য অথবা শিক্ষা দেওয়ার জন্যই গমন করে, সে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবে আল্লাহ্র রাস্তায় মুজাহিদের মত (গণ্য) হইয়া, এমন মুজাহিদ যে গনীমতের মালসহকারে (গৃহে) ফিরিয়াছে।

٥٤ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُجْمِرِ ؛ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ ، ثُمَّ جَلَسَ فِى مُصَلاَّهُ ، لَمْ تَزَلِ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّى عَلَيْهِ . اَللّٰهُمَّ

اغْفِرْلَهُ ، اللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ . فَاِنْ قَامَ مِنْ مُصَلاَّهُ ، فَجَلَسَ فِى الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ ، لَمْ يَزَلْ فِى صَلاَةٍ حَتّٰى يُصَلِّيَ .

রেওয়ায়ত ৫৪

নুয়ায়ম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) হইতে বর্ণিত – তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন ঃ তোমাদের একজন যখন নামায পড়ে, তারপর জায়নামাযে বসা থাকে, তবে ফেরেশতারা তাহার জন্য اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَه (হে আল্লাহ্! ইহাকে ক্ষমা কর) اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ (হে আল্লাহ! ইহাকে দয়া কর) বলিয়া দোআ করিতে থাকেন। অতঃপর সে যদি জায়নামায হইতে দাঁড়াইয়া যায় কিন্তু নামাযের অপেক্ষায় বসিয়া থাকে, তবে সে যেন নামাযেই রহিয়াছে।

٥٥ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْقُوْبَ ، عَنْ اَبِيهِ ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : " اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِمَا يَمْحُو اللّٰهُ بِهِ الْخَطَايَا ، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ ؟ اِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عِنْدَ الْمَكَارِهِ ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا اِلَى الْمَسَاجِدِ ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ . فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ . فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ . فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ .

রেওয়ায়ত ৫৫

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত – রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফরমাইয়াছেন ঃ আমি কি তোমাদের খবর দিব না ঐ বস্তুর, যেই বস্তু দ্বারা আল্লাহ্ (বান্দার) গুনাহ্‌সমূহ মুছিয়া দেন এবং উহা দ্বারা তাহার অনেক মর্তবা বুলন্দ করিয়া দেন ? (তাহা হইতেছে এই) পূর্ণরূপে ওযূ করা কষ্টবোধের সময়, মসজিদের দিকে নামাযের উদ্দেশ্যে গমনাগমন এবং এক নামাযের পর আর এক নামাযের অপেক্ষায় থাকা। আর ইহাই (হইল) 'রিবাত' (رباط), ইহাই রিবাত, ইহাই রিবাত (সীমান্ত প্রহরায় সর্বদা সজাগ ও প্রস্তুত থাকা)।

٥٦ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ; اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ : يُقَالُ لاَ يَخْرُجُ اَحَدٌ مِنَ الْمَسْجِدِ ، بَعْدَ النِّدَاءِ ، اِلاَّ اَحَدٌ يُرِيدُ الرُّجُوعَ اِلَيْهِ ، اِلاَّ مُنَافِقٌ .

রেওয়ায়ত ৫৬

মালিক (র) বলেন– তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র) বলিয়াছেন ঃ বলা হয়, আযানের পর একমাত্র মুনাফিক ব্যতীত কোন ব্যক্তি মসজিদ হইতে বাহির হয় না, অবশ্য যে ব্যক্তি পুনরায় ফিরিয়া আসার ইচ্ছা রাখে (সে বাহির হইতে পারে)।

٥٧ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِىِّ عَنْ اَبِى قَتَادَةَ الاَنْصَارِىِّ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : " اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ، قَبْلَ اَنْ يَجْلِسَ " .

রেওয়ায়ত ৫৭

আবূ কাতাদা আনসারী (রা) হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফরমাইয়াছেন ঃ তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করিলে সে যেন বসার পূর্বে দুই রাক'আত নামায পড়িয়া লয়।

٥٨ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ؛ أَنَّهُ قَالَ لَهُ : أَلَمْ أَرَ صَاحِبَكَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَجْلِسُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ ؟ قَالَ أَبُو النَّضْرِ : يَعْنِي بِذٰلِكَ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ ، وَيَعِيبُ ذٰلِكَ عَلَيْهِ ، أَنْ يَجْلِسَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ .

قَالَ يَحْيٰى ، قَالَ مَالِكٌ : وَذٰلِك حَسَنٌ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ .

রেওয়ায়ত ৫৮

উমর ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ (র) কর্তৃক আজাদকৃত ক্রীতদাস আবুন নাযর (র) হইতে বর্ণিত– আবুন নাযর বলেন, আবূ সাল্মা ইব্ন আব্দুর রহমান (র) তাঁহাকে বলিয়াছেন ঃ আমি তোমার মনিবকে অর্থাৎ আজাদীদাতাকে কখনও দেখি নাই যে, তিনি মসজিদে আসিয়া (বসার পূর্বে) নামায অর্থাৎ (তাহিয়্যাতুল মসজিদ) না পড়িয়া বসিয়াছেন। আবুন নাযর (র) বলেন, তিনি উমর ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ (র)-কে অভিযোগস্বরূপ ইহা বলিয়াছেন, কারণ তিনি মসজিদে প্রবেশ করিয়া নামাযের পূর্বে বসিয়া যাইতেন।

ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন– মালিক (র) বলিয়াছেন ঃ এইরূপ করা ভাল, তবে ওয়াজিব নহে।

١٩– باب : وضع اليدين على مايوضع عليه الوجه فى السجود

পরিচ্ছেদ ১৯ ঃ সিজদায় হস্তদ্বয় মুখমণ্ডলের পাশাপাশি রাখা

٥٩ – حَدَّثَنِي يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سَجَدَ ، وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى الَّذِي يَضَعُ عَلَيْهِ جَبْهَتَهُ .

قَالَ نَافِعٌ : وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْبَرْدِ ، وَإِنَّهُ لَيُخْرِجُ كَفَّيْهِ مِنْ تَحْتِ بُرْنُسٍ لَهُ ، حَتّٰى يَضَعَهُمَا عَلَى الْحَصْبَاءِ .

রেওয়ায়ত ৫৯

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত– আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) সিজদায় যে স্থানে তাঁহার মুখমণ্ডল রাখিতেন, সেই স্থানেই (অর্থাৎ উহার পার্শ্বে) তাঁহার উভয় হাতের তালু রাখিতেন।

নাফি' (র) বলেন ঃ আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি, তিনি অতি শীতের সময়ও তাঁহার হস্তদ্বয় জুব্বা (লম্বা পোশাক বিশেষ) হইতে বাহির করিয়া কঙ্করময় ভূমিতে রাখিতেন।

٦٠ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : مَنْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بِالْاَرْضِ ، فَلْيَضَعْ كَفَّيْهِ عَلَى الَّذِى يَضَعُ عَلَيْهِ جَبْهَتَهُ . ثُمَّ اِذَا رَفَعَ ، فَلْيَرْفَعْهُمَا . فَاِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ .

রেওয়ায়ত ৬০

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত – আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলিতেন ঃ যে ব্যক্তি তাঁহার ললাট যমীনে রাখে, সে যেন তাহার হস্তদ্বয়ও সেই জায়গায় রাখে, যেই জায়গায় ললাট রাখিয়াছে। অতঃপর যখন (সিজদা হইতে) ললাট উঠায় তখন যেন উভয় হস্তকে উঠাইয়া লয়। কারণ মুখমণ্ডল যেমন সিজদা করে, হস্তদয়ও তেমনিভাবে সিজদা করে।

٢٠- باب : الالتفات والتصفيق عند الحاجة فى الصلاة

পরিচ্ছেদ ২০ ঃ প্রয়োজনবশত নামাযে অন্যদিকে দেখা এবং দস্তক বা তালি দেওয়া

٦١ – حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ اَبِى حَازِمٍ ، سَلَمَةَ بْنِ دِيْنَارٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِىِّ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ ذَهَبَ اِلَى بَنِى عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ . وَحَانَتِ الصَّلاَةُ . فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ اِلَى اَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ . فَقَالَ : اَتُصَلِّى لِلنَّاسِ فَاُقِيمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَصَلَّى اَبُو بَكْرٍ. فَجَاءَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ، وَالنَّاسُ فِى الصَّلاَةِ . فَتَخَلَّصَ حَتّٰى وَقَفَ فِى الصَّفِّ . فَصَفَّقَ النَّاسُ . وَكَانَ اَبُو بَكْرٍ لاَ يَلْتَفِتُ فِى صَلاَتِهِ . فَلَمَّا اَكْثَرَ النَّاسُ مِنَ التَّصْفِيقِ ، الْتَفَتَ اَبُو بَكْرٍ ، فَرَاَى رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَاَشَارَ اِلَيْهِ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ امْكُثْ مَكَانَكَ . فَرَفَعَ اَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ ، فَحَمِدَ اللّٰهَ عَلَى مَااَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ ذٰلِكَ ، ثُمَّ اسْتَاْخَرَ حَتّٰى اسْتَوَى فِى الصَّفِّ . وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ، فَصَلَّى . ثُمَّ انْصَرَفَ . فَقَالَ : " يَا اَبَا بَكْرٍ ، مَامَنَعَكَ اَنْ تَثْبُتَ اِذْ اَمَرْتُكَ " فَقَالَ اَبُو بَكْرٍ : مَا كَانَ لاِبْنِ اَبِى قُحَافَةَ ، اَنْ يُصَلِّى بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ . فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : " مَالِى رَاَيْتُكُمْ اَكْثَرْتُمْ مِنَ التَّصْفِيحِ ؟ مَنْ نَابَهُ شَىْءٌ فِى صَلاَتِهِ فَلْيُسَبِّحْ . فَاِنَّهُ اِذَا سَبَّحَ، الْتُفِتَ اِلَيْهِ . وَاِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ " .

রেওয়ায়ত ৬১

সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ সাঈদী (রা) হইতে বর্ণিত – রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বনী 'আমর ইব্‌ন 'আউফ কাবীলার দিকে তাঁহাদের একটি বিষয় মীমাংসা করার উদ্দেশ্যে গমন করেন, তখন নামাযের সময় উপস্থিত হয়। মুয়ায্‌যিন আবূ বকর (রা)-এর খিদমতে আসিয়া বলিলেন ঃ আপনি নামাযে লোকের ইমামতি করিতে সম্মত আছেন কি ? তাহা হইলে আমি ইকামত বলিতাম। আবূ বকর (রা) نعم (আচ্ছা) বলিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। অতঃপর আবূ বকর (রা) নামায পড়াইলেন। লোকজন যখন নামাযে, তখন হঠাৎ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তশরীফ আনিলেন। তিনি কাতারে ফাঁক করিয়া একেবারে প্রথম কাতারে গিয়া দাঁড়াইলেন। ইহাতে লোকেরা তালি দিতে আরম্ভ করিলেন। আবূ বকর (রা) (তাঁহার অভ্যাস ছিল) নামাযে অন্যদিকে মনোযোগ দিতেন না। কিন্তু যখন লোকদের তালি দেওয়া বাড়িয়া গেল, তখন তিনি পিছনের দিকে ফিরিয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখিতে পাইলেন। তারপর আবূ বকর (রা) পিছনে হটিতে চাহিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইঙ্গিতে তাঁহাকে নির্দেশ দিলেন ঃ আপন জায়গায় স্থির থাক। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাকে ইমামতিতে বহাল থাকার নির্দেশ দিলেন বলিয়া আবূ বকর (রা) স্বীয় হস্তদ্বয় উঠাইয়া আল্লাহ্‌র হাম্‌দ বা শুকরিয়া আদায় করিলেন। অতঃপর পিছনে সরিয়া সফের বরাবরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আগে বাড়িয়া নামায পড়াইলেন। নামায সমাপ্ত করার পর তিনি বলিলেন ঃ হে আবূ বকর! তোমাকে যখন আমি নির্দেশ দিলাম, তখন (ইমামতিতে) স্থির থাকিতে তোমাকে কোন্ জিনিস বাধা প্রদান করিল ? (উত্তরে) আবূ বকর (রা) বলিলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে (উপস্থিতিতে) আবূ কোহাফার সন্তানের জন্য নামাযের ইমামতি করা সাজে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ আমি তোমাদিগকে অনেক হাততালি দিতে দেখিয়া অবাক হইয়াছি। কাহারও নামাযে কোন বিষয়ে প্রয়োজন দেখা দিলে সে যেন তস্‌বীহ্ (সুবহানাল্লাহ্) বা (আল্লাহু আকবর) উচ্চারণ করে। কেননা সে তস্‌বীহ্ উচ্চারণ করিলেই তাহার দিকে মনোযোগ দেওয়া হইবে। হাততালি দেওয়া অবশ্য নারীর জন্য।

٦٢ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يَلْتَفِتُ فِى صَلاَتِهِ .

রেওয়ায়ত ৬২

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত – আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) নামাযে অন্য দিকে ফিরিয়া দেখিতেন না।

٦٣ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ اَبِى جَعْفَرٍ الْقَارِئِ اَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ اُصَلِّى ، وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَرَائِى ، وَلاَ اَشْعُرُ . فَالْتَفَتُّ فَغَمَزَنِى .

রেওয়ায়ত ৬৩

আবূ জাফর কারী' (র) বলেন ঃ (এমনও হইত) আমি নামায পড়িতেছি, আর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) আমার পশ্চাতে (আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন), অথচ আমি খবর রাখি না। পরে আমি ফিরিয়া দেখিলে তিনি আমাকে ইশারা করিলেন (আমাকে ইঙ্গিতে ফিরিয়া না দেখিতে বলিলেন)।

٢١– باب : مايفعل من جاء والامام راكع

পরিচ্ছেদ ২১ ঃ ইমামকে রুকূতে পাইলে কি করিবে

٦٤– حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ اَبِى اُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ

حُنَيْفٍ ؛ اَنَّهُ قَالَ : دَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ الْمَسْجِدَ ، فَوَجَدَ النَّاسَ رُكُوعًا . فَرَكَعَ . ثُمَّ دَبَّ حَتَّى وَصَلَ الصَّفَّ .

রেওয়ায়ত ৬৪

আবূ উমামা ইব্‌ন সাহ্‌ল ইব্‌ন হুনায়ফ (রা) বলেন ঃ যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) (একবার) মসজিদে প্রবেশ করিলেন এবং লোকজনকে রুকূতে পাইলেন। তিনিও রুকূ করিলেন; অতঃপর (সেই অবস্থায়ই) আস্তে আস্তে চলিতে চলিতে 'সফ' বা কাতার পর্যন্ত পৌছিলেন।

٦٥ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَدِبُّ رَاكِعًا .

রেওয়ায়ত ৬৫

মালিক (র) বলেন ঃ তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) রুকূতে আস্তে আস্তে হাঁটিতেন।

٢٢- باب : ماجاء فى الصلاة على النبى صلى اللّٰه عليه وسلم

পরিচ্ছেদ ২২ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর দরূদ পাঠ করা

٦٦ - حَدَّثَنِي يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ اَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ ؛ اَنَّهُ قَالَ : اَخْبَرَنِى اَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ اَنَّهُمْ قَالُوا : يَارَسُولَ اللّٰهِ، كَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ ؟ فَقَالَ : " قُولُوا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَاَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اٰلِ اِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اٰلِ اِبْرَاهِيمَ . اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ .

রেওয়ায়ত ৬৬

আমর ইব্‌ন সুলায়ম যুরাকী (র) বলেন ঃ আবূ হুমায়দ সাঈদী (রা) তাঁহাকে বলিয়াছেন, তাঁহারা [রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট] বলিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা আপনার উপর দরূদ কিরূপে পাঠ করিব ? তিনি বলিলেন ঃ তোমরা এইরূপ বলিবে–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَاَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ اِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ اِبْرَاهِيمَ . اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ .

٦٧ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نُعَيمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُجْمِرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ ؛ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ عَنْ اَبِى مَسْعُودٍ الْاَنْصَارِيِّ ؛ اَنَّهُ قَالَ : اَتَانَا رَسُولُ اللّٰهِ

ﷺ فِى مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ . فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ : اَمَرَنَا اللّٰهُ اَنْ نُصَلِّىَ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللّٰهِ ، فَكَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ ؟ قَالَ ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ، حَتّٰى تَمَنَّيْنَا اَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ . ثُمَّ قَالَ : " قُولُوا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيمَ وبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ، عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ اِبْرَاهِيمَ ، فِى الْعَالَمِينَ ، اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيْدٌ. وَالسَّلَامُ ، كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ " .

রেওয়ায়ত ৬৭

আবূ মাসউদ আনসারী (রা) বর্ণনা করেন যে, সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা)-এর মজলিসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিকট শুভাগমন করিলেন। বশীর ইব্‌ন সা'দ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট বলিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! আল্লাহ্ আমাদের প্রতি নির্দেশ দিয়াছেন আপনার উপর দরূদ পাঠ করার জন্য। আমরা আপনার প্রতি কিভাবে দরূদ পাঠ করিব ? আবূ মাস্‌উদ আনসারী বলেন, এই প্রশ্ন শোনার পর, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নীরব রহিলেন। এমন কি (তাঁহার নীরবতা দেখিয়া) আকাঙ্ক্ষা করিলাম, যদি প্রশ্নকারী প্রশ্ন না-ই করিত (তাহা হইলে ভাল হইত)! অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ এইরূপ বল–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيمَ وبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ، عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ ، فِى الْعَالَمِيْنَ ، اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيدٌ .

(ইহা হইতেছে 'সালাত' বা দরূদ)-আর সালাম যেইরূপ তোমরা অবগত হইয়াছ।

٦٨ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ ؛ قَالَ : رَاَيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقِفُ عَلَى قَبْرِ النَّبِىِّ ﷺ ، فَيُصَلِّى عَلَى النَّبِى ﷺ ، وَعَلَى اَبِى بَكْرٍ، وَعُمَرَ.

রেওয়ায়ত ৬৮

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন দীনার (র) বলেন ঃ আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-কে দেখিয়াছি, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের রওজা শরীফে দাঁড়াইতেন, তারপর তাহার উপর দরূদ পাঠ করিতেন এবং আবূ বকর ও উমর (রা)-এর জন্য দো'আ করিতেন।

٢٣– باب : العمل فى جامع الصلاة

পরিচ্ছেদ ২৩ ঃ নামাযের বিভিন্ন আমল

٦٩– حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ

كَانَ يُصَلِّى قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ . وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِى بَيْتِهِ . وَبَعْدَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ . وَكَانَ لاَيُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ ، فَيَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ .

রেওয়ায়ত ৬৯

ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত – রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজ গৃহে নামায পড়িতেন, যোহরের পূর্বে দুই রাক'আত ও পরে দুই রাক'আত এবং মাগরিবের পর দুই রাক'আত। আর ইশার পর পড়িতেন দুই রাক'আত। আর জুম'আর পর তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত নামায পড়িতেন না। (গৃহে ফিরিলে) অতঃপর দুই রাক'আত পড়িতেন।

٧٠ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : " أَتَرَوْنَ قِبْلَتِى هَاهُنَا ؟ فَوَاللّٰهِ ، مَا يَخْفِى عَلَىَّ خُشُوعُكُمْ وَلاَ رُكُوعُكُمْ . إِنِّى لأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِى " .

রেওয়ায়ত ৭০

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত – রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফরমাইয়াছেন ঃ তোমরা কি ধারণা কর যে, আমার কিব্‌লা শুধু এই স্থানেই (আমি শুধু সামনের দিকেই দেখি, যেদিকে আমার কিব্‌লা) ? আল্লাহ্‌র কসম, তোমাদের একাগ্রতা ও মনোযোগ এবং তোমাদের রুকূ (কোনটাই) আমার নিকট গোপন নহে। অবশ্যই আমি আমার পশ্চাৎ দিক হইতেও তোমাদিগকে দেখি।

٧١ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَأْتِى قُبَاءً رَاكِبًا وَمَاشِيًا .

রেওয়ায়ত ৭১

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পদব্রজে এবং সওয়ার হইয়া কুবা'তে তশ্‌রীফ আনিতেন।

٧٢ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُرَّةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : " مَاتَرَوْنَ فِى الشَّارِبِ وَالسَّارِقِ وَالزَّانِى ؟ " وَذٰلِكَ قَبْلَ أَنْ يُنْزَلَ فِيهِمْ . قَالُوا : اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : " هُنَّ فَوَاحِشُ . وَفِيهِنَّ عُقُوبَةٌ . وَأَسْوَأُ السَّرِقَةِ الَّذِى يَسْرِقُ صَلاَتَهُ " قَالُوا: وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلاَتَهُ ؟ يَارَسُولَ اللّٰهِ . قَالَ : " لاَيُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلاَ سُجُودَهَا " .

রেওয়ায়ত ৭২

নু'মান ইব্ন মুররা (রা) হইতে বর্ণিত – রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ শারাবী, চোর এবং ব্যভিচারী সম্পর্কে তোমাদের কি মত ? আর এই প্রশ্ন করা হয় ইহাদের সম্পর্কে কোন হুকুম অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে। তাঁহারা উত্তর দিলেন, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল অধিক জ্ঞাত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফরমাইলেন ঃ ইহা ঘৃণ্য ও জঘন্য পাপ কাজ, এই সবের সাজা রহিয়াছে। আর যে ব্যক্তি নিজের নামায চুরি করে, সেই চুরি হইতেছে সর্বাপেক্ষা বড় চুরি। তাঁহারা (সাহাবীগণ) বলিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপন নামায চুরি করে কিরূপে ? তিনি বলিলেন ঃ সে নামাযের রুকূ এবং সিজ্দা পূর্ণরূপে আদায় করে না।

٧٣ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيْهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : " اِجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِى بُيُوتِكُمْ " .

রেওয়ায়ত ৭৩

উরওয়াহ্ ইবনুশ যুবায়র (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ তোমাদের কিছু নামায ঘরে আদায় করিও।

٧٤ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : اِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الْمَرِيْضُ السُّجُودَ أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ اِيمَاءً ، وَلَمْ يَرْفَعْ اِلَى جَبْهَتِهِ شَيْئًا .

রেওয়ায়ত ৭৪

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত – আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলিতেন ঃ রুগ্ন ব্যক্তি সিজদা করিতে না পারিলে মাথা দ্বারা শুধু ইশারাই করিবে, আর কপালের দিকে কোন বস্তু উত্তোলন করিবে না।

٧٥ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ اِذَا جَاءَ الْمَسْجِدَ ، وَقَدْ صَلَّى النَّاسُ ، بَدَأَ بِصَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ ، وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا شَيْئًا .

রেওয়ায়ত ৭৫

রবী'আ ইব্ন আবূ আবদুর রহমান (র) বলেন– লোকজন নামায সমাপ্ত করিয়াছেন, এই অবস্থায় আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) মসজিদে পৌঁছিলে তিনি ফরয নামায আরম্ভ করিতেন এবং উহার পূর্বে অন্য কোন নামায পড়িতেন না।

٧٦ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يُصَلِّى . فَسَلَّمَ عَلَيْهِ . فَرَدَّ الرَّجُلُ كَلَامًا . فَرَجَعَ اِلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ : اِذَا سُلِّمَ عَلَى أَحَدِكُمْ وَهُوَ يُصَلِّى فَلَا يَتَكَلَّمْ ، وَلْيُشِرْ بِيَدِهِ .

রেওয়ায়ত ৭৬

নাফি' (র) বলেন– আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) একবার এক ব্যক্তির নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। সেই ব্যক্তি নামায পড়িতেছিল। তিনি সেই ব্যক্তিকে সালাম করিলেন। সেই ব্যক্তি وَعَلَيْكُمُ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ বাক্য দ্বারা সালামের উত্তর দিলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) তাঁহার নিকট প্রত্যাগমন করিয়া বলিলেন ঃ নামাযরত অবস্থায় যদি তোমাদের কাহাকেও সালাম করা হয়, তবে সে সালাম করিবে না বরং হাতের ইশারায় উত্তর দিবে।

٧٧ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : مَنْ نَسِيَ صَلاَةً ، فَلَمْ يَذْكُرْهَا اِلاَّ وَهُوَ مَعَ الْاِمَامِ ، فَاِذَا سَلَّمَ الاِمَامُ ، فَلْيُصَلِّ الصَّلاَةَ الَّتِي نَسِيَ . ثُمَّ لِيُصَلِّ بَعْدَهَا الاُخْرَى .

রেওয়ায়ত ৭৭

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত – আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলিতেন, যে ব্যক্তি কোন নামায ভুলিয়া যায়, তারপর সেই নামাযের কথা আর স্মরণ হয় নাই, কিন্তু স্মরণ হইয়াছে এমন সময় যখন ইমামের সাথে, তবে ইমাম সালাম ফিরাইলে পর সে (প্রথমে) যে নামায ভুলিয়াছে উহা পড়িয়া লইবে, তারপর অন্য নামায (যাহা ইমামের সহিত পড়িয়াছিল) পড়িবে।

٧٨ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ ؛ اَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ اُصَلِّي ، وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ اِلَى جِدَارِ الْقِبْلَةِ. فَلَمَّا قَضَيْتُ صَلاَتِي انْصَرَفْتُ اِلَيْهِ مِنْ قِبَلِ شِقِّي الْاَيْسَرِ . فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ : مَامَنَعَكَ اَنْ تَنْصَرِفَ عَنْ يَمِيْنِكَ ؟ قَالَ فَقُلْتُ : رَاَيْتُكَ، فَانْصَرَفْتُ اِلَيْكَ . قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ : فَاِنَّكَ قَدْ اَصَبْتَ . اِنَّ قَائِلاً يَقُولُ : اَنْصَرِفْ عَنْ يَمِيْنِكَ . فَاِذَا كُنْتَ تُصَلِّي ، فَانْصَرِفْ حَيْثُ شِئْتَ اِنْ شِئْتَ عَنْ يَمِيْنِكَ ، وَاِنْ شِئْتَ عَنْ يَسَارِكَ .

রেওয়ায়ত ৭৮

ওয়াসি' ইব্ন হারবান (র) বলেন ঃ আমি নামায পড়িতেছিলাম, তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) কিব্লার প্রাচীরের সহিত পিঠ লাগাইয়া বসা ছিলেন। আমি নামায সমাপ্ত করার পর তাঁহার নিকট গেলাম, আমার বাম দিকে ফিরিয়া। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলিলেন ঃ তোমাকে ডানদিক হইয়া ফিরিতে কিসে বাধা দিল? ওয়াসি' (র) উত্তরে বলিলেন ঃ আমি আপনাকে আমার বাম দিকে বসা দেখিয়া আপনার দিকে ফিরিলাম। আবদুল্লাহ (রা) বলিলেন ঃ তুমি ঠিক করিয়াছ। হয়ত এক ব্যক্তি বলিবে ঃ তুমি ডান দিক হইয়া ফির। অতঃপর তুমি যখন নামায পড়, যেদিক দিয়া তোমার ইচ্ছা হয় সেইদিক দিয়া ফিরিও, ডানদিক দিয়া হউক বা বামদিক দিয়া।

٧٩ - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ ، لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا ؛ اَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ : اَاُصَلِّى فِى عَطَنِ الْاِبِلِ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ : لاَ وَلٰكِنْ صَلِّ فِى مُرَاحِ الْغَنَمِ .

রেওয়ায়ত ৭৯

জনৈক মুহাজির আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা)-এর নিকট প্রশ্ন করিলেন ঃ আমি উটের বিশ্রামাগারে (যাহা সাধারণত পানির নিকট হয়) নামায পড়িতে পারি কি ? তিনি বলিলেন ঃ না, তবে ছাগলের বসার স্থানে নামায পড়িতে পার।

٨٠ - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ اَنَّهُ قَالَ : مَا صَلاَةٌ يُجْلَسُ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا ؟

ثُمَّ قَالَ سَعِيْدٌ: هِىَ الْمَغْرِبُ ، اِذَا فَاتَتْكَ مِنْهَا رَكْعَةٌ. وَكَذٰلِكَ سُنَّةُ الصَّلاَةِ ، كُلُّهَا .

রেওয়ায়ত ৮০

ইব্‌ন শিহাব (র) বলেন– সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র) বলিয়াছেন ঃ কোন্ নামায এরূপ যাহার প্রতি রাক'আতে বসিতে হয় ? অতঃপর (উত্তরে) সাঈদ বলিলেন ঃ উহা মাগরিবের নামায, যখন তোমার উহা হইতে এক রাক'আত ছুটিয়া যায় অর্থাৎ ইমামের সঙ্গে এক রাক'আত না পাইলে তাহাকে সেই রাক'আত আদায় করিতে হইবে, তখন প্রতি রাক'আতেই বসিতে হয়।

মালিক (র) বলেন ঃ সব নামাযেই এইরূপ নিয়ম।

٢٤- باب : جَامع الصلاة

পরিচ্ছেদ ২৪ ঃ নামায সম্পর্কিত বিবিধ আহ্‌কাম

٨١ - حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِوبْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِىِّ ، عَنْ اَبِى قَتَادَةَ الْاَنْصَارِىِّ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى وَهُوَ حَامِلٌ اُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ ، وَلاَبِى الْعَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ . فَاِذَا سَجَدَ ، وَضَعَهَا . وَاِذَا قَامَ ، حَمَلَهَا .

রেওয়ায়ত ৮১

আবূ কাতাদা আনসারী (রা) হইতে বর্ণিত – রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহার কন্যা যয়নব (রা)-এর মেয়ে উমামাকে উঠাইয়া নামায পড়িতেন। উমামার পিতা হইতেছেন আবুল আস্ ইব্‌ন রবিআ ইব্‌ন আবদ শাম্‌স। হযরত ﷺ সিজদা করার সময় তাঁহাকে রাখিয়া দিতেন, আবার উঠার সময় তাঁহাকে উঠাইয়া নিতেন।

٨٢ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : " يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ . مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ . وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلاَةِ الْعَصْرِ ، وَصَلاَةِ الْفَجْرِ . ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ ، فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ : كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي ؟ فَيَقُولُونَ : تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ " .

রেওয়ায়ত ৮২

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত – রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ তোমাদের মধ্যে ফেরেশ্তাগণ পালাবদল করিয়া আসা-যাওয়া করেন। একদল ফেরেশ্তা রাত্রে এবং আর একদল দিনে, আর আসর ও ফজরের নামাযে তাঁহারা একত্র হন। অতঃপর যাঁহারা রাত্রে তোমাদের মধ্যে ছিলেন, তাঁহারা ঊর্ধ্বলোকে চলিয়া যান। আল্লাহ্ তা'আলা আপন বান্দাদের অবস্থা অধিক জ্ঞাত, তবুও তিনি ফেরেশ্তাগণকে প্রশ্ন করেন ঃ তোমরা আমার বান্দাগণকে কি অবস্থায় রাখিয়া আসিয়াছ ? উত্তরে ফেরেশ্তাগণ বলেন ঃ আমরা তাঁহাদিগকে নামাযরত অবস্থায় রাখিয়া আসিয়াছি এবং আমরা যখন তাঁহাদের নিকট গমন করিয়াছিলাম তখনও তাঁহারা নামাযে রত ছিলেন।

٨٣ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : " مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ " فَقَالَتْ عَائِشَةُ : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ ، يَارَسُولَ اللّٰهِ ، إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ ، مِنَ الْبُكَاءِ . فَمُرْ عُمَرَ . فَلْيُصَلِّي لِلنَّاسِ . قَالَ " مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ " قَالَتْ عَائِشَةُ ، فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ : قُولِي لَهُ ، إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ ، مِنَ الْبُكَاءِ . فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ . فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ . فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : " إِنَّكُنَّ لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ . مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ " فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ : مَا كُنْتُ لِأُصِيبَ مِنْكِ خَيْرًا .

রেওয়ায়ত ৮৩

নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত – রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ আবূ বকরকে বলিয়া দাও, তিনি যেন লোকের ইমামতি করেন। তখন আয়েশা (রা) বলিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আবূ বকর আপনার স্থানে দাঁড়াইলে কান্নার জন্য লোকে তাঁহার আওয়াযই শুনিতে পাইবে না। কাজেই আপনি লোকের ইমামতি করার জন্য উমর (রা)-কে নির্দেশ প্রদান করুন। তিনি বলিলেন ঃ আবূ বকরকে বলিয়া দাও তিনি যেন লোকের ইমামতি করেন। আয়েশা (রা) বলেন ঃ তখন আমি হাফ্সাকে বলিলাম ঃ তুমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বল, আবূ বকর (রা) যখন আপনার স্থানে দাঁড়াইবেন, কান্নার জন্য লোকে তাঁহার আওয়ায শুনিতে পাইবে না,

কাজেই লোকের ইমামতি করার জন্য উমর (রা)-কে বলুন। হাফ্সা (রা) উহা করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহার উত্তরে বলিলেন ঃ তোমরা অবশ্যই ইউসুফ (আ)-এর সঙ্গিনী নারীদের মত। আবূ বকরকেই বলিয়া দাও, তিনি যেন লোকের ইমামতি করেন। (এই উত্তর শুনিয়া) হাফ্সা (রা) আয়েশা (রা)-কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন ঃ আমি তোমার নিকট হইতে কোন মঙ্গল লাভ করি নাই।

٨٤ - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَدِيٍّ ابْنِ الْخِيَارِ ؛ اَنَّهُ قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ ، اِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَسَارَّهُ فَلَمْ يُدْرَ مَاسَارَّهُ بِهِ ، حَتَّى جَهَرَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ . فَاِذَا هُوَ يَسْتَاْذِنُهُ فِى قَتْلِ رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ . فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ، حِيْنَ جَهَرَ : " اَلَيْسَ يَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ، وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ ؟ " فَقَالَ الرَّجُلُ : بَلٰى . وَلاَ شَهَادَةَ لَهُ . فَقَالَ : " اَلَيْسَ يُصَلِّى ؟ " قَالَ : بَلٰى . وَلاَ صَلاَةَ لَهُ . فَقَالَ " اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ نَهَانِى اللّٰهُ عَنْهُمْ " .

রেওয়ায়ত ৮৪

উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আদী ইব্ন খিয়ার (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকের (সাহাবীগণের) মধ্যে বিরাজমান ছিলেন। এমন সময় একজন লোক তাঁহার খিদমতে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার সহিত চুপে চুপে কথা বলিলেন। সেই ব্যক্তি চুপে চুপে কি যে বলিলেন তাহা আমরা জানিতে পারিলাম না। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটু উচ্চৈঃস্বরে আলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন আমরা জানিতে পারিলাম যে উক্ত ব্যক্তি মুনাফিকদের মধ্য হইতে জনৈক মুনাফিককে কতল করার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটু জোরে কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন এবং আগন্তুককে প্রশ্ন করিলেন ঃ সেই মুনাফিক ব্যক্তিটি কি এই কথার সাক্ষ্য দেয় নাই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর [প্রেরিত] রাসূল ? সেই ব্যক্তি বলিলেন ঃ হ্যাঁ, কিন্তু তাহার শাহাদত বিশ্বাসযোগ্য নহে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফরমাইলেন ঃ সে কি নামায পড়ে না ? আগন্তুক বলিলেন ঃ হ্যাঁ, তবে তাহার নামায নির্ভরযোগ্য নহে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ ইহারাই সেই লোক, যাহাদের (হত্যা করা) হইতে আল্লাহ্ আমাকে বিরত রাখিয়াছেন।

٨٥ - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : " اَللّٰهُمَّ ! لاَتَجْعَلْ قَبْرِى وَثَنًا يُعْبَدُ . اشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدًا " .

রেওয়ায়ত ৮৫

'আতা ইব্ন ইয়াসার (র) হইতে বর্ণিত – রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ হে আল্লাহ্! আমার কবরকে পূজ্য মূর্তি বানাইও না। সেই সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহ্র ক্ষোভ প্রবল হইয়াছে, যে সম্প্রদায় তাহাদের নবীগণের কবরকে মসজিদ বা সিজদার জায়গা বানাইয়া লইয়াছে।

٨٦ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ ؛ أَنَّ عُتْبَانَ ابْنَ مَالِكٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى . وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ : إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ وَالْمَطَرُ وَالسَّيْلُ . وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيْرُ الْبَصَرِ . فَصَلِّ يَارَسُولَ اللّٰهِ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى . فَجَاءَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : " أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ ؟ " فَأَشَارَ لَهُ إِلَى مَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ . فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ .

রেওয়ায়ত ৮৬

মাহ্‌মুদ ইব্‌ন লবীদ আনসারী (রা) বলেন ঃ উতবান ইব্‌ন মালিক (রা) আপন সম্প্রদায়ের লোকদের ইমামতি করিতেন, তিনি ছিলেন অন্ধ। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আরজ করিলেন ঃ আমাকে অনেক সময় অন্ধকার, বৃষ্টি ও স্রোতের সম্মুখীন হইতে হয়, আর আমি হইলাম দুর্বল দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন লোক, তাই হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি আমার গৃহের কোন স্থানে নামায পড়ুন, আমি উহাকে নামাযের স্থান নির্ধারণ করিব। তাঁহার আবেদন রক্ষার্থে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহার গৃহে পদার্পণ করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ কোন্ স্থানে নামায পড়া তুমি পছন্দ কর? তিনি ইশারায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে একটি নির্দিষ্ট স্থান তাঁহার গৃহ হইতে দেখাইলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেই স্থানে নামায পড়িলেন।

٨٧ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَمِّهِ ؛ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى .

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ ابْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ، كَانَا يَفْعَلَانِ ذٰلِكَ .

রেওয়ায়ত ৮৭

আব্বাদ ইব্‌ন তামীম (র) তাঁহার চাচা হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মসজিদে চিৎ হইয়া শায়িত দেখিয়াছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক পা অপর পায়ের উপর রাখিয়াছিলেন।

সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র) বলেন ঃ উমর ইব্‌ন খাত্তাব ও উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) উভয়ে অনুরূপ করিতেন।

٨٨ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ لِإِنْسَانٍ : إِنَّكَ فِي زَمَانٍ كَثِيرٌ فُقَهَاؤُهُ ، قَلِيلٌ قُرَّاؤُهُ ، تُحْفَظُ فِيهِ حُدُودُ الْقُرْآنِ ، وَتُضَيَّعُ حُرُوفُهُ . قَلِيلٌ مَنْ يَسْأَلُ . كَثِيرٌ مَنْ يُعْطِي . يُطِيلُونَ فِيهِ الصَّلَاةَ ، وَيُقْصِرُونَ الْخُطْبَةَ . يُبَدُّونَ أَعْمَالَهُمْ قَبْلَ أَهْوَائِهِمْ . وَسَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ

قَلِيْلَ فُقَهَاؤُهُ ، كَثِيْرٌ قُرَّاؤُهُ ، يُحْفَظُ فِيهِ حُرُوفُ الْقُرْاٰنِ وَتُضَيَّعُ حُدُودُهُ . كَثِيْرٌ مَنْ يَسْأَلُ ، قَلِيْلٌ مَنْ يُعْطِى . يُطِيلُونَ فِيهِ الْخُطْبَةَ ، وَيَقْصُرُونَ الصَّلاَةَ يُبَدُّونَ فِيهِ اَهْوَاءَهُمْ قَبْلَ اَعْمَالِهِمْ .

রেওয়ায়ত ৮৮

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) জনৈক ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন ঃ তুমি এমন এক যুগে বাস করিতেছ, যে যুগে ধর্মীয় বিষয়ে বিজ্ঞ অনেক আলিম রহিয়াছেন, কারী আছেন কম (অর্থাৎ আমল ও জ্ঞান ছাড়া কেবল কুরআন পাঠকারীদের সংখ্যা অতি অল্প)। এই যুগে কুরআনের আদেশ নিষেধ প্রভৃতি হিফাযত করা হয়, শব্দের দিকে মনোযোগ দেওয়া হয় কম, ভিক্ষুকের সংখ্যা কম, দাতার সংখ্যা বেশি, নামায পড়েন দীর্ঘ আর খুত্‌বা পাঠ করেন ছোট। সে যুগে প্রবৃত্তি বা খাহেশাতের তাঁবেদারীর পূর্বে তাঁহারা আমল আরম্ভ করিয়া দেন। অদূর ভবিষ্যতে মানুষের উপর এমন এক যুগ আসিবে, সে যুগে فقها (বিজ্ঞ) উলামা হইবেন অল্প। قراء (কারিগণ) হইবেন অনেক, কুরআনের শব্দসমূহের হিফাযত করা হইবে, অপরদিকে আহ্‌কামে কুরআনকে বরবাদ করা হইবে (আমলের প্রতি নযর দিবে কম)। سائل বা ভিক্ষুক হইবে অনেক, দাতার সংখ্যা হইবে অল্প। খুত্‌বা লম্বা প্রদান করিবে আর নামায পড়িবে মুখতাসার, আমলের নয়, খাহেশাত বা প্রবৃত্তির অনুসরণ করা হইবে।

٨٩ - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ؛ اَنَّهُ قَالَ : بَلَغَنِى اَنَّ اَوَّلَ مَايُنْظَرُ فِيهِ مِنْ عَمَلِ الْعَبْدِ الصَّلاَةَ . فَاِنْ قُبِلَتْ مِنْهُ، نُظِرَ . فِيمَا بَقِىَ مِنْ عَمَلِهِ . وَاِنْ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ ، لَمْ يُنْظَرْ فِى شَىْءٍ مِنْ عَمَلِهِ .

রেওয়ায়ত ৮৯

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (র) বলেন ঃ আমার নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, বান্দার আমল হইতে সর্বপ্রথম যে আমলের প্রতি নযর করা হইবে, উহা হইতেছে নামায, অতঃপর তাহার নামায যদি কবূল করা হয়, তবে অন্যান্য আমলের প্রতি নযর দেয়া হইবে। আর যদি নামায তাহার গ্রহণযোগ্য না হয়, তবে তাহার আমলের কোন কিছুর প্রতি নযর দেওয়া হইবে না।

٩٠- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ ؛ اَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ اَحَبُّ الْعَمَلِ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ الَّذِى يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ .

রেওয়ায়ত ৯০

নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট সেই আমল ছিল সর্বাধিক প্রিয়, যে আমল উহার সম্পাদনকারী সর্বদা সম্পাদন করিয়া থাকে।

٩١- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِى وَقَّاصٍ ، عَنْ اَبِيهِ ؛

اَنَّهُ قَالَ : كَانَ رَجُلاَنِ اَخَوَانِ . فَهَلَكَ اَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ بِاَرْبَعِينَ لَيْلَةً. فَذُكِرَتْ فَضِيلَةُ الْاَوَّلِ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ . فَقَالَ : " اَلَمْ يَكُنِ الْاٰخِرُ مُسْلِمًا ؟ " قَالُوا : بَلٰى . يَارَسُولَ اللّٰهِ ، وَكَانَ لاَ بَأْسَ بِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : " وَمَا يُدْرِيكُمْ مَابَلَغَتْ بِهِ صَلاَتُهُ ؟ اِنَّمَا مَثَلُ الصَّلاَةِ كَمَثَلِ نَهْرٍ غَمْرٍ عَذْبٍ ، بِبَابِ اَحَدِكُمْ . يَقْتَحِمُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ. فَمَا تَرَوْنَ ذٰلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ ؟ فَاِنَّكُمْ لاَتَدْرُونَ مَابَلَغَتْ بِهِ صَلاَتُهُ " .

রেওয়ায়ত ৯১

সা'দ ইব্ন আবি ওয়াক্কাস (রা) বলেন ঃ দুইজন লোক পরস্পর ভাই ভাই, (ঘটনাক্রমে) তাঁহাদের মধ্যে এক ভাই মৃত্যুবরণ করেন অপর ভাইয়ের চল্লিশ রাত্রি পূর্বে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সমীপে প্রথম (মৃত্যুবরণকারী) ভাইয়ের ফযীলত আলোচিত হয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ দ্বিতীয় ভাই কি মুসলমান ছিলেন না ? (উপস্থিত) সাহাবীগণ বলিলেন ঃ হ্যাঁ (তিনিও মুসলমান ছিলেন), ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আর তিনি মন্দলোক ছিলেন না। (ইহা শ্রবণ করার পর) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ তোমরা জান না, তাঁহার নামায তাহাকে কোন্ স্তরে পৌঁছাইয়াছে। অবশ্য নামাযের দৃষ্টান্ত হইল তোমাদের একজনের দ্বারে অবস্থিত গভীর, পরিপূর্ণ সুমিষ্ট পানির নহরের মত। উক্ত নহরে দৈনিক পাঁচবার যে অবগাহন করে ইহাতে তোমার কি ধারণা, তাহার দেহে কোন ময়লা অবশিষ্ট থাকিবে ? অবশ্য তোমরা জান না যে, তাঁহার নামায তাঁহাকে মর্যাদার কোন্ স্তরে নিয়া পৌঁছাইয়াছে।

৯২- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ ، كَانَ اِذَا مَرَّ عَلَيْهِ بَعْضُ مَنْ يَبِيعُ فِي الْمَسْجِدِ ، دَعَاهُ فَسَأَلَهُ مَامَعَكَ ؟ وَمَا تُرِيدُ ؟ فَاِنْ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ يُرِيدُ اَنْ يَبِيعَهُ ، قَالَ : عَلَيْكَ بِسُوقِ الدُّنْيَا . وَاِنَّمَا هٰذَا سُوقُ الْاٰخِرَةِ .

রেওয়ায়ত ৯২

মালিক (র) বলেন ঃ তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, 'আতা ইব্ন ইয়াসার (র)-এর (অভ্যাস ছিল) মসজিদে ক্রয়-বিক্রয়কারী কোন ব্যক্তি তাঁহার নিকট দিয়া গমন করিলে সেই ব্যক্তিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন ঃ তোমার সঙ্গে কি এবং তোমার উদ্দেশ্য কি ? যদি সে তাঁহার নিকট বলিত যে, সে উহা বিক্রয় করিতে চায়, তবে তিনি বলিতেন ঃ তুমি দুনিয়ার বাজারে গমন কর, কারণ এইটি হইল আখিরাতের বাজার।

৯৩- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَنَى رَحْبَةً فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ ، تُسَمَّى الْبُطَيْحَاءَ . وَقَالَ : مَنْ كَانَ يُرِيدُ اَنْ يَلْغَطَ ، اَوْ يُنْشِدَ شِعْرًا ، اَوْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ ، فَلْيَخْرُجْ اِلَى هٰذِهِ الرَّحْبَةِ .

রেওয়ায়ত ৯৩

মালিক (র) বলেন ঃ তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) মসজিদের পার্শ্বে একটি চত্বর তৈয়ার করিয়াছিলেন, যাহাকে বলা হইত বুতায়হা (بطيحاء)। তিনি ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি অনর্থক কথা বলিতে অথবা কবিতা আবৃত্তি করিতে অথবা উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিতে চায়, সে যেন সেই চত্বরে চলিয়া যায়।

٢٥- باب : جَامع الترغيب فى الصلاة

পরিচ্ছেদ ২৫ ঃ নামাযের উৎসাহ প্রদান প্রসঙ্গ

٩٤- حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَمِّهِ اَبِى سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ اَبِيهِ ؛ اَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ ابْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ يَقُولُ : جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَهْلِ نَجْدٍ، ثَائِرُ الرَّاسِ ، يُسْمَعُ دَوِىُّ صَوْتِهِ ، وَلاَ نَفْقَهُ مَا يَقُولُ . حَتّٰى دَنَا ، فَاِذَا هُوَ يَسْاَلُ عَنِ الاِسْلاَمِ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : " خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ " قَالَ : هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُنَّ ؟ قَالَ : " لاَ . اِلاَّ اَنْ تَطَوَّعَ " قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : " وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ " قَالَ : هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُ ؟ قَالَ : " لاَ . اِلاَّ اَنْ تَطَوَّعَ " قَالَ وَذَكَرَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ الزَّكَاةَ . فَقَالَ : هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهَا ؟ قَالَ : " لاَ . اِلاَّ اَنْ تَطَوَّعَ " قَالَ ، فَاَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ . وَاللّٰهِ ! لاَاَزِيدُ عَلَى هٰذَا ، وَلاَ اَنْقُصُ مِنْهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ " اَفْلَحَ الرَّجُلُ ، اِنْ صَدَقَ " .

রেওয়ায়ত ৯৪

তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণিত– একজন নয্দবাসী লোক এলোমেলো কেশে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আসিলেন। আমরা তাঁহার স্বরের গুঞ্জন শুনিতেছিলাম। কিন্তু তিনি কি বলিতেছিলেন তাহা বুঝা যাইতেছিল না। আবশেষে তিনি নবী করীম ﷺ-এর অতি নিকটে আসিলেন। তখন তিনি ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করিতেছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে) বলিলেন ঃ দিন-রাতে পাঁচবার নামায। সে বলিল ঃ ইহা ছাড়া আমার উপর আর কোন কিছু (নামায) আছে কি ? তিনি বলিলেন ঃ না, অবশ্য তুমি যদি স্বেচ্ছায় (নফল) পড়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ এবং রমযান মাসের রোযা। সে বলিল ঃ ইহা ছাড়া আমার উপর (আর কোন রোযা) আছে কি ? তিনি বলিলেন ঃ না, অবশ্য তুমি যদি স্বেচ্ছায় রাখ। তাল্হা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যাকাতের উল্লেখ করিয়াছেন। সেই ব্যক্তি বলিল ঃ ইহা ছাড়া আমার উপর আর কোন কিছু আছে কি ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ না, তবে যদি তুমি নফলরূপে দাও। তাল্হা (রা) বলেন ঃ অতঃপর সেই ব্যক্তি এই বলিতে বলিতে ফিরিয়া গেল ঃ কসম আল্লাহ্র আমি ইহার উপর বেশিও করিব না এবং ইহা হইতে কমও করিব না। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ এই ব্যক্তি সফলকাম হইল, যদি সে সত্য বলিয়া থাকে।

٩٥ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : " يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ ، اِذَا هُوَ نَامَ، ثَلاَثَ عُقَدٍ . يَضْرِبُ مَكَانَ كُلِّ عُقْدَةٍ ، عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ ، فَارْقُدْ . فَاِنْ اسْتَيْقَظَ ، فَذَكَرَ اللّٰهِ ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَاِنْ تَوَضَّأَ ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ . فَاِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقَدُهُ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا، طَيِّبَ النَّفْسِ . وَاِلاَّ ، أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ " .

রেওয়ায়ত ৯৫

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত – রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ তোমাদের একজন যখন ঘুমায়, তখন শয়তান তাহার ঘাড়ে তিনটি গিঁট লাগায়। প্রতিটি গিঁটের স্থলে সে এই বলিয়া মন্ত্রণা দেয় عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ (তোমার জন্য দীর্ঘ রাত্রি রহিয়াছে, তাই ঘুমাইতে থাক।) যদি সে ব্যক্তি জাগ্রত হয় এবং আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে, তবে একটি গিঁট খুলিয়া যায়, অতঃপর সে যদি ওযূ করে তবে আর একটি গিঁট খুলিয়া যায়, তারপর সে যদি নামায পড়ে আর একটি গিঁট খুলিয়া যায়, ফলে সে প্রভাত করে উৎফুল্ল ও কলুষমুক্ত আত্মা লইয়া। অন্যথায় সে প্রভাত করে কলুষিত আত্মা লইয়া অলসতা সহকারে।

অধ্যায় ১০

كتاب العيدين
দুই ‘ঈদ

١- باب : العمل فى غسل العيدين والنداء فيهما والاقامة

পরিচ্ছেদ ১ ঃ উভয় ঈদে গোসল করা এবং আযান ও ইকামত প্রসঙ্গ

١- حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ سَمِعَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ يَقُولُ : لَمْ يَكُنْ فِى عِيدِ الْفِطْرِ ، وَلاَ فِى الْاَضْحٰى ، نِدَاء ، وَلاَ اِقَامَةٌ ، مُنْذُ زَمَانِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْيَوْمِ .

قَالَ مَالِكٌ : وَتِلْكَ السُّنَّةُ الَّتِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا .

রেওয়ায়ত ১

মালিক (র) বলেন ঃ তিনি অনেক আলিমকে বলিতে শুনিয়াছেন যে, ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আয্‌হাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগ হইতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত আযান ও ইকামত ছিল না।

মালিক (র) বলেন ঃ ইহা এমন একটি সুন্নত যাহাতে আমাদের মতে কাহারও দ্বিমত নাই।

٢ - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ ، قَبْلَ اَنْ يَغْدُو اِلَى الْمُصَلّٰى .

রেওয়ায়ত ২

নাফি‘ (র) হইতে বর্ণিত – আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) ঈদুল ফিত্‌রের দিন সকালে ঈদগাহে গমনের পূর্বে গোসল করিতেন।

٢- باب : الامر بالصلاة قبل الخطبة فى العيدين

পরিচ্ছেদ ২ ঃ উভয় ঈদে খুত্‌বার পূর্বে নামায পড়ার নির্দেশ

٣- حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلّٰى يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْاَضْحٰى قَبْلَ الْخُطْبَةِ .

রেওয়ায়ত ৩

ইব্‌ন শিহাব (র) বলেন– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঈদুল ফিতর ও 'ঈদুল আযহাতে খুতবার পূর্বে নামায পড়িতেন।[১]

٤ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ اَبَابَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَ يَفْعَلَانِ ذٰلِكَ .

রেওয়ায়ত ৪

মালিক (র) বলেন ঃ তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, আবূ বকর এবং উমর (রা) তাঁহারা উভয়েই এইরূপ করিতেন।

٥– وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ اَبِي عُبَيْدٍ ، مَوْلَى ابْنِ اَزْهَرَ ؛ قَالَ : سَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَصَلَّى ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَخَطَبَ النَّاسَ . فَقَالَ : اِنَّ هٰذَيْنِ يَوْمَانِ نَهٰى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صِيَامِهِمَا . يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ . وَالْاٰخَرُ يَوْمٌ تَاكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ .

قَالَ اَبُو عُبَيْدٍ : ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيْدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ . فَجَاءَ ، فَصَلَّى ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَخَطَبَ . وَقَالَ : اِنَّهُ قَداجْتَمَعَ لَكُمْ فِي يَوْمِكُمْ هٰذَا عِيْدَانِ . فَمَنْ اَحَبَّ مِنْ اَهْلِ الْعَالِيَةِ اَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ، فَلْيَنْتَظِرْهَا . وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يَرْجِعَ ، فَقَدْ اَذِنْتُ لَهُ .

قَالَ اَبُو عُبَيْدٍ : ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيْدَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ اَبِي طَالِبٍ (وَعُثْمَانُ مَحْصُورٌ) فَجَاءَ ، فَصَلَّى ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَخَطَبَ .

রেওয়ায়ত ৫

ইব্‌ন আযহারের মাওলা আবূ উবায়দ (র) বলেন ঃ আমি ঈদের নামাযে উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর সাথে শরীক হইয়াছি। তিনি ঈদের নামায পড়াইলেন, অতঃপর (মিম্বরে) প্রত্যাগমন করিলেন এবং লোকের উদ্দেশ্যে খুতবা প্রদান করিলেন। খুতবায় তিনি বলিলেন ঃ এই দুইটি (ঈদের) দিবস এমন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উভয় দিবসে রোযা রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন, তোমাদের রোযা খোলার (অর্থাৎ ঈদুল ফিতরের) দিন আর তোমাদের কুরবানীর গোশ্‌ত আহার করার দিন।

আবূ উবায়দ (র) বলেন ঃ অতঃপর আমি উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-এর সাথেও ঈদে হাযির হইয়াছি। তিনি (ঈদগাহে) আসার পর নামায পড়িলেন, তারপর (মুসল্লা হইতে) ফিরিয়া খুতবা প্রদান করিলেন, 'আজিকার এই দিনে তোমাদের জন্য দুইটি ঈদ একত্র হইয়াছে (শুক্রবার হওয়ার কারণে)। মদীনার বাহিরের লোকেরা ইচ্ছা করিলে জুম'আর নামাযের জন্য অপেক্ষা করিতে পারে অথবা ইচ্ছা করিলে নিজেদের এলাকায় ফিরিয়াও যাইতে পারে, আমি তাহাদিগকে এই অনুমতি দিলাম।

---

১. জুম'আর খুতবা যোহরের দুই রাক'আত নামাযের পরিবর্তে বলিয়া মাকসূদে গণ্য কিন্তু ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার খুতবা মাকসুদ নহে। বরং নামাযের অধীন বা تابع ; তাই নামাযের পরই খুতবা প্রদান করা হয়। উমাইয়া শাসকগণ তাহাদের রাজনৈতিক স্বার্থে খুতবা নামাযের পূর্বে প্রদান করার প্রথা চালু করেন। বিশিষ্ট সাহাবীগণ কর্তৃক উক্ত প্রথার বিরোধিতা করা হয়।

আবূ উবায়দ (র) বলেন ঃ আলী ইব্ন আবি তালিব (রা)-এর সঙ্গে উপস্থিত ছিলাম, যখন উসমান (রা) অবরুদ্ধ ছিলেন। আলী (রা) আসিলেন এবং নামায পড়িলেন, তারপর লোকদের দিকে মুখ করিলেন ও খুতবা দিলেন।

٣- باب : الامر بالاكل قبل الغدوّ فى العيد

পরিচ্ছেদ ৩ ঃ প্রভাতে ঈদের পূর্বে আহার গ্রহণের নির্দেশ

٦- حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِيهِ ؛ اَنَّهُ كَانَ يَاْكُلُ يَوْمَ عِيدِ الْفِطْرِ قَبْلَ اَنْ يَغْدُوَ .

রেওয়ায়ত ৬

উরওয়াহ্ ইব্ন যুবায়র (র) ঈদুল ফিত্‌রের দিন সকালে ঈদগাহে গমনের পূর্বে আহার গ্রহণ করিতেন।

٧- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ؛ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُؤْمَرُونَ بِالاَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلِ الْغُدُوِّ .

قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ اَرَى ذٰلِكَ عَلَى النَّاسِ ، فِى الْاَضْحٰى .

রেওয়ায়ত ৭

ইব্ন শিহাব (র) হইতে বর্ণিত – সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (র) তাঁহাকে অবগত করিয়াছেন যে, (তাঁহাদের যুগে) ঈদুল ফিত্‌রের দিন লোকজন সকালে ঈদে যাওয়ার পূর্বে কিছু আহার করার জন্য নির্দেশিত হইত।

ইয়াহ্‌ইয়া (র) বলেন– মালিক (র) বলিয়াছেন ঃ ঈদুল আযহাতে (কুরবানীর ঈদে) লোকের জন্য আমি ইহা প্রয়োজন মনে করি না।

٤- باب : ماجاء التكبير والقراءة فى صلاة العيدين

পরিচ্ছেদ ৪ ঃ উভয় ঈদের নামাযে কিরাআত ও তকবীরের বর্ণনা

٨- حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدِ الْمَازِنِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ؛ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ اَبَا وَاقِدِ اللَّيْثِيَّ ، مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْاَضْحٰى وَالْفِطْرِ ؟ فَقَالَ : كَانَ يَقْرَا بِقٓ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ، وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ .

রেওয়ায়ত ৮

উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) আবূ ওয়াকিদ লায়সী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আযহাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন্ কোন্ সূরা পাঠ করিতেন ? তিনি বলিলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাঠ করিতেন–

ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ، [1] وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ . [2]

(সূরা কাফ্ ও ক্বামার), এই দুই সূরা।

٩ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، مَوْلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ اَنَّهُ قَالَ : شَهِدْتُ الْاَضْحٰى وَالْفِطْرَ مَعَ اَبِي هُرَيْرَةَ . فَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الْاُولٰى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ. وَفِي الْاٰخِرَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ.

قَالَ مَالِكٌ : وَهُوَ الْاَمْرُ عِنْدَنَا.

قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ وَجَدَ النَّاسَ قَدِ انْصَرَفُوا مِنَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ : اَنَّهُ لَايَرَى عَلَيْهِ صَلَاةً فِي الْمُصَلّٰى ، وَلَا فِي بَيْتِهِ . وَاَنَّهُ اَنْ صَلّٰى فِي الْمُصَلّٰى ، اَوْ فِي بَيْتِهِ لَمْ اَرَ بِذٰلِكَ بَاْسًا . وَيُكَبِّرُ سَبْعًا فِي الْاُولٰى قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ، وَخَمْسًا فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ .

রেওয়ায়ত ৯

নাফি' (র) বলেন ঃ আমি আবূ হুরায়রা (রা)-এর সাথে ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আযহার নামাযে উপস্থিত হইয়াছি। তিনি কিরাআতের পূর্বে প্রথম রাক'আতে সাতটি তক্‌বীর ও দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচটি তক্‌বীর বলিয়াছেন।[3]

মালিক (র) বলেন– আমাদের নিকট ইহাই হুকুম।

ইয়াহ্‌ইয়া (র) বলেন– মালিক (র) বলিয়াছেন ঃ তাঁহার মতে যে ব্যক্তি ঈদের দিন লোকজনকে নামায পড়িয়া ফিরিবার কালে পায়, সেই ব্যক্তির জন্য ঈদগাহ্ অথবা স্বগৃহে ঈদের নামায পড়ার প্রয়োজন নাই। আর যদি সে ঈদগাহে বা নিজ ঘরে ঈদের নামায পড়ে তাহাতেও কোন আপত্তি নাই। সে প্রথম রাক'আতে কিরাআতের পূর্বে সাত তকবীর ও দ্বিতীয় রাক'আতে কিরাআতের পূর্বে পাঁচ তকবীর পাঠ করিবে।

---

১. সূরা, ৫০

২. সূরা, ৫৪

৩. বুখারী শরীফে হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঈদুল ফিত্‌রের দিন ঈদের নামাযে গমনের পূর্বে বিজোড় অর্থাৎ তিন, পাঁচ, সাত অথবা নয়টি খেজুর আহার করিতেন। ইহা সুন্নত; কুরবানীর ঈদের নামাযের পূর্বে আহার না করা সুন্নত। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) বলেন ঃ ঈদের নামাযে প্রথম রাক'আতে কিরাআত পাঠের পূর্বে তকবীরে তাহরীমাসহ মোট চারটি তকবীর বলিতে হয়। দ্বিতীয় রাক'আতে কিরাআত পাঠের পর রুকূর তকবীরসহ চারবার তকবীর বলিতে হয়। চার তকবীরের হাদীস আবূ দাঊদ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে।

٥- باب : ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما

পরিচ্ছেদ ৫ ঃ উভয় ঈদের আগে ও পরে নামায না পড়া

١٠- حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّى يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلاَةِ وَلاَ بَعْدَهَا .

وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ كَانَ يَغْدُو اِلَى الْمُصَلّٰى ، بَعْدَ اَنْ يُصَلِّىَ الصُّبْحَ ، قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ .

রেওয়ায়ত ১০

নাফি' (র) বলেন ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) ঈদুল ফিত্‌রের দিন নামায পড়িতেন না, ঈদের পূর্বেও না এবং পরেও না।

মালিক (র) বলেন ঃ তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (র) ফজরের নামায পড়ার পর সূর্য উদয়ের পূর্বে প্রত্যুষে ঈদগাহে গমন করিতেন।

٦- باب : الرخصة فى الصلاة قبل العيدين وبعدهما

পরিচ্ছেদ ৬ ঃ উভয় ঈদের পূর্বে ও পরে নামায পড়ার অনুমতি

١١- حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ ؛ اَنَّ اَبَاهُ الْقَاسِمَ كَانَ يُصَلِّى قَبْلَ اَنْ يَغْدُوَ اِلَى الْمُصَلّٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ .

রেওয়ায়ত ১১

আবদুর রহমান ইব্ন কাসিম (র) বলেন, তাঁহার পিতা কাসিম (র) ঈদগাহে গমনের পূর্বে চার রাক'আত নামায পড়িতেন।

١٢- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِيهِ ؛ اَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى يَوْمَ الْفِطْرِ ، قَبْلَ الصَّلاَةِ فِى الْمَسْجِدِ .

রেওয়ায়ত ১২

উরওয়াহ্ (র) বলেন, তাঁহার পিতা যুবায়র (রা) ঈদুল ফিতরের দিন ঈদের নামাযের পূর্বে মসজিদে নামায পড়িতেন।

٧- باب : غدوّ الامام يَوم العيد وانتظار الخطبة

পরিচ্ছেদ ৭ ঃ ইমামের প্রভাতে ঈদগাহে গমন করা ও খুত্‌বার জন্য অপেক্ষা করা

١٣- حَدَّثَنِى يَحْيٰى ، قَالَ مَالِكٌ : مَضَتِ السُّنَّةُ الَّتِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا ، فِى

وَقْتِ الْفِطْرِ وَالْاَضْحٰى ، اَنَّ الْاِمَامَ يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ قَدْرَمَا يَبْلُغُ مُصَلاَّهُ ، وَقَدْ حَلَّتِ الصَّلاَةُ .

قَالَ يَحْيٰى : وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ صَلّٰى مَعَ الْاِمَامِ ، هَلْ لَهُ اَنْ يَنْصَرِفَ قَبْلَ اَنْ يَسْمَعَ الْخُطْبَةَ ؟ فَقَالَ : لاَيَنْصَرِفُ حَتّٰى يَنْصَرِفَ الْاِمَامُ .

রেওয়ায়ত ১৩

মালিক (র) বলেন ঃ আমাদের মধ্যে এই সুন্নত প্রচলিত– যাহাতে দ্বিমত নাই যে, ঈদুল আয্হা ও ঈদুল ফিত্‌রের দিন ইমাম স্বীয় মন্‌যিল হইতে এমন সময় বাহির হইবেন, যাহাতে তিনি নামাযের সময় ঈদগাহে পৌছিতে পারেন।

ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন ঃ মালিক (র)-কে প্রশ্ন করা হইল এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে, যে ঈদুল ফিত্‌রের দিন ইমামের সাথে নামায পড়িয়াছে। সে খুত্‌বা শোনার পূর্বে প্রত্যাবর্তন করিতে পারে কি ? তিনি বলিলেন, 'না। ইমাম প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত সেই ব্যক্তি প্রত্যাবর্তন করিবে না।

অধ্যায় ১১

١١ ـ كتاب : صلاة الخوف

সালাতুল-খাওফ

١ـ باب : صلاة الخوف

পরিচ্ছেদ ১ ঃ সালাতুল-খাওফ বা ভয়কালীন নামায

١- حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ رُومَانَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ ، عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ ، يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ ، صَلاَةَ الْخَوْفِ ؛ اَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ ، وَصَفَّتْ طَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ . فَصَلَّى بِالَّتِي مَعَهُ رَكْعَةً . ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا، وَاَتَمُّوا لاَنْفُسِهِمْ . ثُمَّ انْصَرَفُوا . فَصَفُّوا رِجَاهُ الْعَدُوِّ . وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْاُخْرٰى ، فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلاَتِهِ . ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا ، وَاَتَمُّوا لاَنْفُسِهِمْ ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ .

রেওয়ায়ত ১

সালিহ্ ইব্‌ন খাওয়াত (خوات) (র) এমন এক ব্যক্তি হইতে বর্ণনা করেন, যিনি জাতুররিকা' (ذات الرقاع) যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে সালাতুল-খাওফ আদায় করিয়াছেন। একদল তাঁহার সাথে কাতারে দাঁড়াইয়াছিল, আর একদল শত্রুর মুকাবিলায় সারিবদ্ধ ছিল। যে দল তাঁহার সাথে ছিল, তিনি সেই দলকে লইয়া এক রাক'আত সালাতুল-খাওফ পড়িলেন। অতঃপর তিনি দণ্ডায়মান রহিলেন, (দলে যাঁহারা ছিলেন) তাঁহারা নিজের নামায আদায় করিয়া লইলেন।

অতঃপর তাঁহারা প্রত্যাবর্তন করিয়া শত্রুর মুকাবিলায় সারিবদ্ধ হইয়া গেলেন। তারপর দ্বিতীয় দল উপস্থিত হইল। নবী করীম ﷺ তাঁহাদের সঙ্গে অবশিষ্ট নামায পড়িলেন। অতঃপর তিনি বসা অবস্থায় রহিলেন। সঙ্গিগণ তাঁহাদের নামায পূর্ণ করিলে তিনি তাঁহাদের সাথে সালাম ফিরাইলেন।

٢ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ ؛ اَنَّ سَهْلَ بْنَ اَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَهُ ؛ اَنَّ صَلاَةَ الْخَوْفِ ، اَنْ يَقُومَ الْاِمَامُ وَمَعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ اَصْحَابِهِ . وَطَائِفَةٌ مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ . فَيَرْكَعُ الْاِمَامُ رَكْعَةً ، وَيَسْجُدُ بِالَّذِينَ مَعَهُ . ثُمَّ يَقُومُ . فَاِذَا اسْتَوَى قَائِمًا ، ثَبَتَ وَاَتَمُّوا لاَنْفُسِهِمُ الرَّكْعَةَ الْبَاقِيَةَ . ثُمَّ يُسَلِّمُونَ ، وَيَنْصَرِفُونَ . وَالْاِمَامُ قَائِمٌ . فَيَكُونُونَ وِجَاهَ الْعَدُوِّ . ثُمَّ يُقْبِلُ الْآخَرُونَ

الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا ، فَيُكَبِّرُونَ وَرَاءَ الْإِمَامِ ، فَيَرْكَعُ بِهِمُ الرَّكْعَةَ وَيَسْجُدُ . ثُمَّ يُسَلِّمُ ، فَيَقُومُونَ فَيَرْكَعُونَ لِأَنْفُسِهِمُ الرَّكْعَةَ الْبَاقِيَةَ . ثُمَّ يُسَلِّمُونَ .

রেওয়ায়ত ২

সালিহ্ ইব্ন খাওওয়াত আনসারী (র) বলেন– সাহ্ল ইব্ন আবি হাস্মা (র) তাঁহার নিকট বর্ণনা করিয়াছিলেন যে, সালাতুল-খাওফ হইল এই ঃ ইমাম নামাযে দাঁড়াইবেন। তাঁহার সঙ্গীদের একদল (তখন) তাঁহার সাথে থাকিবে। আর একদল শত্রুর মুকাবিলায় থাকিবে। অতঃপর ইমাম এক রাক'আত নামায পড়িয়া সিজদা করিবেন। তারপর দাঁড়াইয়া যাইবেন। যখন পূর্ণ দাঁড়াইয়া যাইবেন, তখন ইমাম দণ্ডায়মান থাকিবেন। তাঁহার সঙ্গীরা অবশিষ্ট এক রাক'আত পূর্ণ করিয়া সালাম ফিরাইয়া চলিয়া যাইবে ইমাম তখনও দণ্ডায়মান থাকিবেন। নামায শেষ করিয়া দলটি শত্রুর মুকাবিলায় নিয়োজিত হইবে। অতঃপর পরবর্তী দল, যে দল এখনও নামায পড়ে নাই, সেই দল আসিয়া পিছনে তকবীর বলিয়া শামিল হইবে। ইমাম তাঁহাদিগকে এক রাক'আত পড়াইবেন, অতঃপর তাঁহারা দাঁড়াইয়া নিজ নিজ পরবর্তী রাক'আত পড়িবে এবং সালাম ফিরাইবে।

٣ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ : يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ وَطَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ فَيُصَلِّي بِهِمُ الْإِمَامُ رَكْعَةً . وَتَكُونُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّلَمْ يُصَلُّوا . فَإِذَا صَلَّى الَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً ، اسْتَاخَرُوا مَكَانَ الَّذِيْنَ لَمْ يُصَلُّوا، وَلَا يُسَلِّمُونَ . وَيَتَقَدَّمُ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا . فَيُصَلُّوْنَ مَعَهُ رَكْعَةً . ثُمَّ يَنْصَرِفُ الْإِمَامُ ، وَقَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ . فَتَقُومُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ ، فَيُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً رَكْعَةً . بَعْدَ أَنْ يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ . فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ قَدْ صَلَّوْا رَكْعَتَيْنِ فَإِنْ كَانَ خَوْفًا هُوَ أَشَدُّ مِنْ ذٰلِكَ ، صَلَّوْا رِجَالًا قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ . أَوْرُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ . أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا .

قَالَ مَالِكٌ : قَالَ نَافِعٌ لَا أَرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَهُ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

রেওয়ায়ত ৩

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত – আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-কে সালাতুল খাওফ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলিলেন ঃ ইমাম অগ্রসর হইবেন (স্বীয় স্থানে), তাঁহার সাথে থাকিবে লোকের একাংশ। তিনি তাহাদের এক রাক'আত পড়াইবেন। আর একদল লোক নিয়োজিত হইবে ইমাম ও শত্রুদের মাঝখানে এবং সেই দল তখন নামায পড়িবে না। যখন ইমাম তাঁহার সহিত যে দল আছে সেই দলকে এক রাক'আত পড়াইবেন, তখন তাহারা পিছনে সরিয়া যে দল নামায পড়ে নাই, সেই দলের স্থানে চলিয়া যাইবে, তাহারা সালাম ফিরাইবে না। অতঃপর যাহারা নামায পড়ে নাই তাহারা আগাইয়া আসিবে। ইমাম তাহাদের সাথে এক রাক'আত পড়িবেন। তৎপর ইমাম দুই রাক'আত পূর্ণ পড়িয়াছেন বিধায় তিনি প্রত্যাবর্তন করিবেন। অতঃপর উভয় দলের প্রত্যেকে দাঁড়াইয়া

এক রাক'আত পড়িবে ইমামের প্রত্যাবর্তন করার পর। এইভাবে উভয় দলের প্রত্যেকের দুই দুই রাক'আত পড়া হইবে। আর যদি খাওফ বা ভীতি ইহার চাইতে প্রচণ্ড হয়, তবে যে যেইভাবে সম্ভব নামায পড়িয়া লইবে; চলমান অবস্থায় হউক বা দাঁড়াইয়া অথবা সওয়ারীর উপর হউক, কিবলামুখী হউক বা না হউক।

মালিক (র) বলেন– নাফি' (র) বলিয়াছেন ঃ আমি মনে করি, আবদুল্লাহ্ (রা) ইহা (সালাতুল-খাওফের নিয়ম) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

٤ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ اَنَّهُ قَالَ : مَاصَلَّى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، يَوْمَ الْخَنْدَقَ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ .

قَالَ مَالِكٌ : وَحَدِيثُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ ، اَحَبُّ مَاسَمِعْتُ اِلَىَّ فِي صَلاَةِ الْخَوْفِ .

রেওয়ায়ত ৪

সাঈদ ইবন মুসায়্যাব (র) বলিয়াছেন ঃ খন্দকের দিন সূর্য অস্ত গিয়াছে অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যোহর ও আসরের নামায পড়েন নাই।

মালিক (র) বলেন ঃ সালাতুল-খাওফ সম্পর্কে যাহা আমি শুনিয়াছি, তন্মধ্যে কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ (র) কর্তৃক সালিহ্ ইব্ন খাওওয়াত (র) হইতে বর্ণিত হাদীসটি আমার নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয়।

অধ্যায় ১২

١٢ ـ كتاب صلاة الكسوف
সালাতুল-কুসূফ

١- باب : العمل فى صلاة الكسوف
পরিচ্ছেদ ১ ঃ সালাতুল কুসূফ-এর (সূর্যগ্রহণের নামায) বিবরণ

١- حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ : خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ . فَصَلَّى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِالنَّاسِ ، فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ . ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ . ثُمَّ قَالَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ . ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ . ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ . ثُمَّ فَعَلَ فِى الرَّكْعَةِ الأَخِرَةِ مِثْلَ ذٰلِكَ . ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ . فَخَطَبَ النَّاسَ ، فَحَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : " إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ . لاَيَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلاَ لِحَيَاتِهِ . فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذٰلِكَ فَادْعُوا اللّٰهَ . وَكَبِّرُوا، وَتَصَدَّقُوا " ثُمَّ قَالَ : " يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ! وَاللّٰهِ ! مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرَ مِنَ اللّٰهِ أَنْ يَزْنِى عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِى أَمَتُهُ . يَاأُمَّةَ مُحَمَّدٍ! وَاللّٰهِ . لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً ، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا " .

রেওয়ায়ত ১

নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সময়ে একবার 'সূর্যগ্রহণ' হইল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের লইয়া নামায পড়িলেন, তিনি নামাযে দাঁড়াইলেন এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াইলেন। অতঃপর রুকূ করিলেন– অনেক দীর্ঘ রুকূ। তারপর দাঁড়াইলেন দীর্ঘক্ষণ; কিন্তু প্রথম দাঁড়ানো আপেক্ষা কম, তারপর রুকূ করিলেন; রুকূকে দীর্ঘ করিলেন; তবে ইহা ছিল পূর্বের রুকূ অপেক্ষা কম। তারপর পবিত্র শির উঠাইলেন এবং সিজদা করিলেন। অতঃপর দ্বিতীয় রাক'আতেও প্রথম রাক'আতের মত কার্যাদি সম্পন্ন করিলেন; তারপর নামায সমাপ্ত করিলেন। এতক্ষণে সূর্য দীপ্যমান ও উজ্জ্বল হইয়া গিয়াছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা প্রদান করিলেন। তিনি (খুতবার প্রথমে) আল্লাহ্র প্রশংসা ও হাম্দ বর্ণনা করিলেন এবং বলিলেন ঃ সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনসমূহের মধ্যে

দুইটি নিদর্শন। কোন ব্যক্তির মৃত্যু অথবা জন্মের কারণে উহাদের গ্রহণ হয় না। যখন তোমরা উহা দেখিতে পাও, তখন আল্লাহ্র নিকট দু'আ করিবে এবং আল্লাহ্র তক্বীর উচ্চারণ করিবে আর সদ্কা প্রদান করিবে। অতঃপর ফরমাইলেন ঃ হে উম্মতে মুহাম্মদী! আল্লাহ্র কসম, তিনি অপেক্ষা অধিক অভিমানী বা ঘৃণাকারী আর কেউ নাই। (আল্লাহ্ ইহাকে অতি ঘৃণা করেন যে, তাঁহার কোন বান্দা বা কোন বান্দী ব্যভিচারে লিপ্ত হউক।) হে উম্মতে মুহাম্মদী! আল্লাহ্র কসম, যদি তোমরা অবগত হইতে, যাহা আমি অবগত আছি,তাহা হইলে নিশ্চয় তোমরা কম হাসিতে ও অধিক কাঁদিতে।

٢- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ ؛ اَنَّهُ قَالَ : خَسَفَتِ الشَّمْسُ ، فَصَلَّى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ، وَالنَّاسُ مَعَهُ . فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ . قَالَ : ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَولاً . ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الاَوَّلِ . ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الاَوَّلِ . ثُمَّ سَجَدَ . ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الاَوَّلِ . ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الاَوَّلِ . ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الاَوَّلِ . ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الاَوَّلِ . ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ . فَقَالَ : " اَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ أيَتَانِ مِنْ أيَاتِ اللّٰهِ ، لاَيَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ ، فَاذَا رَأَيْتُمْ ذٰلِكَ ، فَاذْكُرُوا اللّٰهَ " قَالُوا : يَارَسُولَ اللّٰهِ ! رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِى مَقَامِكَ هٰذَا ، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ . فَقَالَ : " انِّى رَأَيْتُ الْجَنَّةَ . فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا . وَلَوْ اَخَذْتُهُ لاَكَلْتُمْ مِنْهُ مَابَقِيَتِ الدُّنْيَا . وَرَاَيْتُ النَّارَ ، فَلَمْ اَرَكَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ اَفْظَعَ . وَرَاَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا النِّسَاءَ " قَالُوا : لِمَ ؟ يَارَسُولَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : " لِكُفْرِهِنَّ " قِيلَ : اَيَكْفُرْنَ بِاللّٰهِ ؟ قَالَ : " وَيَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ ، وَيَكْفُرْنَ الاِحْسَانَ . لَوْ اَحْسَنْتَ اِلَى اِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا ، قَالَتْ : مَارَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ " .

রেওয়ায়ত ২

আবদুল্লাহ্ ইব্নে আব্বাস (রা) বলেন ঃ একবার সূর্যগ্রহণ হইল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নামায পড়িলেন এবং তিনি তাঁহার নামাযে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াইলেন। রাবী বলেন ঃ সূরা বাকারা পাঠ করার কাছাকাছি সময় (দাঁড়াইলেন)। তিনি বলেন, অতঃপর লম্বা রুকূ করিলেন। তারপর মাথা উঠাইলেন এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াইলেন কিন্তু প্রথম দাঁড়ানো অপেক্ষা কম। তারপর লম্বা রুকূ করিলেন, প্রথম রুকূ অপেক্ষা কম। অতঃপর তিনি সিজদা করিলেন। তারপর দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াইলেন। কিন্তু পূর্বের দাঁড়ানো অপেক্ষা কম। তারপর রুকূ করিলেন, দীর্ঘ রুকূ কিন্তু পূর্বের

রুকূ অপেক্ষা কম। আবার মাথা তুলিলেন এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াইলেন, কিন্তু পূর্বের দাঁড়ানো অপেক্ষা কম, তারপর দীর্ঘ রুকূ করিলেন, তবে পূর্বের রুকূ অপেক্ষা কম, তারপর সিজদা করিলেন। ইহার পর নামায সমাপ্ত করিলেন। আর ততক্ষণে সূর্য দীপ্যমান ও উজ্জ্বল হইয়া গিয়াছে। তারপর তিনি বলিলেন ঃ সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের মধ্যে দুইটি নিদর্শন, কোন লোকের মৃত্যু অথবা জন্মের কারণে ইহার গ্রহণ হয় না। যখন তোমরা উহা দেখিতে পাও, তখন সকলে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করিও। সাহাবীগণ বলিলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এই জায়গায় আপনাকে আমরা কোন কিছু গ্রহণ করিতে দেখিতে পাইলাম, আবার আপনাকে পিছনে সরিতে দেখিলাম (ইহার তাৎপর্য বুঝাইয়া দিন)। উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ আমি বেহেশত দেখিতে পাইলাম এবং তথা হইতে একটি আঙ্গুরের ছড়া গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলাম, আমি উহা গ্রহণ করিলে পৃথিবী কায়েম থাকা পর্যন্ত তোমরা উহা হইতে আহার করিতে পারিতে। আর আমি দোযখকেও দেখিতে পাইলাম, যাহার মত ভয়ঙ্কর দৃশ্য আমি কখনও দেখি নাই। আর আমি দেখিতে পাইলাম যে, উহার অধিকাংশ অধিবাসীই নারী। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ ইহার কারণ কি ? হে আল্লাহ্‌র রসূল! তিনি বলিলেন ঃ তাহাদের কুফরীর কারণে। প্রশ্ন করা হইল ঃ তাহারা কি আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কুফরী করিয়া থাকে ? তিনি বলিলেন ঃ (না, বরং) স্বামীর অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাকে এবং ইহসান অস্বীকার করিয়া বসে। তুমি যদি তাহাদের কাহারও সাথে যুগ যুগ ধরিয়া ইহ্‌সান করিতে থাক, অতঃপর সে যদি কোন একদিন তোমার নিকট হইতে তাহার অপছন্দনীয় কিছু দেখে, তবে বলিবে, 'আমি কোন মঙ্গল তোমার নিকট হইতে লাভ করি নাই।'

٣ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ؛ اَنَّ يَهُودِيَّةً جَاءَتْ تَسْأَلُهَا . فَقَالَتْ : اَعَاذَكِ اللّٰهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ . فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ . اَيُعَذَّبُ النَّاسُ فِي قُبُورِهِمْ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ، عَائِذًا بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ . ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ، ذَاتَ غَدَاةٍ ، مَرْكَبًا . فَخَسَفَتِ الشَّمْسُ . فَرَجَعَ ضُحًى . فَمَرَّ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ الْحُجَرِ . ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ . فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً . ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً . ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ . ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْاَوَّلِ . ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ . ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ . ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْاَوَّلِ . ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ . ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ . ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَقُولَ . ثُمَّ اَمَرَهُمْ اَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .

রেওয়ায়ত ৩

নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত —একজন ইহুদী রমণী তাঁহার নিকট ভিক্ষা

করিতে আসিল এবং তাঁহাকে أَعَاذَكِ اللّٰهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ (আল্লাহ্ আপনাকে কবরের আযাব হইতে রক্ষা করুন) বলিয়া দু'আ করিল। তারপর আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট প্রশ্ন করিলেন ঃ কবরে লোকদিগকে আযাব দেওয়া হইবে কি ? (উত্তরে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ আমি উহা হইতে আল্লাহ্র শরণ লইতেছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন সওয়ারীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। তারপর সূর্যগ্রহণ লাগিয়াছে; তিনি চাশ্তের সময় প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং উম্মাহাতুল মু'মিনীনের হুজরাসমূহের পিছন দিকে দাঁড়াইলেন, তারপর তিনি নামাযে দাঁড়াইয়া গেলেন, লোকজনও তাঁহার পিছনে দাঁড়াইয়া গেল। তারপর তিনি নামাযে দীর্ঘ সময় দাঁড়াইলেন, অতঃপর রুকূ করিলেন, দীর্ঘ রুকূ, তারপর মাথা তুলিলেন এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াইলেন, কিন্তু ইহা ছিল প্রথমবার দাঁড়ানো হইতে কম দীর্ঘ। তারপর রুকূ করিলেন অনেক দীর্ঘ, কিন্তু প্রথম রুকূ অপেক্ষা কম। তারপর রুকূ হইতে মাথা তুলিলেন এবং সিজদা করিলেন, তারপর দীর্ঘসময় দাঁড়াইলেন ; কিন্তু ইহা ছিল পূর্বের দাঁড়ানো অপেক্ষা কম দীর্ঘ। অতঃপর দীর্ঘ রুকূ করিলেন, কিন্তু সাবেক রুকূ অপেক্ষা কম। তারপর মাথা উঠাইলেন এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াইলেন, কিন্তু প্রথম দাঁড়ানো৷ অপেক্ষা কম। তারপর লম্বা রুকূ করিলেন, আর ইহা ছিল পূর্বের রুকূ অপেক্ষা কম। তারপর মাথা তুলিলেন এবং সিজদা করিলেন, তারপর নামায সমাপ্ত করিলেন। তারপর যাহা ইচ্ছা নসীহত করিলেন। অতঃপর সকলকে কবর আযাব হইতে আল্লাহ্র শরণ লইবার নির্দেশ দিলেন।

٢- باب : ماجاء فى صلاة الكسوف

পরিচ্ছেদ ২ ঃ সালাতুল-কুসূফ-এর বিশেষ বর্ণনা

٤ - حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءِ بِنْتِ أَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ؛ أَنَّهَا قَالَتْ : أَتَيْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ ، حِينَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ . فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّونَ . وَإِذَا هِىَ قَائِمَةٌ تُصَلِّى . فَقُلْتُ : مَا لِلنَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا نَحْوَ السَّمَاءِ. وَقَالَتْ : سُبْحَانَ اللّٰهِ . فَقُلْتُ : آيَةٌ ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ ، نَعَمْ . قَالَتْ : فَقُمْتُ حَتّٰى تَجَلاَّنِى الْغَشْىُ . وَجَعَلْتُ أَصُبُّ فَوْقَ رَأْسِى الْمَاءَ . فَحَمِدَ اللّٰهَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَأَثْنٰى عَلَيْهِ . ثُمَّ قَالَ : " مَا مِنْ شَىْءٍ كُنْتُ لَمْ أَرَهُ إِلاَّ قَدْ رَأَيْتُهُ فِى مَقَامِى هٰذَا . حَتّٰى الْجَنَّةُ وَالنَّارُ . وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَىَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِى الْقُبُورِ مِثْلَ أَوْقَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ (لاَ أَدْرِى أَيَّتَهُمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ) يُؤْتٰى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ : مَاعِلْمُكَ بِهٰذَا الرَّجُلِ ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُوقِنُ (لاَ أَدْرِى أَىَّ ذٰلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ) فَيَقُولُ : هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ . جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدٰى . فَأَجَبْنَا ، وَآمَنَّا ، وَاتَّبَعْنَا . فَيُقَالُ لَهُ : نَمْ صَالِحًا . قَدْ عَلِمْنَا أَنْ كُنْتَ

لَمُؤْمِنًا. وَامَّا الْمُنَافِقُ اَوِ الْمُرْتَابُ (لاَ اَدْرِى اَيَّتُهُمَا قَالَت اَسْمَاء) فَيَقُولُ : لاَاَدْرِى . سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا ، فَقُلْتُهُ) .

রেওয়ায়ত ৪

আসমা বিন্ত আবূ বকর (রা) বলেন ঃ আমি নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা)-এর নিকট গেলাম, তখন সূর্যগ্রহণ লাগিয়াছে এবং লোকজন দাঁড়াইয়া নামায পড়িতেছিলেন। আয়েশা (রা)-ও তখন নামাযে দাঁড়াইয়াছিলেন। তখন আমি প্রশ্ন করিলাম ঃ লোকের কি হইল ? (উত্তরে) তিনি আসমানের দিকে ইশারা করিলেন এবং سُبْحَانَ اللّٰه বলিলেন। আমি বলিলাম ঃ ইহা কি একটি নিদর্শন ? তিনি শির দ্বারা ইঙ্গিতে বলিলেন, 'হ্যাঁ'। আস্‌মা বলেন ঃ অতঃপর আমি দাঁড়াইলাম এমন অবস্থায় যে, সংজ্ঞাহীনতা আমাকে আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে এবং আমি মাথায় পানি ঢালিতে আরম্ভ করিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আল্লাহ্‌র সানা ও হাম্‌দ আদায় করিলেন। তারপর বলিলেন ঃ এমন কোন বস্তু নাই যাহা আমি এই মুহূর্তে এই স্থানে দেখি নাই। এমন কি জান্নাত ও দোযখও এখন দেখিয়াছি। ওহী মারফত আমাকে জানানো হইয়াছে– তোমরা কবরে পরীক্ষার সম্মুখীন হইবে দাজ্জালের ফেতনার সদৃশ কিংবা উহার ফেতনার কাছাকাছি। (রাবীর এই বিষয়ে সন্দেহ হইয়াছে) আস্‌মা বলেন ঃ তিনি কোন্‌টি বলিয়াছেন তাহা আমার স্মরণ নাই। তোমাদের একজনের নিকট ফেরেশ্‌তা আসিবেন এবং তাহাকে বলা হইবে– এই ব্যক্তি [অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ]-এর ব্যাপারে তোমার কি জানা আছে ? অতঃপর মু'মিন অথবা মুকিন (ইয়াকীনওয়ালা) [আস্‌মা (রা) বলেন] কোন্‌টি বলিয়াছেন– সদৃশ বলিয়াছেন, না কাছাকাছি বলিয়াছেন তাহা আমার স্মরণ নাই– (ফেরেশতার প্রশ্নের উত্তরে) বলিবেন ঃ ইনি 'মুহাম্মদ ﷺ। তিনি আমাদের কাছে হিদায়েত ও নিদর্শনসমূহ লইয়া আগমন করিয়াছেন, তখন আমরা তাঁহার হিদায়েত ও নিদর্শনসমূহকে মানিয়া নিয়াছি এবং তাঁহার প্রতি ঈমান আনিয়াছি এবং তাঁহার পায়রবী করিয়াছি। তখন তাঁহাকে বলা হইবে ঃ তুমি সৎলোক, তুমি ভালরূপে ঘুমাও। আমাদের জানা ছিল যে, তুমি ঈমানদার। আর মুনাফিক অথবা মুরতাব (সন্দেহ পোষণকারী) ব্যক্তি। আসমা (রা) বলেন ঃ কোন্‌টি বলিয়াছেন তাহা আমার স্মরণ নাই। সে বলিবে ঃ আমি কিছু জানি না, লোকজনকে যাহা বলিতে শুনিয়াছি তাহাই বলিয়াছি।

অধ্যায় ১৩

كتاب الاستسقاء
বৃষ্টি প্রার্থনা

١- باب : العمل فى الاستسقاء

পরিচ্ছেদ ১ ঃ বৃষ্টি প্রার্থনার নামায

١- حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ؛ اَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ ابْنَ تَمِيمٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ زَيْدٍ الْمَازِنِىَّ يَقُولُ : خَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْمُصَلّٰى، فَاَسْتَسْقٰى ، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ اَسْتَقْبَلَ الْقِبلَةَ .

وَسُئِلَ مَالِك ، عَنْ صَلاَةِ الْاِسْتِسْقَاءِ كَمْ هِىَ ؟ فَقَالَ : رَكْعَتَانِ. وَلٰكِنْ يَبْدَأُ الْاِمَامُ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ . فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ . ثُمَّ يَخْطُبُ قَائِمًا وَيَدْعُو . وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ . وَيُحَوِّلُ رِدَاءَهُ حِينَ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ . وَيَجْهَرُ فِى الرَّكْعَتَينِ بِالْقِرَاءَةِ . وَاِذَا حَوَّلَ رِدَاءَهُ ، جَعَلَ الَّذِى عَلَى يَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ . وَالَّذِى عَلَى شِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ . وَيُحَوِّلُ النَّاسُ اَرْدِيَتَهُمْ ، اِذَا حَوَّلَ الْاِمَامُ رِدَاءَهُ . وَيَسْتَقْبِلُونَ الْقِبْلَةَ ، وَهُمْ قُعُود .

রেওয়ায়ত ১

আববাদ ইব্ন তামীম (র) বলেন ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দুল মাযনী (রা)-কে আমি বলিতে শুনিয়াছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার মুসাল্লা-র (নামাযের স্থান– ঈদগাহ) দিকে বাহির হইলেন, তারপর বৃষ্টি প্রার্থনা করিলেন, আর কিবলামুখী হওয়ার সময় আপন চাদর ঘুরাইয়া দিলেন।

ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন– মালিক (র)-কে প্রশ্ন করা হইল, 'সালাতুল ইসতিসকা' সম্পর্কে; উহা কত রাক'আত ? তিনি (উত্তরে) বলিলেন ঃ দুই রাক'আত; কিন্তু ইমাম খুতবা পাঠের পূর্বে নামায আরম্ভ করিবেন। অতঃপর দুই রাক'আত পড়িবেন, তারপর দাঁড়াইয়া খুতবা প্রদান করিবেন এবং দু'আ করিবেন। আর কিবলার দিকে যখন মুখ করিবেন, তখন আপন চাদর ঘুরাইবেন। আর উভয় রাক'আতে কিরা'আত সরবে পড়িবেন, আর যখন চাদর ঘুরাইবেন, তখন ডান কাঁধের চাদরকে বাম কাঁধে এবং বাঁ কাঁধের চাদরকে ডান কাঁধে করিবেন। ইমাম যখন আপন চাদর ঘুরাইয়া লইবেন লোকজনও তাঁহাদের স্ব-স্ব চাদর ঘুরাইবেন, আর তাঁহারা কিবলামুখী হইয়া বসিবেন।

٢- باب : مَاجاء فى الاستسقاء

পরিচ্ছেদ ২ ঃ বৃষ্টি প্রার্থনার বিবরণ

٢- حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اسْتَسْقَى قَالَ : " اَللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهِيمَتَكَ . وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ . وَاَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ " .

রেওয়ায়ত ২

'আমর ইব্‌ন শুয়াইব (র) হইতে বর্ণিত – রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন বৃষ্টি প্রার্থনা করিতেন, তখন বলিতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهِيمَتَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَاَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ [১]

٣ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى نَمِرٍ ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ ! هَلَكَتِ الْمَوَاشِى . وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ . فَادْعُ اللّٰهَ . فَدَعَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ . فَمُطِرْنَا مِنَ الْجُمُعَةِ اِلَى الْجُمُعَةِ . قَالَ : فَجَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : يَارَسُولَ اللّٰهِ ! تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ . وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ . وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِى . فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : " اَللّٰهُمَّ ظُهُورَ الْجِبَالِ وَالْاٰكَامِ ، وَبُطُونَ الْاَوْدِيَةِ ، وَمَنَابِتَ الشَّجَرِ" . قَالَ : فَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ انْجِيَابَ الثَّوْبِ .

قَالَ مَالِكٌ ، فِى رَجُلٍ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْاِسْتِسْقَاءِ وَاَدْرَكَ الْخُطْبَةَ ، فَاَرَادَ اَنْ يُصَلِّيهَا ، فِى الْمَسْجِدِ اَوْ فِى بَيْتِهِ ، اِذَا رَجَعَ ؟ قَالَ مَالِكٌ : هُوَ مِنْ ذٰلِكَ فِى سَعَةٍ . اِنْ شَاءَ فَعَلَ ، اَوْ تَرَكَ .

রেওয়ায়ত ৩

আনাস ইব্‌নে মালিক (র) হইতে বর্ণিত – তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর খেদমতে হাযির হইয়া বলিল ঃ গৃহপালিত পশু ধ্বংস হইয়াছে এবং পথঘাট বিনষ্ট হইয়াছে, অতএব আপনি আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করুন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'আ করিলেন, ইহাতে জুম'আর দিন হইতে আমাদের উপর বৃষ্টি হইল। আনাস (রা) বলেন, অতঃপর এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খেদমতে আসিয়া বলিল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হইয়াছে, পথ-ঘাট রুদ্ধ হইয়াছে এবং গৃহপালিত পশু মারা যাইতেছে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

১. হে আল্লাহ্! আপনার বান্দা ও জীব-জন্তুর পিপাসা নিবারণ করুন এবং আপনার রহমত বিস্তার করুন; আর পানির অভাবে মৃতপ্রায় শহরকে পুনরুজ্জীবিত করুন।

দু'আ করিলেন ঃ আল্লাহ! পাহাড় ও টিলার পৃষ্ঠদেশে, উপত্যকার মধ্যভাগে এবং বৃক্ষের গোড়ায় বৃষ্টি হউক। আব্বাস (রা) বলেন, (দু'আর পর) মদীনার আকাশ হইতে মেঘ চতুর্দিকে সরিয়া গেল; যেমন পুরাতন কাপড় ছিঁড়িয়া বিভক্ত হইয়া যায়।

ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন– ইসতিসকার নামায যে ব্যক্তি পায় নাই, অথচ সে খুতবায় শরীক হইয়াছে, অতঃপর সে (ঈদগাহ হইতে) প্রত্যাবর্তন করার পর তাহার গৃহে অথবা মসজিদে নামায পড়িতে ইচ্ছা করিলে তাহার সম্পর্কে কি হুকুম ? এইমর্মে আমি প্রশ্ন করিলে পর মালিক (র) বলেন, তাহার ইখতিয়ার রহিয়াছে, ইচ্ছা করিলে পড়িতে পারে, ইচ্ছা করিলে নাও পড়িতে পারে।

٣- باب : الاستمطار بالنجوم

পরিচ্ছেদ ৩ ঃ নক্ষত্রের সাহায্যে বৃষ্টি প্রার্থনা

٤- حَدَّثَنِي يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ؛ اَنَّهُ قَالَ : صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ ، عَلَى اِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ . فَلَمَّا انْصَرَفَ ، اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : " اَتَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ " قَالُوا : اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ . قَالَ قَالَ : اَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي ، وَكَافِرٌ بِي . فَاَمَّا مَنْ قَالَ : مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللّٰهِ وَرَحْمَتِهِ . فَذٰلِكَ مُؤْمِنٌ بِي ، كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ . وَاَمَّا مَنْ قَالَ : مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا . فَذٰلِكَ كَافِرٌ بِي ، مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ " .

রেওয়ায়ত ৪

যায়দ ইব্‌ন খালিদ জুহানী (রা) হইতে বর্ণিত– হুদায়বিয়ায় রাত্রে বৃষ্টি হইয়াছিল ও উহার চিহ্ন সকালেও বিদ্যমান ছিল, সেই অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদিগকে ফজরের নামায পড়াইলেন। যখন নামায সমাপ্ত করিলেন, তখন পবিত্র মুখমণ্ডল লোকের দিকে করিলেন এবং বলিলেন ঃ তোমরা অবগত আছ কি তোমাদের প্রভু কি বলিয়াছেন ? তাঁহারা বলিলেন ঃ আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল অধিক অবগত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ (আল্লাহ্) বলিয়াছেন, আমার বান্দাদের মধ্য হইতে কিছুসংখ্যক লোক প্রভাত করিয়াছে আমার প্রতি ঈমান (বিশ্বাস) রাখিয়া, আর (কিছুসংখ্যক) প্রভাত করিয়াছে আমার সাথে কুফরী করিয়া। যে বলিয়াছে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও রহমতে আমাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষিত হইয়াছে, সে আমার প্রতি মু'মিন রহিয়াছে, আর নক্ষত্রের প্রতি অস্বীকারী হইয়াছে। আর যে বলিয়াছে, অমুক নক্ষত্রের দ্বারা বৃষ্টি বর্ষিত হইয়াছে, সে আমার প্রতি অস্বীকারকারী হইয়াছে এবং নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাসী হইয়াছে।

٥ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ : " اِذَا اَنْشَاَتْ بَحْرِيَّةً ، ثُمَّ تَشَاءَمَتْ ؛ فَتِلْكَ عَيْنٌ غُدَيْقَةٌ " .

রেওয়ায়ত ৫

মালিক (র) বলেন ঃ তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, সমুদ্রের দিক হইতে মেঘ উঠিয়া শাম [১] অভিমুখে গমন করিল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিতেন ঃ عَيْنٌ غُدَيْقَةٌ –ইহা 'বর্ষণপূর্ণ প্রস্রবণ'।

٦ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ ، اِذَا اَصْبَحَ ، وَقَدْ مُطِرَ النَّاسُ : مُطِرْنَا بِنَوْءِ الفَتْحِ ، ثُمَّ يَتلُو هٰذِهِ الْاٰيَةَ – (مَايَفْتَحِ اللّٰهِ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلاَ مُمْسِكَ لَهَا) وَمَا يُمْسِكْ فَلاَ مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ .

রেওয়ায়ত ৬

মালিক (র) বলেন ঃ তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, যখন ফজর হয়, আর লোকের প্রতি বৃষ্টি বর্ষিত হয়, তখন আবূ হুরায়রা (রা) বলিতেন ঃ আল্লাহ্র রহমতে আমাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষিত হইল। অতঃপর এই আয়াতটি তিলাওয়াত করিতেন ঃ

مَايَفْتَحِ اللّٰهِ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلاَ مُمْسِكَ لَهَا [২]

---

১. শাম মদীনা হইতে উত্তর দিকে অবস্থিত। হাদীসের অর্থ পশ্চিম দিক হইতে উত্তর দিকে যখন মেঘ চলে।

২. আল্লাহ্ মানুষের প্রতি কোন অনুগ্রহ অবারিত করিলে কেহ নিবারণ করিতে পারে না। ৫৩ ঃ ২

অধ্যায় ১৪

١٤ ـ كتاب القبلة

কিবলা প্রসঙ্গ

١- باب : النهى عن الستقبال القبلة ، والانسان على حاجة

পরিচ্ছেদ ১ ঃ শৌচকার্যে গমন করিলে তখন কিবলাকে সামনে রাখা নিষেধ

١- حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى طَلْحَةَ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ اِسْحٰقَ ، مَوْلًى لِاٰلِ الشِّفَاءِ ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ مَوْلَى اَبِى طَلْحَةَ ؛ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا اَيُّوبَ الْاَنْصَارِيَّ ، صَاحِبَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ ، وَهُوَ بِمِصْرَ ، يَقُوْلُ : وَاللّٰهِ ! مَا اَدْرِى كَيْفَ اَصْنَعُ بِهٰذِهِ الْكَرَابِيْسِ ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : " اِذَا ذَهَبَ اَحَدُكُمُ الْغَائِطَ اَوِ الْبَوْلَ ، فَلاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ، وَلاَ يَسْتَدْبِرْهَا بِفَرْجِهِ" .

রেওয়ায়ত ১

নাফি' ইব্ন ইসহাক (র) বলেন– নবী করীম ﷺ-এর সাহাবী আবূ আইয়ূব আনসারী (রা)-কে আমি মিসরে বলিতে শুনিয়াছি ঃ আল্লাহ্‌র কসম, আমি জানি না এই শৌচাগারগুলি কি করিব। অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন তোমাদের কেউ যদি শৌচকার্যের জন্য যায় তবে কিবলাকে সামনেও করিবে না এবং পিছনেও করিবে না।

٢- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ ؛ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ تُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةُ لِغَائِطٍ اَوْ بَوْلٍ .

রেওয়ায়ত ২

জনৈক আনসারী সাহাবী (রা) হইতে বর্ণিত– শৌচকার্যের সময় কিবলাকে সামনে করিয়া বসিতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদিগকে নিষেধ করিয়াছেন।

٢- باب : الرخصة فى استقبال القبلة لبول او غائط

পরিচ্ছেদ ২ ঃ শৌচকার্যের সময় কিবলাকে সামনে রাখার ব্যাপারে অনুমতি

٣- حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ

حَبَّانَ ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ اَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : اِنَّ اُنَاسًا يَقُولُوْنَ : اِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ ، فَلاَ تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلاَ بَيْتَ الْمَقْدِسَ .

قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ : لَقَدِ ارْتَقَيْتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ، عَلَى لَبِنَتَيْنِ ، مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، لِحَاجَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ : لَعَلَّكَ مِنَ الَّذِيْنَ يُصَلُّوْنَ عَلَى اَوْرَاكِهِمْ . قَالَ ، قُلْتُ : لاَاَدْرِى ، وَاللّٰهِ .

قَالَ مَالِكٌ : يَعْنِى الَّذِى يَسْجُدُ وَلاَ يَرْتَفِعُ عَلَى الْاَرْضِ . يَسْجُدُ وَهُوَ لاَصِقٌ بِالْاَرْضِ .

রেওয়ায়ত ৩

ওয়াসি' ইব্ন হাব্বান (র) বলেন– আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলিতেন ঃ কিছুসংখ্যক লোক বলিয়া থাকে ঃ তুমি যখন তোমার আবশ্যকের জন্য (প্রস্রাব ও পায়খানার জন্য) বস, তখন কিবলা ও বায়তুল মুকাদ্দাসকে সামনে করিবে না। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ (একবার) আমি আমাদের গৃহের ছাদে চড়িলাম, তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে (তাঁহার আবশ্যকের জন্য) দুইটি ইটের উপর উপবিষ্ট দেখিলাম, বায়তুল মুকাদ্দাসকে সামনে রাখিয়া। অতঃপর তিনি বলেন ঃ সম্ভবত তোমরা তোমাদের পাছার উপর নামায পড়। রাবী (ওয়াসি' ইব্ন হাব্বান) বলেন– আমি বলিলাম ঃ আল্লাহ্র কসম, আমি জানি না আপনি ইহা দ্বারা কি বুঝাইয়াছেন। তখন তিনি বলিলেন ঃ অর্থাৎ যে জমির সাথে পাছা লাগাইয়া সিজদা করে (সে পাছার উপর নামায পড়ে)।

٣- باب : النهى عن البصاق فى القبل

পরিচ্ছেদ ৩ ঃ কিবলার দিকে থুথু নিক্ষেপ করা নিষেধ

٤- حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاَى بُصَاقًا فِى جِدَارِ الْقِبْلَةِ ، فَحَكَّهُ . ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : " اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ يُصَلِّى ، فَلاَ يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ . فَاِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، قِبَلَ وَجْهِهِ ، اِذَا صَلَّى " .

রেওয়ায়ত ৪

আবদুল্লাহ্ ইব্নে উমর (রা) হইতে বর্ণিত – রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (একবার) কিবলার দিকে দেওয়ালে থুথু দেখিতে পাইয়া উহাকে ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিলেন। তারপর তিনি মুখমণ্ডল লোকের দিকে করিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন নামায পড়ে, সে যেন সামনের দিকে থুথু না ফেলে। কারণ যখন নামায পড়ে তখন অবশ্যই সামনের দিকে আল্লাহ্ তা'আলা বিরাজমান থাকেন।

٥ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ رَاَى فِى جِدَارِ الْقِبْلَةِ بُصَاقًا ، اَوْ مُخَاطًا ، اَوْ نُخَامَةً ، فَحَكَّهُ .

রেওয়ায়ত ৫

নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত – রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার কিবলার দিকে দেওয়ালে থুথু অথবা কাশ বা নাকের পানি (কোন্‌টি বলিয়াছেন এই বিষয়ে রাবীর সন্দেহ হইয়াছে) দেখিতে পাইলেন, তিনি উহা ঘষিয়া পরিষ্কার করিয়াছিলেন।

٤– باب : ماجاء فى القبلة

পরিচ্ছেদ ৪ : কিবলার বর্ণনা

٦– حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ اَنَّهُ قَالَ : بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِى صَلاَةِ الصُّبْحِ ، اِذْ جَاءَهُمْ آتٍ ، فَقَالَ : اِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْاٰنٌ . وَقَدْ اُمِرَ اَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ . فَاسْتَقْبِلُوهَا . وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ اِلَى الشَّامِ ، فَاسْتَدَارُوا اِلَى الْكَعْبَةِ .

রেওয়ায়ত ৬

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলিয়াছেন : যখন লোকজন কাবাগৃহে ফজরের নামাযে ছিলেন এমন সময় একজন আগন্তুক তাঁহাদের নিকট আসিলেন। তিনি (আসিয়া) বলিলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উপর (গত) রাত্রে কুরআন নাযিল হইয়াছে। তাঁহাকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে (নামাযে) 'কাবা'র দিকে মুখমণ্ডল করার জন্য। অতএব আপনারাও কাবার দিকে মুখ করুন। ইহা শুনিয়া তাঁহারা 'কাবা'-র দিকে ঘুরিয়া গেলেন অথবা তাঁহাদের মুখ ছিল শামের দিকে।

٧ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ اَنَّهُ قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ اَنْ قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا ، نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ . ثُمَّ حُوِّلَتِ الْقِبْلَةُ قَبْلَ بَدْرٍ بِشَهْرَيْنِ .

রেওয়ায়ত ৭

সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনায় শুভাগমন করার পর ষোল মাস যাবত বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে নামায পড়িয়াছেন। অতঃপর বদরের (যুদ্ধের) দুই মাস পূর্বে কিবলা পরিবর্তিত হয়।

٨ - حَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَابَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ . اِذَا تُوُجِّهَ قِبَلَ الْبَيْتِ.

রেওয়ায়ত ৮

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত –উমর ইবন খাত্তাব (রা) বলিয়াছেন ঃ বায়তুল্লাহ্‌র দিকে মুখ করিলেই হয়, পূর্বে ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী স্থান কিব্‌লা বলিয়া গণ্য করা হয়। (মদীনা হইতে মক্কা দক্ষিণ-পশ্চিমে, পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী স্থান বলিতে ইহাই বুঝানো হইয়াছে।)

٥- باب : ماجاء فى مسجد النبى صلى اللّه عليه وسلم

পরিচ্ছেদ ৫ ঃ মসজিদুন-নবী ﷺ -এর ফযীলত

٩- حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ ، وَعُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى عَبْدِ اللّٰهِ ، عَنْ اَبِى عَبْدِ اللّٰهِ سَلْمَانَ الْاَغَرِّ ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ؛ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : " صَلَاةٌ فِى مَسْجِدِى هٰذَا ، خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ. اَلْمَسْجِدَ الْحَرَامَ " .

রেওয়ায়ত ৯

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ আমার এই মসজিদের এক নামায মসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্য মসজিদের হাজার নামায অপেক্ষা উত্তম।

١٠- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ، اَوْ عَنْ اَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ ؛ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : " مَابَيْنَ بَيْتِى وَمِنْبَرِى ، رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ . وَمِنْبَرِى عَلٰى حَوْضِى " .

রেওয়ায়ত ১০

হাফস ইব্‌ন আসিম (র) আবূ হুরায়রা (রা) অথবা আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ আমার ঘর ও মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থান জান্নাতের বাগিচাসমূহের একটি বাগিচা। আর আমার মিম্বর হাওযের উপর অবস্থিত।

١١ - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ الْمَازِنِىِّ ؛ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "مَا بَيْنَ بَيْتِى وَمِنْبَرِى ، رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ" .

রেওয়ায়ত ১১

আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ মাযনী (রা) হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ আমার ঘর ও মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থান রিয়াজুল-জান্নাতের একটি বাগিচা।

٦- باب : ماجاء فى خروج النساء الى المساجد

পরিচ্ছেদ ৬ ঃ মহিলাদের মসজিদে গমন

١٢- حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ اَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ "لاَ تَمْنَعُوا اِمَاءَ اللّٰهِ مَسَاجِدَاللّٰهِ" .

রেওয়ায়ত ১২

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্র দাসিগণকে তোমরা আল্লাহ্র মসজিদসমূহ হইতে বিরত রাখিও না।

١٣ - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "اِذَا شَهِدَتْ اِحْدَا كُنَّ صَلاَةَ الْعِشَاءِ ، فَلاَ تَمَسَّنَّ طِيْبًا" .

রেওয়ায়ত ১৩

বুসর ইব্ন সাঈদ (র) হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ তোমাদের (মহিলাদের) কেউ যদি ইশার নামাযে হাজির হয়, তবে সে অবশ্য খুশবু স্পর্শ করিবে না।

١٤ - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ عَاتِكَةَ بِنْتِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ ، امْرَاةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؛ اَنَّهَا كَانَتْ تَسْتَاْذِنُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اِلَى الْمَسْجِدِ . فَيَسْكُتُ. فَتَقُولُ : وَاللّٰهِ لَاَخْرُجَنَّ ، اِلاَّ اَنْ تَمْنَعَنِى . فَلاَ يَمْنَعُهَا .

রেওয়ায়ত ১৪

ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ (র) হইতে বর্ণিত – উমর (রা)-এর স্ত্রী আতিকা বিন্তে যায়দ ইব্নে আমর ইব্ন নুফায়ল (রা) মসজিদে যাওয়ার জন্য উমর (রা)-এর নিকট অনুমতি চাহিতেন। তিনি কোন উত্তর দিতেন না। ইহাতে তাঁহার স্ত্রী বলিতেন ঃ আল্লাহ্র কসম, যতদিন আপনি আমাকে নিষেধ না করেন, ততদিন আমি যাইতে থাকিব। কিন্তু তিনি (তবুও) নিষেধ করিতেন না।

١٥ - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِك ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ ؛ اَنَّهَا قَالَتْ : لَوْ اَدْرَكَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ، مَا اَحْدَثَ

النِّسَاءُ ، لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ ، كَمَا مُنِعَهُ نِسَاءُ بَنِى اِسْرَائِيلَ .

قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ : اَوَمُنِعَ نِسَاءُ بَنِى اِسْرَايِلَ الْمَسَاجِدَ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ .

রেওয়ায়ত ১৫

নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) বলেন ঃ মেয়েরা যেসব নূতন (চালচলন ও তরীকা) সৃষ্টি করিয়াছে, যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাহা দেখিতেন, তবে অবশ্যই তাহাদিগকে মসজিদ হইতে বিরত রাখিতেন যেমন বনি ইসরাইলের মেয়েদিগকে বিরত রাখা হইয়াছিল। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (র) বলেন ঃ আমি আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনাকারিণী 'আমরা-এর নিকট প্রশ্ন করিলাম ঃ বনি ইসরাইলের মেয়েদিগকে মসজিদে গমন করিতে নিষেধ করা হইয়াছিল কি ? 'আমরা (রা) বলিলেন ঃ হ্যাঁ।

অধ্যায় ১৫

١٥ ـ كتاب القرآن
কুরআন প্রসঙ্গ

١- باب : الامر بالوضوء لمن مس القرآن
পরিচ্ছেদ ১ ঃ কুরআন স্পর্শ করার জন্য ওযূর নির্দেশ

١- حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ؛ اَنَّ فِى الْكِتَابِ الَّذِى كَتَبَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : "اَنْ لاَ يَمَسَّ الْقُرْاٰنَ اِلاَّ طَاهِرٌ" .

قَالَ مَلِكٌ : وَلاَ يَحْمِلُ اَحَدٌ الْمُصْحَفَ بِعِلاَقَتِهِ ، وَلاَ عَلٰى وِسَادَةٍ ، اِلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ . وَلَوْ جَازَ ذٰلِكَ لَعُمِلَ فِى خَبِيئَتِهِ . وَلَمْ يُكْرَهْ ذٰلِكَ ، لاَنْ يَكُونَ فِى يَدَى الَّذِى يَحْمِلُهُ شَئٌ يُدَنِّسُ بِهِ الْمُصْحَفَ . وَلٰكِنْ اِنَّمَا كُرِهَ ذٰلِكَ ، لِمَنْ يَحْمِلُهُ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ ، اِكْرَامًا لِلْقُرْاٰنِ وَتَعْظِيمًا لَهُ .

قَالَ مَالِكٌ : اَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِى هٰذِهِ الْاٰيَةِ - (لاَ يَمَسُّهُ اِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ) ـ اِنَّمَا هِىَ بِمَنْزِلَةِ هٰذِهِ الْاٰيَةِ ، الَّتِى فِى (عَبَسَ وَتَوَلّٰى) ، قَوْلُ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى - (كَلاَّ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ . فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِى صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ . مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ . بِاَيْدِى سَفَرَةٍ . كِرَامٍ بَرَرَةٍ).

রেওয়ায়ত ১

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর ইব্‌ন হায্‌ম (র) বলেন– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'আমর ইব্‌ন হায্‌মের নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন উহাতে ইহাও লিখিত ছিল যে, পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কুরআনকে যেন কেউ স্পর্শ না করে।

ইয়াহ্‌ইয়া (র) বলেন– মালিক (র) বলিয়াছেন ঃ কুরআন শরীফকে জুয্‌বদান-এর ফিতা ধরিয়া অথবা বালিশের উপর রাখিয়া যেন উত্তোলন না করে, তবে পবিত্রতাবস্থায়।

যদি উহা (ফিতা ধরিয়া এবং বালিশের উপর কুরআন রাখিয়া ওযূ ছাড়া স্পর্শ করা) জায়েয হইত, তবে জিলদকেও পবিত্রতা ছাড়া স্পর্শ করা যাইত। আর ইহা এই কারণে মাকরূহ্ করা হয় নাই যে, যে ব্যক্তি কুরআন উঠাইতেছে তাহার হাতে এমন কোন জিনিস আছে যদ্দ্বারা ইহা অপরিষ্কার হইয়া যাইবে। অপবিত্র অবস্থায় উহা উঠান মাকরূহ, এই হুকুম করা হইয়াছে কুরআন শরীফের তাযীম ও সম্মানার্থে।

ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন– মালিক (র) বলিয়াছেন :[১] لاَ يَمَسُّهُ الاَّ الْمُطَهَّرُوْنَ এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সর্বোত্তম যাহা আমি শুনিয়াছি তাহা হইল যেইরূপ সূরা 'আবাসা'তে ইরশাদ করা হইয়াছে–

كَلاَّ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِى صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ [২]

٢– باب : الرخصة فى قراءة القرآن على غير وضوء

পরিচ্ছেদ ২ : ওযূ ব্যতীত কুরআন পাঠ করার অনুমতি

٢– حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ اَيُّوبَ بْنِ اَبِى تَمِيمَةَ السَّخْتَيَانِىِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ ؛ اَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، كَانَ فِى قَوْمٍ وَهُمْ يَقْرَوُونَ الْقُرْاٰنَ. فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ، ثُمَّ رَجَعَ وَهُوَ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَاَامِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ، اَتَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَلَسْتَ عَلَى وُضُوءٍ؟ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : مَنْ اَفْتَاكَ بِهٰذَا ؟ اَمُسَيْلَمَةُ ؟

রেওয়ায়ত ২

এক সময় উমর (রা) এমন এক সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিলেন, যাহারা কুরআন পাঠ করিতেছিলেন, (ইতিমধ্যে) তিনি প্রস্রাব-পায়খানার আবশ্যকে গমন করিলেন, পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং কুরআন পাঠ করিতে শুরু করিলেন। (ইহা দেখিয়া) এক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিল : হে আমিরুল মু'মিনীন! আপনি (কুরআন) পাঠ করিতেছেন অথচ আপনি বে-ওযূ। তখন উমর (রা) বলিলেন : এইরূপ ফত্ওয়া কে দিয়াছে ? মুসায়লামা কি ?

٣– باب : ماجاء فِى تحزيب القرآن

পরিচ্ছেদ ৩ : তাহযিবুল কুরআন (বিশেষ সময়ে পড়ার জন্য কুরআন শরীফের অংশ নির্দিষ্ট করা অর্থাৎ ওযীফাস্বরূপ পাঠ করা)

٣– حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ دَاودَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنِ الْاَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِىِّ ؛ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَنْ فَاتَهُ حِزْبُهُ مِنَ اللَّيْلِ ، فَقَرَأَهُ حِيْنَ تَزُولُ الشَّمْسُ ، اِلَى صَلاَةِ الظُّهْرِ ، فَاِنَّهُ لَمْ يَفُتْهُ . اَوْ كَاَنَّهُ اَدْرَكَهُ .

রেওয়ায়ত ৩

আবদুর রহমান ইব্নে আবদিল কারী (র) হইতে আ'রজ (র) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন : উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলেন, যাহার রাত্রের (নির্দিষ্ট তিলাওয়াতের) অংশ ছুটিয়া যায়, সে উহা যোহরের নামাযের পূর্ব

১. যাহারা পূত-পবিত্র তাহারা ব্যতীত অন্য কেহ তাহা স্পর্শ করে না। ৫৬ : ৭৯

২. এই প্রকার আচরণ অনুচিত, ইহা উপদেশবাণী; যে ইচ্ছা করিবে সে ইহা স্মরণ রাখিবে। উহা আছে মহান, উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন, পবিত্র গ্রন্থে, মহান, পূতচরিত্র লিপিকারদের হস্তে। ৮০ : ১১-১৫

পর্যন্ত (সময়ে) পড়িয়া লইবে; তবে তাহার সে ওযীফা যেন ছুটে নাই (রাবী বলেন) অথবা তিনি বলিয়াছেন, সে যেন উহা পূর্ণ করিয়াছে।

٤ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، جَالِسَيْنِ ، فَدَعَا مُحَمَّدٌ رَجُلاً . فَقَالَ : أَخْبِرْنِي بِالَّذِي سَمِعْتَ مِنْ أَبِيكَ . فَقَالَ الرَّجُلُ : أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ أَتَى زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، فَقَالَ لَهُ : كَيْفَ تَرَى فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي سَبْعٍ ؟ فَقَالَ زَيْدٌ : حَسَنٌ . وَلأَنْ أَقْرَأَهُ فِي نِصْفٍ ، أَوْ عَشْرٍ ، أَحَبُّ إِلَيَّ . وَسَلْنِي ، لِمَ ذَاكَ ؟ قَالَ : فَإِنِّي أَسْأَلُكَ . قَالَ زَيْدٌ : لِكَيْ أَتَدَبَّرَهُ وَأَقِفَ عَلَيْهِ .

রেওয়ায়ত ৪

ইয়াহ্ইয়া ইব্নে সাঈদ (র) বলেন ঃ আমি ও মুহাম্মদ ইব্নে ইয়াহ্ইয়া ইব্নে হাব্বান (র) (এক জায়গায়) বসা ছিলাম। তারপর মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া এক ব্যক্তিকে ডাকিলেন এবং বলিলেন ঃ আপনার পিতা হইতে যাহা শুনিয়াছেন তাহা আমার নিকট বলুন। সেই ব্যক্তি বলিলেন ঃ আমাকে আমার পিতা বলিয়াছেন– তিনি একবার যায়দ ইব্ন সাবিত (রা)-এর নিকট গেলেন ; তারপর তাঁহাকে বলিলেন ঃ সাত দিনে কুরআন পাঠ (খতম) করা সম্বন্ধে আপনি কি মনে করেন ? (উত্তরে) যায়দ (রা) বলিলেন ঃ ভাল। কিন্তু পনর অথবা বিশ দিনে পাঠ (শেষ) করা আমার নিকট অতি পছন্দনীয়। আর তুমি ইহার কারণ কি জানিতে চাহিলে শোন (তিনি বলিলেন), ইহা এইজন্য যে, (কুরআনকে) থামিয়া থামিয়া পড়িলে আমি কুরআনের মর্ম বোঝার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করিতে পারিব।

٤- باب : ماجاء فى القرآن

পরিচ্ছেদ ৪ ঃ কুরআন সম্পর্কীয় বর্ণনা

٥- حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ ؛ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَؤُهَا . وَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَقْرَأَنِيهَا . فَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ . ثُمَّ أَمْهَلْتُهُ حَتَّى انْصَرَفَ . ثُمَّ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ فَجِئْتُ بِهِ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ . فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللّٰهِ ، إِنِّي سَمِعْتُ هٰذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأْتَنِيهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : "أَرْسِلْهُ" ثُمَّ قَالَ :

"اقْرَأْيَاهِشَامُ" فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : "هٰكَذَا أُنْزِلَتْ" ثُمَّ قَالَ لِي : "اقْرَأْ" فَقَرَأْتُهَا . فَقَالَ : "هٰكَذَا أُنْزِلَتْ ؛ إِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ ، فَاقْرَؤُا مَاتَيَسَّرَ مِنْهُ" .

রেওয়ায়ত ৫

আবদুর রহমান ইব্ন আবদিল কারী (র) বলেন ঃ আমি উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি– হিশাম ইব্ন হাকিম ইব্ন হিযামকে সূরা আল-ফুরকান আমি যেইরূপ পড়িয়া থাকি উহার ভিন্নরূপ পড়িতে শুনিলাম। অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে সেই সূরাটি পড়াইয়াছেন। (আমি ক্রোধে) তাঁহাকে ধরিবার উপক্রম করিয়াছিলাম। কিন্তু নামায সমাপ্ত করা পর্যন্ত তাঁহাকে আমি সময় দিলাম। অতঃপর তাঁহার চাদর দ্বারা আমি তাঁহাকে পেঁচাইয়া লইলাম। পরে তাঁহাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খেদমতে নিয়া আসিলাম এবং আরজ করিলাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সূরায়ে আল-ফুরকান আপনি আমাকে যেরূপ পড়াইয়াছেন, আমি ইহাকে উহার ভিন্নরূপ পড়িতে শুনিয়াছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ তুমি তাঁহাকে ছাড়িয়া দাও। অতঃপর তাঁহাকে বলিলেন ঃ তুমি পাঠ কর। তারপর আমি যেরূপ কিরাআত পড়িতে তাঁহাকে শুনিয়াছি সেই কিরাআতই তিনি পড়িলেন। (এই কিরাআত শুনিয়া) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ এইরূপ অবতীর্ণ করা হইয়াছে। অতঃপর আমাকে (উদ্দেশ্য করিয়া) বলিলেন ঃ তুমি পড়। আমি উহা (ফুরকান) পাঠ করিলাম। তিনি বলিলেন ঃ এইরূপ অবতীর্ণ করা হইয়াছে এবং কুরআন সাত অক্ষরের উপর নাযিল হইয়াছে, ফলে তোমরা তাহা হইতে যেইটি সহজ হয় সেইটি পাঠ কর।

٦ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ ، كَمَثَلِ صَاحِبِ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ ؛ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا ، أَمْسَكَهَا . وَإِنْ أَطْلَقَهَا ، ذَهَبَتْ" .

রেওয়ায়ত ৬

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ কুরআনওয়ালা রশিতে বাঁধা উটওয়ালার মত ; যদি উহাকে তদারক করে, তবে নিয়ন্ত্রণে রাখিতে পারিবে ; আর যদি উহাকে ছাড়িয়া দেয়, তবে উহা চলিয়া যাইবে।

٧ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ ، سَأَلَ رَسُولَ اللّٰهِ، كَيْفَ يَاتِيكَ الْوَحْيُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : "أَحْيَانًا يَأْتِينِي فِي مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ . وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ . فَيُفْصَمُ عَنِّي ، وَقَدْ وَعَيْتُ مَاقَالَ . وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلاً، فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَايَقُولُ" قَالَتْ عَائِشَةُ : وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ ، فَيُفْصَمُ عَنْهُ ، وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا .

রেওয়ায়ত ৭

নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত– (একবার) হারিস ইব্‌ন হিশাম (রা) নবী করীম ﷺ-এর নিকট প্রশ্ন করিলেন ঃ আপনার নিকট ওহী কিরূপে আসে ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (উত্তরে) বলিলেন ঃ কখনও কখনও আমার নিকট (ওহী) আসে ঘণ্টাধ্বনির মত, এই (প্রকারে অবতীর্ণ) ওহী আমার উপর অতি কঠিন হয়। তারপর আমা হইতে (এই অবস্থার) অবসান হয়, (এই দিকে) তিনি যাহা বলিয়াছেন আমি তাহা হিফাযত করিয়াছি। আর কোন কোন সময় ফেরেশ্‌তা কোন ব্যক্তির রূপ ধারণ করিয়া আমার নিকট আসেন এবং আমার সঙ্গে কথা বলেন ঃ তিনি যাহা বলেন আমি উহা হিফাযত করি।

আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমি অবশ্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখিয়াছি প্রচণ্ড শীতের দিনে তাঁহার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হইতেছে। অতঃপর সেই অবস্থার অবসান হইয়াছে, তখন তাঁহার ললাট হইতে ঘাম টপকাইতেছে।

٨– وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِيهِ ؛ اَنَّهُ قَالَ : اُنْزِلَتْ – (عَبَسَ وَتَوَلَّى) – فِى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُمِّ مَكْتُومٍ . جَاءَ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ ، فَجَعَلَ يَقُولُ : يَامُحَمَّدُ ، اسْتَدْنِينِى . وَعِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ مِنْ عُظَمَاءِ الْمُشْرِكِينَ . فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْرِضُ عَنْهُ ، وَيُقْبِلُ عَلَى الْاٰخَرِ ، وَيَقُولُ : " يَا اَبَا فُلَانٍ ، هَلْ تَرَى بِمَا اَقُولُ بَأْسًا ؟ " فَيَقُولُ : لاَ وَالدِّمَاءِ . مَاأَرَى بِمَا تَقُولُ بَأْسًا . فَاُنْزِلَتْ . (عَبَسَ وَتَوَلَّى اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰى) .

রেওয়ায়ত ৮

হিশাম ইব্‌নে উরওয়াহ (র) তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন– তিনি বলিয়াছেন ঃ عَبَسَ وَتَوَلَّى অবতীর্ণ করা হইয়াছে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উম্মে মাকতুম (রা)-এর শানে। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আসিয়া বলিতে লাগিলেন ঃ হে মুহাম্মদ! আমাকে আপনার নিকট বসিতে দিন, সেই সময় নবী করীম ﷺ-এর নিকট মুশরিকগণের নেতাদের একজন বড় নেতা উপস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাহা ইহতে মনোযোগ ফিরাইয়া সেই নেতা ব্যক্তির দিকে মনোনিবেশ করিলেন এবং বলিতেছিলেন ঃ হে আবূ ফুলান (অমুকের পিতা), আমি যাহা বলি উহাতে কোন ত্রুটি দেখিয়াছ কি ? (উত্তরে) সে বলিতেছিল ঃ মূর্তির কসম, না, আপনি যাহা বলেন উহাতে কোন প্রকার ত্রুটি দেখিতেছি না। অতঃপর এই সূরা[১] عَبَسَ وَتَوَلَّى اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰى অবতীর্ণ হয়।

٩ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ ، عَنْ اَبِيهِ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَسِيرُ فِى بَعْضِ اسْفَارِهِ . وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلاً . فَسَأَلَهُ عُمَرُ عَنْ شَيْءٍ ، فَلَمْ يُجِبْهُ . ثُمَّ سَأَلَهُ ، فَلَمْ يُجِبْهُ . ثُمَّ سَأَلَهُ ، فَلَمْ يُجِبْهُ . فَقَالَ عُمَرُ : ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ ، عُمَرُ . نَزَرْتَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . كُلُّ ذٰلِكَ لاَيُجِيبُكَ. قَالَ عُمَرُ : فَحَرَّكْتُ

১. সে ভ্রূকুঞ্চিত করিল এবং মুখ ফিরাইয়া লইল; কারণ তাহার নিকট এক অন্ধ আসিল। ৮০ ঃ ১-২

بَعِيْرِى . حَتَّى اِذَا كُنْتُ اَمَامَ النَّاسِ ، وَخَشِيْتُ اَنْ يُنْزَلَ فِيَّ قُرْاٰنٌ . فَمَا نَشِبْتُ اَنْ سَمِعْتُ صَارِخًا يَصْرُخُ بِى . قَالَ ، فَقُلْتُ : لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِيَّ قُرْاٰنٌ . قَالَ ، فَجِئْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ . فَقَالَ : " لَقَدْ اُنْزِلَتْ عَلَىَّ ، هٰذِهِ اللَّيْلَةَ ، سُورَةٌ . لَهِىَ اَحَبُّ اِلَىَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ " ثُمَّ قَرَاَ- (اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِيْنًا) .

রেওয়ায়ত ৯

যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহার সফরসমূহের কোন এক সফরে পথ চলিতেছিলেন। রাত্রে উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-ও তাঁহার সঙ্গে চলিতেছিলেন। তখন উমর (রা) কোন বিষয়ে তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাকে কোন উত্তর দিলেন না। উমর (রা) পুনরায় সওয়াল করিলেন। কিন্তু তিনি উহার জবাব দিলেন না। অতঃপর তাঁহার নিকট (উমর) আবার সওয়াল করিলেন, কিন্তু (এইবারও) তিনি উহার জবাব দিলেন না। তখন উমর (রা) (মনে মনে) বলিলেন, উমর, তোমার মাতা তোমাকে হারাইয়া ফেলুন (এবং কাঁদিতে থাকুন অর্থাৎ তোমার সর্বনাশ)। তুমি বিনয় সহকারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট সওয়াল করিলে, আর তিনি তোমাকে কোন জবাব দিলেন না।

উমর (রা) বলেন ঃ তারপর আমার উটকে আমি চালিত করিলাম, এমন কি আমি লোকের আগে আগে চলিয়া গেলাম। আমি আশংকা করিলাম আমার বিষয়ে কুরআন অবতীর্ণ হইতে পারে। তারপর আমি (বেশিক্ষণ) অবস্থান করি নাই, (হঠাৎ) এক উচ্চৈঃস্বরে আহবানকারী আমাকে ডাকিতেছিল। তিনি (উমর) বলেন ঃ আমি আশংকা করিতেছিলাম আমার বিষয়ে হয় তো কুরআন নাযিল হইয়াছে। (উমর) বলেন, অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আসিলাম এবং সালাম করিলাম। অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ অবশ্য এই রাত্রে আমার উপর একটি সূরা অবতীর্ণ হইয়াছে। নিঃসন্দেহে সেই সূরাটি আমার নিকট অধিক প্রিয়, সেই সব বস্তু অপেক্ষা যাহার উপর সূর্য উদিত হইয়াছে। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِيْنًا এই সূরাটি।[১]

١٠- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ اَبِى سَعِيدٍ. قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ : " يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلاَتَكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ . وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ . وَاَعْمَالَكُمْ مَعَ اَعْمَالِهِمْ يَقْرَؤُنَ الْقُرْاٰنَ ، وَلاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ . يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ ، مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ . تَنْظُرُ فِى النَّصْلِ ، فَلاَ تَرَى شَيْئًا وَتَنْظُرُ فِى الْقِدْحِ ، فَلاَ تَرَى شَيْئًا . وَتَنْظُرُ فِى الرِّيشِ ، فَلاَ تَرَى شَيْئًا . وَتَتَمَارَى فِى الْفُوقِ " .

১. আমরা তোমাদের জন্য অবধারিত করিলাম প্রকাশ্য বিজয়। ৪৮ ঃ ১

রেওয়ায়ত ১০

আবূ সাইদ খুদরী (রা) বলেন– আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ তোমাদের মধ্যে এক সম্প্রদায় বাহির হইবে যাহারা তুচ্ছ মনে করিবে তোমাদের নামাযকে তাহাদের নামাযের মুকাবিলায় এবং তোমাদের রোযাসমূহকে তাহাদের রোযার মুকাবিলায় এবং তোমাদের আমলসমূহকে তাহাদের আমলসমূহের মুকাবিলায়। তাহারা কুরআন পাঠ করিবে কিন্তু কুরআন তাহাদের গলদেশের নিচে যাইবে না। তাহারা ধর্ম হইতে এমনভাবে বাহির হইয়া যাইবে, যেমন তীর শিকারকে ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যায়। তীরের ফলা দেখিবে, তাহাতেও কোন কিছু দেখিবে না; তীরের লাকড়ি দেখিবে, সেখানেও কিছু দেখিতে পাইবে না; পালকের প্রতি লক্ষ করিবে, পালকেও কিছু দেখিবে না; ধনুকের ছিলার দিকে দেখিবে, সেখানে কিছু রক্ত লাগিয়াছে কিনা সন্দেহ করিবে।

١١ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ ، مَكَثَ عَلَى سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، ثَمَانِىَ سِنِينَ يَتَعَلَّمُهَا .

রেওয়ায়ত ১১

মালিক (র) বরেন, তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) সূরা বাকারা শিক্ষা করিতে আট বৎসর অতিবাহিত করিয়াছেন।

٥– باب : ماجاء فى سجود القرآن

পরিচ্ছেদ ৫ ঃ কুরআনের সিজদাসমূহ

١٢– حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيدَ ، مَوْلَى الْاَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ؛ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَرَاَلَهُمْ – (اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ) . فَسَجَدَ فِيهَا . فَلَمَّا انْصَرَفَ ، اَخْبَرَهُمْ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ سَجَدَ فِيهَا .

রেওয়ায়ত ১২

আবূ সালমা ইব্‌নে আবদুর রহমান (র) হইতে বর্ণিত– আবূ হুরায়রা (বা) তাঁহাদের উদ্দেশ্যে[১] اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ। পাঠ করিলেন এবং এই সূরায় সিজদা করিলেন। তিনি নামায সমাপ্ত করিলে পর তাহাদিগকে জানাইলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই সূরায় সিজদা করিয়াছেন।

١٣ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ؛ اَنَّ رَجُلاً مِنْ اَهْلِ مِصْرَ ، اَخْبَرَهُ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَرَاَ سُورَةَ الْحَجِّ . فَسَجَدَ فِيهَا سَجْدَتَيْنِ . ثُمَّ قَالَ : اِنَّ هٰذِهِ السُّورَةَ فُضِّلَتْ بِسَجْدَتَيْنِ .

রেওয়ায়ত ১৩

মিসরের বাসিন্দাদের একজন নাফি' (র)-কে বলিয়াছেন যে, উমর ইব্‌নে খাত্তাব (রা) একবার সূরা-এ হজ্জ

১. সূরা ইনশিকাক, ৮৪

পাঠ করিলেন এবং তিনি এই সূরায় দুইটি সিজদা করিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ নিশ্চয় এই সূরাকে দুইটি সিজদা দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করা হইয়াছে।

١٤ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِينَارٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ ، يَسْجُدُ فِي سُورَةِ الْحَجِّ ، سَجْدَتَيْنِ .

রেওয়ায়ত ১৪

আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে দীনার (র) বলেন– আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে উমর (রা)-কে সূরা-এ হজ্জে দুইটি সিজদা করিতে দেখিয়াছি।

١٥ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ الأَعْرَجِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَرَأَ– (وَالنَّجْمِ إِذَا هَوٰى) – فَسَجَدَ فِيهَا ثُمَّ قَامَ ، فَقَرَأَ بِسُورَةٍ أُخْرَى .

রেওয়ায়ত ১৫

আ'রজ (র) হইতে বর্ণিত– উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) [১] وَالنَّجْمِ إِذَا هَوٰى (সূরাটি) পাঠ করিলেন এবং উহাতে সিজদা করিলেন। তিনি দাঁড়াইলেন এবং অন্য একটি সূরা পাঠ করিলেন।

١٦– وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَرَأَ سَجْدَةً ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ . فَنَزَلَ ، فَسَجَدَ ، وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ . ثُمَّ قَرَأَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى . فَتَهَيَّأَ النَّاسُ لِلسُّجُودِ ، فَقَالَ : عَلَى رِسْلِكُمْ . إِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكْتُبْهَا عَلَيْنَا ، إِلاَّ أَنْ نَشَاءَ . فَلَمْ يَسْجُدْ ، وَمَنَعَهُمْ أَنْ يَسْجُدُوا .

قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى أَنْ يَنْزِلَ الإِمَامُ ، إِذَا قَرَأَ السَّجْدَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَيَسْجُدَ .

قَالَ مَالِكٌ : الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ عَزَائِمَ سُجُودِ الْقُرْآنِ إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً . لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ مِنْهَا شَيْءٌ .

قَالَ مَالِكٌ : لاَيَنْبَغِي لأَحَدٍ يَقْرَأُ مِنْ سُجُودِ الْقُرْآنِ شَيْئًا ، بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ . وَلاَ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ . وَذٰلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ ، نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَعَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ . وَالسَّجْدَةُ مِنَ الصَّلاَةِ . فَلاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَقْرَأَ سَجْدَةً فِي تَيْنِكَ السَّاعَتَيْنِ .

---

১. সূরা নাজম ঃ ৫৩

سُئِلَ مَالِكٌ : عَمَّنْ قَرَأَ سَجْدَةَ . وَامْرَأَةٌ حَائِضٍ تَسْمَعُ ، هَلْ لَهَا اَنْ تَسْجُدُ ؟ قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَسْجُدُ الرَّجُلُ ، وَلاَ الْمَرْاَةُ ، اِلاَّ وَهُمَا طَاهِرَانِ .

وَسُئِلَ عَنْ امْرَاةٍ قَرَأَتْ سجْدَةً . وَرَجُل مَعَهَا يَسْمَعُ . اَعَلَيْهِ اَنْ يَسْجُدَ مَعَهَا ؟ قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ عَلَيْهِ اَنْ يَسْجُدَ مَعَهَا . اِنَّمَا تَجِبُ السُّجْدَةُ عَلَى الْقَوْمِ يَكُونُونَ مَعَ الرَّجُلِ . فَيَأْتَمُّونَ بِهِ . فَيَقْرَأُ السَّجْدَةَ ، فَيَسْجُدُونَ مَعَهُ . وَلَيْسَ عَلَى مَنْ سَمِعَ سَجْدَةً اِنْسَانٍ يَقْرَؤُهَا ، لَيْسَ لَهُ بِاِمَامٍ ، اَنْ يَسْجُدَ تِلْكَ السَّجْدَةَ .

রেওয়ায়ত ১৬

উরওয়াহ্ (র) হইতে বর্ণিত– উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) একটি সিজদার আয়াত পাঠ করিলেন জুম'আ দিবসে। আর তিনি ছিলেন মিম্বরের উপর। অতঃপর তিনি অবতরণ করিলেন এবং সিজদা করিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে লোকেরাও সিজদা করিলেন।

পরবর্তী জুম'আয় তিনি সেই সূরা পাঠ করিলেন। লোকেরা সিজদার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে লাগিলেন। উমর (রা) তখন বলিলেন ঃ আপনারা অপেক্ষা করুন। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের উপর সিজদা ফরয করেন নাই, তবে আমরা যদি ইচ্ছা করি তা স্বতন্ত্র কথা। (ইহা শুনিয়া) তাঁহারা আর সিজদা করিলেন না। তিনি তাঁহাদিগকে সিজদা হইতে বিরত রাখিলেন।

মালিক (র) বলেন ঃ সিজদার আয়াত মিম্বরের উপর পাঠ করিলে, ইমামের মিম্বর হইতে অবতরণ করিয়া সিজদা করার প্রতি (আমাদের) আমল নাই (অর্থাৎ মিম্বর হইতে অবতরণ জরুরী নহে)।

মালিক (র) বলেন ঃ আমাদের অভিমত এই যে, কুরআন শরীফে সিজদাসমূহের মধ্যে তাকিদী সিজদা হইতেছে এগারটি। ইহাদের একটিও মুফাস্সালাতে নাই।

মালিক (র) বলেন ঃ সুজুদুল কুরআন (কুরআন শরীফের সিজদাসমূহ) হইতে কোন সিজদার আয়াত ফজরের নামাযের এবং আসরের নামাযের পর পাঠ করা কাহারও পক্ষে উচিত নহে। কারণ ফজরের পর সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত এবং আসরের পর (সূর্য) অস্ত যাওয়া পর্যন্ত নামায পড়িতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করিয়াছেন। আর সিজদাও নামাযে গণ্য, কাজেই কাহারও পক্ষে উচিত নহে যে, সেই দুই সময়ে কোন সিজদার আয়াত পাঠ করা।

মালিক (র)-কে প্রশ্ন করা হইয়াছে ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে যিনি একটি সিজদার আয়াত পাঠ করিয়াছেন, আর একজন ঋতুমতী মহিলা উহা শুনিল। তবে সেই মহিলা কি সিজদা করিবে ? (উত্তরে) মালিক (র) বলিলেন ঃ পুরুষ বা নারী, পবিত্রাবস্থা ব্যতীত সিজদা করিবে না।

ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন, মালিক (র)-কে প্রশ্ন করা হয় একজন মহিলা সম্পর্কে যিনি সিজদার আয়াত পাঠ করিয়াছেন, অন্য এক ব্যক্তি তাহা শুনিতেছে। সেই ব্যক্তির জন্য সিজদা করা জরুরী কি ? (উত্তরে) মালিক (র) বলেন ঃ সিজদা করা এই ব্যক্তির জন্য জরুরী নহে। সিজদা ওয়াজিব হয় সেই লোকের উপর যেসব লোক কোন ব্যক্তির সাথে নামাযে শরীক থাকেন এবং তাঁহার পিছনে ইক্তিদা করেন। অতঃপর তাঁহাদের ইমাম সিজদার

আয়াত পাঠ করিলে তাঁহারাও তাঁহার সহিত সিজদা করিবেন। আর যে ব্যক্তি সিজদার আয়াত শুনিয়াছে কোন লোকের মুখে (যিনি উহা পাঠ করিতেছেন), কিন্তু সেই ব্যক্তি এই লোকের ইমাম নহেন, তাঁহার জন্য এই সিজদা জরুরী নহে।

٦- باب : مَاجَاءَ فِى قِرَاْةِ تَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ[২] এবং قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ[১]

পরিচ্ছেদ ৬ ঃ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ এবং تَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ পাঠ করা প্রসঙ্গ

١٧- حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى صَعْصَعَةَ ، عَنْ اَبِيهِ ، عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ ؛ اَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ- قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ . يُرَدِّدُهَا فَلَمَّا اَصْبَحَ غَدَا اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ . وَكَانَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُّهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : " وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ اِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ " .

রেওয়ায়ত ১৭

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত– তিনি এক ব্যক্তিকে, قُلْ هُوَ اللّٰهُ পাঠ করিতে শুনিলেন। সে বারবার উহা পাঠ করিতেছিল। ফজরে যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খেদমতে হাযির হইলেন, তখন তাঁহার নিকট এই বিষয় উল্লেখ করিলেন– (আবূ সাইদ খুদরী) এই সূরা (পাঠ করা)-কে সাধারণ আমল মনে করিতেছিলেন। (ইহা শুনিয়া) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ আমার প্রাণ যাঁহার হাতে তাঁহার শপথ, নিশ্চয় এই সূরাটি কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান মর্যাদা রাখে।

١٨ - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ ، مَوْلَى اٰلِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ؛ اَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : اَقْبَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ . فَسَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ - (قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ) - فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : "وَجَبَتْ" فَسَأَلْتُهُ : مَاذَا يَارَسُولَ اللّٰهِ ؟ فَقَالَ : "الْجَنَّةُ" فَقَالَ اَبُو هُرَيْرَةَ : فَاَرَدْتُ اَنْ اَذْهَبَ اِلَيْهِ ، فَاُبَشِّرَهُ . ثُمَّ فَرِقْتُ اَنْ يَفُوتَنِى الْغَدَاءُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ . فَاٰثَرْتُ الْغَدَاءَ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ . ثُمَّ ذَهَبْتُ اِلَى الرَّجُلِ ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ ذَهَبَ .

---

১. সূরা ইখলাস ঃ ১১২
২. সূরা মুল্‌ক ঃ ৬৭

রেওয়ায়ত ১৮

আল-ই-যায়দ ইব্ন খাত্তাবের মাওলা ওবায়দ ইব্ন হুনায়ন (র) বলেন– আমি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে আগমন করিলাম, তিনি এক ব্যক্তিকে قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ পড়িতে শুনিলেন। (ইহা শুনিয়া) তিনি বলিলেন ঃ وَجَبَتْ (ওয়াজিব হইয়াছে)। তখন আমি তাঁহাকে প্রশ্ন করিলাম ঃ امَاذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰه (হে আল্লাহ্‌র রসূল, কি ওয়াজিব হইয়াছে)? তিনি বলিলেন ঃ জান্নাত। (রাবী) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) বলিয়াছেন ঃ (তারপর) আমি ইচ্ছা করিলাম, সেই ব্যক্তির নিকট যাই এবং তাঁহাকে শুভ সংবাদ শুনাইয়া দেই। কিন্তু আমার আশংকা হইল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে প্রাতঃকালীন আহার ছুটিয়া যাইবে। তাই আমি প্রাতঃকালীন আহার গ্রহণকে অগ্রাধিকার প্রদান করিলাম। অতঃপর সেই ব্যক্তির নিকট গেলাম, কিন্তু তখন তিনি (সে স্থান হইতে) প্রস্থান করিয়াছেন।

١٩ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ ؛ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ : اَنَّ (قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ)– تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ وَاَنَّ – (تَبَارَكَ الَّذِى بِيَادِهِ الْمُلْكُ)– تُجَادِلُ عَنْ صَاحِبِهَا .

রেওয়ায়ত ১৯

হুমায়দ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (র) খবর দিয়াছেন ইব্নে শিহাব (র)-কে قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ আর تَبَارَكَ الَّذِىْ উহার (পাঠকারী) সাথীর পক্ষে ঝগড়া করিবে।

٧– باب : فى ذكر اللّٰه تبارك وتعالى

পরিচ্ছেদ ৭ ঃ আল্লাহ্‌র যিক্‌রের বর্ণনা

٢٠– حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ سُمَىٍّ مَوْلَى اَبِى بَكْرٍ ، عَنْ اَبِى صَالِحِ السَّمَّانِ ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ؛ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "مَنْ قَالَ (لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ) . فِى يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ . كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ . وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ . وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ . وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ ، يَوْمَهُ ذٰلِكَ حَتّٰى يُمْسِىَ وَلَمْ يَاْتِ اَحَد بِاَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ ، اِلاَّ اَحَدٌ عَمِلَ اَكْثَر مِنْ ذٰلِكَ" .

রেওয়ায়ত ২০

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ এই দোয়াটি দৈনিক একশত বার পাঠ করিবে, ইহা

তাঁহার জন্য দশটি গোলাম আযাদ করার সমতুল্য হইবে– তাঁহার জন্য একশত নেকী হইবে এবং তাঁহার (আমলনামা) হইতে একশত গুনাহ মিটাইয়া দেওয়া হইবে আর সেইদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত ইহা তাঁহার জন্য শয়তান হইতে রক্ষাকবচ হইবে; আর সে যে আমল পেশ করিয়াছে অন্য কেউ উহা হইতে শ্রেষ্ঠ কোন আমল পেশ করে নাই একমাত্র সেই ব্যক্তি ব্যতীত যে ব্যক্তি (তাঁহার) এই আমল অপেক্ষা অধিক আমল করিয়াছে।

٢١ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ قَالَ (سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ). فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ. حُطَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ".

রেওয়ায়ত ২১

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ দৈনিক একশত বার পাঠ করিবে তাঁহার পাপসমূহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে, যদি উহা সাগরের ফেনার পরিমাণও হয়।

٢٢ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَبَّحَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ. وَكَبَّرَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ. وَحَمِدَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ. وَخَتَمَ الْمِائَةَ. (لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ".

রেওয়ায়ত ২২

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, যে ব্যক্তি প্রতি নামাযের শেষে বলিবে- سُبْحَانَ اللّٰهِ তেত্রিশ বার, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ তেত্রিশ বার এবং اَللّٰهُ اَكْبَرُ তেত্রিশ বার আর لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ। তাঁহার গুনাহ মাফ করা হইবে, যদিও উহা সাগরের ফেনা পরিমাণও হয়।

٢٣ –وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ صَيَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ، فِي الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ: إِنَّهَا قَوْلُ الْعَبْدِ (اَللّٰهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ. وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ).

রেওয়ায়ত ২৩

উমারা ইব্‌ন সাইয়্যাদ (রা) সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র)-কে বলিতে শুনিয়াছেন ঃ 'বাকিয়াতুস সালিহাত' (যাহা কুরআনে উল্লেখ করা হইয়াছে) সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন ঃ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ. وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ হইতেছে বাকিয়াতুস সালিহাত।

٢٤ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ اَبِي زِيَادٍ ؛ اَنَّهُ قَالَ : قَالَ اَبُو الدَّرْدَاءِ : اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ اَعْمَالِكُمْ ، وَاَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ ، وَاَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ ، وَخَيْرٍلَكُمْ مِنْ اِعْطَاءِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ، وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ اَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا اَعْنَاقَهُمْ ، وَيَضْرِبُوا اَعْنَاقَكُمْ ؟ قَال : بَلٰى . قَالَ : ذِكْرُ اللّٰهِ تَعَالَى.

قَالَ زِيَادُ بْنُ اَبِي زِيَادٍ : وَقَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ : مَا عَمِلَ ابْنُ اٰدَمَ مِنْ عَمَلٍ اَنْجٰى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ .

রেওয়ায়ত ২৪

আবুদ্দারদা (রা) বলেন ঃ আমি কি তোমাদিগকে সংবাদ দিব না তোমাদের আমলসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম আমলের, যাহা তোমাদিগকে সর্বাপেক্ষা উচ্চ মর্যাদায় সমাসীনকারী এবং তোমাদের প্রভুর নিকট সর্বাপেক্ষা পবিত্র, সেই আমলের আর (যাহা) তোমাদের জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্য দান করা হইতে উত্তম এবং তাহা উত্তম তোমাদের জন্য ইহা হইতে যে, তোমরা তোমাদের শত্রুর সাথে যুদ্ধ কর, ফলে তাহারা তোমাদেরকে হত্যা করে এবং তোমরা তাহাদের গর্দান কাট। উপস্থিত (লোকেরা) বলিলেন ঃ হ্যাঁ, বলুন। তিনি বলিলেন ঃ এই আমল হইতেছে– ذِكْرُ اللّٰهِ (আল্লাহ্‌র যিকির)।

যিয়াদ ইব্‌নে আবি যিয়াদ (র) বলেন ঃ আবূ আবদুর রহমান মুআয ইব্‌ন জবল (রা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্‌র যিকির অপেক্ষা আযাব হইতে অধিক নাজাত প্রদানকারী কোন আমল আদম সন্তান সম্পাদন করে নাই।

٢٥ – وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُجْمِرِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى الزُّرَقِيِّ ، عَنْ اَبِيهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ ؛ اَنَّهُ قَالَ : كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ . فَلَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ رَاْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ ، وَقَالَ : "سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ . حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ . فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ، قَالَ : " مَنِ الْمُتَكَلِّمُ اٰنِفًا " ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ : اَنَا يَارَسُولَ اللّٰهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ " لَقَدْ رَاَيْتُ بِضْعَةً وَثَلاَثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا ، اَيُّهُمْ يَكْتُبُهُنَّ اَوَّلُ (اَوَّلاً) " .

রেওয়ায়ত ২৫

রিফায়া ইব্‌ন রাফি' (রা) বলেন ঃ আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে নামায পড়িতেছিলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রুকূ হইতে মাথা উঠাইলেন سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলিলেন, তাঁহার পশ্চাতে এক ব্যক্তি বলিল ঃ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ . حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন নামায সমাপ্ত

করিলেন, তখন বলিলেন ঃ এখন মুতাকাল্লিম (তস্‌বীহ্ পাঠকারী) কে ছিল ? সেই ব্যক্তি বলিল ঃ আমি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ আমি অবশ্য ত্রিশোর্ধ ফেরেশতাকে দেখিয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে ইহাকে সর্বপ্রথম কে লিপিবদ্ধ করিবেন, এই লইয়া তাহারা খুব তাড়াহুড়া করিতেছেন।

٨- باب : ماجاء فى الدعاء

পরিচ্ছেদ ৮ ঃ দু'আ প্রসঙ্গ

٢٦- حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : "لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ يَدْعُوبِهَا . فَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِيءَ دَعْوَتِي ، شَفَاعَةً لِأُمَّتِي فِي الْآخِرَةِ" .

রেওয়ায়ত ২৬

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ প্রত্যেক নবীর জন্য একটি (মাকবুল) দু'আ রহিয়াছে, যেই দু'আ তিনি করিয়া থাকেন। আমি ইচ্ছা করিয়াছি আমার (জন্য নির্ধারিত) দু'আটি গোপন রাখিবার আখিরাতে আমার উম্মতের সুপারিশের উদ্দেশ্যে।

٢٧ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو فَيَقُولُ :"اَللّٰهُمَّ فَالِقَ الْإِصْبَاحِ ، وَجَاعِلَ اللَّيْلِ سَكَنًا ، وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ، اقْضِ عَنِّى الدَّيْنَ، وَاغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ . وَأَمْتِعْنِي بِسَمْعِي ، وَبَصَرِي ، وَقُوَّتِي ، فِي سَبِيلِكَ" .

রেওয়ায়ত ২৭

ইয়াহ্ইয়া ইব্‌নে সাইদ (র) হইতে বর্ণিত– তাঁহার নিকট খবর পৌঁছিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'আ করিতে বলিতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ فَالِقَ الْإِصْبَاحِ ، وَجَاعِلَ اللَّيْلِ سَكَنًا ، وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اقْضِ عَنِّى الدَّيْنَ ، وَاغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ . وَأَمْتِعْنِي بِسَمْعِي ، وَبَصَرِي ، وَقُوَّتِي ، فِي سَبِيلِكَ .[١]

٢٨ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ

১. হে আল্লাহ্ তুমি উষার উন্মেষ ঘটাও, রাত্রকে বিশ্রামের জন্য নির্ধারিত করিয়াছ, গণনার জন্য সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছ, আমার ঋণ শোধ করিয়া দাও, আমাকে অভাবমুক্ত কর; আমার দৃষ্টিশক্তি শ্রবণশক্তি, এবং তোমার পথে জিহাদ করার শক্তি দ্বারা আমাকে উপকৃত কর।

رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "لاَ يَقُلْ اَحَدُكُمْ اِذَا دَعَـا : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِى اِنْ شِئْتَ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِى اِنْ شِئْتَ لِيَعْزِمِ الْمَسْئَلَةَ . فَاِنَّهُ لاَمُكْرِهَ لَهُ" .

রেওয়ায়ত ২৮

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ তোমাদের কেউ দু'আ করার সময় এইরূপ যেন না বলে اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِى اِنْ شِئْتَ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِى اِنْ شِئْتَ –হে আল্লাহ্, আপনি ইচ্ছা করিলে আমাকে ক্ষমা করুন, অনুগ্রহ করুন। বরং দৃঢ় প্রত্যয় নিয়া দু'আ করিবে , কারণ আল্লাহ্কে বাধ্য করিবার মত কেউ নাই।

٢٩ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ اَبِى عُبَيْدٍ ، مَوْلَى بْنِ اَزْهَرَ ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "يُسْتَجَابُ لِاَحَدِكُمْ مَالَمْ يَعْجَلْ . فَيَقُولُ : قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِى" .

রেওয়ায়ত ২৯

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ তোমাদের এক ব্যক্তির দু'আ কবূল করা হয় (যখন দু'আ করে) যদি সে তাড়াতাড়ি না করে। সে বলে ঃ আমি দু'আ করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার দু'আ কবূল করা হইল না।

٣٠ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ اَبِى عَبْدِ اللّٰهِ الْاَغَرِّ ؛ وَعَنْ اَبِى سَلَمَةَ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "يَنْزِلُ رَبُّنَا ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، كُلَّ لَيْلَةٍ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا . حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاٰخِرُ . فَيَقُولُ : مَنْ يَدْعُونِى فَاَسْتَجِيبَ لَهُ ؟ مَنْ يَسْاَلُنِى فَاُعْطِيَهُ ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِى فَاَغْفِرَلَهُ ؟" .

রেওয়ায়ত ৩০

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ আমাদের প্রভু মহান ও মহিমান্বিত আল্লাহ্ অবতরণ করেন প্রতি রাত্রে দুনিয়ার আসমানে, যখন রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে। অতঃপর বলেন ঃ কে (আছে এমন) আমাকে ডাকিবে ? আমি তাঁহার ডাকে সাড়া দিব। কে (আছে এমন) আমার নিকট সওয়াল করিবে ? আমি তাহাকে দান করিব। কে (আছে এমন) ক্ষমা প্রার্থনা করিবে ? আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিব।

٣١ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِىِّ ؛ اَنَّ عَائِشَةَ اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ : كُنْتُ نَائِمَةً اِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ . فَفَقَدْتُهُ مِنَ اللَّيْلِ ، فَلَمَسْتُهُ بِيَدِى . فَوَضَعْتُ يَدِى عَلَى قَدَمَيْهِ ، وَهُوَ

سَاجِدٌ ، يَقُولُ : "اَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ . وَبِكَ مِنْكَ . لَاأُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ . اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ" .

রেওয়ায়ত ৩১

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পার্শ্বে (একবার) নিদ্রিত ছিলাম। রাত্রির এক অংশে আমি তাঁহাকে হারাইয়া ফেলিলাম। তারপর (সন্ধান করিতে করিতে এক পর্যায়ে) আমার হাত দ্বারা তাঁহাকে স্পর্শ করিলাম এবং আমি আমার হাত তাঁহার উভয় কদমের উপর স্থাপন করিলাম। তিনি তখন সিজদায় ছিলেন এবং বলিতেছিলেন ঃ

اَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ . وَبِكَ مِنْكَ . لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ . اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ .[১]

٣٢ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ اَبِي زِيَادٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ كَرِيزٍ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "اَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ. وَاَفْضَلُ مَاقُلْتُ اَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي (لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ)" .

রেওয়ায়ত ৩২

তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌নে কুরায়য (র) হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ দু'আর মধ্যে সর্বোত্তম দু'আ হইল আরাফাতের দিবসের দু'আ, আর উত্তম যাহা আমি ও আমার পূর্ববর্তী নবীগণ বলিয়াছেন, তাহা হইতেছে لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ

٣٣ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، عَنْ طَاوُسٍ الْيَمَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هٰذَا الدُّعَاءِ . كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ . يَقُولُ "اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ . وَاَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ . وَاَعُوذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ . وَاَعُوذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ" .

রেওয়ায়ত ৩৩

আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাদিগকে (নিম্নে বর্ণিত) এই দু'আটি কুরআনের সূরা যেরূপ শিক্ষা দিতেন সেইরূপ শিক্ষা দিতেন। তিনি বলিতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ . وَاَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ . وَاَعُوذُبِكَ مِنْ

১. আমি আপনার ক্রোধ হইতে আপনার সন্তুষ্টির, আপনার আযাব হইতে আপনার ক্ষমার শরণ লইতেছি। আপনার শরণ লইতেছি আপনার দ্বারা আপনারই পক্ষ হইতে। আপনার প্রশংসার উপযুক্ত হক আমি আদায় করিতে পারিব না। আপনি সেইরূপ যেরূপ আপনি স্বয়ং নিজের সত্তার প্রশংসা করিয়াছেন।

فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ . وَاَعُوذُبِكَ مِنْ فِتْنَـةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ [১].

٣٤ - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، عَنْ طَاوُسٍ الْيَمَانِىِّ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلاَةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ ، يَقُولُ : " اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ . اَنْتَ نُورُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ . وَلَكَ الْحَمْدُ . اَنْتَ قَيَّامُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ . وَلَكَ الْحَمْدُ. اَنْتَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ اَنْتَ الْحَقُّ . وَقَوْلُكَ الْحَقُّ . وَوَعْدُكَ الْحَقُّ . وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ . وَالنَّارُ حَقٌّ . وَالسَّاعَةُ حَقٌّ . اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ . وَبِكَ اٰمَنْتُ . وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ . وَبِكَ خَاصَمْتُ . وَاِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِى مَاقَدَّمْتُ وَاَخَّرْتُ . وَاَسْرَرْتُ وَاَعْلَنْتُ . اَنْتَ اِلٰهِى لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ " .

রেওয়ায়ত ৩৪

আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মধ্য রাত্রে যখন (তাহাজ্জুদ) নামাযের জন্য দাঁড়াইতেন, তখন বলিতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ . اَنْتَ نُورُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ . وَلَكَ الْحَمْدُ . اَنْتَ قَيَّامُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ . وَلَكَ الْحَمْدُ . اَنْتَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ اَنْتَ الْحَقُّ . وَقَوْلُكَ الْحَقُّ . وَوَعْدُكَ الْحَقُّ . وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ . وَالنَّارُ حَقٌّ . وَالسَّاعَةُ حَقٌّ . اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ . وَبِكَ اٰمَنْتُ . وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ . وَبِكَ خَاصَمْتُ . وَاِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِى مَاقَدَّمْتُ وَاَخَّرْتُ . وَاَسْرَرْتُ وَاَعْلَنْتُ . اَنْتَ اِلٰهِى لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ [২].

٣٥ - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ ؛ اَنَّهُ

১. হে আল্লাহ্! আমি জাহান্নামের আযাব হইতে, কবরের আযাব হইতে, মসীহ দাজ্জালের ফিতনা হইতে, জীবিত এবং মৃতের ফিতনা হইতে আপনার শরণ লইতেছি।

২. হে আল্লাহ্! হামদ আপনারই জন্য, আপনি আসমান ও যমীনের জ্যোতি, আপনারই জন্য হামদ, আপনি আসমান ও যমীনের রক্ষক, আপনারই জন্য হামদ, আসমান ও যমীনের এবং এতদুভয়ে যাহা কিছু আছে সকলেরই প্রভু আপনি। আপনি সত্য, আপনার বাণী সত্য, আপনার ওয়াদা সত্য, আপনার সাক্ষাৎ সত্য, জান্নাত ও দোযখ সত্য, কিয়ামত সত্য। হে আল্লাহ্! আপনার প্রতি আমি অনুগত হইয়াছি, আপনার প্রতি ঈমান আনিয়াছি এবং আপনার উপরই তাওয়াক্কুল করিয়াছি, আপনার দিকেই রুজু করিয়াছি, আপনার জন্যই আপনার শত্রুদের সহিত বিবাদ করিয়াছি এবং আপনারই নিকট বিচার প্রার্থনা করিয়াছি, তাই আমাকে ক্ষমা করিয়া দিন– আমার পূর্বের ও পরের পাপসমূহ, আমার গোপন ও প্রকাশ্যে কৃত অপরাধসমূহ। আপনিই আমার মা'বুদ আপনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই।

قَالَ : جَاءَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ فِى بَنِى مُعَاوِيَةَ ، وَهِىَ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى الْاَنْصَارِ . فَقَالَ : هَلْ تَدْرُونَ اَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ مَسْجِدِكُمْ هٰذَا ؟ فَقُلْتُ لَهُ : نَعَمْ . وَاَشَرْتُ لَهُ اِلَى نَاحِيَةٍ مِنْهُ . فَقَالَ : هَلْ تَدْرِى مَاالثَّلاَثُ الَّتِى دَعَا بِهِنَّ فِيهِ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : فَاَخْبِرْنِى بِهِنَّ ؟ فَقُلْتُ : دَعَا بِاَنْ لاَيُظْهِرَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ . وَلاَيُهْلِكُهُمْ بِالسِّنِينِ . فَأُعْطِيَهُمَا . وَدَعَا بِاَنْ لاَيَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ . فَمُنِعَهَا . قَالَ : صَدَقْتَ .

قَالَ بْنُ عُمَرَ : فَلَنْ يَزَالَ الْهَرْجُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

রেওয়ায়ত ৩৫

আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাবির ইব্ন আতিক (র) বলেন ঃ আমাদের নিকট আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) আসিলেন বনু মুআবিয়াতে– ইহা আনসারগণ অধ্যুষিত একটি লোকালয়। তিনি বলিলেন ঃ তোমাদের মসজিদের কোন্ স্থানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নামায পড়িয়াছেন, তোমরা তাহা অবগত আছ কি ? আমি তাঁহাকে বলিলাম ঃ হ্যাঁ এবং সেই মসজিদের এক কিনারার দিকে ইশারা করিলাম। তারপর তিনি আমাকে বলিলেন ঃ তুমি জান কি সেই তিনটি দু'আ কি ছিল যাহা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেই স্থানে করিয়াছিলেন ? আমি বলিলাম ঃ হ্যাঁ। তিনি বলিলেন ঃ তবে আমাকে সেই দু'আগুলির খবর দাও। অতঃপর আমি বলিলাম ঃ তিনি দু'আ করিয়াছেন– (১) যেন তাহাদের উপর অমুসলিম শত্রুকে বিজয়ী না করা হয়। (২) আর দুর্ভিক্ষ দ্বারা যেন তাহাদিগকে ধ্বংস করা না হয়। এই দুইটি তাঁহাকে প্রদান করা হইয়াছে। তিনি আরও দু'আ করিয়াছেন, (৩) তাঁহাদের ধ্বংস তাহাদের পরস্পরের হানাহানি দ্বারা যেন না হয়। কিন্তু তাঁহার এই দু'আ মঞ্জুর করা হয় নাই। তিনি বলিলেন ঃ তুমি ঠিক বলিয়াছ। আবদুল্লাহ্ (রা) বলিলেন ঃ তবে পরস্পরের কলহ বরাবর থাকিবে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত।

٣٦ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ ؛ اَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَامِنْ دَاعٍ يَدْعُوا ، اِلاَّ كَانَ بَيْنَ اِحْدَى ثَلاَثٍ : اِمَّا اَنْ يُسْتَجَابَ لَهُ ، وَاِمَّا اَنْ يُدَّخَرَلَهُ، وَاِمَّ اَنْ يُكَفَّرَ عَنْهُ .

রেওয়ায়ত ৩৬

যায়দ ইব্ন আসলাম (র) হইতে বর্ণিত – যে কোন ব্যক্তি দু'আ করে, সে তিনটির একটি অবশ্যই পাইবে; হয় তো তাহার দু'আ কবূল করা হইবে, অথবা প্রার্থিত বস্তু তাহার জন্য সঞ্চিত রাখা হইবে, অথবা এই দু'আ তাহার গুনাহের কাফ্ফারা হইবে।

٩– باب : العمل فى الدعاء

পরিচ্ছেদ ৯ ঃ দু'আর নিয়ম

٣٧– حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ ؛ قَالَ : رَاٰنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ

عُمَرَ ، وَأَنَا أَدْعُو، وَأُشِيرُ بِأَصْبُعَيْنِ ، أَصْبُعٍ مِنْ كُلِّ يَدٍ . فَنَهَانِي .

রেওয়ায়ত ৩৭

আবদুল্লাহ্ ইব্নে দীনার (র) বলেন ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্নে উমর (রা) আমাকে দেখিলেন যখন আমি দু'আ করিতেছিলাম এবং ইশারা করিতেছিলাম দুই আঙুল দ্বারা, (প্রতি হাতের এক আঙুল দিয়া)। তিনি এরূপ করিতে আমাকে নিষেধ করিলেন।

٣٨ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، كَانَ يَقُولُ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيُرْفَعُ بِدُعَاءِ وَلَدِهِ مِنْ بَعْدِهِ . وَقَالَ بِيَدَيْهِ نَحْوَ السَّمَاءِ . فَرَفَعَهُمَا .

রেওয়ায়ত ৩৮

সাঈদ ইব্নে মুসায়্যাব (র) বলিতেন– নিঃসন্দেহে লোকের দরজা বুলন্দ করা হয় তাহার মৃত্যুর পর তাহার সন্তানের দু'আর কারণে। আর তিনি তাঁহার হাত দ্বারা আসমানের দিকে ইশারা করিয়া উভয় হাত উপরে উঠাইলেন।

٣٩- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ - (وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيلاً) - فِي الدُّعَاءِ .

قَالَ يَحْيَى : وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الدُّعَاءِ فِي الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ ؟ فَقَالَ : لاَبَأْسَ بِالدُّعَاءِ فِيهَا .

রেওয়ায়ত ৩৯

হিশাম ইব্নে উরওয়াহ (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন- وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيلاً – আয়াতটি দু'আ সম্বন্ধেই নাযিল করা হইয়াছে।[১]

ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন- মালিক (র)-কে ফরয নামাযে দু'আ পাঠ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। তিনি বলেন ঃ ফরয নামাযে দু'আ করাতে কোন ক্ষতি নাই।

٤٠ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو ، فَيَقُولُ : " اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ . وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ . وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ . وَإِذَا أَدَرْتَ (أَرَدْتَ) فِي النَّاسِ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ ، غَيْرَ مَفْتُونٍ" .

---

১. সালাতে স্বর উচ্চ করিও না এবং অতিশয় ক্ষীণও করিও না; এই দুইয়ের মধ্যপথ অবলম্বন কর। ১৭ ঃ ১১০

রেওয়ায়ত ৪০

মালিক (র) বলেন ঃ তাঁহার নিকট খবর পৌঁছিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'আ করিতেন ও বলিতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ . وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ . وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ . وَاِذَا اَدَرْتَ (اَرَدْتَ) فِى النَّاسِ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِى اِلَيْكَ ، غَيْرَ مَفْتُوْنٍ[১] .

٤١ - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "مَامِنْ دَاعٍ يَدْعُو اِلَى هُدًى ، اِلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِ مَنِ اتَّبَعَهُ . لاَ يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا . وَمَا مِنْ دَاعٍ يَدْعُوْا اِلَى ضَلاَلَةٍ ، اِلاَّ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ اَوْزَارِهِمْ . لاَ يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْئًا" .

রেওয়ায়ত ৪১

মালিক (র) বলেন ঃ তাঁহার নিকট খবর পৌঁছিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফরমাইয়াছেন ঃ যেকোন আহ্বানকারী হিদায়াতের দিকে আহ্বান করিবে তবে তাহাকে তাহার অনুসরণকারীদের সমান পুণ্য দেওয়া হইবে। অনুসরণকারীদের পুণ্য হইতে বিন্দুমাত্র কম করা হইবে না। আর যেকোন আহবানকারী পথভ্রষ্টতার দিকে আহবান করিবে, তবে তাহার উপর অনুসরণকারীদের পাপসমূহের সমান পাপ বর্তাইবে। তাহাতে অনুসরণকারীদের পাপসমূহের এতটুকুও কম করা হইবে না।

٤٢ - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ عَبْدِ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ : اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِى مِنْ اَئِمَّةِ الْمُتَّقِيْنَ .

রেওয়ায়ত ৪২

মালিক (র) বলেন ঃ তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) দু'আ করিয়াছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِى مِنْ اَئِمَّةِ الْمُتَّقِيْنَ .[২]

٤٣ - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ اَبَا الدَّرْدَاءِ كَانَ يَقُوْمُ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ ، فَيَقُوْلُ : (نَامَتِ الْعُيُوْنُ . وَغَارَتِ النُّجُوْمُ ، وَاَنْتَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ).

রেওয়ায়ত ৪৩

মালিক (র) বলেন ঃ তাঁহার নিকট খবর পৌঁছিয়াছে যে, আবুদ্দারদা (রা) যখন মধ্যরাত্রে নামাযে দাঁড়াইতেন তখন বলিতেন ঃ

---

১. হে প্রভু! আমি যেন ভাল কাজ করি ও মন্দকে পরিত্যাগ করিতে পারি এবং মিসকিনদের ভালবাসিতে পারি, সেই তওফিক আপনার নিকট হইতে সাওয়াল করিতেছি, আর যখন লোকদিগকে পরীক্ষায় ফেলিতে ইচ্ছা করেন তখন আমাকে গোলযোগমুক্ত অবস্থায় আপনার নিকট গ্রহণ করিয়া লইবেন।

২. হে প্রভু! আমাকে আদর্শ মুত্তাকিনদের অন্তর্ভুক্ত কর।

نَامَتِ الْعُيُونُ . وَغَارَتِ النُّجُومُ ، وَاَنْتَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ .১

١٠- باب : النهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر

পরিচ্ছেদ ১০ ঃ ফজর ও আসরের পর নামায নিষিদ্ধ হওয়া

٤٤- حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ الصُّنَابِحِىِّ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "اِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ . فَاِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا . ثُمَّ اِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا . فَاِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا. فَاِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا . فَاِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا" . وَنَهٰى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِى تِلْكَ السَّاعَاتِ .

রেওয়ায়ত ৪৪

আবদুল্লাহ্ সুনাবিহি (রা) হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ নিশ্চয়ই সূর্য উদিত হয় এবং উহার সাথে শয়তানের শিং থাকে। অতঃপর যখন সূর্য ঊর্ধ্বে উঠে তখন শিং সূর্য হইতে পৃথক হইয়া যায়। ইহার পর সূর্য যখন বরাবর হয়, তখন উহা শয়তানের শিং-এর সহিত মিলিত হয়। ইহার পর যখন সূর্য হেলিয়া যায়, তখন উহা পৃথক হইয়া যায়। সূর্য যখন অস্তমিত হওয়ার সময় হয়, তখন উহা সূর্যের সহিত মিলিত হয়। অতঃপর যখন অস্তমিত হয়, তখন উহাকে ছাড়িয়া দেয়। এই সময়গুলিতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নামায পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন।

٤٥- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِيهِ ؛ اَنَّهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ : "اِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ ، فَاَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتّٰى تَبْرُزَ . وَاِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ ، فَاَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتّٰى تَغِيبَ" .

রেওয়ায়ত ৪৫

হিশাম ইবনে উরওয়াহ্ (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ যখন সূর্যের উপর দিকের অংশ উদিত হয় তখন তোমরা নামায্ বিলম্বে পড়িও, সূর্য পরিষ্কারভাবে ওঠা পর্যন্ত। আর যখন সূর্য অস্ত যায় তখন নামাযকে পিছাইয়া দাও উহা অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত।

٤٦- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلٰى اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بَعْدَ الظُّهْرِ . فَقَامَ يُصَلِّى الْعَصْرَ. فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ، ذَكَرْنَا تَعْجِيلَ الصَّلَاةِ ، اَوْ ذَكَرَهَا . فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ : " تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ . تِلْكَ

১. চক্ষুসমূহ ঘুমাইয়াছে, নক্ষত্ররাজি অস্ত গিয়াছে এবং তুমি চিরঞ্জীব, চিরন্তন, স্বাধিষ্ঠ।

صَلاَةُ الْمُنَافِقِينَ . تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَا فِقِينَ . يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ ، حَتَّى إِذَا اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ ، وَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَىِ الشَّيْطَانِ ، أَوْ عَلَى قَرْنِ الشَّيْطَانِ ، قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا . لاَ يَذْكُرُ اللّٰهِ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلاً" .

রেওয়ায়ত ৪৬

আলী ইবনে আবদুর রহমান (র) বলেন ঃ আমরা যোহরের পর আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-এর নিকট প্রবেশ করিলাম, তিনি আসর পড়িতে দাঁড়াইলেন। যখন তিনি নামায সমাপ্ত করিলেন, তখন নামাযে তাড়াতাড়ি করার বিষয় উল্লেখ করিলাম অথবা তিনি উল্লেখ করিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলিতে শুনিয়াছি– উহা মুনাফিকদের নামায, উহা মুনাফিকদের নামায, উহা মুনাফিকদের নামায। তাহাদের একজন বসিয়া থাকে। যখন সূর্য হলুদ বর্ণের হইয়া যায় এবং উহা মিলিত হয় শয়তানের শিংয়ের সাথে। সে উঠে এবং চারটি ঠোকর মারে।[১] উহাতে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে অতি অল্প।

٤٧– وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "لاَ يَتَحَرَّ أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّى عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَلاَ عِنْدَ غُرُوبِهَا" .

রেওয়ায়ত ৪৭

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন সূর্য উদয়ের সময় এবং অস্ত যাওয়ার সময় নামায পড়ার ইচ্ছা না করে।

٤٨– وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ ، نَهٰى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَعَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ .

রেওয়ায়ত ৪৮

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসরের পর সূর্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত নামায পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন আর ফজরের পর সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত নামায পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন।

٤٩– وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ : لاَتَحَرَّوْا بِصَلاَتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبَهَا . فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَطْلُعُ قَرْنَاهُ مَعَ طُلُوعِ الشَّمْسِ . وَيَغْرُبَانِ مَعَ غُرُوبِهَا .

وَكَانَ يَضْرِبُ النَّاسَ عَلَى تِلْكَ الصَّلاَةِ .

---

১. অর্থাৎ তাড়াতাড়ি নামায আদায় করে এরূপভাবে সিজদা করে যেমন ঠোকর মারে।

রেওয়ায়ত ৪৯

আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে উমর (রা) হইতে বর্ণিত– উমর ইব্‌নে খাত্তাব (রা) বলিতেন ঃ তোমরা সূর্য উদয় এবং অস্ত যাওয়ার সময় তোমাদের নামায আদায় করার ইচ্ছা করিও না। কারণ শয়তান তাহার শিং দুইটি বাহির করে সূর্য উদয়ের সাথে এবং উভয়কে (শিং) অস্তমিত করে সূর্যাস্তের সাথে। আর তিনি (উমর রা) লোকদিগকে এই (সময়) নামায পড়ার কারণে প্রহার করিতেন।

٥٠ - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ؛ اَنَّهُ رَاى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَضْرِبُ الْمُنْكَدِرَ فِى الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ .

রেওয়ায়ত ৫০

সায়িব ইব্‌নে ইয়াযিদ (র) হইতে বর্ণিত– তিনি উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-কে দেখিয়াছেন যে, তিনি (উমর রা) আসরের পর নামায পড়ার কারণে মুনকাদির (র)-কে প্রহার করিতেছেন।

অধ্যায় ১৬

١٦ ـ كتاب الجنائز

জানাইয

١- باب : غسل الميت

পরিচ্ছেদ ১ ঃ মৃতের গোসল

١- حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غُسِّلَ فِي قَمِيصٍ .

রেওয়ায়ত ১

মুহাম্মদ ইব্‌নে বাকির (র) হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কোর্তা পরিহিত অবস্থায় গোসল দেওয়া হইয়াছে।

٢ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ ؛ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ ، فَقَالَ : " اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا ، أَوْخَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكِ . إِنْ رَأَيْتُنَّ ذٰلِكِ ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ . وَاجْعَلْنَ فِي الْأٰخِرَةِ كَافُورًا . أَوْشَيْئًا مِنْ كَافُورٍ . فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي " . قَالَتْ : فَرَغْنَا آذَنَّاهُ . فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ . فَقَالَ : "أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ" تَعْنِي بِحِقْوِهِ ، إِزَارَهُ .

রেওয়ায়ত ২

উম্মে 'আতিয়া আনসারী (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহার কন্যার যখন ওফাত হয় তখন আমাদের নিকট আসিলেন, তারপর তিনি বলিলেন ঃ তাহাকে তোমরা গোসল দাও তিনবার অথবা পাঁচবার অথবা ইহা অপেক্ষা অধিক পানি ও কুলপত্র (কুলপত্রসহ গরম দেওয়া পানি) দ্বারা। আর শেষে তোমরা কর্পূর দাও অথবা (তিনি বলিয়াছেন) কিছু কর্পূর দাও। তোমরা যখন গোসল সমাপ্ত করিবে তখন আমাকে সংবাদ দিবে। অতঃপর আমরা গোসল সমাপ্ত করিয়া তাহাকে খবর দিলাম। তিনি তাঁহার ইযার আমাদিগকে প্রদান করিলেন এবং বলিলেন, ইহা তাহার দেহের সাথে লেপটাইয়া দাও। উম্মে 'আতিয়া (রা) হাকওয়া (حقوة) দ্বারা তাঁহার ইযার বুঝাইয়াছেন।

٣- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ؛ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ

غَسَّلَتْ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ، حِينَ تُوُفِّيَ . ثُمَّ خَرَجَتْ فَسَأَلَتْ مَنْ حَضَرَهَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ . فَقَالَتْ : إِنِّي صَائِمَةٌ . وَإِنَّ هٰذَا يَوْمٌ شَدِيدُ الْبَرْدِ، فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ غُسْلٍ ؟ فَقَالُوا : لاَ .

রেওয়ায়ত ৩

আবদুল্লাহ্ ইব্নে আবূ বকর (রা) হইতে বর্ণিত– আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর সহধর্মিণী আসমা বিন্ত উমাইস (রা) আবূ বকর সিদ্দীককে গোসল দেন, যখন তিনি ইন্তিকাল করেন। অতঃপর তিনি বাহির হইলেন এবং উপস্থিত মুহাজিরদের নিকট প্রশ্ন করিলেন ঃ আমি রোযাদার; আর এখন খুব শীতের দিন। আমার উপর গোসল কি জরুরী ? তাহারা বলিলেন ঃ না।

٤- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ ، وَلَيْسَ مَعَهَا نِسَاءٌ يُغَسِّلْنَهَا ، وَلاَ مِنْ ذَوِي الْمَحْرَمِ أَحَدٌ يَلِي ذٰلِكَ مِنْهَا ، وَلاَ زَوْجٌ يَلِي ذٰلِكَ مِنْهَا ، يُمِّمَتْ فَمُسِحَ بِوَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا مِنَ الصَّعِيدِ.

قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا هَلَكَ الرَّجُلُ ، وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ ، إِلاَّ نِسَاءٌ ، يَمَّمْنَهُ أَيْضًا .

قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ لِغُسْلِ الْمَيِّتِ عِنْدَنَا شَيْءٌ مَوْصُوفٌ . وَلَيْسَ لِذٰلِكَ صِفَةٌ مَعْلُومَةٌ . وَلٰكِنْ يُغَسَّلُ فَيُطَهَّرُ .

রেওয়ায়ত ৪

মালিক (র) বলেন ঃ তিনি আহলে ইল্মকে[১] বলিতে শুনিয়াছেন, কোন স্ত্রীলোকের মৃত্যু হইলে এবং সেই স্ত্রীলোকের সাথে তাহাকে গোসল দিতে পারে এইরূপ কোন মেয়েলোক যদি না থাকে এবং কোন মাহ্রম[২] আত্মীয়ও না থাকে সে সেই স্ত্রীলোকের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে অথবা স্বামীও নাই যে তাহার গোসলের দায়িত্ব নিতে পারে–এইরূপ অবস্থার সম্মুখীন হইলে তবে সেই স্ত্রীলোককে তায়াম্মুম করানো হইবে; পবিত্র মাটি দ্বারা তাহার মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয়কে মসেহ্ করিয়া দেওয়া হইবে।

মালিক (র) বলেন ঃ কোন পুরুষ লোকের মৃত্যু হইলে তাহার নিকট বেগানা কোন স্ত্রীলোক ব্যতীত অন্য কেউ না থাকিলে স্ত্রীলোকেরা তাহাকে অনুরূপ তায়াম্মুম করাইবে।

মালিক (র) বলিয়াছেন ঃ মৃত লোকের গোসলের ব্যাপারে আমাদের নিকট কোন নির্দিষ্ট সীমা ও সংজ্ঞা নাই, অবশ্য গোসল দেওয়াইতে হইবে, আর তাহারত করাইতে হইবে।

٢- باب : ماجاء في كفن الميت

পরিচ্ছেদ ২ ঃ মুর্দার কাফন প্রসঙ্গ

٥- حَدَّثَنِي يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ

১. আহ্লে ইল্ম–অভিজ্ঞ উলামা।
২. মাহ্রম– যে সকল আত্মীয়ের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হারাম।

النَّبِيِّ ﷺ : اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ اَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ .

রেওয়ায়ত ৫

নবী-করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে [১] سحولية (সাহুল-এ তৈরি) সাদা বর্ণের তিনটি কাপড় দ্বারা কাফন দেওয়া হইয়াছিল। উহাতে কোর্তা এবং পাগড়ি ছিল না।

٦ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ اَنَّهُ قَالَ : بَلَغَنِي اَنَّ اَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَالَ لِعَائِشَةَ ، وَهُوَ مَرِيضٌ : فِي كَمْ كُفِّنَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ؟ فَقَالَتْ : فِي ثَلاَثَةِ اَثْوَابٍ ، بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ . فَقَالَ اَبُو بَكْرٍ : خُذُوا هٰذَا الثَّوْبَ (لِثَوْبٍ عَلَيهِ ، قَدْ اَصَابَهُ مِشْقٌ اَوْ زَعْفَرَانٌ) فَاغْسِلُوهُ . ثُمَّ كَفِّنُونِي فِيهِ . مَعَ ثَوْبَيْنِ اٰخَرَيْنِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ : وَمَا هٰذَا فَقَالَ اَبُو بَكْرٍ : الْحَيُّ اَحْوَجُ اِلَى الْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ . وَاِنَّمَا هٰذَا لِلْمُهْلَةِ .

রেওয়ায়ত ৬

ইয়াহ্ইয়া ইব্‌নে সাঈদ (র) বলেন ঃ আমি অবগত হইয়াছি যে, আবূ বকর সিদ্দীক (রা) যখন পীড়িত ছিলেন, তখন তিনি আয়েশা (রা)-কে বলিলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কয়টি কাপড়ে কাফন দেওয়া হইয়াছে ? আয়েশা (রা) বলিলেন ঃ সাহুলে তৈরি সাদা রঙ্গের তিনটি কাপড়ে। তারপর আবূ বকর (রা) তাঁহার পরিধানে যে কাপড় ছিল সেই কাপড়ের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন ঃ আয়েশা! এই কাপড়টি ধর এবং যাহাতে গেরুয়া রং অথবা জাফরান লাগিয়াছিল, ইহাকে ধৌত কর। তারপর অন্য দুইটি কাপড়ের সহিত (মিলাইয়া) এ কাপড়ে আমাকে তোমরা কাফন দিও। (ইহা শুনিয়া) আয়েশা (রা) বলিলেন ঃ ইহা কি! নূতন কাপড় কি পাওয়া যাইবে না ? আবূ বকর (রা) বলিলেন ঃ মৃত ব্যক্তি অপেক্ষা জীবিত লোকেরই প্রয়োজন বেশি, আর এই কাপড় মৃতের পুঁজের জন্য।

٧ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ؛ اَنَّهُ قَالَ : الْمَيِّتُ يُقَمَّصُ ، وَيُؤَزَّرُ ، وَيُلَفُّ فِي الثَّوْبِ الثَّالِثِ . فَاِنْ لَمْ يَكُنْ اِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ ، كُفِّنَ فِيهِ .

রেওয়ায়ত ৭

আবদুর রহমান [২] ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন 'আস (র) হইতে বর্ণিত– তিনি বলেন ঃ মুর্দাকে কোর্তা এবং ইযার

---

১. সাহুল–ইয়েমেনের একটি প্রসিদ্ধ স্থানের নাম।

২. আমর ইবনুল আস-এর আবদুর রহমান নামে কোন সন্তান ছিলেন না। সম্ভবত আবদুর রহমানের স্থলে আবদুল্লাহ্ হইবে। আউজাযুল মাসালিক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩৫।

পরিধান করান হইবে। অতঃপর তৃতীয় কাপড় দ্বারা তাহাকে আবৃত করিতে হইবে। আর যদি একটি কাপড় ব্যতীত অন্য কাপড় না থাকে তবে উহাতেই কাফন দেওয়া হইবে।

٣- باب : المشى امام الجنازة

পরিচ্ছেদ ৩ ঃ জানাযার আগে চলা

٨- حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ، وَاَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ، كَانُوْا يَمْشُوْنَ اَمَامَ الْجَنَازَةِ . وَالْخُلَفَاءُ هَلُمَّ جَرًّا . وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ .

রেওয়ায়ত ৮

ইব্‌ন শিহাব (র) হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ, আবূ বকর সিদ্দীক (রা), উমর (রা) তাঁহারা সকলেই জানাযার আগে চলিতেন। তাঁহাদের পরে খলীফাগণ (যুগে যুগে) এবং আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা)-ও এইরূপ করিয়াছেন।

٩- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْهُدَيْرِ ؛ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ رَاَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقْدُمُ النَّاسَ اَمَامَ الْجَنَازَةِ ، فِى جَنَازَةِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ .

রেওয়ায়ত ৯

ইব্‌নে রবীআ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে হুদায়র (র) হইতে বর্ণিত– তিনি যায়নব বিন্‌ত জাহাশ (রা)-এর জানাযার আগে উমর ইব্‌নে খাত্তাব (রা)-কে লোকের সম্মুখে চলিতে দেখিয়াছেন।

١٠- وَحَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ؛ قَالَ : مَارَاَيْتُ اَبِى قَطُّ فِى جَنَازَةٍ ، اِلاَّ اَمَامَهَا .

قَالَ : ثُمَّ يَاْتِي الْبَقِيْعَ فَيَجْلِسُ ، حَتَّى يَمُرُّوا عَلَيْهِ .

রেওয়ায়ত ১০

হিশাম ইব্‌নে উরওয়াহ্ (র) বলেন ঃ আমি আমার পিতাকে কখনও কোন জানাযায় উহার আগে আগে ছাড়া চলিতে দেখি নাই, কিন্তু বকী'তে পৌঁছার পর সেখানে বসিতেন। লোকজন (জানাযাসহ) তাঁহার সম্মুখ দিয়া গমন করিতেন।

١١- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ اَنَّهُ قَالَ : الْمَشْىُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ مِنْ خَطَاءِ السُّنَّةِ .

রেওয়ায়ত ১১

ইব্‌ন শিহাব বলেন ঃ জানাযার পিছনে চলা সুন্নতের খেলাফ।

٤- باب : النهى عن ان تتبع الجنازة بنار

পরিচ্ছেদ ৪ ঃ জানাযার পিছনে আগুন লইয়া চলা নিষেধ

١٢- حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِى بَكْرٍ ؛ اَنَّهَا قَالَتْ لاَهْلِهَا : اَجْمِرُوا ثِيَابِى اِذَا مِتُّ . ثُمَّ حَنِّطُونِى . وَلاَ تَذُرُّوا عَلَى كَفَنِى حِنَاطًا . وَلاَتَتْبَعُونِى بِنَارٍ .

রেওয়ায়ত ১২

আস্‌মা বিন্‌ত আবূ বকর (রা) নিজের পরিবারের লোকদিগকে বলিয়াছেন ঃ আমার মৃত্যু হইলে আমার কাপড়কে (কাফন) খোশবুযুক্ত করিও, তারপর আমার দেহে হানূত (কাপূর, মিশ্‌কে আম্বর ইত্যাদি দ্বারা তৈরি এক প্রকারের খোশবু) লাগাইবে। কিন্তু হানূত আমার কাফনে ছিটাইবে না, আর আগুন সাথে লইয়া আমার পিছনে চলিও না।

١٣ - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ اَبِى سَعِيدٍ الْمُقْبِرِىِّ ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ؛ اَنَّهُ نَهٰى اَنْ يُتْبَعَ ، بَعْدَ مَوْتِهِ ، بِنَارٍ .

قَالَ يَحْيٰى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَكْرَهُ ذٰلِكَ .

রেওয়ায়ত ১৩

আবূ সাঈদ মাকবুরী (রা) হইতে বর্ণিত- আবূ হুরায়রা (রা) তাহার মৃত্যুর পর পিছনে আগুন লইয়া চলিতে নিষেধ করিয়াছেন।

ইয়াহ্‌ইয়া (র) বলিলেন ঃ আমি শুনিয়াছি যে, মালিক (র) ইহাকে মাকরূহ জানিতেন।

٥- باب : التكبير على الجنائز

পরিচ্ছেদ ৫ ঃ জানাযার তাকবীর প্রসঙ্গ

١٤- حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ نَعَى النَّجَاشِىَّ لِلنَّاسِ ، فِى الْيَوْمِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ . وَخَرَجَ بِهِمْ اِلَى الْمُصَلّٰى . فَصَفَّ بِهِمْ . وَكَبَّرَ اَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ .

রেওয়ায়ত ১৪

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদিগকে নাজ্জাশীর মৃত্যুর খবর দিয়াছেন, যেদিন তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে সেইদিন। অতঃপর লোকজনকে লইয়া তিনি মুসল্লায় (নামাযের স্থানে) গমন করিয়াছেন, অতঃপর তাহাদিগকে সারিবদ্ধ করাইয়াছেন এবং চার তাকবীর বলিয়াছেন।

١٥- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ : أَنَّ مِسْكِينَةً مَرِضَتْ ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِمَرَضِهَا وَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَعُودُ الْمَسَاكِينَ وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : "إِذَا مَاتَتْ فَآذِنُونِي بِهَا" فَخُرِجَ بِجَنَازَتِهَا لَيْلاً ، فَكَرِهُوا أَنْ يُوقِظُوا رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ . فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أُخْبِرَ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِهَا . فَقَالَ : "أَلَمْ آمُرْكُمْ أَنْ تُؤْذِنُونِي بِهَا "؟ فَقَالُوا : يَارَسُولَ اللّٰهِ . كَرِهْنَا أَنْ نُخْرِجَكَ لَيْلاً ، وَنُوقِظَكَ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ، حَتَّى صَفَّ بِالنَّاسِ عَلَى قَبْرِهَا . وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ .

রেওয়ায়ত ১৫

আবূ উমামা (র) হইতে বর্ণিত– জনৈকা মিসকীন স্ত্রীলোক অসুস্থ হইলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তাঁহার রোগের খবর দেওয়া হয়। (আবূ উমামা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অভ্যাস ছিল, তিনি মিস্‌কীনদের শুশ্রূষা করিতেন এবং তাহাদের খোঁজ-খবর রাখিতেন। তাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন, এই স্ত্রীলোকের মৃত্যু হইলে তোমরা তাহার মৃত্যু সংবাদ আমার নিকট পৌঁছাইবে। কিন্তু তাহার জানাযা বাহির করা হইল রাত্রে। তাই তাঁহারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জাগানো উচিত মনে করিলেন না। যখন ফজর হইল, তখন তাঁহার অবস্থা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে খবর দেওয়া হইল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ আমি কি তোমাদিগকে তাহার সংবাদ দেওয়ার জন্য বলি নাই ? তাঁহারা বলিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনার কষ্ট হইবে মনে করিয়া আমরা সংবাদ দেওয়া ভাল মনে করি নাই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বাহির হইলেন এবং তাঁহার কবরে লোকজনকে লইয়া জানাযার জন্য দাঁড়াইলেন। অতঃপর চারটি তাকবীর বলিলেন।

١٦- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِك بَعْضَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ ، وَيَفُوتُهُ بَعْضُه ؟ فَقَالَ : يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنْ ذٰلِكَ .

রেওয়ায়ত ১৬

মালিক (র) ইব্‌ন শিহাব (র)-এর নিকট প্রশ্ন করিলেন সেই ব্যক্তি সম্পর্কে, যে ব্যক্তি জানাযার (নামাযের) কিছু তাকবীর পাইয়াছে এবং কিছু পায় নাই। তিনি বলিলেন, যাহা পায় নাই উহা পূর্ণ করিতে হইবে।

٦- باب : مايقول المصلى على الجنازة

পরিচ্ছেদ ৬ ঃ জানাযার নামাযে মুসল্লি কি পড়িবেন

١٧- حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ اَبِى سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ اَبِيهِ ؛ اَنَّهُ سَأَلَ اَبَا هُرَيْرَةَ ، كَيْفَ تُصَلِّى عَلَى الْجَنَازَةِ ؟ فَقَالَ اَبُو هُرَيْرَةَ : اَنَا، لَعَمْرُ اللّٰهِ اُخْبِرُكَ . اَتَّبِعُهَا مِنْ اَهْلِهَا . فَاِذَا وُضِعَتْ كَبَّرْتُ . وَحَمِدْتُ اللّٰهَ . وَصَلَّيْتُ عَلَى نَبِيِّهِ . ثُمَّ اَقُولُ : اَللّٰهُمَّ اِنَّهُ عَبْدُكَ ، وَابْنُ عَبْدِكَ ، وَابْنُ اَمَتِكَ . كَانَ يَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ . وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ . وَاَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ . اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ مُحْسِنًا ، فَزِدْ فِى اِحْسَانِهِ وَاِنْ كَانَ مُسِيْئًا فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ . اَللّٰهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا اَجْرَهُ . وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ .[১]

রেওয়ায়ত ১৭

আবূ সাঈদ মাক্‌বুরী (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, তাঁহার পিতা জানাযার নামায কিভাবে পড়িবেন তাহা আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিকট প্রশ্ন করিলেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্‌র স্থায়িত্বের কসম, আমি তোমাকে (উহার নিয়ম) শিখাইয়া দিব। আমি মৃত ব্যক্তির পরিবার-পরিজন হইতে জানাযার সাথে চলি। জানাযা যখন রাখা হয়, আমি তখন তাকবীর বলি এবং আল্লাহ্‌র হাম্‌দ ও তাঁহার নবীর উপর দরূদ পাঠ করি। তারপর বলি ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّهُ عَبْدُكَ ، وَابْنُ عَبْدِكَ ، وَابْنُ اَمَتِكَ . كَانَ يَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ . وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ . وَاَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ . اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ مُحْسِنًا ، فَزِدْ فِى اِحْسَانِهِ وَاِنْ كَانَ مُسِيْئًا ، فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ . اَللّٰهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا اَجْرَهُ . وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ .

١٨ - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ اَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : صَلَّيْتُ وَرَاءَ اَبِى هُرَيْرَةَ عَلَى صَبِىٍّ لَمْ يَعْمَلْ خَطِيئَةً قَطُّ . فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : اَللّٰهُمَّ اَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .

রেওয়ায়ত ১৮

ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র) বলেন ঃ আমি সাঈদ ইবন মুসায়্যাব (র)-কে বলিতে শুনিয়াছি, আমি আবূ হুরায়রা (রা)-এর পিছনে এমন একটি শিশুর জানাযা পড়িয়াছি, যে শিশু কখনও কোন পাপ করে নাই। আমি তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি ঃ

---

১. হে আল্লাহ্! এই ব্যক্তি আপনার বান্দা এবং আপনার বান্দা ও বান্দীর পুত্র, সে সাক্ষ্য দিত যে, আপনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই এবং মুহাম্মদ (সা) আপনার বান্দা ও আপনার রসূল, আপনি এই বান্দা সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। হে আল্লাহ্! এই ব্যক্তি যদি প্রকৃত নেক বান্দা হন তবে তাঁহার নেকী বৃদ্ধি করুন। আর যদি সে মন্দ লোক হয় তবে তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিন। হে আল্লাহ্! ইহার পুণ্যের সওয়াব হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিবেন না এবং তাহার পর আমাদিগকে ফিতনায় লিপ্ত করিবেন না।

اَللّٰهُمَّ اَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ١

١٩ - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّ عَبْدِ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَقْرَأُ فِى الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ.

রেওয়ায়ত ১৯

নাফি' (র) বলেন ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্নে উমর (রা) জানাযার নামাযে কোন কিরাআত পড়িতেন না।

٧- باب : الصلاة على الجنائز بعد الصبح الى الاسفار وبعد العصر الى الاصفراء

পরিচ্ছেদ ৭ ঃ ফজরের ও আসরের পর জানাযার নামায পড়া

٢٠- حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِى حَرْمَلَةَ، مَوْلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى سُفْيَانَ ابْنِ حُوَيْطِبٍ ؛ اَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ اَبِى سَلَمَةَ تُوُفِّيَتْ، وَطَارِق اَمِيرُ الْمَدِينَةِ. فَاَتِىَ بِجَنَازَتِهَا بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ. فَوُضِعَتْ بِالْبَقِيعِ . قَالَ : وَكَانَ طَارِقٌ يُغَلِّسُ بِالصُّبْحِ .

قَالَ ابْنُ اَبِى حَرْمَلَةَ : فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ لِاَهْلِهَا : اِمَّا اَنْ تُصَلُّوا عَلَى جَنَازَتِكُمْ الْآنَ، وَاِمَّا اَنْ تَتْرُكُوهَا حَتّٰى تَرْفِعَ الشَّمْسُ .

রেওয়ায়ত ২০

মুহাম্মদ ইব্নে আবি হারমালা (র) হইতে বর্ণিত– যায়নব বিনতে আবি সালমা (রা)-এর যখন ওফাত হয়, তখন তারিক (র) মদীনার আমীর ছিলেন। তাঁহার জানাযা আনা হইল ফজরের পর, জানাযা বাকীতে রাখা হইল, আর তারিক (র) খুব ভোরে ফজরের নামায পড়িতেন। ইব্ন আবি হারমালা (র) বলেন ঃ আমি আবদুল্লাহ্ ইব্নে উমর (রা)-কে (তখন) যায়নবের লোকদিগকে বলিতে শুনিয়াছি ঃ তোমরা তোমাদের জানাযার নামায এখন পড়িয়া নাও অথবা রাখিয়া যাও– সূর্য উর্ধ্বে ওঠা পর্যন্ত।

٢١- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : يُصَلّٰى عَلَى الْجَنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ ، اِذَا صُلِّيَتَا لِوَقْتِهِمَا .

রেওয়ায়ত ২১

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত– আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) বলেন ঃ আসরের পর ও ফজরের পর জানাযার নামায পড়া যাইতে পারে, যদি উভয় নামায যথাসময়ে পড়া হইয়া থাকে।

---

১. হে আল্লাহ! ইহাকে কবর আযাব হইতে বাঁচান।

٨- باب : الصلاة على الجنائز فى المسجد

পরিচ্ছেদ ৮ ঃ মসজিদে জানাযার নামায পড়া

٢٢- حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ اَبِي النَّضْرِ ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ؛ اَنَّهَا اَمَرَتْ اَنْ يُمَرَّ عَلَيْهَا بِسَعْدِ بْنِ اَبِي وَقَّاصٍ فِي الْمَسْجِدِ ، حِينَ مَاتَ ، لِتَدْعُولَهُ فَاَنْكَرَ ذٰلِكَ النَّاسُ عَلَيْهَا . فَقَالَتْ عَائِشَةُ : مَااَسْرَعَ النَّاسَ ! مَاصَلَّى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى سُهَيْلِ ابْنِ بَيْضَاءِ اِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ .

রেওয়ায়ত ২২

আবূন নাযর (র) হইতে বর্ণিত– সা'দ ইব্নে আবি ওয়াক্কাস (রা)-এর যখন মৃত্যু হয়, নবী করীম ﷺ -এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) তাঁহার জানাযা মসজিদের ভিতর আয়েশা (রা)-এর সামনে দিয়া লইয়া যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়াছিলেন, যেন তিনি তাঁহার (সা'দ ইব্নে আবি ওয়াক্কাসের) জন্য দু'আ করিতে পারেন। লোকে তাঁহার এই কাজের সমালোচনা করিলেন। তখন আয়েশা (রা) বলিলেন ঃ লোক কত তাড়াতাড়ি ভুলিয়া গেল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সুহায়ল ইব্নে বয়যা (রা)-এর জানাযার নামায মসজিদেই পড়িয়াছিলেন।

٢٣ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ اَنَّهُ قَالَ : صُلِّيَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْمَسْجِدِ .

রেওয়ায়ত ২৩

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত– আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) বলেন ঃ তিনি উমর ইবনে খাত্তাব (রা)-এর জানাযার নামায মসজিদের ভিতর আদায় করিয়াছেন।

٩- باب : جامع الصلاة على الجنائز

পরিচ্ছেদ ৯ ঃ জানাযার নামাযের বিবিধ আহকাম

٢٤- حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ ، وَاَبَا هُرَيْرَةَ كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى الْجَنَائِزِ بِالْمَدِينَةِ . الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ . فَيَجْعَلُونَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِي الاِمَامَ . وَالنِّسَاءِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ .

রেওয়ায়ত ২৪

মালিক (র) বলেন ঃ তাঁহার নিকট খবর পৌঁছিয়াছে যে, উসমান ইব্নে আফ্ফান (রা), আবদুল্লাহ্ ইব্নে উমর (রা) এবং আবূ হুরায়রা (রা) মদীনায় পুরুষ ও স্ত্রীলোকের জানাযার নামায (একত্রে) পড়িতেন। তখন তাঁহারা পুরুষদিগকে (লাশ) ইমামের নিকট, স্ত্রীলোকদিকে (লাশ) কিবলার কাছে রাখিতেন।

٢٥ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ اِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَائِزِ يُسَلِّمُ ، حَتَّى يُسْمِعَ مَنْ يَلِيهِ .

রেওয়ায়ত ২৫

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত– আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে উমর (রা) যখন জানাযার নামায পড়িতেন, তখন (নামাযান্তে) পার্শ্ববর্তী লোকে শুনে এইভাবে উচ্চৈঃস্বরে সালাম ফিরাইতেন।

٢٦ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ : لاَيُصَلِّى الرَّجُلُ عَلَى الْجَنَازَةِ اِلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ.

قَالَ يَحْيٰى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : لَمْ اَرَ اَحَدًا مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُ اَنْ يُصَلَّى عَلَى وَلَدُ الزِّنَا وَاُمِّهِ .

রেওয়ায়ত ২৬

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত– আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে উমর (রা) বলিতেন ঃ ওযূ ছাড়া কোন লোক যেন জানাযার নামায না পড়ে।

ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন– মালিক (র) বলিতেন ঃ আমি আহলে ইল্‌মের মধ্যে কাহাকেও জারজ সন্তান (وَلَدُ الزِّنَا) ও তাহার মাতার জানাযার নামায পড়াকে মাকরূহ মনে করিতে দেখি নাই।

١٠- باب : ماجاء فى دفن الميت

পরিচ্ছেদ ১০ ঃ মুর্দার দাফন সম্পর্কে যাহা বর্ণিত হইয়াছে

٢٧– حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ تُوُفِّى يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ ، وَدُفِنَ يَوْمَ الثُّلاثَا. وَصَلَّى النَّاسُ عَلَيْهِ اَفْذَاذًا . لاَ يَؤُمُّهُمْ اَحَدٌ . فَقَالَ نَاسٌ : يُدْفَنُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ . وَقَالَ اُخَرُوْنَ : يُدْفَنُ بِالْبَقِيعِ . فَجَاءَ اَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ : "مَادُفِنَ نَبِىٌّ قَطُّ اِلاَّ فِى مَكَانِهِ الَّذِى تُوُفِّىَ فِيهِ" فَحُفِرَلَهُ فِيهِ فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ غُسْلِهِ ، وَاَرَادُوا نَزْعَ قَمِيصِهِ ، فَسَمِعُوْا صَوْتًا يَقُوْلُ : لاَ تَنْزِعُوْا الْقَمِيْصُ ، وَغُسِّلَ ، وَهُوَ عَلَيْهِ ﷺ .

রেওয়ায়ত ২৭

মালিক (র) বলেন ঃ তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ওফাত পাইয়াছেন সোমবার এবং তাঁহাকে দাফন করা হইয়াছে মঙ্গলবার, আর লোকে তাঁহার (জানাযার) নামায পড়িয়াছেন পৃথক পৃথকভাবে;

কেউ তাঁহাদের ইমামতি করিতেছিলেন না। অতঃপর কিছু লোক বলেন, তাঁহাকে মিম্বরের নিকট দাফন করা হউক; পরে কেউ বলেন, বকী'তে দাফন করা হউক। ইতিমধ্যে আবূ বকর সিদ্দীক (রা) উপস্থিত হন। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলিতে শুনিয়াছি, কখনও কোন নবীকে দাফন করা হয় নাই যে জায়গায় তিনি ওফাত পাইয়াছেন সেই জায়গায় ব্যতীত। অতঃপর সেই জায়গায় (অর্থাৎ তাঁহার হুজরা শরীফে) তাঁহার কবরের স্থান নির্ধারণ করা হয়। যখন তাঁহাকে গোসল দেওয়ার সময় হয় এবং লোকে তাঁহার কোর্তা খোলার জন্য ইচ্ছা করেন, তখন তাঁহারা আওয়ায শুনিতে পাইলেন– কেউ বলিতেছেন, কোর্তা খুলিও না। তারপর কোর্তা খোলা হয় নাই। ফলে কোর্তা তাঁহার (পবিত্র) দেহেই ছিল। সেই অবস্থায়ই গোসল দেওয়া হইয়াছে।

٢٨- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلَانِ . أَحَدُهُمَا يَلْحَدُ، وَالْآخَرُ لَا يَلْحَدُ . فَقَالُوا : أَيُّهُمَا جَاءَ أَوَّلُ ، عَمِلَ عَمَلَهُ. فَجَاءَ الَّذِي يَلْحَدُ ، فَلَحَدَ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ .

রেওয়ায়ত ২৮

হিশাম ইব্‌ন উরওয়াহ্ (র) তাঁহার পিতা উরওয়াহ্ ইব্‌ন যুবায়র (র) হইতে বর্ণনা করেন– মদীনায় দুইজন লোক ছিলেন, একজন বোগলী কবর (لحد) তৈয়ার করিতেন, অন্যজন বোগলী করিতেন না। তাঁহারা (সাহাবীগণ) বলিলেন, দুইজনের মধ্যে যিনি প্রথমে আসিবেন তিনিই কাজ শুরু করিবেন। তারপর যিনি বোগলী করিতেন তিনি প্রথমে আসিলেন। পরে তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য বোগলী কবর প্রস্তুত করিলেন।

٢٩- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ ، كَانَتْ تَقُولُ : مَا صَدَّقْتُ بِمَوْتِ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى سَمِعْتُ وَقْعَ الْكَرَازِينَ .

রেওয়ায়ত ২৯

মালিক (র) বলেন ঃ তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, নবী করীম ﷺ-এর পত্নী উম্মে সালমা (রা) বলিতেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মৃত্যু সংবাদ বিশ্বাস করি নাই, যতক্ষণ কোদাল চালনার শব্দ শুনিতে পাই নাই।

٣٠ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ رَأَيْتُ ثَلَاثَةَ أَقْمَارٍ سَقَطْنَ فِي حَجْرِي (حُجْرَتِي) فَقَصَصْتُ رُؤْيَايَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ .

قَالَتْ : فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَدُفِنَ فِي بَيْتِهَا . قَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ : هٰذَا أَحَدُ أَقْمَارِكِ ، وَهُوَ خَيْرُهَا .

রেওয়ায়ত ৩০

নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমি স্বপ্নে দেখিলাম, তিনটি চাঁদ আমার হুজরায়

পতিত হইয়াছে। অতঃপর আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট আমার স্বপ্ন বর্ণনা করিলাম। আয়েশা (রা) বলেন ঃ যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ওফাত প্রাপ্ত হইলেন এবং আমার গৃহে তাঁহাকে দাফন করা হইল, তখন তিনি (আবূ বকর সিদ্দীক রা) তাঁহাকে (আয়েশা রা) বলিলেন, (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহার স্বপ্নের দেখা) চাঁদসমূহের একটি এবং তিনি ﷺ তাঁহাদের মধ্যে উত্তম।

٣١ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِمَّنْ يَثِقُ بِهِ ؛ اِنْ سَعْدَ بْنَ اَبِي وَقَّاصٍ ، وَسَعِيدَ ابْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ ، تُوُفِّيَا بِالْعَقِيقِ . وَحُمِلاَ اِلَى الْمَدِينَةِ . وَدُفِنَا بِهَا .

রেওয়ায়ত ৩১

মালিক (র) বর্ণনা করেন– সা'দ ইব্ন আবি ওয়াক্কাস (রা) এবং সাঈদ ইব্ন যায়দ ইব্ন আমর ইব্ন নুফাইল (রা) আকিক নামক স্থানে ওফাত পান। তাহাদিগকে মদীনায় আনা হয় এবং সেখানে দাফন করা হয়।

٣٢- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِيهِ ؛ اَنَّهُ قَالَ : مَااُحِبُّ اَنْ اُدْفَنَ بِالْبَقِيعِ . لاَنْ اَدْفَنَ بِغَيْرِهِ اَحَدُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ اُدْفَنَ بِهِ . اِنَّمَا هُوَ اَحَدُ رَجُلَيْنِ . اِمَّا ظَالِمٌ ، فَلاَاُحِبُّ اَنْ اُدْفَنَ مَعَهُ . وَاِمَّا صَالِحٌ ، فَلاَ اُحِبُّ اَنْ تُنْبَشَ لِي عِظَامُهُ .

রেওয়ায়ত ৩২

হিশাম ইব্ন উরওয়াহ্ (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন– তিনি (যুবায়র রা) বলিয়াছেন ঃ বাকীতে আমাকে দাফন করা হউক, তাহা আমি পছন্দ করি না, কারণ আমাকে বাকীতে দাফন করা অপেক্ষা অন্যত্র দাফন করা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। (কারণ সেই কবরওয়ালা) অবশ্য দুই ব্যক্তির এক ব্যক্তি বটে, হয়ত সে জালিম, তাই সেই ব্যক্তির সহিত আমাকে দাফন করা হউক তাহা আমি পছন্দ করি না অথবা তিনি সৎ ব্যক্তি, তাই আমার জন্য তাঁহার হাড় (কবর) খোলা হউক, ইহা আমি পছন্দ করি না। (বাকী কবরস্থানে নূতন কবরের জায়গা না থাকায় পুরাতন কবর খুলিয়া উহাতে কবর দেওয়া হইত।)

١١- باب : الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر

পরিচ্ছেদ ১১ ঃ জানাযার জন্য দণ্ডায়মান হওয়া ও কবরের উপর বসা

٣٣- حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِي طَالِبٍ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُومُ فِي الْجَنَائِزِ ثُمَّ جَلَسَ ، بَعْدُ .

রেওয়ায়ত ৩৩

আলী ইব্নে আবি তালিব (রা) হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জানাযার সম্মানার্থে দাঁড়াইতেন, পরবর্তী সময়ে তিনি দাঁড়াইতেন না বরং বসিয়া থাকিতেন।

٣٤ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ عَلِيَّ بْنَ اَبِي طَالِبٍ كَانَ يَتَوَسَّدُ الْقُبُورَ ، وَيَضْطَجِعُ عَلَيْهَا .

قَالَ مَالِكٌ : وَاِنَّمَا نُهِيَ عَنِ الْقُعُودِ عَلَى الْقُبُورِ ، فِيمَا نُرَى ، لِلْمَذَاهِبِ .

রেওয়ায়ত ৩৪

মালিক (র) বলেন ঃ তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, আলী ইব্ন আবি তালিব (রা) কবরকে তাকিয়া বানাইতেন আর উহার উপর শুইতেন।

মালিক (র) বলেন ঃ আমরা যাহা জানি তাহা হইল, মলমূত্র ত্যাগের জন্য কবরের উপর বসিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

٣٥ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ اَبِي بَكْرِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ؛ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا اُمَامَةَ ابْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ يَقُولُ : كُنَّا نَشْهَدُ الْجَنَائِزَ ، فَمَا يَجْلِسُ اُخِرُ النَّاسِ حَتَّى يُؤْذَنُوا .

রেওয়ায়ত ৩৫

আবূ বকর ইব্ন উসমান ইব্ন সাহল ইব্নে হুনায়ফ (র) হইতে বর্ণিত– তিনি আবূ উমামা ইব্ন সাহল ইব্ন হুনায়ফকে বলিতে শুনিয়াছেন ঃ আমরা জানাযায় শরীক হইতাম, তবে লোকদের মধ্যে শেষ ব্যক্তিও বসিতেন না, যতক্ষণ না তাহাকে সকলে অনুমতি দিতেন।

١٢– باب : النهى عن البكاء على الميت

পরিচ্ছেদ ১২ ঃ মৃত ব্যক্তির জন্য কাঁদিতে নিষেধ করা

٣٦– حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَابِرِبْنِ عَتِيكٍ ، عَنْ عَتِيكِ بْنِ الْحَارِثِ ، وَهُوَ جَدُّ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَابِرٍ ، اَبُو اُمِّهِ ؛ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ : اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَتِيكٍ اَخْبَرَهُ : اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ جَاءَ يَعُودُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ ثَابِتٍ ، فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ عَلَيْهِ . فَصَاحَ بِهِ. فَلَمْ يُجِبْهُ فَاسْتَرْجَعَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ، وَقَالَ : "غُلِبْنَا عَلَيْكَ ، يَا اَبَا الرَّبِيعِ" فَصَاحَ النِّسْوَةُ ، وَبَكَيْنَ . فَجَعَلَ جَابِرٌ يُسَكِّتُهُنَّ . فَقَالَ

رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : "دَعْهُنَّ . فَاِذَا وَجَبَ ، فَلاَ تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ" قَالُوا : يَارَسُولَ اللّٰهِ . وَمَا الْوُجُوبُ ؟ قَالَ : "اِذَا مَاتَ" فَقَالَتِ ابْنَتُهُ : وَاللّٰهِ اِنْ كُنْتُ لاَرْجُو اَنْ تَكُونَ شَهِيدًا ، فَاِنَّكَ كُنْتَ قَدْ قَضَيْتَ جِهَازَكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : " اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَوْقَعَ اَجْرَهُ عَلَى قَدْرِ نِيَّتِهِ . وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ" ؟ قَالُوا : الْقَتْلُ فِى سَبِيلِ اللّٰهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : "الشُّهَدَاءُ سَبْعَةٌ سِوَى الْقَتْلِ فِى سَبِيلِ اللّٰهِ : الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ ، وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ ، وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ ، وَالْحَرِقُ شَهِيدٌ ، وَالَّذِى يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ ، وَالْمَرْاَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ ، شَهِيدٌ" .

রেওয়ায়ত ৩৬

জাবির ইব্‌নে আতিক (রা) হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাবিত (রা)-কে রোগশয্যায় দেখিতে আসিলেন। তাঁহাকে রোগে কাহিল অবস্থায় পাইলেন। তিনি তাঁহাকে ডাকিলেন, কিন্তু তিনি কোন উত্তর দিলেন না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'ইন্নালিল্লাহি' পাঠ করিলেন এবং বলিলেন ঃ হে আবূ রাবী'! আমরা তোমার ব্যাপারে পরাস্ত হইলাম। স্ত্রীলোকেরা তখন চিৎকার করিয়া উঠিল এবং কাঁদিতে লাগিল। জাবির ইব্‌নে আতিক (রা) তাহাদিগকে বারণ করিতে লাগিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ তাহাদিগকে ছাড়, যখন সময় আসিবে তখন কোন ক্রন্দনকারিণী ক্রন্দন করিবে না। তাঁহারা বলিলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্! وجوب বা সময় আসার অর্থ কি? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ যখন মৃত্যু হইবে। ইহা শুনিয়া তাঁহার কন্যা মৃত পিতাকে বলিলেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম, আমি আশা করিয়াছিলাম আপনি শহীদ হইবেন। কারণ আপনি (জিহাদের) আসবাব প্রস্তুত করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ তাঁহার নিয়ত অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার জন্য সওয়াব নির্ধারণ করিয়াছেন। তোমরা শাহাদত কাহাকে গণ্য করিয়া থাক? তাঁহারা বলিলেন- আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত হওয়াকে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ আল্লাহ্‌র পথে নিহত হওয়া ছাড়াও শহীদ সাত প্রকারের– তাউনে (মহামারীতে) মৃত ব্যক্তি শহীদ, যে ডুবিয়া মরিয়াছে সে শহীদ, নিউমোনিয়া রোগে মৃত ব্যক্তি শহীদ, পেটের পীড়ায় মৃত ব্যক্তি শহীদ, যে পুড়িয়া মরিয়াছে সে শহীদ, কোন কিছু চাপা পড়িয়া যে মরিয়াছে সে শহীদ, অন্তঃসত্ত্বায় মৃত মহিলা শহীদ।

٣٧ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى بَكْرٍ ، عَنْ اَبِيهِ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ؛ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ : اَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ تَقُولُ : وَذُكِرَلَهَا اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ : اِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ . فَقَالَتْ عَائِشَةَ : يَغْفِرُ اللّٰهُ لِاَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ . اَمَا اَنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ . وَلٰكِنَّهُ نَسِىَ ، اَوْ اَخْطَا . اِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِيَهُودِيَّةٍ يَبْكِى عَلَيْهَا اَهْلُهَا فَقَالَ : " اِنَّكُمْ لَتَبْكُونَ عَلَيْهَا ، وَاِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِى قَبْرِهَا " .

রেওয়ায়ত ৩৭

'আম্‌রা বিন্‌ত আবদুর রহমান (র) হইতে বর্ণিত– তিনি উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন– তাঁহার নিকট উল্লেখ করা হয় যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, জীবিত ব্যক্তির ক্রন্দনের কারণে মৃত ব্যক্তিকে আযাব দেওয়া হয়। ইহা শুনিয়া আয়েশা (রা) বলিলেন ঃ আবূ আবদুর রহমানকে আল্লাহ্ ক্ষমা করুন। ইহা সত্য যে, তিনি মিথ্যা বলেন নাই। অবশ্য তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন অথবা ভুল করিয়াছেন।

ঘটনা এই যে, এক ইহুদী মহিলার (কবরের) পাশ দিয়া একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যাইতেছিলেন, তাহার পরিবারের লোকেরা তাহার জন্য কাঁদিতেছিল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ তাহারা উহার জন্য কাঁদিতেছে অথচ উহাকে কবরে আযাব দেওয়া হইতেছে।

١٣- باب : الحسبة فى المصيبة

পরিচ্ছেদ ১৩ ঃ মুসিবতে ধৈর্যধারণ

٣٨- حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "لاَ يَمُوتُ لِاَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ ، فَتَمَسَّهُ النَّارُ ، اِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ" .

রেওয়ায়ত ৩৮

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ মুসলমানদের কাহারও তিনটি সন্তানের মৃত্যু হইলে তাহাকে (জাহান্নামের) আগুন স্পর্শ করিবে না। তবে কসম হালাল হওয়া পরিমাণ সময় অর্থাৎ অতি অল্প সময় অথবা জাহান্নামের উপর দিয়া (পুলসিরাত) অতিক্রম করাকালীন।

٣٩- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِى بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ اَبِيهِ ، عَنْ اَبِى النَّضْرِ السَّلَمِيِّ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ :"لاَيَمُوتُ لِاَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَحْتَسِبُهُمْ ، اِلاَّ كَانُوا لَهُ جُنَّةً مِنَ النَّارِ" فَقَالَتِ امْرَاَةٌ، عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ : يَارَسُولَ اللّٰهِ . اَوِاثْنَانِ ؟ قَالَ "اَوِاثْنَانِ" .

রেওয়ায়ত ৩৯

আবূ নায্‌র[১] সালামী (র) হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ মুসলমানদের কাহারও যদি তিনটি সন্তান মারা যায়, অতঃপর সে যদি উহাদের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করে, তবে সন্তান তাহার জন্য (জাহান্নামের) আগুন হইতে (রক্ষার) ঢালস্বরূপ হইবে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট জনৈকা মহিলা বলিলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! দুইটি সন্তানের মৃত্যু হইলেও কি ? তিনি বলিলেন ঃ দুইটি সন্তানের (মৃত্যু) হইলে)-ও।

٤٠- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ اَبِى الْحُبَابِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ اَبِى

১. অধিকাংশ উলামার মতে আবূন নাযর-এর স্থলে ইবনুন নাযর হইবে। (আউজাযুল মাসালিক)

هُرَيْرَةَ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "مَايَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصَابُ فِى وَلَدِهِ وَحَامَّتِهِ ، حَتّٰى يَلْقَى اللّٰهَ وَلَيْسَتْ لَهُ خَطِيئَةٌ " .

রেওয়ায়ত ৪০

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ সর্বদা মু'মিনের উপর মুসিবত পৌঁছিয়া থাকে, তাহার সন্তান ও আত্মীয়দের (মৃত্যু ও রোগের) কারণে। এমন কি এইভাবে সে আল্লাহ্‌র সহিত মিলিত হয় নিষ্পাপ অবস্থায়।

١٤- باب : جامع الحسبة فى المصيبة

পরিচ্ছেদ ১৪ ঃ মুসিবতের ধৈর্যধারণ সম্পর্কে বিবিধ বর্ণনা

٤١- حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِى بَكْرٍ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "لِيُعَزِّ الْمُسْلِمِيْنَ فِى مَصَائِبِهِمْ ، الْمُصِيْبَةُ بِى" .

রেওয়ায়ত ৪১

আবদুর রহমান ইব্‌ন কাসিম (র) হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ মুসলমানগণ তাহাদের মুসিবতে সান্ত্বনা লাভ করিবে আমার মুসিবত দ্বারা অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মুসিবত দেখিয়া।

٤٢ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ اَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "مَنْ اَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ فَقَالَ ، كَمَا اَمَرَ اللّٰهُ : (اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ . اَللّٰهُمَّ اَجُرْنِى فِى مُصِيْبَتِى ، وَاَعْقِبْنِى خَيْرًا مِنْهَا) ، اِلاَّ فَعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ بِهِ" قَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ : فَلَمَّا تُوُفِّىَ اَبُو سَلَمَةَ ، قُلْتُ ذٰلِكَ . ثُمَّ قُلْتُ : وَمَنْ خَيْرٌ مِنْ اَبِى سَلَمَةَ ؟ فَاَعْقَبَهَا اللّٰهُ رَسُولَهُ ﷺ ، فَتَزَوَّجَهَا .

রেওয়ায়ত ৪২

নবী করীম ﷺ -এর পত্নী উম্মে সালমা (রা) হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ যাহার (উপর) কোন মুসিবত পৌঁছে, অতঃপর আল্লাহ্ তাহাকে যেরূপ নির্দেশ দিয়াছেন সেইরূপ বলে– ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাযিউন–

اَللّٰهُمَّ اَجُرْنِى فِى مُصِيْبَتِى ، وَاَعْقِبْنِى خَيْرًا مِنْهَا [১]

তবে আল্লাহ্ তাহার সহিত সেইরূপ করিবেন। উম্মে সালমা (রা) বলেন ঃ আবূ সালমা (রা)-এর ওফাতের পর আমি উক্ত দু'আ পাঠ করিলাম, আর বলিলাম ঃ আবূ সালমা (রা) হইতে ভাল কে হইবেন ? ফলে তাহার পরিবর্তে আল্লাহ্ আমাকে তাঁহার রাসূল (সা)-কে প্রদান করিলেন, অতঃপর তিনি আমাকে বিবাহ করেন।

---

১. 'হে আল্লাহ্! আমার মুসিবতে (উহার বিনিময়ে) আমাকে সওয়াব দান করুন এবং উহার পশ্চাতে আমাকে উহা অপেক্ষা উত্তম বস্তু দান করুন।'

٤٣ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : هَلَكَتِ امْرَأَةٌ لِي . فَأَتَانِي مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ ، يُعَزِّينِي بِهَا . فَقَالَ : إِنَّهُ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ فَقِيهٌ عَالِمٌ عَابِدٌ مُجْتَهِدٌ . وَكَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ. وَكَانَ بِهَا مُعْجِبًا وَلَهَا مُحِبًّا . فَمَاتَتْ . فَوَجَدَ عَلَيْهَا وَجْدًا شَدِيدًا . وَلَقِيَ عَلَيْهَا أَسَفًا ، حَتَّى خَلاَ فِي بَيْتٍ ، وَغَلَّقَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَاحْتَجَبَ مِنَ النَّاسِ . فَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْهِ أَحَدٌ . وَإِنَّ امْرَأَةً سَمِعَتْ بِهِ ، فَجَاءَتْهُ . فَقَالَتْ : إِنَّ لِي إِلَيْهِ حَاجَةً أَسْتَفْتِيهِ فِيهَا . لَيْسَ يُجْزِينِي فِيهَا إِلاَّ مُشَافَهَتُهُ . فَذَهَبَ النَّاسُ ، وَلَزِمَتْ بَابَهُ . وَقَالَتْ : مَالِي مِنْهُ بُدٌّ . فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ : إِنَّ هٰهُنَا امْرَأَةً أَرَادَتْ أَنْ تَسْتَفْتِيَكَ ، وَقَالَتْ : إِنْ أَرَدْتُ إِلاَّ مُشَافَهَتَهُ . وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ ، وَهِيَ لاَ تُفَارِقُ الْبَابَ . فَقَالَ : ائْذَنُوا لَهَا. فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ . فَقَالَتْ : إِنِّي جِئْتُكَ أَسْتَفْتِيكَ فِي أَمْرٍ. قَالَ : وَمَا هُوَ ؟ قَالَتْ : إِنِّي اسْتَعَرْتُ مِنْ جَارَةٍ لِي حَلْيًا . فَكُنْتُ أَلْبَسُهُ وَأُعِيرُهُ زَمَانًا . ثُمَّ إِنَّهُمْ أَرْسَلُوا إِلَيَّ فِيهِ ، أَفَأُؤَدِّيهِ إِلَيْهِمْ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . وَاللّٰهِ . فَقَالَتْ : إِنَّهُ قَدْ مَكَثَ عِنْدِي زَمَانًا . فَقَالَ : ذٰلِكَ أَحَقُّ لِرَدِّكِ إِيَّاهُ إِلَيْهِمْ ، حِينَ أَعَارُوكِيهِ زَمَانًا. فَقَالَتْ : أَيْ . يَرْحَمُكَ اللّٰهُ . أَفَتَأْسَفُ عَلَى مَا أَعَارَكَ اللّٰهُ ، ثُمَّ أَخَذَهُ مِنْكَ وَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْكَ ؟ فَأَبْصَرَ مَا كَانَ فِيهِ، وَنَفَعَهُ اللّٰهُ بِقَوْلِهَا .

রেওয়ায়ত ৪৩

কাসিম ইব্‌নে মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ আমার এক স্ত্রীর ইন্তিকাল হয়। মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব কুরাজী (র) আমাকে তাঁহার (মৃত্যু) উপলক্ষে সান্ত্বনা দিতে আসিলেন। তিনি বলিলেন ঃ বনি ইসরাঈলের এক ব্যক্তি ছিলেন আলিম, ইবাদতগুযার, মুজতাহিদ, শরীয়তের মাসায়েলে পারদর্শী। তাঁহার এক স্ত্রী ছিল, তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে গভীর ভালবাসা ছিল। (ঘটনাক্রমে) সেই স্ত্রীর মৃত্যু হয়। ইহাতে তিনি খুব মর্মাহত ও ব্যথিত হইলেন। এমন কি তিনি নিজেকে একটি গৃহে অন্তরীণ করিয়া ফেলিলেন এবং লোকের সংশ্রব বর্জন করিলেন। অতঃপর কেহ তাঁহার কাছে যাইত না। জনৈকা মহিলা এই বৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন।

তিনি বলিলেন ঃ তাঁহার কাছে আমার একটি আবশ্যক রহিয়াছে, যে বিষয়ে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিব। তাহার সহিত সামনাসামনি না হইলে আমার আবশ্যক পূর্ণ হইবে না। (তাঁহার গৃহদ্বার ত্যাগ করিয়া) সব লোক চলিয়া গেল, কিন্তু উক্ত মহিলা তাঁহার দ্বারে রহিয়াই গেলেন এবং বলিলেন ঃ তাঁহার নিকট আমার প্রয়োজন রহিয়াছে। একজন লোক সেই ব্যক্তির নিকট বলিল ঃ এইখানে একজন মহিলা আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে

ইচ্ছুক। তিনি বলিতেছেন ঃ আমি তাঁহার সাক্ষাতপ্রার্থী মাত্র। সকল লোক চলিয়া গিয়াছে কিন্তু তিনি দরজা ছাড়েন না। তিনি বলিলেন ঃ তোমরা তাহাকে আসিতে অনুমতি দাও। (অনুমতি পাইয়া সেই মহিলা) প্রবেশ করিলেন এবং বলিলেন, আমি আপনার নিকট একটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি। তিনি বলিলেন ঃ সেই বিষয়টি কি ? (উক্ত মহিলা) বলিলেন ঃ আমার প্রতিবেশিনীর নিকট হইতে আমি একটি গহনা ধার নিলাম। অতঃপর আমি উহা পরিধান করিতাম এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত উহা লোককে ধারস্বরূপ দিতাম। অতঃপর তাহারা উহার (ফেরত দেওয়ার) জন্য আমার নিকট লোক পাঠাইলেন। আমি উহা ফেরত দিব কি ? তিনি বলিলেন ঃ হ্যাঁ, আল্লাহ্র কসম। মহিলা বলিলেন ঃ সেই গহনাটি যে বেশ কিছুদিন আমার কাছে ছিল। তিনি বলিলেন ঃ এইজন্য আরও বেশি উচিত যে, তুমি উহা তাহাদের নিকট ফেরত দাও, তাঁহারা এতকাল পর্যন্ত তোমাকে ধার দিয়াছেন। তখন উক্ত মহিলা বলিলেন ঃ ওহে! আপনার প্রতি আল্লাহ্ দয়া করুন, আপনি আফসোস করিতেছেন এমন বস্তুর উপর যাহা আল্লাহ্ আপনাকে ধার দিয়াছেন, অতঃপর তিনি উহা গ্রহণ করিয়াছেন আপনার নিকট হইতে। অথচ তিনি উহার হকদার বেশি আপনি অপেক্ষা। তবে ভাবিয়া দেখুন আপনি কোন্ হালতে আছেন। আল্লাহ্ এই মহিলার উপদেশ দ্বারা তাঁহাকে উপকৃত করিলেন।

١٥- باب : ماجاء فى الاختفاء

পরিচ্ছেদ ১৫ ঃ কাফন চুরির সাজা

٤٤- حَدَّثَنِي يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ : لَعَنَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ الْمُخْتَفِي وَالْمُخْتَفِيَةَ. يَعْنِي نَبَّاشَ الْقُبُورِ.

রেওয়ায়ত ৪৪

আবু রিজাল মুহাম্মদ ইব্নে আবদুর রহমান (র) তাঁহার মাতা আম্রা বিন্ত আবদুর রহমান (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাফন-চোর পুরুষ এবং নারীকে লা'নত করিয়াছেন।

٤٥ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ تَقُولُ : كَسْرُ عَظْمِ الْمُسْلِمِ مَيْتًا ، كَكَسْرِهِ وَهُوَ حَيٌّ . تَعْنِي ، فِي الْإِثْمِ .

রেওয়ায়ত ৪৫

নবী করীম ﷺ-এর পত্নী আয়েশা (রা) বলিতেন ঃ মৃতাবস্থায় মুসলমানদের হাড় ভাঙিয়া দেওয়া জীবিতাবস্থায় হাড় ভাঙিয়া দেওয়ার মত। মালিক (র) বলেন,অর্থাৎ পাপের দিক দিয়া সমান।

١٦- باب : جامع الجنائز

পরিচ্ছেদ ১৬ ঃ জানাযা সংক্রান্ত বিবিধ আহকাম

٤٦- حَدَّثَنِي يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ

الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ ؛ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ، وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى صَدْرِهَا، وَأَصْغَتْ إِلَيْهِ ، يَقُولُ : " (اللَّهُمَّ اغْفِرْلِي ، وَارْحَمْنِي ، وَأَلْحِقْنِي ، وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى) " .

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَامِنْ نَبِيٍّ يَمُوتُ حَتَّى يُخَيَّرَ" قَالَتْ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ " (اللَّهُمَّ الرَّفِيقِ الْأَعْلَى) " فَعَرَفْتُ أَنَّهُ ذَاهِبٌ .

রেওয়ায়ত ৪৬

আব্বাদ ইব্‌নে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (র) বলেন ঃ নবী করীম ﷺ-এর পত্নী আয়েশা (রা) তাঁহাকে খবর দিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহার ওফাতের পূর্বে যখন আয়েশা (রা)-এর বুকে মাথা রাখিয়া শায়িত ছিলেন তখন আয়েশা (রা) তাঁহার দিকে ঝুঁকিয়া রহিয়াছিলেন। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলিতে শুনিয়াছেন ঃ

اللَّهُمَّ اغْفِرْلِي وَارْحَمْنِي وَأَلْحِقْنِي وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى [১]

নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) বলেন– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ এখতিয়ার দেওয়ার পূর্বে কোন নবীর ওফাত হয় না। তিনি (আয়েশা রা.) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলিতে শুনিয়াছি اللَّهُمَّ الرَّفِيقِ الْأَعْلَى তখন আমি জানিতে পারিলাম, তিনি পরলোকগমন করিতেছেন।

٤٧ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ ، عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ . إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ . يُقَالُ لَهُ : هٰذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ" .

রেওয়ায়ত ৪৭

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ তোমাদের কেহ যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন সকাল-সন্ধ্যা তাহার নিকট তাহার অবস্থানের জায়গা পেশ করা হয়। যদি সে বেহেশতী হয় তবে বেহেশতীদের (ঠিকানার) মধ্যে তাঁহার ঠিকানা দেখান হইবে। আর যদি দোযখী হয় তবে দোযখীদের (ঠিকানার) মধ্যে তাহার ঠিকানা দেখান হইবে। তাহাকে বলা হইবে ঃ ইহাই তোমার ঠিকানা, কিয়ামত দিবসে উক্ত ঠিকানায় তোমাকে পৌঁছান পর্যন্ত।

٤٨ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ

---

১. হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা করুন এবং দয়া করুন আর আমাকে الرَّفِيقِ الْأَعْلَى -এর সঙ্গে মিলাইয়া দিন।

رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ "كُلُّ ابْنِ اٰدمَ تَأْكُلُهُ الْاَرْضُ ، اِلاَّ عَجْبَ الذَّنَبِ . مِنْهُ خُلِقَ ، وَفِيهِ يُرَكَّبُ" .

রেওয়ায়ত ৪৮

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ বনি আদমের মেরুদণ্ডের নিম্নাংশের ক্ষুদ্র হাড়টি ব্যতীত সবকিছুই মাটি খাইয়া ফেলিবে, উহা হইতেই সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং উহা হইতেই পুনরায় সৃষ্টি করা হইবে।

٤٩– وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ اَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الْاَنْصَارِيِّ ؛ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ ، كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ ، كَانَ يُحَدِّثُ : اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ "اِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَيْرٌ يَعْلَقُ فِى شَجَرِ الْجَنَّةِ ، حَتَّى يَرْجِعَهُ اللّٰهُ اِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَثُهُ" .

রেওয়ায়ত ৪৯

কা'ব ইব্ন মালিক (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ মু'মিনের আত্মা পাখির মত বেহেশতের বৃক্ষে লটকান থাকে, পুনরুত্থান দিবসে তাঁহার দেহে ফিরাইয়া পাঠান পর্যন্ত।

٥٠ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ اَبِى الزِّنَادِ، عَنِ الْاَعْرَجِ ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "قَالَ اللّٰهُ ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى : اِذَا اَحَبَّ عَبْدِى لِقَائِى ، اَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ . وَاِذَا كَرِهَ لِقَائِى ، كَرِهْتُ لِقَاءَهُ" .

রেওয়ায়ত ৫০

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আমার বান্দা আমার সাক্ষাতকে ভালবাসিলে আমিও তাহার সাক্ষাতকে ভালবাসি। আর সে আমার সাক্ষাতকে অপছন্দ করিলে, আমিও তাহার সাক্ষাতকে অপছন্দ করি।

٥١ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ اَبِى الزِّنَادِ ، عَنِ الْاَعْرَجِ ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ حَسَنَةً قَطُّ ، لِاَهْلِهِ : اِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوهُ . ثُمَّ اُذْرُوا نِصْفَهُ فِى الْبَرِّ ، وَنِصْفَهُ فِى الْبَحْرِ. فَوَاللّٰهِ لَئِنْ قَدَرَاللّٰهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لَايُعَذِّبُهُ اَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ، فَعَلُوا مَا اَمَرَهُمْ بِهِ . فَاَمَرَ اللّٰهُ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَافِيهِ . وَاَمَرَ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَافِيهِ . ثُمَّ قَالَ : لِمَ فَعَلْتَ هٰذَا ؟ قَالَ : مِنْ خَشْيَتِكَ ، يَارَبِّ وَاَنْتَ اَعْلَمُ . قَالَ : فَغَفَرَلَهُ " .

রেওয়ায়ত ৫১

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ এক ব্যক্তি কোন সময় নেকী করে নাই, তাহার পরিজনকে বলিল ঃ সে মারা গেলে তাহাকে যেন জ্বালাইয়া ফেলে, অতঃপর উহার অর্ধেক শুকনায় ছড়াইয়া দেয়, আর অর্ধেক সাগরে ছিটাইয়া দেয়। আল্লাহ্র কসম, যদি আল্লাহ্ তাহার জন্য শাস্তি নির্ধারণ করেন তবে তাহাকে এইরূপ শাস্তি দিবেন জগদ্বাসীদের কাহাকেও সেইরূপ শাস্তি তিনি দিবেন না। সেই ব্যক্তির যখন মৃত্যু হইল, তাহার পরিজন তাহার নির্দেশানুযায়ী কাজ করিল।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা শুষ্ক ভূমিকে হুকুম করিলেন, সেই ব্যক্তির অংশসমূহকে যাহা তাহার মধ্যে ছিল একত্র করিয়া দিতে, আর সাগরকে হুকুম দিলেন, যাহা তোমার মধ্যে ছিল একত্র করিয়া দিতে। ভূমি সেই ব্যক্তির অংশকে একত্র করিয়া দিল, সাগরও উহাকে একত্র করিয়া দিল। তারপর আল্লাহ্ বলিলেন ঃ তুমি এই কাজ কেন করিলে ? সে বলিল ঃ আপনার ভয়ে, হে প্রভু! আর আপনি অধিক জ্ঞাত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ অতঃপর তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইল।

٥٢ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ اَبِى الزِّنَادِ ، عَنِ الْاَعْرَجِ ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ . فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ . كَمَا تُنَاتَجُ الْاِبِلُ ، مِنْ بَهِيمَةٍ جَمْعَاءَ . هَلْ تُحِسُّ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ؟" قَالُوا : يَارَسُولَ اللّٰهِ . اَرَاَيْتَ الَّذِى يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ ؟ قَالَ : "اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ" .

রেওয়ায়ত ৫২

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ (বনি আদমের) প্রতিটি নবাগত সন্তান স্বভাব-এর (فطرة) উপর জন্মায়। অতঃপর তাহার মাতাপিতা তাহাকে ইহুদী বানায়, অথবা খৃষ্টান বানায়, যেমন উট জন্ম নেয় সুস্থ-পূর্ণ দেহের উট হইতে। তোমরা কি উহাকে কর্ণ কর্তিত দেখিতে পাও ? তাহারা বলিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যে শিশু শৈশবে মারা যায় সেই শিশু সম্পর্কে আপনার মতামত কি ? তিনি বলিলেন ঃ তাহারা প্রাপ্তবয়স্ক হইলে কিরূপ কাজ করিত তাহা আল্লাহ্ অধিক অবগত।

٥٣ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ اَبِى الزِّنَادِ ، عَنِ الْاَعْرَجِ ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ : يَالَيْتَنِى مَكَانَهُ" .

রেওয়ায়ত ৫৩

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ কিয়ামত কায়েম হইবে না যতক্ষণ না এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির কবরের পাশ দিয়া চলিবে এবং বলিবে ঃ আহা, যদি আমি এই (কবরবাসী) লোকের জায়গায় হইতাম।

٥٤ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدِّيلِىِّ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ ابْنِ مَالِكٍ ، عَنْ اَبِى قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِىٍّ ؛ اَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ : اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ مُرَّعَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ ، فَقَالَ : "مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ" قَالُوا : يَارَسُولَ اللّٰهِ ، مَاالْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ ؟ قَالَ : "الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَاَذَاهَا ، اِلَى رَحْمَةِ اللّٰهِ . وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلاَدُ ، وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ" .

وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ اَبِى النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ ؛ اَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ، لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ ، وَمُرَّبِجَنَازَتِهِ : "ذَهَبْتَ وَلَمْ تَلَبَّسْ مِنْهَا بِشَىْءٍ" .

রেওয়ায়ত ৫৪

আবূ কাতাদা ইব্ন রিবয়ী (রা) বলিতেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট দিয়া একটি জানাযা নিয়া যাওয়া হইতেছিল। তিনি বলিলেন ঃ

مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ

অর্থাৎ সে নিজেও শান্তিপ্রাপ্ত এবং অন্য লোকও তাহা হইতে শান্তি লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা (উপস্থিত সাহাবীগণ) বলিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মুসতারীহ্ এবং মুসতারাহ্ মিনহু-এর তাৎপর্য কি ? তিনি বলিলেন ঃ মু'মিন বান্দা (মৃত্যুর মাধ্যমে) দুনিয়ার দুঃখ-ক্লেশ হইতে (মুক্তি লাভ করিয়া) আল্লাহ্র রহমতের দিকে গমন করে এবং শান্তি লাভ করে। আর পাপী বান্দা (عبد فاجر) হইতে আল্লাহ্র বান্দাগণ শহর, নগর, বৃক্ষরাজি ও জীব-জন্তু সবকিছুই শান্তি লাভ করে অর্থাৎ তাহার কষ্ট হইতে মুক্তি পায়।

আবুন নাযর (র) হইতে বর্ণিত– যখন উসমান ইব্নে মযউন (রা) ইন্তিকাল করিলেন এবং তাঁহার জানাযা নিয়া যাওয়া হইল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ তুমি (দুনিয়া হইতে) চলিয়া গেলে (এমন অবস্থায় যে) দুনিয়ার সাথে কোন সম্পর্ক গড়িলে না।

٥٥ – وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ اَبِى عَلْقَمَةَ ، عَنْ اُمِّهِ ؛ اَنَّهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ : قَامَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَلَبِسَ ثِيَابَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ . قَالَتْ : فَاَمَرْتُ جَارِيَتِى بَرِيرَةَ تَتْبَعُهُ . فَتَبِعَتْهُ . حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ ، فَوَقَفَ فِى اَدْنَاهُ، مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَقِفَ . ثُمَّ انْصَرَفَ . فَسَبَقَتْهُ بَرِيرَةُ فَاَخْبَرَتْنِى . فَلَمْ اَذْكُرْلَهُ شَيْئًا حَتَّى اَصْبَحَ . ثُمَّ ذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : "اِنِّى بُعِثْتُ اِلَى اَهْلِ الْبَقِيعِ لاُصَلِّىَ عَلَيْهِمْ" .

রেওয়ায়ত ৫৫

আলকামা ইব্‌নে আবি আলকামা (র) তাঁহার মাতা হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ আমি নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, এক রাত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উঠিলেন এবং কাপড় পরিধান করিলেন। অতঃপর প্রস্থান করিলেন। আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমি আমার দাসী বরীরাহ (রা)-কে তাহার অনুসরণ করিতে নির্দেশ দিলাম। সে অনুসরণ করিল। (যাইতে যাইতে) তিনি (হযরত সা.) বাকী' পর্যন্ত পৌছিলেন এবং বাকী'তে দাঁড়াইলেন, যতক্ষণ আল্লাহ্ চাহিলেন। অতঃপর প্রত্যাবর্তন করিলেন। বরীরাহ তাঁহার আগেই চলিয়া আসিল এবং আমাকে ঘটনার খবর বলিল, ভোর হওয়া পর্যন্ত আমি আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট কিছুই উল্লেখ করিলাম না। ফজরে এই ঘটনা আমি তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিলাম। তখন তিনি বলিলেন, বাকী'র বাসিন্দাদের নিকট আমি প্রেরিত হইয়াছিলাম তাঁহাদের জন্য দু'আ করার উদ্দেশ্যে।

٥٦ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : أَسْرِعُوابِجَنَائِزِكُمْ . فَإِنَّمَا هُوَ خَيْرٌ تُقَدِّمُونَهُ إِلَيْهِ ، أَوْ شَرٌّ تَضَعُونَهُ رِقَابِكُمْ .

রেওয়ায়ত ৫৬

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত– আবূ হুরায়রা (রা) বলিয়াছেন ঃ তোমরা জানাযা (নেওয়ার ব্যাপারে) খুব তাড়াতাড়ি করিও। কারণ (সেই জানাযা) হয়তো ভাল লোক যাহাকে তাহারা আল্লাহ্‌র নিকট পেশ করিতেছে অথবা মন্দ লোক যাহাকে তোমরা নিজেদের ঘাড় হইতে খালাশ করিতেছ।

অধ্যায় ১৭

١٧ ـ كتاب الزكاة
যাকাত

١- باب : ماتجب فيه الزكاة

পরিচ্ছেদ ১ ঃ কি ধরনের এবং কি পরিমাণ সম্পদে যাকাত দেওয়া ওয়াজিব

١- حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ . وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ . وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ" .

রেওয়ায়ত ১

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন – রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ পাঁচটির কম উটে যাকাত ওয়াজিব হয় না। পাঁচ উকিয়া হইতে কম রৌপ্য এবং পাঁচ অছক হইতে কম পরিমাণ শস্যেও যাকাত (উশর) ফরয হয় না।[১]

٢- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي أَبِي صَعْصَعَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، ثُمَّ الْمَازِنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ . وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقِيَّ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ . وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ" .

রেওয়ায়ত ২

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ পাঁচ অছক হইতে কম পরিমাণ খেজুরে যাকাত (উশর) নাই। পাঁচ উকিয়া হইতে কম পরিমাণ রৌপ্যে এবং পাঁচটির কম উটে যাকাত ফরয হয় না।

٣ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ عَلَى دِمَشْقَ فِي الصَّدَقَةِ : إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الْحَرْثِ ، وَالْعَيْنِ ، وَالْمَاشِيَةِ .

---

১. চল্লিশ দিরহামে এক উকিয়া এবং পাঁচ উকিয়ায় হয় দুইশত দিরহাম বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য। ষাট ছা'য়ে হয় এক অছক। আট রতলে এক ছা' এবং এক রতলে হয় প্রায় সাড়ে সাত ছটাকের মত।

قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ تَكُونُ الصَّدَقَةُ اِلاَّ فِى ثَلاَثَةِ اَشْيَاءَ : فِى الْحَرْثِ، وَالْعَيْنِ ، وَالْمَاشِيَةِ .

রেওয়ায়ত ৩

মালিক (র) বলেন ঃ তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) দামেশকে নিযুক্ত শাসনকর্তাকে লিখিয়া পাঠাইলেন–স্বর্ণ, রৌপ্য, শস্য এবং পশুপালে যাকাত ধার্য করা হইয়া থাকে।

মালিক (র) বলেন ঃ তিন প্রকার বস্তুতে যাকাত ধার্য হয়–ক্ষেতের শস্য, স্বর্ণ-রৌপ্য এবং পশুপালে।

٢- باب : الزكاة فى العين من الذهب والورق

পরিচ্ছেদ ২ ঃ স্বর্ণ-রৌপ্যের যাকাত

٤- حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ : اَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُكَاتَبٍ لَهُ قَاطَعَهُ بِمَالٍ عَظِيمٍ. هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ : اِنَّ اَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ ، زَكَاةً . حَتّٰى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .

قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : وَكَانَ اَبُو بَكْرٍ اِذَا اَعْطَى النَّاسَ اَعْطِيَاتِهِمْ . يَسْأَلُ الرَّجُلَ ، هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ ؟ فَاِذَا قَالَ : نَعَمْ . اَخَذَ مِنْ عَطَائِهِ زَكَاةَ ذٰلِكَ الْمَالِ. وَاِنْ قَالَ : لاَ . اَسْلَمَ اِلَيْهِ عَطَاءَهُ ، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا .

রেওয়ায়ত ৪

মুহাম্মদ ইব্‌ন উকবা (র) কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ আমার মুকাতাব [১] চুক্তিকৃত দাসের সঙ্গে একটি বিরাট অংকের টাকার বিনিময়ে 'মুকতাআ' [২] করিয়া ফেলিয়াছি। ইহাতেও কি যাকাত দিতে হইবে?

কাসিম (র) উত্তরে বলিলেন ঃ পূর্ণ এক বৎসর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) কোন মালের যাকাত লইতেন না। কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ কাহাকেও সরকারী ভাতা প্রদানের সময় আবূ বকর সিদ্দীক (রা) জিজ্ঞাসা করিয়া নিতেন, আপনার এমন ধন-সম্পদ আছে কি যাহাতে যাকাত দেওয়া ওয়াজিব হয়? ঐ ব্যক্তি স্বীকারোক্তি করিলে তিনি দেয় ভাতা হইতে ইহা কাটিয়া রাখিতেন। স্বীকার না করিলে ভাতা সম্পূর্ণটাই দিয়া যেতেন। কিছুই রাখিয়া দিতেন না।

---

১. কোন কিছুর বিনিময়ে আযাদ হওয়ার চুক্তি সম্পাদনকারী ক্রীতদাসকে 'মুকাতাব' বলা হয়।

২. চুক্তি করার সময় কিস্তিবন্দী অনুসারে টাকা দেওয়ার শর্ত হইয়াছিল কিন্তু পরে মালিকের সম্মতিতে 'মুকাতিব'-কে দেয় মোট অংক হইতে কমে এককালীন টাকা আদায় করিয়া আযাদ হইয়া গেলে ইহাকে 'মুকতাআ' বলা হয়।

٥ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ ، عَنْ أَبِيهَا ؛ أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ ، إِذَا جِئْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَقْبِضُ عَطَائِي ، سَأَلَنِي : هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ ؟ قَالَ ، فَإِنْ قُلْتُ : نَعَمْ . أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذٰلِكَ الْمَالِ . وَإِنْ قُلْتُ : لاَ . دَفَعَ إِلَيَّ عَطَائِي .

রেওয়ায়ত ৫

আয়েশা বিন্‌ত কোদামা (রা) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন– তিনি বলিয়াছেন ঃ বাৎসরিক ভাতা নেওয়ার জন্য উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-এর নিকট যখন আসিতাম তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন ঃ যাকাত ধার্য হওয়ার মত কোন সম্পদ আপনার নিকট রহিয়াছে কি ?

আমি হ্যাঁ-সূচক জবাব প্রদান করিলে তিনি এই ভাতা হইতে যাকাত পরিমাণ অংক কাটিয়া রাখিতেন, আর না বলিলে সম্পূর্ণ ভাতা দিয়া দিতেন।

٦– وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : لاَتَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .

রেওয়ায়ত ৬

নাফি' (র) বর্ণনা করেন– আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলিতেন ঃ সম্পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত কোন সম্পদে যাকাত ফরয হয় না।

٧– وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَعْطِيَةِ الزَّكَاةَ ، مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ .

قَالَ مَالِكٌ : السُّنَّةُ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا ، أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا . كَمَا تَجِبُ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمْ .

قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ فِي عِشْرِيْنَ دِينَارًا ، نَاقِصَةً بَيِّنَةَ النُّقْصَانِ، زَكَاةٌ . فَإِنْ زَادَتْ حَتَّى تَبْلُغَ بِزِيَادَتِهَا عِشْرِينَ دِينَارًا ، وَازِنَةً ، فَفِيهَا الزَّكَاةُ . وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا ، الزَّكَاةُ. وَلَيْسَ فِي مِائَتَيِ دِرْهَمٍ نَاقِصَةً بَيِّنَةَ النُّقْصَانِ ، زَكَاةٌ . فَإِنْ زَادَتْ حَتَّى تَبْلُغَ بِزِيَادَتِهَا مِائَتَي دِرْهَمٍ وَافِيَةً، فَفِيهَا الزَّكَاةُ . فَإِنْ كَانَتْ تَجُوزُ بِجَوَازِ الْوَازِنَةِ، رَأَيْتُ فِيهَا الزَّكَاةَ . دَنَانِيرَ كَانَتْ أَوْ دَرَاهِمَ .

قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ ، كَانَتْ عِنْدَهُ سِتُّونَ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ وَازِنَةً، وَصَرْفُ الدَّرَاهِمِ

بِبَلَدِهِ ثَمَانِيَةُ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ : أَنَّهَا لاَتَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ . وَإِنَّمَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ .

قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ مِنْ فَائِدَةٍ ، أَوْ غَيْرِهَا فَتَجَرَ فِيهَا ، فَلَمْ يَأْتِ الْحَوْلُ حَتَّى بَلَغَتْ مَاتَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ : أَنَّهُ يُزَكِّيهَا . وَإِنْ لَمْ تَتِمَّ إِلاَّ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ ، أَوْ بَعْدَ مَايَحُولُ عَلَيْهَا الْحَوْلُ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ . ثُمَّ لاَزَكَاةَ فِيهَا حَتَّى يَحُولُ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، مِنْ يَوْمَ زُكِّيَتْ .

وَقَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَشَرَةُ دَنَانِيْرَ فَتَجَرَ فِيْهَا فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، وَقَدْ بَلَغَتْ عِشْرِيْنَ دِيْنَارًا : أَنَّهُ يُزَكِّيْهَا مَكَانَهَا . وَلاَ يَنْتَظِرُ بِهَا أَنْ يَحُوْلَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، مِنْ يَوْمَ بَلَغَتْ مَاتَجِبُ فِيْهِ الزَّكَاةُ . لأَنَّ الْحَوْلَ قَدْ حَالَ عَلَيْهَا ، وَهِيَ عِنْدَهُ عِشْرُوْنَ . ثُمَّ لاَزَكَاةَ فِيْهَا حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، مِنْ يَوْمَ زُكِّيَتْ .

قَالَ مَالِكٌ : الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيهِ عِنْدَنَا فِي إِجَارَةِ الْعَبِيدِ وَخَرَاجِهِمْ ، وَكِرَاءِ الْمَسَاكِينِ ، وَكِتَابَةِ الْمُكَاتَبِ : أَنَّهُ لاَتَجِبُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذٰلِكَ ، الزَّكَاةُ ، قَلَّ ذٰلِكَ أَوْ كَثُرَ . حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ . مِنْ يَوْمٍ يَقْبِضُهُ صَاحِبُهُ .

وَقَالَ مَالِكٌ ، فِي الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ يَكُونُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ : إِنَّ مَنْ بَلَغَتْ حِصَّتُهُ مِنْهُمْ عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا . أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ . فَعَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ . وَمَنْ نَقَصَتْ حِصَّتُهُ عَمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ . وَإِنْ بَلَغَتْ حِصَصُهُمْ جَمِيعًا ، مَاتَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، وَكَانَ بَعْضُهُمْ فِي ذٰلِكَ أَفْضَلَ نَصِيبًا مِنْ بَعْضٍ ، أُخِذَ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ . إِذَا كَانَ فِي حِصَّةِ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَاتَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ . وَذٰلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ" .

قَالَ مَالِكٌ : وَهٰذَا أَحَبُّ مَاسَمِعْتَ إِلَيَّ فِي ذٰلِكَ .

قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ ذَهَبٌ أَوْ وَرِقٌ مُتَفَرِّقَةٌ بِأَيْدِي أُنَاسٍ شَتَّى ، فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُحْصِيَهَا جَمِيعًا . ثُمَّ يُخْرِجَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ زَكَاتِهَا كُلِّهَ .

قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ أَفَادَ ذَهَبًا أَوْوَرِقًا، إِنَّهُ لاَزَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ . مِنْ يَوْمَ أَفَادَهَا

রেওয়ায়ত ৭

ইব্‌ন শিহাব (র) বলেন ঃ সর্বপ্রথম মুয়াবিয়া (রা)-ই বেতন হইতে যাকাত আদায় করেন।

মালিক (র) বলেন ঃ আমাদের নিকট সর্বসম্মত প্রচলিত পদ্ধতি হইল– দুই শত দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) পরিমাণ অংকে যেমন যাকাত ধার্য করা হইয়া থাকে তেমনি বিশ দীনার[১] (স্বর্ণমুদ্রা) পরিমাণ অংকেও যাকাত ফরয হইবে।

মালিক (র) বলেন ঃ দীনার ওজনে কম হইলে এবং প্রকৃত মূল্য বিশ দীনার না হইলে ইহাতে যাকাত ধার্য হইবে না। অনুরূপ বিশ দীনারের বেশি হইলে এবং প্রকৃত মূল্য বিশ দীনার পরিমাণ হইলে ইহাতে যাকাত ধার্য হইবে।

মালিক (র) বলেন ঃ বিশ দীনার হইতে কম পরিমাণ অংকে যাকাত ফরয হয় না।

মালিক (র) বলেন ঃ দুই শত দিরহাম পরিমাণ অংক ওজনে হালকা হইলে এবং প্রকৃত মূল্য দুইশত দিরহাম না হইলে উহাতে যাকাত ধার্য হইবে না। সংখ্যায় দুই শতের বেশি হইলেও যদি প্রকৃত মূল্য দুইশত দিরহামের হয়, তবে ইহাতে যাকাত ধার্য হইবে।

মালিক (র) বলেন ঃ কাহারও নিকট যদি এক শত ষাট দিরহাম থাকে এবং সে যে অঞ্চলে বসবাস করে সেই শহরে এক দীনার সমান আট দিরহাম হিসেবে হইলেও (যদি সেই অনুপাতে একশত ষাট দিরহাম সমান বিশ দীনার হইয়া যায় তবুও) ইহাতে যাকাত ধার্য হইবে না। কেননা যাকাত ফরয হওয়ার জন্য কাহারও নিকট বিশ দীনার বা দুইশত দিরহাম থাকিতে হইবে।[২]

মালিক (র) বলেন ঃ পাঁচ দীনার পরিমাণ অর্থ নিয়া একজন ব্যবসা শুরু করিল। বৎসর শেষ হইতে না হইতেই সে যাকাত পরিমাণ দীনারের মালিক হইয়া পড়িলে তাহাকে যাকাত আদায় করিতে হইবে। বৎসর সম্পূর্ণ হওয়ার একদিন পূর্বে বা পরে ঐ পরিমাণ দীনারের মালিক হইলেও যাকাত দিতে হইবে। পরে এই যাকাত প্রদানের দিন হইতে দ্বিতীয় এক বৎসর পূর্ণ অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত আর তাহাকে যাকাত দিতে হইবে না।

মালিক (র) বলেন ঃ কেহ দশ দীনার নিয়া ব্যবসা শুরু করিল, পূর্ণ বৎসর অতিক্রান্ত হইতে না হইতে সে বিশ দীনারের মালিক হইল। তাহার উপর যাকাত ধার্য করা হইবে। যেদিন হইতে বিশ দীনারের মালিক হইল সেইদিন হইতে পূর্ণ এক বৎসর অতিক্রান্ত হইতে হইবে, এরূপ নয়। কেননা বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার সময় সে বিশ দীনারের মালিক। পরে দ্বিতীয় এক বৎসর পূর্ণ অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত আর তাহার উপর যাকাত ধার্য হইবে না।

মালিক (র) বলেন ঃ আমাদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হইল, ক্রীতদাস কর্তৃক উপার্জিত মজুরি, ভাড়া এবং কিতাবত-চুক্তির বিনিময়ে প্রদত্ত অর্থ বা সম্পদে কম হউক বা বেশি হউক যাকাত ধার্য হইবে না, যতদিন মালিক কর্তৃক অর্থপ্রাপ্তির দিন হইতে পূর্ণ এক বৎসর অতিক্রান্ত না হইবে।

---

১. সাধারণত এক দীনার সমান দশ দিরহাম হইয়া থাকে।

২. উল্লেখ্য, যদি এই কম ওজন সমান দিরহাম বা দীনার যথার্থ ওজনের দিরহাম বা দীনারের মতই চালু থাকে তবে ইহাতেও যাকাত ধার্য হইবে।

মালিক (র) বলেন ঃ স্বর্ণ বা রৌপ্যে যদি কয়েকজনের হিস্যা থাকে তবে যাহার হিস্যা বিশ দীনার (স্বর্ণ হইলে) বা দুইশত দিরহাম (রৌপ্য হইলে) পরিমাণ হইবে তাহার উপর যাকাত ধার্য হইবে। যাহার হিস্যা ইহার চেয়ে কম হইবে তাহার উপর যাকাত ফরয হইবে না। সকলের হিস্যাই যদি নিসাব পরিমাণ হয় কিন্তু কাহারও কম আর কাহারও বেশি হয় তবে প্রত্যেকের উপরই নিজ নিজ হিস্যানুসারে যাকাত ফরয হইবে। উহা এই জন্য যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ রৌপ্য পাঁচ উকিয়ার কম হইলে যাকাত ওয়াজিব নহে।

মালিক (র) বলেন ঃ আমি এ বিষয়ে যাহা কিছু শুনিয়াছি উহাদের মধ্যে উল্লিখিত ফয়সালাটি আমার পছন্দনীয়।

মালিক (র) বলেন ঃ কাহারও মালিকানাধীন স্বর্ণ ও রৌপ্য বিভিন্নজনের নিকট বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া থাকিলে সাকল্য টাকা হিসাব করিয়া যাকাত দিতে হইবে।

মালিক (র) বলেন ঃ স্বর্ণ বা রৌপ্য যদি কেহ প্রাপ্ত হয়, তবে প্রাপ্তির দিন হইতে পূর্ণ এক বৎসর অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত ইহাতে যাকাত ধার্য হইবে না।

٣- باب : الزكاة فى المعادن

পরিচ্ছেদ ৩ ঃ খনিজ দ্রব্যের যাকাত

٨- حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ اَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَطَعَ لِبِلاَلِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِىِّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ . وَهِىَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرعِ . فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا ، اِلَى الْيَوْمِ ، اِلاَّ الزَّكَاةُ .

قَالَ مَالِكٌ : اَرَى ، وَاللّٰهُ اَعْلَمُ ، اَنْ لاَيُؤْخَذُ مِنَ الْمَعَادِنِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا شَىْءٌ ، حَتّٰى يَبْلُغَ مَايَخْرُجُ مِنْهَا قَدْرَ عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا ، اَوْ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ . فَاِذَا بَلَغَ ذٰلِكَ ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ مَكَانَهُ . وَمَا زَادَ عَلَى ذٰلِكَ ، اُخِذَ بِحِسَابِ ذٰلِكَ ، مَادَامَ فِى الْمَعْدِنِ نَيْلٌ . فَاِذَا انْقَطَعَ عِرْقُهُ ، ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذٰلِكَ نَيْلٌ ، فَهُوَ مِثْلُ الْاَوَّلِ يُبْتَدَاُ فِيهِ الزَّكَاةُ. كَمَا ابْتُدِئَتْ فِى الْاَوَّلِ .

قَالَ مَالِكٌ : وَالْمَعْدِنُ بِمَنْزِلَةِ الزَّرْعِ . يُؤْخَذُ مِنْهُ مِثْلُ مَايُؤْخَذُ مِنَ الزَّرْعِ . يُؤْخَذُ مِنْهُ اِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَعْدِنِ مِنْ يَوْمِهِ ذٰلِكَ . وَلاَ يُنْتَظَرُ بِهِ الْحَوْلُ . كَمَا يُؤْخَذُ مِنَ الزَّرْعِ ، اِذَا حُصِدَ ، الْعُشْرُ . وَلاَ يُنْتَظَرُ اَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .

রেওয়ায়ত ৮

রবীআ ইব্‌ন আবূ আবদুর রহমান (র) হইতে একাধিকজন বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'ফুরআ' অঞ্চলে অবস্থিত কাবালিয়্যা খনিসমূহ বিলাল ইব্‌ন হারিস মুযানীকে জায়গীর হিসাবে দিয়াছিলেন। এইগুলি হইতে আজ পর্যন্ত যাকাত ব্যতীত আর কিছুই লওয়া হয় না।[১]

মালিক (র) বলেন ঃ খনি হইতে উত্তোলিত দ্রব্যের মূল্য দুইশত দিরহাম বা বিশ দীনারের পরিমাণ না হওয়া পর্যন্ত উহাতে যাকাত ধার্য হইবে না। কিন্তু ঐ পরিমাণ হইলে উহাতে যাকাত ধার্য করা হইবে। ইহার বেশি হইলে সেই অনুপাতে যাকাত নেওয়া হইবে। খনি মাঝখানে বন্ধ হইয়া যাওয়ার পর যদি আবার চালু হয় তবে সর্বপ্রথম চালু হওয়ার সময় যেমন যাকাত ধার্য করা হইয়াছিল তেমনি ইহাতে পুনরায় যাকাত ধার্য করা হইবে।

মালিক (র) বলেন ঃ খনি শস্যক্ষেত্রের মতই, শস্যক্ষেত্রে যেমন ফসল উৎপন্ন হইলে উহাতে যাকাত ধার্য হয়, তেমনি খনি হইতে খনিজদ্রব্য উত্তোলিত হইলে ইহা হইতে যাকাত নেওয়া হইবে। পূর্ণ এক বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার অপেক্ষা করা হইবে না।

٤- باب : الزكاة الركاز

পরিচ্ছেদ ৪ ঃ রিকায বা ভূগর্ভে প্রোথিত গুপ্তধনের যাকাত

٩- حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ وَعَنْ اَبِى سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : " فِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ .

قَالَ مَالِكٌ : اَلاَمْرُ الَّذِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا . وَالَّذِى سَمِعْتُ اَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : اِنَّ الرِّكَازَ اِنَّمَا هُوَ دِفْنٌ يُوجَدُ مِنْ دِفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ . مَالَمْ يُطْلَبْ بِمَالٍ ، وَلَمْ يُتَكَلَّفْ فِيهِ نَفَقَةٌ ، وَلاَ كَبِيرُ عَمَلٍ ، وَلاَ مَؤُونَةٍ . فَاَمَّا مَاطَلِبَ بِمَالٍ ، وَتُكُلِّفَ فِيهِ كَبِيرُ عَمَلٍ ، فَاصِيبَ مَرَّةً ، وَاُخْطِئَ مَرَّةً ، فَلَيْسَ بِرِكَازٍ .

রেওয়ায়ত ৯

আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন – রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ ভূগর্ভে প্রোথিত সম্পদে এক-পঞ্চমাংশ যাকাত ধার্য হইবে।

মালিক (র) বলেন ঃ বিজ্ঞ আলিমদের নিকট যাহা শুনিয়াছি এবং যাহাতে কোন দ্বিমত নাই তাহা এই– তাঁহারা বলিতেন ঃ রিকায হইল পরিশ্রম ও টাকা ব্যয় ব্যতিরেকে হস্তগত অমুসলিম কর্তৃক ভূগর্ভে প্রোথিত

১. মদীনা হইতে পাঁচ দিনের পথ দূরত্বে অবস্থিত একটি সুবিস্তৃত অঞ্চল হইল 'ফুরআ' আর কাবালিয়্যা ইহার প্রান্তে অবস্থিত একটি পাহাড়ের নাম।

সম্পদ। ইহা হস্তগত করিতে বিরাট শ্রম ও টাকার প্রয়োজন হইলে এবং কখনও কৃতকার্য কখনও অকৃতকার্য হইলে আর ইহা রিকায বলিয়া গণ্য হইবে না। ইহাতে তখন হিসাবানুসারে কেবল যাকাত ধার্য হইবে।

٥- باب :مالا زكاة فيه من الحلى والسّبر والعنبر

পরিচ্ছেদ ৫ ঃ যে ধরনের দ্রব্যে যাকাত ধার্য করা হয় না

١٠- حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ تَلِي بَنَاتَ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا . لَهُنَّ الْحَلْيُ . فَلاَ تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ .

রেওয়ায়ত ১০

আবদুর রহমান ইব্ন কাসিম (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন – নবী করীম ﷺ-এর পত্নী আয়েশা (রা) তাঁহার ভ্রাতা মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর (রা)-এর ইয়াতীম ছেলে-মেয়েদের লালন-পালন করিতেন। ইহাদের অনেকেরই অলংকার ছিল। কিন্তু আয়েশা (রা) এইগুলির যাকাত আদায় করিতেন না।

١١ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدِ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتَهُ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ . ثُمَّ لاَيُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ .

قَالَ مَالِكٌ : مَنْ كَانَ عِنْدَهُ تِبْرٌ ، أَوْ حَلْيٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ. لاَيُنْتَفَعُ بِهِ لِلُبْسٍ . فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةَ فِي كُلِّ عَامٍ . يُوزَنُ فَيُؤْخَذُ رُبُعُ عُشْرِهِ . إِلاَّ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ وَزْنِ عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا ، أَوْ مِائَتَي دِرْهَمٍ . فَإِنْ نَقَصَ مِنْ ذٰلِكَ ، فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ . وَإِنَّمَا تَكُونُ فِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا كَانَ إِنَّمَا يُمْسِكُهُ لِغَيْرِ اللُّبْسِ. فَأَمَّا التِّبْرُ وَالْحُلِيُّ الْمَكْسُورُ ، الَّذِي يُرِيدُ أَهْلُهُ إِصْلاَحَهُ وَلُبْسَهُ فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَتَاعِ الَّذِي يَكُونَ عِنْدَ أَهْلِهِ. فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِهِ فِيهِ زَكَاةٌ .

قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ فِي اللُّؤْلُو ، وَلاَ فِيْ الْمِسْكِ ، وَلاَ الْعَنْبَرِ ، زَكَاةٌ .

রেওয়ায়ত ১১

নাফি' (র) বর্ণনা করেন – আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) স্বীয় কন্যা ও ক্রীতদাসীদেরকে স্বর্ণের অলংকার পরাইতেন। তিনি সমস্ত অলংকারের যাকাত দিতেন না।[১]

১. অধিকাংশ ইমামের নিকট ব্যবহারের উদ্দেশ্যে রক্ষিত অলংকারের যাকাত ফরয হয় না। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে ইহাতেও যাকাত ফরয হইবে। আর এই হাদীসটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ইয়াতীম নাবালেগদের সম্পদ ছিল বিধায় ইহার যাকাত আদায় করা হইত না।

মালিক (র) বলেন ঃ কাহারও নিকট যদি স্বর্ণ বা রৌপ্যের পিণ্ড থাকে এবং ইহা কাজে না লাগায় তবে নিসাব পরিমাণ হইলে ইহাতে বাৎসরিক চল্লিশ ভাগের এক ভাগ হারে যাকাত ধার্য হইবে। অলংকার তৈয়ারের উদ্দেশ্যে রক্ষিত পিণ্ড বা মেরামতের উদ্দেশ্যে রক্ষিত ভগ্ন অলংকার গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় মাল আসবাবের মত। ইহাতে যাকাত ফরয হইবে না।

মালিক (র) বলেন ঃ মোতি, কস্তুরী, আম্বর ইত্যাদি সুগন্ধি দ্রব্যে যাকাত ফরয হয় না।

٦- باب : زكاة اموال اليتامى والتجارة لهم فيها

পরিচ্ছেদ ৬ ঃ ইয়াতীমদের সম্পত্তির যাকাত এবং ইহা ব্যবসায়ে খাটান

١٢- حَدَّثَنِي يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : اتَّجِرُوا فِي اَمْوَالِ الْيَتَامٰى ، لاَ تَاكُلُهَا الزَّكَاةُ .

রেওয়ায়ত ১২

মালিক (র) বলেন ঃ তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলিয়াছেন ঃ ইয়াতীম পিতৃহারাদের ধন-সম্পত্তি ব্যবসায়ে খাটাও। যাকাত যেন ইহাকে গ্রাস না করিয়া ফেলে।[১]

١٣- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ اَبِيهِ ؛ اَنَّهُ قَالَ : كَانَتْ عَائِشَةُ تَلِينِي ، وَاَخَالِي ، يَتِيمَيْنِ فِي حَجْرِهَا . فَكَانَتْ تُخْرِجُ مِنْ اَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ .

রেওয়ায়ত ১৩

কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ (রা) বলেন ঃ আয়েশা (রা) আমার ও আমার ভ্রাতাকে লালন-পালন করিতেন। আমরা উভয়েই ছিলাম ইয়াতীম। আয়েশা (রা) আমাদের ধন-সম্পত্তিরও যাকাত প্রদান করিতেন।

١٤- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ تُعْطِي اَمْوَالَ الْيَتَامٰى الَّذِينَ فِي حَجْرِهَا ، مَنْ يَتَّجِرُ لَهُمْ فِيهَا .

রেওয়ায়ত ১৪

মালিক (র) বলেন ঃ তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, আয়েশা (রা) ব্যবসায়ীদেরকে তেজারতের জন্য ইয়াতীমদের মাল দিয়া দিতেন।

١٥- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ؛ اَنَّهُ اشْتَرَى لِبَنِي اَخِيهِ ، يَتَامٰى فِي حَجْرِهِ مَالاً . فَبِيعَ ذٰلِكَ الْمَالُ ، بَعْدُ ، بِمَالٍ كَثِيرٍ .

১. অর্থাৎ ব্যবসায়ের মাধ্যমে বৃদ্ধি না ঘটাইলে যাকাত দিতে দিতে একদিন মূল টাকা নিঃশেষ হইয়া যাইতে পারে। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে ইয়াতীমের সম্পত্তিতে যাকাত ওয়াজিব হয় না।

قَالَ مَالِكٌ : لاَبَأْسَ بِالتِّجَارَةِ فِى اَمْوَالِ الْيَتَامَى لَهُمْ ، اِذَا كَانَ الْوَلِىُّ مَأْذُونًا فَلاَ اَرَى عَلَيْهِ ضَمَانًا .

রেওয়ায়ত ১৫

মালিক (র) বর্ণনা করেন ঃ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (র) তাঁহার ইয়াতীম ভ্রাতুষ্পুত্রদের নিমিত্ত কিছু ক্রয় করিয়াছিলেন। পরে অতি উচ্চ মূল্যে ইহা বিক্রয় করা হইয়াছিল।

মালিক (র) বলেন ঃ ইয়াতীমদের ওলী বা তত্ত্বাবধায়ক যদি আস্থাভাজন এবং আমানতদার হন তবে ইয়াতীমদের সম্পত্তি দ্বারা ব্যবসা করায় খারাপ কিছু নাই। ব্যবসায়ে ঘাটতি দেখা দিলে ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব তাহার উপর বর্তাইবে না।

٧- باب : زكاة الميراث

পরিচ্ছেদ ৭ ঃ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের যাকাত

١٦- حَدَّثَنِىْ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ قَالَ : اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا هَلَكَ، وَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاةَ مَالِهِ ، اِنِّى اَرَى اَنْ يُؤْخَذَ ذٰلِكَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ. وَلاَيُجَاوَزُ بِهَا الثُّلُثُ . وَتُبَدَّى عَلَى الْوَصَايَا. وَاَرَاهَابِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ عَلَيْهِ. فَلِذٰلِكَ رَاَيْتُ اَنْ تُبَدَّى عَلَى الْوَصَايَا.

قَالَ : وَذٰلِكَ اِذَا اَوْصَى بِهَا الْمَيِّتُ. قَالَ : فَاِنْ لَمْ يُوْصِ بِذٰلِكَ الْمَيِّتُ فَفَعَلَ ذٰلِكَ اَهْلُهُ. فَذٰلِكَ حَسَنٌ. وَاِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ اَهْلُهُ. لَمْ يَلْزَمْهُمْ ذٰلِكَ .

قَالَ : وَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا الَّتِى لاَاخْتِلاَفَ فِيهَا ، اَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَى وَارِثٍ زَكَاةٌ ، فِى مَالٍ وَرِثَهُ فِى دَيْنٍ ، وَلاَ عَرْضٍ ، وَلاَدَارٍ ، وَلاَ عَبْدٍ، وَلاَ وَلِيدَةٍ. حَتَّى يَحُولَ، عَلَى ثَمَنِ مَابَاعَ مِنْ ذٰلِكَ ، اَوِ اقْتَضَى ، الْحَوْلُ ، مِنْ يَوْمَ بَاعَهُ وَقَبَضَهُ .

وَقَالَ مَالِكٌ : السُّنَّةُ عِنْدَنَا اَنَّهُ لاَتَجِبُ عَلَى وَارِثٍ، فِى مَالٍ وَرِثَهُ ، الزَّكَاةُ . حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .

রেওয়ায়ত ১৬

মালিক (র) বলেন ঃ কেহ যদি যাকাত ফরয হওয়া সত্ত্বেও তাহা আদায় না করিয়া মারা যায় তবে তাহার সাকল্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ হইতে ঐ যাকাত উসুল করা হইবে। মৃতের অসীয়ত পূরণের উপরও এই যাকাত উসূলকে প্রাধান্য দেওয়া হইবে। কেননা ইহা ঋণের মতই। আর ঋণ অসীয়ত পূরণের পূর্বে আদায় হইয়া থাকে। মৃত ব্যক্তি যাকাত আদায় করার অসীয়ত করিয়া গেলেই কেবল উল্লিখিত হুকুম হইবে। অসীয়ত

না করিয়া গেলেও ওয়ারিসান যদি স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া তাহা আদায় করিয়া দেয় তবে ভালই। কিন্তু তাহাদের জন্য ইহা করা জরুরী নহে।

মালিক (র) বলেন ঃ আমাদের নিকট সর্বসম্মত মাস'আলা হইল, ওয়ারাসাত সূত্রে প্রাপ্ত ধন-সম্পত্তি, দাস-দাসী, ঘর-বাড়ি কোন কিছুরই যাকাত ওয়ারিসের উপর ধার্য হইবে না। কিন্তু কেহ যদি ঐ সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দেয়, তবে বিক্রয়ের মূল্য হস্তগত হওয়ার পূর্ণ এক বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর ইহার মূল্যে যাকাত ধার্য হইবে।

মালিক (র) বলেন ঃ আমাদের নিকট গৃহীত পদ্ধতি এই যে, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ধন-সম্পত্তিতে পূর্ণ এক বৎসর অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত যাকাত ওয়াজিব হইবে না।

٨- باب : الزكاة فى الدين

পরিচ্ছেদ ৮ ঃ ঋণের যাকাত

١٧- حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ؛ اَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ : هٰذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ. فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُودِ دَيْنَهُ. حَتّٰى تَحْصُلَ اَمْوَالُكُمْ . فَتُوَدُّوْنَ مِنْهُ الزَّكَاةَ .

রেওয়ায়ত ১৭

সায়িব ইব্‌ন ইয়াযিদ (র) বর্ণনা করেন – উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) বলিতেন ঃ এই মাস (মাহে রমযান) যাকাত আদায়ের মাস। ঋণগ্রস্তদের উচিত তাহাদের ঋণ শোধ করিয়া দেওয়া, যাহাতে অবশিষ্ট সম্পদের যাকাত আদায় করিয়া নেওয়া যায়।

١٨ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ اَيُّوبَ بْنِ اَبِى تَمِيمَةَ السَّخْتَيَانِيِّ ؛ اَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، كَتَبَ فِى مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلاَةِ ظُلْمًا ، يَامُرُ بِرَدِّهِ اِلَى اَهْلِهِ ، وَيُؤْخَذُ زَكَاتُهُ لِمَا مَضٰى مِنَ السِّنِينَ . ثُمَّ عَقَّبَ بَعْدَ ذٰلِكَ بِكِتَابٍ، اَنْ لاَيُؤْخَذُ مِنْهُ اِلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ . فَاِنَّهُ كَانَ ضِمَارًا .

রেওয়ায়ত ১৮

আইয়ুব ইব্‌ন আবি তামীমা সুখতিয়ানী (র) বর্ণনা করেন – উমাইয়া শাসকগণ অবৈধভাবে যে সমস্ত মাল কব্‌জা করিয়া নিয়াছিলেন সে সম্পর্কে নির্দেশ দিতে যাইয়া উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) লিখিয়াছেন– প্রকৃত মালিকদের নিকট ঐগুলি ফিরাইয়া দেওয়া হউক এবং যে কয় বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে হিসাব করিয়া সেই কয় বৎসরের যাকাত ইহা হইতে আদায় করিয়া নেওয়া হউক।

পরে আরেকটি পত্রে লিখেন– এই কয় বৎসরের যাকাত যেন উসুল না করা হয়, কেননা ইহা মাল-ই-যিমারের অন্তর্ভুক্ত।[১]

١٩ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِك ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ ؛ اَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ . اَعَلَيْهِ زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ : لاَ.

قَالَ مَالِكٌ : الْاَمْرُ الَّذِى لاَاخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا فِى الدَّيْنِ ، اَنَّ صَاحِبَهُ لاَيُزَكِّيهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ . وَاِنْ اَقَامَ عِنْدَ الَّذِى هُوَ عَلَيْهِ سِنِينَ ذَوَاتِ عَدَدٍ ، ثُمَّ قَبَضَهُ صَاحِبُهُ ، لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ اِلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ . فَاِنْ قَبَضَ مِنْهُ شَيْئًا ، لاَ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ . فَاِنَّهُ اِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، سِوَى الَّذِى قُبِضَ ، تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَاِنَّهُ يُزَكَّى مَعَ مَاقَبَضَ مِنْ دَيْنِهِ ذٰلِكَ .

قَالَ : وَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَاضٌّ غَيْرُ الَّذِى اقْتَضٰى مِنْ دَيْنِهِ ، وَكَانَ الَّذِى اقْتَضٰى مِنْ دَيْنِهِ لاَ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَلاَ زَكَاةَ، عَلَيْهِ فِيهِ، وَلٰكِنْ لِيَحْفَظْ عَدَدَمَا اقْتَضٰى . فَاِنِ اقْتَضٰى بَعْدَ ذٰلِكَ عَدَدَ مَاتَتِمُّ بِهِ الزَّكَاةُ، مَعَ مَاقَبَضَ قَبْلَ ذٰلِكَ ، فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ.

قَالَ : فَاِنْ كَانَ قَدِ اسْتَهْلَكَ مَااقْتَضٰى اَوَّلاً ، اَوْلَمْ يَسْتَهْلِكْهُ ، فَالزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ مَعَ مَا اقْتَضٰى مِنْ دَيْنِهِ. فَاِذَ بَلَغَ مَااقْتَضٰى عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا، اَوْمِائَتَى دِرْهَمٍ، فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ ثُمَّ مَااقْتَضٰى بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْ قَلِيلٍ اَوْ كَثِيرٍ، فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ بِحَسَبِ ذٰلِكَ .

قَالَ مَالِكٌ : وَالدَّلِيلُ عَلَى الدَّيْنِ يَغِيبُ اَعْوَامًا، ثُمَّ يُقْتَضٰى فَلاَ يَكُونُ فِيهِ اِلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ، اَنَّ الْعُرُوضَ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لِلتِّجَارَةِ اَعْوَامًا . ثُمَّ يَبِيعُهَا . فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِى اَثْمَانِهَا اِلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ . وَذٰلِكَ اَنَّهُ لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ اَوِ الْعُرُوضِ، اَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ ذٰلِكَ الدَّيْنِ اَوِ الْعُرُوضِ، مِنْ مَالٍ سِوَاهُ . وَاِنَّمَا يُخْرِجُ زَكَاةَ كُلِّ شَىْءٍ مِنْهُ. وَلاَ يُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ شَىْءٍ، عَنْ شَىْءٍ غَيْرِهِ.

قَالَ مَالِكٌ : الْاَمْرُ عِنْدَنَا فِى الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْن ، وَعِنْدَهُ مِنَ الْعُرُوضِ مَا

---

১. যিমার ঃ এমন সম্পদকে বলা হয় যাহা পাওয়ার আর আশা নাই। যেমন ছিনতাই হইয়া গেলে বা চোরে নিয়া গেলে। এই ধরনের সম্পদ প্রাপ্তির তারিখ হইতে পূর্ণ এক বৎসর অতিবাহিত হইলে পর যাকাত ওয়াজিব হয়।

فِيهِ وَفَاء لِمَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ ، وَيَكُونُ عِنْدَهُ مِنَ النَّاضِّ سِوَى ذٰلِكَ مَاتَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ . فَإِنَّهُ يُزَكِّى مَابِيَدِهِ مِنْ نَاضٍّ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنَ الْعُرُوضِ وَالنَّقْدِ إِلاَّ وَفَاءُ دَيْنِهِ، فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ. حَتَّى يَكُونَ عِنْدَهُ مِنَ النَّاضِّ فَضْلٌ عَنْ دَيْنِهِ، مَاتَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. فَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ .

রেওয়ায়ত ১৯

ইয়াযিদ ইব্ন খুসায়ফা (র) সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার (র)-কে বলেন ঃ এক ব্যক্তি, যাহার মাল আছে বটে কিন্তু তাহার সকল কিছুই ঋণে আবদ্ধ, তাহার কি যাকাত দিতে হইবে ? সুলায়মান (র) জবাব দিলেন ঃ তাহার উপর যাকাত ধার্য হইবে না।

মালিক (র) বলেন ঃ আমাদের নিকট সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হইল, উসুল না হওয়া পর্যন্ত কর্জের মধ্যে যাকাত আসে না। কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইয়া যাওয়ার পর যদি কর্জ আদায় হইয়া আসে, তবে ইহাতে শুধু এক বৎসরের যাকাত ওয়াজিব হইবে। আদায়কৃত টাকা নিসাব পরিমাণ হইতে কম হইলে ইহাতে যাকাত ধার্য হইবে না। তবে যাকাতযোগ্য অন্য ধরনের কোন মাল-সম্পত্তি যদি তাহার থাকে তবে উহার সঙ্গে মিলিত হইয়া ইহাতেও যাকাত আসিবে। যাকাতযোগ্য অন্য কোন মাল তাহার নিকট থাকিলে আদায়কৃত টাকার হিসাব রাখা হইবে এবং দ্বিতীয়বার যাহা আদায় হইবে উহার সঙ্গে মিলিয়া যদি নিসাব পরিমাণ হয় তবে উহাতে যাকাত ধার্য হইবে। প্রথমবারে আদায়কৃত টাকা যদি বিনষ্ট হইয়া যায় আর পরে নিসাব পরিমাণ টাকা যদি উসুল হইয়া আসে তবে ইহাতেও যাকাত ধার্য হইবে। ইহার পর কম বেশি যাহাই আদায় হইবে সেই অনুপাতে যাকাতের পরিমাণও বাড়িতে থাকিবে।

মালিক (র) বলেন ঃ কয়েক বৎসরে যতটুকু পরিমাণ কর্জ উসুল হয় ইহাতে শুধু এক বৎসরেরই যাকাত দিতে হইবে। কারণ একজনের নিকট তাহার ব্যবসায়ের মাল অনেক দিন পর্যন্ত থাকে, কিন্তু যখন উহা বিক্রয় করে তখন উহার মূল্যে একবারই যাকাত ধার্য হয়। কেননা সম্পদের মালিক বা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য অন্য সম্পদ হইতে যাকাত দিতে হয় না। এই ব্যাপারে মূলনীতি হইল, যে ধরনের সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হইয়াছে সেই ধরনের সম্পদ যাকাতে প্রদান করা।

মালিক (র) বলেন ঃ আমাদের নিকট ইহা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত যে, কাহারও ঋণ শোধ হইয়া যাওয়ার মত সম্পদ ছাড়াও যদি অতিরিক্ত আরও নগদ টাকা-পয়সা থাকে তবে তাহাকে উক্ত টাকার যাকাত দিতে হইবে।

টাকা এবং আসবাবপত্র মিলাইয়া যদি শুধু ঋণ পরিশোধের পরিমাণ হয় তবে ইহাতে যাকাত ওয়াজিব হইবে না। ঋণ পরিশোধের অর্থের পর যদি অতিরিক্ত আরও নগদ টাকা-পয়সা এই পরিমাণ থাকে, যে পরিমাণে যাকাত ওয়াজিব হয় তবে যাকাত দিতে হইবে।

٩- باب : زكاة العروضه

পরিচ্ছেদ ৯ ঃ বাণিজ্যিক সম্পদের যাকাত

٢٠- حَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حَيَّانَ، وَكَانَ زُرَيْقُ

عَلَى جَوَازِ مِصْرَ، فِى زَمَانِ الْوَلِيدِ، وَسُلَيْمَانَ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَذَكَرَ : اَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ اِلَيْهِ : اَنِ انْظُرْ مَنْ مَرَّبِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. فَخُذْمِمَّا ظَهَرَ مِنْ اَمْوَالِهِمْ . مِمَّا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ، مِنْ كُلِّ اَرْبَعِينَ دِينَارًا، دِينَارًا. فَمَا نَقَصَ، فَبِحِسَابِ ذٰلِكَ . حَتّٰى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا فَاِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِنَارٍ، فَدَعْهَا وَلاَ تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا .

وَمَنْ مَرَّبِكَ مِنْ اَهْلِ الذِّمَّةِ فَخُذْ مِمَّا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ، مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا، دِينَارًا. فَمَا نَقَصَ ، فَبِحِسَابِ ذٰلِكَ ، حَتّٰى يَبْلُغَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ. فَاِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا وَلاَ تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا. وَاكْتُبْ لَهُمْ، بِمَا تَأْخُذُمِنْهُمْ، كِتَابًا اِلَى مِثْلِهِ مِنَ الْحَوْلِ .

قَالَ مَالِكٌ : الْاَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَا يُدَارُ مِنَ الْعُرُوضِ لِلتِّجَارَاتِ، اَنَّ الرَّجُلَ اِذَا صَدَّقَ مَالَهُ، ثُمَّ اشْتَرَى بِهِ عَرَضًا، بَزًّا اَوْ رَقِيقًا اَوْ مَا اَشْبَهَ ذٰلِكَ، ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ اَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ؛ فَاِنَّهُ لاَيُؤَدِّى مِنْ ذٰلِكَ الْمَالِ زَكَاةً، حَتّٰى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلَ مِنْ يَوْمَ صَدَّقَهُ. وَاَنَّهُ اِنْ لَمْ يَبِعْ ذٰلِكَ الْعَرْضَ سِنِينَ ، لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِى شَىْءٍ مِنْ ذٰلِكَ الْعَرْضِ زَكَاةٌ، وَاِنْ طَالَ زَمَانُهُ . فَاِذَا بَاعَهُ، فَلَيْسَ فِيهِ اِلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ.

قَالَ مَالِكٌ : الْاَمْرُ عِنْدَنَا فِى الرَّجُلِ يَشْتَرِى بِالذَّهَبِ اَوِ الْوَرِقِ ، حِنْطَةً اَوْ تَمْرًا اَوْ غَيْرَهُمَا لِلتِّجَارَةِ. ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتّٰى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ. ثُمَّ يَبِيعُهَا : اَنَّ عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةَ حِينَ يَبِيعُهَا، اِذَا بَلَغَ ثَمَنُهَا مَاتَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. وَلَيْس ذٰلِكَ مِثْلَ الْحَصَادِ يَحْصِدُهُ الرَّجُلُ مِنْ اَرْضِهِ، وَلاَمِثْلِ الْحَدَادِ.

قَالَ مَالِكٌ : وَمَا كَانَ مِنْ مَالٍ عِنْدَ رَجُلٍ يُدِيرُهُ لِلتِّجَارَةِ، وَلاَ يَنِضُّ لِصَاحِبِهِ مِنْهُ شَىْءٌ تَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَاِنَّهُ يَجْعَلُ لَهُ شَهْرًا مِنَ السَّنَةِ يَقَوِّمُ فِيهِ مَاكَانَ عِنْدَهُ مِنْ عَرْضٍ لِلتِّجَارَةِ. وَيُحْصِى فِيهِ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ نَقْدٍ اَوْ عَيْنٍ. فَاِذَا بَلَغَ ذٰلِكَ كُلُّهُ مَاتَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَاِنَّهُ يُزَكِّيهِ.

وَقَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ تَجَرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَمَنْ لَمْ يَتْجُرْ سَوَاءٌ. لَيْسَ عَلَيْهِمْ اِلاَّ صَدَقَةٌ وَاحِدَةٌ فِى كُلِّ عَامٍ. تَجَرُوا فِيهِ اَوْلَمْ يَتْجُرُوا.

রেওয়ায়ত ২০

যুরায়ক ইব্‌ন হাইয়ান (র) বর্ণনা করেন – যুরায়ক ছিলেন মিসরের পথে গমনকারী যাত্রীদের নিকট হইতে কর আদায়কারী কর্মচারী। উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, তোমার এই এলাকা দিয়া কোন মুসলিম ব্যবসায়ী পথ অতিক্রম করিলে, তাঁহার বাণিজ্যিক সম্পদ হইতে প্রতি চল্লিশ দীনারে এক দীনার আদায় করিয়া নিও। চল্লিশ দীনার হইতে কম হইলে সেই অনুপাতে বিশ দীনার পর্যন্ত হইতে আদায় করিবে। বিশ দীনার হইতে এক-তৃতীয়াংশ দীনারও যদি কম হয় তবে তাহা ছাড়িয়া দিও। আর কোন যিম্মী বাসিন্দা ঐ পথ অতিক্রম করিলে তাহার বাণিজ্যিক সম্পদ হইতে প্রতি বিশ দীনারে এক দীনার উসুল করিবে। বিশের কম দশ দীনার পর্যন্ত হইতে সেই অনুপাতে উসুল করিবে। দশ দীনার হইতে এক-তৃতীয়াংশ দীনারও কম হইলে উহা ছাড়িয়া দিবে। সম্পূর্ণ বৎসরের জন্য উসুলকৃত পরিমাণের একটা রসিদ করদাতাকে লিখিয়া দিবে যাহাতে এই কর এক বৎসরের মধ্যে তাহাকে পুনরায় দিতে না হয়।

মালিক (র) বলেন ঃ আমাদের নিকট হুকুম হইল, কোন ব্যবসায়ী একবার যাকাত প্রদান করার পর ইহা দ্বারা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে কোন বস্তু অথবা গোলাম অথবা তদ্রূপ কিছু খরিদ করিয়া যাকাত প্রদান করার তারিখ হইতে পূর্ণ এক বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে উহা বিক্রয় করিয়া দিলে, পূর্ণ বৎসর অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত ইহাতে যাকাত ওয়াজিব হইবে না। কয়েক বৎসর পর্যন্ত যদি এই মাল বিক্রয় না করিয়া রাখিয়া দেয় তবে যখন বিক্রয় করিবে তখন শুধু ইহাতে এক বৎসরেরই যাকাত দিতে হইবে।

মালিক (র) বলেন ঃ আমাদের নিকট মাস'আলা এই– কেহ যদি ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে গম বা খেজুর খরিদ করিয়া রাখিয়া দেয় এবং ইহাতে এক বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া যায়, তবে যখন মাল বিক্রয় হইবে তখন নিসাব পরিমাণ হইলে ইহাতে যাকাত ওয়াজিব হইবে। ফল বা ফসলের মত ইহার হুকুম হইবে না।[১]

মালিক (র) বলেন ঃ কোন ব্যবসায়ীর কাছে বাণিজ্যিক মাল আছে বটে কিন্তু নগদ এত পরিমাণ টাকা তাহার হয় না যাহাতে যাকাত ধার্য হইতে পারে, বাণিজ্যিক মালের মূল্য ও নগদ অর্থ মিলাইয়া নিসাব পরিমাণ হইলে ইহাতে যাকাত ধার্য হইবে নতুবা ধার্য হইবে না।

মালিক (র) বলেন ঃ ব্যবসায়ে খাটান হউক বা না হউক সম্পদে বৎসরে একবারই যাকাত ধার্য হইয়া থাকে।

١٠- باب : ماجاء فى الكنز

পরিচ্ছেদ ১০ ঃ কান্‌যের বর্ণনা

٢١- حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِينَارٍ ؛ اَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ

১. ফসল হওয়া মাত্রই ইহার এক-দশমাংশ যাকাত হিসাবে দিতে হয়। বৎসরে যে কয়বার ফসল হইবে ততবারই তাহা আদায় করিতে হয়।

عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْكَنْزِ مَاهُوَ ؟ فَقَالَ : هُوَ الْمَالُ الَّذِى لاَتُؤَدَّى مِنْهُ الزَّكَاةُ .

রেওয়ায়ত ২১

আবদুল্লাহ্ ইব্ন দীনার (র) হইতে বর্ণিত– কান্য সম্পর্কে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, কান্য হইল এমন ধরনের সম্পদ, যাহার যাকাত আদায় করা হয় নাই।

٢٢– وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ اَبِى صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ؛ اَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَال لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ ، مُثِّلَ لَهُ ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، شُجَاعًا اَقْرَعَ ، لَهُ زَبِيبَتَانِ. يَطْلُبُهُ حَتَّى يُمْكِنَهُ. يَقُولُ : اَنَا كَنْزُكَ .

রেওয়ায়ত ২২

আবূ হুরায়রা (রা) বলিতেন ঃ যে সম্পদের যাকাত আদায় করা হয় নাই, কিয়ামতের দিন সেই সম্পদ এক সাদা বর্ণের মাথাওয়ালা সাপের রূপ ধারণ করিবে। উহার চোখের উপর কাল দাগ হইবে এবং আপন মালিককে খুঁজিতে থাকিবে। শেষে তাহাকে তালাশ করিয়া বাহির করিবে এবং বলিবে, আমি তোমারই সম্পত্তি, যাহার যাকাত তুমি আদায় কর নাই।

١١– باب : صدقة الماشية

পরিচ্ছেদ ১১ ঃ চতুষ্পদ পশুর যাকাত

٢٣– حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ قَرَأَ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِى الصَّدَقَةِ . قَالَ : فَوَجَدْتُ فِيهِ :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كتاب الصدقة

فِى اَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْاِبِلِ ، فَدُونَهَا الْغَنَمُ ، فِى كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ. وَفِيمَا فَوْقَ ذٰلِكَ ، اِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ ، ابْنَةُ مَخَاضٍ .

فَانْ لَمْ تَكُنَ ابْنَةُ مَخَاضٍ ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ .

وَفِيمَا فَوْقَ ذٰلِكَ ، اِلَى خَمْسٍ وَاَرْبَعِينَ ، بِنْتُ لَبُونٍ .

وَفِيمَا فَوْقَ ذٰلِكَ ، اِلَى سِتِّينَ ، حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ .

وَفِيمَا فَوْقَ ذٰلِكَ ، اِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، جَذَعَةٌ .

وَفِيمَا فَوْقَ ذٰلِكَ ، اِلَى تِسْعِينَ ، ابْنَتَالَبُونٍ .

وَفِيمَا فَوْقَ ذٰلِكَ ، اِلَى عِشْرِينَ وَمَائَةٍ ، حِقَّتَانِ ، طَرُوقَتَا الْفَحْلِ .

فَمَا زَادَ عَلَى ذٰلِكَ مِنَ الْاِبِلِ ، فَفِى كُلِّ اَرْبَعِينَ ، بِنْتُ لَبُونٍ .

وَفِى كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ .

وَفِى سَائِمَةِ الْغَنَمِ ، اِذَا بَلَغَتْ اَرْبَعِينَ ، اِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، شَاةٌ .

وَفِيمَا فَوْقَ ذٰلِكَ ، اِلَى مِائَتَيْنِ ، شَاتَانِ .

وَفِيمَا فَوْقَ ذٰلِكَ ، اِلَى ثَلاَثِمَائَةٍ ، ثَلاَثُ شِيَاهٍ .

فَمَا زَادَ عَلَى ذٰلِكَ ، فَفِى كُلِّ مِائَةٍ ، شَاةٌ .

وَلاَ يُخْرَجُ فِى الصَّدَقَةِ تَيْسٌ ، وَلاَ هَرِمَةٌ ، وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ ، اِلاَّ مَاشَاءَ الْمُصَّدِّقُ .

وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ . وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ . خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ .

وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَانَّهُمَا يَتَرَاجِعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ .

وَفِى الرِّقَةِ ، اِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ اَوَاقٍ ، رُبُعُ الْعُشْرِ .

রেওয়ায়ত ২৩

মালিক (র) উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর যাকাত সম্পর্কীয় পত্রটি পাঠ করিয়াছিলেন। ইহাতে নিম্নরূপ বিবরণ লিখিত ছিল ঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। যাকাত সম্পর্কে এই পত্রটি লিখিত– (পাঁচ হইতে) চব্বিশ পর্যন্ত উটে প্রতি পাঁচটিতে একটি ছাগল ধার্য হইবে। চব্বিশ হইতে পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত উটে একটি এক বৎসর বয়সী উষ্ট্রী ধার্য হইবে। এক বৎসর বয়সের উষ্ট্রী না থাকিলে দুই বৎসর বয়সের একটি উষ্ট্রী গ্রহণ করা যাইবে। পঁয়ত্রিশ হইতে পঁয়তাল্লিশটি পর্যন্ত দুই বৎসর বয়সের একটি উষ্ট্রী ধার্য হইবে। পঁয়তাল্লিশ হইতে ষাট পর্যন্ত তিন বৎসর বয়সের একটি উষ্ট্রী ধার্য হইবে। ষাট হইতে পঁচাত্তর পর্যন্ত সংখ্যায় চার বৎসর বয়সের একটি উষ্ট্রী ধার্য হইবে। পঁচাত্তর হইতে নব্বই পর্যন্ত সংখ্যায় দুই বছর বয়সের দুইটি উষ্ট্রী ধার্য হইবে। নব্বই হইতে একশত বিশটি পর্যন্ত উটে তিন বৎসর বয়সের দুইটি উষ্ট্রী ধার্য হইবে। একশত বিশের উর্ধ্বে প্রতি চল্লিশটিতে দুই বৎসর বয়সের একটি উষ্ট্রী এবং প্রতি পঞ্চাশটিতে তিন বৎসর বয়সের একটি করিয়া উষ্ট্রী ধার্য হইবে। চারণভূমিতে বিচরণরত ছাগলের সংখ্যা চল্লিশটি হইলে চল্লিশ হইতে একশত বিশ পর্যন্ত একটি বকরী ধার্য হইবে। একশত বিশ হইতে দুইশত পর্যন্ত দুইটি বকরী এবং দুইশত হইতে তিনশত পর্যন্ত তিনটি বকরী ধার্য হইবে। পরে প্রতি শতে একটি করিয়া বকরী আদায় করিতে হইবে। যাকাতের ক্ষেত্রে ছাগল গ্রহণ করা হইবে না। এমনিভাবে দোষযুক্ত এবং বৃদ্ধ পশুও ইহাতে গ্রহণ করা হইবে না। যাকাত উসুলকারী ব্যক্তি যদি ভাল মনে করেন তবে তাহা লইতে পারেন। যাকাত ধার্য হওয়ার ভয়ে পশুর বিভিন্ন দলকে একত্র বা দলকে বিভক্ত যেন করা না হয়।[১] একদল পশুতে যাহারা শরীক আছেন তাঁহারা যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে বরাবর হিস্যার ভাগী হইবেন। রৌপ্য পাঁচ উকিয়া পরিমাণ হইলে ইহাতে এক-চত্বারিংশ যাকাত দিতে হইবে।

١٢– باب : ماجاء فى صدقة البقر

পরিচ্ছেদ ১২ ঃ গরু-মহিষাদির যাকাত

٢٤– حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ طَاوُسٍ الْيَمَانِيِّ ؛ اَنَّ مُعَاذَ ابْنَ جَبَلٍ الْاَنْصَارِيَّ اَخَذَ مِنْ ثَلاَثِينَ بَقَرَةً، تَبِيعًا . وَمِنْ اَرْبَعِينَ بَقَرَةً ، مُسِنَّةً . وَاُتِيَ بِمَا دُونَ ذٰلِكَ ، فَاَبَى اَنْ يَاْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا. وَقَالَ : لَمْ اَسْمَعْ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فِيهِ شَيْئًا ، حَتَّى اَلْقَاهُ فَاَسْاَلَهُ . فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ قَبْلَ اَنْ يَقْدَمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ .

قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : اَحْسَنُ مَاسَمِعْتُ فِيمَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ عَلَى رَاعِيَيْنِ مُفْتَرِقَيْنِ ، اَوْ عَلَى رِعَاءٍ مُفْتَرِقِينَ ، فِي بُلْدَانٍ شَتَّى . اَنَّ ذٰلِكَ يُجْمَعُ كُلُّهُ عَلَى

১. ইহার উদাহরণ হইল, কাহারও নিকট চল্লিশটি ছাগী ছিল। ইহাতে একটি বকরী ধার্য হয়, কিন্তু সেই ব্যক্তি যাকাত যাহাতে ধার্য না হয় এই অভিপ্রায়ে এইগুলিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিল। এইরূপ করা জায়েয নহে। অথবা দুই ব্যক্তির চল্লিশটি করিয়া আশিটি বকরী ছিল। ইহাতে দুইটি বকরী ওয়াজিব হয়, কিন্তু সে এইগুলিকে একত্রিত করিয়া দেখাইল, যাহাতে একটি বকরী ওয়াজিব হয়। ইহাও না-জায়েয।

صَاحِبِهِ ، فَيُؤَدِّي مِنْهُ صَدَقَتَهُ . وَمِثْلُ ذٰلِكَ ، الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الذَّهَبُ اَوِ الْوَرِقُ مُتَفَرِّقَةً ، فِي اَيْدِي نَاسٍ شَتَّى ، اِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ اَنْ يَجْمَعَهَا ، فَيُخْرِجَ مِنْهَا مَا وَجَبَ عَلَيْهِ فِي ذٰلِكَ مِنْ زَكَاتِهَا .

وَقَالَ يَحْيٰى ، قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الضَّأْنُ وَالْمَعْزُ : اَنَّهَا تُجْمَعُ عَلَيْهِ فِي الصَّدَقَةِ . فَاِنْ كَانَ فِيهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ ، صُدِّقَتْ . وَقَالَ : اَنَّمَا هِيَ غَنَم كُلُّهُ ا . وَفِي كِتَابِ عُمَرَابْنِ الْخَطَّابِ : " وفِي سَائِمَةِ الغَنَمِ ، اِذَا بَلَغَتْ اَرْبَعِينَ شَاةٍ ، شَاةٌ " .

قَالَ مَالِكٌ : فَاِنْ كَانَتِ الضَّأْنُ هِيَ اَكْثَرَ مِنَ الْمَعزِ ، وَلَمْ يَجِبْ عَلَى رَبِّهَا اِلاَّ شَاةٌ وَاحِدَةٌ ، اَخَذَ الْمُصَدِّقُ تِلْكَ الشَّاةَ الَّتِي وَجَبَتْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ مِنَ الضَّانِ . وَاِنْ كَانَتِ الْمَعْزُ اَكْثَرَ مِنَ الضَّانِ ، اُخِذَ مِنْهَا . فَاِنِ اسْتَوَى الضَّانُ وَالْمَعْزُ ، اَخَذَ الشَّاةَ مِنْ اَيَّتِهِمَا شَاءَ .

وَقَالَ يَحْيٰى ، قَالَ مَالِكٌ : وَكَذٰلِكَ الْاِبِلُ الْعِرَابُ وَالْبُخْتُ ، يُجْمَعَانِ عَلَى رَبِّهِمَا فِي الصَّدَقَةِ .

وَقَالَ : اِنَّمَا هِيَ اِبِلٌ كُلُّهَا . فَاِنْ كَانَتِ الْعِرَابُ هِيَ اَكْثَرَ مِنَ الْبُخْتِ ، وَلَمْ يَجِبْ عَلَى رَبِّهَا اِلاَّ بَعِيرٌ وَاحِدٌ ، فَلْيَاخُذْ مِنَ الْعِرَابِ صَدَقَتَهَا . فَاِنْ كَانَتِ الْبُخْتُ اَكْثَرَ ، فَلْيَأْخُذْ مِنْهَا . فَاِنِ اسْتَوَتْ ، فَلْيَأْخُذْ مِنْ اَيَّتِهِمَا شَاءَ .

قَالَ مَالِكٌ : وَكَذٰلِكَ الْبَقَرُ وَالْجَوَامِيسُ ، تُجْمَعُ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى رَبِّهَا .

وَقَالَ : اِنَّمَا هِيَ بَقَرٌكُلُّهَا . فَاِنْ كَانَتِ الْبَقَرُ هِيَ اَكْثَرَ مِنَ الْجَوَامِيسِ ، وَلاَ تَجِبُ عَلَى رَبِّهَا اِلاَّ بَقَرَةٌ وَاحِدَةٌ ، فَلْيَأْخُذْ مِنَ الْبَقَرِ صَدَقَتَهُمَا . وَاِنْ كَانَتِ الْجَوَامِيسُ اَكْثَرَ ، فَلْيَأْخُذْ مِنْهَا فَاِنِ اسْتَوَتْ ، فَلْيَأْخُذْ مِنْ اَيَّتِهِمَا شَاءَ . فَاِذَا وَجَبَتْ فِي ذٰلِكَ الصَّدَقَةُ ، صُدِّقَ الصِّنْفَانِ جَمِيعًا .

قَالَ يَحْيٰى ، قَالَ مَالِكٌ : مِنْ اَفَادَ مَاشِيَةً مِنْ اِبِلٍ اَوْ بَقَرٍ اَوْ غَنَمٍ فَلاَ صَدَقَةَ عَلَيْهِ فِيهَا ، حَتّٰى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ اَفَادَهَ ا. اِلاَّ اَنْ يَكُونَ لَهُ قَبْلَهَا نِصَابُ مَاشِيَةٍ . وَالنِّصَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ ، اِمَّا خَمْسُ ذَوْدٍ مِنَ الاِبِلِ ، وَاِمَّا ثَلاَثُونَ بَقَرَةً ، وَاِمَّا اَرْبَعُونَ شَاةً . فَاِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ خَمْسُ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ ، اَوْ ثَلاَثُوْنَ بَقَرَةً اَوْ اَرْبَعُونَ شَاةً، ثُمَّ اَفَادَ اِلَيْهَا اِبِلاً اَوْ بَقَرًا اَوْ غَنَمًا ، بِاشْتِرَاءٍ اَوْ هِبَةٍ اَوْ مِيرَاثٍ ، فَاِنَّهُ يُصَدِّقُهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُهَا . وَاِنْ لَمْ يَحُلْ عَلَى الْفَائِدَةِ الْحَوْلُ . وَاِنْ كَانَ مَا اَفَادَ مِنَ الْمَاشِيَةِ اِلى مَاشِيَتِهِ ، قَدْ صُدِّقَتْ قَبْلَ اَنْ يَشْتَرِيَهَا بِيَوْمٍ وَاحِدٍ ، اَوْقَبْلَ اَنْ يَرِثَهَا بِيَومٍ وَاحِدٍ ، فَاِنَّهُ يُصَدِّقُهَا مَعَ مَشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُ مَا شِيَتَهُ .

قَالَ يَحْيٰى ، قَالَ مَالِكٌ : وَاِنَّمَا مَثَلُ ذٰلِكَ ، مَثَلُ الْوَرِقِ . يُزَكِّيهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يَشْتَرِى بِهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ عَرْضًا ، وَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِى عَرْضِهِ ذٰلِكَ ، اِذَا بَاعَهُ ، الصَّدَقَةُ ؛ فَيُخْرِجُ الرَّجُلُ الْآخَرُ صَدَقَتَهَا هٰذَا الْيَومَ . وَيَكُونُ الْأَخَرُ قَدْ صَدَّعَهَا مِنَ الْغَدِ .

قَالَ مَالِكٌ ، فِى رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ لاَ تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ ، فَاشْتَرَى اِلَيْهَا غَنَمًا كَثِيرَةً تَجِبُ فِى دُونِهَا الصَّدَقَةُ ، اَوْ وَرِثَهَا ؛ اَنَّهُ لاَتَجِبُ عَلَيْهِ فِى الْغَنَمِ كُلِّهَا الصَّدَقَةُ ، حَتّٰى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ اَفَادَهَا ، بِاشْتِرَاءٍ اَوْ مِيرَاثٍ . وَذٰلِكَ اَنَّ كُلِّ مَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ مِنْ مَاشِيَةٍ لاَتَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ ، مِنْ اِبِلٍ اَوْ غَنَمٍ ، فَلَيْسَ يُعَدُّ ذٰلِكَ نِصَابَ مَالٍ ، حَتّٰى يَكُونَ فِى كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا مَاتَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ . فَذٰلِكَ النِّصَابُ الَّذِى يُصَدِّقُ مَعَهُ مَا اَفَادَ اِلَيْهِ صَاحِبُهُ ، مِنْ قَلِيلٍ اَوْ كَثِيرٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ .

قَالَ مَالِكٌ : وَلَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ اِبِلٌ اَوْ بَقَرٍ اَوْ غَنَمٌ ، تَجِبُ فِى كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا الصَّدَقَةُ ، ثُمَّ اَفَادَ اِلَيْهَا بَعِيرًا اَوْ بَقَرَةً اَوْ شَاةً ، صَدَّقَهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُهَا .

قَالَ يَحْيٰى ، قَالَ مَالِكٌ : وَهٰذَا اَحَبُّ مَاسَمِعْتُ اِلَيَّ فِى هٰذَا .

قَالَ مَالِكٌ فِى الْفَرِيضَةِ تَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ ، فَلاَ تُوجَدُ عِنْدَهُ : اَنَّهَا اِنْ كَانَتِ ابْنَةَ مَخَاضٍ ، فَلَمْ تُوجَدْ ، اُخِذَ مَكَانَهَا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ . وَاِنْ كَانَتْ بِنْتَ لَبُونٍ ، اَوْ حِقَّةً ، اَوْ جَذَعَةً ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ، كَانَ عَلَى رَبِّ الاِبِلِ اَنْ يَبْتَاعَهَالَهُ حَتّٰى يَأْتِيَهُ بِهَا . وَلاَ اُحِبُّ اَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَتَهَا .

وَقَالَ مَالِكٌ : فِى الاِبِلِ النَّوَاضِحِ ، وَالْبَقَرِ السَّوَانِى ، وَبَقَرِ الْحَرْثِ : اِنِّى اَرَى اَنْ يُؤْخَذَ مِنْ ذٰلِكَ كُلِّهِ ، اِذَا وَجَبَتْ فِيهِ الصَّدَقَةُ .

রেওয়ায়ত ২৪

তাউস ইয়ামানী (র) হইতে বর্ণিত– মুয়ায ইব্‌ন জাবল (রা) ত্রিশটি গাভীতে এক একটি বৎসরের বাছুর এবং চল্লিশটি গাভীতে দুই বছর বয়সের একটি গাভী গ্রহণ করিয়াছিলেন। ত্রিশের কম সংখ্যায় কিছুই তিনি নেন নাই। তখন তিনি বলিয়াছিলেন, এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হইতে কোন নির্দেশ আমি শুনি নাই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে যদি পুনরায় সাক্ষাৎ ঘটে তবে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া নিব। কিন্তু মুয়ায (রা) (ইয়ামন হইতে ফিরিয়া) আসার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে চলিয়া গিয়াছিলেন।

মালিক (র) বলেন ঃ কাহারও বকরীসমূহ দুই বা ততোধিক একত্র করার পর যে সংখ্যায় হইবে সেই অনুসারে ইহার যাকাত ধার্য হইবে। তদ্রূপ কাহারও স্বর্ণ বা রৌপ্য যদি বিভিন্ন লোকের হাতে থাকে তবে সবগুলিকে একত্র করার পর যে পরিমাণ হইবে সেই হিসাবে ইহাতে যাকাত ধার্য করা হইবে।

মালিক (র) বলেন ঃ কাহারও নিকট যদি ভেড়া অথবা বকরী একই পালে মিশ্রিত হইয়া থাকে তবে সবগুলি গণনা করিয়া দেখা হইবে। সবগুলি একত্রে যাকাত ধার্য হয় এমন সংখ্যায় উপনীত হইলে যাকাত ধার্য হইবে। কারণ এইগুলি 'গনম' (বকরী) জাতীয় পশু। উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) তাঁহার পূর্বে উল্লিখিত পত্রে উল্লেখ করিয়াছেন, বকরীর সংখ্যা চল্লিশ হইলে একটি বকরী যাকাত দিবে। সংখ্যায় ভেড়া অধিক হইলে আর বকরী কম হইলে যাকাতের বেলায় ভেড়া গ্রহণ করা হইবে। আর বিপরীত হইলে বকরী লওয়া হইবে। সংখ্যায় সমান হইলে যাকাতগ্রহীতার ইখতিয়ার থাকিবে– যাহা ভাল মনে করে তাহাই গ্রহণ করিবে।

মালিক (র) বলেন ঃ তদ্রূপ আরবি বা বুখতী উট একত্রে মিলাইয়া যাকাত নেওয়া হইবে। সংখ্যায় যাহা অধিক হইবে তাহা হইতেই যাকাত গ্রহণ করা হইবে। আর সমসংখ্যক হইলে ইহা যাকাতগ্রহীতার ইখতিয়ারাধীন থাকিবে।

মালিক (র) বলেন ঃ গরু ও মহিষ একই সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া গণ্য। ইহাতে উভয় জাতীয়কে একত্র করিয়া যাকাত লওয়া উচিত। যে জাতীয় পশু সংখ্যায় অধিক হইবে যাকাতে উহাই গ্রহণ করা হইবে। সমসংখ্যক হইলে যাকাত গ্রহীতার ইখতিয়ারাধীন থাকিবে। গাভী ও মহিষ উভয় দলই যদি নিসাব পরিমাণ থাকে তবে উভয় হইতে আলাদা যাকাত লওয়া হইবে।

মালিক (র) বলেন ঃ নূতনভাবে যদি কেহ পশুর মালিক হয় তবে ঐ দিন হইতে পূর্ণ এক বৎসর অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত উহাতে যাকাত ধার্য হইবে না। তবে পূর্ব হইতে যদি নিসাব পরিমাণ পশু (পাঁচটি উট বা ত্রিশটি গাভী বা চল্লিশটি বকরী) তাহার নিকট থাকে আর পরে সে ক্রয় বা হেবা বা উত্তরাধিকার সূত্রে আর কিছু পশুর মালিক হয় তবে পূর্বস্থিত পশুগুলির সহিত মিশ্রণ করিয়া এইগুলিরও যাকাত আদায় করিতে হইবে যদিও এইগুলিতে পূর্ণ এক বৎসর অতিক্রান্ত হয় নাই। পূর্বস্থিত পশুগুলির যাকাত আদায় করিয়া দেওয়ার পর যদি এইগুলি তাহার মালিকানায় আসিয়া থাকে তবে পূর্বস্থিত পশুগুলির পুনরায় যখন যাকাত দিবে তখন সেই সঙ্গে এইগুলিরও যাকাত দিবে।

মালিক (র) বলেন ঃ মাস'আলাটির নজীর হইল, কেহ তাহার মালিকানাধীন রৌপ্যের যাকাত আদায় করিয়া বাকি রৌপ্য দ্বারা অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হইতে পণ্যদ্রব্য কিনিয়া লইল। বিক্রেতার উপর উক্ত পণ্যদ্রব্যের যাকাত প্রদান করা ওয়াজিব। কাজেই এই দ্বিতীয় ব্যক্তি যাকাত দিবে। এই অবস্থায় ক্রয়কারী লোকটি যেন অদ্য তাহার যাকাত আদায় করিল আর বিক্রেতা যেন গতকাল তাহার যাকাত আদায় করিয়াছে।

মালিক (র) বলেন ঃ নিসাব পরিমাণ হইতে কম বকরী কাহারও নিকট ছিল এবং পরে সে আরও কিছু বকরীর মালিক হইল, ইহাতে নিসাব পরিমাণের চাইতেও যদি তাহার বকরীর সংখ্যা অধিক হইয়া যায় তবুও পূর্ণ এক বৎসর অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত উহাতে যাকাত ধার্য হইবে না। কারণ যাকাতের বেলায় নিসাব পরিমাণ হইতে কম দ্রব্য ধর্তব্য বলিয়া গণ্য হয় না। নিসাব পরিমাণ হইয়া যাওয়ার পর ঐ জাতীয় যত পশু তাহার মালিকানায় আসিবে, কম হউক বা বেশি হউক, সবগুলিরই যাকাত দিতে হইবে।

মালিক (র) বলেন ঃ নিসাব পরিমাণ পশু (উট, গরু, ছাগল) কাহারও নিকট ছিল, পরে আরও কিছু পশু যদি তাহার অধিকারে আসে তবে পূর্ণ নিসাবের সহিত এইগুলিরও যাকাত প্রদান করিতে হইবে। আর এই ব্যাপারে আমি যাহা শুনিয়াছি তন্মধ্যে এই মতটি আমার নিকট অধিক প্রিয়।

মালিক (র) বলেন ঃ যে ধরনের পশু যাকাতে ধার্য করা হইয়াছে সেই ধরনের পশু যদি নিসাবের অধিকারী ব্যক্তির পশুপালে না থাকে, যেমন ধার্য হইয়াছে এক বৎসর বয়সের উট আর ঐ ব্যক্তির পালে তাহা নাই, তবে দুই বৎসর বয়সের উট প্রদান করা হইবে। আর দুই, তিন বা চার বৎসর বয়সের যাকাতে ধার্যকৃত উট পশুপালে পাওয়া না গেলে, সেই ধরনের ক্রয় করিয়া তাহা আদায় করা হইবে। উহার জন্য মূল্য দ্বারা যাকাত প্রদান করা আমি পছন্দ করি না।

মালিক (র) বলেন ঃ সেচ কার্যের বা হালের উট বা মহিষ নিসাব পরিমাণ হইলে উহাতেও যাকাত ওয়াজিব হইবে।

١٣- باب : صدقة الخلطاء

পরিচ্ছেদ ১৩ ঃ শরীকানা সম্পদের যাকাত

২৫- قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : فِي الْخَلِيطَيْنِ إِذَا كَانَ الرَّاعِي وَاحِدًا، وَالْفَحْلُ

وَاحِدًا، وَالْمُرَاحُ وَاحِدًا، وَالدَّلْوُ وَاحِدًا : فَالرَّجُلاَنِ خَلِيطَانِ. وَاِنْ عَرَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَالَهُ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ.

قَالَ وَالَّذِى لاَ يَعْرِفُ مَالَهُ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ لَيْسَ بِخَلِيطٍ. اِنَّمَا هُوَ شَرِيْكٌ.

قَالَ مَالِكٌ : وَلاَتَجِبُ الصَّدَقَةُ عَلَى الْخَلِيطَيْنِ حَتَّى يَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ . وَتَفْسِيرُ ذٰلِكَ ؛ اَنَّهُ اِذَا كَانَ لاَحَدِ الْخَلِيطَيْنِ اَرْبَعُونَ شَاةً فَصَاعِدًا ، وَلِلْاٰخَرِ اَقَلُّ مِنْ اَرْبَعِينَ شَاةً، كَانَتِ الصَّدَقَةُ عَلَى الَّذِى لَهُ الْاَرْبَعُونَ شَاةً. وَلَمْ تَكُنْ عَلَى الَّذِى لَهُ اَقَلُّ مِنْ ذٰلِكَ ، صَدَقَةٌ. فَاِنْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ جُمِعَا فِى الصَّدَقَةِ. وَوَجَبَتِ الصَّدَقَةُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا. فَاِنْ كَانَ لِاَحَدِهِمَا اَلْفُ شَاةٍ، اَوْ اَقَلُّ مِنْ ذٰلِكَ، مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ. وَلِلْاٰخِرِ اَرْبَعُونَ شَاةًا اَوْ اَكْثَرُ، فَهُمَا خَلِيطَانِ . يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ . عَلَى قَدْرِ عَدَدِ اَمْوَالِهِمَا، عَلَى الْاَلْفِ بِحِصَّتِهَا . وَعَلَى الْاَرْبَعِينَ بِحِصَّتِهَا.

قَالَ مَالِك : الْخَلِيطَانِ فِى الاِبِلِ بِمَنْزِلَةِ الْخَلِيطَيْنِ فِى الْغَنَمِ . يَجْتَمِعَانِ فِى الصَّدَقَةِ جَمِيعًا ، اِذَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَاتَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ. وَذٰلِكَ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الاِبِلِ صَدَقَةٌ". وَقَالَ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ : فِى سَائِمَةِ الْغَنَمِ اِذَا بَلَغَتْ اَرْبَعِينَ شَاةً، شَاة.

وَقَالَ يَحْيٰى ، قَالَ مَالِكٌ : وَهٰذَا اَحَبُّ مَاسَمِعْتُ اِلَىَّ فِى ذٰلِكَ.

قَالَ مَالِكٌ : وَقَالَ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ : لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ. اَنَّهُ اِنَّمَا يَعْنِى بِذٰلِكَ اَصْحَابَ الْمَوَاشِى .

قَالَ مَالِكٌ : وَتَفْسِيرُ قَوْلِهِ " لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ " اَنْ يَكُونَ النَّفَرُ الثَّلاَثَةُ الَّذِى يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ اَرْبَعُونَ شَاةً ، قَدْ وَجَبَتْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِى غَنَمِهِ الصَّدَقَةُ فَاِذَا اَظَلَّهُمُ الْمُصَدِّقُ جَمَعُوهَا، لِئَلاَّ يَكُونَ عَلَيْهِمْ فِيهَا اِلاَّ شَاةٌ وَاحِدَةٌ. فَنَهُوا

عَنْ ذٰلِكَ . وَتَفْسِيرُ قَوْلِهِ " وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ". اَنَّ الْخَلِيطَيْنِ يَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةُ شَاةٍ وَشَاةٌ ، فَيَكُونُ عَلَيْهِمَا فِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ . فَاِذَا اَظَلَّهُمَا الْمُصَدِّقُ ، فَرَّقَا غَنَمَهُمَا . فَلَمْ يَكُنْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اِلاَّ شَاةٌ وَاحِدَةٌ . فَنُهِيَ عَنْ ذٰلِكَ . فَقِيلَ : لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ . خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ . قَالَ مَالِكٌ : فَهٰذَا الَّذِي سَمِعْتُ فِي ذٰلِكَ .

রেওয়ায়ত ২৫

মালিক (র) বলেন ঃ দুই ব্যক্তির অংশীদারিত্বে যদি কিছু পশু থাকে এবং রাখাল, চারণক্ষেত্র, পানি পান করাইবার বালতি, নর জাতীয় পশুও যদি উভয়েরই থাকে, আর উভয়েরই স্ব-স্ব হিস্যার পশুগুলি শনাক্ত করিতে সক্ষম থাকে, তবে এই দুই শরীককে খলীতান (خَليطان) বলা হয়। আর শনাক্ত করিতে সক্ষম না থাকিলে তাহাদিগকে শরীয়তের পরিভাষায় শরীকান (شريكان) বলা হয়।

মালিক (র) বলেন ঃ খলীতানের প্রত্যেকেই নিসাব পরিমাণ পশুর মালিক না হইলে তাহাদের কাহারও উপর যাকাত ধার্য হইবে না। যেমন একজনের যদি চল্লিশটি বা তদূর্ধ্ব বকরী থাকে, আরেকজনের যদি কম হয়, তবে প্রথমজনের উপর যাকাত ওয়াজিব হইবে, দ্বিতীয়জনের উপর ওয়াজিব হইবে না। আর প্রত্যেক জনেরই যদি নিসাব পরিমাণ থাকে তবে উভয়ের মালিকানাধীন পশুসমূহ একত্র করিয়া যাকাত আদায় করা হইবে। সুতরাং একজনের যদি এক হাজার বা তদূর্ধ্ব বকরী হয় আর অপরজনের থাকে চল্লিশ বা তদূর্ধ্ব, তবে উভয় খলীত পরস্পরে হিসাব সম্পন্ন করিয়া স্ব-স্ব হিস্যানুসারে যাকাত প্রদান করিবে।

মালিক (র) বলেন ঃ উটের মধ্যে খলীত হওয়ার হুকুম বকরীর মধ্যে খলীত হওয়ার মতই। যদি উভয় খলীতের প্রত্যেকের কাছে নিসাব পরিমাণ উট থাকে তবে উভয়ের নিকট হইতে একত্রে যাকাত আদায় করা হইবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ পাঁচটির কম উটে যাকাত ওয়াজিব হয় না। উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলিয়াছেন ঃ মাঠে বিচরণরত বকরীর সংখ্যা চল্লিশে পৌছিলে ইহাতে একটি বকরী ধার্য হয়।

মালিক (র) বলেন ঃ এই বক্তব্যটি আমার পছন্দনীয়। উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলিয়াছেন ঃ যাকাত ধার্য হওয়ার ভয়ে বিভক্ত সম্পদ একত্র বা একীভূত সম্পদ বিভক্ত করা যাইবে না।

মালিক (র) বলেন ঃ এই বক্তব্যটির অর্থ হইল, পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত দল একত্র করা হইবে না, যেমন তিন ব্যক্তির প্রত্যেকেরই চল্লিশটি করিয়া বকরী ছিল। উহাতে প্রত্যেকের উপরই একটি করিয়া বকরী যাকাত ধার্য হইত। কিন্তু তাহারা নিজের মালিকানাধীন বকরীসমূহ একত্র করিয়া ফেলিল। ফলে ইহাতে সকলের উপর মাত্র একটি বকরী ওয়াজিব হয়। এমনিভাবে একত্রে যে পশুর দল রক্ষিত হয় সেইগুলিকে আলাদা করা হইবে না। উহার ব্যাখ্যা নিম্নরূপ–

দুই খলীতের একশত একটি করিয়া বকরী ছিল। তাহাদের উপর তিনটি বকরী যাকাত ধার্য হইবে। কিন্তু যাকাত আদায়কারী আসিলে তাহারা তাহাদের বকরীগুলি পৃথক করিয়া লইল। ইহাতে তাহাদের প্রত্যেকের

একটি করিয়া বকরী যাকাত ধার্য হয়। মোদ্দা কথা, যাকাতের ভয়ে পৃথক পৃথক দলকে একত্র করা হইবে না, অথবা একীভূত দলকে পৃথক করা হইবে না। মালিক (র) বলেন ঃ এই বিষয়ে আমি ইহাই শুনিয়াছি।

١٤- باب : ماجاء فيما يعتدّبه من السخل فى الصدقة

পরিচ্ছেদ ১৪ ঃ বকরী গণনার বেলায় বকরীর বাচ্চাও ইহাতে শামিল হইবে

٢٦- حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ ، عَنِ ابْنٍ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ، عَنْ جَدِّهِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ؛ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا. فَكَانَ يَعُدُّ عَلَى النَّاسِ بِالسَّخْلِ . فَقَالُوا : اَتعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ، وَلاَ تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا ! فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ذَكَرَ لَهُ ذٰلِكَ . فَقَالَ عُمَرُ : نَعَمْ تَعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ، يَحْمِلُهَا الرَّاعِى، وَلاَ تَاخُذُهَا ! وَلاَ تَأْخُذُ الاَكُولَةَ وَلاَ الرُّبّٰى وَلاَ الْمَاخِضَ وَلاَ فَحْلَ الْغَنَمِ. وَتَأْخُذُ الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ! وَذٰلِكَ عَدْل بَيْنَ غِذَاءِ الْغَنَمِ وَخِيَارِهِ.

قَالَ مَالِكٌ : وَالسَّخْلَةُ الصَّغِيرَةُ حِينَ تُنْتَجُ. وَالرُّبّٰى الَّتِى قَدْ وَضَعَتْ، فَهِىَ تُرَبِّى وَلَدَهَا وَالْمَاخِضُ هِىَ الْحَامِلُ. وَالاَ كُوْلَةُ هِىَ شَاةُ اللَّحْمِ الَّتِى تُسَمَّنُ لِتُؤْكَلَ.

وَقَالَ مَالِكٌ : فِى الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ لاَ تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ ، فَتَوَالَدُ قَبْلَ اَنْ يَأْتِيَهَا الْمُصَدِّقُ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ ، فَتَبْلُغُ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ بِوِلاَدَتِهَا.

قَالَ مَالِكٌ : اِذَا بَلَغَتِ الْغَنَمُ بِاَوْلاَدِهَا مَاتَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ ، فَعَلَيْهِ فِيهَا الصَّدَقَةُ. وَذٰلِكَ اَنَّ وِلاَدَةَ الْغَنَمِ مِنْهَا. وَذٰلِكَ مُخَالِف لِمَا اُفِيدَ مِنْهَا، بِاشْتِرَاءٍ اَوْ هِبَةٍ اَوْ مِيرَاثٍ . وَمِثْلُ ذٰلِكَ، الْعَرْضُ . لاَ يَبْلُغُ ثَمَنُهُ مَاتَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ . ثُمَّ يَبِيعُهُ صَاحِبُه فَيَبْلُغُ بِرِبْحِهِ مَاتَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ. فَيُصَدِّقُ رِبْحَه مَعَ رَأْسِ الْمَالِ . وَلَوْ كَانَ رِبْحُه فَائِدَةً اَوْ مِيرَاثًا ، لَمْ تَجِبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ ، حَتّٰى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، مِنْ يَوْمَ اَفَادَه اَوْ وَرِثَهُ .

قَالَ مَالِكٌ : فَغِذَاءُ الْغَنَمِ مِنْهَا، كَمَا رِبْحُ الْمَالِ مِنْهُ . غَيْرَ اَنَّ ذٰلِكَ يَخْلِفُ فِى وَجْهٍ اٰخَرَ. اَنَّهُ اِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مِنَ الذَّهَبِ اَوِ الْوَرِقِ مَاتَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، ثُمَّ اَفَادَ

اِلَيْهِ مَالاً، تَرَكَ مَالَهُ الَّذِى اَفَادَ، فَلَمْ يُزَكِّهِ مَعَ مَالِهِ الاَوَّلِ حِينَ يُزَكِّيهِ، حَتَّى يَحُولَ عَلَى الْفَائِدَةِ الْحَوْلُ، مِنْ يَوْمَ اَفَادَهَا. وَلَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ غَنَمٍ ، اَوْ بَقَر ، اَوْ اِبِل ، تَجِبُ فِى كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا الصَّدَقَةُ. ثُمَّ اَفَادَ اِلَيْهَا بَعِيرًا، اَوْ بَقَرَةً، اَوْشَاةً، صَدَّقَهَا مَعَ صِنْفِ مَا اَفَادَ مِنْ ذٰلِكَ حِينَ يُصَدِّقُهُ، اِذَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ ذٰلِكَ الصِّنْفِ الَّذِى اَفَادَ، نِصَابُ مَاشِيَةٍ .

قَالَ مَالِكٌ : وَهٰذَا اَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِى ذٰلِكَ .

রেওয়ায়ত ২৬

সুফইয়ান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) বর্ণনা করেন – উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) যাকাত উসূলকারী হিসাবে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে এক অঞ্চলে পাঠাইয়াছিলেন। বকরী গণনা করার সময় তিনি বাচ্চাগুলিকেও গণনায় শামিল করিয়া নিতেন। ইহাতে এলাকাবাসিগণ তাঁহাকে বলিলেন ঃ বাচ্চাগুলিকে আপনি গণনায় শামিল করেন কিন্তু যাকাতের মধ্যে ইহাকে গ্রহণ করেন না কেন? যাহা হউক, যাকাত উসূল করিয়া ফিরিয়া আসার পর উমর (রা)-এর নিকট এলাকাবাসীদের প্রশ্নের কথা উল্লেখ করিলে তিনি বলিলেন ঃ হ্যাঁ, বকরীর বাচ্চা এমনকি যে সমস্ত বাচ্চা রাখালগণকে কোলে তুলিয়া নিয়া যাইতে হয় সেই ধরনের বাচ্চাগুলিকে পর্যন্ত গণনায় শামিল করা হইবে। কিন্তু যাকাতের বেলায় এইগুলি আমরা গ্রহণ করি না। খাওয়ার উদ্দেশ্যে পালিত মোটাতাজা বকরী, বাচ্চারা যাহার দুধের উপর নির্ভরশীল তেমন বাচ্চাওয়ালা বকরী, ছাগ, গর্ভবতী বকরীও আমরা যাকাতে গ্রহণ করি না। এক বৎসর দুই বৎসর বয়সের যাহা একেবারে বাচ্চা নহে বা একেবারে বৃদ্ধ নহে এমন ধরনের বকরীই আমরা ইহাতে গ্রহণ করিয়া থাকি।

মালিক (র) বলেন ঃ কাহারও নিকট যদি নিসাব পরিমাণ হইতে কম বকরী থাকে আর যাকাত উসূলকারীর আগমনের একদিন পূর্বেও যদি এই বকরীগুলির বাচ্চা জন্মে এবং ইহাতে নিসাব পরিমাণ হইয়া যায় তবে তাহার উপর যাকাত ওয়াজিব হইবে। কারণ গণনার বেলায় বকরীর বাচ্চাও বকরীর মধ্যে শামিল হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে কাহারও নিকট যদি নিসাব পরিমাণের কম বকরী হয়, পরে ক্রয় বা হেবা বা ওয়ারিস সূত্রে সে যদি আরও কিছু বকরীর মালিক হয় এবং ইহাতে তাহার নিকট নিসাব পরিমাণ বকরী হইয়া যায়, তবে তাহার উপর যাকাত ওয়াজিব হইবে না। প্রথমোল্লিখিত মাস'আলাটির নজীর হইল– কাহারও নিকট যদি নিসাব পরিমাণ হইতে কম মূল্যের সম্পদ থাকে, আর সে যদি এমন লাভে ইহা বিক্রয় করে যাহাতে নিসাব পরিমাণ হইয়া যায়, তবে পুঁজির সহিত লাভের উপরও যাকাত ধার্য হইবে। কিন্তু ঐ লাভ যদি হেবা বা মিরাস আকারের হয় তবে হেবা বা ওয়ারিস সূত্রে প্রাপ্তির দিন হইতে পূর্ণ এক বৎসর অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত ইহাতে যাকাত ওয়াজিব হইবে না। মালিক (র) বলেন ঃ সুতরাং লাভ যেমন পুঁজি ও সম্পদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে তদ্রূপ বকরীর সঙ্গে শামিল বলিয়া গণ্য হইবে।

মালিক (র) বলেন ঃ অন্য একটি দিক হইতে এই পূর্বোল্লিখিত বিষয় দুইটির মধ্যে সামঞ্জস্যহীনতাও রহিয়াছে। তাহা হইল– কাহারও নিকট যদি এতটুকু পরিমাণ স্বর্ণ বা রৌপ্য থাকে যতটুকুর উপর যাকাত ওয়াজিব

হয়, পরে যদি ঐ ব্যক্তি অন্য আরও কোন সম্পদ অর্জন করে তবে পূর্বস্থ নিসাবের সঙ্গে ইহা সম্পৃক্ত হইবে না এবং যেদিন হইতে ইহা অর্জিত হইয়াছে সেইদিন হইতে পূর্ণ এক বৎসর অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত উহাতে যাকাত ধার্য হইবে না। পক্ষান্তরে কাহারও নিকট যদি উট, গাভী ও বকরী ইত্যাদি নিসাব পরিমাণ পশু থাকে এবং পরে যদি আরও কিছু পশু তাহার অধিকারে আসে তবে পূর্বস্থ নিসাবের সমজাতীয় পশুর সঙ্গে এইগুলির উপরও যাকাত আদায় করিতে হইবে। মালিক (র) বলেন ঃ এই মাস'আলাটির বিষয়ে আমি যাহা শুনিয়াছি উক্ত ভাষ্যটিই তন্মধ্যে অধিক উত্তম।

١٥- باب : العمل فى صدقة عامين اذااجتمعا

পরিচ্ছেদ ১৫ ঃ দুই বৎসরের যাকাত একত্র হইয়া পড়িলে উহা আদায়ের পন্থা

٢٧- قَالَ يَحْيٰى ، قَالَ مَلِكٌ : الْاَمْرُ عِنْدَنَا فِى الرَّجُلِ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ . وَابِلُهُ مِائَةُ بَعِيرٍ . فَلاَ يَأْتِيهِ السَّاعِى حَتّٰى تَجِبَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ اُخْرَى . فَيَأْتِيهِ الْمُصَدِّقُ وَقَدْ هَلَكَتْ اِبِلُهُ اِلاَّ خَمْسَ ذَوْدٍ .

قَالَ مَالِكٌ . يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْخَمْسِ ذَوْدٍ ، الصَّدَقَتَيْنِ الَّتَيْنِ وَجَبَتَا عَلَى رَبِّ الْمَالِ . شَاتَيْنِ . فِى كُلِّ عَامٍ شَاةٌ . لِاَنَّ الصَّدَقَةَ اِنَّمَا تَجِبُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ يَوْمَ يُصَدَّقُ مَالَهُ . فَاِنْ هَلَكَتْ مَاشِيَتُه اَوْ نَمَتْ فَاِنَّمَا يُصَدَّقُ الْمُصَدِّقُ زَكَاةَ مَا يَجِدُ يَوْمَ يُصَدِّقُ . وَاِنْ تَظَاهَرَتْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ صَدَقَات غَيْرُ وَاحِدَةٍ ، فَلَيْس عَلَيْهِ اَنْ يُصَدِّقَ اِلاَّ مَا وَجَدَ الْمُصَدِّقُ عِنْدَهُ . فَاِنْ هَلَكَتْ مَاشِيَتُهُ اَوْوَجَبَتْ عَلَيْهِ فِيهَا صَدَقَاتٌ ، فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ شَئٍ حَتّٰى هَلَكَتْ مَاشِيَتُهُ كُلُّهَا ، اَوْ صَارَتْ اِلَى مَالاَ تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ ، فَاِنَّهُ لاَصَدَقَةَ عَلَيْهِ وَلاَ ضَمَانَ فِيمَا هَلَكَ . اَوْ مَضٰى مِنَ السِّنِينَ .

রেওয়ায়ত ২৭

মালিক (র) বলেন ঃ কাহারও নিকট একশত উট ছিল। যাকাত উসুলকারী তাহার নিকট আসিল না, এমনকি দ্বিতীয় বৎসরও অতিক্রান্ত হইয়া গেল। আর এই দিকে মাত্র পাঁচটি উট ছাড়া তাহার বাকি সমস্ত উট মরিয়া গেল। এই অবস্থায় যাকাত উসুলকারী তাহার নিকট হইতে এই পাঁচটি উটের দুই বৎসরের যাকাত প্রতি বৎসরের একটি করিয়া বকরী দুই বৎসরের দুইটি বকরী আদায় করিবে। কারণ যাকাত আদায় করার দিন যে সম্পদ মালিকের নিকট অবশিষ্ট থাকে কেবল ইহারই যাকাত আদায় করিতে হয়। সুতরাং তাহার মালিকানাধীন পশু যদি মারা যায় বা তাহা বৃদ্ধি পায় তবে সেই অনুসারেই তাহাকে যাকাত প্রদান করিতে হইবে। যদি কয়েক বৎসরের যাকাত বকেয়া হইয়া যায় তবে যাকাত উসুলকারী ঐ ব্যক্তির নিকট মওজুদ পশুগুলির যাকাত উসুল

করিবে। যদি সমস্ত পশু বিনষ্ট হইয়া যায় বা বিনষ্ট হওয়ার পর যাহা অবশিষ্ট রহিল তাহা যদি নিসাব পরিমাণ না হয় তবে আর উহাতে যাকাত ধার্য হইবে না। এবং বিগত বৎসরগুলির বকেয়াও তাহাকে আদায় করিতে হইবে না।

١٦- باب : النهى عن التضيق على الناس فى الصدقة

পরিচ্ছেদ ১৬ ঃ যাকাত উসুল করিতে মানুষকে অসুবিধায় ফেলা নিষেধ

٢٨- حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ ؛ اَنَّهَا قَالَتْ : مُرَّ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِغَنَمٍ مِنَ الصَّدَقَةِ. فَرَاى فِيهَا شَاةً حَافِلاً ذَاتَ ضَرْعٍ عَظِيمٍ. فَقَالَ عُمَرُ : مَاهٰذِهِ الشَّاةُ؟ فَقَالُوا : شَاةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ عُمَرُ : مَا اَعْطَى هٰذِهِ اَهْلُهَا وَهُمْ طَائِعُونَ . لاَ تَفْتِنُوا النَّاسَ . لاَ تَأْخُذُوا حَزَرَاتِ الْمُسْلِمِينَ. نَكِّبُوا عَنِ الطَّعَامِ .

وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مَحَمَّدِ بْنِ حَبَّانَ ؛ اَنَّهُ قَالَ : اَخْبَرَنِى رَجُلاَنِ مِنْ اَشْجَعَ، اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ الْاَنْصَارِىَّ كَانَ يَأْتِيهِمْ مُصَدِّقًا. فَيَقُولُ لِرَبِّ الْمَالِ : اَخْرِجْ اِلَىَّ صَدَقَةَ مَالِكَ. فَلاَ يَقُودُ اِلَيْهِ شَاةً فِيهَا وَفَاء مِنْ حَقِّهِ اِلاَّ قَبِلَهَا .

قَالَ مَالِك : السُّنَّةُ عِنْدَنَا ، وَالَّذِى اَدْرَكْتُ عَلَيْهِ اَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا ، اَنَّهُ لاَيُضَيَّقُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِى زَكَاتِهِمْ . وَاَنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ مَادَفَعُوا مِنْ اَمْوَالِهِمْ .

রেওয়ায়ত ২৮

নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন– উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর সম্মুখে একবার উসুলকৃত যাকাতের বকরী পেশ করা হইল। তিনি ইহার মধ্যে বড় স্তনওয়ালা একটি দুধাল বকরী দেখিতে পাইয়া বলিলেন ঃ এইটি কোথা হইতে আসিল ? জবাবে বলা হইল, এইটিও যাকাতের। উমর (রা) বলিলেন ঃ ইহার মালিক নিশ্চয়ই সন্তুষ্টচিত্তে ইহা দেয় নাই। মানুষকে তোমরা অসুবিধায় ফেলিবে না। সর্বোত্তম জিনিস কখনও যাকাতে উসুল করিবে না, আর মানুষের রিযিক ছিনাইয়া নেওয়া হইতে বিরত থাক।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইবন হাব্বান (র) বলেন ঃ আশজা' কবীলার দুই ব্যক্তি আমাকে বলিয়াছেন– মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামা আনসারী (রা) তাঁহাদের কবীলায় যাকাত উসুল করিতে আসিতেন এবং যাহাদের উপর যাকাত ফরয তাহাদিগকে নিজ নিজ যাকাত হাজির করিতে বলিতেন। যাকাত আদায়ে উপযুক্ত কোন বকরী হইলে তাহাই তিনি গ্রহণ করিতেন।

মালিক (র) বলেন ঃ আমাদের নিকট ইহাই সুন্নত। আমাদের মদীনার আলিমগণকে ইহার উপরই আমল করিতে দেখিয়াছি যে, যাকাত উসুলের বেলায় মানুষের উপর কোনরূপ অসুবিধার সৃষ্টি করা উচিত নহে, বরং যাকাত প্রদানকারিগণ যাহা পেশ করে তাহা যাকাতে লওয়ার মত হইলেই কবূল করিয়া নেওয়া উচিত।

١٧- باب : اخذ الصدقة ومن يجوز له اخذها

পরিচ্ছেদ ১৭ ঃ কোন্ কোন্ ব্যক্তির জন্য যাকাত গ্রহণ করা জায়েয

٢٩- حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِىٍّ . اِلاَّ لِخَمْسَةٍ : لِغَازٍ فِى سَبِيلِ اللّٰهِ . اَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا . اَوْ لِغَارِمٍ اَوْلِرَجُلٍ اشْتَرَهَا بِمَالِهِ. اَوْ لِرَجُلٍ لَهُ جَار مِسْكِينٌ ، فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ ، فَاَهْدَى الْمِسْكِينُ لِلْغَنِىِّ" .

قَالَ مَالِكٌ : الْاَمْرُ عِنْدَنَا فِى قَسْمِ الصَّدَقَاتِ، اَنَّ ذٰلِكَ لاَ يَكُونُ اِلاَّ عَلَى وَجْهِ الاِجْتِهَادِ مِنَ الْوَالِى . فَاَىُّ الْاَصْنَافِ كَانَتْ فِيهِ الْحَاجَةُ وَالْعَدَدُ ، اُوثِرَ ذٰلِكَ الصِّنْفُ ، بِقَدْرِمَا يَرَى الْوَالِى . وَعَسٰى اَنْ يَنْتَقِلَ ذٰلِكَ اِلَى الصِّنْفِ الْاُخَرِ بَعْدَ عَامٍ اَوْ عَامَيْنِ اَوْ اَعْوَامٍ . فَيُوْثَرُ اَهْلُ الْحَاجَةِ وَالْعَدَدِ ، حَيْثُمَا كَانَ ذٰلِكَ. وَعَلَى هٰذَا اَدْرَكْتُ مَنْ اَرْضٰى مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ .

قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ لِلْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَاتِ فَرِيضَةٌ مُسَمَّاةٌ ، اِلاَّ عَلَى قَدْرِ مَايَرَى الْاِمَامُ .

রেওয়ায়ত ২৯

আতা ইব্‌ন ইয়াসার (র) বর্ণনা করেন – রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ পাঁচ ধরনের ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির জন্য যাকাত গ্রহণ করা হালাল নহে। উক্ত পাঁচ ব্যক্তি হইলেন (এক) আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধরত মুজাহিদ, (দুই) সরকার কর্তৃক নিযুক্ত যাকাত উসুলকারী কর্মচারী, (তিন) ঋণগ্রস্ত, (চার) যে ব্যক্তি ইহা দরিদ্র ব্যক্তি হইতে খরিদ করিয়া নেয়, (পাঁচ) প্রতিবেশী কোন দরিদ্র ব্যক্তি যদি তাহাকে ইহা হাদিয়া হিসাবে প্রদান করে তবে সেই ব্যক্তি ধনী হইলেও ইহা গ্রহণ করা তাহার জন্য যায়েয হইবে।

মালিক (র) বলেন ঃ আমাদের নিকট যাকাতের মাল বণ্টনের বিষয়টি ইসলামী সরকারের বিবেচনার উপর নির্ভরশীল। যাহারা বেশি অভাবী বা সংখ্যায় বেশি– সরকার যতদিন প্রয়োজন মনে করিবেন তাহাদিগকে দিবেন।

কিছুদিন পর অন্য কোন ধরনের লোক বেশি অভাবগ্রস্ত বা সংখ্যায় বেশি হইলে তাহাদিগকেও দিতে পারেন। মোট কথা, এই বিষয়টি হইতেছে অভাব ও সংখ্যার উপর নির্ভরশীল। আস্থাভাজন আলিমগণের নিকট হইতে আমি উল্লিখিত বক্তব্যই শুনিতে পাইয়াছি।

মালিক (র) বলেন ঃ যাকাত উসুলকারী কর্মচারীর জন্য নির্দিষ্ট কোন অংশ যাকাতে নাই। ইহা ইসলামী শাসনকর্তার ইখতিয়ারাধীন। যতটুকু দেওয়া উপযুক্ত মনে করিবেন তাহাই দিবেন।

١٨- باب : ماجاء فى اخذ الصدقة والتشرير فيها

পরিচ্ছেদ ১৮ ঃ যথাযথভাবে যাকাত আদায় করা এবং এই বিষয়ে কঠোরতা প্রদর্শন করা

٣٠- حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَالَ : لَوْمَنَعُونِى عِقَالاً لَجَاهَدْتُهُمْ عَلَيْهِ .

রেওয়ায়ত ৩০

মালিক (র) বলেন ঃ আবূ বরক সিদ্দীক (রা) বলিয়াছিলেন ঃ যাকাতের বেলায় উট বাঁধার দড়িটি দিতেও যদি কেহ অস্বীকৃতি জানায় তবে তাহার সঙ্গে আমি লড়াই করিব।[১]

٣١ - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ ؛ اَنَّهُ قَالَ : شَرِبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَبَنًا فَاَعْجَبَهُ. فَسَأَلَ الَّذِى سَقَاهُ، مِنْ اَيْنَ هٰذَا اللَّبَنُ ؟ فَاَخْبَرَهُ اَنَّهُ وَرَدَ عَلَى مَاءٍ ، قَدْ سَمَّاهُ . فَاِذَا نَعَمٌ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ . وَهُمْ يَسْقُونَ . فَحَلَبُوا لِى مِنْ اَلْبَانِهَا، فَجَعَلْتُهُ فِى سِقَائِى، فَهُوَ هٰذَا. فَاَدْخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَدَهُ فَاسْتَقَاءَهُ .

قَالَ مَالِكٌ : الاَمْرُ عِنْدَنَا اَنَّ كُلَّ مَنْ مَنَعَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَلَمْ يَسْتَطِيعِ الْمُسْلِمُونَ اَخْذَهَا، كَانَ حَقًّا عَلَيْهِمْ جِهَادُهُ حَتّٰى يَاْخُذُوهَا مِنْهُ.

রেওয়ায়ত ৩১

যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র) বর্ণনা করেন – উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) একবার কিছু দুগ্ধ পান করেন। ইহা তাঁহার নিকট অত্যন্ত সুস্বাদু এবং ভাল বলিয়া মনে হইল। তিনি তখন যে ব্যক্তি দুধ পান করাইয়াছিল তাহাকে বলিলেন ঃ এই দুধ কোথা হইতে আনিয়াছ ? সে বলিল ঃ আমি একটি জলাশয়ে গিয়াছিলাম, সেখানে যাকাতের কিছু পশু পানি পান করিতেছিল। উপস্থিত লোকেরা উহাদিগকে দুগ্ধ দোহন করিয়া আমাকেও কিছু দিল। আমি আমার পানপাত্রে উহা সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়া দিয়াছিলাম। আপনি যাহা পান করিলেন ইহা তাহাই। উমর (রা) তখন গলদেশে আঙুল প্রবেশপূর্বক উহা বমি করিয়া ফেলিয়া দিলেন।

---

১. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাত-এর পর কিছুসংখ্যক লোক যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। তখন আবূ বকর (রা) এই কথা বলিয়াছিলেন ঃ "উট বাঁধার দড়িটিও দিতে যদি কেউ অস্বীকৃতি জানায় তবে তাহার সঙ্গে আমি লড়াই করিব।"

মালিক (র) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত কোন একটি ফরযকে যদি কেউ অস্বীকার করে আর মুসলমানগণ যদি তাহার দ্বারা উহা আদায় করাইতে না পারে তবে আদায় না করা পর্যন্ত তাহার সঙ্গে জিহাদ করা কর্তব্য।

٣٢ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ عَامِلاً الْعَمْرُ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، كَتَبَ اِلَيْهِ يَذْكُرُ : اَنَّ رَجُلاً مَنَعَ زَكَاةَ مَالِهِ . فَكَتَبَ اِلَيْهِ عُمَرُ : اَنْ دَعْه وَلاَ تَاخُذْ مِنْهُ زَكَاةً مَعَ الْمُسْلِمِينَ . قَالَ فَسَمِعَ ذٰلِكَ. الرَّجُلَ فَتَشْدِ عَلَيْهِ، وَادَّى بَعْدَ زَكَاةً مَالِهِ . فَكَتَبَ عَامِلَ عَمْرَ اِلَيْهِ يَذْكُرُ لَهُ ذٰلِكَ . فَكَتَبَ اِلَيْهِ عُمَرُ : اَنْ خُذْهَا مِنْهُ .

রেওয়ায়ত ৩২

মালিক (র) বলেন ঃ উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র)-এর জনৈক কর্মচারী তাঁহাকে লিখিয়া জানাইল যে, এক ব্যক্তি স্বীয় সম্পদের যাকাত আদায় করিতে অস্বীকার করে। উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) তখন তাহাকে বলিলেন ঃ ছাড়িয়া দাও। অন্যান্য মুসলিম ব্যক্তির সহিত তাহার যাকাত লইও না। যাকাত প্রদানে অনিচ্ছুক এ ব্যক্তি ইহা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইল এবং তাহার সম্পদের যাকাত প্রদান করার জন্য ঐ কর্মচারীর নিকট লইয়া আসিল। তখন ঐ কর্মচারী এই বিষয়ে ফয়সালা জানিতে চাহিয়া পুনরায় উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র)-এর নিকট পত্র লিখিলে তিনি উত্তর দিলেন ঃ তাহার যাকাত গ্রহণ করিয়া নাও।

١٩- باب : زكاة مايخرص من ثمار النخيل والاعناب

পরিচ্ছেদ ১৯ ঃ খেজুর, আঙ্গুর– যেসব ফল অনুমান করিয়া বিক্রয় করা হয় সেসব ফলের যাকাত

٣٣- حَدَّثَنِي يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ؛ عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ، وَالْبَعْلِ ؛ الْعُشْرُ. وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفَ الْعُشْرِ".

রেওয়ায়ত ৩৩

সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার (র) এবং বুসর ইব্ন সাঈদ (র) বর্ণনা করেন – রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ যে সমস্ত যমীনে বৃষ্টি বা ঝর্ণার পানি সিঞ্চিত হয় বা মূলস্থ রসই যথেষ্ট হয়, সেচের প্রয়োজন পড়ে না, সেই সমস্ত যমীনে উৎপন্ন ফসলের উশর বা এক-দশমাংশ, আর সেচ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে সমস্ত যমীন চাষ করা হয়, সেই যমীনে উৎপন্ন ফসলের নিসফে উশর বা এক-বিংশতিতমাংশ ($\frac{১}{২০}$) হারে যাকাত দিতে হয়।

٣٤ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ اَنَّهُ قَالَ : لاَيُؤْخَذُ فِى صَدَقَةِ النَّخْلِ الْجُعْرُورُ، وَلاَ مُصْرَانُ الْفَارَةِ ، وَلاَ عَذْقُ ابْنُ حُبَيْقٍ . قَالَ : وَهُوَ يُعَدُّ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهُ فِى الصَّدَقَةِ .

قَالَ مَالِكٌ : وَاِنَّمَا مِثْلُ ذٰلِكَ ، الْغَنَمُ . تُعَدُّ عَلَى صَاحِبِهَا بِسِخَالِهَا. وَالسَّخْلُ لاَ يُؤْخَذُ مِنْهُ فِى الصَّدَقَةِ. وَقَدْ يَكُونُ فِى الْاَمْوَلِ ثِمَارٌ لاَتُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ مِنْهَا. مِنْ ذٰلِكَ الْبُرْدِىُّ وَمَا اَشْبَهَهُ لاَيُؤْخَذُ مِنْ اَدْنَاهُ، كَمَا لاَ يُؤْخَذُ مِنْ خِيَارِهِ.

قَالَ : وَاِنَّمَا تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ مِنْ اَوْسَاطِ الْمَالِ .

قَالَ مَالِكٌ : اَلْاَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا اَنَّهُ لاَيُخْرَصُ مِنَ الثِّمَارِ اِلاَّ النَّخِيلُ وَالْاَعْنَابُ. فَاِنَّ ذٰلِكَ يُخْرَصُ حِينَ يَبْدُو صَلاَحُهُ، وَيَحِلُّ بَيْعُهُ. وَذٰلِكَ اَنَّ ثَمَرَ النَّخِيلِ وَالْاَعْنَابِ يُؤْكَلُ رُطَبًا وَعِنَبًا. فَيُخْرَصُ عَلَى اَهْلِه لِلتَّوْسِعَةِ عَلَى النَّاسِ. وَلِئَلاَّيَكُونَ عَلَى اَحَدٍ فِى ذٰلِكَ ضِيقٌ. فَيُخْرَصُ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ . ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ يَاكُلُونَهُ كَيْفَ شَاؤُا. ثُمَّ يُؤَدُّونَ مِنْهُ الزَّكَاةَ عَلَى مَا خُرِصَ عَلَيْهِمْ.

قَالَ مَالِكٌ : فَاَمَّا مَالاَ يُؤْكَلُ رَطْبًا، وَاِنَّمَا يُؤْ كَلُ بَعْدَ حَصَادِهِ مِنَ الْحُبُوبِ كُلِّهَا ، فَاِنَّهُ لاَ يُخْرَصُ. وَاِنَّمَا عَلَى اَهْلِهَا فِيمَا، اِذَا حَصَدُوهَا وَدَقُّوهَا وَطَيَّبُوهَا، وَخَلُصَتْ حَبًّا ؛ فَاِنَّمَا عَلَى اَهْلِهَا فِيهَا الْاَمَانَةُ. يُؤَدُّونَ زَكَاتَهَا . اِذَا بَلَغَ ذٰلِكَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. وَهٰذَا الْاَمْرُ، الَّذِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا.

قَالَ مَالِكٌ اَلْاَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا اَنَّ النَّخْلَ يُخْرَصُ عَلَى اَهْلِهَا . وَثَمَرُهَا فِى رُؤُوسِهَا . اِذَا طَابَ وَحَلَّ بَيْعُهُ . وَيُؤْخَذُ مِنْهُ صَدَقَتُهُ تَمْرًا عِنْدَا الْجِدَادِ. فَاِنْ اَصَابَتِ الثَّمَرَةَ جَائِحَةٌ ، بَعْدَ اَنْ تُخْرَصَ عَلَى اَهْلِهَا، وَقَبْلَ اَنْ تُجَذَّ، فَاَحَاطَتِ الْجَائِحَةُ بِالثَّمَرِ كُلِّهِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ صَدَقَتُهُ . فَاِنْ بَقِىَ مِنَ الثَّمَرِ شَىْءٌ، يَبْلُغُ خَمْسَةَ اَوْسُقٍ فَصَاعِدًا، بِصَاعِ النَّبِىِّ ﷺ ، اُخِذَمِنْهُمْ زَكَاتُهُ. وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيمَا اَصَابَتِ الْجَائِحَةُ زَكَاه. وَكَذٰلِكَ الْعَمَلُ فِى الْكَرْمِ اَيْضًا. وَاِذَا كَانَ لِرَجُلٍ قِطَعُ اَمْوَالٍ مُتَفَرِّقَةٌ ، اَوِ اشْتِرَاكٌ فِى اَمْوَالٍ مُتَفَرِّقَةٍ، لاَ يَبْلُغُ مَالُ كُلُّ شَرِيكٍ اَوْ قِطَعُهُ مَاتَجِبُ فِيه

الزَّكَاةُ، وَكَانَتْ اِذَا جُمِعَ بَعْضُ ذٰلِكَ اِلَى بَعْضٍ يَبْلُغُ مَاتَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَاِنَّهُ يَجْمَعُهَا وَيُؤَدِّي زَكَاتَهَا .

রেওয়ায়ত ৩৪

ইব্‌ন শিহাব (র) বলেন ঃ খেজুরের যাকাতে জো'রুর, মুসরানুলফার ও আজক ইব্‌ন খুবায়ক (এক ধরনের অতি নিকৃষ্ট খেজুর) গ্রহণ করা যাইবে না। তিনি বলিলেন ঃ ইহা বকরীর যাকাতের মত। নিকৃষ্ট ধরনের বকরী গণনায় শামিল হয় বটে কিন্তু যাকাতে গ্রহণ করা যায় না। এই ক্ষেত্রেও নিকৃষ্ট ধরনের খেজুর পরিমাণের বেলায় শামিল করা হইবে বটে কিন্তু যাকাত গ্রহণ করা যাইবে না।

মালিক (র) বলেন ঃ ইহা বকরীর যাকাত সদৃশ। বকরীর বাচ্চা গণনায় শামিল হয় কিন্তু যাকাতে গ্রহণ করা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে কোন দ্রব্য বেশি ভাল হওয়ার কারণেও যাকাতে গ্রহণ করা যায় না। যেমন বুরদী (উত্তম) জাতীয় খেজুর। মোট কথা, বেশি ভাল বা অতি নিকৃষ্ট উভয় ধরনের দ্রব্যই যাকাতে গ্রহণ করা যায় না, বরং মধ্যম ধরনের জিনিসই কেবল গ্রহণ করা যায়।

মালিক (র) বলেন ঃ খেজুর ও আঙ্গুর ব্যতীত অন্য কোন ফলের বেলায় খারস বা বৃক্ষস্থ ফলের পরিমাণ অনুমান করিয়া তদানুযায়ী যাকাতের পরিমাণ নির্ধারণ করা যাইবে না। খেজুর ও আঙ্গুর প্রায় পরিপক্ক হইয়া উঠিলে এবং বিক্রয় করা যায় এমন অবস্থায় পৌঁছিলে উহাতে অনুমান করা যায়, কারণ খেজুর ও আঙ্গুর উভয় ধরনের ফল কাঁচা অশুষ্ক অবস্থায়ও খাওয়া যায়। সুতরাং পাকা ও শুষ্ক হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা হইলে ইহাতে মানুষের অসুবিধার সৃষ্টি হইবে। অতএব সাধারণ মানুষের সুবিধার প্রতি লক্ষ করিয়া বৃক্ষস্থ খেজুর ও আঙ্গুরের পরিমাণ অনুমান করার পর মালিককে তাহার ফলের অধিকার সহ ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। যেভাবে মনে করে সে উহা ভোগ করিবে এবং পরে পূর্বের অনুমানকৃত পরিমাণানুসারে যাকাত প্রদান করিবে।

মালিক (র) বলেন ঃ যে সমস্ত ফল কাঁচা ভক্ষণ করা হয় না, বরং কর্তনের পর বিশেষ প্রক্রিয়ায় ভক্ষণ করা হয়, যেমন– ধান, গম ইত্যাদি যাবতীয় শস্যের বেলায় ক্ষেতে শস্য রাখিয়া ক্ষেত্রস্থ শস্যের পরিমাণ অনুমান করিয়া নির্ণয় করিবার পর যাকাত নির্ধারণ করা যাইবে না। শস্য কর্তনের পর মাড়ানো এবং পরিষ্কার করা হইলে উহাতে যাকাত আদায় করিতে হয়। যাকাত ধার্য করার মত না হওয়া পর্যন্ত উহা মালিকের হাতে আমানত হিসাবে থাকে।

মালিক (র) বলেন ঃ উক্ত বিষয়ে আমাদের মধ্যে কোন মতানৈক্য নাই।

মালিক (র) বলেন ঃ আমাদের নিকট সর্বসম্মত মাস'আলা হইল, ফল প্রায় পরিপক্ক অবস্থায় যখন বিক্রয়ের উপযুক্ত হইবে তখন উহাতে অনুমান করিয়া বৃক্ষস্থ ফলের পরিমাণ নির্ণয় করা হইবে এবং কর্তনের পর উহার যাকাতের পরিমাণ অনুসারে বিশুদ্ধ খেজুর লওয়া হইবে। অনুমান করিয়া পরিমাণ নির্ধারণের পর কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের দরুন যদি বৃক্ষস্থ সমস্ত খেজুর বিনষ্ট হইয়া যায়, তবে আর উহাতে যাকাত ধার্য হইবে না। বিনষ্ট হওয়ার পরও যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ব্যবহৃত ছা'য়ে পাঁচ অছক (ষাট ছা' صَاعٌ) পরিমাণ খেজুর অবশিষ্ট থাকে তবে ইহাতে যাকাত ধার্য হইবে, আর যতটুকু পরিমাণ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে উহাতে যাকাত ধার্য হইবে না।

মালিক (র) বলেন ঃ আঙ্গুরের বেলায়ও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হইবে।

মালিক (র) বলেন ঃ বিভিন্ন স্থানে যদি কাহারও জায়গীর বা অংশ থাকে আর সবগুলিকে একত্র করিলে যাকাত পরিমাণ হয় তবে আলাদা আলাদাভাবে যাকাত পরিমাণ না হইলেও উহাতে যাকাত ধার্য করা হইবে।

٢٠- باب : زكاة الحبوب والزيتون

পরিচ্ছেদ ২০ ঃ শস্য ও যায়তুন তৈলের যাকাত

٣٥- حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الزَّيْتُونِ ؟ فَقَالَ : فِيهِ الْعُشْرُ . قَالَ مَالِكٌ : وَاِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنَ الزَّيْتُونِ الْعُشْرُ ، بَعْدَاَنْ يُعْصَرَ وَيَبْلُغَ زَيْتُونُهُ خَمْسَةَ اَوْسُقٍ. فَمَا لَمْ يَبْلُغْ زَيْتُونُهُ خَمْسَةَ اَوْسُقٍ ، فَلاَزَكَاةَ فِيهِ . وَالزَّيْتُونُ بِمَنْزِلَةِ النَّخِيلِ . مَا كَانَ مِنْهُ سَقَتْهُ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ ، اَوْ كَانَ بَعْلاً ، فَفِيهِ الْعُشْرُ. وَمَا كَانَ يُسْقَى بِالنَّضْحِ ، فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ ، وَلاَ يُخْرَصُ شَيْءٌ مِنَ الزَّيْتُوْنِ فِي شَجَرِهِ .

وَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا فِي الْحُبُوبِ الَّتِي يَدَّخِرُهَا النَّاسُ وَيَاكُلُونَهَا ، اَنَّهُ يُؤْخَذُ مِمَّا سَقَتْهُ السَّمَاءُ مِنْ ذٰلِكَ ؛ وَمَا سَقَتْهُ الْعُيُونُ ، وَمَا كَانَ بَعْلاً ، الْعُشْرُ . وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ . اِذَا بَلَغَ ذٰلِكَ خَمْسَةَ اَوْسُقٍ بِالصَّاعِ الْاَوَّلِ صَاعِ النَّبِيِّ ﷺ . وَمَا زَادَ عَلَى خَمْسَةِ اَوْسُقٍ فَفِيْهِ الزَّكَاةُ بِحِسَابِ ذٰلِكَ .

قَالَ مَالِكٌ : وَالْحُبُوبُ الَّتِي فِيهَا الزَّكَاةُ : الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ وَالسُّلْتُ وَالذُّرَةُ وَالدُّخْنُ وَالْاَرْزُ وَالْعَدَسُ وَالْجُلْبَانُ وَاللُّوْبِيَا وَالْجُلْجُلاَنُ وَمَا اَشْبَهَ ذٰلِكَ مِنَ الْحُبُوبِ الَّتِي تَصِيرُ طَعَامًا. فَالزَّكَاةُ تُؤْخَذُ مِنْهَا بَعْدَ اَنْ تُحْصَدَ وَتَصِيرَ حَبًّا .

قَالَ : وَالنَّاسُ مُصَدَّقُونَ فِي ذٰلِكَ وَيُقْبَلُ مِنْهُم فِي ذٰلِكَ مَادَفَعُوا .

وَسُئِلَ مَالِكٌ : مَتَى يُخْرَجُ مِنَ الزَّيْتُونِ الْعُشْرُ اَوْ نِصْفُهُ ، اَقَبْلَ النَّفَقَةِ اَمْ بَعْدَهَا ؟ فَقَالَ : لاَيُنْظَرُ اِلَى النَّفَقَةِ وَلٰكِنْ يُسْأَلُ عَنْهُ اَهْلُهُ، كَمَا يُسْأَلُ اَهْلُ الطَّعَامِ عَنِ الطَّعَامِ . وَيُصَدَّقُونَ بِمَا قَالُوا . فَمَنْ رُفِعَ مِنْ زَيْتُونِهِ خَمْسَةُ اَوْسُقٍ فَصَاعِداً، اُخِذَ مِنْ زَيْتِهِ الْعُشْرُ بَعْدَ اَنْ يُعْصَرَ . وَمَنْ لَمْ يُرْفَعْ مِنْ زَيْتُونِهِ خَمْسَةُ اَوْسُقٍ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ فِي زَيْتِهِ الزَّكَاةُ .

قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ بَاعَ زَرْعَهُ ، وَقَدْ صَلَحَ وَيَبِسَ فِي اَكْمَامِهِ ، فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ . وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهُ زَكَاةٌ. وَلاَ يَصْلُحُ بَيْعُ الزَّرْعِ ، حَتَّى يَيْبَسَ فِي اَكْمَامِهِ ، وَيَسْتَغْنِيَ عَنِ الْمَاءِ .

قَالَ مالِكٌ فِي قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى – (وَاٰتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) – : اَنَّ ذٰلِكَ ، الزَّكَاةُ . وَقَدْ سَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ ذٰلِكَ .

قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ بَاعَ اَصْلَ حَائِطِهِ ، اَوْ اَرْضَهُ، وَفِي ذٰلِكَ زَرْعٌ اَوْ ثَمَرٌ لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ ، فَزَكَاةُ ذٰلِكَ عَلَى الْمُبْتَاعِ . وَاِنْ كَانَ قَدْ طَابَ وَحَلَّ بَيْعُهُ ، فَزَكَاةُ ذٰلِكَ عَلَى الْبَائِعِ . اِلاَّ اَنْ يَشْتَرِطَهَا عَلَى الْمُبْتَاعِ .

রেওয়ায়ত ৩৫

মালিক (র) বর্ণনা করেন– যায়তুনের যাকাত সম্পর্কে ইব্‌ন শিহাব (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন ঃ ইহাতে উশর বা উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশ যাকাত ধার্য হইবে।

মালিক (র) বলেন ঃ যায়তুন দানা পিষানোর পর পাঁচ অছক পরিমাণ তৈল হইলে উহাতে 'উশর' হইবে। পরিমাণে পাঁচ অছক হইতে কম হইলে উহাতে আর যাকাত ধার্য হইবে না।

মালিক (র) বলেন ঃ যায়তুনের (যাকাতের) হুকুম খেজুরে প্রযোজ্য হুকুমের মতই। বৃষ্টি, ঝর্ণা ও শিকড় দ্বারা সংগৃহীত পানি দ্বারা উৎপন্ন যায়তুন শস্যে 'উশর' বা এক-দশমাংশ, আর সেচ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন শস্যে 'নিসফে উশর' বা এক-বিংশতিতমাংশ যাকাত ধার্য হইবে। যায়তুনের অনুমান করিয়া বৃক্ষস্থ শস্যের পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া যাকাত ধার্য হইবে না।

মালিক (র) বলেন ঃ যে সমস্ত শস্য মানুষ সংরক্ষণ করে এবং ভক্ষণ করে, সেই সমস্ত শস্য যদি বৃষ্টি, ঝর্ণা বা কেবল মূলের সাহায্যে সংগৃহীত পানি দ্বারা উৎপন্ন হয়, তবে পাঁচ অছক পরিমাণ হইলে উহাতে উশর বা এক-দশমাংশ, আর সেচ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হইলে এক-বিংশতিতমাংশ যাকাত ধার্য হইবে; পাঁচ অছক হইতে বেশি হইলে বর্ধিত হার অনুপাতে উহার যাকাত প্রদান করিতে হইবে।

মালিক (র) বলেন ঃ গম, যব, ভুট্টা, বুট, ধান, মসুরি, মাষ, সিম, তিল ইত্যাদি শস্য যাহা ভোজ্যদ্রব্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় উহার সব কিছুতেই শস্য-কর্তন ও মাড়াইয়ের পর যাকাত ধার্য হইয়া থাকে।

তিনি বলেন ঃ এইসব বিষয়ে শস্য মালিকের ভাষ্য সত্য বলিয়া বিবেচ্য হইবে এবং মালিক যাহাই প্রদান করে তাহাই যাকাতে গ্রহণ করা হইবে।

ইয়াহ্‌ইয়া (র) বলেন ঃ মালিক (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, যায়তুন তৈলের যাকাত (উশর) পারিবারিক ব্যয় নির্বাহের পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে উহা হইতে আদায় করা হইবে, না ব্যয়ের পূর্বের সর্বমোট পরিমাণ হইতে আদায় করা হইবে ? তিনি তখন উত্তরে বলিলেন ঃ ব্যয়ের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হইবে না। খাদ্য-শস্যের বেলায় যেমন মালিককে পরিমাণ জিজ্ঞাসা করা হয়, এখানেও তদ্রূপ মালিককে উৎপন্ন যায়তুনের মোট পরিমাণ জিজ্ঞাসা করিয়া নেওয়া হইবে এবং তাহাকে সত্যবাদী বলিয়া গণ্য করা হইবে। মোট কথা, পাঁচ অছক পরিমাণ যায়তুন উৎপন্ন হইলে যায়তুন দানা পিষার পর উহা হইতে 'উশর' বা এক-দশমাংশ যাকাত উসুল করা হইবে, আর পাঁচ অছক পরিমাণ না হইলে উহাতে যাকাত ধার্য হইবে না।

ইয়াহ্‌ইয়া (র) বলেন ঃ মালিক (র) বলিয়াছেন ঃ শস্য পক্ব ও খোড় শুষ্ক হওয়ার পর কেহ যদি তাহা বিক্রয় করে তবে বিক্রেতার উপর উহার যাকাত ধার্য হইবে, ক্রেতার উপর ধার্য হইবে না।

মালিক (র) বলেন ঃ শস্য, থোড় শুষ্ক না হওয়া পর্যন্ত এবং পানির প্রয়োজন শেষ না হওয়া পর্যন্ত উহা বিক্রয় করা বৈধ নহে।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [১] এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে মালিক (র) বলিয়াছেন ঃ এইখানে হক অর্থ হইল উহার যাকাত প্রদান করিয়া দেওয়া। বিজ্ঞ আলিমগণকে আমি উক্ত আয়াতের অনুরূপ তফসীর করিতে শুনিয়াছি।

মালিক (র) বলেন ঃ 'বদয়িসালাহ' বা পরিপক্ব হওয়ার পূর্বেই যদি কেহ স্বীয় বাগান বা শস্যক্ষেত্রের মূল বৃক্ষ বিক্রয় করিয়া দেয় তবে উহার যাকাত ক্রেতার উপর ধার্য হইবে। আর পরিপক্ব হওয়ার পর যদি বিক্রয় করে তবে ঐ শস্য বা ফলের যাকাত বিক্রেতার উপর ধার্য হইবে। তবে বিক্রয়ের সময় যদি বিক্রেতা শর্ত করে যে, যাকাত ক্রেতাকে আদায় করিতে হইবে তবে উহা ক্রেতার উপরই ধার্য হইবে।

٢١- باب : مالازكاة فيه من الثمار

পরিচ্ছেদ ২১ ঃ যে ধরনের ফলে যাকাত ওয়াজিব হয় না

٣٦- قَالَ مَالِكٍ : اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا كَانَ لَهُ مَايَجُدُّ مِنْهُ اَرْبَعَةَ اَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ، وَمَا يَقْطِفُ مِنْهُ اَرْبَعَةَ اَوْسُقٍ مِنَ الزَّبِيْبِ ، وَمَا يَحْصُدُ مِنْهُ اَرْبَعَةَ اَوْسُقٍ مِنَ الْحِنْطَةِ، وَمَا يَحْصُدُ مِنْهُ اَرْبَعَةَ اَوْسُقٍ مِنَ الْقُطْنِيَّةِ ؛ اِنَّهُ لاَيُجْمَعُ عَلَيْهِ بَعْضُ ذٰلِكَ اِلَى بَعْضٍ. وَاِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِى شَىْءٍ مِنْ ذٰلِكَ زَكَاةٌ. حَتَّى يَكُونَ فِى الصِّنْفِ الْوَاحِدِ مِنَ التَّمْرِ، اَوْ فِى الزَّبِيبِ ، اَوْ فِى الْحِنْطَةِ، اَوْ فِى الْقُطْنِيَّةِ، مَا يَبْلُغُ الصِّنْفُ الْوَاحِدُ مِنْهُ خَمْسَةَ اَوْسُقٍ، بِصَاعِ النَّبِىِّ ﷺ . كَمَا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : " لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ".

وَاِنْ كَانَ فِى الصِّنْفِ الْوَاحِدِ مِنْ تِلْكَ الْاَصْنَافِ مَايَبْلُغُ خَمْسَةَ اَوْسُقٍ ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ. فَاِنْ لَمْ يَبْلُغْ خَمْسَةَ اَوْسَقٍ فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ . وَتَفْسِيرُ ذٰلِكَ اَنْ يَجُدَّ الرَّجُلُ مِنَ التَّمْرِ خَمْسَةَ اَوْسُقٍ. وَاِنْ اخْتَلَفَتْ اَسْمَاؤُهُ وَاَلْوَانُهُ، فَاِنَّهُ يُجْمَعُ بَعْضُهُ اِلَى بَعْضٍ ، ثُمَّ يُؤْخَذُ مِنْ ذٰلِكَ الزَّكَاةُ . فَاِنْ لَمْ يَبْلُغْ ذٰلِكَ، فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ . وَكَذٰلِكَ الْحِنْطَةُ كُلُّهَا. السَّمْرَاءُ وَالْبَيْضَاءُ وَالشَّعِيرُ وَالسُّلْتُ ، كُلُّ ذٰلِكَ صِنْفٌ وَاحِدٌ. فَاِذَا حَصَدَ الرَّجُلُ مِنْ ذٰلِكَ كُلِّهِ خَمْسَةَ اَوْسُقٍ ، جُمِعَ عَلَيْهِ بَعْضُ ذٰلِكَ اِلَى بَعْضٍ، وَوَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ .

---

১. 'আর ফসল তুলিবার দিনে উহার দেয় প্রদান করিবে।' ৬ ঃ ১৪১

فَاِنْ لَمْ يَبْلُغْ ذٰلِكَ ، فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ. وَكَذٰلِكَ الزَّبِيبُ كُلُّهُ. اَسْوَدُهُ وَاَحْمَرُهُ. فَاِذَا قَطَفَ الرَّجُلُ مِنْهُ خَمْسَةَ اَوْسُقٍ، وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ. فَاِنْ لَمْ يَبْلُغْ ذٰلِكَ، فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ. وَكَذٰلِكَ الْقُطْنِيَّةُ هِىَ صِنْفٌ وَاحِدٌ. مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَاِنِ اخْتَلَفَتْ اَسْمَاؤُهَا وَاَلْوَانُهَا. وَالْقُطْنِيَّةُ : الْحِمَّصُ وَالْعَدَسُ وَاللُّوبِيَا وَالْجُلْبَانُ . وَكُلُّ مَاثَبَتَ مَعْرِفَتُهُ عِنْدَ النَّاسِ اَنَّهُ قُطْنِيَّةٌ . فَاِذَا حَصَدَ الرَّجُلُ مِنْ ذٰلِكَ خَمْسَةَ اَوْسُقٍ بِالصَّاعِ الْاَوَّلِ، صَاعِ النَّبِىِّ ﷺ . وَاِنْ كَانَ مِنْ اَصْنَافِ الْقُطْنِيَّةِ كُلِّهَا، لَيْسَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الْقُطْنِيَّةِ . فَاِنَّهُ يُجْمَعُ ذٰلِكَ بَعْضُهُ اِلَى بَعْضٍ، وَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ .

قَالَ مَالِكٌ : وَقَدْ فَرَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَيْنَ الْقُطْنِيَّةِ وَالْحِنْطَةِ، فِيمَا اُخِذَ مِنَ النَّبَطِ . وَرَاٰى اَنَّ الْقِطْنِيَّةَ كُلَّهَا صِنْفٌ وَاحِدٌ. فَاَخَذَ مِنْهَا الْعُشْرَ، وَاَخَذَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّبِيبِ نِصْفَ الْعُشْرِ.

قَالَ مَالِكٌ : فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ : كَيْفَ يُجْمَعُ الْقِطْنِيَّةُ بَعْضُهَا اِلَى بَعْضٍ فِى الزَّكَاةِ حَتَّى تَكُونَ صَدَقَتُهَا وَاحِدَةً ، وَالرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنْهَا اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ، وَلاَ يُؤْخَذُ مِنَ الْحِنْطَةِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ ؟ قِيلَ لَهُ : فَاِنَّ الذَّهَبَ وَالْوَرِقَ يُجْمَعَانِ فِى الصَّدَقَةِ. وَقَدْ يُؤْخَذُ بِالدِّينَارِ اَضْعَافُهُ فِى الْعَدَدِ مِنَ الْوَرِقِ يَدًا بِيَدٍ.

قَالَ مَالِكٌ ، فِى النَّخِيلِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَيَجُذَّانِ مِنْهَا ثَمَانِيَةَ اَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ : اِنَّهُ لاَصَدَقَةَ عَلَيْهِمَا فِيهِمَا. وَاِنَّهُ اِنْ كَانَ لِاَحَدِهِمَا مِنْهَا مَايَجُذُّ مِنْهُ خَمْسَةَ اَوْسُقٍ، وَلِلْآخَرِ مَايَجُذُّ اَرْبَعَةَ اَوْسُقٍ، اَوْ اَقَلَّ مِنْ ذٰلِكَ ، فِى اَرْضٍ وَاحِدَةٍ، كَانَتِ الصَّدَقَةُ عَلَى صَاحِبِ الْخَمْسَةِ الْاَوْسُقِ وَلَيْسَ عَلَى الَّذِى جَذَّ اَرْبَعَةَ اَوْ سُقٍ اَوْ اَقَلَّ مِنْهَا ، صَدَقَةٌ. وَكَذٰلِكَ الْعَمَلُ فِى الشُّرَكَاءِ كُلِّهِمْ. فِى كُلِّ زَرْعٍ مِنَ الْحُبُوبِ كُلِّهَا يُحْصَدُ ، اَوِ النَّخْلُ يُجَدُّ، اَوِ الْكَرْمُ يُقْطَفُ، فَاِنَّهُ اِذَا كَانَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ يَجُدُّ مِنَ التَّمْرِ ، اَوْ يَقْطِفُ مِنَ الزَّبِيبِ ، خَمْسَ اَوْسُقٍ. اَوْ يَحْصُدُ مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْسَةَ اَوْسُقٍ، فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَمَنْ كَانَ حَقُّهُ اَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ، فَلاَ صَدَقَةَ عَلَيْهِ . وَاِنَّمَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ عَلَى مَنْ بَلَغَ جِدَادُهُ اَوْ قِطَافُهُ اَوْ حَصَادُهُ خَمْسَةَ اَوْسُقٍ.

قَالَ مَالِكٌ " السُّنَّةُ عِنْدَنَا ، اَنَّ كُلَّ مَا اُخْرِجَتْ زَكَاتُهُ مِنْ هٰذِهِ الْاَصْنَافِ كُلِّهَا ، الْحِنْطَةِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْحُبُوبِ كُلِّهَا. ثُمَّ اَمْسَكَهُ صَاحِبُهُ بَعْدَ اَنْ اَدَّى صَدَقَتَهُ سِنِينَ . ثُمَّ بَاعَهُ ، اَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي ثَمَنِهِ زَكَاةٌ ، حَتّٰى يَحُولَ عَلَى ثَمَنِهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ بَاعَهُ. اِذَا كَانَ اَصْلُ تِلْكَ الْاَصْنَافِ مِنْ فَائِدَةٍ اَوْ غَيْرِهَا. وَاَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِلتِّجَارَةِ. وَاِنَّمَا ذٰلِكَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ وَالْحُبُوبِ وَالْعُرُوضِ. يُفِيدُهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يُمْسِكُهَا سِنِينَ. ثُمَّ يَبِيعُهَا بِذَهَبٍ اَوْ وَرِقٍ ، فَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ فِي ثَمَنِهَا زَكَاةٌ حَتّٰى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ بَاعَهَا. فَاِنْ كَانَ اَصْلُ تِلْكَ الْعُرُوضِ لِلتِّجَارَةِ فَعَلَى صَاحِبِهَا فِيهَا الزَّكَاةُ حِينَ يَبِيعُهَا ، اِذَا كَانَ قَدْ حَبَسَهَا سَنَةً، مِنْ يَوْمَ زَكَّى الْمَالَ الَّذِي ابْتَاعَهَا بِهِ .

রেওয়ায়ত ৩৬

মালিক (র) বলেন ঃ কাহারও যদি চার অছক পরিমাণ খেজুর, চার অছক পরিমাণ কিসমিস, চার অছক পরিমাণ গম, চার অছক পরিমাণ কিতনিয়্যা বা ডাল জাতীয় শস্য উৎপন্ন হয় তবে এইগুলিকে একত্র করা হইবে না এবং একটিও নিসাব পরিমাণ (পাঁচ অছক) না হওয়ায় ঐ ব্যক্তির উপর যাকাত ধার্য হইবে না। হ্যাঁ, কোন একটি যদি নিসাব পরিমাণ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ছা'-এর মাপে পাঁচ অছকই হইত, তবে ঐটিতে শুধু যাকাত ধার্য হইত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ পাঁচ অছকের কম পরিমাণ খেজুরের যাকাত ধার্য হইবে না।

মালিক (র) বলেন ঃ এক জাতীয় বস্তু হইলে নাম বা রকমের তারতম্য হইলেও উহাকে একই জিনিস বলিয়া ধরা হইবে এবং সবগুলিকে একত্র করার পর নিসাব পরিমাণ হইলে উহাতে যাকাত ধার্য হইবে, আর নিসাব পরিমাণ না হইলে উহাতে যাকাত ধার্য হইবে না।

মালিক (র) বলেন ঃ তেমনিভাবে গম জাতীয় সকল বস্তু, যেমন ময়দা, যব, ছাতু সবগুলিকে একই শ্রেণীভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হইবে। শস্য কর্তনের পর সবগুলি একত্র করিয়া নিসাব পরিমাণ হইলে উহাতে যাকাত ধার্য করা হইবে, আর নিসাব পরিমাণ না হইলে যাকাত ধার্য করা হইবে না।

মালিক (র) বলেন ঃ তেমনিভাবে লাল বা কাল সকল কিসমিস একই জাতিভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হইবে। কাহারও বাগানে পাঁচ অছক পরিমাণ উৎপন্ন হইলে উহাতে যাকাত ধার্য হইবে আর উক্ত পরিমাণ হইতে কম উৎপন্ন হইলে যাকাত ধার্য হইবে না।

মালিক (র) বলেন ঃ নাম বা রকমের তারতম্য সত্ত্বেও খেজুর, কিসমিসের মত সকল প্রকার কিত্নিয়্যা বা ডাল জাতীয় শস্যকেও একই জাতিভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হইবে। (যে সমস্ত শস্যদানা সরাসরি পাক করিয়া ভক্ষণ করা হয়, উহাদিগকে কিত্ন বলা হয়, যেমন চানাবুট, মাষ, সিম ইত্যাদি) ইহাদের প্রজাতিসমূহ ভিন্ন ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও একত্র করিয়া পাঁচ অছক পরিমাণ হইলে উহাতে যাকাত ধার্য হইবে।

মালিক (র) বলেন ঃ নবতী খৃস্টানদের কর নেওয়ার সময় উমর (রা) কিত্নিয়্যা এবং গমের মধ্যে তারতম্য করিয়াছিলেন। সকল প্রকার কিত্নিয়্যাকে এক শ্রেণীভুক্ত বলিয়া তিনি গণ্য করিয়াছিলেন এবং উহাতে উশর বা

এক-দশমাংশ কর ধার্য করিয়াছিলেন। অন্যপক্ষে গম ও কিসমিসের উপর এক-বিংশতিতমাংশ কর গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মালিক (র) বলেন ঃ কেহ যদি প্রশ্ন তোলেন কিত্‌নিয়্যা বা ডাল জাতীয় সকল বস্তুকে অভিন্ন জাতি বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে অথচ এক সের মাষকলাইয়ের সঙ্গে দুই সের মসুরির বিনিময় জায়েয আছে। একই জাতীয় যদি হইত তবে উহা জায়েয হইত না। কারণ উহা সুদের পর্যায়ে পড়িয়া যাইত। যেমন এক সের গমের বিনিময়ে দুই সের গম গ্রহণ করা যায় না। কারণ একই জাতিভুক্ত হওয়ায় উহা সুদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

উক্ত প্রশ্নের জবাবে বলা যাইতে পারে যে, স্বর্ণ এবং রৌপ্য যাকাতের বেলায় একত্র করিয়া ধরা যায় অথচ এক দীনার বা স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে বেশি সংখ্যক রৌপ্য মুদ্রা গ্রহণ করা জায়েয। উহা সুদ হয় না। ইহাতে বোঝা গেল, জাতি নির্ণয়ের বেলায় যাকাত ও সুদের একই হুকুম নহে।

মালিক (র) বলেন ঃ কিছু পরিমাণ খেজুর বৃক্ষ যদি দুই ব্যক্তির শরীকানাভুক্ত থাকে আর উহাতে আট অছক পরিমাণ (অর্থাৎ প্রত্যেকের নিসাব পরিমাণ হইতে কম খেজুর) উৎপন্ন হয় তবে উহাতে যাকাত ধার্য হইবে না। একজনের হিস্যায় যদি পাঁচ অছক পরিমাণ (অর্থাৎ নিসাব পরিমাণ) উৎপন্ন হয় আর অন্যজনের হিস্যায় চার অছক পরিমাণ অর্থাৎ নিসাব পরিমাণ হইতে কম উৎপন্ন হয় তবে যাহার নিসাব পরিমাণ হইয়াছে তাহার উপরই শুধু যাকাত ধার্য হইবে।

এমনিভাবে সকল প্রকার শস্যক্ষেত্রের শরীকানার বেলায় উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হইবে। নিসাব পরিমাণের কম হইলে যাকাত ধার্য হইবে না। আর যাহার হিস্যায় নিসাব পরিমাণ হইবে তাহার উপরই কেবল যাকাত ধার্য হইবে।

মালিক (র) বলেন ঃ আমাদের নিকট স্বীকৃত পদ্ধতি হইল, শস্যের যাকাত আদায় করার পর মালিক যদি ঐ শস্য কয়েক বৎসর গুদামজাত করিয়া রাখে এবং পরে উহা বিক্রয় করে তবে বিক্রয় করার দিন হইতে এক বৎসর অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত ঐ বিক্রয়লব্ধ টাকার উপর কোন যাকাত ধার্য হইবে না। যদি ঐ শস্য হেবা, মৌরসী বা মালিকানাস্বত্বে পাইয়া থাকে তখনই কেবল উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হইবে। কাহারও নিকট খোরাকী বাবদ কিছু শস্য বা তৈজসপত্র কয়েক বৎসর পর্যন্ত মওজুদ থাকে, পরে উহা বিক্রয় করিয়া দেয়, তবে উহাতে যেমন যাকাত ধার্য হয় না, এইখানেও তদ্রূপ যাকাত ধার্য হয় না। উক্ত শস্য যদি ব্যবসায়ের হইয়া থাকে আর উক্ত শস্যের যাকাত আদায় করার এক বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর উহা বিক্রয় করে, তবে বিক্রয়ের দিনই যাকাত ধার্য হইবে।

٢٢- باب : مالازكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول

পরিচ্ছেদ ২২ ঃ যে সকল ফল ও রবিশস্যে যাকাত ধার্য হয় না

قَالَ مَالِكٌ : السُّنَّةُ الَّتِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا ، وَالَّذِى سَمِعْتُ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ، اَنَّهُ لَيْسَ فِى شَىْءٍ مِنَ الْفَوَاكِهِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ. الرُّمَّانِ، وَالْفِرْسِكِ ، وَالتِّينِ، وَمَا اَشْبَهَ ذٰلِكَ وَمَا لَمْ يُشْبِهْهُ. اِذَا كَانَ مِنَ الْفَوَاكِهِ.

قَالَ : وَلاَ فِى الْقَضْبِ وَلاَ فِى الْبُقُولِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ. وَلاَ فِى اَثْمَانِهَا اِذَا بِيعَتْ صَدَقَةٌ، حَتّٰى يَحُولَ عَلَى اَثْمَانِهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ بَيْعِهَا، وَيَقْبِضُ صَاحِبُهَا ثَمَنَهَا.

মালিক (র) বলেন ঃ এই বিষয়ে আমাদের নিকট সর্বসম্মত সুন্নত এবং আহলে ইল্‌মদের নিকট যাহা শুনিয়াছি তাহা এই, ফল-ফলাড়ি যথা পীচ, ডুমুর অথবা তদ্রূপ অন্যান্য ফল অথবা এইগুলির মত না হইলেও যাহা ফল বলিয়া গণ্য, ইহাদের উপর যাকাত ধার্য হয় না। একইভাবে শাক-সবজি, তরিতরকারি ইত্যাদির উপর যাকাত ধার্য হয় না এবং এইগুলির বিক্রয়লব্ধ অর্থের উপরও যাকাত নাই। তবে বিক্রয়লব্ধ অর্থ মালিকের হাতে আসার পর তাহার নিকট এক বৎসর থাকিলে উহার উপর যাকাত ধার্য হইবে।

٢٣- باب : ماجاء فى صدقة الرقيق والخيل والعسل

পরিচ্ছেদ ২৩ ঃ দাস-দাসী, ঘোড়া ও মধুর যাকাত

٣٧- حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ ؛ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ" .

রেওয়ায়ত ৩৭

আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন– রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন ঃ মুসলমান ব্যক্তির দাস-দাসী এবং ঘোড়ার যাকাত ধার্য হয় না।

٣٨ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ اَنَّ اَهْلَ الشَّامِ قَالُوا لِاَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ : خُذْ مِنْ خَيْلِنَا وَرَقِيقِنَا صَدَقَةً. فَاَبَى ثُمَّ كَتَبَ اِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَاَبَى عُمَرُ. ثُمَّ كَلَّمُوهُ اَيْضًا ، فَكَتَبَ اِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ اِلَيْهِ عُمَرُ : اِنْ اَحَبُّوا فَخُذْهَا مِنْهُمْ. وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ. وَارْزُقْ رَقِيقَهُمْ.

قَالَ مَالِكٌ : مَعْنَى قَوْلِهِ ، رَحِمَهُ اللّٰهُ " وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ" يَقُولُ : عَلَى فُقَرَائِهِمْ .

রেওয়ায়ত ৩৮

সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার (র) বর্ণনা করেন– সিরিয়াবাসিগণ আবূ উবায়দা ইব্‌ন জাররাহ (রা)-এর নিকট তাহাদের ঘোড়া বা দাস-দাসীদের যাকাত নেওয়ার কথা বলিলে তিনি তাহা গ্রহণ না করিয়া উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-কে জানাইলেন। উমর (রা)-ও উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জানাইলেন। পরে তাহারা আবূ উবায়দা (রা)-এর নিকট তাহাদের ঘোড়া ও দাস-দাসীদের যাকাত গ্রহণ করিতে পুনরায় অনুরোধ জানাইলে তিনি আবার উমর (রা)-এর নিকট এই সম্পর্কে লিখিয়া জানাইলেন। উমর (রা) তাঁহাকে উত্তরে লিখিলেন ঃ স্বেচ্ছায় যদি তাহারা এইগুলির যাকাত দিতে চায় তবে উহা গ্রহণ করুন এবং উহা দরিদ্র ও দাস-দাসীদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিন।

٣٩ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو وبْنِ حَزْمٍ ؛ اَنَّهُ قَالَ

: جَاءَ كِتَابٌ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي وَهُوَ بِمِنًى : أَنْ لاَ يَأْخُذَ مِنَ الْعَسَلِ وَلاَ مِنَ الْخَيْلِ صَدَقَةً .

রেওয়ায়ত ৩৯

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর ইব্ন হায্ম (র) বলেন ঃ মীনায় অবস্থানকালে আমার পিতা আবূ বকর ইব্ন হায্মের নিকট উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র)-এর একটি পত্র আসিয়াছিল। ইহার মর্ম ছিল ঃ মধু এবং ঘোড়ার যাকাত আপনি গ্রহণ করিবেন না।

٤٠- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِينَارٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ صَدَقَةِ الْبَرَاذِينِ ؟ فَقَالَ : وَهَلْ فِي الْخَيْلِ مِنْ صَدَقَةٍ ؟

রেওয়ায়ত ৪০

আবদুল্লাহ্ ইব্ন দীনার (র) বলেন ঃ আমি সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (র)-কে তুর্কী ঘোড়ার যাকাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন ঃ ঘোড়ায়ও আবার যাকাত হয় নাকি?

٢٤- باب : جزية اهل الكتاب والمجوس

পরিচ্ছেদ ২৪ ঃ আহলে কিতাবের উপর ধার্য জিয্য়া

٤١- حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ الْبَحْرَيْنِ .

রেওয়ায়ত ৪১

ইব্ন শিহাব (র) বলেন ঃ আমি শুনিয়াছি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাহরাইনের অগ্নিপূজকদের উপর, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) পারস্যের অগ্নিপূজকদের উপর এবং উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা) বর্বর মুশরিকদের উপর জিয্য়া ধার্য করিয়াছিলেন।

٤٢ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ذَكَرَ الْمَجُوسَ، فَقَالَ : مَاأَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ فِي أَمْرِهِمْ . فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ : أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ " سُنُّوابِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ" .

রেওয়ায়ত ৪২

মুহাম্মদ বাকির (র) বর্ণনা করেন– উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) অগ্নি উপাসকদের জিয্য়ার কথা আলোচনা করিতে গিয়া বলিলেন ঃ বুঝিতে পারিতেছি না, ইহাদের ব্যাপারে কি করা যায়। এই সময় আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) বলিলেন ঃ আমি সাক্ষ্য দিতেছি, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমি বলিতে শুনিয়াছি যে, অগ্নি-উপাসকদের সহিত তোমরা কিতাবীদের মত ব্যবহার করিবে।

٤٣ - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ اَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؛ اَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى اَهْلِ الذَّهَبِ اَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ. وَعَلَى اَهْلِ الْوَرِقِ اَرْبَعِينَ دِرْهَمًا . مَعَ ذٰلِكَ اَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ وَضِيَافَةُ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ .

রেওয়ায়ত ৪৩

আসলাম (রা) বর্ণনা করেন ঃ উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) অমুসলিম স্বর্ণ মালিকদের উপর বাৎসরিক চার দীনার এবং রৌপ্য-মালিকদের উপর বাৎসরিক দশ দিরহাম জিয্‌য়া ধার্য করিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধার্ত মুসলিমদের খাদ্য প্রদান এবং মুসাফিরদের তিনদিন পর্যন্ত মেহমানদারী করাও ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

٤٤ - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ، عَنْ اَبِيهِ ؛ اَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : اِنَّ فِى الظَّهْرِ نَاقَةً عَمْيَاءَ. فَقَالَ عُمَرُ : اِدْفَعْهَا اِلَى اَهْلِ بَيْتٍ يَنْتَفِعُونَ بِهَا. قَالَ ، فَقُلْتُ: وَهِىَ عَمْيَاءُ؟ فَقَالَ عُمَرُ : يَقْطُرُونَهَا بِالاِبِلِ . قَالَ فَقُلْتُ : كَيْفَ تَأكُلُ مِنَ الاَرْضِ ؟ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ : اَمِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ هِىَ اَمْ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ ؟ فَقُلْتُ : بَلْ مِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ. فَقَالَ عُمَرُ اَرَدْتُمْ ، وَاللّٰهِ ، اَكْلَهَا. فَقُلْتُ : اِنَّ عَلَيْهَا وَسْمَ الْجِزْيَةِ . فَاَمَرَبِهَا عُمَرُ فَنُحِرَتْ . وَكَانَ عِنْدَهُ صِحَافٌ تِسْعٌ. فَلاَ تَكُونُ فَاكِهَةٌ وَلاَطُرَيْفَةٌ اِلاَّ جَعَلَ مِنْهَا فِى تِلْكَ الصِّحَافِ . فَبَعَثَ بِهَا اِلَى اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ . وَيَكُونُ الَّذِى يَبْعَثُ بِهِ اِلَى حَفْصَةَ ابْنَتِهِ ، مِنْ اٰخِرِ ذٰلِكَ. فَاِنْ كَانَ فِيهِ نُقْصَانٌ، كَانَ فِى حَظِّ حُفْصَةَ. قَالَ : فَجَعَلَ فِى تِلْكَ الصِّحَافِ مِنْ لَحْمِ تِلْكَ الْجَزُورِ . فَبَعَثَ بِهِ اِلَى اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ . وَاَمَرَبِمَا بَقِىَ مِنْ لَحْمِ تِلْكَ الْجَزُورِ، فَصُنِعَ. فَدَعَا عَلَيْهِ الْمُهَاجِرِينَ وَالاَنْصَارِ.

قَالَ مَالِكٌ : لاَاَرَى اَنْ تُؤْخَذَ النَّعَمُ مِنْ اَهْلِ الْجِزْيَةِ اِلاَّ فِى جِزْيَتِهِمْ .

রেওয়ায়ত ৪৪

আসলাম (রা) বর্ণনা করেন– উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-কে একবার জানাইলাম, সরকারী উটসমূহের মধ্যে একটা অন্ধ উটও রহিয়াছে। উমর (রা) বলিলেন ঃ অভাবী কাহাকেও দিয়া দিও। ইহা হইতে সে উপকার লাভ করিতে পারিবে। আমি বলিলাম ঃ উটটি তো অন্ধ। তিনি বলিলেন ঃ উহাকে উটের দলে বাঁধিয়া দিবে। ইহাদের সঙ্গে চলাফেরা করিবে। আমি বলিলাম, কেমন করিয়া ইহা ঘাস খাইবে ? তিনি বলিলেন ঃ ইহা জিয্‌য়া না যাকাতের ? আমি বলিলাম ঃ জিয্‌য়ার। তিনি বলিলেন ঃ তুমি ইহাকে যবেহ করার ইচ্ছা করিয়াছ নাকি ? আমি বলিলাম ঃ না, ইহাতে জিয্‌য়ার চিহ্ন বিদ্যমান। শেষে উমর (রা)-এর নির্দেশে ঐ উটকে নাহ্‌র (যবেহ) করা

হইল। উমর (রা)-এর নিকট নয়টি পেয়ালা ছিল। ফল বা ভাল কোন জিনিস তাঁহার নিকট আসিলে ঐ পেয়ালাগুলি ভরিয়া উম্মুল মু'মিনীনদের নিকট পাঠাইয়া দিতেন। সকলের শেষে তদীয় কন্যা উম্মুল মুমিনীন হাফসা (রা)-এর নিকট পাঠাইতেন। কম পড়িলে হাফসা (রা)-এর হিস্যাতেই পড়িত। যাহা হউক, উক্ত অন্ধ উটটিকে 'নাহ্‌র' করার পর প্রথম উল্লিখিত পেয়ালাসমূহ ভরিয়া উম্মুল মু'মিনীনদের নিকট পাঠানো হইল। বাকি যাহা রহিল তাহা রান্না করিয়া মুহাজির ও আনসারদেরকে দাওয়াত করিয়া খাওয়াইলেন।

মালিক (র) বলেন ঃ অমুসলিম জিয্‌য়া প্রদানকারীদের নিকট হইতে জিয্‌য়া হিসাবে পশু আদায় করা হইবে না। তবে মূল্য ধার্য করিয়া নগদ অর্থের বদলে পশু লওয়া যাইতে পারে।

٤٥ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ اِلَى عُمَّالِهِ : اَنْ يَضَعُوا الْجِزْيَةُ عَمَّنْ اَسْلَمَ مِنْ اَهْلِ الْجِزْيَةِ حِينَ يُسْلِمُونَ.

قَالَ مَالِكٌ : مَضَتِ السُّنَّةُ اَنْ لاَجِزْيَةَ عَلَى نِسَاءِ اَهْلِ الْكِتَابِ، وَلاَ عَلَى صِبْيَانِهِمْ . وَاَنَّ الْجِزْيَةَ لاَ تُؤْخَذُ اِلاَّ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِينَ قَدْ بَلَغُوا الْحُلُمَ . وَلَيْسَ عَلَى اَهْلِ الذِّمَّةِ، وَلاَ عَلَى الْمَجُوسِ فِى نَخِيلِهِمْ، وَلاَ كُرُومِهِمْ ، وَلاَ زُرُوْعِهِمْ ، وَلاَ مَوَاشِيهِمْ صَدَقَةٌ. لاَنَّ الصَّدَقَةَ اِنَّمَا وُضِعَتْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ تَطْهِيْرًا لَهُمْ وَرَدًّا عَلَى فُقَرَائِهِمْ. وَوُضِعَتِ الْجِزْيَةُ عَلَى اَهْلِ الْكِتَابِ صَغَارًا لَهُمْ . فَهُمْ ، مَاكَانُوا بِبَلَدِهِمْ الَّذِينَ صَالَحُوا عَلَيْهِ، لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَىْءٌ سِوَى الْجِزْيَةِ. فِى شَىْءٍ مِنْ اَمْوَالِهِمْ . اِلاَّ اَنْ يَتَّجِرُوا فِى بِلاَدِ الْمُسْلِمِينَ . وَيَخْتَلِفُوا فِيهَا. فَيُؤْخَذُ مِنْهُمْ الْعُشْرُ فِيمَا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ. وَذٰلِكَ اَنَّهُمْ ، اِنَّمَا وُضِعَتْ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةُ، وَصَالَحُوا عَلَيْهَا، عَلَى اَنْ يُقَرُّوا بِبِلاَدِهِمْ، وَيُقَاتَلُ عَنْهُمْ عَدُوُّهُمْ. فَمَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ مِنْ بِلاَدِهِ اِلَى غَيْرِهَا يَتْجُرُ اِلَيْهَا، فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ. مَنْ تَجَرَ مِنْهُمْ مِنْ اَهْلِ مِصْرَ اِلَى الشَّامِ، وَمِنْ اَهْلِ الشَّامِ اِلَى الْعِرَاقِ، وَمِنْ اَهْلِ الْعِرَاقِ اِلَى الْمَدِينَةِ، اَوِالْيَمَنِ ، اَوْ مَااَشْبَهَ هٰذَا مِنَ الْبِلاَدِ، فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ. وَلاَ صَدَقَةَ عَلَى اَهْلِ الْكِتَابِ، وَلاَ الْمَجُوسِ فِى شَىْءٍ مِنْ اَمْوَالِهِمْ وَلاَمِنْ مَوَاشِيهِمْ وَلاَ ثِمَارِهِمْ وَلاَ زُرُوعِهِمْ. مَضَتْ بِذٰلِكَ السُّنَّةُ . وَيُقَرُّونَ عَلَى دِينِهِمْ. وَيَكُونُونَ عَلَى مَاكَانُوا عَلَيْهِ . وَاِنِ اخْتَلَفُوا فِى الْعَامِ الْوَاحِدِ مِرَارًا فِى بِلاَدِ الْمُسْلِيمِينَ، فَعَلَيْهِمْ كُلَّمَا اخْتَلَفُوا الْعُشْرُ. لِاَنَّ ذٰلِكَ لَيْسَ مِمَّا صَالَحُوا عَلَيْهِ ، وَلاَ مِمَّا شُرِطَ لَهُمْ . وَهٰذَا الَّذِى اَدْرَكْتُ عَلَيْهِ اَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا .

রেওয়ায়ত ৪৫

মালিক (র) বলেন ঃ আমি জানিতে পারিয়াছি যে, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) তাঁহার কর্মচারীদের নিকট একই মর্মে চিঠি লিখিয়াছেন যে, জিয্‌য়া প্রদানকারীদের মধ্যে যাহারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিবে তাহাদের জিয্‌য়া মওকুফ হইয়া যাইবে।

মালিক (র) বলেন ঃ প্রচলিত সুন্নত হইল, অমুসলিম আহলে কিতাব নারী ও শিশুদের উপর জিয্‌য়া ধার্য হইবে না। যুবকদের নিকট হইতেই কেবল জিয্‌য়া আদায় করা হইবে।

মালিক (র) বলিলেন ঃ যিম্মী ও অগ্নিপূজকদের খেজুর বা আঙ্গুরের বাগান, কৃষিক্ষেত্র এবং পশুসমূহ হইতে যাকাত গ্রহণ করা হইবে না। কারণ সম্পদ পবিত্রকরণ উদ্দেশ্যে এবং মুসলিম দরিদ্র ব্যক্তিগণকে প্রদানের জন্য যাকাত শুধু মুসলমানদের উপর ধার্য হয়। জিয্‌য়া অমুসলিম বাসিন্দাদেরকে অধঃস্থ দেখাইবার জন্য কেবল তাহাদের উপর ধার্য করা হইয়াছে। সুতরাং যতদিন তাহারা সন্ধিকৃত এলাকায় বসবাস করিবে, তাহাদের উপর জিয্‌য়া ব্যতীত আর কিছুই ধার্য হইবে না। তবে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে তাহারা ব্যবসার উদ্দেশ্যে আসা-যাওয়া করিলে তাহাদের ব্যবসায়ের মাল হইতে এক-দশমাংশ আদায় করা হইবে। কারণ স্বীয় অঞ্চলে বসবাস করার এবং শত্রু হইতে রক্ষা করার ভিত্তিতেই তাহাদের উপর জিয্‌য়া ধার্য করা হইয়াছিল। সুতরাং স্বীয় অঞ্চলের বাহিরে গিয়া ব্যবসায়ে লিপ্ত হইলে ব্যবসায়ের মাল হইতে এক-দশমাংশ আদায় করা হইবে। যেমন মিসরে বসবাসকারী অমুসলিম বাসিন্দা সিরিয়ায়, সিরিয়ার যিম্মী ইরাকে, ইরাকের যিম্মী অধিবাসী মদীনায় ব্যবসা করিতে গেলে তাহার ব্যবসায়ের মালে এক-দশমাংশ কর ধার্য করা হইবে। আহলে কিতাব এবং অগ্নি-উপাসক (অর্থাৎ অমুসলিম যিম্মী) বাসিন্দাদের পশুপাল, ফল এবং কৃষিক্ষেত্রে কোনরূপ যাকাত ধার্য করা যাইবে না। এমনিভাবে অমুসলিম যিম্মী নাগরিকদিগকে তাহাদের পৈতৃক ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে দেওয়া হইবে এবং তাহাদের ধর্মীয় বিষয়ে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা যাইবে না। কিন্তু দারুল ইসলামে যতবার তাহারা ব্যবসা করিতে আসিবে তাহাদের নিকট হইতে ততবার এক-দশমাংশ কর আদায় করা হইবে। অর্থাৎ বাণিজ্য উদ্দেশ্যে বৎসরে কয়েকবার আসিলে প্রত্যেকবারই উক্ত কর দিবে। কারণ তাহাদের ব্যবসায়ের মধ্যে কর ধার্য করা যাইবে না বলিয়া কোনরূপ চুক্তি তাহাদের সঙ্গে হয় নাই। আমাদের শহরবাসী (মদীনাবাসী) আলিমগণকে উক্তরূপ আমল করিতে আমি দেখিয়াছি।

٢٥- باب : عشور اهل الذمة

পরিচ্ছেদ ২৫ ঃ যিম্মী বাসিন্দাদের নিকট হইতে উশর গ্রহণ করা

٤٦- حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، عَنْ اَبِيهِ ؛ اَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَاْخُذُ مِنَ النَّبَطِ، مِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ، نِصْفَ الْعُشْرِ. يُرِيدُ بِذٰلِكَ اَنْ يَكْثُرَ الْحَمْلُ اِلَى الْمَدِينَةِ. وَيَاخُذُ مِنَ الْقُطْنِيَّةِ الْعُشْرَ .

রেওয়ায়ত ৪৬

সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন– আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) নবতী অমুসলিম

বাসিন্দাদের নিকট হইতে গম ও তৈলে এক-বিংশতিতমাংশ কর গ্রহণ করিতেন। উদ্দেশ্য ছিল, মদীনায় যেন এই ধরনের জিনিসের আমদানি বেশি হয়। আর ডাল জাতীয় দ্রব্যে তাহাদের নিকট হইতে এক-দশমাংশ কর গ্রহণ করিতেন।

٤٧ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ؛ اَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ غُلاَمًا عَامِلاً مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَلَى سُوقِ الْمَدِينَةِ، فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . فَكُنَّا نَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ الْعُشْرَ .

রেওয়ায়ত ৪৭

সায়িব ইব্‌ন ইয়াযিদ (র) বলেন ঃ উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর খিলাফতকালে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উতবা ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর সহিত আমিও মদীনার বাজারে কর আদায়কারী কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত ছিলাম। আমরা তখন নবতী অমুসলিম বাসিন্দাদের নিকট হইতে এক-দশমাংশ কর আদায় করিতাম।

٤٨ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ : عَلَى اَيِّ وَجْهٍ كَانَ يَأْخُذُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنَ النَّبَطِ الْعُشْرَ؟ فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ : كَانَ ذٰلِكَ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَاَلْزَمَهُمْ ذٰلِكَ عُمَرُ .

রেওয়ায়ত ৪৮

নবতী অমুসলিম বাসিন্দাদের নিকট হইতে উমর (রা) কিসের ভিত্তিতে এক-দশমাংশ কর আদায় করিতেন, এই সম্পর্কে মালিক (র) একবার ইব্‌ন শিহাব (র)-এর নিকট জানিতে চাহিলে তিনি বলিয়াছিলেন ঃ জাহিলী যুগেও ইহাদের নিকট হইতে এক-দশমাংশ কর আদায় করা হইত। উমর (রা) পরে তাহাই বহাল রাখেন।

٢٦– باب : اشتراء الصدقة والعود فيها

পরিচ্ছেদ ২৬ ঃ সাদকাদাতা কর্তৃক সাদকা হিসাবে আদায়কৃত বস্তু ক্রয় করা বা ফিরাইয়া আনা

٤٩– حَدَّثَنِي يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ ، عَنْ اَبِيهِ ؛ اَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَقُولُ : حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ. وَكَانَ الرَّجُلُ الَّذِي هُوَ عِنْدَهُ قَدْ اَضَاعَهُ. فَاَرَدْتُ اَنْ اَشْتَرِيَهُ مِنْهُ. وَظَنَنْتُ اَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ. فَسَاَلْتُ عَنْ ذٰلِكَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : "لاَتَشْتَرِهِ ، وَاِنْ اَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ. فَاِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ، كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ" .

রেওয়ায়ত ৪৯

যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন– উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি

যে, তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌র রাস্তায় কাজে লাগাইবার জন্য আমি একবার একটা ভাল ধরনের ঘোড়া এক ব্যক্তিকে দান করিয়াছিলাম। কিন্তু সেই ব্যক্তি ঘোড়াটিকে অযত্নে একেবারে কাহিল বানাইয়া ফেলিয়াছিল। সে হয় ইহা সস্তাদরে বিক্রয় করিয়া দিবে ধারণা করিয়া আমি উহা ক্রয় করিতে মনস্থ করিলাম। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন ঃ এক দিরহামের বিনিময়েও যদি তোমাকে দেয় তবুও ইহা ক্রয় করিও না। কারণ সাদকা করিয়া উহা ফিরাইয়া আনা বমি করিয়া পুনরায় কুকুরের মত ভক্ষণ করার মত।

٥٠ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِى سَبِيلِ اللّٰهِ. فَاَرَادَ اَنْ يَبْتَاعَه ، فَسَاَلَ عَنْ ذٰلِكَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : " لاَ تَبْتَعْهُ وَلاَ تَعُدْ فِى صَدَقَتِكَ ".

قَالَ يَحْيٰى : سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلَ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ، فَوَجَدَهَا مَعَا غَيْرِ الَّذِى تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِ تُبَاعُ، اَيَشْتَرِيهَا ؟ فَقَالَ تَرْكُهَا اَحَبُّ اَلَىَّ .

রেওয়ায়ত ৫০

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বর্ণনা করেন– উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) আল্লাহ্‌র রাস্তায় একটি ঘোড়া দান করিয়াছেন, পরে উহা ক্রয় করিতে চেষ্টা করিলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাকে বলিলেন ঃ ইহা ক্রয় করিও না, তোমার সাদ্‌কা তুমি ফেরত লইও না।

ইয়াহ্‌ইয়া (রা) বলেন ঃ মালিক (র)-কে একবার জিজ্ঞাসা করা হইল, যাকাত আদায়কৃত বস্তু যাকাত গ্রহণকারী ব্যতীত অন্য কাহাকেও বিক্রয় করিতে দেখা গেলে যাকাতদাতা উহা ক্রয় করিতে পারিবে কি ? মালিক (র) উত্তরে বলিলেন ঃ আমার মতে উহা ক্রয় না করাই উত্তম।

٢٧– باب : من تجب عليه زكاة الفطر

পরিচ্ছেদ ২৭ ঃ যাহাদের উপর সাদকা-ই-ফিতর ওয়াজিব

٥١ – حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ غِلْمَانِهِ الَّذِينَ بِوَادِى الْقُرَى وبِخَيْبَرَ .

وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّ اَحْسَنَ مَاسَمِعْتُ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ ، اَنَّ الرَّجُلَ يُؤَدِّى ذٰلِكَ عَنْ كُلِّ مَنْ يَضْمَنُ نَفَقَتَهُ . وَلاَ بُدَّلَهُ مِنْ اَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ . وَالرَّجُلُ يُؤَدِّى عَنْ مُكَاتَبِهِ . وَمُدَبَّرِهِ ، وَرَقِيقِهِ . كُلِّهِمْ غَائِبِهِمْ وَشَاهِدِهِمْ . مَنْ

كَانَ مِنْهُمْ مُسْلِمًا. وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ لِتِجَارَةٍ أَوْ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ مُسْلِمًا ، فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيْهِ .

قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْعَبْدِ الْآبِقِ : إِنَّ سَيِّدَهُ ، إِنْ عَلِمَ مَكَانَهُ ، أَوْ يَعْلَمْ، وَكَانَتْ غَيْبَتُهُ قَرِيْبَةً ، وَهُوَ يَرْجُوْ حَيَاتَهُ وَرَجْعَتَهُ ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يُزَكِّيَ عَنْهُ . وَإِنْ كَانَ إِبَاقُهُ قَدْ طَالَ، وَيَئِسَ مِنْهُ، فَلاَ أَرَى أَنْ يُزَكِّيَ عَنْهُ.

قَالَ مَالِكٌ : تَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ . كَمَا تَجِبُ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى. وَذٰلِكَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ، فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ . عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ. ذَكَرٍ أَوْ أُنْثٰى . مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ .

রেওয়ায়ত ৫১

নাফি' (র) বর্ণনা করেন– আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) তাঁহার ওয়াদিউল-কুরা ও খায়বার নামক স্থানে অবস্থানরত দাসদেরও ফিতরা আদায় করিতেন।

মালিক (র) বলেন ঃ এই বিষয়ে আমি সর্বোত্তম যাহা শুনিয়াছি তাহা হইল, যাহাদের খোরপোশ প্রদান করা জরুরী তাহাদের পক্ষ হইতেও ফিতরা আদায় করিতে হইবে। মুকাতাব গোলাম, মুদাব্বার গোলাম এবং দাস, তাহারা উপস্থিত থাকুক বা অনুপস্থিত থাকুক, ব্যবসার উদ্দেশ্যে হউক বা না হউক, সকলের পক্ষ হইতে ফিতরা আদায় করিতে হইবে। তবে শর্ত হইল মুসলমান হইতে হইবে। আর অমুসলিম গোলামের ফিতরা আদায় করিতে হয় না।[১]

মালিক (র) বলেন ঃ গোলাম পালাইয়া গেলে সে কোথায় আছে তাহা মালিকের জানা থাকিলে অথবা জানা না থাকিলে এবং গোলামের অনুপস্থিতকাল মাত্র কিছুদিনের মধ্যে সীমিত হইলে এবং তাহার বাঁচিয়া থাকা ও ফিরিয়া আসার ভরসা থাকিলে মালিককে তাহার পক্ষে সাদকা-ই-ফিতর দিতে হইবে। যদি সে পলাতক অবস্থায় দীর্ঘদিন থাকে এবং তাহাকে ফিরিয়া পাওয়া সম্পর্কে নিরাশ হয় তবে আমার মতে, তাহার জন্য মালিককে ফিতরা দিতে হইবে না।

মালিক (র) বলেন ঃ শহর ও গ্রাম উভয় অঞ্চলের লোকের উপরই ফিতরা প্রদান করা ওয়াজিব। কারণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নর-নারী, আযাদ, গোলাম প্রত্যেক মুসলমানের উপরই রমযানের কারণে সাদকা-ই-ফিতর ওয়াজিব করিয়াছেন। (গোলামের তরফ হইতে তাহার মালিক তাহা প্রদান করিবে।)

٢٨- باب : مكيلة زكاة الفطر

পরিচ্ছেদ ২৮ ঃ সাদকা-ই-ফিতরের পরিমাণ

٥٢ – حَدَّثَنِي يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ عَنْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ

১. অর্থের বিনিময়ে আযাদ করার চুক্তিকৃত গোলামকে মুকাতাব বলা হয়, আর আমি মরিয়া গেলে তুমি আযাদ– এই ধরনের কথা যে গোলামকে বলা হইয়াছে তাহাকে মুদাব্বার বলা হয়।

ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، اَوْصَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ اَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ .

রেওয়ায়ত ৫২

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বর্ণনা করেন– রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযানে সাদকা-ই-ফিতর হিসাবে নরনারী, আযাদ গোলাম প্রতিটি মুসলমানের উপর এক ছা' (صاع) করিয়া খেজুর কিংবা যব ধার্য করিয়াছিলেন।

٥٣ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِي سَرْحِ الْعَامِرِيِّ ؛ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ : كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، اَوْصَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ؛ اَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، اَوْ صَاعًا مِنْ اَقِطٍ، اَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ وَذٰلِكَ بِصَاعِ النَّبِيِّ ﷺ .

রেওয়ায়ত ৫৩

'ইয়ায ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবি সার্‌হ আমিরী (র) বলেন ঃ তিনি আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ছা'র মাপে এক ছা' গম বা যব বা খেজুর বা পনীর বা মুনাক্কা সাদ্‌কা-ই-ফিতর হিসাবে আদায় করিতাম।

٥٤ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّ عَبْدَاللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَيُخْرِجُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ اِلاَّ التَّمْرَ. اِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً فَاِنَّهُ اَخْرَجَ شَعِيرًا.

قَالَ مَالِكٌ : وَالْكَفَّارَاتُ كُلُّهَا، وَزَكَاةُ الْفِطْرِ، وَزَكَاةُ الْعُشُورِ، كُلُّ ذٰلِكَ بِالْمُدِّ الْاَصْغَرِ مُدِّ النَّبِيِّ ﷺ . اِلاَّ الظِّهَارَ. فَاِنَّ الْكَفَّارَةَ فِيهِ بِمُدِّ هِشَامٍ ، وَهُوَ الْمُدُّ الْاَعْظَمُ .

রেওয়ায়ত ৫৪

নাফি' (র) বর্ণনা করেন ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) খেজুর দ্বারাই সাদকা-ই-ফিতর আদায় করিতেন। একবার যব দিয়াও ফিতরা আদায় করিয়াছিলেন।

মালিক (র) বলেন ঃ সাদ্‌কা, কাফ্‌ফারা, যাকাত ছোট মুদের হিসাবে অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মুদে আদায় করিতে হইবে, আর যিহারের কাফ্‌ফারা হিশাম[১] প্রবর্তিত মুদে (যাহা পরিমাণে একটু বড়) আদায় করিতে হইবে।

---

১. হিশাম আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান কর্তৃক নিযুক্ত পবিত্র মদীনার শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁহার বংশতালিকা– হিশাম ইব্‌ন ইসমাইল ইব্‌ন ওয়ালিদ ইব্‌ন মুগীরা মাখযুমী।

২ —

٢٩- باب : وقت ارسال زكاة الفطر

পরিচ্ছেদ ২৯ ঃ ফিতরা কখন আদায় করিতে হইবে

٥٥ - حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ اِلَى الَّذِى تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ ، بِيَوْمَيْنِ اَوْ ثَلاَثَةٍ .

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ رَاَى اَهْلَ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ اَنْ يُخْرِجُوا زَكَاةَ الْفِطْرِ ، اِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ ، قَبْلَ اَنْ يَغْدُوا اِلَى الْمُصَلّٰى .

রেওয়ায়ত ৫৫

নাফি' (র) বর্ণনা করেন– আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) ঈদের দুই-তিন দিন পূর্বে সাদকা-ই-ফিতর জমাকারী কর্মচারীর নিকট স্বীয় ফিত্‌রা পাঠাইয়া দিতেন।

মালিক (র) বলেন ঃ আমি বিজ্ঞ আলিমগণকে দেখিয়াছি যে, তাঁহারা ঈদের দিন ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বেই ফিত্‌রা আদায় করিয়া দেওয়া মুস্তাহাব মনে করিতেন।

মালিক (র) বলেন ঃ ফিতরা ঈদের নামাযে যাওয়ার পূর্বে বা পরে উভয় সময়েই আদায় করা যায়।

٣٠- باب : من لاتجب عليه زكاة الفطر

পরিচ্ছেদ ৩০ ঃ কাহার উপর সাদকা-ই-ফিতরা ওয়াজিব হয় না

٥٦ - حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ : لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ فِى عَبِيدِ عَبِيدِهِ ، وَلاَ فِى اَجِيرِهِ ، وَلاَ فِى رَقِيقِ امْرَاَتِهِ ، زَكَاةٌ . اِلاَّ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ يَخْدِمُهُ ، وَلاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ فَتَجِبُ عَلَيْهِ . وَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فِى اَحَدٍ مِنْ رَقِيقِهِ الْكَافِرِ، مَالَمْ يُسْلِمْ . لِتِجَارَةٍ كَانُوا ، اَوْ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ .

রেওয়ায়ত ৫৬

মালিক (র) বলেন ঃ দাসের দাস, চাকর, মজুর এবং স্ত্রীর গোলামের তরফ হইতে ফিতরা দেওয়া ওয়াজিব নহে। তবে যে গোলাম খেদমতে রত রহিয়াছে তাহার ফিতরা দিতে হইবে।

ব্যবসার মাল হউক বা না হউক মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত অমুসলিম গোলামদের ফিত্‌রা আদায় করিতে হইবে না।

অধ্যায় ১৮

١٨ـ كتاب الصيام

রোযা

١- باب : ماجاء فى رؤية الهلال للصوم والفطر فى رمضان

পরিচ্ছেদ ১ ঃ রোযার চাঁদ দেখা ও রমযানের রোযা খোলার বর্ণনা

١- حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ ذَكَرَ رَمَضَانَ ، فَقَالَ : "لاَ تَصُومُوا حَتّٰى تَرَوُا الْهِلاَلَ . وَلاَ تُفْطِرُوا حَتّٰى تَرَوْهُ. فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوالَهُ" .

রেওয়ায়ত ১

আবদুল্লাহ্ ইব্নে উমর (রা) হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রোযার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন ঃ তোমরা চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোযা রাখিও না। আর চাঁদ না দেখিয়া রোযা খুলিও না। যদি তোমাদের উপর (আকাশ) মেঘাচ্ছন্ন হয়, তবে রোযা খোলার জন্য অন্য দিন হিসাব করিয়া নিও।

٢- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : " اَلشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ . فَلاَ تَصُومُوا حَتّٰى تَرَوُا الْهِلاَلَ . وَلاَ تُفْطِرُوا حَتّٰى تَرَوْهُ . فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهُ " .

রেওয়ায়ত ২

আবদুল্লাহ্ ইব্নে উমর (রা) হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ মাস উনত্রিশ দিনেরও হয়, যদি (আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হওয়ার কারণে) তোমাদের উপর চাঁদ পর্দাবৃত করা হয়, তবে উহার জন্য দিন গণনা করিও।

٣- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدَّيْلِىِّ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ ذَكَرَ رَمَضَانَ ، فَقَالَ : "لاَتَصُومُوا حَتّٰى تَرَوُا الْهِلاَلَ . وَلاَ تُفْطِرُوا حَتّٰى تَرَوْهُ . فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُو الْعَدَدَ (الْعِدَّةَ) ثَلاَثِينَ " .

রেওয়ায়ত ৩

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত- রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রমযানের উল্লেখ করিলেন। (এই প্রসঙ্গে) তিনি বলিলেন ঃ তোমরা চাঁদ না দেখিয়া রোযা রাখিও না। এবং চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোযা খুলিও না। আর যদি আকাশ তোমাদের উপর মেঘাচ্ছাদিত হয়, তবে সংখ্যা ত্রিশ পূর্ণ করিও।

٤ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْهِلاَلَ رُؤِيَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بِعَشِيٍّ. فَلَمْ يُفْطِرْ عُثْمَانُ حَتَّى أَمْسَى ، وَغَابَتِ الشَّمْسُ.

قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ، فِي الَّذِي يَرَى هِلاَلَ رَمَضَانَ وَحْدَهُ : أَنَّهُ يَصُومُ. لاَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُفْطِرَ ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ ذٰلِكَ الْيَوْمَ مِنْ رَمَضَانَ.

قَالَ : وَمَنْ رَأَى هِلاَلَ شَوَّالٍ وَحْدَهُ ، فَإِنَّهُ لاَيُفْطِرُ . لأَنَّ النَّاسَ يَتَّهِمُونَ عَلَى أَنْ يُفْطِرَ مِنْهُمْ مَنْ لَيْسَ مَأْمُونًا. وَيَقُولُ أُولٰئِكَ، إِذَا ظَهَرَ عَلَيْهِمْ : قَدْ رَأَيْنَا الْهِلاَلَ . وَمَنْ رَأَى هِلاَلَ شَوَّالٍ نَهَارًا فَلاَ يُفْطِرْ. وَيُتِمُّ صِيَامَ يَوْمِهِ ذٰلِكَ . فَإِنَّمَا هُوَ هِلاَلُ اللَّيْلَةِ الَّتِي تَأْتِي.

قَالَ يَحْيَى : وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : إِذَا صَامَ النَّاسُ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَهُمْ يَظُنُّونَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ ، فَجَاءَهُمْ ثَبْتٌ أَنَّ هِلاَلَ رَمَضَانَ قَدْ رُؤِيَ قَبْلَ أَنْ يَصُومُوا بِيَوْمٍ، وَأَنَّ يَوْمَهُمْ ذٰلِكَ أَحَدٌ وَثَلاَثُونَ، فَإِنَّهُمْ يُفْطِرُونَ فِي ذٰلِكَ الْيَوْمِ . أَيَّةَ سَاعَةٍ جَاءَهُمُ الْخَبَرُ. غَيْرَ أَنَّهُمْ لاَ يُصَلُّونَ صَلاَةَ الْعِيدِ، إِنْ كَانَ ذٰلِكَ جَاءَهُمْ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ .

রেওয়ায়ত ৪

মালিক (র) বলেন ঃ তাঁহার নিকট খবর পৌঁছিয়াছে যে, উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা)-এর আমলে বিকালে চাঁদ দৃষ্ট হয়। কিন্তু উসমান (রা) সন্ধ্যা হওয়া ও সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত ইফতার করেন নাই।

ইয়াহ্‌ইয়া (র) বলেন ঃ আমি মালিক (র)-কে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি রমযানের চাঁদ একাই দেখিয়াছে সে নিজে রোযা রাখিবে, তাহার জন্য রোযা ভঙ্গ করা সমীচীন নহে। কারণ সে জানে যে, উহা রমযান মাস। আর যে শাওয়ালের চাঁদ একা দেখিয়াছে, সে রোযা ভঙ্গ করিবে না, কারণ লোকে (এই বলিয়া) অপবাদ দিবে যে, আমাদের একজন রোযা রাখে নাই। পক্ষান্তরে যাহারা নির্ভরযোগ্য নহে তেমন ব্যক্তিদের খেয়াল হইলে তবে তাহারা বলিবে, 'আমরা অবশ্য চাঁদ দেখিয়াছি'। আর যে ব্যক্তি দিনে শাওয়ালের চাঁদ দেখিতে পায়, সে রোযা ইফতার করিবে না বরং সেই দিনের রোযা পূর্ণ করিবে, কারণ উহা আগামী রাতের চাঁদ।

ইয়াহ্‌ইয়া (র) বলেন ঃ আমি মালিক (র)-কে বলিতে শুনিয়াছি, যদি লোকে ঈদের দিন রোযা রাখে এবং তাহারা উহাকে রোযার দিন বলিয়া মনে করে, তৎপর একজন বিশ্বস্ত লোক আসিয়া তাহাদিগকে বলে, রমযানের

চাঁদ তাহাদের রোযার একদিন পূর্বে দেখা গিয়াছে, আর তাহাদের এই দিবস হইতেছে একত্রিশের, তবে যেই মুহূর্তে তাহাদের নিকট খবর পৌছে সেই মুহূর্তেই তাহারা রোযা ভাঙিয়া ফেলিবে। অবশ্য তাহারা সেই খবর সূর্য হেলিবার পর পাইলে সেই দিন তাহারা ঈদের নামায পড়িবে না।

٢- باب : من اجمع الصيام قبل الفجر

পরিচ্ছেদ ২ ঃ ফজরের পূর্বে যে রোযার নিয়ত করিয়াছে

٥- حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ اَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لاَيَصُومُ اِلاَّ مَنْ اَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ .

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ، زَوْجَيِ النَّبِيِّ ﷺ ، بِمِثْلِ ذٰلِكَ .

রেওয়ায়ত ৫

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত– আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলিতেন ঃ যে ফজরের পূর্বে নিয়ত করে নাই, সে রোযা রাখিবে না।

ইব্ন শিহাব (র) কর্তৃক নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) ও হাফসা (রা) হইতে অনুরূপ (মত) বর্ণনা করা হইয়াছে।

٣- باب: ماجاء فى تعجيل الفطر

পরিচ্ছেদ ৩ ঃ বিলম্ব না করিয়া ইফতার করা

٦- حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ اَبِى حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : " لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَاعَجَّلُوا الْفِطْرَ " .

রেওয়ায়ত ৬

সাহল ইব্ন সা'দ সাঈদী (রা) হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ সর্বদা লোক মঙ্গলের উপর থাকিবে যতদিন ইফতার সত্বর করিবে।

٧- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الاَسْلَمِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَاعَجَّلُوا الْفِطْرَ " .

রেওয়ায়ত ৭

সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (র) হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ মানুষ সর্বদা মঙ্গলের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে যতদিন ইফতার সত্বর করিবে।

٨- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَا يُصَلِّيَانِ الْمَغْرِبَ ، حِينَ يَنْظُرَانِ اِلَى اللَّيْلِ الْاَسْوَدِ، قَبْلَ اَنْ يُفْطِرَا. ثُمَّ يُفطِرَانِ بَعْدَا الصَّلاَةِ . وَذٰلِكَ فِى رَمَضَانَ .

রেওয়ায়ত ৮

হুমায়দ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) হইতে বর্ণিত— উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) এবং উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) উভয়ে মাগরিবের নামায পড়িতেন, এমন সময় তখন তাঁহারা রাত্রির অন্ধকার দেখিতে পাইতেন। (আর ইহা হইত) ইফতার করার পূর্বে। অতঃপর তাঁহারা (উভয়ে) ইফতার করিতেন। আর ইহা হইত রমযান মাসে।

٤- باب : ماجاء فى صيام الذى يصبح جنبا فى رمضان

পরিচ্ছেদ ৪ ঃ যে ব্যক্তির জানাবত (গোসল ফরয হওয়া) অবস্থায় ফজর হয় সেই ব্যক্তির রোযা

٩- حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَعْمَرٍ الْاَنْصَارِيِّ، عَنْ اَبِى يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ ، وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الْبَابِ ، وَاَنَا اَسْمَعُ : يَارَسُولَ اللّٰهِ . اِنِّى اَصْبِحُ جُنُبًا وَاَنَا اُرِيدُ الصِّيَامَ . فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : "وَاَنَا اُصْبِحُ جُنُبًا وَاَنَا اُرِيدُ الصِّيَامَ . فَاَغْتَسِلُ وَاَصُومُ" فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : يَارَسُولَ اللّٰهِ . اِنَّكَ لَسْتَ مِثْلَنَا. قَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ. فَغَضِبَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ : "وَاللّٰهِ . اِنِّى لَاَرْجُو اَنْ اَكُونَ اَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ. وَاَعْلَمَكُمْ بِمَا اَتَّقِى" .

রেওয়ায়ত ৯

আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত— এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলিল ঃ তখন তিনি দরজায় দণ্ডায়মান ছিলেন, আর আমি শুনিতেছিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! জানাবত অবস্থায় আমার ফজর হয় অথচ আমি রোযা রাখিতে ইচ্ছা করি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ আমারও জানাবত অবস্থায় ফজর হয়, অথচ আমি রোযা রাখিবার ইচ্ছা করি। তাই আমি গোসল করি এবং রোযা রাখি! তখন লোকটি তাঁহার নিকট আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি অবশ্য আমাদের মত নহেন। আল্লাহ্ আপনার অতীত ও ভবিষ্যত ত্রুটিসমূহ মার্জনা করিয়াছেন। ইহাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাগান্বিত হইলেন এবং বলিলেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম, আমি তোমাদের তুলনায় আল্লাহ্‌কে অধিক ভয় করি আর আমি তাক্‌ওয়ার বিষয়ে তোমাদের অপেক্ষা অধিক জ্ঞাত।

١٠ - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ اَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَائِشَةَ وَاَمِّ سَلَمَةَ زَوْجَى النَّبِىِّ ﷺ ؛

اَنَّهُمَا قَالَتَا : كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ ، غَيْرِ احْتِلَامٍ ، فِى رَمَضَانَ ، ثُمَّ يَصُومُ .

রেওয়ায়ত ১০

নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা ও উম্মে সালমা (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর স্বপ্নদোষে নহে স্ত্রী সহবাসের কারণে রমযানে জানাবত অবস্থায় ফজর হইত, অতঃপর তিনি রোযা রাখিতেন।

١١ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَىٍّ ، مَوْلَى اَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ؛ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ يَقُولُ : كُنْتُ اَنَا وَاَبِى عِنْدَ مَرْوَانَ ابْنِ الْحَكَمِ. وَهُوَ اَمِيرُ الْمَدِينَةِ . فَذُكِرَلَهُ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : مَنْ اَصْبَحَ جُنُبًا اَفْطَرَ ذٰلِكَ الْيَوْمَ . فَقَالَ مَرْوَانُ : اَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَاعَبْدَ الرَّحْمٰنِ. لَتَذْهَبَنَّ اِلَى اُمَّى الْمُؤْمِنِينَ، عَائِشَةَ وَاُمِّ سَلَمَةَ. فَلَتَسْاَلَنَّهُمَا عَنْ ذٰلِكَ. فَذَهَبَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ وَذَهَبْتُ مَعَهُ . حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ. فَسَلَّمَ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ : يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِينَ . اِنَّا كُنَّا عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ . فَذُكِرَ لَهُ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : مَنْ اَصْبَحَ جُنُبًا اَفْطَرَ ذٰلِكَ الْيَوْمَ . قَالَتْ عَائِشَةُ : لَيْسَ كَمَا قَالَ اَبُو هُرَيْرَةَ. يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ اَتَرْغَبُ عَمَّا كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُ ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ : لاَ. وَاللّٰهِ . قَالَتْ عَائِشَةُ : فَاَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ، غَيْرِ احْتَلامٍ، ثُمَّ يَصُومُ ذٰلِكَ الْيَوْمَ .

قَالَ : ثُمَّ خَرَجْنَا، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى اُمِّ سَلَمَةَ . فَسَاَلَهَا عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَتْ مِثْلَ مَاقَالَتْ عَائِشَةُ .

قَالَ : فَخَرَجْنَا حَتَّى جِئْنَا مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ. فَذَكَرَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ مَا قَالَتَا. فَقَالَ مَرْوَانُ : اَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا اَبَا مُحَمَّدٍ. لَتَرْكَبَنَّ دَابَّتِى، فَاِنَّهَا بِالْبَابِ. فَلْتَذْهَبَنَّ اِلَى اَبِى هُرَيْرَةَ . فَاِنَّهُ بِاَرْضِهِ بِالْعَقِيقِ، فَلْتُخْبِرَنَّهُ ذٰلِكَ. فَرَكِبَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ، وَرَكِبْتُ مَعَهُ، حَتَّى اَتَيْنَا اَبَا هُرَيْرَةَ. فَتَحَدَّثَ مَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ سَاعَةً. ثُمَّ ذَكَرَ ذٰلِكَ. فَقَالَ لَهُ اَبُو هُرَيْرَةَ : لاَ عِلْمَ لِى بِذَاكَ .

রেওয়ায়ত ১১

আবূ বকর ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) বলেন ঃ আমি ও আমার পিতা মারওয়ানের নিকট ছিলাম, মারওয়ান তখন মদীনার শাসনকর্তা। তাঁহার নিকট উল্লেখ করা হয় যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন– যে ব্যক্তির জানাবত অবস্থায় ফজর হয়, তাহার সেই দিনের রোযা নষ্ট হইয়াছে। মারওয়ান বলিলেন, হে আবদুর রহমান ! আমি তোমাদের কসম দিতেছি যে, তুমি অবশ্যই উম্মুল মুমিনীনদ্বয় আয়েশা (রা) ও উম্মে সালমা (রা)-এর নিকট গমন কর এবং এ বিষয়ে উভয়কে প্রশ্ন কর। অতঃপর আবদুর রহমান গেলেন, আমিও সঙ্গে ছিলাম। আবদুর রহমান তাঁহাকে 'সালাম' জানাইলেন এবং বলিলেন ঃ হে উম্মুল মুমিনীন! আমরা মারওয়ান ইব্‌ন হাকামের নিকট ছিলাম, তাঁহার নিকট আলোচিত হয় যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তির জানাবত অবস্থায় ফজর হইয়াছে সে সেই দিনের রোযা ভঙ্গ করিয়াছে। আয়েশা (রা) বলিলেন ঃ আবূ হুরায়রা যেমন বলিয়াছেন, (মাস'আলা) তেমন নহে। হে আবদুর রহমান ! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যাহা করিয়াছেন তুমি কি উহা হইতে বিমুখ হইতে চাও ? আবদুর রহমান বলিলেন ঃ না, আল্লাহ্‌র কসম, (তা হয় না)। আয়েশা (রা) বলিলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতেছি যে, তিনি স্বপ্নদোষে নহে, সহবাসের কারণে জানাবত অবস্থায় ফজর করিতেন। অতঃপর সেই দিনের রোযা রাখিতেন। (রাবী) বলেন ঃ তারপর আমরা আয়েশা (রা)-এর নিকট হইতে বাহির হইলাম এবং উম্মে সালমা (রা)-এর নিকট গেলাম এবং এই বিষয়ে তাঁহাকে প্রশ্ন করিলাম। আয়েশা (রা) যেমন বলিয়াছেন তিনিও তেমন বলিলেন।

অতঃপর আমরা প্রস্থান করিলাম এবং মারওয়ান ইব্‌ন হাকামের নিকট উপস্থিত হইলাম। তাঁহারা উভয়ে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন আবদুর রহমান মারওয়ানের নিকট তাহা উল্লেখ করিলেন। অতঃপর মারওয়ান বলিলেন ঃ আমি তোমাকে কসম দিতেছি, হে আবূ মুহাম্মদ, আমার সওয়ারী দরজায় (উপস্থিত) রহিয়াছে, তুমি উহার উপর সওয়ার হইয়া অবশ্যই আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিকট গমন কর। তিনি তাঁহার (নিজস্ব) ভূমিতে আকীক নামক স্থানে অবস্থান করিতেছেন। নিশ্চয়ই এই খবরটি তাঁহাকে পৌঁছাইয়া দাও। আবদুর রহমান সওয়ার হইলেন, আমি তাঁহার সহিত আরোহণ করিলাম।

অতঃপর আমরা আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিকট আসিলাম। আবূ হুরায়রা (রা)-এর সহিত আবদুর রহমান কিছুক্ষণ কথা বলিলেন। তারপর এই বিষয়ে তাঁহার সহিত আলোচনা করিলেন। ইহার পর আবূ হুরায়রা (রা) বলিলেন ঃ এই বিষয়ে আমার জানা নাই, আমাকে খবরদাতা খবর দিয়াছেন।[১]

١٢ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سُمَىٍّ مَوْلَى اَبِى بَكْرٍ ، عَنْ اَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ عَائِشَةَ وَاُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَىِ النَّبِىِّ ﷺ ؛ اَنَّهُمَا قَالَتَا : اِنْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ ، غَيْرِ احْتِلاَمٍ، ثُمَّ يَصُومُ .

রেওয়ায়ত ১২

নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা ও উম্মে সালমা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর স্বপ্নদোষ ব্যতীত সহবাসের কারণে জানাবত অবস্থায় ফজর হইত, অতঃপর তিনি রোযা রাখিতেন।

১. হয়তো আবূ হুরায়রা (রা)-এর উদ্দেশ্য হইতেছে, ফজরের পূর্বে গোসল করিয়া লওয়া উত্তম অথবা তাঁহার উদ্দেশ্য, সহবাস অবস্থায় ফজর হইলে তাহারা রোযা রাখিবে না, অথবা এই মত প্রথমে ছিল পরে তিনি রুজু করিয়াছেন এবং পূর্ব মত রহিত হইয়াছে।

٥- باب : ماجاء فى الرخصة فى القبلة للصائم

পরিচ্ছেদ ৫ ঃ রোযাদারের জন্য চুমু খাওয়ার অনুমতি

١٣- حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ؛ اَنَّ رَجُلاً قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ ، فِى رَمَضَانَ . فَوَجَدَ مِنْ ذٰلِكَ وَجْدًا شَدِيدًا. فَاَرْسَلَ امْرَأَتَهُ تَسْأَلُ لَهُ عَنْ ذٰلِكَ. فَدَخَلَتْ عَلَى اُمِّ سَلَمَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ . فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهَا . فَاَخْبَرَتْهَا اُمُّ سَلَمَةَ : اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ. فَرَجَعَتْ فَاَخْبَرَتْ زَوْجَهَا بِذٰلِكَ . فَزَادَهُ ذٰلِكَ شَرًّا . وَقَالَ : لَسْنَا مِثْلَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ . اَللّٰهُ يَحِلُّ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ مَاشَاءَ ثُمَّ رَجَعَتْ امْرَأَتُهُ اِلَى اُمِّ سَلَمَةَ . فَوَجَدَتْ عِنْدَهَا رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ . فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : " مَالِهٰذِهِ الْمَرْأَةِ ؟ " فَاَخْبَرَتْهُ اُمُّ سَلَمَةَ . فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : " اَلاَّ اَخْبَرْتِيهَا اَنِّى اَفْعَلُ ذٰلِكَ ؟ " فَقَالَتْ : قَدْ اَخْبَرْتُهَا . فَذَهَبَتْ اِلَى زَوْجِهَا فَاَخْبَرَتْهُ . فَزَادَهُ ذٰلِكَ شَرًّا . وَقَالَ : لَسْنَا مِثْلَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ . اَللّٰهُ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ ﷺ مَاشَاءَ . فَغَضِبَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ، وَقَالَ : "وَاللّٰهِ . اِنِّى لَاَتْقَاكُمْ لِلّٰهِ ، وَاَعْلَمُكُمْ بِحُدُودِهِ" .

রেওয়ায়ত ১৩

আতা ইব্‌ন ইয়াসার (র) হইতে বর্ণিত– এক ব্যক্তি রমযান মাসে রোযা অবস্থায় তাঁহার স্ত্রীকে চুমু খাইলেন এবং ইহাতে খুবই অনুতপ্ত হইলেন। অতঃপর এই বিষয়ে প্রশ্ন করার জন্য তাঁহার স্ত্রীকে পাঠাইলেন। সে নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী উম্মে সালমা (রা)-এর কাছে গমন করিল এবং সেই বিষয় তাঁহার নিকট উল্লেখ করিল। উম্মে সালমা (রা) তাহাকে বলিলেন ঃ রোযা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -ও চুমা দিয়া থাকেন। সে তাহার স্বামীর নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া এই খবর তাহাকে জানাইল। কিন্তু তাঁহার পেরেশানী আরো বৃদ্ধি পাইল। তিনি বলিলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মত নহি। আল্লাহ্ তাঁহার রসূলের জন্য যাহা ইচ্ছা হালাল করেন। তারপর তাঁহার স্ত্রী পুনরায় উম্মে সালমা (রা)-এর নিকট গমন করিল। (এইবার) উম্মে সালমা (রা)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে পাইল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ এই স্ত্রীলোকটির ব্যাপার কি ? উম্মে সালমা (রা) তাঁহাকে বিষয়টি জানাইলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ আমিও উহা করি, তুমি এই স্ত্রীলোককে এই খবর দাও নাই কেন ? উম্মে সালমা (রা) বলিলেন ঃ আমি তাহাকে এই খবর দিয়াছি। অতঃপর তাহার স্বামীর নিকট গিয়া সেই খবর বলিয়াছে। ইহাতে তাঁহার চিন্তা আরো বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তিনি বলিয়াছেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মত নহি। আল্লাহ্ তাঁহার রসূলের জন্য যাহা ইচ্ছা হালাল করেন। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাগান্বিত হইলেন এবং বলিলেন ঃ আমি অবশ্য তোমাদের অপেক্ষা আল্লাহ্‌কে অধিক ভয় করি এবং তাঁহার সীমানাসমূহকে তোমাদের অপেক্ষা অধিক জানি।

١٤- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ؛ أَنَّهَا قَالَتْ : إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ. ثُمَّ ضَحِكَتْ .

রেওয়ায়ত ১৪

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) বলিয়াছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহার কোন এক সহধর্মিণীকে চুমু খাইতেন, অথচ তিনি রোযাদার। তারপর তিনি হাসিতেন।

١٥- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ عَاتِكَةَ ابْنَةَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، امْرَأَةَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، كَانَتْ تُقَبِّلُ رَأْسَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ صَائِمٌ. فَلاَ يَنْهَاهَا .

রেওয়ায়ত ১৫

উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর স্ত্রী আতিকা বিনত সাঈদ (রা) উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর মাথায় চুমু খাইতেন, অথচ তিনি রোযাদার। তবুও তিনি তাঁহাকে নিষেধ করিতেন না।

١٦- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ بِنْتَ طَلْحَةَ أَخْبَرَتْهُ : أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَدَخَلَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا هُنَالِكَ. وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ . وَهُوَ صَائِمٌ. فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ : مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْنُوَ مِنْ أَهْلِكَ فَتُقَبِّلَهَا وَتُلاَعِبَهَا ؟ فَقَالَ : أُقَبِّلُهَا وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَتْ : نَعَمْ .

রেওয়ায়ত ১৬

আয়েশা বিন্‌ত তালহা (র) বলেন– তিনি নবী করীম ﷺ -এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা)-এর নিকট ছিলেন। সেখানে তাঁহার স্বামী প্রবেশ করিলেন। তিনি হইলেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর সিদ্দীক (রা)। তিনি রোযাদার ছিলেন। আয়েশা (রা) তাঁহাকে বলিলেন, তোমাকে তোমার পরিবারের নিকট যাইতে এবং তাহাকে চুমু খাইতে ও তাহার সহিত খেল-তামাশা করিতে কিসে বাধা দিয়াছে ? তিনি বলিলেন, আমি তাঁহাকে চুমু খাই কিরূপে, আমি যে রোযাদার! তিনি (আয়েশা রা.) বলেন, হ্যাঁ (রোযাদার হইয়াও তাহা করিতে পার)।

١٧- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، كَانَا يُرَخِّصَانِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ.

রেওয়ায়ত ১৭

আবূ হুরায়রা ও সা'দ ইব্‌ন আবি ওয়াক্কাস (রা) রোযাদারের জন্য চুমু খাওয়ার অনুমতি দিতেন।

٦- باب : ماجاء فى التشديد فى القبلة للصائم

পরিচ্ছেদ ৬ ঃ রোযাদারের চুমু খাওয়ার ব্যাপারে কঠোরতা

١٨- حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ ، كَانَتْ اِذَا ذَكَرَتْ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، تَقُولُ : وَاَيُّكُمْ اَمْلَكُ لِنَفْسِهِ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ ؟

قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ ، قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ : لَمْ اَرَ الْقُبْلَةَ لِلصَّائِمِ تَدْعُو اِلَى خَيْرٍ .

রেওয়ায়ত ১৮

মালিক (র)-এর নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) যখন উল্লেখ করিতেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চুমু খাইতেন, তখন (তিনি আয়েশা রা) বলিতেন, তোমাদের চাইতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অধিক ক্ষমতা রাখেন নিজের নফসের উপর।[১]

উরওয়াহ্ ইব্‌ন যুবায়র (র) বলেন ঃ রোযাদারের জন্য চুমু খাওয়া কোন মঙ্গলের দিকে আহবান করে বলিয়া আমি মনে করি না।

١٩ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَاَرْخَصَ فِيهَا لِلشَّيْخِ. وَكَرِهَهَا لِلشَّابِّ.

রেওয়ায়ত ১৯

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে রোযাদারের চুমু খাওয়ার বিষয় প্রশ্ন করা হয়। তিনি বৃদ্ধের জন্য অনুমতি দেন। আর যুবকের জন্য মাকরূহ্ বলেন।[২]

٢٠ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَنْهِى عَنِ الْقُبْلَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ. لِلصَّائِمِ .

রেওয়ায়ত ২০

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) রোযাদারের জন্য চুমু খাওয়া এবং স্ত্রীর সহিত মিলিত হওয়াকে নিষেধ করিতেন।[৩]

---

১. অর্থাৎ নিজের নফ্‌স ও প্রবৃত্তির উপর তিনি সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাবান ব্যক্তি।

২. ইহাতে বিপদের আশংকাই বেশি, এই সময় এমন কাজও করিয়া বসিতে পারে যাহাতে রোযা ভঙ্গ হইয়া যায় এবং কাফ্‌ফারাও দিতে হয়।

৩. মিলিত হওয়ার অর্থ সঙ্গমে যেভাবে মিলিত হয় সেইভাবে মিলিত হওয়া, সঙ্গম হউক বা না হউক।

٧- باب :ماجاء فى الصيام فى السفر

পরিচ্ছেদ ৭ ঃ প্রবাসে রোযা রাখা

٢١- حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدُ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، خَرَجَ اِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فِى رَمَضَانَ. فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ. ثُمَّ اَفْطَرَ، فَاَفْطَرَ النَّاسُ. وَكَانُوا يَاْخُذُونَ بِالْاَحْدَثِ، فَالْاَحْدَثِ، مِنْ اَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ .

রেওয়ায়ত ২১

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয় বৎসরে রমযান মাসে মক্কার দিকে সফরে বাহির হইলেন এবং রোযা রাখিলেন। কাদীদ নামক স্থানে পৌঁছিলে পর তিনি রোযা ভঙ্গ করিলেন এবং তাঁহার সাথে অন্যরাও রোযা ভঙ্গ করিলেন। আর তাঁহারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হুকুম হইতে যাহা সদ্য অতঃপর যাহা অতি সদ্য তাহা গ্রহণ করিতেন। (অর্থাৎ যে কোন নূতন হুকুম পাওয়া বা শোনামাত্রই গ্রহণ করিতেন)।

٢٢ - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى اَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ اَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اَمَرَ النَّاسَ فِى سَفَرِهِ، عَامَ الْفَتْحِ ، بِالْفِطْرِ. وَقَالَ : "تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُمْ" وَصَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ .

قَالَ اَبُو بَكْرٍ : قَالَ الَّذِى حَدَّثَنِى : لَقَدْ رَاَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِالْعَرْجِ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى رَاْسِهِ مِنَ الْعَطَشِ اَوْ مِنَ الْحَرِّ . ثُمَّ قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ : يَارَسُولَ اللهِ . اِنَّ طَائِفَةً مِنَ النَّاسِ قَدْ صَامُوا حِينَ صُمْتَ . قَالَ : فَلَمَّا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْكَدِيدِ، دَعَا بِقَدَحٍ فَشَرِبَ، فَاَفْطَرَ النَّاسُ .

রেওয়ায়ত ২২

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জনৈক সাহাবী হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিজয় বৎসর তাঁহার সফরে সাহাবীগণকে রোযা খুলিতে নির্দেশ দিলেন এবং বলিলেন, তোমরা তোমাদের শত্রুদের জন্য শক্তি সঞ্চয় কর, আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজে রোযা রাখিলেন। আবূ বকর ইব্ন আবদুর রহমান (র) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলিয়াছেন ঃ আমি 'আরজ' নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে নিজের মাথায় পানি ঢালিতে দেখিয়াছি, পিপাসায় অথবা প্রচণ্ড গরমের কারণে।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলা হইল, আপনি রোযা রাখিয়াছেন বলিয়া একদল লোক (এখনও) রোযা

রাখিয়াছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন কাদীদে পৌঁছিলেন, তখন তিনি পেয়ালা চাহিলেন এবং (পানি অথবা দুধ) পান করিলেন, তারপর সাহাবীগণ রোযা ভঙ্গ করিলেন।

٢٣ - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ قَالَ : سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فِى رَمَضَانَ . فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ . وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ .

রেওয়ায়ত ২৩

আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন ঃ আমরা রমযানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে সফর করিয়াছি। অতঃপর কোন রোযাদার রোযাভঙ্গকারীর উপর দোষারোপ করেন নাই এবং কোন রোযাভঙ্গকারীও কোন রোযাদারের উপর দোষারোপ করেন নাই।

٢٤- وَحَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِيهِ ؛ اَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْاَسْلَمِىَّ ، قَالَ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ : يَارَسُولَ اللّٰهِ . اِنِّى رَجُلٌ اَصُومُ . اَفَاصُومُ فِى السَّفَرِ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : " اِنْ شِئْتَ فَصُمْ . وَاِنْ شِئْتَ فَاَفْطِرْ " .

রেওয়ায়ত ২৪

হামযা ইব্‌ন 'আমর আসলামী (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট বলিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি প্রায়ই রোযা রাখি। আমি কি সফরে রোযা রাখিব ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাকে বলিলেন ঃ তুমি ইচ্ছা করিলে রোযা রাখ, আর ইচ্ছা করিলে রোযা ছাড়।

٢٥- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَصُومُ فِى السَّفَرِ .

রেওয়ায়ত ২৫

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত– আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) রমযানে প্রবাসে রোযা রাখিতেন না।

٢٦- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِيهِ ؛ اَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ فِى رَمَضَانَ . وَنُسَافِرُ مَعَهُ . فَيَصُومُ عُرْوَةُ ، وَنُفْطِرُ نَحْنُ . فَلاَ يَأْمُرُنَا بِالصِّيَامِ .

রেওয়ায়ত ২৬

হিশাম ইব্‌ন উরওয়াহ্ (র) বলেন ঃ উরওয়াহ্ (র) রমযানে সফর করিতেন, আমরাও তাঁহার সাথে সফর করিতাম। অতঃপর উরওয়াহ্ (র) রোযা রাখিতেন কিন্তু আমরা রোযা রাখিতাম না, তিনি আমাদিগকে রোযা রাখিতে বলিতেন না।

٨- باب : مايفعل من قدم من سفر او اراده فى رمضان

পরিচ্ছেদ ৮ ঃ যে ব্যক্তি রমযানে সফর হইতে প্রত্যাবর্তন করে অথবা রমযানে সফরের ইচ্ছা করে সে কি করিবে ?

٢٧- حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ، اِذَا كَانَ فِى سَفَرٍ فِى رَمَضَانَ ، فَعَلِمَ اَنَّهُ دَاخِلُ الْمَدِيْنَةَ مِنْ اَوَّلِ يَوْمِهِ ، دَخَلَ وَهُوَ صَائِمٌ .

قَالَ يَحْيٰى ، قَالَ مَالِكٌ : مَنْ كَانَ فِى سَفَرٍ ، فَعَلِمَ اَنَّهُ دَاخِلٌ عَلٰى اَهْلِهِ مِنْ اَوَّلِ يَوْمِهِ ، وَطَلَعَ لَهُ الْفَجْرُ قَبْلَ اَنْ يَدْخُلَ . دَخَلَ وَهُوَ صَائِمٌ .

قَالَ مَالِكٌ : وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَخْرُجَ فِى رَمَضَانَ ، فَطَلَعَ لَهُ الْفَجْرُ وَهُوَ بِاَرْضِهِ ، قَبْلَ اَنْ يَخْرُجُ . فَاِنَّهُ يَصُومُ ذٰلِكَ الْيَوْمَ .

قَالَ مَالِكٌ، فِى الرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرِهِ وَهُوَ مُفْطِرٌ، وَامْرَأَتُهُ مُفْطِرَةٌ ، حِينَ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا فِى رَمَضَانَ : اَنَّ لِزَوْجِهَا اَنْ يُصِيبَهَا اِنْ شَاءَ .

রেওয়ায়ত ২৭

মালিক (র) বলেন ঃ তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) রমযানে যদি সফরে থাকিতেন, তবে তিনি যদি জানিতেন যে, তিনি মদীনায় দিনের প্রথম দিকে প্রবেশ করিবেন, তবে তিনি রোযা অবস্থায় (মদীনায়) প্রবেশ করিতেন।

মালিক (র) বলেন ঃ যে ব্যক্তি রমযানে সফরে থাকে অতঃপর জানিতে পারে যে, সে নিজের পরিজনের মধ্যে দিনের প্রথমদিকে প্রবেশ করিবে এবং প্রবেশ করার পূর্বে ফজর হয়, তবে সে রোযা অবস্থায় প্রবেশ করিবে।

মালিক (র) বলেন ঃ আর যে ব্যক্তি রমযানে সফরে বাহির হইতে ইচ্ছা করে এবং স্বীয় (আবাস) ভূমিতে থাকিতেই ফজর হয়, তাহার বাহির হওয়ার পূর্বে সেই দিনের রোযা রাখিবে।

মালিক (র) বলেন ঃ যে ব্যক্তি রোযা না রাখা অবস্থায় সফর হইতে ফিরিয়াছে, আর তাহার স্ত্রীও রোযা রাখে নাই (ঋতুমতী বলিয়া), এখন রমযানের মধ্যে ঋতু হইতে পাক হইয়াছে, তবে তাহার স্বামী ইচ্ছা করিলে (রোযার দিনে) তাহার সহিত সহবাস করিতে পারে (কারণ উভয়ে রোযা অবস্থায় নহে)।

٩- باب : كفارة من افطر فى رمضان

পরিচ্ছেদ ৯ ঃ রমযানের রোযা ভঙ্গ করার কাফ্ফারা

٢٨- حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ

عَوْفٍ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ؛ اَنَّ رَجُلاً اَفْطَرَفِى رَمَضَانَ . فَاَمَرَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُكَفِّرَ ، بِعِتْقِ رَقَبَةٍ ، اَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، اَوْ اِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا . فَقَالَ : لاَ اَجِدُ. فَاُتِىَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِعَرَقِ تَمْرٍ . فَقَالَ : " خُذْ هٰذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ" فَقَالَ : يَارَسُولَ اللّٰهِ . مَااَجِدُ اَحْوَجَ مِنِّى. فَضَحِكَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ اَنْيَابُهُ . ثُمَّ قَالَ : " كُلْهُ " .

রেওয়ায়ত ২৮

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত– এক ব্যক্তি রমযানের রোযা ভঙ্গ করিয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাকে একটি ক্রীতদাস আযাদ করার নির্দেশ দিলেন অথবা একনাগাড়ে দুই মাস রোযা রাখার অথবা ষাটজন মিসকিনকে আহার দেওয়ার জন্য বলিলেন। লোকটি বলিল ঃ আমি সামর্থ্য রাখি না। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এক টুকরি খেজুর আনা হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ ইহা গ্রহণ কর এবং সদকা কর। লোকটি বলিল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমা হইতে অধিক মুহতাজ আমি পাই না। (এই কথা শুনিয়া) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাসিলেন, এমনকি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামনের দন্ত মুবারক প্রকাশিত হইল। অতঃপর বলিলেন ঃ ইহা তুমি খাও।

٢٩ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْخُرَاسَانِىِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ؛ اَنَّهُ قَالَ : جَاءَ اَعْرَبِىٌّ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ يَضْرِبُ نَحْرَهُ، وَيَنْتِفُ شَعْرَهُ ، يَقُولُ : هَلَكَ الاَبْعَدُ .فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : "وَمَا ذَاكَ؟" فَقَالَ : اَصَبْتُ اَهْلِى ، وَاَنَا صَائِمٌ فِى رَمَضَانَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : " هَلْ تَسْتَطِيعُ اَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً؟" فَقَالَ : لاَ . فَقَالَ "هَلْ تَسْتَطِيعُ اَنْ تُهْدِىَ بَدَنَةً ؟ " قَالَ لاَ. قَالَ : "فَاجْلِسْ". فَاُتِىَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِعَرَقِ تَمْرٍ. فَقَالَ : "خُذْهٰذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ؛ فَقَالَ : مَااَحَدٌ اَحْوَجَ مِنِّى . فَقَالَ : "كُلْهُ، وَصُمْ يَوْمًامَكَانَ مَا اَصَبْتَ".

قَالَ مَالِكٌ، قَالَ عَطَاءٌ ، فَسَاَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ : كَمْ فِى ذٰلِكَ الْعَرَقِ مِنَ التَّمْرِ؟ فَقَالَ : مَابَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا اِلَى عِشْرِينَ.

قَالَ مَالِكٌ : سَمِعْتُ اَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : لَيْسَ عَلَى مَنْ اَفْطَرَ يَوْمًا فِى قَضَاءِ رَمَضَانَ بِاِصَابَةِ اَهْلِهِ نَهَارًا اَوْ غَيْرِ ذٰلِكَ، الْكَفَّارَةُ الَّتِى تُذْكَرُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ ، فِيمَنْ اَصَابَ اَهْلَهُ نَهَارًا فِى رَمَضَانَ. وَاِنَّمَا عَلَيْهِ قَضَاءُ ذٰلِكَ الْيَوْمِ .

قَالَ مَالِكٌ : وَهٰذَا اَحَبُّ مَاسَمِعْتُ فِيهِ اِلَىَّ .

রেওয়ায়ত ২৯

সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র) হইতে বর্ণিত– জনৈক বেদুঈন বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে এবং চুল টানিতে টানিতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট আসিল। সে বলিতেছিল ঃ (পুণ্য হইতে) দূরবর্তী ধ্বংস হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ সে কি ? সে বলিল ঃ আমি স্ত্রীর সহিত রমযানে সহবাস করিয়াছি অথচ আমি রোযাদার। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (ইহা শুনিয়া) বলিলেন ঃ তুমি একটি গোলাম আযাদ করার শক্তি রাখ কি ? সে বলিল ঃ না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ একটি উট হাদ্য়ি স্বরূপ পাঠাইবার সামর্থ্য রাখ কি ? সে বলিল ঃ না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ তুমি বস। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এক টুকরি খেজুর আনা হইল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ ইহা লও এবং সদকা কর। লোকটি বলিল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ আমা অপেক্ষা অধিক মুহতাজ কাহাকেও আমি পাই না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ ইহা তুমি খাও এবং স্ত্রী সহবাসের কাফ্‌ফারাস্বরূপ একদিন রোযা রাখ।

মালিক (র) বলেন– আতা খোরাসানী (র) বলিয়াছেন ঃ আমি সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র)-কে প্রশ্ন করিলাম, সেই টুকরিতে কত খেজুর ছিল ? তিনি বলিলেন ঃ পনের صاع হইতে বিশ صاع পর্যন্ত।[1]

ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন– মালিক (র) বলিয়াছেন ঃ আমি আহলে ইল্‌মকে (বিজ্ঞ উলামা) বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি রমযানের কাযা (করিতে গিয়া) দিনে তাহার স্ত্রীর সহিত সহবাস অথবা অন্য কারণে রোযা ভঙ্গ করিয়া ফেলে, তাহার উপর কাফ্‌ফারা (ওয়াজিব) হইবে না। যে কাফ্‌ফারার কথা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, উহা সেই ব্যক্তি সম্বন্ধে যে ব্যক্তি রমযান মাসে আপন স্ত্রীর সহিত দিনে সহবাস করিয়াছে। অবশ্য সেই ব্যক্তির উপর সেই দিনের কাযা (ওয়াজিব) হইবে। মালিক (র) বলেন ঃ ইহাই সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় যাহা আমি এই ব্যাপারে শুনিয়াছি।

١٠- باب : ماجاء فى حجامة الصائم

পরিচ্ছেদ ১০ ঃ রোযাদারের সিঙ্গি[2] লাগান প্রসঙ্গ

٣٠- حَدَّثَنِي يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ اَنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ قَالَ : ثُمَّ تَرَكَ ذٰلِكَ بَعْدُ . فَكَانَ اِذَا صَامَ ، لَمْ يَحْتَجِمْ ، حَتّٰى يُفْطِرَ .

রেওয়ায়ত ৩০

নাফি' (র) বলেন ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) সিঙ্গি লাগাইতেন অথচ তিনি রোযাদার। তিনি বলেন ঃ অতঃপর তিনি উহা ছাড়িয়া দেন। তৎপর তিনি যখন রোযা রাখিতেন, ইফতার না করা পর্যন্ত সিঙ্গি লাগাইতেন না।

٣١ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، اَنَّ سَعْدَ بْنَ اَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَا يَحْتَجِمَانِ وَهُمَا صَائِمَانِ .

---

১. صاع ছা'–খাদ্যশস্যের একটি পরিমাপ, প্রায় তিন সের ওজনের।

২. সিঙ্গি– শরীর হইতে রক্ত বাহির করার একটি যন্ত্র বিশেষ।

রেওয়ায়ত ৩১

ইব্‌ন শিহাব (র) হইতে বর্ণিত– সা'দ ইব্‌ন আবি ওয়াক্কাস ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) উভয়ে সিঙ্গি লাগাইতেন অথচ তাঁহারা রোযাদার।

٣٢– وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ لاَيُفْطِرُ.

قَالَ : وَمَا رَأَيْتُهُ احْتَجَمَ قَطُّ إِلاَّ وَهُوَ صَائِمٌ.

قَالَ مَالِكٌ : لاَتُكْرَهُ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ ، إِلاَّ خَشْيَةً مِنْ يَضْعُفَ. وَلَوْلاَ ذٰلِكَ لَمْ تُكْرَهْ. وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً احْتَجَمَ فِي رَمَضَانَ. ثُمَّ سَلِمَ مِنْ أَنْ يُفْطِرَ. لَمْ أَرَعَلَيْهِ شَيْئًا. وَلَمْ آمُرْهُ بِالْقَضَاءِ، لِذٰلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي احْتَجَمَ فِيهِ. لأَنَّ الْحِجَامَةَ إِنَّمَا تُكْرَهُ لِلصَّائِمِ ، لِمَوْضِعِ التَّغْرِيرِ بِالصِّيَامِ. فَمَنْ احْتَجَمَ وَسَلِمَ مَنْ أَنْ يُفْطِرَ، حَتَّى يُمْسِيَ. فَلاَ أَرَى عَلَيْهِ شَيْئًا. وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ ذٰلِكَ الْيَوْمِ .

রেওয়ায়ত ৩২

হিশাম ইব্‌ন উরওয়াহ্ (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি সিঙ্গি লাগাইতেন অথচ তিনি রোযাদার। অতঃপর এই কারণে রোযা ভঙ্গ করিতেন না। হিশাম বলেন ঃ আমি তাঁহাকে রোযাদার অবস্থা ছাড়া কখনো সিঙ্গি লাগাইতে দেখি নাই।

মালিক (র) বলেন ঃ রোযাদারের সিঙ্গি লাগান মাকরূহ নহে কিন্তু দুর্বল হইয়া পড়ার ভয় হইলে মাকরূহ, দুর্বল না হইলে ইহা মাকরূহ হইবে না। আর যদি কোন ব্যক্তি রমযানে সিঙ্গি লাগায়, অতঃপর রোযা ভঙ্গ করা হইতে বিরত থাকে, আমি তাহার জন্য কোন কিছু (লাগিবে বলিয়া) মনে করি না এবং যেদিন সিঙ্গি লাগাইয়াছে সেই দিনের রোযা কাযা করার হুকুমও করি না। কেননা রোযার ক্ষতির আশংকায় রোযাদারের জন্য সিঙ্গি লাগান মাকরূহ করা হইয়াছে। ফলে যে ব্যক্তি লাগাইয়াছে, সন্ধ্যা পর্যন্ত রোযা ইফতার করা হইতে বিরত রহিয়াছে আমি তাহার জন্য কোন দোষ মনে করি না এবং তাহার উপর সেই দিনের (রোযার.) কাযাও প্রয়োজন হইবে না।

١١– باب : صيام يوم عاشوراء

পরিচ্ছেদ ১১ ঃ আশুরা দিবসে রোযা

٣٣– حَدَّثَنِي يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْش فِي الْجَاهِلِيَّةِ .

وَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ . فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، صَامَهُ ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ . فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ، كَانَ هُوَ الْفَرِيضَةَ . وَتُرِكَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ. فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ .

রেওয়ায়ত ৩৩

নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) বলেন ঃ আশুরা দিবস এমন একটি দিবস ছিল, যেই দিবসে জাহিলিয়া যুগে কুরাইশগণ রোযা রাখিত। জাহিলিয়া যুগে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -ও সেই দিবসে রোযা রাখিতেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনায় আসিলে পর তিনি সেই রোযা রাখিলেন এবং লোকদিগকেও সেই দিনের রোযা রাখিতে হুকুম করিলেন। অতঃপর যখন রমযানের রোযা ফরয হইল, উহাই ফরয হিসাবে রহিল। আশুরা দিবসের রোযা ছাড়িয়া দেওয়া হইল। অতঃপর যে ইচ্ছা করিত ঐ দিবসে রোযা রাখিত, আর যে ইচ্ছা করিত না সে উহা ছাড়িয়া দিত।

٣٤ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، عَامَ حَجٍّ ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَقُولُ : يَاأَهْلَ الْمَدِينَةِ ! أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ ، يَقُولُ لِهٰذَا الْيَوْمِ : " هٰذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ . وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ . وَأَنَا صَائِمٌ . فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ " .

রেওয়ায়ত ৩৪

হুমায়দ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (র) হইতে বর্ণিত– তিনি হজ্জের সালে[১] আশুরা দিবসে মুয়াবিয়া ইব্ন আবূ সুফইয়ান (রা)-কে মিম্বরের উপর বলিতে শুনিয়াছেন, হে মদীনাবাসী! তোমাদের আলিমগণ কোথায়? আমি এই দিবস সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলিতে শুনিয়াছি ইহা আশুরা দিবস ; তোমাদের উপর এই (দিবসের) রোযা ফরয করা হয় নাই। আমি রোযা রাখিয়াছি, তোমরা যে ইচ্ছা কর রোযা রাখিতে পার, আর যাহার ইচ্ছা রোযা ছাড়িয়া দাও।

٣٥ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، أَرْسَلَ إِلَى الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ : أَنَّ غَدًا يَوْمُ عَاشُورَاءَ. فَصُمْ وَأْمُرْ أَهْلَكَ أَنْ يَصُومُوا.

রেওয়ায়ত ৩৫

মালিক (র) বলেন ঃ তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) হারিস ইব্ন হিশাম (রা)-এর নিকট খবর পাঠাইয়াছেন, কাল আশুরা দিবস, তুমি নিজেও রোযা রাখ এবং পরিবার-পরিজনকেও রোযা রাখিতে বল।

---

১. হজ্জের সাল–৪৪ হিজরীতে আমীর মুয়াবিয়া তাঁহার শাসনামলে প্রথমবার যে হজ্জ করেন উহাকে হজ্জের সাল বলা হইয়াছে।

١٢- باب : صيام يوم الفطر والاضحى والدهر

পরিচ্ছেদ ১২ ঃ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা দিবসে এবং সারা বৎসর রোযা রাখা প্রসঙ্গ

٣٦- حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ الْاَعْرَجِ ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ : يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْاَضْحٰى .

রেওয়ায়ত ৩৬

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত- রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুই দিবসে রোযা নিষেধ করিয়াছেন- ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন।

٣٧ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ سَمِعَ اَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : لَاَبَاْسَ بِصِيَامِ الدَّهْرِ . اِذَا افْطَرَ الاَيَّامَ الَّتِي نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صِيَامِهَا. وَهِيَ اَيَّامُ مِنًى ، وَيَوْمُ الْاَضْحى، وَيَوْمُ الْفِطْرِ، فِيمَا بَلَغَنَا.

قَالَ : وَذٰلِكَ اَحَبُّ مَا سَمِعْتُ اِلَيَّ فِي ذٰلِكَ .

রেওয়ায়ত ৩৭

মালিক (র) বলেন ঃ তিনি আহলে ইল্‌মকে (বিজ্ঞ উলামা) বলিতে শুনিয়াছেন, সর্বদা রোযা রাখিতে কোন দোষ নাই, যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে দিবসে রোযা রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন সেই সব দিবসে রোযা রাখা হইতে বিরত থাকে। আর সেই সব দিবস হইল- মিনা-এর দিনগুলি, ফিতর ও আযহা দিবস। আমাদের নিকট এই বিষয়ে যাহা পৌঁছিয়াছে এবং এই ব্যাপারে আমি যাহা শুনিয়াছি তন্মধ্যে ইহা হইতেছে সর্বাপেক্ষা আমার পছন্দনীয়।

١٣- باب : النهى عند الوصال فى الصيام

পরিচ্ছেদ ১৩ ঃ অনবরত রোযা রাখার (সওমে বেসাল) প্রতি নিষেধাজ্ঞা

٣٨- حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْوِصَالِ. فَقَالُوا : يَارَسُولَ اللّٰهِ. فَاِنَّكَ تُوَاصِلُ ؟ فَقَالَ : " اِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ . اِنِّي اُطْعَمُ وَاُسْقَى" .

রেওয়ায়ত ৩৮

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত- রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অনবরত রাত্রেও কিছু না খাইয়া রোযা রাখিতে

নিষেধ করিয়াছেন। সাহাবীগণ বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি যে অনবরত রোযা রাখেন! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ আমি অবশ্য তোমাদের মত নহি। আমাকে আহার ও পানীয় দেওয়া হয়।

٣٩ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ اَبِى الزِّنَادِ، عَنِ الْاَعْرَجِ ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "اِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ. اِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ" . قَالُوا: فَاِنَّكَ تُوَاصِلُ ؟ يَارَسُولَ اللّٰهِ . قَالَ : " اِنِّى لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ . اِنِّى اَبِيتُ يُطْعِمُنِى رَبِّى وَيَسْقِيْنِى" .

রেওয়ায়ত ৩৯

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ তোমরা অনবরত রোযা রাখা হইতে নিজদিগকে বাঁচাও। তোমরা অনবরত রোযা রাখা হইতে নিজদিগকে বাঁচাও। সাহাবীগণ বলিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তবে আপনি যে অনবরত রোযা রাখেন ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ আমি তোমাদের মত নহি। আমি রাত্রি যাপন করি (এই অবস্থায়) যে, আমার প্রভু আমাকে আহার দান করেন এবং পানীয় দান করেন।

١٤– باب : صيام الذى يقتل خطأ او يتظاهر

পরিচ্ছেদ ১৪ ঃ ভুলে হত্যা ও যিহার[১]-এর রোযা

٤٠– حَدَّثَنِى يَحْيٰى ، وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : اَحْسَنُ مَاسَمِعْتُ فِيمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، فِى قَتْلِ خَطَاءٍ اَوْ تَظَاهِرٍ ، فَعَرَضَ لَهُ مَرَض يَغْلِبُهُ وَيَقْطَعُ عَلَيْهِ صِيَامَهُ ؛ اَنَّهُ ، اَنْ صَحَّ مِنْ مَرَضِهِ وَقَوِىَ عَلَى الصِّيَامِ ، فَلَيْسَ لَهُ اَنْ يُؤَخِّرَ ذٰلِكَ . وَهُوَ يَبْنِى عَلَى مَا قَدْ مَضٰى مِنْ صِيَامِهِ .

وَكَذٰلِكَ الْمَرْاَةُ الَّتِى يَجِبُ عَلَيْهَا الصِّيَامُ فِى قَتَلِ النَّفْسِ خَطَأً . اِذَا حَاضَتْ بَيْنَ ظَهْرَىْ صِيَامِهَا اَنَّهَا، اِذَا طَهُرَتْ ، لَاتُؤَخِّرُ الصِّيَامَ . وَهِىَ تَبْنِى عَلَى مَاقَدْ صَامَتْ .

وَلَيْسَ لِاَحَدٍ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِى كِتَابِ اللّٰهِ ، اَنْ يُفْطِرَ اِلاَّ مِنْ عِلَّةٍ : مَرَضٍ ، اَوْ حَيْضَةٍ . وَلَيْسَ لَهُ اَنْ يُسَافِرَ فَيُفْطِرَ .

قَالَ مَالِكٌ : وَهٰذَا اَحْسَنُ مَاسَمِعْتُ فِى ذٰلِكَ .

রেওয়ায়ত ৪০

ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন ঃ আমি মালিক (র)-কে বলিতে শুনিয়াছি, সেই ব্যক্তি সম্পর্কে যে ব্যক্তির উপর ধারাবাহিকরূপে দুই মাসের রোযা ফরয হইয়াছে– ভুলে হত্যা অথবা যিহার করা বাবদ। অতঃপর তাহার কোন

১. যিহার– যাহাদের সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ নিজের স্ত্রীকে তাহাদের সঙ্গে তুলনা করে সম্বোধন করা।

কঠিন পীড়া হইয়াছে যদ্দরুন রোযা ভাঙিতে হইয়াছে। সে যদি আরোগ্য লাভ করে এবং রোযা রাখিতে সক্ষম হয়, তবে আমি (এই ব্যাপারে) যাহা শুনিয়াছি, তন্মধ্যে উত্তম হইল– সেই ব্যক্তির জন্য ইহাতে বিলম্ব করা জায়েয নহে। তাহার যে রোযা পূর্বে গত হইয়াছে, উহার উপর ভিত্তি করিয়া সে অবশিষ্ট রোযা রাখিবে।

তদ্রূপ ভুলে হত্যার কারণে যে নারীর উপর রোযা ওয়াজিব হইয়াছে, সে তাহার রোযার মাঝখানে ঋতুমতী হইলে রোযা রাখিবে না। তবে পাক হইলে পর সে রোযা রাখিতে বিলম্ব করিবে না এবং যে রোযা পূর্বে রাখিয়াছে উহার উপর ভিত্তি করিয়া অবশিষ্ট রোযা রাখিবে। আল্লাহ্র কিতাবের বিধান মুতাবিক যাহার উপর দুই মাসের রোযা ধারাবাহিকভাবে রাখা ওয়াজিব হইয়াছে, তাহার জন্য পীড়াজনিত ব্যাপার ও ঋতুস্রাব ব্যতীত রোযা ভঙ্গ করা জায়েয নহে। এইরূপ ব্যক্তির জন্য সফর আরম্ভ করিয়া রোযা ভঙ্গ করারও অনুমতি নাই। যেরূপ কুরআনুল করীমে ইরশাদ করা হইয়াছে, 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রুগ্ন থাকে কিংবা সফরে থাকে, তবে সে অন্য দিন রোযা রাখিবে।'

ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন– মালিক (র) বলিয়াছেন ঃ এই ব্যাপারে যাহা শুনিয়াছি, তাহার মধ্যে ইহাই আমার কাছে সর্বাপেক্ষা উত্তম।

١٥- باب : مايفعل المريض فى صيامه

পরিচ্ছেদ ১৫ ঃ রোযায় রুগ্ন ব্যক্তির করণীয়

٤١ - قَالَ يَحْيٰى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : الْاَمْرُ الَّذِى سَمِعْتُ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ ؛ اَنَّ الْمَرِيضَ اِذَا اَصَابَهُ الْمَرَضُ الَّذِى يَشُقُّ عَلَيْهِ الصِّيَامُ مَعَهُ ، وَيُتْعِبُهُ ، وَيَبْلُغُ ذٰلِكَ مِنْهُ ، فَاِنَّ لَهُ اَنْ يُفْطِرَ . وَكَذٰلِكَ الْمَرِيضُ الَّذِى اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْقِيَامُ فِى الصَّلاَةِ ، وَبَلَغَ مِنْهُ ، وَمَا اللّٰهُ اَعْلَمُ بِعُذْرِ ذٰلِكَ مِنَ الْعَبْدِ ، وَمِنْ ذٰلِكَ مَالاَ تَبْلُغُ صِفَتُهُ . فَاِذَا بَلَغَ ذٰلِكَ ، صَلّٰى وَهُوَ جَالِسٌ . وَدِينُ اللّٰهِ يُسْرٌ .

وَقَدْ اَرْخَصَ اللّٰهُ لِلْمُسَافِرِ ، فِى الْفِطْرِ فِى السَّفَرِ . وَهُوَ اَقْوَى عَلَى الصِّيَامِ مِنَ الْمَرِيضِ . قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى فِى كِتَابِهِ - (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ) - فَاَرْخَصَ اللّٰهُ لِلْمُسَافِرِ ، فِى الْفِطْرِ فِى السَّفَرِ . وَهُوَ اَقْوَى عَلَى الصَّوْمِ مِنَ الْمَرِيضِ .

فَهٰذَا اَحَبُّ مَاسَمِعْتُ اِلَىَّ . وَهُوَ الْاَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ .

রেওয়ায়ত ৪১

ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন ঃ আমি মালিক (র)-কে বলিতে শুনিয়াছি, আমি আহ্লে ইল্ম-এর কাছে যাহা শুনিয়াছি

তাহা হইতেছে এই– পীড়িত ব্যক্তির যদি এমন রোগ হয় যাহাতে রোযা রাখা তাহার জন্য দুষ্কর এবং কষ্টদায়ক হয়, যখন রোগ এই স্তরে পৌঁছে তখন তাহার জন্য রোযা ইফতার (রাখিয়া ভাঙিয়া ফেলা বা শুরুতেই না রাখা) করা জায়েয আছে। তদ্রূপ পীড়িত ব্যক্তির যদি নামাযে দাঁড়াইতে মুশকিল হয় অর্থাৎ পীড়ার কারণে তাহার ওযর (অপারগতা) সেই দরজায় পৌঁছায়, আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার ওযর সম্পর্কে বান্দা অপেক্ষা অধিক জ্ঞাত। আবার কোন কোন রোগ সেই দরজার হয় না, যখন ওযর এই স্তরে পৌঁছে, তখন সে বসিয়া নামায পড়িবে। আর আল্লাহ্র দীন সহজ। তিনি মুসাফিরের জন্য সফরে রোযা ভাঙার অনুমতি দিয়াছেন। অথচ মুসাফির পীড়িত ব্যক্তির তুলনায় রোযা রাখিতে অধিক সক্ষম।

আল্লাহ্ তা'আলা কিতাবে বলিয়াছেন ঃ 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রুগ্ন থাকে অথবা সফরে থাকে, সে অন্যদিন রোযা করিবে।' আল্লাহ্ তা'আলা (এই আয়াতে) মুসাফিরের জন্য সফরে রোযা না রাখার অনুমতি দিয়াছেন। অথচ সে রোযার উপর পীড়িতের তুলনায় অধিক শক্তিশালী। এই ব্যাপারে যাহা শুনিয়াছি তন্মধ্যে ইহাই আমার নিকট পছন্দনীয়। আমাদের নিকট ইহাই ঐকমত্যে গৃহীত।

١٦- باب : النذر فى الصيام والصيام عن الميت

পরিচ্ছেদ ১৬ ঃ রোযার মানত করা এবং মৃত ব্যক্তির পক্ষ হইতে রোযা রাখা

٤٢- حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ صِيَامَ شَهْرٍ . هَلْ لَهُ اَنْ يَتَطَوَّعَ ؟ فَقَالَ سَعِيْدٍ : لِيَبْدَأ بِالنَّذْرِ قَبْلَ اَنْ يَتَطَوَّعَ .

قَالَ مَالِكٌ : وَبَلَغَنِى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مِثْلُ ذٰلِكَ .

قَالَ مَالِكٌ : مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ مِنْ رَقَبَةٍ يُعْتِقُهَا ، اَوْ صِيَامٍ ، اَوْ صَدَقَةٍ ، اَوْ بَدَنَةٍ ، فَاَوْصٰى بِاَنْ يُوَفّٰى ذٰلِكَ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ ، فَاِنَّ الصَّدَقَةَ وَالْبَدَنَةَ فِى ثُلُثِهِ . وَهُوَ يُبَدّٰى عَلٰى مَاسِوَاهُ مِنَ الْوَصَايَا اِلاَّ مَاكَانَ مِثْلَهُ . وَذٰلَكَ اَنَّهُ لَيْسَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ مِنَ النُّذُورِ وَغَيْرِهَا ، كَهَيْئَةِ مَا يَتَطَوَّعُ بِهِ مِمَّا لَيْسَ بِوَاجِبٍ . وَاِنَّمَا يُجْعَلُ ذٰلِكَ فِى ثُلُثِهِ خَاصَّةً . دُونَ رَأْسِ مَالِهِ . لِاَنَّهُ لَوْ جَازَلَهُ ذٰلِكَ فِى رَأْسِ مَالِهِ الْاَخَّرَ الْمُتَوَفّٰى مِثْلَ ذٰلِكَ مِنَ الْاَمُورِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ ، حَتّٰى اِذَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ ، وَصَارَالْمَالُ لِوَرَثَتِهِ ، سَمّٰى مِثْلَ هٰذِهِ الْاَشْيَاءِ الَّتِى لَمْ يَكُنْ يَتَقَاضَاهَا مِنْهُ مُتَقَاضٍ . فَلَوْ كَانَ ذٰلِكَ جَائِزًا لَهُ ، اَخَّرَ هٰذِهِ الْاَشْيَاءَ . حَتّٰى اِذَا عِنْدَ مَوْتِهِ سَمَّاهَا وَعَسٰى اَنْ يُحِيطَ بِجَمِيعِ مَالِهِ . فَلَيْسَ ذٰلِكَ لَهُ .

রেওয়ায়ত ৪২

মালিক (র) বলেন ঃ সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল সেই ব্যক্তি সম্পর্কে, যে ব্যক্তি এক মাসের রোযার মানত করিয়াছে, তাহার জন্য নফল রোযা রাখা জায়েয কিনা ? সাঈদ (র) বলিলেন ঃ নফলের পূর্বে মানতের (রোযা) আরম্ভ করিবে।

মালিক (র) বলেন ঃ সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার (র) হইতেও আমার নিকট এইরূপ রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে।

ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন– মালিক (র) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে অথচ তাহার উপর মানত রহিয়াছে গোলাম আযাদ করার অথবা সদকা প্রদানের অথবা কুরবানী করার। ফলে সে তাহার সম্পদ হইতে সেই মানত পূর্ণ করার অসিয়ত করিয়াছে। তবে সদকা এবং কুরবানী তাহার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ হইতে পূর্ণ করা হইবে।

মানতকে অন্যান্য নফল অসিয়তের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে। তবে যদি অন্য অসিয়ত ও মানতের মত (ওয়াজিব) হয়। কারণ নফল কাজ বা নফল কাজের অসিয়ত ওয়াজিব অসিয়ত ও মানতের সমতুল্য নহে। মানত ইত্যাদি মৃত ব্যক্তির সকল সম্পদ হইতে আদায় না করিয়া এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ হইতে আদায় করা হইবে। যদি তাঁহার জন্য ইহা বৈধ হয়, তবে মুতাওয়াফ্ফী (মৃত্যুর সন্নিকটে পৌছিয়াছে এমন ব্যক্তি) তাহার উপর ওয়াজিব বিষয়গুলিকে পিছাইয়া রাখিবে। এমতাবস্থায় যখন তাহার মৃত্যু উপস্থিত হইবে, তখন তাহার সম্পদের মালিক হইবে তাহার ওয়ারিসগণ, বিশেষত ঐ সকল বিষয় যেসব বিষয়ে তাহার পক্ষ হইতে তাকীদ করিবার জন্য তেমন কোন ব্যক্তি না থাকে। (স্বভাবতই ওয়ারিসগণ ঐসব মানত বা অসিয়ত পূর্ণ করিতে আগ্রহী হইবে না)। সকল সম্পদ হইতে ঐসব আদায় করা তাহার জন্য জায়েয হইলে সে এই সকল ব্যাপারে বিলম্ব করিবে। যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হইবে তখন সে উহা প্রকাশ করিবে। হয়তো ঐ সকল (প্রকাশিত দাবি-দাওয়া) পূরণে তাহার সমস্ত সম্পত্তিই নিঃশেষ হইয়া যাইবে, তাহার জন্য ইহা জায়েয নহে।

٤٣ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُسْأَلُ : هَلْ يَصُومُ اَحَدٌ عَنْ اَحَدٍ اَوْ يُصَلِّى اَحَدٌ ؟ عَنْ اَحَدٍ فَيَقُولُ : لاَيَصُومُ اَحَدٌ عَنْ اَحَدٍ وَلاَ يُصَلِّى اَحَدٌ عَنْ اَحَدٍ .

রেওয়ায়ত ৪৩

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-কে প্রশ্ন করা হইল ঃ একজন আর একজনের পক্ষে রোযা রাখিবে কি ? অথবা একজন অন্যজনের পক্ষে নামায পড়িবে কি ? তিনি উত্তরে বলিলেন ঃ একজন আর একজনের পক্ষে রোযা রাখিবে না এবং একে অপরের পক্ষে নামাযও পড়িবে না।

١٧– باب : ماجاء فى قضاء رمضان والكفارات

পরিচ্ছেদ ১৭ ঃ রমযানের কাযা ও কাফ্ফারা প্রসঙ্গ

٤٤– حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ ، عَنْ اَخِيهِ خَالِدِ بْنِ اَسْلَمَ ؛ اَنَّ

عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اَفْطَرَ ذَاتَ يَوْمٍ فِى رَمَضَانَ . فِى يَوْمٍ ذِى غَيْمٍ . وَرَاَى اَنَّهُ قَدْ اَمْسٰى وَغَابَتِ الشَّمْسُ . فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا اَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ . طَلَعَتِ الشَّمْسُ . فَقَالَ عُمَرُ : الْخَطْبُ يَسِيرٌ . وَقَدِ اجْتَهَدْنَا .

قَالَ مَالِكٍ ؛ يُرِيدُ بِقَوْلِهِ " الْخَطْبُ يَسِيرٌ" الْقَضَاءُ فِيمَانُرَى ، وَاللّٰهُ اَعْلَمُ . وَخِفَّةَ مَؤُونَتِهِ وَيَسَارَتِهِ . يَقُولُ : نَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ .

রেওয়ায়ত ৪৪

খালিদ ইব্‌ন আসলাম (র) বর্ণনা করেন– উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) রমযান মাসে মেঘাচ্ছন্ন এক দিনে ইফতার করিলেন। তিনি মনে করিলেন যে, সন্ধ্যা হইয়াছে এবং সূর্য ডুবিয়াছে। অতঃপর এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল ঃ হে আমিরুল মুমিনীন! সূর্য উদিত হইয়াছে। উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলিলেন ঃ বিষয়টির সমাধান সহজ, আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি।

মালিক (র) বলেন ঃ উমর (রা) ইহার দ্বারা আমাদের মতে কাযা মুরাদ নিয়াছেন। (আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী) তাহার উক্তি 'বিষয়টির সমাধান সহজ' ইহাতে মেহনতের স্বল্পতা ও ইহা সহজ হওয়াই তিনি বুঝাইতে চাহিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ ইহার পরিবর্তে আর একদিন রোযা রাখিব।

٤٥ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : يَصُومُ قَضَاءَ رَمَضَانَ مُتَتَابِعًا ، مَنْ اَفْطَرَهُ، مِنْ مَرَضٍ اَوْ فِى سَفَرٍ .

রেওয়ায়ত ৪৫

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত– আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলিতেন ঃ যে ব্যক্তি সফর অথবা পীড়ার কারণে রোযা রাখে নাই, সে রমযানের রোযা রাখিবে একাধারে।

٤٦– وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَاَبَا هُرَيْرَةَ اخْتَلَفَا فِى قَضَاءِ رَمَضَانَ . فَقَالَ اَحَدُهُمَا : يُفَرِّقُ بَيْنَهُ . وَقَالَ الْاٰخَرُ : لَايُفَرِّقُ بَيْنَهُ . لَاَدْرِى اَيُّهُمَا قَالَ : يُفَرِّقُ بَيْنَهُ .

রেওয়ায়ত ৪৬

ইব্‌ন শিহাব (র) হইতে বর্ণিত– আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস ও আবূ হুরায়রা (রা) তাঁহারা উভয়ে রমযানের কাযা সম্পর্কে ইখতিলাফ (মতপার্থক্য) করিয়াছেন। একজন বলিয়াছেন, কাযা রোযা পৃথক পৃথক রাখা হইবে। আর একজন বলিয়াছেন, পৃথক পৃথক রাখা যাইবে না (অর্থাৎ একাধারে রাখিতে হইবে)। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে কে বলিয়াছেন পৃথক করা যাইবে, কে বলিয়াছেন পৃথক করা যাইবে না, তাহা আমার (নির্দিষ্ট) জানা নাই।

٤٧– وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ اَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ

اسْتَقَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ : وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيءُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ .

রেওয়ায়ত ৪৭

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত– আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলিতেন ঃ যে রোযা অবস্থায় স্বেচ্ছায় বমি করে, তাহার উপর কাযা ওয়াজিব হইবে। আর যাহার অনিচ্ছাকৃত বমি হয়, তাহাকে করিতে হইবে না।

٤٨– وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُسْأَلُ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ. فَقَالَ سَعِيدٌ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لاَ يُفَرِّقَ قَضَاءُ رَمَضَانَ. وَأَنْ يُوَاتَرَ.

قَالَ يَحْيٰى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : فِيمَنْ فَرَّقَ قَضَاءَ رَمَضَانَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ وَذٰلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ وَأَحَبُّ ذٰلِكَ إِلَيَّ أَنْ يُتَابِعَهُ .

قَالَ مَالِكٌ : مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فِي رَمَضَانَ ، سَاهِيًا أَوْ نَاسِيًا أَوْ مَا كَانَ مِنْ صِيَامٍ وَاجِبٍ عَلَيْهِ أَنْ عَلَيْهِ قَضَاءَ يَوْمٍ مَكَانَهُ .

রেওয়ায়ত ৪৮

ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র) শুনিয়াছেন– সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র)-কে রমযানের কাযা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলিতেন ঃ আমার নিকট পছন্দনীয় হইতেছে রমযানের কাযাকে পৃথক না করিয়া একাধারে রাখা।

ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন ঃ মালিক (র)-কে আমি বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি রমযানের কাযা পৃথক পৃথক করিয়া রাখিয়াছে সেই ব্যক্তিকে রোযা পুনরায় রাখিতে হইবে না। সেই রোযাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট হইবে। কিন্তু আমার নিকট একাধারে রাখাই পছন্দনীয়।

ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন ঃ আমি মালিক (র)-কে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি রমযানের রোযা অথবা অন্য কোন ওয়াজিব রোযায় ভুলবশত আহার করে অথবা পান করে তাহাকে সেই দিনের পরিবর্তে অন্য একদিন কাযা করিতে হইবে।

٤٩ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ مُجَاهِدٍ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ. فَجَاءَهُ إِنْسَانٌ فَسَأَلَهُ عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ الْكَفَّارَةِ أَمُتَتَابِعَاتٍ أَمْ يَقْطَعُهَا ؟ قَالَ حُمَيدٍ : فَقُلْتُ لَهُ : نَعَمْ . يَقْطَعُهَا إِنْ شَاءَ. قَالَ مُجَاهِدٌ : لاَ يَقْطَعُهَا فَإِنَّهَا فِي قِرَاءَةِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ (ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ) .

قَالَ مَالِكٌ : وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ ، مَا سَمَّى اللّٰهُ فِي الْقُرْاٰنِ ، يُصَامُ مُتَتَابِعًا .

وَسُئِلَ مَالِكٌ ، عَنِ الْمَرْأَةِ تُصْبِحُ صَائِمَةً فِي رَمَضَانَ، فَتَدْفَعُ دَفْعَةً مِنْ دَمٍ عَبِيطٍ

فِى غَيْرِ اَوَانِ حَيْضَهَا. ثُمَّ تَنْتَظِرُ حَتَّى تُمْسِىَ اَنْ تَرَى مِثْلَ ذٰلِكَ. فَلاَ تَرَى شَيْئًا. ثُمَّ تُصْبِحُ يَوْمًا اٰخَرَ فَتَدْفَعُ دَفْعَةً اُخْرَى وَهِىَ دُونَ الاُولٰى. ثُمَّ يَنْقَطِعُ ذٰلِكَ عَنْهَا قَبْلَ حَيْضَتِهَا بِاَيَّامٍ. فَسُئِلَ مَالِكٌ : كَيْفَ تَصْنَعُ فِى صِيَامِهَا وَصَلاَتِهَا ؟ قَالَ مَالِكٌ ذٰلِكَ الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ فَاِذَا رَاَتْهُ فَلْتُفْطِرُ : وَلْتَقْضِ مَا اَفْطَرَتْ. فَاِذَا ذَهَبَ عَنْهَا الدَّمُ فَلْتَغْتَسِلْ. وَتَصُومُ .

وَسُئِلَ عَمَّنْ اَسْلَمَ فِى اٰخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ : هَلْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ كُلِّهِ اَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ الْيَوْمِ الَّذِى اَسْلَمَ فِيهِ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا مَضٰى. وَاِنَّمَا يَسْتَأْنِفُ الصِّيَامَ فِيمَا يَسْتَقْبَلُ. وَاَحَبُّ اِلَىَّ اَنْ يَقْضِىَ الْيَوْمَ الَّذِى اَسْلَمَ فِيهِ .

রেওয়ায়ত ৪৯

মালিক (র) বর্ণনা করেন– হুমায়দ ইব্ন কায়েস মক্কী (র) বলিয়াছেন যে, আমি মুজাহিদ (র)-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি বায়তুল্লাহ্ তওয়াফ করিতেছিলেন। এমন সময় তাঁহার নিকট একজন লোক আসিল এবং কাফ্ফারার রোযা সম্পর্কে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল। উহা একাধারে রাখিতে হইবে, না আলাদা আলাদা রাখিতে পারিবে ? হুমায়দ (র) বলিলেন ঃ ইচ্ছা করিলে আলাদা আলাদা রাখিতে পারিবে। মুজাহিদ (র) বলিলেন ঃ আলাদা আলাদা রাখিবে না, কারণ উবাই ইব্ন কা'ব (রা)-এর কিরাআতে রহিয়াছে–

ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ [১]

ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন– মালিক (র) বলিয়াছেন ঃ আমার নিকট পছন্দনীয় হইল, আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে যেরূপ নির্ধারিত করিয়াছেন সেইরূপ একাধারে রোযা রাখা।

ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন ঃ মালিক (র)-কে প্রশ্ন করা হইল এমন এক স্ত্রীলোক সম্পর্কে, যে স্ত্রীলোকের রমযানে ফজর হইয়াছে রোযাবস্থায়। হঠাৎ তাহার তাজা রক্ত বাহির হইল, ঋতুর নির্দিষ্ট সময় ছাড়া। অতঃপর সে লক্ষ্য রাখিবে সন্ধ্যা পর্যন্ত সেইরূপ রক্ত দেখার জন্য কিন্তু কিছুই দেখিল না। অন্য একদিন ফজরে হঠাৎ আর এক দফা রক্ত বাহির হইল কিন্তু ইহা পূর্বের তুলনায় কম। অতঃপর কয়েক দিন তাহার হায়েযের পূর্ব পর্যন্ত উহা বন্ধ রহিল। সেই স্ত্রীলোক নিজের নামায ও রোযার বিষয়ে কি করিবে ? ইহার উত্তরে মালিক (র) বলেন ঃ সেই রক্ত হায়েযে গণ্য হইবে। যখন উহা দেখিবে রোযা ছাড়িয়া দিবে এবং সেই রোযা পরে কাযা করিবে। তাহার রক্ত বন্ধ হইয়া গেলে সে গোসল করিবে এবং রোযা রাখিবে।

মালিক (র)-এর নিকট প্রশ্ন করা হইল এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে, যে ব্যক্তি রমযানের শেষ দিন মুসলমান হইল, তাহাকে রমযানের সকল রোযা করিতে হইবে কি ? এবং যেদিন মুসলমান হইয়াছে সেই দিনের (রোযার) কাযা তাহার উপর ওয়াজিব হইবে কি ? মালিক (র) প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন ঃ তাহাকে বিগত রোযা কাযা করিতে হইবে না। সে আগামীতে রোযা আরম্ভ করিবে, যেদিন মুসলমান হইয়াছে সেই দিনের রোযা রাখাটা আমার নিকট পছন্দনীয়।

---

১. তিন দিন একাধারে।

١٨- باب : قضاء التطوع

পরিচ্ছেদ ১৮ ঃ নফল রোযার কাযা

٥٠- حَدَّثَنِي يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ اَنَّ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ ﷺ اَصْبَحَتَا صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ فَاَهْدِيَ لَهُمَا طَعَامٌ . فَاَفْطَرَتَا عَلَيْهِ . فَدَخَلَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ عَائِشَةُ ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ وَبَدَرَتْنِي بِالْكَلاَمِ ، وَكَانَتْ بِنْتَ اَبِيهَا : يَارَسُولَ اللّٰهِ . اِنِّي اَصْبَحْتُ اَنَا وَعَائِشَةُ صَائِمَتَينِ مُتَطَوِّعَتَينِ . فَأُهْدِيَ اِلَيْنَا طَعَام فَاَفْطَرْنَا عَلَيْهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : " اقْضِيَا مَكَانَهُ يَوْمًا أُخَرَ " .

قَالَ يَحْيٰى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : مَنْ اَكَلَ اَوْ شَرِبَ سَاهِيًا اَوْ نَاسِيًا فِي صِيَامِ تَطَوُّعٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ . وَلْيُتِمَّ يَوْمَهُ الَّذِي اَكَلَ فِيهِ اَوْ شَرِبَ وَهُوَ مُتَطَوِّعٌ . وَلاَ يُفْطِرْهُ . وَلَيْسَ عَلَى مَنْ اَصَابَهُ اَمْرٌ ، يَقْطَعُ صِيَامَهُ وَهُوَ مُتَطَوِّعٌ ، قَضَاءٌ. اِذَا كَانَ اِنَّمَا اَفْطَرَ مِنْ عُذْرٍ ، غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ لِلْفِطْرِ. وَلاَ اَرَى عَلَيْهِ قَضَاءَ صَلاَةِ نَافِلَةٍ . اِذَا هُوَ قَطَعَهَا مِنْ حَدَثٍ لاَيَسْتَطِيعُ حَبْسَهُ ، مِمَّا يَحْتَاجُ فِيهِ اِلَى الْوُضُوءِ . قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ يَنْبَغِي اَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ فِي شَيْءٍ الْاَعْمَالِ الصَّالِحَةِ : الصَّلاَةِ ، وَالصِّيَامِ ، وَالْحَجِّ ، وَمَا اَشْبَهَ هٰذَا مِنَ الْاَعْمَالِ الصَّالِحَةِ الَّتِي يَتَطَوَّعُ بِهَاالنَّاسُ . فَيَقْطَعَهُ حَتّٰى يُتِمَّهُ عَلَى سُنَّتِهِ : اِذَا كَبَّرَ لَمْ يَنْصَرِفْ حَتّٰى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ . وَاِذَا صَامَ لَمْ يُفْطِرْ حَتّٰى يُتِمَّ صَوْمَ يَوْمِهِ . وَاِذَا اَهَلَّ لَمْ يَرْجِعْ حَتّٰى يُتِمَّ حَجَّهُ . وَاِذَا دَخَلَ فِي الطَّوَافِ لَمْ يَقْطَعْهُ حَتّٰى يُتِمَّ سُبُوعَهُ . وَلاَ يَنْبَغِي اَنْ يَتْرُكَ.شَيْئًا مِنْ هٰذَا اِذَا دَخَلَ فِيهِ حَتّٰى يَقْضِيَهُ . اِلاَّ مِنْ اَمْرٍ يَعْرِضُ لَهُ . مِمَّا يَعْرِضُ لِلنَّاسِ . مِنَ الْاَسْقَامِ الَّتِي يُعْذَرُونَ بِهَا . وَالْأُمُورِ الَّتِي يُعْذَرُونَ بِهَا . وَذٰلِكَ اَنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ – (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ) ـ فَعَلَيْهِ اِتْمَامُ الصِّيَامِ . كَمَا قَالَ اللّٰهُ . وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى– (وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ) – فَلَوْ اَنَّ رَجُلاً اَهَلَّ بِالْحَجِّ تَطَوُّعًا . وَقَدْ قَضٰى الْفَرِيضَةَ . لَمْ يَكُنْ لَهُ اَنْ يَتْرُكَ الْحَجَّ بَعْدَ اَنْ دَخَلَ فِيْهِ . وَيَرْجِعَ حَلاَلاً مِنَ الطَّرِيقِ .

وَكُلُّ اَحَدٍ دَخَلَ فِى نَافِلَةٍ ، فَعَلَيْهِ اِتْمَامُهَا اِذَا دَخَلَ فِيهَا . كَمَا يُتِمُّ الْفَرِيضَةَ . وَهٰذَا اَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ .

রেওয়ায়ত ৫০

ইব্‌ন শিহাব (র) হইতে বর্ণিত– নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা ও হাফসা (রা)-এর নফল রোযার নিয়তে ফজর হইল এবং তাঁহাদের উভয়ের জন্য খাদ্যদ্রব্য হাদিয়াস্বরূপ প্রেরণ করা হয়। তাঁহারা উহা দ্বারা রোযা ভাঙিয়া ফেলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রবেশ করিলেন। ইব্‌ন শিহাব (র) বলেন – আয়েশা (রা) বলিয়াছেন ঃ হাফসা (রা) ছিলেন পিতার মত সাহসী। আর তিনি আমার আগে কথা বলিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি এবং আয়েশা আমরা উভয়ের নফল রোযা অবস্থায় ফজর হইল। অতঃপর আমাদের উদ্দেশ্যে খাদ্যদ্রব্য হাদিয়ারূপে প্রেরণ করা হয়। আমরা উহা দ্বারা রোযা ভাঙিয়া ফেলি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহার বক্তব্য শোনার পর বলিলেন ঃ তোমরা এই রোযার পরিবর্তে অন্য একদিন (রোযা) কাযা করিবে।

ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন ঃ আমি মালিক (র)-কে বলিতে শুনিয়াছি, যে ভুলবশত নফল রোযা অবস্থায় আহার অথবা পান করে, তাহার উপর কাযা ওয়াজিব নহে। নফল রোযা অবস্থায় যেই দিন আহার বা পান করিয়াছে সেই দিনের রোযা পূর্ণ করিবে এবং রোযা ভঙ্গ করিবে না। আর নফল রোযাদার যদি এমন কোন অসুবিধার সম্মুখীন হয়, যাহার কারণে রোযা ভাঙিতে হয়, তবে তাহাকে কাযা করিতে হইবে না, যদি কোন ওযরবশত রোযা ভাঙিয়া থাকে এবং ইচ্ছা করিয়া রোযা ভঙ্গ না করে। আর আমি সেই ব্যক্তির জন্য নফল নামাযের কাযা জরুরী মনে করি না, যে ব্যক্তি এমন কোন হাদাস্-এর (পেশাব-পায়খানার আবেগ, বায়ু নির্গত হওয়ার আবেগ) কারণে নামায ভাঙিয়াছে, যাহাকে বাধা দিয়া রাখা যায় না, যাহাতে ওযূর প্রয়োজন হয়।

ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন– মালিক (র) বলিয়াছেন ঃ কোন ব্যক্তি নেক আমলসমূহের মধ্যে কোন নেক আমলে প্রবৃত্ত হইলে (নেক আমল বলিতে) যথা নামায, রোযা, হজ্জ বা অনুরূপ কোন নেক আমল, যাহা লোকে নফলস্বরূপ করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তির জন্য উহা ছাড়িয়া দেওয়া সমীচীন নহে, যতক্ষণ উহা সুন্নত মুতাবিক পূর্ণ না করে। যদি নামাযের নিয়তে তকবীর বলে তবে দুই রাক'আত না পড়া পর্যন্ত উহা ছাড়িবে না। রোযা রাখিলে সেই দিনের রোযা পূর্ণ না করা পর্যন্ত ইফতার করিবে না। ইহরাম বাঁধিলে তাহার হজ্জ পূর্ণ না করা পর্যন্ত ইহরাম ছাড়িবে না। যখন তাওয়াফে প্রবেশ করিবে সাত তাওয়াফ পূর্ণ না করা পর্যন্ত উহা ছাড়িবে না।

এই সকলের মধ্যে কোন ইবাদতই আরম্ভ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নহে, যতক্ষণ উহা পূর্ণ না করে। তবে কোন ওযরবশত যাহা তাহার জন্য প্রকাশ পায়, যেরূপ লোকের ওযর প্রকাশ পাইয়া থাকে, যেমন পীড়াসমূহ যাহার কারণে মাযূর (অক্ষম) হইয়া যায় অথবা অন্য কোন কারণে অক্ষম বলিয়া গণ্য হয়। ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা কিতাবে ইরশাদ করিয়াছেন ঃ 'পানাহার করিতে থাক, যতক্ষণ পর্যন্ত সাদা বর্ণের সুতা (সুবহে সাদিক) কালবর্ণের সুতা (সুবহে কাযিব) হইতে প্রকাশিত না হয়। অতঃপর রাত্রি পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর।' ফলে তাহার উপর রোযা পূর্ণ করা ওয়াজিব।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ 'তোমরা আল্লাহ্র জন্য হজ্জ ও উমরাহ পূর্ণ কর।' অতঃপর যদি কোন ব্যক্তি নফল হজ্জের ইহরাম বাঁধে যে ইতিপূর্বে ফরয হজ্জ আদায় করিয়াছে, সেই ব্যক্তির জন্য হজ্জ আরম্ভ করার পর উহা ছাড়িয়া দেওয়ার অনুমতি নাই। মাঝপথে ইহরাম ছাড়িয়া দিয়া হালাল হওয়া চলিবে না। যদি কোন ব্যক্তি কোন নফল কাজে প্রবৃত্ত হয়, তাহার জন্য উহা পূর্ণ করা ওয়াজিব, যেমন ফরযকে পূর্ণ করা হয়। আমি যাহা শুনিয়াছি তন্মধ্যে ইহা অতি উত্তম।

١٩- باب : فدية من افطر فى رمضان من علة

পরিচ্ছেদ ১৯ ঃ ওযরের কারণে রমযানের রোযা ভঙ্গের ফিদ্‌য়া

٥١- حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَبِرَ حَتَّى كَانَ لاَ يَقْدِرُ. عَلَى الصِّيَامِ . فَكَانَ يَفْتَدِي .

قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ اَرَى ذٰلِكَ وَاجِبًا. وَاَحَبُّ اِلَيَّ اَنْ يَفْعَلَهُ اِذَا كَانَ قَوِيًّا عَلَيْهِ . فَمَنْ فَدَى ، فَاِنَّمَا يُطْعِمُ ، مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ ، مُدًّا بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ .

রেওয়ায়ত ৫১

মালিক (র) বলেন ঃ তিনি জানিতে পারিয়াছেন যে, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) যখন অতি বৃদ্ধ হন, তখন তিনি রোযা রাখিতে পারিতেন না, তাই তিনি ফিদ্‌য়া দিতেন।

মালিক (র) বলেন ঃ আমি ফিদ্‌য়া দেওয়াকে জরুরী মনে করি না। তবে দেওয়া আমার মতে উত্তম, যদি সামর্থ্য থাকে। যে ব্যক্তি ফিদ্‌য়া দিবে সে প্রতিদিনের পরিবর্তে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মুদ-এর (এক সের পরিমাণ ওজনের একটি পরিমাপ) সমপরিমাণ এক মুদ আহার করাইবে।

٥٢- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ ، اِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا وَاشْتَدَّ عَلَيْهَا الصِّيَامُ ؟ قَالَ : تُفْطِرُ ، وَتُطْعِمُ ، مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ ، مِسْكِينًا. مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ .

قَالَ مَالِكٌ : وَاَهْلُ الْعِلْمِ يَرَوْنَ عَلَيْهَا الْقَضَاءَ كَمَا قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ - (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ) - وَيَرَوْنَ ذٰلِكَ مَرَضًا مِنَ الْاَمْرَاضِ مَعَ الْخَوْفِ عَلَى وَلَدِهَا .

রেওয়ায়ত ৫২

মালিক (র) বলেন ঃ তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-কে গর্ভবতী স্ত্রীলোক সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইল– সে যদি সন্তান সম্বন্ধে আশংকা করে এবং রোযা রাখা তাহার জন্য দুষ্কর হয় (তবে কি করিবে) ? তিনি বলিলেন ঃ সে রোযা রাখিবে না এবং প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন মিসকিনকে আহার দিবে এক মুদ গম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মুদ পরিমাপে।

মালিক (র) বলিয়াছেন ঃ আহলে ইল্‌ম গর্ভবতীর জন্য রোযার কাযা ওয়াজিব মনে করেন না, যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন–

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ١

---

১. 'তোমাদের মধ্যে কেহ পীড়িত হইলে বা সফরে থাকিলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূর্ণ করিয়া লইতে হইবে। ২ ঃ ১৮৪

গর্ভবতী অবস্থাকে তাঁহারা রোগের মধ্যে একটি রোগ বলিয়া মনে করেন যাহার সঙ্গে রহিয়াছে সন্তানের আশংকাও।

٥٣ - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ اَبِيهِ ؛ اَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقْضِهِ، وَهُوَ قَوِيٌّ عَلَى صِيَامِهِ، حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ اٰخَرُ. فَاِنَّهُ يُطْعِمُ، مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ ، مِسْكِيْنًا. مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ. وَعَلَيْهِ مَعَ ذٰلِكَ الْقَضَاءُ .

وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلُ ذٰلِكَ .

রেওয়ায়ত ৫৩

আবদুর রহমান ইব্‌ন কাসিম (র) বর্ণনা করেন যে, তাঁহার পিতা বলিতেন ঃ যাহার উপর রমযানের কাযা রহিয়াছে, সে রোযা রাখিতে সক্ষম, তবু কাযা (রোযা) রাখে নাই, এইভাবে পরবর্তী রমযান আসিয়া গিয়াছে, তবে সে প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন মিসকিনকে এক মুদ করিয়া গম দিবে, তদুপরি তাহার উপর কাযাও জরুরী হইবে।

মালিক (র) বলেন ঃ সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র (র) হইতেও অনুরূপ বর্ণনা তাঁহার নিকট পৌঁছিয়াছে।

٢٠- باب : جامع قضاء الصيام

পরিচ্ছেদ ২০ ঃ রোযার কাযা প্রসঙ্গ

٥٤- حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ؛ اَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ : اِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَىَّ الصِّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ . فَمَا اسْتَطِيعُ اَصُومُهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ .

রেওয়ায়ত ৫৪

নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমার জিম্মায় রমযানের রোযা (কাযা) থাকিত। আমি উহা রাখিতে সক্ষম হইতাম না, শা'বান মাস না আসা পর্যন্ত।

٢١- باب : صيام اليوم الذى يشك فيه

পরিচ্ছেদ ২১ ঃ সন্দেহের দিনে রোযা রাখা

٥٥- حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ سَمِعَ اَهْلَ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ اَنْ يُصَامَ الْيَوْمُ الَّذِى يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَعْبَانَ . اِذَا نَوَى بِهِ صِيَامَ رَمَضَانَ . وَيَرَوْنَ اَنَّ عَلَى مَنْ صَامَهُ ، عَلَى

غَيْرِ رُؤْيَةٍ ، ثُمَّ جَاءَ الثَّبْتُ اَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ ؛ اَنَّ عَلَيْهِ قَضَاءَهُ . وَلاَ يَرَوْنَ، بِصِيَامِهِ تَطَوُّعًا ، بَأْسًا .

قَالَ مَالِكٌ : وَهٰذَا الْاَمْرُ عِنْدَنَا . وَالَّذِى اَدْرَكْتُ عَلَيْهِ اَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا .

রেওয়ায়ত ৫৫

মালিক (র) বলেন ঃ তিনি আহলে ইল্‌মকে যেই দিনে সন্দেহ হয় সেই দিনে রোযা রাখিতে নিষেধ করিতে শুনিয়াছেন; যদি উহাতে রমযানের রোযার নিয়ত করা হয়। আর তাঁহারা মনে করেন, যে ব্যক্তি এইরূপ (সন্দেহের) দিনে রোযা রাখিয়াছে চাঁদ না দেখিয়া, অতঃপর সেই দিন রমযান বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, তাহার উপর সেই রোযার কাযা ওয়াজিব হইবে। তবে (সন্দেহের দিনে) নফল রোযা রাখিতে তাঁহারা কোন দোষ মনে করেন না।

মালিক (র) বলেন ঃ মাসআলা আমাদের নিকট এইরূপই এবং আমি ইহার উপর আমাদের শহরের আহলে ইল্‌মকে একমতাবলম্বী পাইয়াছি।

২২- باب : جامع الصيام

পরিচ্ছেদ ২২ ঃ রোযার বিবিধ আহকাম

٥٦- حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ؛ عَنْ اَبِى النَّضْرِ مَوْلٰى عُمَرَبْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ ؛ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَصُومُ حَتّٰى نَقُولَ لاَيُفْطِرُ. وَيُفْطِرُ حَتّٰى نَقُولَ لاَ يَصُومُ . وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ اِلاَّ رَمَضَانَ . وَمَا رَأَيْتُهُ فِى شَهْرٍ اَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِى شَعْبَانَ .

রেওয়ায়ত ৫৬

নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত– তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রোযা রাখিতেন একাধারে, এমনকি আমরা বলিতাম, তিনি আর রোযা ছাড়িবেন না, আর যখন তিনি রোযা রাখিতেন না, আমরা তখন বলিতাম, তিনি আর রোযা রাখিবেন না। রমযান ব্যতীত কোন পূর্ণ মাসের রোযা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাখেন নাই এবং শা'বান মাসের চাইতে বেশি অন্য কোন মাসে রোযা রাখিতেও তাঁহাকে দেখি নাই।

٥٧- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ اَبِى الزِّنَادِ ، عَنِ الْاَعْرَجِ ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ "الصِّيَامُ جُنَّةٌ . فَاِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ صَائِمًا ، فَلاَ يَرْفُثْ. وَلاَ يَجْهَلْ . فَاِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ اَوْ شَاتَمَهُ ، فَلْيَقُلْ : اِنِّى صَائِمٌ . اِنِّى صَائِمٌ" .

রেওয়ায়ত ৫৭

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ রোযা (একটি) ঢাল, কাজেই তোমাদের যে কেউ রোযাদার হও, সে বাজে কথা বলিবে না এবং বর্বরতার কাজ করিবে না। যদি কোন ব্যক্তি তাহাকে গালি দেয় অথবা কাটাকাটি-মারামারি করিতে আসে, তবে সে যেন বলে, اِنِّى صَائِمٌ . اِنِّى صَائِمٌ[১]

٥٨- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ اَبِى الزِّنَادِ، عَنِ الْاَعْرَجِ ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ "وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ . لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ . اِنَّمَا يذَرُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ اَجْلِى . فَالصِّيَامُ لِى وَاَنَا اَجْزِى بِهِ . كُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ . اِلاَّ الصِّيَامَ فَهُوَ لِى وَاَنَا اَجْزِى بِهِ " .

রেওয়ায়ত ৫৮

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ সেই সত্তার কসম, যাহার হাতে আমার প্রাণ, নিশ্চয়ই রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্র নিকট মৃগনাভীর ঘ্রাণ হইতেও উত্তম; নিঃসন্দেহে রোযাদার তাহার প্রবৃত্তি ও পানাহারকে ত্যাগ করে আমার জন্য। তাই রোযা আমারই এবং আমি উহার প্রতিদান দিব। প্রতিটি নেকীর প্রতিদান দশ হইতে সাত শত পর্যন্ত, আর রোযা আমার জন্য, আমিই উহার প্রতিদান দিব।

٥٩- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَمِّهِ اَبِى سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ اَبِيهِ ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ؛ اَنَّهُ قَالَ : اِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ. وَغُلِّقَتْ اَبْوَبُ النَّارُ . وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ .

রেওয়ায়ত ৫৯

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রমযান মাস যখন প্রবেশ করে তখন জান্নাতের দরজাসমূহ খুলিয়া দেওয়া হয়। এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, আর শয়তানকে শিকলে আবদ্ধ করা হয়।

٦٠- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ سَمِعَ اَهْلَ الْعِلْمِ لاَيَكْرَهُونَ السِّوَاكَ لِلصَّائِمِ فِى رَمَضَانَ فِى سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ النَّهَارِ. لاَ فِى اَوَّلِهِ وَلاَ فِى اَخِرِهِ . وَلَمْ اَسْمَعْ اَحَدًا مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُ ذٰلِكَ وَلاَ يَنْهٰى عَنْهُ .

قَالَ يَحْيٰى : وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ ، فِى صِيَامِ سِتَّةِ اَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ ؛ اِنَّهُ لَمْ يَرَ اَحَدًا مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ يَصُومُهَا . وَلَمْ يَبْلُغْنِى ذٰلِكَ عَنْ اَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ . وَاِنَّ اَهْلَ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ ذٰلِكَ . وَيَخَافُونَ بِدْعَتَهُ . وَاَنْ يُلْحِقَ ، بِرَمَضَانَ

১. 'আমি রোযাদার, আমি রোযাদার'।

مَالَيْسَ مِنْهُ ، اَهْلُ الْجَهَالَةِ وَالْجَفَاءِ لَوْ رَاَوْا فِى ذٰلِكَ رُخْصَةً عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ. وَرَاَوْهُمْ يَعْمَلُوْنَ ذٰلِكَ .

وَقَالَ يَحْيٰى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُوْلُ : لَمْ اَسْمَعْ اَحَدًا مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ . وَمَنْ يُقْتَدَى بِهِ . يَنْهٰى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ . وَصِيَامُهُ حَسَنٌ. وَقَدْ رَاَيْتُ بَعْضَ اَهْلِ الْعِلْمِ يَصُوْمُهُ . وَاَرَاهُ كَانَ يَتَحَرَّاهُ .

রেওয়ায়ত ৬০

মালিক (র) বলেন ঃ তিনি আহলে ইল্‌মদের নিকট শুনিয়াছেন যে, তাঁহারা দিনের কোন মুহূর্তে রোযাদারের জন্য মেছওয়াক করাকে মাকরূহ জানিতেন না— দিনের শুরুর দিকে হউক বা শেষভাগে হউক। তিনি বলেন ঃ আমি কাহাকেও শুনি নাই, উহাকে মাকরূহ জানিতে অথবা উহা হইতে বারণ করিতে।

ইয়াহ্‌ইয়া (র) বলেন ঃ ঈদুল ফিতরের পর ছয় দিনের রোযা সম্পর্কে মালিক (র)-কে আমি বলিতে শুনিয়াছি, তিনি আহলে ইল্‌ম এবং আহ্‌লে ফিক্‌হ, কাহাকেও সেই (ছয় দিনের) রোযা রাখিতে দেখেন নাই এবং তিনি বলেন ঃ প্রাচীনদের কাহারো নিকট হইতে (উহা রাখার ব্যাপারে) আমার নিকট কোন কিছু পৌঁছে নাই। আর আহলে ইল্‌ম উহাকে মাকরূহ জানিতেন এবং উহা বিদ'আত হওয়ার আশংকা করিতেন। আরো ভয় ছিল, অজ্ঞরা— সহজকে কঠিন করা যাহাদের অভ্যাস— তাহারা রমযানের মধ্যে যাহা গণ্য নহে উহাকে রমযানের সহিত মিলাইয়া দিবে, যদি তাহারা আহলে ইল্‌মকে উহা রাখিতে দেখে এবং তাঁহাদের নিকট হইতে এই ব্যাপারে অনুমতি লাভ করে।

ইয়াহ্‌ইয়া (র) বলেন ঃ আমি মালিক (র)-কে বলিতে শুনিয়াছি, আহলে ইল্‌ম ও আহলে ফিক্‌হ এবং লোকে যাঁহাদিগকে স্মরণ করিয়া থাকে, তাঁহাদের কাহাকেও জুম'আ দিবসের রোযা হইতে নিষেধ করিতে শুনি নাই। জুম'আর দিনে রোযা রাখা ভাল। আমি কোন কোন আহলে ইল্‌মকে উহা পালন করিতে দেখিয়াছি। আর আমি মনে করি, তাঁহারা (জুম'আ দিবসের প্রতি) লক্ষ্য রাখিতেন (ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া)।

অধ্যায় ১৯

١٩ ـ كتاب الاعتكاف
ই'তিকাফ

١- باب : ذكر الاعتكاف

পরিচ্ছেদ ১ ঃ ই'তিকাফের বর্ণনা

١ – حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ؛ اَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ، اِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِى اِلَىَّ رَاْسَهُ فَاَرَجِّلُهُ . وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ اِلاَّ لِحَاجَةِ الاِنْسَانِ .

রেওয়ায়ত ১

নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত– তিনি বলিয়াছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ই'তিকাফে থাকা অবস্থায় তাঁহার শির আমার দিকে ঝুঁকাইয়া দিতেন, আমি তাঁহার চুল চিরুনি দিয়া আঁচড়াইয়া দিতাম। আর তিনি হাজতে-ইনসানী (পায়খানা-প্রস্রাবের আবশ্যক) ব্যতীত গৃহে প্রবেশ করিতেন না।

٢- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ؛ اَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ اِذَا اعْتَكَفَتْ ، لاَتَسْاَلُ عَنِ الْمَرِيضِ . اِلاَّ وَهِيَ تَمْشِي . لاَتَقِفُ .

قَالَ مَالِكٌ : لاَيَاْتِي الْمُعْتَكِفُ حَاجَتَهُ . وَلاَ يَخْرُجُ لَهَا . وَلاَ يُعِينُ اَحَدًا . اِلاَّ اَنْ يَخْرُجَ لِحَاجَةِ الاِنْسَانِ. وَلَوْ كَانَ خَارِجًا لِحَاجَةِ اَحَدٍ، لَكَانَ اَحَقُّ مَايَخْرُجُ اِلَيْهِ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَالصَّلاَةُ عَلَى الْجَنَائِزِ وَاتِّبَاعُهَا .

قَالَ مَالِكٌ : لاَ يَكُونُ الْمُعْتَكِفُ مُعْتَكِفًا ، حَتَّى يَجْتَنِبَ مَا يَجْتَنِبُ الْمُعْتَكِفُ . مِنْ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ . وَالصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَائِزِ. وَدُخُولِ الْبَيْتِ ، اِلاَّ لِحَاجَةِ الاِنْسَانِ .

রেওয়ায়ত ২

'আমরা বিনত আবদুর রহমান (র) হইতে বর্ণিত– আয়েশা (রা) যখন ই'তিকাফ করিতেন, তখন তিনি রোগীর অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতে গমন করিতেন না ; কিন্তু চলার পথে না দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া নিতেন।

ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন– মালিক (র) বলিয়াছেন ঃ ই'তিকাফকারী কোন প্রয়োজনে মসজিদের বাহিরে যাইবে না এবং কোন কারণে বাহিরও হইবে না। আর কাহাকে সাহায্যও করিবে না। কিন্তু যদি হাজতে-ইনসানীর (প্রস্রাব-পায়খানা) জন্য বাহির হয় তাহা বৈধ হইবে। আর যদি কাহারো আবশ্যকের জন্য বাহির হওয়া জায়েয হইত তবে রোগীর অবস্থা দেখা, জানাযার নামায পড়া ও উহার অনুগমন তাহার জন্য সর্বাগ্রে বৈধ হইত (কিন্তু সেগুলির জন্যও বাহির হওয়া নিষেধ)।

ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন– মালিক (র) বলিয়াছেন ঃ ই'তিকাফকারী (প্রকৃত) ই'তিকাফকারী হইবে না যতক্ষণ যেসব বস্তু হইতে তাহার পরহেয করিতে হয় সেইসব হইতে সে পরহিয না করিবে (যথা রোগী দেখিতে যাওয়া, জানাযার নামায পড়া, হাজতে-ইনসানী ব্যতীত গৃহে প্রবেশ করা)।

٣ - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ يَعْتَكِفُ . هَلْ يَدْخُلُ لِحَاجَتِهِ تَحْتَ سَقْفٍ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . لاَ بَأْسَ بِذٰلِكَ .

قَالَ مَالِكٌ : الْاَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِى لاَاخْتِلاَفَ فِيهِ. اَنَّهُ لاَيُكْرَهُ الْاِعْتِكَافُ فِى كُلِّ مَسْجِدٍ يُجمَّعُ فِيهِ. وَلاَ أُرَاهُ كُرِهَ الْاِعْتِكَافُ فِى الْمَسَاجِدِ الَّتِى لاَ يُجَمَّعُ فِيهَا ، اِلاَّ كَرَاهِيَةَ اَنْ يَخْرُجَ الْمُعْتَكِفُ مِنْ مَسْجِدِهِ الَّذِى اعْتَكَفَ فِيهِ، اِلَى الْجُمُعَةِ اَوْ يَدَعَهَا. فَاِنْ كَانَ مَسْجِدًا لاَ يُجَمَّعُ فِيهِ الْجُمُعَةُ، وَلاَ يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ اِتْيَانُ الْجُمُعَةِ فِى مَسْجِدٍ سِوَاهُ، فَاِنِّى لاَ اَرَى بَأْسًا بِالْاِعْتِكَافِ فِيهِ . لاَنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ – (وَاَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِى الْمَسَاجِدِ) – فَعَمَّ اللّٰهُ الْمَسَاجِدَ كُلَّهَا . وَلَمْ يَخُصَّ شَيْئًا مِنْهَا .

قَالَ مَالِكٌ : فَمِنْ هُنَالِكَ جَازَلَهُ اَنْ يَعْتَكِفَ فِى الْمَسَاجِدِ ، الَّتِى لاَيُجَمَّعُ فِيهَا الْجُمُعَةُ . اِذَا كَانَ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ اَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ اِلَى الْمَسْجِدِ الَّذِى تُجَمَّعُ فِيهِ الْجُمُعَةُ .

قَالَ : مَالِكٌ : وَلاَ يَبِيتُ الْمُعْتَكِفُ اِلاَّ فِى الْمَسْجِدِ الَّذِى اعْتَكَفَ فِيهِ اِلاَّ اَنْ يَكُونَ خِبَاؤُهُ فِى رَحَبَةٍ مِنْ رِحَابِ الْمَسْجِدِ .

وَلَمْ اَسْمَعْ اَنَّ الْمُعْتَكِفَ يَضْرِبُ بِنَاءً يَبِيتُ فِيهِ . اِلاَّ فِى الْمَسْجِدِ . اَوْفِى رَحَبَةٍ

مِنْ رِحَابِ الْمَسْجِدِ . وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى اَنَّهُ لاَ يَبِيتُ الاَّ فِى الْمَسْجِدِ ؛ قَوْلُ عَائِشَةَ : كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اعْتَكَفَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ الاَّ لِحَاجَةِ الْاِنْسَانِ.

وَلاَ يَعْتَكِفُ فَوْقَ ظَهْرِ الْمَسْجِدِ. وَلاَفِى الْمَنَارِ. يَعْنِى الصَّوْمَعَةَ .

وَقَالَ مَالِكٌ : يَدْخُلُ الْمُعْتَكِفُ الْمَكَانَ الَّذِى يُرِيدُ اَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ ، قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِى يُرِيدُ اَنْ يَعْتَكِفَ فِيهَا . حَتّٰى يَسْتَقْبِلَ بِاعْتِكَافِهِ اَوَّلَ اللَّيْلَةِ الَّتِى يُرِيدُ اَنْ يَعْتَكِفَ فِيهَا . وَالْمُعْتَكِفُ مُشْتَغِلٌ بِاعْتِكَافِهِ . لاَيَعْرِضُ لِغَيْرِهِ مِمَّا يَشْتَغِلُ بِهِ مِنَ التِّجَارَاتِ ، اَوْغَيْرِهَا . وَلاَ بَأْسَ بِاَنْ يَأْمُرَ الْمُعْتَكِفُ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ بِضَيْعَتِهِ ، وَمَصْلَحَةِ اَهْلِهِ ، وَاَنْ يَأْمُرَ بِبَيْعِ مَالِهِ. اَوْ بِشَىْءٍ لاَيَشْغَلُهُ فِى نَفْسِهِ ، فَلاَ بَأْسَ بِذٰلِكَ اِذَا كَانَ خَفِيفًا ، اَنْ يَأْمُرَ بِذٰلِكَ مَنْ يَكْفِيهِ اِيَّاهُ .

قَالَ مَالِكٌ : لَمْ اَسْمَعْ اَحَدًا مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ يَذْكُرُ فِى الْاَعْتِكَافِ شَرْطًا ، وَاِنَّمَا الْاِعْتِكَافُ عَمَلٌ مِنَ الاَعْمَالِ. مِثْلُ الصَّلاَةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ . وَمَااَشْبَهَ ذٰلِكَ مِنَ الاَعْمَالِ . مَا كَانَ مِنْ ذٰلِكَ فَرِيضَةً اَوْ نَافِلَةً. فَمَنْ دَخَلَ فِى شَىْءٍ مِنْ ذٰلِكَ فَاِنَّمَا يَعْمَلُ بِمَا مَضٰى مِنَ السُّنَّةِ. وَلَيْسَ لَهُ اَنْ يُحْدِثَ فِى ذٰلِكَ غَيْرَ مَا مَضٰى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ . لاَ مِنْ شَرْطٍ يَشْتَرِطُهُ وَلاَ يَبْتَدِعُهُ . وَقَدِ اعْتَكَفَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ . وَعَرَفَ الْمُسْلِمُونَ سُنَّةَ الْاِعْتِكَافِ .

قَالَ مَالِكٌ : وَالْاِعْتِكَافُ وَالْجِوَارُ سَوَاءٌ . وَالاِعْتِكَافُ لِلْقَرَوِىِّ وَالْبَدَوِىِّ سَوَاءٌ .

রেওয়ায়ত ৩

মালিক (র) বলেন ঃ তিনি ইব্‌ন শিহাব (র)-কে প্রশ্ন করিলেন, এক ব্যক্তি সম্পর্কে যে ই'তিকাফ করিতেছে, সে কি তাহার প্রস্রাব-পায়খানার প্রয়োজনে (গৃহের) ছাদের নিচে প্রবেশ করিতে পারিবে ? তিনি বলিলেন ঃ হ্যাঁ, ইহাতে কোন ক্ষতি নাই।

ইয়াহ্‌ইয়া (র) বলেন– মালিক (র) বলিয়াছেন ঃ আমাদের নিকট যাহাতে কোন ইখতেলাফ নাই তাহা এই যে, যে সকল মসজিদে জুম'আর নামায পড়া হয়, সেই সকল মসজিদে ই'তিকাফ করা মাকরূহ নহে। আর আমি মনে করি না যে, যে সকল মসজিদে জুম'আর নামায পড়া হয় না, সেই সকল মসজিদে ই'তিকাফকে তিনি (মালিক র.) মাকরূহ বলিয়াছেন। ব্যাপার হইল এই যে, ই'তিকাফকারী যে মসজিদে ই'তিকাফ করিতেছে উহা হইতে বাহির হইবে অথবা জুম'আ ছাড়িয়া দিবে, সেই জন্য তিনি মাকরূহ বলিয়াছেন। তাঁহার মতে, যদি

এইরূপ মসজিদ হয় যাহাতে জুম'আ পড়া হয় না এবং ই'তিকাফকারীর উপর সেই মসজিদ ছাড়া অন্য কোন মসজিদে জুম'আতে যাওয়া ওয়াজিব না হয় তবে সেই মসজিদে ই'তিকাফ করিতে কোন দোষ নাই। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন,[১] وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ইহাতে সাধারণভাবে সকল মসজিদকে উদ্দেশ্য করা হইয়াছে এবং কোন মসজিদকে আল্লাহ্ নির্দিষ্ট করিয়া দেন নাই।

মালিক (র) বলেন ঃ এইজন্যই ই'তিকাফকারীর পক্ষে জুম'আ অনুষ্ঠিত হয় না সেইরূপ মসজিদে ই'তিকাফ করা জায়েয হইবে, যদি মসজিদ হইতে বাহির হইয়া জুম'আ মসজিদে যাওয়া তাহার উপর ওয়াজিব না হয়।

মালিক (র) বলেন ঃ যে মসজিদে ই'তিকাফ করিয়াছে (ই'তিকাফকারী) সেই মসজিদেই রাত্রি যাপন করিবে, তবে যদি তাঁহার তাঁবু মসজিদের চত্বরের কোন চত্বরে হয়।

মালিক (র) বলেন ঃ আমি শুনি নাই, ই'তিকাফকারী রাত্রি যাপন করার জন্য কোন কিছু নির্মাণ করিবে কিন্তু তাহার রাত্রি যাপন হইবে মসজিদে অথবা মসজিদের চত্বরে। মসজিদ ব্যতীত অন্যত্র রাত্রি যাপন সে করিবে না, ইহার প্রমাণ হইল আয়েশা (রা)-এর উক্তি– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন ই'তিকাফ করিতেন তখন হাজতে-ইনসানী ছাড়া গৃহে প্রবেশ করিতেন না।

মালিক (র) বলেন ঃ কেউ মসজিদের ছাদের উপর ই'তিকাফ করিবে না এবং সাওমাআতেও (صومعه মিনার) না।

মালিক (র) বলেন ঃ ই'তিকাফকারী যেই রাত্রে ই'তিকাফের ইচ্ছা করিয়াছে, সেই রাত্রির সূর্যাস্তের পূর্বে ই'তিকাফের স্থানে প্রবেশ করিবে, যাহাতে যেই রাত্রে ই'তিকাফ করিবে, সেই রাত্রির প্রথম অংশকে সে ই'তিকাফ দ্বারা মুবারকবাদ জানাইতে পারে।

মালিক (র) বলেন ঃ ই'তিকাফকারী নিজের ই'তিকাফে মশগুল থাকিবে, ই'তিকাফ ভিন্ন তিজারত বা অন্যকিছুর দিকে যেই সবের প্রতি মশগুল হওয়া যায় মনোযোগী হইবে না। ই'তিকাফকারীর পক্ষে তাহার কোন আসবাব অথবা পরিবারের উপকারী ও উপযোগী কোন কাজ, তাহার মাল বিক্রয় অথবা অন্য কোন কাজ যাহা তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করে না (এই জাতীয়) নিজের কোন আবশ্যকে নির্দেশ দেওয়াতে কোন ক্ষতি নাই। ইহাতে কোন দোষ নাই, যদি তিনি ছোটখাট কাজের জন্য কোন ব্যক্তিকে সেই কার্য সমাধা করিতে নির্দেশ দেন।

মালিক (র) বলেন ঃ কোন আহলে ইল্‌ম কর্তৃক ই'তিকাফে কোন শর্ত আরোপ করিতে আমি শুনি নাই। ই'তিকাফ অন্যান্য আমলের মত একটি আমল; যথা নামায, রোযা, হজ্জ এবং অন্যান্য যাহা এই সকল আমলের অনুরূপ এবং যাহা উহাদের মধ্যে ফরয অথবা নফল। (শরীয়তের) এই সকল আমলের মত ই'তিকাফও একটি আমল। যে ব্যক্তি ইহার কোন আমলে প্রবেশ করিবে, সে প্রতিষ্ঠিত সুন্নত মুতাবিক আমল করিবে। মুসলমানগণ যে তরীকায় চলিয়াছেন সেই তরীকা ছাড়া উহাতে নূতন কোন পন্থা আবিষ্কার করার অধিকার তাহার নাই। না কোন শর্ত আরোপ করিবে, না কোন বিদ'আত সৃষ্টি করিবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ই'তিকাফ করিয়াছেন, উহা হইতে মুসলমানরা ই'তিকাফের সুন্নত অবগত হইয়াছেন।

ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন– মালিক (র) বলিয়াছেন ঃ ই'তিকাফ এবং মসজিদে অবস্থান এক সমান। আর গ্রাম ও শহরের লোকের ই'তিকাফ এক সমান (আহকামের ব্যাপারে)।

১. 'তোমরা মসজিদে ই'তিকাফরত অবস্থায় তাহাদের সহিত (স্ত্রী) মিলিত হইও না। ২ ঃ ১৮৭

٢- باب : ما لا يجوز الاعتكاف الا به

পরিচ্ছেদ ২ ঃ যাহা ছাড়া ই'তিকাফ হয় না

٤- حَدَّثَنِي يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، وَنَافِعًا مَوْلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالاَ : لاَ اعْتِكَافَ اِلاَّ بِصِيَامٍ . يَقُوْلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى فِى كِتَابِهِ - (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوْ هُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِى الْمَسَاجِدِ) - فَاِنَّمَا ذَكَرَ اللّٰهُ الاِعْتِكَافَ مَعَ الصِّيَامِ .

قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذٰلِكَ، الْاَمْرُ عِنْدَنَا. اَنَّهُ لاَ اعْتِكَافَ اِلاَّ بِصِيَامٍ.

রেওয়ায়ত ৪

মালিক (র) বলেন ঃ তাঁহার নিকট খবর পৌঁছিয়াছে যে, কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ (র) ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর মাওলা নাফি' (র) বলিয়াছেন ঃ ই'তিকাফ জায়েয নহে রোযা ব্যতীত, কারণ কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوْ هُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِى الْمَسَاجِدِ - (البقرة - ١٨٧)

আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাত্রির কৃষ্ণ রেখা হইতে উষার শুভ্র রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়। অতঃপর নিশাগমন পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর। তোমরা মসজিদে ই'তিকাফরত অবস্থায় তাহাদের সহিত সঙ্গত হইও না। ২ ঃ ১৮৭

আল্লাহ্ তা'আলা ই'তিকাফের উল্লেখ করিয়াছেন রোযার সহিত। মালিক (র) বলেন ঃ আমাদের নিকট মাসআলা অনুরূপ। রোযা ব্যতীত ই'তিকাফ হয় না।

٣- باب : خروج المعتكف للعيد

পরিচ্ছেদ ৩ ঃ ই'তিকাফকারীর ঈদের উদ্দেশ্যে গমন

٥- حَدَّثَنِي يَحْيٰى عَنْ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلٰى اَبِى بَكْرِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ؛ اَنَّ اَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اعْتَكَفَ. فَكَانَ يَذْهَبُ

لِحَاجَتِهِ تَحْتَ سَقِيفَةٍ. فِى حُجْرَةٍ مُغْلَقَةٍ. فِى دَارِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ. ثُمَّ لاَيَرْجِعُ حَتَّى يَشْهَدَ الْعِيدَ مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ .

রেওয়ায়ত ৫

সুমাই (র) হইতে বর্ণিত– আবূ বকর ইবন আবদুর রহমান (র) ই'তিকাফ করিতেন এবং তিনি স্বীয় প্রয়োজনে মালিক ইবন ওয়ালিদ (র)-এর গৃহে ছাদওয়ালা একটি বদ্ধ হুজরায় গমন করিতেন, অতঃপর তিনি ঈদের জামাআতে মুসলমানদের সাথে উপস্থিত হওয়ার পূর্বে ই'তিকাফ হইতে বাহির হইতেন না।

٦ –حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ زِيَادٍ عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ رَأَى بَعْضَ اَهْلِ الْعِلْمِ ، اِذَا اعْتَكَفُوا الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ ، لاَ يَرْجِعُونَ اِلَى اَهَالِيهِمْ ، حَتَّى يَشْهَدُوا الْفِطْرَ مَعَ النَّاسِ .

قَالَ زِيَادٌ ، قَالَ مَالِكٌ : وَبَلَغَنِى ذٰلِكَ اَهْلِ الْفَضْلِ الَّذِيْنَ مَضَوْا . وَهٰذَا اَحَبُّ مَا سَمِعْتُ اِلَىَّ فِى ذٰلِكَ .

রেওয়ায়ত ৬

মালিক (র) হইতে যিয়াদ (র) বর্ণনা করেন– তিনি কিছু আহলে ইল্‌মকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা রমযানের শেষ দশ দিন যখন ই'তিকাফ করিতেন তখন মুসলমানদের সহিত ঈদুল ফিতরে হাজির না হওয়া পর্যন্ত তাঁহাদের পরিজনের নিকট ফিরিতেন না।

মালিক (র) বলেন ঃ জ্ঞান ও গুণের অধিকারী আমার পূর্ববর্তী মনীষিগণের নিকট হইতে আমার নিকট ইহা পৌঁছিয়াছে যে, যখন তাঁহারা ই'তিকাফ করিতেন তখন অনুরূপ করিতেন। এই ব্যাপারে আমি যাহা শুনিয়াছি তন্মধ্যে ইহাই আমার নিকট পছন্দনীয়।

٤– باب : قضاء الاعتكاف

পরিচ্ছেদ ৪ ঃ ই'তিকাফ কাযা করা প্রসঙ্গ

٧– حَدَّثَنِى زِيَادٌ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ اَرَادَ اَنْ يَعْتَكِفَ . فَلَمَّا انْصَرَفَ اِلَى الْمَكَانِ الَّذِى اَرَادَ اَنْ يَعْتَكِفَ فِيْهِ . وَجَدَ اَخْبِيَةً : خِبَاءَ عَائِشَةَ ، خِبَاءَ حَفْصَةَ . وَخِبَاءَ زَيْنَبَ . فَلَمَّا رَاٰهَا ، سَأَلَ عَنْهَا . فَقِيلَ لَهُ : هٰذَا خِبَاءُ عَائِشَةَ ، وَحَفْصَةَ ، وَزَيْنَبَ . فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : "آلْبِرَّ تَقُولُونَ بِهِنَّ ؟" ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ . حَتَّى اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ .

وَسُئِلَ مَالِكٌ : عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ لِعُكُوفٍ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ . فَأَقَامَ يَوْمًا أَوْيَوْمَيْنِ. ثُمَّ مَرِضَ. فَخَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ. أَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَكِفَ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَشْرِ، إِذَا صَحَّ. أَمْ لاَ يَجِبُ ذٰلِكَ عَلَيْهِ . وَفِي أَيِّ شَهْرٍ يَعْتَكِفُ . إِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ ذٰلِكَ ؟ فَقَالَ مَالِكٌ : يَقْضِي مَاوَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ عُكُوفٍ. إِذَا صَحَّ فِي رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِهِ. وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ أَرَادَ الْعُكُوفَ فِي رَمَضَانَ. ثُمَّ رَجَعَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ . حَتَّى إِذَا ذَهَبَ رَمَضَانُ ، اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ .

وَالْمُتَطَوِّعُ فِي الْاِعْتِكَافِ فِي رَمَضَانَ ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الْاِعْتِكَافُ، أَمْرُهُمَا وَاحِدٌ . فِيمَا يَحِلُّ لَهُمَا ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اعْتِكَافُهُ إِلاَّ تَطَوُّعًا.

قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمَرْأَةِ : إِنَّهَا إِذَا اعْتَكَفَتْ ، ثُمَّ حَاضَتْ فِي اعْتِكَافِهَا ، إِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهَا فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ . أَيَّةَ سَاعَةٍ طَهُرَتْ . ثُمَّ تَبْنِي عَلَى مَامَضَى مِنَ اعْتِكَافِهَا . وَمِثْلُ ذٰلِكَ، الْمَرْأَةُ . يَجِبُ عَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعِينَ . فَتَحِيضُ ، ثُمَّ تَطْهُرُ . فَتَبْنِي عَلَى مَامَضَى مِنْ صِيَامِهَا . وَلاَ تُؤَخِّرُ ذٰلِكَ .

রেওয়ায়ত ৭

'আমরাহ্ বিনত আবদুর রহমান (র) হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ই'তিকাফ করিতে মনস্থ করিলেন। অতঃপর যে স্থানে তিনি ই'তিকাফ করিবার মনস্থ করিয়াছিলেন সেই স্থানে গমন করিলে (সেখানে) কয়েকটি তাঁবু দেখিতে পাইলেন। (ইহা) আয়েশা (রা)-এর তাঁবু, ইহা হাফসা (রা)-এর তাঁবু এবং ইহা যায়নব (রা)-এর তাঁবু। তিনি তাঁবু সম্পর্কে জানিয়া উহাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহাকে বলা হইল, ইহা আয়েশা, ইহা হাফসা এবং ইহা যায়নব (রা)-এর তাঁবু। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ এই সকলের দ্বারা তাঁহারা কি পুণ্যের নিয়ত করিয়াছেন ?

অতঃপর তিনি ফিরিয়া গেলেন এবং ই'তিকাফ করিলেন না। পরে তিনি শাওয়াল মাসের দশ দিন ই'তিকাফ করিলেন।

যিয়াদ (র) বলেন ঃ মালিক (র)-কে প্রশ্ন করা হইল সেই ব্যক্তি সম্পর্কে যে রমযানের শেষের দশদিনে ই'তিকাফের উদ্দেশ্যে মসজিদে প্রবেশ করিয়াছে, অতঃপর একদিন অথবা দুইদিন অবস্থান করার পর পীড়িত হইয়া পড়ে এবং মসজিদ হইতে বাহির হয়, সে সুস্থ হইলে অবশিষ্ট দিনের ই'তিকাফ করা তাহার উপর ওয়াজিব হইবে কি ? কিংবা উহার কাযা তাহার উপর আদৌ ওয়াজিব হইবে না। ইহা তাহার উপর ওয়াজিব হইলে কোন্ মাসে সে ই'তিকাফ করিবে ? উত্তরে মালিক (র) বলেন ঃ সুস্থ হইয়া গেলে রমযান বা গর-রমযানে তাহার উপর যে ই'তিকাফ ওয়াজিব হইয়াছে উহা কাযা করিবে।

আমার নিকট খবর পৌছিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার রমযানে ই'তিকাফ করার মনস্থ করিলেন। পরে তিনি মত পাল্টাইলেন এবং ই'তিকাফ করিলেন না। অতঃপর রমযান অতিবাহিত হইলে শাওয়াল মাসে দশ দিন ই'তিকাফ করিলেন।

নফল ই'তিকাফকারী ও যাহার উপর ই'তিকাফ ওয়াজিব হালাল ও হারামের বিষয়ে উভয়ের হুকুম এক অর্থাৎ যাহা হালাল উভয়ের জন্য হালাল এবং যাহা হারাম উভয়ের জন্য হারাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ই'তিকাফ ছিল নফল ই'তিকাফ– এইরূপই আমার নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে।

মালিক (র) বলেন ঃ যেই স্ত্রীলোক ই'তিকাফ করে এবং ই'তিকাফে থাকিতে তাহার হায়েয (ঋতুস্রাব) হয়, সেই স্ত্রীলোক নিজ গৃহে ফিরিয়া যাইবে। তারপর যখন পাক হইবে সেই মুহূর্তে মসজিদে উপস্থিত হইবে। ইহাতে বিলম্ব করিবে না। অতঃপর তাহার ই'তিকাফের যে কয়দিন পূর্বে অতিবাহিত হইয়াছে উহা বাদ দিয়া বাকি দিনগুলি ই'তিকাফ করিবে।

মালিক (র) বলেন ঃ অনুরূপ যে স্ত্রীলোকের উপর একাধারে দুই মাসের রোযা ওয়াজিব তাহার যদি ঋতুস্রাব হয়, তৎপর পাক হয়, তবে সে যে রোযা পূর্বে রাখিয়াছিল উহার উপর ভিত্তি করিয়া বাকি রোযা রাখিবে। উহাতে বিলম্ব করিবে না।

٨– وَحَدَّثَنِي زِيَادٌ عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَذْهَبُ لِحَاجَةِ الْاَنْسَانِ فِى الْبُيُوتِ .

قَالَ مَالِكٌ : لَايَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ مَعَ جَنَازَةِ اَبَوَيْهِ ، وَلَا مَعَ غَيْرِهَا .

রেওয়ায়ত ৮

ইব্ন শিহাব (র) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ই'তিকাফের অবস্থায় হাজতে ইনসানীর জন্য গৃহে প্রবেশ করিতেন।

মালিক (র) বলেন ঃ ই'তিকাফকারী মাতাপিতার জানাযা এবং তাঁহারা ব্যতীত অন্য কাহারো জানাযায় শরীক হওয়ার জন্য বাহির হইবে না।

٥– باب : النكاح فى الاعتكاف

পরিচ্ছেদ ৫ ঃ ই'তিকাফ অবস্থায় বিবাহ করা

قَالَ مَالِكٌ : لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ الْمُعْتَكِفِ نِكَاحَ الْمِلْكِ. مَالَمْ يَكُنِ الْمَسِيسُ . وَالْمَرْأَةُ الْمُعْتَكِفَةُ اَيْضًا، تُنْكَحُ نِكَاحَ الْخِطْبَةِ . مَالَمْ يَكُنْ الْمَسِيسُ . وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ مِنْ اَهْلِهِ بِاللَّيْلِ ، مَايَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْهُنَّ بِالنَّهَارِ .

قَالَ يَحْيٰى ، قَالَ زِيَادٌ ، قَالَ مَالِكٌ : وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ اَنْ يَمَسَّ امْرَأَتَهُ وَهُوَ

مُعْتَكِف . وَلاَ يَتَلَذَّذُ مِنْهَا بِقُبْلَةٍ وَلاَ غَيْرِهَا . وَلَمْ اَسْمَعْ اَحَدًا يَكْرَهُ لِلْمُعْتَكِف وَلاَ لِلْمُعْتَكِفَةِ اَنْ يَنْكِحَا فِى اعْتِكَافِهِمَا. مَالَمْ يَكُنْ الْمَسِيسُ. فَيُكْرَهُ . وَلاَ يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ اَنْ يَنْكِحَ فِى صِيَامِهِ . وَفَرْقٌ بَيْنَ نِكَاحِ الْمُعْتَكِفِ ، وَنِكَاحِ الْمُحْرِمِ. اَنَّ الْمُحْرِمَ يَأْكُلُ ، وَيَشْرَبُ ، وَيَعُودُ الْمَرِيضَ ، وَيَشْهَدُ الْجَنَائِزَ ، وَلاَ يَتَطَيَّبُ . وَالْمُعْتَكِفُ وَالْمُعْتَكِفَةُ ، يَدَّهِنَانِ ، وَيَطَيَّبَانِ ، وَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَعَرِهِ ، وَلاَ يَشْهَدَانِ الْجَنَائِزَ ، وَلاَيُصَلِّيَانِ عَلَيْهَا ، وَلاَ يَعُودَانِ الْمَرِيضَ . فَاَمْرُهُمَا فِى النِّكَاحِ مُخْتَلِفٌ . وَذٰلِكَ ، الْمَاضِى مِنَ السُّنَّةِ ، فِى نِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَالْمُعْتَكِفِ وَالصَّائِمِ .

মালিক (র) বলেন ঃ ই'তিকাফকারীর পক্ষে নিকাহ (অর্থাৎ) আক্‌দ করাতে কোন ক্ষতি নাই যাহাতে সহবাস করা না হয়। ই'তিকাফকারী মহিলাকেও বিবাহ করা যায় সহবাস ব্যতীত কেবল খিতবার (প্রস্তাবের) মাধ্যমে। মালিক (র) বলেন ঃ ই'তিকাফকারীর জন্য তাহার স্ত্রীদের সহিত দিবসে যাহা হারাম রাত্রিতেও তাহা হারাম।

মালিক (র) বলেন ঃ কোন ব্যক্তির জন্য ই'তিকাফে থাকা অবস্থায় তাহার স্ত্রীকে স্পর্শ (সহবাস) করা হালাল নহে এবং চুমু খাওয়া ইত্যাদি দ্বারা স্ত্রীকে উপভোগ করিবে না।

মালিক (র) বলেন ঃ ই'তিকাফকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়ের জন্য ই'তিকাফ অবস্থায় নিকাহ্ করা মাকরূহ বলিতে আমি কাহাকেও শুনি নাই যতক্ষণ সহবাস না করা হয়। আর রোযাদারের জন্য রোযা অবস্থায় বিবাহ করা মাকরূহ নহে। ই'তিকাফকারীর বিবাহ করা এবং মুহরিম-এর (যিনি হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে ইহরাম করিয়াছেন) বিবাহ করার মধ্যে পার্থক্য এই যে, মুহরিম পানাহার করিতে পারিবে, রোগী দেখিতে যাইতে পারিবে এবং জানাযায় উপস্থিত হইতে পারিবে, তবে খোশবু ব্যবহার করিতে পারিবে না। আর ই'তিকাফকারীর পুরুষ ও স্ত্রীলোক তাহারা উভয়ে তৈল ব্যবহার করিতে পারিবে, খোশবু ব্যবহার করিতে পারিবে। তাহারা প্রত্যেকে চুল কাটিতে পারিবে কিন্তু জানাযায় শরীক হইতে পারিবে না। জানাযার নামায পড়িতে পারিবে না। আর তাঁহারা রোগী দেখিতে যাইতে পারিবে না। তাই বিবাহের ব্যাপারে উভয়ের (মুহরিম ও ই'তিকাফকারী) হুকুম ভিন্ন ভিন্ন।

মালিক (র) বলেন ঃ মুহরিম, ই'তিকাফকারী এবং রোযাদারের বিবাহের ব্যাপারে ইহা পূর্ববর্তীদের নীতি ছিল।

٦- باب : ماجاء فى ليلة القدر

পরিচ্ছেদ ৬ ঃ লাইলাতুল ক্বদর-এর বর্ণনা

٩- حَدَّثَنِى زِيَادٌ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِىِّ ، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ اَبِى سَعِيدٍ

الْخُدْرِيِّ ؛ اَنَّهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْوَسَطَ مِنْ رَمَضَانَ. فَاعْتَكَفَ عَامًا . حَتّٰى اِذَا كَانَ لَيْلَةَ اِحْدَى وَعِشْرِينَ . وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ فِيهَا مِنْ صُبْحِهَا مِنَ اعْتِكَافِهِ . قَالَ :"مَنِ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الاَوَاخِرَ. وَقَدْ رَأَيْتُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ . ثُمَّ اُنْسِيتُهَا . وَقَدْ رَأَيْتُنِي اَسْجُدُ مِنْ صُبْحِهَا فِي مَاءٍ وَطِينٍ . فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الاَوَاخِرِ . وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ".

قَالَ اَبُو سَعِيدٍ : فَاَمْطَرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ. وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ. فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ. قَالَ اَبُو سَعِيدٍ : فَاَبْصَرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ انْصَرَفَ وَعَلَى جَبْهَتِهِ وَاَنْفِهِ اَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ. مِنْ صُبْحِ لَيْلَةِ اِحْدَى وَعِشْرِينَ .

রেওয়ায়ত ৯

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত– তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রমযানের মাঝের দশদিন ই'তিকাফ করিতেন। তাঁহার ই'তিকাফের বর্ণনা এই–এক বৎসর তিনি ই'তিকাফ করিলেন, অতঃপর যখন একুশের রাত্রি উপস্থিত হইল, সেই রাত্রির ফজরে ই'তিকাফ হইতে বাহির হইলেন। তিনি ফরমাইলেন ঃ যে ব্যক্তি আমার সাথে ই'তিকাফ করিয়াছে, সে যেন শেষের দশ দিনও ই'তিকাফ করে। আমি এই রাত্রিতে শবে-ক্বদর মালুম করিয়াছি। তারপর আমাকে উহা ভুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আমি সেই রাত্রির ভোরবেলা আমাকে পানি ও কাদামাটিতে সিজ্‌দা করিতে অনুভব করিয়াছি। তাই তোমরা উহা তালাশ কর শেষের দশদিনে এবং উহার সন্ধান কর প্রতি বিজোড় রাত্রে।

আবূ সাঈদ (রা) বলেন ঃ সেই রাত্রিতে বৃষ্টিপাত হয়, আর মসজিদ (তখন) খেজুরের ডালের। তাই বৃষ্টির পানি চুয়াইয়া মেঝেতে পড়িয়াছিল। আবূ সাঈদ (রা) বলেন ঃ আমার দুই নয়ন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখিয়াছে। তিনি একুশে রাত্রির ফজরের নামায পড়িয়া ফিরিলেন (এই অবস্থায় যে) তাঁহার ললাট ও নাকে পানি ও কাদামাটির নিশান রহিয়াছে।

١٠ – وَحَدَّثَنِي زِيَاد عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِيهِ ؛ اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ" .

রেওয়ায়ত ১০

উরওয়াহ্ ইবন যুবায়র (র) হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ রমযানের শেষ দশদিনে তোমরা শবে-ক্বদরের সন্ধান কর।

١١ – وَحَدَّثَنِي زِيَادٌ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ :"تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الاَوَاخِرِ" .

রেওয়ায়ত ১১

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত–তোমরা রমযানের শেষের সাত দিনে শবে-ক্বদরের অনুসন্ধান কর।

١٢ – وَحَدَّثَنِي زِيَادٌ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ : يَارَسُولَ اللَّهِ . إِنِّي رَجُلٌ شَاسِعُ الدَّارِ . فَمُرْنِي لَيْلَةً أَنْزِلُ لَهَا. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "أَنْزِلْ لَيْلَةَ ثَلاَثٍ وعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ" .

রেওয়ায়ত ১২

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উনায়স জুহানী (রা) হইতে বর্ণিত– তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে আরজ করিলেন ঃ আমি এমন এক ব্যক্তি যাহার বাড়ি অনেক দূরে অবস্থিত, তাই আমাকে আপনি একটি রাত বলিয়া দিন যে রাত্রে আমি (ইবাদতের জন্য এই মসজিদে) আগমন করিব। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাকে বলিলেন ঃ তুমি রমযানের তেইশে রাত্রে আগমন কর।

١٣ – وَحَدَّثَنِي زِيَادٌ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ حُمَيدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ . فَقَالَ : " إِنِّي أُرِيتُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ فِي رَمَضَانَ. حَتَّى تَلاَحَى رَجُلاَنِ. فَرُفِعَتْ . فَالتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ. وَالسَّابِعَةِ. وَالْخَامِسَةِ" .

রেওয়ায়ত ১৩

আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বাহির হইয়া আমাদের নিকট আসিলেন, অতঃপর বলিলেন ঃ আমাকে অবশ্য এই রাত্রিটি (শবে-ক্বদর) রমযানে দেখান হইয়াছে, হঠাৎ দুইজন লোক বিতর্কে লিপ্ত হইল, ফলে উহা (আমার স্মৃতি হইতে) তুলিয়া নেওয়া হয়। অতঃপর তোমরা উহাকে তালাশ কর নবম, সপ্তম ও পঞ্চম রাত্রে।

١٤ – وَحَدَّثَنِي زِيَادٌ عَنْ مَالِكٍ ، عَن نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رِجَالاً مِن أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرُوَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ . فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ . فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ .

রেওয়ায়ত ১৪

মালিক (র) বলেন ঃ তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, নবী করীম ﷺ-এর সাহাবীদের মধ্যে কিছু লোককে লাইলাতুল ক্বদর স্বপ্নে দেখানো হয় শেষের সাত রাত্রে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ আমি

মনে করি তোমাদের স্বপ্ন শেষের সাতদিনের ব্যাপারে পরস্পর মুয়াফিক (সামঞ্জস্যপূর্ণ) হইয়াছে। অতঃপর যে উহাকে (লাইলাতুল ক্বদর) তালাশ করে, সে যেন শেষের সাত দিনে উহাকে তালাশ করে।

١٥ - وَحَدَّثَنِي زِيَادٌ عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ سَمِعَ مَنْ يَثِقُ بِهِ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ : اِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ أُرِيَ اَعْمَارَ النَّاسِ قَبْلَهُ . اَوْ مَاشَاءَ اللّٰهُ مِنْ ذٰلِكَ . فَكَانَّهُ تَقَاصَرَ اَعْمَارَ أُمَّتِهِ اَنْ لاَيَبْلُغُوا مِنَ الْعَمَلِ، مِثْلِ الَّذِي بَلَغَ غَيْرُهُمْ فِي طُولِ الْعُمْرِ، فَاَعْطَاهُ اللّٰهُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ، خَيْرٍ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ .

রেওয়ায়ত ১৫

মালিক (র) বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য আহলে ইল্‌মকে বলিতে শুনিয়াছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তাঁহার পূর্ববর্তী লোকদের আয়ু দেখান হয়। অথবা উহা হইতে যতটুকু আল্লাহ্ চাহিয়াছেন তাহা দেখান হয়। ফলে তিনি যেন তাঁহার উম্মতের আয়ুকে সংক্ষিপ্ত মনে করিলেন যাহার কারণে আমলের দিক দিয়া তাঁহারা পূর্ববর্তী ব্যক্তিদের সমপর্যায়ে পৌঁছিতে সক্ষম হইবে না। অতঃপর আল্লাহ্ তাঁহাকে হাজার মাস হইতে উত্তম লাইলাতুল ক্বদর প্রদান করেন।

١٦ - وَحَدَّثَنِي زِيَادٌ عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ : مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَقَدْ اَخَذَ بِحَظِّهِ مِنْهَا .

রেওয়ায়ত ১৬

মালিক (র) বলেন– তাঁহার নিকট সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র) বলিতেন ঃ যে ব্যক্তি শবে-ক্বদরের ইশার নামাযে উপস্থিত হইয়াছে, সে উহার (শবে-ক্বদর) অংশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

অধ্যায় ২০

٢٠ - كتاب الحج

হজ্জ

١- باب : الغسل للاهلال

পরিচ্ছেদ ১ ঃ ইহরামকালীন গোসল

١ - حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ ؛ أَنَّهَا وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ بِالْبَيْدَاءِ . فَذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَقَالَ : "مُرْهَا فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لِتُهِلَّ" .

রেওয়ায়ত ১

আসমা বিন্‌ত উমাইস (রা) বলেন– বায়দা নামক স্থানে মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর (রা)-এর জন্ম হয়। আবূ বকর সিদ্দীক (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন ঃ আসমাকে বলিয়া দিন সে যেন গোসল করিয়া ইহরাম বাঁধিয়া নেয়।

٢- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ بِذِي الْحُلَيْفَةِ. فَأَمَرَهَا أَبُو بَكْرٍ أَنْ تَغْتَسِلَ ، ثُمَّ تُهِلَّ .

রেওয়ায়ত ২

সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র) বর্ণনা করেন– জুল-হুলায়ফা নামক স্থানে আসমা বিন্‌ত উমাইসের গর্ভে আবূ বকর (রা)-এর পুত্র মুহাম্মদের জন্ম হয়। আবূ বকর (রা) তখন আসমাকে গোসল করিয়া ইহরাম বাঁধিয়া নিতে নির্দেশ দেন।[১]

---

১. হযরত আসমা বিন্‌ত উমাইস (রা) হযরত আবূ বকর (রা)-এর স্ত্রী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে হযরত আবূ বকর (রা)-এর পুত্র মুহাম্মদের জন্ম হয়। তখন তাঁহারা হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে রওয়ানা হইয়াছিলেন। অন্য এক বর্ণনায় দেখা যায় জুল-হুলায়ফা নামক স্থানে উক্ত ঘটনাটি ঘটিয়াছিল। উভয় স্থানই মদীনার নিকটবর্তী। এই হাদীসটি দ্বারা বোঝা যায় ঋতুমতী ও নিফাসওয়ালী মহিলাগণ ইহরাম বাঁধিতে পারেন।

٣- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ لِاِحْرَامِهِ قَبْلَ اَنْ يُحْرِمَ ، وَلِدُخُولِهِ مَكَّةَ ، وَلِوُقُوفِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ .

রেওয়ায়ত ৩

নাফি' (র) বর্ণনা করেন– আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) ইহরাম বাঁধার উদ্দেশ্যে গোসল করিতেন। মক্কায় প্রবেশের পূর্বে এবং যিলহজ্জ মাসের নবম তারিখে আরাফাতে অবস্থানের জন্যও তিনি গোসল করিতেন।

٢- باب : غسل المحرم

পরিচ্ছেদ ২ ঃ মুহরিমের গোসল

٤- حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ ، عَنْ اَبِيهِ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ ، اخْتَلَفَا بِالْاَبْوَاءِ . فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ : يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَاسَهُ. وَقَالَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ : لَا يَغْسِلُ الْمحْرِمُ رَاسَهُ. قَالَ فَاَرْسَلَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ اِلَى اَبِى اَيُّوبَ الْاَنْصَارِىِّ . فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ . وَهُوَ يُسْتَرُ بِثَوْبٍ . فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : مَنْ هٰذَا ؟ فَقُلْتُ : اَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حُنَيْنٍ . اَرْسَلَنِى اِلَيْكَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ اَسْاَلُكَ : كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَغْسِلُ رَاسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ؟ قَالَ ، فَوَضَعَ اَبُو اَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ ، فَطَاْطَاَهُ حَتّٰى بَدَالِ رَاْسُهُ ، ثُمَّ قَالَ لِاِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ : اَصْبُبْ . فَصَبَّ عَلَى رَاْسِهِ . ثُمَّ حَرَّكَ رَاْسَهُ بِيَدَيْهِ ، فَاَقْبَلَ بِهِمَا وَاَدْبَرَ ، ثُمَّ قَالَ : هٰكَذَا رَاَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُ .

রেওয়ায়ত ৪

ইবরাহীম ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হুনায়ন (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন– আব্বাস (রা) এবং মিসওয়ার ইব্ন মাখরামার মধ্যে 'আবওয়া' নামক স্থানে বিতর্ক হয়। ইব্ন আব্বাস (রা)-এর অভিমত ছিল মুহ্রিম অর্থাৎ ইহরামরত ব্যক্তি মাথা ধুইতে পারে আর মিসওয়ারের অভিমত ছিল যে, মুহ্রিম মাথা ধুইতে পারে না।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন হুনায়ন বলেন ঃ শেষে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) আমাকে এই বিষয়ের মীমাংসার জন্য আবূ আইয়ূব আনসারী (রা)-এর নিকট প্রেরণ করেন। তখন তিনি একটি কূয়ার ধারে পর্দা টাঙ্গাইয়া গোসল করিতেছিলেন। আমি পর্দার বাহির হইতে তাঁহাকে সালাম করিলাম। তিনি বলিলেন ঃ কে ? আমি বলিলাম ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্ন হুনায়ন। আমাকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) পাঠাইয়াছেন, ইহরাম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিরূপে মাথা ধুইতেন তাহা জানিবার জন্য। আবূ আইয়ূব (রা) মাথায় হাত রাখিয়া মাথার কাপড় সরাইয়া দিলেন, আমি তাঁহার মাথাটি তখন স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিলাম। যে ব্যক্তি তাঁহার গায়ে পানি ঢালিতেছিল তাহাকে বলিলেন ঃ পানি ঢাল। ঐ ব্যক্তি তাঁহার মাথায় পানি ঢালিতে লাগিল আর তিনি তাঁহার দুই হাত মাথার সামনে এবং পিছনে মর্দন করিয়া বলিলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এইরূপ করিতে দেখিয়াছি।

٥- وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِي رَبَاحٍ ؛ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِيَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ ، وَهُوَ يصُبُّ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَاءً ، وَهُوَ يَغْتَسِلُ : اَصْبُبْ عَلَى رَاْسِي . فَقَالَ يَعْلَى : اَتُرِيدُ اَنْ تَجْعَلَهَا بِي؟ اِنْ اَمَرْتَنِي صَبَبْتُ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : اَصْبُبْ. فَلَنْ يَزِيدَهُ الْمَاءُ اِلاَّ شَعَثًا .

রেওয়ায়ত ৫

'আতা ইব্ন আবি রাবাহ (র) বর্ণনা করেন– উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) গোসল করিতেছিলেন এবং ই'য়ালা ইব্ন মুনইয়া (র) পানি ঢালিয়া দিতেছিলেন। উমর (রা) ই'য়ালাকে বলিলেন ঃ আমার মাথায় পানি ঢালিয়া দাও। তখন তিনি বলিলেন ঃ আপনি কি আমার দ্বারা এই কাজ করাইতে চান ? (অর্থাৎ পানি মাথায় ঢালা সম্পর্কে ই'য়ালার ভিন্নমত ছিল।) যদি হুকুম করেন তবে পানি ঢালিতে পারি। উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলিলেন ঃ পানি ঢাল, কারণ পানি চুলের রুক্ষতাই বাড়াইবে।

٦- وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ اِذَا دَنَا مِنْ مَكَّةَ بَاتَ بِذِي طُوًى ، بَيْنَ الثَّنِيَّتَيْنِ حَتَّى يُصْبِحَ . ثُمَّ يُصَلِّى الصُّبْحَ . ثُمَّ يَدْخُلُ مِنَ الثَّنِيَّةِ الَّتِي بِاَعْلَى مَكَّةَ . وَلاَ يَدْخُلُ اِذَا خَرَجَ حَاجًّا اَوْمُعْتَمِرًا ، حَتَّى يَغْتَسِلَ ، قَبْلَ اَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ ، اِذَا دَنَا مِنْ مَكَّةَ بِذِي طُوًى وَيَاْمُرُ مَنْ مَعَه فَيَغْتَسِلُونَ قَبْلَ اَنْ يَدْخُلُوا .

রেওয়ায়ত ৬

নাফি' (র) বর্ণনা করেন– আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) যখন মক্কার নিকটবর্তী হইতেন তখন দুই গিরিপথের মধ্যবর্তী যি-তুওয়া নামক স্থানে রাত্রিযাপন করিতেন। পরে ফজরেই নামাযের পর উপরের গিরিপথ বাহিয়া মক্কায় প্রবেশ করিতেন। আর হজ্জ বা উমরার উদ্দেশ্যে আসিলে যি-তুওয়ায় গোসল না করিয়া সেখানে প্রবেশ করিতেন না। সঙ্গীগণকে মক্কা প্রবেশের পূর্বে গোসল করিতে তিনি নির্দেশ দিতেন।

٧- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَغْسِلُ رَاْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ اِلاَّ مِنَ الاِحْتِلاَمِ.

قَالَ مَالِكٌ : سَمِعْتُ اَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ لاَ بَاْسَ اَنْ يَغْسِلَ الرَّجُلُ الْمُحْرِمُ رَاْسَهُ

بِالْغَسُولِ، بَعْدَ اَنْ يَرْمِىَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. وَقَبْلَ اَنْ يَحْلِقَ رَاْسَهُ. وَذٰلِكَ اَنَّهُ اِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ قَتْلُ الْقَمْلِ، وَحَلْقُ الشَّعْرِ، وَالْقَاءُ التَّفَثِ، وَلُبْسُ الثِّيَابِ.

রেওয়ায়ত ৭

নাফি' (র) বর্ণনা করেন– আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) ইহরামের অবস্থায় মাথা ধুইতেন না। তবে স্বপ্নদোষ হইলে বাধ্যতামূলক ধুইতে হইত।

মালিক (র) বলেন ঃ বিজ্ঞ আলিমদের নিকট শুনিয়াছি যে, জমরা-এ-'আকাবার রমি করার পর মাথা কামাইবার পূর্বেই সাবান ইত্যাদি দ্বারা মাথা ধৌত করা যায়। কেননা জমরা-এ-'আকাবায় প্রস্তর নিক্ষেপের পর উকুন মারা, মাথা কামানো, ময়লা বিদূরিত করা, কাপড় পরা ইত্যাদি কাজ মুহরিমের জন্য হালাল হইয়া যায়।

٣- باب : ماينهى عنه من لبس الثياب فى الاحرام

পরিচ্ছেদ ৩ ঃ ইহরাম অবস্থায় কাপড় পরা নিষিদ্ধ হওয়া

٨- حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ : مَايَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : "لاَ تَلْبَسُوا الْقُمُصَ ، وَلاَ الْعَمَائِمَ ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ ، وَلاَ الْبَرَانِسَ ، وَلاَ الْخِفَافَ . اِلاَّ اَحَدٌ لاَ يُجِدُ نَعْلَيْنِ ، فَلْيَلْبَس خُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا اسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ . وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلاَ الْوَرْسُ .

قَالَ يَحْيٰى : سُئِلَ مَالِكٌ عَمَّا ذُكِرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ : "وَمَنْ لَمْ يَجِدْ اِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ " . فَقَالَ : لَمْ اَسْمَعْ بِهٰذَا . وَلاَ اَرَى اَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ سَرَاوِيلَ . لِاَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنْ لُبْسِ السَّرَاوِيلاَتِ ، فِيمَا نَهٰى عَنْهُ مِنْ لُبْسِ الثِّيَابِ الَّتِى لاَ يَنْبَغِى لِلْمُحْرِمِ اَنْ يَلْبَسَهَا . وَلَمْ يَسْتَثْنِ فِيهَا ، كَمَا اسْتَثْنٰى فِى الْخُفَّيْنِ .

রেওয়ায়ত ৮

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বর্ণনা করেন– এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিল, ইহরাম অবস্থায় মুহরিম ব্যক্তি কি ধরনের কাপড় পরিধান করিতে পারে ? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলিলেন ঃ কোর্তা পরিবে না, পাগড়ি বাঁধিবে না, টুপি, পাজামা এবং মোজা পরিবে না। তবে কাহারও চপ্পল না থাকিলে সে মোজা পরিতে পারে বটে কিন্তু উহা এমনভাবে কাটিয়া পরিবে যাহাতে পায়ের টাখনা বাহির হইয়া থাকে। জা'ফরান বা ওয়ার্‌স (এক প্রকার সুগন্ধযুক্ত রঙিন ঘাস) রঞ্জিত কাপড়ও পরিতে পারিবে না।

ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন ঃ মালিক (র)-এর নিকট একবার জিজ্ঞাসা করা হইল, একটি হাদীস হইতে জানা যায় যে, লুঙ্গি না পাইলে সে পায়জামা পরিতে পারিবে। মুহ্রিমের জন্য পায়জামা পরা কি জায়েয হইবে ? মালিক (র) উত্তরে বলিলেন ঃ এই ধরনের কোন হাদীস আমি শুনি নাই। আমার মতে মুহ্রিমের জন্য পায়জামা পরিধান করা উচিত হইবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহ্রিমকে পায়জামা পরিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং মোজার ব্যাপারে যেমন অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে পায়জামার ব্যাপারে তদ্রূপ অনুমতি প্রদান করা হয় নাই।

٤- باب : لبس الثياب المصبغة فى الاحرام

পরিচ্ছেদ ৪ ঃ ইহ্রাম অবস্থায় রঙিন কাপড় পরিধান করা

٩- حَدَّثَنِي يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ : اَنَّهُ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا بِزَعْفَرَانٍ اَوْ وَرْسٍ وَقَالَ : "مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ. وَلْيَقْطَعْهُمَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ" .

রেওয়ায়ত ৯

আবদুল্লাহ্ ইব্ন দীনার (র) হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহ্রাম অবস্থায় জাফরান এবং ওয়ার্স রঞ্জিত কাপড় পরিধান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ যাহার জুতা নাই সে মোজা (চামড়ার) পরিতে পারিবে, কিন্তু টাখনার[1] নিচ পর্যন্ত উহা কাটিয়া নিবে।

١٠ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ؛ اَنَّهُ سَمِعَ اَسْلَمَ مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يُحَدِّثُ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَاٰى عَلٰى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ ثَوْبًا مَصْبُوغًا وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَقَالَ عُمَرَ : مَاهٰذَا الثَّوْبُ الْمَصْبُوغُ يَاطَلْحَةُ ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ : يَا اَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ . اِنَّمَا هُوَ مَدَرٌ. فَقَالَ عُمَرَ : اِنَّكُمْ اَيُّهَا الرَّهْطُ اَئِمَّةٌ يَقْتَدِى بِكُمُ النَّاسُ . فَلَوْ اَنَّ رَجُلاً جَاهِلاً رَاٰى هذَا الثَّوْبَ ، لَقَالَ : اَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ كَانَ يَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمُصَبَّغَةَ فِى الْاِحْرَامِ. فَلاَ تَلْبَسُوا اَيُّهَا الرَّهْطُ شَيْئًا مِنْ هٰذِهِ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ .

রেওয়ায়ত ১০

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বর্ণনা করেন– উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) তাল্হা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ (রা)-কে ইহ্রাম অবস্থায় রঙিন কাপড় পরিতে দেখিয়া তাঁহাকে বলিলেন ঃ তাল্হা, এ রঙিন কাপড় কেন ? তিনি বলিলেন ঃ আমীরুল মু'মিনীন, ইহা তো মাটির রঙ। ইহাতে দোষ কি ? উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলিলেন ঃ দেখ, তোমরা

১. এ হাদীসে উল্লিখিত كعبين টাখনার অর্থ পায়ের গিট নয় বরং পায়ের উপরি ভাগে জুতার ফিতা বাঁধার স্থান, যাহাকে আরবীতে মা'কাদুশ-শিরাক (معقد الشراك) বলা হয়।

হইলে নেতা। অন্যরা তোমাদের অনুসরণ করিয়া চলে। স্বল্প বুদ্ধির কেউ তোমাকে দেখিলে মনে করিবে, তাল্হা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ও ইহ্রাম অবস্থায় রঙিন কাপড় পরেন। সুতরাং তোমাদের কোন প্রকারের রঙিন কাপড় পরা উচিত নহে।

١١- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمُعَصْفَرَاتِ الْمُشْبَّعَاتِ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ ، لَيْسَ فِيهَا زَعْفَرَانٌ .

قَالَ يَحْيَى : سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ ثَوْبٍ مَسَّهُ طِيبٌ، ثُمَّ ذَهَبَ مِنْهُ رِيحُ الطِّيبِ، هَلْ يُحْرِمُ فِيهِ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . مَالَمْ يَكُنْ فِيهِ صِبَاغٌ : زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ.

রেওয়ায়ত ১১

আসমা বিন্ত আবূ বকর (রা) ইহরাম অবস্থায় গাঢ় কুসুম রঙের কাপড় পরিতেন। তবে ইহাতে জাফরান মিশ্রিত হইত না।

ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন ঃ সুগন্ধি বিদূরিত হইয়া গেলে ঐ ধরনের কাপড় ইহ্রাম অবস্থায় পরিধান করা জায়েয কিনা এই সম্পর্কে মালিক (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন ঃ হ্যাঁ, পরিতে পারে। তবে শর্ত হইল জাফরান এবং ওয়ার্স-এর রঙ যেন উহাতে না থাকে।

٥- باب : لبس المحرم المنطقة

পরিচ্ছেদ ৫ ঃ ইহ্রামকালে কোমরবন্ধ বাঁধা

١٢- حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ لُبْسَ الْمِنْطَقَةِ لِلْمُحْرِمِ .

রেওয়ায়ত ১২

নাফি' (র) বর্ণনা করেন– আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) ইহরাম অবস্থায় কোমরবন্ধ বাঁধা মাকরূহ বলিয়া মনে করিতেন।

١٣ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ ، فِي الْمِنْطَقَةِ يَلْبَسُهَا الْمُحْرِمُ تَحْتَ ثِيَابِهِ : أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذٰلِكَ ، إِذَا جَعَلَ طَرَفَيْهَا جَمِيعًا سُيُورًا يَعْقِدُ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ .

قَالَ مَالِكٌ : وَهٰذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذٰلِكَ .

রেওয়ায়ত ১৩

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (র) বর্ণনা করেন– সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র) বলেন ঃ উভয় পার্শ্বে ফিতাযুক্ত কোমরবন্ধ কাপড়ের নিচে ইহরাম অবস্থায় পরিলে কোন অসুবিধা নাই।

মালিক (র) বলেন ঃ এই বিষয়ে উল্লিখিত বর্ণনাটি সর্বোত্তম, যাহা আমি শুনিয়াছি।

٦– باب : تخمر المحرم وجهه

পরিচ্ছেদ ৬ ঃ ইহরাম অবস্থায় মুখমণ্ডল ঢাকা

١٤– حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ اَنَّهُ قَالَ : اَخْبَرَنِي الْفَرَافِصَةُ بْنُ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيُّ : اَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِالْعَرْجِ ، يُغَطِّي وَجْهَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

রেওয়ায়ত ১৪

ফারাফিসা ইব্ন উমায়র আল-হানাফী (র) আরজ্ নামক স্থানে উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-কে ইহরাম অবস্থায় মুখমণ্ডল আচ্ছাদিত করিতে দেখিয়াছেন।

١٥ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : مَافَوْقَ الذَّقَنِ مِنَ الرَّأْسِ، فَلاَ يُخَمِّرْهُ الْمُحْرِمُ .

রেওয়ায়ত ১৫

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত– আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ চিবুকের উপরিভাগ মাথার হুকুমের শামিল। ইহরাম অবস্থায় উহা ঢাকা দুরস্ত নহে।

١٦ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَفَّنَ ابْنَهُ، وَاقِدَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ. وَمَاتَ بِالْجُحْفَةِ مُحْرِمًا. وَخَمَّرَ رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ. وَقَالَ : لَوْلاَ اَنَّا حُرُمٌ لَطَيَّبْنَاهُ.

قَالَ مَالِكٌ : وَاِنَّمَا يَعْمَلُ الرَّجُلُ مَادَامَ حَيًّا. فَاِذَا مَاتَ فَقَدِ انْقَضَى الْعَمَلُ .

রেওয়ায়ত ১৬

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত– আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর পুত্র ওয়াকিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) জুহফা নামক স্থানে ইহরাম অবস্থায় ইন্তিকাল করেন। উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) নিজে তাঁহাকে কাফন পরান। তিনি তখন বলিয়াছিলেন ঃ আমরা ইহরাম অবস্থায় না হইলে তাঁহাকে সুগন্ধি লাগাইতাম। তিনি তাঁহার মাথা এবং মুখমণ্ডল ঢাকিয়া দিয়াছিলেন।

মালিক (র) বলেন ঃ জীবিত থাকাকালীন মানুষ শরীয়তের উপর আমল করিতে পারে। মৃত্যুর পরে মানুষের আমল বন্ধ হইয়া যায়।

١٧ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : لاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ . وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ .

রেওয়ায়ত ১৭

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত– আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলিতেন ঃ ইহরাম অবস্থায় মহিলাগণ চেহারায় নেকাব ফেলিবে না বা হাতে দস্তানা পরিবে না।[১]

١٨– وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ؛ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ؛ اَنَّهَا قَالَتْ : كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ. وَنَحْنُ مَعَ اَسْمَاءِ بِنْتِ اَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيقِ .

রেওয়ায়ত ১৮

ফাতিমা বিন্‌তে মুনযির (র) বলেন ঃ আমরা আসমা বিন্‌তে আবূ বকর (রা)-এর সঙ্গী ছিলাম। আমরা ইহরাম অবস্থায় মুখ ঢাকিয়া ফেলিতাম, কিন্তু তিনি আমাদের কিছুই বলিতেন না।

٧– باب : ماجاء فى الطيب فى الحج

পরিচ্ছেদ ৭ ঃ হজ্জের সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা

١٩– حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ اَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ؛ اَنَّهَا قَالَتْ : كُنْتُ اُطَيِّبُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ اَنْ يُحْرِمَ. وَلِحِلِّهِ قَبْلَ اَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ .

রেওয়ায়ত ১৯

নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) বলেন ঃ ইহরাম বাঁধার পূর্বে এবং ইহরাম খোলার সময় তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সুগন্ধি লাগাইয়া দিতাম।

٢٠– وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِى رَبَاحٍ ؛ اَنَّ اَعْرَابِيًّا جَاءَ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ بِحُنَيْنٍ. وَعَلَى الْاَعْرَابِيِّ قَمِيصٌ. وَبِهِ اَثَرُ صُفْرَةٍ. فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِنِّى اَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ. فَكَيْفَ تَأْمُرُنِى اَنْ اَصْنَعَ ؟ فَقَالَ

---

১. নেকাবের কাপড় যদি মুখমণ্ডলের সঙ্গে আঁটিয়া না থাকিয়া পৃথক থাকে তবে নেকাব ব্যবহার করা দুরস্ত আছে।

لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "اَنْزِعْ قَمِيْصَكَ. وَاغْسِلْ هٰذِهِ الصُّفْرَةَ عَنْكَ . وَافْعَلْ فِى عُمْرَتِكَ مَا تَفْعَلُ فِى حَجِّكَ" .

রেওয়ায়ত ২০

'আতা ইব্‌ন আবি রাবাহ (র) বর্ণনা করেন– রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হুনাইনে অবস্থান করিতেছিলেন তখন হলুদ রঙের চিহ্ন আছে এমন জামা পরিহিত এক বেদুঈন ব্যক্তি তাঁহার কাছে আসিয়া বলিল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি উমরার নিয়ত করিয়াছি। এখন আপনি আমাকে কি করিতে নির্দেশ করেন ? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিলেন ঃ জামাটি খুলিয়া হলুদ দাগগুলি ধুইয়া ফেল এবং হজ্জের বেলায় যাহা করিতে এখন তাহাই কর।

٢١- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ اَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؛ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَجَدَ رِيْحَ طِيْبٍ وَهُوَ بِالشَّجَرَةِ. فَقَالَ : مِمَّنْ رِيْحُ هٰذَا الطِّيْبِ ؟ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ اَبِى سُفْيَانَ : مِنِّى يَااَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ . فَقَالَ : مِنْكَ ؟ لَعَمْرُ اللّٰهِ . فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : اِنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ طَيَّبَتْنِى يَااَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ . فَقَالَ عُمَرُ : عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتَرْجِعَنَّ فَلْتَغْسِلَنَّهُ .

রেওয়ায়ত ২১

আসলাম (র) হইতে বর্ণিত– উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) শাজারায় (মদীনা হইতে ছয় মাইল দূরবর্তী একটি স্থান) ছিলেন। তখন তাঁহার নাকে সুগন্ধি অনুভূত হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ এই সুগন্ধি কোথা হইতে আসিতেছে ? মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফইয়ান (রা) বলিলেন ঃ আমার নিকট হইতে হে আমীরুল মু'মিনীন![১] উমর (রা) বলিলেন ঃ আল্লাহ্র কসম, এই সুগন্ধি তোমা হইতে! অতঃপর মু'আবিয়া বলিলেন ঃ উম্মে হাবীবা (রা) আমাকে এই সুগন্ধি লাগাইয়া দিয়াছিলেন। উমর (রা) বলিলেন ঃ তোমাকে বলিতেছি, তুমি ফিরিয়া যাও (উম্মে হাবীবার নিকট), তিনি নিশ্চয় ইহা ধুইয়া দিবেন।

٢٢- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ زُبَيْدٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ اَهْلِهِ ؛ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَجَدَ رِيْحَ طِيْبٍ وَهُوَ بِالشَّجَرَةِ . وَاِلَى جَنْبِهِ كَثِيْرُ بْنُ الصَّلْتِ . فَقَالَ عُمَرُ : مِمَّنْ رِيْحُ هٰذَا الطِّيْبِ ؟ فَقَالَ كَثِيْرٌ : مِنِّى يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ . لَبَّدْتُ رَاسِى وَاَرَدْتُ اَنْ لاَ اَحْلِقَ . فَقَالَ عُمَرُ : فَاذْهَبْ اِلَى شَرَبَةٍ . فَادْلُكْ رَاْسَكَ حَتّٰى تُنَقِّيَهُ . فَفَعَلَ كَثِيْرُ بْنُ الصَّلْتِ .

قَالَ مَالِكٌ : الشَّرَبَةُ حَفِيْرٌ تَكُوْنُ عِنْدَ اَصْلِ النَّخْلَةِ .

---

১. উমর (রা) মুআবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা)-কে আরবের কিসরা (সম্রাট) বলিয়া ডাকিতেন। –আওয়াযুল মাসালিক, ৩য় খণ্ড।

রেওয়ায়ত ২২

সালত ইব্‌ন যুয়াইদ (র) তাঁহার পরিবারের একাধিক ব্যক্তি হইতে বর্ণনা করেন যে, উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) শাজারায় সুগন্ধ দ্রব্যের ঘ্রাণ পাইলেন, তাঁহার পার্শ্বে ছিলেন কসীর ইব্‌ন সালত। উমর (রা) বলিলেন ঃ এই সুগন্ধ কাহার নিকট হইতে ? কসীর বলিলেন ঃ আমার নিকট হইতে। আমার মাথায় তলবীদ করিয়াছি এবং আমি মাথার চুল মুণ্ডাইবার ইরাদা করিয়াছি। উমর (রা) বলিলেন ঃ তুমি শারাবাতের দিকে গমন কর এবং তোমার মাথা মালিশ কর উহাকে পরিষ্কার করা পর্যন্ত। কসীর ইব্‌ন সালত (র) উহা করিলেন।

মালিক (র) বলেন ঃ শারাবাত (شربة) গাছের গোড়ার গর্ত যাহাতে পানি জমিয়া থাকে।

٢٣ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِي بَكْرٍ، وَرَبِيعَةَ بْنِ اَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ؛ اَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ ، وَخَارِجَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، بَعْدَ اَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ وَحَلَقَ رَأْسَهُ ، وَقَبْلَ اَنْ يُفِيضَ، عَنِ الطِّيبِ، فَنَهَاهُ سَالِمٌ وَاَرْخَصَ لَه خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ .

قَالَ مَالِكٌ : لاَبَأْسَ اَنْ يَدَّهِنَ الرَّجُلُ بِدُهْنٍ لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ قَبْلَ اَنْ يُحْرِمَ . وَقَبْلَ اَنْ يَفِيضَ مَنْ مِنًى بَعْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ .

قَالَ يَحْيٰى : سُئِلَ مَالِكٌ : عَنْ طَعَامٍ فِيهِ زَعْفَرَانٌ ، هَلْ يَاكُلُهُ الْمُحْرِمُ ؟ فَقَالَ : اَمَّا مَاتَمَسُّهُ النَّارُ مِنْ ذٰلِكَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ اَنْ يَاكُلَهُ الْمُحْرِمُ . وَاَمَّا مَالَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ مِنْ ذٰلِكَ فَلاَ يَاكُلُهُ الْمُحْرِمُ .

রেওয়ায়ত ২৩

ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র), আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর (র) এবং রবীআ ইব্‌ন আবূ আবদুর রহমান (র) হইতে বর্ণিত– অলিদ ইব্‌ন আবদুল মালিক সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ও খারিজা ইব্‌ন যায়দ (র)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ রমীয়ে জামরা (প্রস্তর নিক্ষেপ) এবং মাথা কামাইবার পর তওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার করা কেমন ? সালিম (র) ইহাকে নিষিদ্ধ বলিয়া মত দিলেন, আর খারিজা ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন সাবিত (র) বলিলেন ঃ ইহা জায়েয।

মালিক (র) বলেন ঃ ইহরামের পূর্বে বা তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে রমীয়ে জামরার পর মিনা হইতে প্রত্যাবর্তনকালে গন্ধবিহীন সাধারণ তৈল ব্যবহার করায় কোন অসুবিধা নাই।

ইয়াহ্‌ইয়া (র) বলেন ঃ মালিক (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, জাফরান মিশ্রিত খাদ্য মুহরিম ব্যক্তি খাইতে পারিবে কি ? তখন তিনি বলিলেন ঃ আগুনে পরিপাক করা হইয়া থাকিলে খাইতে পারিবে। আর তাহা না হইলে খাইতে পারিবে না।

٨- باب : مواقيت الاهلال

পরিচ্ছেদ ৮ ঃ ইহ্‌রামের মীকাত বা স্থানসমূহ

٢٤- حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "يُهِلُّ اَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ. وَيُهِلُّ اَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ. وَيُهِلُّ اَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ" قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَبَلَغَنِي اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ "وَيُهِلُّ اَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ" .

রেওয়ায়ত ২৪

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন ঃ মদীনাবাসিগণ যুল-হুলায়ফা হইতে, সিরিয়াবাসিগণ জুহফা আর নজ্‌দবাসিগণ করন্ হইতে ইহরাম বাঁধিবে।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর বলেন ঃ আমার নিকট আরও রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন ঃ ইয়ামানবাসিগণ ইয়ালাম্‌লাম্ হইতে ইহরাম বাঁধিবে।[১]

٢٥ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ اَنَّهُ قَالَ : اَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَهْلَ الْمَدِينَةِ اَنْ يُهِلُّوا مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ . وَاَهْلَ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ . وَاَهْلَ نَجْدٍ مِنْ مِنْ قَرْنٍ .

রেওয়ায়ত ২৫

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন দিনার (র) হইতে বর্ণিত– আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনাবাসীদের যুল-হুলায়ফা এবং সিরিয়াবাসীদের জুহ্‌ফ নজ্‌দবাসিদের করণ হইতে ইহ্‌রাম বাঁধার নির্দেশ দিয়াছেন।

٢٦ - قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ : اَمَّا هٰؤُلَاءِ الثَّلَاثُ فَسَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ . وَاُخْبِرْتُ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "وَيُهِلُّ اَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ" .

রেওয়ায়ত ২৬

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ উল্লেখিত তিনটি কথা আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হইতে শুনিয়াছি। আর আমাকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন ঃ য়ামনবাসী ইয়ালামলাম হইতে ইহ্‌রাম বাঁধিবে।

٢٧- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ اَهَلَّ مِنَ الْفُرْعِ.

রেওয়ায়ত ২৭

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত– আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) ফুরু' নামক স্থান হইতে ইহ্‌রাম বাঁধিয়াছিলেন।[২]

---

১. হজ্জযাত্রীদের জন্য ইহরাম না বাঁধিয়া উল্লিখিত স্থানসমূহ অতিক্রম করা জায়েয নহে।

২. যুল-হুলায়ফার পর মক্কার দিকে রাবাজার অন্তর্গত একটি স্থানের নাম ফুরু'। সম্ভবত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) প্রথমে ইহরামের নিয়ত করেন নাই, পরে নিয়ত করিয়া এইখান হইতে ইহরাম বাঁধিয়া নেন।

٢٨ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ أَهَلَّ مِنْ إِيلِيَاءَ .

রেওয়ায়ত ২৮

মালিক (র) জনৈক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির নিকট শুনিয়াছেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) এলিয়া (বায়তুল মুকাদ্দাস) হইতে ইহরাম বাঁধিয়াছিলেন।[১]

٢٩ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ أَهَلَّ مِنَ الْجِعِرَّانَةِ بِعُمْرَةٍ .

রেওয়ায়ত ২৯

মালিক (র) বলেন– তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জি'ইরানা নামক স্থান হইতে ওমরার ইহরাম বাঁধিয়াছিলেন।

٩– باب : العمل فى الاهلال

পরিচ্ছেদ ৯ ঃ ইহরাম বাঁধার ও সেই সময় তালবিয়া পাঠ করার পদ্ধতি

٣٠– حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ " لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيكَ . لَبَّيكَ لاَشَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ . إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ . وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ " .

قَالَ : وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِيهَا : لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ . وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ .

রেওয়ায়ত ৩০

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তালবিয়া এইরূপ–

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيكَ . لَبَّيكَ لاَشَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ . إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ . وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ .[২]

নাফি' (র) বলেন ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) তৎসঙ্গে ইহাও বৃদ্ধি করিতেন ঃ

১. মীকাতের পূর্বে ইহরাম বাঁধা ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম শাফিঈ (র)-এর নিকট উত্তম।

২. বারবার হাযির হই হে পরওয়ারদিগার! বারবার আমি তোমার দ্বারে হাযির হই, বারবার তোমার দরবারে হাযির হই, কোন শরীক নাই তোমার, বারবার আমি তোমার দ্বারে হাযির হই, নিঃসন্দেহে সকল প্রশংসা ও নিয়ামত এবং রাজত্ব তোমারই। কোন শরীক নাই তোমার।

لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ . وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ لَبَّيْكَ . وَالرَّغْبَاءُ اِلَيْكَ وَالْعَمَلُ .[১]

٣١- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِيهِ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى فِى مَسْجِدِ ذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ. فَاِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ اَهَلَّ .

রেওয়ায়ত ৩১

হিশাম ইবন উরওয়াহ্ (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন– রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুল-হুলায়ফা নামক স্থানে অবস্থিত মসজিদে দুই রাক'আত নামায পড়িতেন। অতঃপর যখন উষ্ট্রে আরোহণ করিতেন তখন উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়া বা লাব্বায়কা পাঠ করিতেন।

٣٢- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ؛ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَاهُ يَقُولُ : بَيْدَاؤُكُمْ هٰذِهِ الَّتِى تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فِيهَا. مَا اَهَلَّ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ. يَعْنِى مَسْجِدَ ذِى الْحُلَيْفَةِ .

রেওয়ায়ত ৩২

সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) তাঁহার পিতা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট শুনিয়াছেন, তিনি বলেন ঃ এই স্থানটিতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহরাম বাঁধিয়াছিলেন বলিয়া তোমরা ভুল ধারণা করিয়া থাক। অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুল-হুলাইফাস্থ মসজিদের নিকট হইতে লাব্বায়কা বলিয়াছেন।

٣٣- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ اَبِى سَعِيدِ الْمَقْبُرِىِّ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ ؛ اَنَّهُ قَالَ ، لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ : يَااَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ. رَاَيْتُكَ تَصْنَعُ اَرْبَعًا لَمْ اَرَ اَحَدًا مِنْ اَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا. قَالَ : وَمَا هُنَّ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ ؟ قَالَ : رَاَيْتُكَ لاَ تَمَسُّ مِنَ الاَرْكَانِ اِلاَّ الْيَمَانِيَّيْنِ. وَرَاَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ . وَرَاَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ . وَرَاَيْتُكَ ، اِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ ، اَهَلَّ النَّاسُ اِذَا رَاَوُا الْهِلاَلَ ، وَلَمْ تُهْلِلْ اَنْتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ . فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ : اَمَّا الاَرْكَانُ ، فَاِنِّى لَمْ اَرَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَمَسُّ اِلاَّ الْيَمَانِيَيْنِ. وَاَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ ، فَاِنِّى رَاَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِى لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ، وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا ، فَاَنَا اُحِبُّ اَنْ اَلْبَسَهَ . وَاَمَّا الصُّفْرَةُ ، فَاِنِّى رَاَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَصْبُغُ بِهَا. فَاَنَا اُحِبُّ اَنْ اَصْبُغَ بِهَا . وَاَمَّا الاِهْلاَلُ ، فَاِنِّى لَمْ اَرَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ .

---

১. আমি তোমার দরবারে হাযির, আমি হাযির, আমি হাযির, সৌভাগ্য তোমার নিকট হইতে, মঙ্গল তোমার হাতেই, আমি তোমার দরবারে হাযির, আমার সকল প্রেরণা তুমিই আর আমার সকল কর্মে একমাত্র উদ্দেশ্য তুমিই।

রেওয়ায়ত ৩৩

উবায়দ ইব্‌ন জুরায়জ (র) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-কে বলিলেন ঃ হে আবূ আবদুর রহমান! এমন চারটি বিষয় আপনার মধ্যে দেখিতে পাই যাহা আপনার অন্যান্য সাথীর মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলিলেন ঃ সেইগুলি কি ? বলত শুনি। ইব্‌ন জুরায়জ বলিলেন ঃ তাওয়াফের সময় আপনাকে রুকনে য়্যামানী এবং হাজরে আসওয়াদই কেবল ছুঁইতে দেখা যায়, লোমশূন্য চামড়ার জুতা আপনি পরিধান করিয়া থাকেন, আপনি হলুদ রঙের খেজাব ব্যবহার করেন, মক্কায় অবস্থান করিলে আপনি যিলহজ্জ মাসের আট তারিখে ইহরাম বাঁধিয়া থাকেন অথচ অন্যরা চাঁদ দেখামাত্র ইহরাম বাঁধিয়া নেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) জবাবে বলিলেন ঃ রুকনে য়্যামানী ও হাজরে আসওয়াদ ব্যতীত অন্য কোন রুকন স্পর্শ করিতে আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখি নাই। লোমশূন্য জুতা পরিতেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখিয়াছি এবং সেই জুতা পরিধান করা অবস্থায় তিনি ওযূও করিতেন। তাই উহা পরিতে আমার ভাল লাগে। হলুদ রঙের খেজাবও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি তাই আমার তাহা ভাল লাগে। আর ইহরাম সম্বন্ধে আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখিয়াছি যতক্ষণ তাঁহাকে লইয়া যাত্রার জন্য উট না দাঁড়াইত ততক্ষণ তিনি তালবিয়া পড়িতেন না।

٣٤- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّى فِى مَسْجِدِ ذِى الْحُلَيْفَةِ. ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَرْكَبُ. فَاِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، اَحْرَمَ .

রেওয়ায়ত ৩৪

নাফি' (রা) হইতে বর্ণিত– আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) যুল-হুলায়ফাস্থ মসজিদে নামায পড়িয়া বাহির হইতেন, পরে উটে আরোহণ করিয়া ইহরাম বাঁধিতেন।

٣٥- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ اَهَلَّ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِى الْحُلَيْفَةِ ، حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ . وَاَنَّ اَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ ، اَشَارَ عَلَيْهِ بِذٰلِكَ.

রেওয়ায়ত ৩৫

মালিক (র) বলেন ঃ তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান[১] (র) যুল-হুলায়ফার মসজিদ হইতে উট যখন সোজা হইয়া দাঁড়াইত তখন তালবিয়া পড়িয়াছিলেন। আবান ইব্‌ন উসমান (র) তাঁহাকে তদ্রূপ করিতে বলিয়াছেন।

١٠- باب : رفع الصوت بالاهلال

পরিচ্ছেদ ১০ ঃ উচ্চৈঃস্বরে লাব্বায়কা বলা

٣٦- حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ

১. আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান (জন্ম ২৬ হিজরী, মৃত্যু ৮৬ হিজরী) ঃ মুআবিয়ার শাসনকালে তিনি মদীনার শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

حَزْمٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ خَلاَّدِ بْنِ السَّائِبِ الاَنْصَارِىِّ، عَنْ اَبِيهِ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : " أَتَانِى جِبْرِيْلُ . فَأَمَرَنِى أَنْ امُرَ أَصْحَابِى ، أَوْ مَنْ مَعِىْ ، أَنْ يَرْفَعُوْا اَصْوَاتِهِمْ بِالتَّلْبِيَةِ اَوْ بِالْاِهْلاَلِ" يُرِيدُ اَحَدَهُمَا .

রেওয়ায়ত ৩৬

খাল্লাদ ইব্ন সায়িব আনসারী (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ জিবরাঈল (আ) আসিয়া আমাকে নির্দেশ দিয়া গেলেন আমার সঙ্গীদের যেন উচ্চৈঃস্বরে 'লাব্বায়কা' বলার নির্দেশ দেই।

٣٧ –وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ سَمِعَ اَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ . لِتُسْمِعِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا .

قَالَ مَالِكٌ : لاَيَرْفَعُ الْمُحْرِمُ صَوْتَهُ بِالْاِهْلاَلِ فِى مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ . لِيُسْمِعُ نَفْسَهُ وَمَنْ يَلِيهِ . اِلاَّ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ مِنًى ، فَاِنَّهُ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فِيهِمَا .

قَالَ مَالِكٌ : سَمِعْتُ بَعْضَ اَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّ التَّلْبِيَةَ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ، وَعَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الْاَرْضِ .

রেওয়ায়ত ৩৭

মালিক (র) বলেন ঃ বিজ্ঞ আলিমগণের নিকট শুনিয়াছি, তাঁহারা বলিতেন ঃ উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়া পাঠ করা মহিলাদের বেলায় প্রযোজ্য নহে। মহিলাগণ আস্তে পড়িবেন যেন কেবল নিজেরাই আওয়ায শুনিতে পান।

মালিক (র) বলেন ঃ মসজিদের ভিতরে তালবিয়ার আওয়ায খুব বেশি উঁচু করিবে না। বরং এতটুকু শব্দে পড়িবে যেন নিজে এবং পাশের লোকটি কেবল শুনিতে পায়। তবে মিনা মসজিদ এবং মসজিদুল হারামে উচ্চৈঃস্বরে 'লাব্বায়কা' পাঠ করিবে।

মালিক (র) বলেন ঃ কতিপয় আলিমের নিকট শুনিয়াছি, প্রত্যেক নামাযের পর এবং চড়াই উতরাই-এর সময় লাব্বায়কা পাঠ করা মুস্তাহাব।

١١– باب :افراد الحج

পরিচ্ছেদ ১১ ঃ হজ্জে ইফরাদ

٣٨– حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ ؛ اَنَّهَا قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ

ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ . فَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ . وَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ . وَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِالْحَجِّ. وَاَهَلَّ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِالْحَجِّ . فَاَمَّا مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ. وَاَمَّا مَنْ اَهَلَّ بِحَجٍّ ، اَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، فَلَمْ يُحِلُّوا. حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ .

রেওয়ায়ত ৩৮

নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) বলেন ঃ (হাজ্জাতুল বিদা) বিদায় হজ্জের সময় আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সহিত রওয়ানা হইলাম। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ শুধু উমরার, আর কেহ কেহ উমরা ও হজ্জ উভয়ের, আর কেউ শুধু হজ্জের ইহরাম বাঁধিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজে বাঁধিয়াছিলেন শুধু হজ্জের ইহরাম। সুতরাং যাহারা শুধু উমরার ইহরাম বাঁধিয়াছিলেন তাঁহারা উমরা করিয়াই ইহরাম খুলিয়া ফেলিয়াছেন। আর যাঁহারা হজ্জ ও উমরা উভয়ের বা শুধু হজ্জের ইহরাম বাঁধিয়াছিলেন তাঁহারা দশ তারিখ পর্যন্ত আর ইহরাম খুলেন নাই।

٣٩ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ اَفْرَدَ الْحَجَّ .

রেওয়ায়ত ৩৯

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হজ্জে ইফরাদ আদায় করিয়াছিলেন।[1]

٤٠ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ اَفْرَدَ الْحَجَّ .

রেওয়ায়ত ৪০

উরওয়াহ্ ইব্ন যুবায়র উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন– নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হজ্জে-ইফ্রাদ' আদায় করিয়াছেন।

٤١ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ سَمِعَ اَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : مَنْ اَهَلَّ بِحَجٍّ مُفْرَدٍ ، ثُمَّ بَدَالَهُ اَنْ يُهِلَّ بَعْدَهُ بِعُمْرَةٍ ، فَلَيْسَ لَهُ ذٰلِكَ .

قَالَ مَالِكٌ : وَذٰلِكَ الَّذِى اَدْرَكْتُ عَلَيْهِ اَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا.

রেওয়ায়ত ৪১

মালিক (র) বলেন ঃ বিজ্ঞ আলিমগণের নিকট শুনিয়াছি, তাঁহারা বলিতেন– কেহ হজ্জে ইফ্রাদের ইহরাম বাঁধিলে তাহার জন্য উমরার ইহরাম বাঁধা জায়েয নহে।

মালিক (র) বলেন ঃ আমি এই শহরের (মদীনা শরীফ) আলিমগণকে উক্তরূপ অভিমত পোষণ করিতে দেখিয়াছি।

---

১. ইহরামের সময় শুধু হজ্জের নিয়ত করিলে ইহাকে হজ্জে ইফ্রাদ বলা হয়। একই সফরে মীকাত হইতে কেবল উমরার নিয়ত করিয়া উমরা করার পর মক্কা হইতে পুনরায় হজ্জের ইহরাম বাঁধাকে হজ্জে তামাত্তু বলা হয়। মীকাত হইতে উমরা ও হজ্জ উভয়ের নিয়ত করিলে উহাকে হজ্জে কিরান বলা হয়।

١٢- باب : القران فى الحج

পরিচ্ছেদ ১২ ঃ হজ্জে কিরান

٤٢- حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ اَبِيهِ ؛ اَنَّ الْمِقْدَادَ بْنَ الْاَسْوَدِ دَخَلَ عَلَى عَلِىِّ بْنِ اَبِى طَالِبٍ بِالسُّقْيَا . وَهُوَ يَنْجَعُ بَكَرَاتٍ لَهُ دَقِيقًا وَخَبَطًا . فَقَالَ : هٰذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يَنْهٰى عَنْ اَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ . فَخَرَجَ عَلِىُّ بْنُ اَبِى طَالِبٍ وَعَلَى يَدَيْهِ اَثَرُ الدَّقِيقِ وَالْخَبَطِ . فَمَا اَنْسٰى اَثَرَ الدَّقِيقِ وَالْخَبَطِ عَلَى ذِرَاعَيْهِ ، حَتّٰى دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ . فَقَالَ : اَنْتَ تَنْهٰى عَنْ اَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ : ذٰلِكَ رَأْيِى . فَخَرَجَ عَلِىُّ مُغْضَبًا ، وَهُوَ يَقُولُ : لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا .

قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا ، أَنَّ مَنْ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ شَيْئًا وَلَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ ، حَتّٰى يَنْحَرَ هَدْيًا . إِنْ كَانَ مَعَهُ . وَيَحِلُّ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ .

রেওয়ায়ত ৪২

জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন– মিকদাদ ইব্‌ন আসওয়াদ (রা) সুক্‌ইয়াতে[১] আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-এর নিকট আসিলেন। আলী (রা) তখন উটের বাচ্চাগুলিকে পানিতে গোলা আটা এবং ঘাস খাওয়াইতেছিলেন। মিকদাদ (রা) বলিলেন ঃ উসমান ইবন আফ্‌ফান (রা) হজ্জে কিরান করিতে নিষেধ করিতেছেন। ইহা শুনিয়া আলী (রা) ঐ অবস্থায়ই উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-এর সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়া গেলেন। তখনও তাঁহার হাতে আটা লাগিয়াছিল। আজ পর্যন্ত আমি তাঁহার হাতের আটার দাগ ভুলিতে পারি নাই। তিনি উসমান (রা)-এর নিকট গিয়া বলিলেন ঃ আপনি হজ্জে কিরান নিষেধ করেন? তিনি বলিলেন ঃ হ্যাঁ, ইহাই আমার মত। আলী (রা) ক্রোধান্বিত হইয়া বাহির হইয়া গেলেন এবং বলিলেন ঃ

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا .

- 'হে আল্লাহ্‌, আমি হজ্জ ও উমরা উভয়ের এক সঙ্গে তালবিয়া পাঠ করিলাম।'[২]

মালিক (র) বলেন ঃ হজ্জে কিরানের ইহরামকারী ব্যক্তি দশ তারিখে কুরবানীর পশু যবেহ না করা (তাহার সঙ্গে পশু هدى থাকিলে) এবং মিনায় গিয়া ইহরাম না খোলা পর্যন্ত নিজের চুল কাটিবে না। এবং ইহরাম অবস্থায় যাহা নিষিদ্ধ তাহা করিবে না।

---

১. ইহা মক্কার পথে অবস্থিত একটি জনবসতি।

২. নাসাঈ শরীফের এক বর্ণনায় জানা যায়, হযরত উসমান (রা) পরে তাঁহার এই মত প্রত্যাহার করিয়া হজ্জে কিরানকে জায়েয বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। অতঃপর সঙ্গিগণের দিকে লক্ষ করিয়া বলিয়াছিলেন, হজ্জ ও উমরার হুকুম একই। তোমাদিগকে আমি সাক্ষ্য রাখিতেছি যে, উমরার সঙ্গে সঙ্গে আমি এখন হজ্জেরও নিয়ত করিলাম।

٤٣ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، خَرَجَ اِلَى الْحَجِّ . فَمِنْ اَصْحَابِهِ مَنْ اَهَلَّ بِحَجٍّ . وَمِنْهُمْ مَنْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ . وَمِنْهُمْ مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ . فَاَمَّا مَنْ اَهَلَّ بِحَجٍّ ، اَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، فَلَمْ يَحْلِلْ . اَمَّا مَنْ كَانَ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ، فَحَلُّوا .

রেওয়ায়ত ৪৩

সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার (র) হইতে বর্ণিত– বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হজ্জের উদ্দেশ্যে যখন রওয়ানা হন তখন সাহাবীদের মধ্যে কেহ কেহ কেবল হজ্জের, আর কেহ কেহ হজ্জ ও উমরা উভয়ের, আর কেহ কেহ কেবল উমরার ইহরাম বাঁধিয়াছিলেন। যাঁহারা হজ্জ ও উমরা উভয়ের বা কেবল হজ্জের নিয়ত করিয়াছিলেন, তাঁহারা ইহরাম খোলেন নাই, আর যাহারা উমরার ইহরাম বাঁধিয়াছিলেন তাঁহারা উমরা আদায় করিয়া ইহরাম খুলিয়া ফেলিয়াছিলেন।

٤٤ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ اَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ اَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ مَعَهَا ، فَذٰلِكَ لَهُ . مَالَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . وَقَدْ صَنَعَ ذٰلِكَ ابْنُ عُمَرَ حِينَ قَالَ : اِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ . ثُمَّ الْتَفَتَ اِلَى اَصْحَابِهِ فَقَالَ : مَا اَمْرُهُمَا اِلاَّ وَاحِدٌ . اُشْهِدُكُمْ اَنِّى اَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ .

قَالَ مَالِكٌ : وَقَدْ اَهَلَّ اَصْحَابُ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ . ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : "مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ ، فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ . ثُمَّ لاَ يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا" .

রেওয়ায়ত ৪৪

মালিক (র) কতিপয় বিজ্ঞ আলিমের নিকট শুনিয়াছেন, তাঁহারা বলেন ঃ কেহ প্রথমে কেবল উমরার ইহরাম বাঁধিল, পরে সে যদি উমরার সহিত হজ্জেরও ইহরাম বাঁধিতে চাহে তবে তাওয়াফ ও সায়ী বায়নাস্-সাফা ওয়াল মারওয়ার (সাফা ও মারওয়ার পর্বতদ্বয়ের মধ্যবর্তী নির্দিষ্ট স্থানে দৌড়ান) পূর্ব পর্যন্ত তাহা পারে। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) তাহাই করিয়াছিলেন। তিনি একবার বলিয়াছিলেন ঃ যদি বায়তুল্লাহ্ পৌঁছিতে বাধাপ্রাপ্ত হই তবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইহরাম অবস্থায় যাহা করিয়াছিলেন আমিও তাহাই করিব।

মালিক (র) বলেন ঃ বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীগণ উমরার ইহরাম বাঁধিয়াছিলেন। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাদিগকে বলিলেন ঃ যাহাদের সঙ্গে কুরবানীর পশু রহিয়াছে তাহারা এই সঙ্গে হজ্জের ইহরামও বাঁধিয়া নিবে। অতঃপর একত্রে উভয় ইহরাম খুলিবে।

١٣- باب : قطع التلبية

পরিচ্ছেদ ১৩ ঃ লাব্বায়কা মওকুফ করার সময়

٤٥- حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيِّ ؛ اَنَّهُ سَأَلَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنًى اِلَى عَرَفَةَ : كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هٰذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ ؟ قَالَ : كَانَ يُهِلُّ الْمُهِلُّ مِنَّا ، فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ . وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ، فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ .

রেওয়ায়ত ৪৫

মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর সাকাফী (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর সঙ্গে মিনা হইতে আরাফাত ময়দানের দিকে যাইতেছিলেন, তখন তিনি আনাস (রা)-কে বলিলেন ঃ আজকের দিনে আপনারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সহিত কি ধরনের আমল করিতেন ? আনাস (রা) বলিলেন ঃ কেহ কেহ উচ্চৈঃস্বরে 'লাব্বায়কা' বলিতেন, কেউ বা 'আল্লাহু আকবার' বলিতে থাকিতেন। অথচ কেহ কাহাকেও নিষেধ করিতেন না।

٤٦- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ اَبِيهِ ؛ اَنَّ عَلِيَّ بْنَ طَالِبٍ كَانَ يُلَبِّي فِي الْحَجِّ . حَتَّى اِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ .

قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَذٰلِكَ الاَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ اَهْلُ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا .

রেওয়ায়ত ৪৬

জা'ফর ইব্ন মুহাম্মদ (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন– আলী ইব্ন আবি তালিব (রা) হজ্জের সময় উচ্চৈঃস্বরে লাব্বায়কা বলিতে থাকিতেন। তবে আরাফাতের দিন সূর্য যখন হেলিয়া পড়িত তখন লাব্বায়কা বলা মওকুফ করিয়া দিতেন।

٤٧ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ اَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ؛ اَنَّهَا كَانَتْ تَتْرُكُ التَّلْبِيَةَ اِذَا رَجَعَتْ اِلَى الْمَوْقِفِ.

রেওয়ায়ত ৪৭

নবী করীম ﷺ-এর পত্নী আয়েশা (রা) যখন আরাফাতের দিকে যাত্রা করিতেন, তখন লাব্বায়কা বলা বন্ধ করিয়া দিতেন।

٤٨ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْحَجِّ اِذَا انْتَهٰى اِلَى الْحَرَمِ. حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ. وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ يُلَبِّي حَتَّى يَغْدُوَ مِنْ مِنًى اِلَى عَرَفَةَ. فَاِذَا غَدَا تَرَكَ التَّلْبِيَةَ. وَكَانَ يَتْرُكُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ، اِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ .

রেওয়ায়ত ৪৮

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত– আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হারম শরীফে তাওয়াফ ও সায়ী করিয়া 'লাব্বায়কা' মওকুফ করিয়া দিতেন। পরে আবার লাব্বায়কা বলা শুরু করিতেন এবং মিনা হইতে সকালে আরাফাত যাত্রার সময় পর্যন্ত উহা পাঠ করিতেন। আরাফাতে যাত্রার সময় তিনি তাহা পুনরায় বন্ধ করিতেন। উমরার বেলায় হারম শরীফে প্রবেশ করিয়াই 'লাব্বায়কা' বলা বন্ধ করিয়া দিতেন।

٤٩– وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، اَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ لَايُلَبِّى وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ .

রেওয়ায়ত ৪৯

ইব্ন শিহাব (র) বলেন ঃ তাওয়াফ করার সময় আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) 'লাব্বায়কা' বলিতেন না।

٥٠– وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ اَبِى عَلْقَمَةَ ، عَنْ اُمِّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ؛ اَنَّهَا كَانَتْ تَنْزِلُ مِنْ عَرَفَةَ بِنَمِرَةَ . ثُمَّ تَحَوَّلَتْ اِلَى الْاَرَاكِ .

قَالَتْ : وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُهِلُّ مَا كَانَتْ فِى مَنْزِلِهَا . وَمَنْ كَانَ مَعَهَا. فَاِذَا رَكِبَتْ ، فَتَوَجَّهَتْ اِلَى الْمُوْقِفِ . تَرَكَتِ الْاِهْلَالَ .

قَالَتْ : وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَعْتَمِرُ بَعْدَ الْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ فِى ذِى الْحِجَّةِ . ثُمَّ تَرَكَتْ ذٰلِكَ فَكَانَتْ تَخْرُجُ قَبْلَ هِلَالِ الْمُحَرَّمِ. حَتّٰى تَأْتِىَ الْجُحْفَةَ فَتُقِيمَ بِهَا حَتّٰى تَرَى الْهِلَالَ. فَاِذَا رَأَتِ الْهِلَالَ ، اَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ .

রেওয়ায়ত ৫০

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত– তিনি আরাফাত ময়দানে প্রথমে 'নামিরা' নামক স্থানে অবস্থান করিতেন, পরে 'আরাক' নামক স্থানে অবস্থান করা শুরু করেন। আয়েশা (রা) যতক্ষণ মনযিলে অবস্থান করিতেন ততক্ষণ তিনি ও তাঁহার সঙ্গীগণ 'লাব্বায়কা' পাঠ করিতে থাকিতেন। যখন আরাফাতের দিকে যাত্রার জন্য সওয়ার হইতেন তখন উহা বন্ধ করিয়া দিতেন। আয়েশা (রা) প্রথমে হজ্জের পর যিলহজ্জ মাসেই মক্কা হইতে ইহরাম বাঁধিয়া উমরা করিতেন, পরে উহা ত্যাগ করিয়া মুহাররম মাসের চাঁদ দেখার পূর্বে জুহফা আসিয়া অবস্থান করিতেন এবং মুহাররম মাসের চাঁদ উঠিলে উমরার ইহরাম বাঁধিতেন।[১]

٥١ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ اَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ غَدَا يَوْمَ عَرَفَةَ مِنْ مِنًى. فَسَمِعَ التَّكْبِيرَ عَالِيًا. فَبَعَثَ الْحَرَسَ يَصِيحُونَ فِى النَّاسِ : اَيُّهَا النَّاسُ. اِنَّهَا التَّلْبِيَةُ .

১. হজ্জের মাসসমূহে উমরা না করিয়া অন্য মাসে উমরা করা আফজল, তাই তিনি পরে এইরূপ করিতে শুরু করেন।

রেওয়ায়ত ৫১

ইয়াহ্ইয়া ইব্নে সাঈদ (র) হইতে বর্ণিত– উমর ইব্নে আবদুল আযীয (র) যিলহজ্জ মাসের নবম তারিখ মিনা হইতে সকালে আরাফাত ময়দানের দিকে যাত্রা করার সময় 'আল্লাহু আকবার' বলার আওয়াজ শুনিতে পাইলেন। তখন তিনি কতিপয় সিপাহীকে এই কথা ঘোষণা করিতে নির্দেশ দিলেন যে, এখনই 'লাব্বায়কা' পাঠ করার সময়।

١٤- باب : اهلال اهل مكة ومن بها من غيرهم

পরিচ্ছেদ ১৪ ঃ মক্কাবাসী এবং মক্কায় অবস্থানকারী বহিরাগত লোকদের ইহরাম

٥٢- حَدَّثَنِي يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ اَبِيهِ ؛ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : يَااَهْلَ مَكَّةَ . مَاشَأْنُ النَّاسِ يَأْتُونَ شُعْثًا وَاَنْتُمْ مُدَّهِنُونَ ؟ اَهِلُّوا ، اِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ .

রেওয়ায়ত ৫২

আবদুর রহমান ইব্ন কাসিম (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন– উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন ঃ হে মক্কাবাসী! অন্যান্য মানুষ এই সময় উষ্কখুষ্ক চুল ও অপরিপাটি অবস্থায় এইখানে আগমন করে, আর তোমরা চুলে তেল মর্দন করিয়া পরিপাটি হইয়া থাক। যিলহজ্জের চাঁদ উঠিলে তোমরাও ইহরাম বাঁধিয়া নিও।

٥٣- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ اَقَامَ بِمَكَّةَ تِسْعَ سِنِينَ. يُهِلُّ بِالْحَجِّ لِهِلاَلِ ذِي الْحِجَّةِ . وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ مَعَهُ يَفْعَلُ ذٰلِكَ .

قَالَ يَحْيٰى ، قَالَ مَالِكٌ : وَاِنَّمَا يُهِلُّ اَهْلُ مَكَّةَ وَغَيْرُهُمْ بِالْحَجِّ اِذَا كَانُوا بِهَا . وَمَنْ كَانَ مُقِيمًا بِمَكَّةَ مِنْ غَيْرِ اَهْلِهَا مِنْ جَوْفِ مَكَّةَ لاَ يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ.

قَالَ يَحْيٰى ، قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ اَهَلَّ مِنْ مَكَّةَ بِالْحَجِّ ، فَلْيُؤَخِّرِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ. وَالسَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. حَتّٰى يَرْجِعَ مِنْ مِنًى. وَكَذٰلِكَ صَنَعَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ.

وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ اَهَلَّ بِالْحَجِّ مِنْ اَهْلِ الْمَدِينَةِ اَوْ غَيْرِهِمْ مَنْ مَكَّةَ، لِهِلاَلِ ذِي الْحِجَّةِ ، كَيْفَ يَصْنَعُ بِالطَّوَافِ ؟ قَالَ : اَمَّا الطَّوَافُ الْوَاجِبُ ، فَلْيُؤَخِّرْهُ . وَهُوَ الَّذِي يَصِلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . وَلْيَطُفْ مَا بَدَالَهُ . وَلْيُصَلِّ

رَكْعَتَيْنِ ، كُلَّمَا طَافَ سُبْعًا . وَقَدْ فَعَلَ ذٰلِكَ اَصْحَابُ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ الَّذِينَ اَهَلُّوا بِالْحَجِّ فَاَخَّرُوا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ ، وَالسَّعْىَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، حَتّٰى رَجَعُوا مِنْ مِنًى . وَفَعَلَ ذٰلِكَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ . فَكَانَ يُهِلُّ لِهِلاَلِ ذِى الْحِجَّةِ ، بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ . وَيُؤَخِّرُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ ، وَالسَّعْىَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، حَتّٰى يَرْجِعَ مِنْ مِنًى .

وَسُئِلَ مَالِكٌ : عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ . هَلْ يُهِلُّ مِنْ جَوْفِ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ ؟ قَالَ : بَلْ يَخْرُجُ اِلَى الْحِلِّ فَيُحْرِمُ مِنْهُ .

রেওয়ায়ত ৫৩

হিশাম ইব্‌ন উরওয়াহ্ (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) নয় বৎসর মক্কায় ছিলেন। যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখা গেলেই তিনি ইহরাম বাঁধিয়া নিতেন। উরওয়াহ্ও তদ্রূপ করিতেন।

মালিক (র) বলেন ঃ মক্কাবাসী এবং মক্কায় অবস্থানরত অন্যান্য স্থানের বাসিন্দাগণ হারম শরীফ হইতেই ইহরাম বাঁধিবে।

মালিক (র) বলেন ঃ মক্কা হইতে যাহারা ইহরাম বাঁধিবে তাহারা মিনা হইতে ঘুরিয়া না আসা পর্যন্ত তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সায়ী করিবে না। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-ও তদ্রূপ করিয়াছিলেন।

ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন ঃ মালিক (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল– মদীনাবাসী এবং মক্কার বাহিরের কোন লোক যদি মক্কায় অবস্থান কালে মক্কা হইতে যিলহজ্জ মাসে ইহরাম বাঁধে তবে তাওয়াফে যিয়ারত সম্পর্কে কি করিবে? তিনি বলিলেন ঃ তাওয়াফে ইফাযা বা তাওয়াফে যিয়ারত তখন করিবে না। নফল তাওয়াফ যত ইচ্ছা তত করিতে পারে। তবে প্রতি তাওয়াফের পর দুই রাক'আত নামায পড়িয়া নিবে। যে সকল সাহাবী মক্কা হইতে ইহরাম বাঁধিয়াছিলেন তাঁহারাও তদ্রূপ করিয়াছিলেন। তাঁহারা মিনা হইতে ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত তাওয়াফ ও সায়ী করেন নাই। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-ও তাহাই করিতেন। যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখার পর তিনি মক্কা হইতে ইহরাম বাঁধিতেন এবং মিনা হইতে ঘুরিয়া না আসা পর্যন্ত তিনি তাওয়াফ ও সায়ী করিতেন না।

মালিক (র)-কে মক্কাবাসী কোন ব্যক্তি উমরার জন্য ইহরাম কোথা হইতে বাঁধিবে তাহা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন ঃ হারম শরীফ হইতে উমরার ইহরাম বাঁধা মক্কাবাসীদের জন্য জায়েয নহে। তাহারা হারমের বাহির হইতে ইহরাম বাঁধিয়া আসিবে।

١٥- باب : مالايوجب الاحرام من تقليد الهدى

পরিচ্ছেদ ১৫ ঃ হাদ্য়ী-র (هدى) গলায় কিছু লটকাইলেই কেউ মুহ্‌রিম হইয়া যায় না

٥٤- حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ

بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ؛ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ : اَنَّ زِيَادَ بْنَ اَبِىْ سُفْيَانَ ، كَتَبَ اِلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ : اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَنْ اَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ ، حَتَّى يُنْحَرَ الْهَدْىُ. وَقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْىٍ. فَاكْتُبِى اِلَىَّ بِاَمْرِكِ. اَوْ مُرِى صَاحِبَ الْهَدْىِ . قَالَتْ عَمْرَةُ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. اَنَا فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْىِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ بِيَدَىَّ. ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهِ. ثُمَّ بَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَعَ اَبِى. فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ شَىْءٌ اَحَلَّهُ اللّٰهُ لَهُ، حَتَّى نُحِرَ الْهَدْىُ .

রেওয়ায়ত ৫৪

আমরা বিন্‌ত আবদুর রহমান (র) বর্ণনা করেন– যিয়াদ ইব্‌ন আবূ সুফইয়ান নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা)-এর নিকট চিঠি লিখিলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ যবেহ না হওয়া পর্যন্ত কুরবানীর উদ্দেশ্যে মক্কায় পশু প্রেরণকারীর উপর ইহরাম পালনরত ব্যক্তির মত সকল জিনিস হারাম হইয়া যায়। আমি আপনার নিকট পশু[1] (هَدْى) প্রেরণ করিলাম। আশা করি, উক্ত পশুর সহিত প্রেরিত ব্যক্তির নিকট অথবা পত্রযোগে আমাকে উক্ত বিষয়টি সম্পর্কে আপনার ফতওয়া জানাইবেন। আম্‌রা বলেন, আয়েশা (রা) বলিলেন ঃ ইব্‌ন আব্বাস (রা) যাহা বলিয়াছেন তাহা ঠিক নহে। আমি নিজের হাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক প্রেরিত পশুর রশি পাকাইয়াছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজে তাহা উহার গলায় পরাইয়া আমার পিতার সহিত উহা মক্কায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। অথচ উক্ত পশুটি যবেহ হওয়া পর্যন্ত সময়ের মধ্যেও কোন হালাল জিনিস রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য হারাম হয় নাই।

٥٥ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ اَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ الَّذِى يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ وَيُقِيمُ ، هَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَىْءٌ ؟ فَاَخْبَرَتْنِى اَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ : لاَ يَحْرُمُ اِلاَّ مَنْ اَهَلَّ وَلَبَّى .

রেওয়ায়ত ৫৫

ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র) বলেন ঃ আমরা বিন্‌ত আবদুর রহমান (র)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ যদি কেউ মক্কায় হাদয়ী বা কুরবানীর উদ্দেশ্যে পশু প্রেরণ করে কিন্তু নিজে সঙ্গে না যায় তবে তাহার উপরও কি কোন বিষয় হারাম হইবে ?

তিনি বলিলেন ঃ আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট শুনিয়াছি, তিনি বলিতেন ঃ যে ব্যক্তি ইহরাম বাঁধিয়াছে এবং লাব্বায়কা পাঠ করিয়াছে কেবল তাহাকেই মুহরিম বলা যায়।

---

১. কুরবানীর উদ্দেশ্যে মক্কায় যে সমস্ত পশু প্রেরণ করা হয় উহাকে হাদ্‌য়ী বলে। নিদর্শন হিসাবে হাদ্‌য়ীর গলায় হাড়, চামড়া ইত্যাদি লটকানকে তাকলীদ বলা হয়।

٥٦ - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْهُدَيْرِ ؛ اَنَّهُ رَاَى رَجُلاً مُتَجَرِّدًا بِالْعِرَاقِ . فَسَأَلَ النَّاسَ عَنْهُ . فَقَالُوا : اِنَّهُ اَمَرَ بِهَدْيِهِ اَنْ يُقَلَّدَ ، فَلِذٰلِكَ تَجَرَّدَ . قَالَ رَبِيعَةُ : فَلَقِيتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَذَكَرْتُ لَهُ ذٰلِكَ . فَقَالَ : بِدْعَةٌ . وَرَبِّ الْكَعْبَةِ .

وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ خَرَجَ بِهَدْيٍ لِنَفْسِهِ ، فَاَشْعَرَهُ وَقَلَّدَهُ بِذِى الْحُلَيْفَةِ، وَلَمْ يُحْرِمْ هُوَ حَتَّى جَاءَ الْجُحْفَةَ . قَالَ : لاَ اُحِبُّ ذٰلِكَ . وَلَمْ يُصِبْ مَنْ فَعَلَهُ . وَلاَ يَنْبَغِى لَهُ اَنْ يُقَلِّدَ الْهَدْىَ ، وَلاَ يُشْعِرَهُ اِلاَّ عِنْدَ الاِهْلاَلِ . اِلاَّ رَجُلٌ لاَ يُرِيدُ الْحَجَّ ، فَيَبْعَثُ بِهِ وَيُقِيمُ فِى اَهْلِهِ .

وَسُئِلَ مَالِكٌ : هَلْ يَخْرُجُ بِالْهَدْيِ غَيْرِ مُحْرِمٍ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . لاَبَأْسَ بِذٰلِكَ .

وَسُئِلَ اَيْضًا : عَمَّا اخْتَلَفَ فِيهِ النَّاسُ مِنَ الاِحْرَامِ لِتَقْلِيدِ الْهَدْيِ ، مِمَّنْ لاَيُرِيدُ الْحَجَّ وَلاَ الْعُمْرَةَ . فَقَالَ : الاَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِى نَاْخُذُ بِهِ فِى ذٰلِكَ ، قَوْلُ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِينَ : اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ بِهَدْيِهِ ثُمَّ اَقَامَ . فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا اَحَلَّهُ اللّٰهُ لَهُ ، حَتَّى نُحِرَ هَدْيُهُ .

রেওয়ায়ত ৫৬

রবী'আ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন হুদায়র (র) একবার ইরাকে এক ব্যক্তিকে সেলাইবিহীন কাপড় পরিহিত দেখিয়া জানিতে পারিলেন যে, এই ব্যক্তি কুরবানীর উদ্দেশ্যে মক্কায় প্রেরিত পশুর গলায় হাড় লটকাইয়া দিয়াছে। তাই সে সেলাইযুক্ত কাপড় খুলিয়া ফেলিয়াছে। রবী'আ বলেন ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই ঘটনা তাঁহাকে জানাইলে তিনি বলিলেন ঃ কা'বার মালিকের কসম, উহা বিদআত (উহা ঠিক নহে)।

ইয়াহ্‌ইয়া (র) বলেন ঃ মালিক (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল- এক ব্যক্তি নিজে কুরবানীর পশু লইয়া ঘর হইতে বাহির হইল, নিজে উহা ইশ্'আর[১] করিয়া যুল-হুলায়ফায় উহার গলায় হাড় (قلادة) লটকাইল; কিন্তু জুহ্‌ফায় গিয়া সে ইহরাম বাঁধিল। ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি কি বলেন ? তিনি বলিলেন ঃ তাহার জন্য ইহা ঠিক হয় নাই। নিজে ইহরাম বাঁধিয়া ইশ্'আর ও তাকলীদ করা তাহার উচিত ছিল। যে ব্যক্তি পশুর সঙ্গে নিজে যাইতে না চায় বরং বাড়িতে থাকিতে চায়, সে ইহরাম না বাঁধিয়াই উহা পাঠাইয়া দিবে।

মালিক (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল ঃ ইহরাম না বাঁধিয়া কেউ হাদ্‌য়ী বা মক্কায় প্রেরিতব্য কুরবানীর পশু লইয়া বাহির হইতে পারিবে কি ? তিনি বলিলেন ঃ হ্যাঁ, ইহাতে দোষের কিছুই নাই।

মালিক (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল ঃ কুরবানীর পশুর গলায় কিলাদা বা হাড় পরাইয়া মক্কায় পাঠাইয়া দিলে

১. উটের কোহানের চামড়া কাটিয়া উহা রক্তাক্ত করার নাম ইশ্'আর। ইহা নিদর্শন হিসাবে করা হইত। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে ইহা মাকরূহ।

ঐ পশুর মালিক কি মুহরিম গণ্য হইবে- এই বিষয়ে আলিমগণের মতপার্থক্য রহিয়াছে। আপনার কি মত ? তিনি বলিলেন ঃ এই বিষয়ে আমি উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসটি গ্রহণ করিয়া থাকি।

আয়েশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কায় কুরবানীর পশু প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু নিজে যান নাই অথচ কোন জিনিস তাঁহার জন্য হারাম হয় নাই।

١٦- باب : ماتفعل الحائض فى الحج

পরিচ্ছেদ ১৬ ঃ হজ্জ পালনরত অবস্থায় কোন মহিলা যদি ঋতুমতী হয় তবে সে কি করিবে

٥٧- حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ الَّتِى تُهِلُّ بِالْحَجِّ اَوِ الْعُمْرَةِ ، اِنَّهَا تُهِلُّ بِحَجِّهَا اَوْ عُمْرَتِهَا اِذَا اَرَادَتْ. وَلٰكِنْ لاَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . وَهِىَ تَشْهَدُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا مَعَ النَّاسِ . غَيْرَ اَنَّهَا لاَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ . وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . وَلاَ تَقْرَبُ الْمَسْجِدَ حَتّٰى تَطْهُرَ .

রেওয়ায়ত ৫৭

নাফি' (র) বর্ণনা করেন– আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ হজ্জ বা উমরার ইহরাম বাঁধার পর কোন মহিলার যদি হায়েয হয় তবে (ইহাতে তাহার ইহরাম বিনষ্ট হইবে না) সে যতদিন ইচ্ছা 'লাব্বায়কা' বলিতে পারিবে। তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সা'য়ী সে করিবে না। বাকি আমলসমূহ অন্যদের মতই করিয়া যাইবে। পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাওয়াফ, সা'য়ী এবং মসজিদে যাওয়া তাহার জন্য নিষিদ্ধ।

١٧- باب : العمرة فى اشهر الحج

পরিচ্ছেদ ১৭ ঃ হজ্জের মাসসমূহে উমরা করা

٥٨- حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ اعْتَمَرَ ثَلاَثًا : عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَعَامَ الْقَضِيَّةِ ، وَعَامَ الْجِعِرَّانَةِ .

রেওয়ায়ত ৫৮

মালিক (র) বলেন ঃ তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিনবার উমরা করিয়াছেন, একবার হুদায়বিয়ার বৎসর, আরেকবার উমরাতুল কাযা, আরেকবার উমরা-ই-জি'ইররানা।

٥٩- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِيهِ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَعْتَمِرْ اِلاَّ ثَلاَثًا : اِحْدَاهُنَّ فِى شَوَّالٍ. وَاثْنَتَيْنِ فِى ذِى الْقَعْدَةِ .

রেওয়ায়ত ৫৯

হিশাম ইব্‌ন উরওয়াহ্ (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিনবার উমরা করিয়াছেন। এক উমরা শাওয়ালে আর দুই উমরা যিলকদে।

٦٠- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ ؛ اَنَّ رَجُلاً سَأَلَ سَعِيدَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، فَقَالَ : اَعْتَمِرُ قَبْلَ اَنْ اَحُجَّ ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ : نَعَمْ . قَدِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ قَبْلَ اَنْ يَحُجَّ .

রেওয়ায়ত ৬০

আবদুর রহমান ইব্‌ন হারমালা আসলামী (র) বর্ণনা করেন-- এক ব্যক্তি সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র)-কে জিজ্ঞাসা করিল ঃ হজ্জের পূর্বে উমরা আদায় করা যায় কি ? তিনি বলিলেন ঃ হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও হজ্জের পূর্বে উমরা করিয়াছিলেন।

٦١- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ؛ اَنَّ عُمَرَ بْنَ اَبِي سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اَنْ يَعْتَمِرَ فِي شَوَّالٍ ، فَأَذِنَ لَهُ . فَاعْتَمَرَ ثُمَّ قَفَلَ اِلَى اَهْلِهِ ، وَلَمْ يَحُجَّ .

রেওয়ায়ত ৬১

সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র) বর্ণনা করেন– উমর ইব্‌ন আবূ সালমা (র) উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর নিকট শাওয়াল মাসে উমরা করার অনুমতি চাহিলে তিনি অনুমতি দেন। অতঃপর তিনি উমরা আদায় করিয়া হজ্জ না করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসেন।

١٨- باب : قطع التلبية فى العمرة

পরিচ্ছেদ ১৮ ঃ উমরার মধ্যে কোন্ সময় লাব্বায়কা বলা বন্ধ করা যাইবে

٦٢- حَدَّثَنِي يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِيهِ ؛ اَنَّهُ كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ ، اِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ .

قَالَ مَالِكٌ ، فِيمَنْ اَحْرَمَ مِنَ التَّنْعِيمِ : اِنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ حِينَ يَرَى الْبَيْتَ .

قَالَ يَحْيٰى : سُئِلَ مَالِك عَنِ الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ مِنْ بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ ، وَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْمَدِينَةِ ، اَوْ غَيْرِهِمْ . مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ ؟ قَالَ : اَمَّا الْمُهِلُّ مِنَ الْمَوَاقِيتِ فَاِنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ اِذَا انْتَهَى اِلَى الْحَرَمِ .

قَالَ : وَبَلَغَنِي اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَصْنَعُ ذٰلِكَ .

রেওয়ায়ত ৬২

হিশাম ইব্‌নে উরওয়াহ্ (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন– তিনি উমরার ইহরাম বাঁধিলে হারম শরীফে প্রবেশ করার পর 'লাব্বায়কা' বলা বন্ধ করিতেন।

মালিক (র) বলেন ঃ 'তান্‌'য়ীম' (মক্কার অদূরবর্তী হারম শরীফ বহির্ভূত একটি স্থান) হইতে যে ব্যক্তি উমরায় ইহরাম বাঁধিবে, বায়তুল্লাহ্ শরীফ দৃষ্টিগোচর না হওয়া পর্যন্ত সে যেন 'লাব্বায়কা' বলা বন্ধ না করে।

ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন ঃ মালিক (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল– মক্কার বাহিরে বসবাসকারী ব্যক্তি 'মীকাত' হইতে উমরার ইহরাম বাঁধিয়া আসিলে কখন তাহাকে 'লাব্বায়কা' বলা বন্ধ করিতে হইবে ? তিনি বলিলেন ঃ হারম শরীফে প্রবেশ করার পর সে উহা বন্ধ করিয়া দিবে। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-ও তদ্রূপ করিতেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

١٩- باب : ماجاء فى التمتع

পরিচ্ছেদ ১৯ ঃ হজ্জে তামাত্তু'

٦٣- حَدَّثَنِي يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ؛ اَنَّهُ حَدَّثَهُ : اَنَّهُ سَمِعَ بْنَ اَبِي وَقَّاصٍ ، وَالضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ ، عَامَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ اَبِي سُفْيَانَ ، وَهُمَا يَذْكُرَانِ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ. فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ : لاَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ اِلاَّ مَنْ جَهِلَ اَمْرَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ . فَقَالَ سَعْدٌ : بِئْسَ مَاقُلْتَ يَاابْنَ اَخِي . فَقَالَ الضَّحَّاكُ : فَاِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَدْ نَهٰى عَنْ ذٰلِكَ . فَقَالَ سَعْدٌ : قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ . وَصَنَعْنَا مَعَهُ .

রেওয়ায়ত ৬৩

মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে হারিস (র) বর্ণনা করেন– সা'দ ইব্‌ন আবি ওক্কাস (রা) ও যাহ্হাক ইব্‌ন কায়েস (রা)-এর মধ্যে হজ্জে তামাত্তু' সম্পর্কে আলোচনা হইতেছিল। যাহ্হাক (রা) বলিলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম-আহকাম সম্পর্কে অজ্ঞ লোকেরাই হজ্জে তামাত্তু' করে। সা'দ বলিলেন ঃ ভ্রাতুষ্পুত্র, তোমার কথাটা ঠিক হয় নাই। যাহ্হাক (রা) বলিলেন ঃ উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) হজ্জে তামাত্তু' করা নিষেধ করিয়াছেন। সা'দ (রা) বলিলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজে হজ্জে তামাত্তু' করিয়াছেন আর আমরাও তাঁহার সঙ্গে উহা করিয়াছি।

٦٤- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ اَنَّهُ قَالَ : وَاللّٰهِ لَاَنْ اَعْتَمِرَ قَبْلَ الْحَجِّ وَاُهْدِيَ ، اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ اَعْتَمِرَ بَعْدَ الْحَجِّ فِي ذِي الْحِجَّةِ .

রেওয়ায়ত ৬৪

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্র কসম, হজ্জের পূর্বে উমরা করা এবং কুরবানীর পশু সঙ্গে লইয়া যাওয়া যিলহজ্জ মাসে হজ্জ করিয়া আবার উমরা করা হইতে আমার নিকট অধিক প্রিয়।

٦٥– وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ اَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ اعْتَمَرَ فِي اَشْهُرِ الْحَجِّ فِي شَوَّالٍ ، اَوْ ذِي الْقَعْدَةِ ، اَوْ فِي ذِي الْحِجَّةِ ، قَبْلَ الْحَجِّ . ثُمَّ اَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُدْرِكَهُ الْحَجُّ ، فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ ، اِنْ حَجَّ . وَعَلَيْهِ مَاسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ . فَاِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ، وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعَ .

قَالَ مَالِكٌ : وَذٰلِكَ اِذَا اَقَامَ حَتَّى الْحَجِّ ، ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ .

قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ ، انقَطَعَ اِلَى غَيْرِهَا، وَسَكَنَ سِوَاهَا ، ثُمَّ قَدِمَ مُعْتَمِرًا فِي اشْهُرِ الْحَجِّ ، ثُمَّ اَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى اَنْشَاَ الْحَجَّ مِنْهَا : اِنَّهُ مُتَمَتِّعٌ يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ . اَوْ الصِّيَامُ اِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا . وَاَنَّهُ لاَيَكُونُ مِثْلَ اَهْلِ مَكَّةَ .

وَسُئِلَ مَالِكٌ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ غَيْرِ اَهْلِ مَكَّةَ، دَخَلَ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ فِي اَشْهُرِ الْحَجِّ . وَهُوَيُرِيدُ الْاِقَامَةَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُنْشِيَ الْحَجَّ . اَمُتَمَتِّعٌ هُوَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ هُوَ مُتَمَتِّعٌ . وَلَيْسَ هُوَ مِثْلِ اَهْلِ مَكَّةَ . وَاِنْ اَرَادَ الْاِقَامَةَ. وَذٰلِكَ ، اَنَّهُ دَخَلَ مَكَّةَ، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ اَهْلِهَا وَاِنَّمَا الْهَدْيُ اَوِ الصِّيَامُ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ . وَاَنَّ هٰذَا الرَّجُلَ يَرِيدُ الْاِقَامَةَ . وَلاَيَدْرِي مَا يَبْدُولَهُ بَعْدَ ذٰلِكَ . وَلَيْسَ هُوَ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ .

রেওয়ায়ত ৬৫

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ যদি কেউ হজ্জের মাসে অর্থাৎ শাওয়াল, যিলকা'দা, যিলহজ্জ মাসে হজ্জের পূর্বে উমরা আদায় করিয়া মক্কায় এতদিন অবস্থান করে, যতদিনে সে হজ্জই আদায় করিতে পারে, তাহার এই হজ্জ তামাত্তু' বলিয়া গণ্য হইবে এবং সামর্থ্য অনুযায়ী তাহার উপর কুরবানী করা জরুরী হইবে। যদি কুরবানী করার সামর্থ্য তাহার না থাকে তবে মক্কায় অবস্থানকালে তিনদিন এবং বাড়ি ফিরিয়া আর সাতদিন তাহাকে রোযা রাখিতে হইবে।

মালিক (র) বলেন ঃ উক্ত হুকুম তখনই প্রযোজ্য হইবে যখন উমরা সমাপন করিয়া হজ্জ পর্যন্ত মক্কায় অবস্থানরত থাকিবে এবং হজ্জও করিবে।

মালিক (র) বলেন ঃ মক্কার বাসিন্দা কোন ব্যক্তি অন্য কোথাও গিয়া বসতি স্থাপন করিল। হজ্জের মাসে সে উমরা করিতে আসিয়া মক্কা শরীফে অবস্থান করিয়া হজ্জ সমাধা করিল। তাহার এই হজ্জ হজ্জে তামাত্তু'

বলিয়া গণ্য হইবে। এই ব্যক্তির উপর কুরবানী করা জরুরী হইবে। কুরবানী করিতে না পারিলে তাহাকে রোযা রাখিতে হইবে। মক্কার অপরাপর স্থায়ী বাসিন্দার মত তাহার হুকুম হইবে না।

ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন ঃ মালিক (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল– হজ্জের মাসে মক্কার বাহিরের অধিবাসী এক ব্যক্তি উমরার ইহ্রাম বাঁধিয়া মক্কায় আসিল এবং উমরা করিয়া হজ্জ সমাধা করার নিয়তে মক্কায় রহিয়া গেল। তাহার এই হজ্জ তামাত্তু' বলিয়া গণ্য হইবে কি ? তিনি বলিলেন ঃ হ্যাঁ, মক্কাবাসীদের মত তাহার হুকুম হইবে না। মক্কায় থাকবার নিয়ত যদিও সে করিয়াছে, কিন্তু সে মক্কায় যখন প্রথম পদার্পণ করিয়াছিল তখন সে মক্কার বাসিন্দা ছিল না। সুতরাং কুরবানী দেওয়া এবং কুরবানী দিতে হইলে রোযা রাখা এইরূপ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হইবে। কারণ এই ব্যক্তি মক্কায় কেবল অবস্থান করার নিয়ত করিয়াছে এবং সামনের ব্যাপার কি হইবে তাহাও সে জানে না। এমতাবস্থায় সে মক্কাবাসী বলিয়া গণ্য হইবে না।

٦٦– وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : مَنِ اعْتَمَرَ فِي شَوَّالٍ، أَوْ ذِي الْقِعْدَةِ ، أَوْ فِي ذِي الْحِجَّةِ، ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُدْرِكَهُ الْحَجُّ ، فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ. إِنْ حَجَّ. وَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ .

রেওয়ায়ত ৬৬

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (র) সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (র)-কে বলিতে শুনিয়াছেন– শাওয়াল, যিলকা'দা ও যিলহজ্জ মাসে উমরা করিয়া যদি কেউ হজ্জ পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করে এবং হজ্জ করিয়া নেয় তবে তাহার এই হজ্জ হজ্জে তামাত্তু' বলিয়া গণ্য হইবে। সামর্থ্য থাকিলে তাহার উপর কুরবানী ওয়াজিব হইবে। অসমর্থ হইলে হজ্জের সময় তিনদিন এবং হজ্জের পর বাড়ি ফিরিয়া সা দিন তাহাকে রোযা রাখিতে হইবে।

٢٠– باب : مالايجب فيه التمتع

পরিচ্ছেদ ২০ ঃ যে অবস্থায় তামাত্তু' হয় না

٦٧– قَالَ مَالِكٌ : مَنِ اعْتَمَرَ فِي شَوَّلٍ ، أَوْ ذِي الْقِعْدَةِ ، أَوْ ذِي الْحِجَّةِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ ذٰلِكَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ . إِنَّمَا الْهَدْيُ عَلَى مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ حَتَّى الْحَجِّ ثُمَّ حَجَّ . وَكُلُّ مَنِ انْقَطَعَ إِلَى مَكَّةَ مِنْ أَهْلِ الْآفَاقِ وَسَكَنَهَا ، ثُمَّ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَنْشَأَ الْحَجَّ مِنْهَا ، فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ . وَلَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ وَلاَ صِيَامٌ . وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ مَكَّةَ ، إِذَا كَانَ مِنْ سَاكِنِيهَا .

سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، خَرَجَ إِلَى الرِّبَاطِ أَوْ إِلَى سَفَرٍ مِنَ الْأَسْفَارِ،

ثُمَّ رَجَعَ اِلَى مَكَّةَ . وَهُوَ يُرِيدُ الْاِقَامَةَ بِهَا . كَانَ لَهُ اَهْلٌ بِمَكَّةَ اَوْلاَ اَهْلَ لَهُ بِهَا . فَدَخَلَهَا بِعُمْرَةٍ فِى اَشْهُرِ الْحَجِّ ، ثُمَّ اَنْشَاَ الْحَجَّ ، وَكَانَتْ عُمْرَتُهُ الَّتِى دَخَلَ بِهَا مِنْ مِيقَاتِ النَّبِىِّ ﷺ اَوْ دُونَهُ ، اَمُتَمَتِّعٌ مَنْ كَانَ عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ ؟ فَقَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُتَمَتِّعِ مِنَ الْهَدْىِ اَوِ الصِّيَامِ . وَذٰلِكَ اَنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِى كِتَابِهِ - (ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ اَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ......)

রেওয়ায়ত ৬৭

মালিক (র) বলেন ঃ যে ব্যক্তি হজ্জের মাসে উমরা করিয়া বাড়ি ফিরিয়া গেল, আবার সেই বৎসরেই হজ্জ করিল, ঐ ব্যক্তির উপর কুরবানী ওয়াজিব হইবে না। কারণ তাহার হজ্জ তামাত্তু' বলিয়া গণ্য হইবে না।

মালিক (র) বলেন ঃ মক্কার বাহিরের কোন ব্যক্তি যদি মক্কায় আসিয়া সেখানে স্থায়িভাবে বসবাস করিতে শুরু করে এবং হজ্জের মাসে উমরা করিয়া সেই বৎসরেই হজ্জ করে তবে তাহার হজ্জ তামাত্তু' হইবে না। তাহার উপর কুরবানী বা রোযা কিছুই ওয়াজিব হইবে না। কেননা মক্কার নাগরিকত্ব গ্রহণ করায় সে মক্কাবাসীদের মত হইয়া গেল। আর মক্কার স্থায়ী বাসিন্দাদের হজ্জে তামাত্তু' হয় না।

ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন ঃ মালিক (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল– মক্কার কোন স্থায়ী বাসিন্দা জিহাদ বা অন্য কোন সফরে বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল, পরে সে মক্কায় বসবাস করার উদ্দেশ্যে আবার সেখানে ফিরিয়া আসিল, সে হজ্জের মাসে উমরার নিয়তে মক্কায় আসিয়া উমরা সমাধা করার পর ঐ বৎসর হজ্জও করিল, ঐ ব্যক্তির হজ্জ কি হজ্জে তামাত্তু' হইবে ? মালিক (র) বলিলেন ঃ না, তাহর হজ্জ তামাত্তু' বলিয়া গণ্য হইবে না এবং তাহার উপর কুরবানী বা রোযা কিছুই ওয়াজিব হইবে না। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ اَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. [১]

٢١- باب : جامع ماجاء فى العمرة

পরিচ্ছেদ ২১ ঃ উমরা সম্পর্কীয় বিবিধ আহকাম

٦٨- حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سُمَىٍّ مَوْلَى اَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ اَبِى صَالِحٍ السَّمَّانِ ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : " الْعُمْرَةُ اِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌلِمَا بَيْنَهُمَا . وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءُ اِلاَّ الْجَنَّةُ" .

রেওয়ায়ত ৬৮

আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ এক উমরা আরেক উমরার মধ্যবর্তী গুনাহসমূহের জন্য কাফফারাস্বরূপ। জান্নাতই মকবুল হজ্জের প্রতিদান।

১. ইহা তাহাদের জন্য যাহাদের পরিজনবর্গ মসজিদুল হারামের বাসিন্দা নহে। ২ ঃ ১৯৬

٦٩ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى اَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ؛ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا بَكْرِ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَقُولُ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ : اِنِّى قَدْ كُنْتُ تَجَهَّزْتُ لِلْحَجِّ . فَاعْتَرَضَ لِى. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : "اعْتَمِرِى فِى رَمَضَانَ. فَاِنَّ عُمْرَةً فِيهِ كَحِجَّةٍ".

রেওয়ায়ত ৬৯

সুমাই (র) আবূ বকর ইব্‌ন আবদুর রহমান (র)-কে বলিতে শুনিয়াছেন, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে আসিয়া আরয করিল ঃ হজ্জের সমস্ত প্রস্তুতি শেষ করা সত্ত্বেও একটি বাধার দরুন আমি হজ্জ করিতে পারি নাই, এখন কি করিব ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ রমযান মাসে উমরা করিয়া নাও। রমযান মাসের উমরাতে হজ্জের সমান সওয়াব রহিয়াছে।

٧٠– وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ افْصِلُوا بَيْنَ حَجِّكُمْ وَعُمْرَتِكُمْ . فَاِنَّ ذٰلِكَ اَتَمُّ لِحَجِّ اَحَدِكُمْ . وَاَتَمُّ لِعُمْرَتِهِ . اَنْ يَعْتَمِرَ فِى غَيْرِ اَشْهُرِ الْحَجِّ .

রেওয়ায়ত ৭০

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বর্ণনা করেন– উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলিয়াছেন ঃ হজ্জ ও উমরার মাসে তোমরা ব্যবধান রাখিও যাহাতে হজ্জ ও উমরা উভয়ই সম্পূর্ণরূপে আদায় হইতে পারে। ইহার উপায় হইল, হজ্জের মাসে তোমরা উমরা করিও না।

٧١– وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ اِذَا اعْتَمَرَ ، رُبَّمَا لَمْ يَحْطُطْ عَنْ رَاحِلَتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ .

قَالَ مَالِكٌ : الْعُمْرَةُ سُنَّةٌ . وَلاَ نَعْلَمُ اَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اَرْخَصَ فِى تَرْكِهَا .

قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ اَرَى لاَحَدٍ اَنْ يَعْتَمِرَ فِى السَّنَةِ مِرَارًا .

قَالَ مَالِكٌ ، فِى الْمُعْتَمِرِ يَقَعُ بِاَهْلِهِ : اِنَّ عَلَيْهِ فِى ذٰلِكَ الْهَدْىَ . وَعُمْرَةً اُخْرَى يَبْتَدِئُ بِهَا بَعْدَ اِتْمَامِهِ الَّتِى اَفْسَدَ . وَيُحْرِمُ مِنْ حَيْثُ اَحْرَمَ بِعُمْرَتِهِ الَّتِى اَفْسَدَ. اِلاَّ اَنْ يَكُونَ اَحْرَمَ مِنْ مَكَانٍ اَبْعَدَ مِنْ مِيقَاتِهِ . فَلَيْسَ عَلَيْهِ اَنْ يُحْرِمَ اِلاَّ مِنْ مِيقَاتِهِ .

قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ. فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعٰى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَهُوَ جُنُبٌ . اَوْعَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ . ثُمَّ وَقَعَ بِاَهْلِهِ. ثُمَّ ذَكَرَ. قَالَ : يَغْتَسِلُ اَوْ يَتَوَضَّأُ.

ثُمَّ يَعُودُ فَيَطُوفُ بِالْبَيتِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . وَيَعْتَمِرُ عُمْرَةً أُخْرَى ، وَيُهْدِى .
وَعَلَى الْمَرْأَةِ ، اِذَا اَصَابَهَا زَوْجُهَا وَهِىَ مُحْرِمَةٌ ، مِثْلُ ذٰلِكَ .

قَالَ مَالِكٌ : فَاَمَّا الْعُمْرَةُ مِنَ التَّنْعِيمِ فَاِنَّهُ مَنْ شَاءَ اَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ ثُمَّ يُحْرِمَ ، فَاِنَّ ذٰلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ. وَلٰكِنِ الْفَضْلُ اَنْ يُهِلَّ مِنَ الْمِيقَاتِ الَّذِى وَقَّتَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ، اَوْ مَاهُوَ اَبْعَدُ مِنَ التَّنْعِيمِ .

রেওয়ায়ত ৭১

মালিক (র) বলেন ঃ তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, উসমান ইব্ন আফফান (রা) যখন উমরা করিতেন, মদীনায় ফিরিয়া না যাওয়া পর্যন্ত উট হইতে অবতরণ করিতেন না।

মালিক (র) বলেন ঃ উমরা করা সুন্নত। এমন কোন মুসলমান দেখা যায় নাই যিনি ইহা পরিত্যাগ করার অনুমতি দেন।

মালিক (র) বলেন ঃ একই বৎসরে একাধিক উমরা করা জায়েয নহে।

মালিক (র) বলেন ঃ উমরার ইহরাম বাঁধিয়া স্ত্রী সহবাস করিলে উমরা বিনষ্ট হইয়া যাইবে এবং তাঁহার উপর আরেকটি উমরা কাযা ও একটি কুরবানী করা ওয়াজিব হইবে। তাই সত্বর তাহাকে উহার কাযা আদায় করিয়া নেওয়া উচিত। যে স্থান হইতে প্রথম উমরার ইহরাম বাঁধিয়াছিল সেই স্থান হইতেই তাহাকে এই কাযা উমরার ইহরাম বাঁধিতে হইবে, তবে প্রথম উমরার ইহরাম নির্দিষ্ট মীকাতের পূর্বে বাঁধিয়া থাকিলে কাযা উমরার ইহরাম মীকাত হইতে বাঁধিবে।

মালিক (র) বলেন ঃ উমরার ইহরাম বাঁধিয়া কোন ব্যক্তি মক্কায় আসিল এবং জানাবত (গোসল ফরয হওয়া) অবস্থায় বা ওযূ ব্যতিরেকে সে তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সা'য়ী করিল। পরে ভুলবশত স্ত্রীসহবাস করিল। অতঃপর উমরার কথা তাহার মনে পড়িল। তখন সে গোসল বা ওযূ করিয়া পুনরায় তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সা'য়ী করিবে এবং তদস্থলে অন্য একটি উমরা কাযা করিবে ও একটি কুরবানী দিবে। মহিলাও ইহরামরত অবস্থায় তদ্রূপ কিছু করিলে তাহাকেও (পুরুষদের মত) আমল করিতে হইবে।

তান'য়ীম নামক স্থান হইতে উমরার ইহরাম বাঁধার ব্যাপারে মালিক (র) বলেন ঃ হারম শরীফ হইতে বাহির হইয়া যে কোন স্থান হইতে উমরার ইহরাম বাঁধিতে পারিবে। আল্লাহর ইচ্ছায় এই ইহরামই মুহরিমের জন্য যথেষ্ট। তবে মীকাত হইতে ইহরাম বাঁধা উত্তম। কারণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক নির্ধারিত স্থান হইতে ইহরাম বাঁধা নিঃসন্দেহে উত্তম এবং তান'য়ীম হইতে দূরে অবস্থিত।

٢٢- باب : نكاح المحرم

পরিচ্ছেদ ২২ ঃ ইহরাম থাকা অবস্থায় বিবাহ করা

٧٢- حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ اَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ

يَسَارٍ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ اَبَا رَافِعٍ ، وَرَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَرَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ اَنْ يَخْرُجَ .

রেওয়ায়ত ৭২

সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার (র) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহার আযাদকৃত গোলাম আবূ রাফি' এবং জনৈক আনসারী ব্যক্তিকে পাঠাইলেন। তাঁহারা দুইজনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পক্ষে মায়মুনা বিন্‌তে হারিসের নিকট বিবাহের পয়গাম দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন মদীনা হইতে মক্কার পথে যাত্রা করেন নাই।

٧٣- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ ، اَخِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ ؛ اَنَّ عُمَرَ ابْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَرْسَلَ اِلَى اَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ . وَاَبَانُ يَوْمَئِذٍ اَمِيرُ الْحَاجِّ . وَهُمَا مُحْرِمَانِ . اِنِّي قَدْ اَرَدْتُ اَنْ اُنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ ، بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ . وَاَرَدْتُ اَنْ تَحْضُرَ . فَاَنْكَرَ ذٰلِكَ عَلَيْهِ اَبَانُ ، وَقَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : " لاَ يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ ، وَلاَ يُنْكِحْ ، وَلاَ يَخْطُبْ " .

রেওয়ায়ত ৭৩

নুবাইহ্ ইব্ন ওহাব (র) বর্ণনা করেন ঃ তাঁহাকে উমর ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ (র)-এর এবং আবান ইব্ন উসমান (র)-এর নিকট বলিয়া পাঠাইলেন, (তাঁহারা উভয়ে তখন ইহরাম অবস্থায় ছিলেন) শায়বাহ্ ইব্ন যুবায়রের মেয়ের সহিত আমার পুত্র তালহা ইব্নে উমরের বিবাহ প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আপনিও ইহাতে শামিল হইবেন বলিয়া আশা করি। এই সংবাদ পাইয়া আবান ইব্ন উসমান (র) আসিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, উসমান ইব্ন আফফান (রা)-এর নিকট আমি শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ মুহরিম (ইহরামরত ব্যক্তি) নিজেও বিবাহ করিবে না এবং অন্যকেও বিবাহ করাইবে না এবং বিবাহের পয়গামও দিবে না।

٧٤- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ؛ اَنَّ اَبَا غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُرِّيَّ ، اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ طَرِيفًا تَزَوَّجَ امْرَاَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ . فَرَدَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نِكَاحَهُ .

রেওয়ায়ত ৭৪

আবূ গাতফান ইব্ন তরীফ মূররী (র) বর্ণনা করেন– তাঁহার পিতা তরীফ ইহরাম অবস্থায় মক্কায় এক মহিলাকে বিবাহ করেন, কিন্তু উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) ইহা বাতিল বলিয়া ঘোষণা করেন।

٧٥- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : لاَيَنْكِحِ الْمُحْرِمُ وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى نَفْسِهِ ، وَلاَ عَلَى غَيْرِهِ .

রেওয়ায়ত ৭৫

নাফি' (র) বর্ণনা করেন– আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলিতেন ঃ মুহরিম ব্যক্তি বিবাহ করিবে না বা বিবাহের পয়গাম দিবে না, নিজের হউক বা অন্যের, সকল অবস্থায়ই তাহা নিষিদ্ধ।[১]

٧٦ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِاللّٰهِ ، وَسُلَيْمَانَ ابْنَ يَسَارٍ ، سُئِلُوا عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ ؟ فَقَالُوا : لاَ يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ ، وَلاَ يُنْكِحْ .

قَالَ مَالِكٌ ، فِى الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ : اِنَّهُ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ اِنْ شَاءَ . اِذَا كَانَتْ فِى عِدَّةٍ مِنْهُ .

রেওয়ায়ত ৭৬

মালিক (র) জ্ঞাত হইয়াছেন যে, সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (র), সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) এবং সুলায়মান ইব্নে ইয়াসার (র)-কে মুহরিম ব্যক্তির বিবাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তাঁহারা সকলেই বলিয়াছিলেন ঃ মুহরিম ব্যক্তি নিজে বিবাহ করিবে না বা বিবাহ করাইবে না।

মালিক (র) বলেন ঃ মুহরিম ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে এবং ইদ্দতের ভিতর হইলে তাহার স্ত্রীর প্রতি রুজু করিতে পারে। (রজয়ী তালাক দেওয়া স্ত্রীকে গ্রহণ করিতে পারে।)

٢٣- باب : حجامة المحرم

পরিচ্ছেদ ২৩ ঃ মুহরিম ব্যক্তির সিঙ্গা লাগানো

٧٧- حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَوْقَ رَأْسِهِ ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ بِلَحْيَى جَمَلٍ . مَكَانٌ بِطَرِيقِ مَكَّةَ .

রেওয়ায়ত ৭৭

সুলায়মান ইব্নে ইয়াসার (র) বর্ণনা করেন– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইহরাম অবস্থায় মাথায় সিঙ্গা লাগাইয়াছেন এবং সেইদিন তিনি মক্কাগামী পথের উপর উপস্থিত 'লাহ্য়াই জমল' নামক স্থানে ছিলেন।

٧٨ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ اَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لاَيَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ اِلاَّ مِمَّا لاَ بُدَّلَهُ مِنْهُ .

قَالَ مَالِكٌ : لاَ يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ اِلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ .

---

১. ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে ইহরাম অবস্থায় বিবাহ জায়েয, সহবাস কাহারও মতে জায়েয নহে।

রেওয়ায়ত ৭৮

নাফি' (র) বর্ণনা করেন– আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে উমর (রা) বলিতেন ঃ বাধ্য না হইলে মুহরিমের জন্য সিঙ্গা লাগানো উচিত নহে। মালিক (র)-ও অনুরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

٢٤- باب : مايجوز للمحرم اكله من الصيد

পরিচ্ছেদ ২৪ ঃ কোন্ ধরনের শিকারকৃত বস্তু মুহরিম খাইতে পারে

٧٩- حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ . حَتَّى اِذَا كَانُوا بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ . تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ . وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَاى حِمَارًا وَحْشِيًّا. فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ . فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ . فَأَبَوْا عَلَيْهِ . فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ . فَأَبَوْا . فَأَخَذَهُ . ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ . فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ . وَأَبَى بَعْضُهُمْ . فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ ، سَأَلُوهُ عَنْ ذٰلِكَ . فَقَالَ : "إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللّٰهُ " .

রেওয়ায়ত ৭৯

উমর ইব্‌নে আবদুল্লাহ্‌র মাওলা আবূন নাযর (র) নাফি' (র) হইতে বর্ণনা করেন– যিনি ছিলেন আবূ কাতাদার মাওলা। নাফি' (র) বলিয়াছেন ঃ আবূ কাতাদা আনসারী (রা) বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি এক সফরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলেন। কতিপয় মুহরিম সঙ্গীসহ তিনি পিছনে থাকিয়া যান। তিনি নিজে অবশ্য ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় ছিলেন না। হঠাৎ একটা বন্য গাধা দৃষ্টিগোচর হইল, তৎক্ষণাৎ একটি ঘোড়ায় আরোহণ করিয়া তিনি উহা শিকার করিতে ছুটিলেন। সঙ্গীদের নিকট চাবুক চাহিলেন; কিন্তু কেউই দিলেন না, বর্শাখানা চাহিলে তাহাও কেউ দিলেন না। শেষে তিনি নিজে ঘোড়া হইতে নামিয়া আসিয়া বর্শা সংগ্রহ করিলেন এবং উক্ত গাধাটিকে শিকার করিলেন। সঙ্গিগণের কেউ কেউ ইহার গোশত খাইলেন, আর কেউ কেউ খাইতে অস্বীকৃতি জানাইলেন। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সহিত যখন সাক্ষাৎ হইল তখন উক্ত ঘটনা তাঁহাকে জানাইলে তিনি বলিলেন ঃ উহা এমন এক খাদ্য ছিল যাহা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে খাওয়াইছেন।[১]

٨٠- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ كَانَ يَتَزَوَّدُ صَفِيفَ الظِّبَاءِ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ .

১. সামুদ্রিক প্রাণী শিকার করিয়া মুহরিম খাইতে পারে এবং স্থলে বসবাসকারী প্রাণী শিকার করা তাহার জন্য জায়েয নহে। মুহরিম নহে এমন ব্যক্তি যদি শিকার করে এবং মুহরিমের উহাতে কোনরূপ অংশগ্রহণ বা সহযোগিতা না থাকে, তবে উহা সে খাইতে পারিবে।

قَالَ مَالِكٌ : وَالصَّفِيفُ الْقَدِيدُ .

রেওয়ায়ত ৮০

উরওয়াহ্ ইব্‌ন যুবায়র (র) বর্ণনা করেন– যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম (রা) ইহরাম অবস্থায় পাথেয় হিসাবে হরিণের ভুনা গোশ্‌ত সঙ্গে লইতেন। মালিক (র) বলেন ঃ সফীফ অর্থ হইল 'কাদীদ' অর্থাৎ শুকনা গোশ্‌ত।

٨١– وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ ؛ اَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ اَخْبَرَهُ عَنْ اَبِى قَتَادَةَ ، فِى الْحِمَارِ الْوَحْشِىِّ ، مِثْلَ حَدِيْثِ اَبِى النَّضْرِ . اِلاَّ اَنَّ فِى حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ : اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ".

রেওয়ায়ত ৮১

'আতা ইব্‌ন ইয়াসার (র) আবূ কাতাদা (রা)-র বন্য গাধা শিকার সম্পর্কে আবূন্ নাযরের হাদীসটির মতই বর্ণনা করিয়াছেন। তবে যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র) বর্ণিত হাদীসে শিকার সংক্রান্ত ঘটনায় নিম্নোক্ত বাক্যটি রহিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন বলিয়াছেন ঃ উহার কোন গোশ্‌ত অবশিষ্ট আছে কি ?

٨٢– وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْاَنْصَارِىِّ ؛ اَنَّهُ قَالَ : اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِىُّ ، عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِىِّ ، عَنِ الْبَهْزِىِّ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ يُرِيدُ مَكَّةَ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ . حَتَّى اِذَا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ ، اِذَا حِمَارٌ وَحْشِىٌّ عَقِيرٌ ، فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : "دَعُوهُ . فَاِنَّهُ يُوشِكُ اَنْ يَاْتِىَ صَاحِبُهُ" فَجَاءَ الْبَهْزِىُّ ، وَهُوَ صَاحِبُهُ ، اِلَى النَّبِىِّ ﷺ . فَقَالَ : يَارَسُولَ اللّٰهِ . شَاْنُكُمْ بِهٰذَا الْحِمَارِ . فَاَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَبَا بَكْرٍ . فَقَسَمَهُ بَيْنَ الرِّفَاقِ . ثُمَّ مَضَى ، حَتَّى اِذَا كَانَ بِالْاَثَابَةِ ، بَيْنَ الرُّوَيْثَةِ وَالْعَرْجِ ، اِذَا ظَبْىٌ حَاقِفٌ فِى ظِلٍّ فِيهِ سَهْمٌ . فَزَعَمَ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ رَجُلاً اَنْ يَقِفَ عِنْدَهُ . لاَيَرِيبُهُ اَحَدٌ مِنَ النَّاسِ ، حَتَّى يُجَاوِزَهُ .

রেওয়ায়ত ৮২

ঈসা ইব্‌ন তালহা ইব্‌নে ওবায়দুল্লাহ্ (র) উমায়র ইব্‌ন সালমা জমরী (র) হইতে বর্ণনা করেন– উমায়র তাঁহাকে খবর দিয়াছেন যে, বাহযী[১] (রা) বর্ণনা করেন– ইহরাম বাঁধিয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন, রওহা নামক স্থানে পৌঁছিয়া একটি বন্য গাধা দেখিতে পাওয়া গেল। ইহা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে আলোচনা করিলে তিনি বলিলেন ঃ ছাড়িয়া দাও, এখন হয়তো উহার মালিক আসিবে। ততক্ষণে বাহযী আসিয়া পৌঁছিলেন, আর তিনিই উহার মালিক ছিলেন। তিনি বলিলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ইহা আপনার,

১. তাঁহার নাম যায়দ ইব্‌ন কা'ব বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। –আউজাযুল মাসালিক

সকল ইখতিয়ার আপনারই। শেষে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নির্দেশে আবূ বকর (রা) সঙ্গীদের মধ্যে উহার গোশ্‌ত বণ্টন করিয়া দেন। পরে সকলেই সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। রুয়াইসা ও 'আরজ নামক স্থানদ্বয়ের মধ্যবর্তী উসায়া নামক স্থানে যখন পৌঁছিলেন তখন একটি গাছের ছায়ায় একটি তীরবিদ্ধ হরিণ মাথা নিচু করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখা গেল। বর্ণনাকারী ধারণা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন এক ব্যক্তিকে হরিণটির নিকট দাঁড়াইয়া পাহারা দিতে নির্দেশ দিলেন, যাহাতে সকলেই উহাকে অতিক্রম করিয়া সম্মুখে চলিয়া না যাওয়া পর্যন্ত কেউ উহার কোন কিছু করিতে না পারে।

٨٣- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ اَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ : اَنَّهُ اَقْبَلَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ . حَتَّى اِذَا كَانَ بِالرَّبَذَةِ ، وَجَدَ رَكْبًا مِنْ اَهْلِ الْعِرَاقِ مُحْرِمِينَ . فَسَأَلُوهُ عَنْ لَحْمِ صَيْدٍ وَجَدُوهُ عِنْدَ اَهْلِ الرَّبَذَةِ . فَاَمَرَهُمْ بِاَكْلِهِ . قَالَ : ثُمَّ اِنِّي شَكَكْتُ فِيمَا اَمَرْتُهُمْ بِهِ . فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . فَقَالَ عُمَرُ : مَاذَا اَمَرْتَهُمْ بِهِ ؟ فَقَالَ : اَمَرْتُهُمْ بِاَكْلِهِ . فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : لَوْ اَمَرْتَهُمْ بِغَيْرِ ذٰلِكَ لَفَعَلْتُ بِكَ . يَتَوَاعَدُهُ .

রেওয়ায়ত ৮৩

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত– তিনি বাহরাইন হইতে আসিতেছিলেন। রবাজা নামক স্থানে ইহরাম বাঁধা অবস্থায় কতিপয় ইরাকী আরোহীর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তাহারা তাঁহাকে শিকারের গোশ্‌ত খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। উক্ত শিকার রবাজাবাসীদের ছিল। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ পরে এই ফতওয়া সম্পর্কে আমার মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি হয়। মদীনায় আসিয়া উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-কে তাহা জানাইলাম। তিনি বলিলেন ঃ তুমি তাহাদিগকে এই সম্পর্কে কি বলিয়াছিলে ? আমি বলিলাম ঃ তাহাদেরকে উহা খাইতে পারে বলিয়া মত দিয়াছিলাম। তখন তিনি বলিলেন ঃ ইহা না বলিয়া অন্য কিছু যদি বলিতে তবে তোমাকে আমি শায়েস্তা করিতাম অর্থাৎ তিনি তাহাকে ভয় দেখাইলেন।

٨٤- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ؛ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ : اَنَّهُ مَرَّبِهِ قَوْمٌ مُحْرِمُونَ بِالرَّبَذَةِ . فَاسْتَفْتَوْهُ فِي لَحْمِ صَيْدٍ ، وَجَدُوا نَاسًا اَحِلَّةً يَاْكُلُونَهُ . فَاَفْتَاهُمْ بِاَكْلِهِ . قَالَ : ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَسَاَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ . فَقَالَ : بِمَ اَفْتَيْتَهُمْ ؟ قَالَ فَقُلْتُ : اَفْتَيْتُهُمْ بِاَكْلِهِ . قَالَ فَقَالَ عُمَرَ : لَوْ اَفْتَيْتَهُمْ بِغَيْرِ ذٰلِكَ ، لَاَوْجَعْتُكَ .

রেওয়ায়ত ৮৪

সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) আবূ হুরায়রা (রা)-কে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-এর নিকট হাদীস বর্ণনা করিতে শুনিয়াছেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলিতেছিলেন, যে রবাজা নামক স্থানে ইহরাম অবস্থায় কতিপয় লোকের

সহিত তাঁহার সাক্ষাত হয়। ইহ্‌রামবিহীন লোকের শিকারকৃত পশু যাহা তাহারা খাইতেছে সেই পশুর গোশ্‌ত তাহারা খাইতে পারিবে কিনা এই সম্পর্কে তাঁহার নিকট ফতওয়া জিজ্ঞাসা করা হইল। তিনি তাহাদিগকে উহা খাইতে পারে বলিয়া ফতওয়া দেন। তিনি বলেন ঃ পরে মদীনায় আসিয়া উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন ঃ তুমি কি ফতওয়া দিয়াছিলে? আমি বলিলাম ঃ ঐ গোশ্‌ত খাইতে পারে বলিয়া ফতওয়া দিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন ঃ এই ফতওয়া না দিয়া যদি অন্য কোন ফতওয়া তুমি দিতে তবে তোমাকে আমি শাস্তি দিতাম।

٨٥- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ اَنَّ كَعْبَ الْاَحْبَارِ اَقْبَلَ مِنَ الشَّامِ فِي رَكْبٍ حَتَّى اِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، وَجَدُوا لَحْمَ صَيْدٍ. فَاَفْتَاهُمْ كَعْب بِاَكْلِهِ. قَالَ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِالْمَدِينَةِ. ذَكَرُوا ذٰلِكَ لَهُ. فَقَالَ: مَنْ اَفْتَاكُمْ بِهٰذَا؟ قَالُوا: كَعْبٌ: قَالَ: فَاِنِّي قَدْ اَمَّرْتُهُ عَلَيْكُمْ حَتَّى تَرْجِعُوا. ثُمَّ لَمَّا كَانُوا بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ، مَرَّتْ بِهِمْ رِجْلٌ مِنْ جَرَادٍ. فَأَفْتَاهُمْ كَعْبٌ اَنْ يَاْخُذُوهُ، فَيَاْكُلُوهُ. فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ذَكَرُوا لَهُ ذٰلِكَ. فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى اَنْ تُفْتِيَهُمْ بِهٰذَا؟ قَالَ: هُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ. قَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ؟ قَالَ: يَااَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ. اِنْ هِيَ اِلاَّ نَثْرَةُ حُوتٍ يَنْثِرُوهُ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّتَيْنِ.

وَسُئِلَ مَالِك عَمَّا يُوجَدُ مِنْ لُحُومِ الصَّيْدِ عَلَى الطَّرِيقِ: هَلْ يَبْتَاعُهُ الْمُحْرِمُ؟ فَقَالَ: اَمَّا مَا كَانَ مِنْ ذٰلِكَ يُعْتَرَضُ بِهِ الْحَاجُّ، وَمِنْ اَجْلِهِمْ صِيدَ، فَاِنِّي اَكْرَهُهُ. وَاَنْهَى عَنْهُ. فَاَمَّا اَنْ يَكُونَ عِنْدَ رَجُلٍ لَمْ يُرِدْ بِهِ الْمُحْرِمِينَ، فَوَجَدَهُ مُحْرِمٌ، فَابْتَاعَهُ. فَلاَ بَأْسَ بِهِ.

قَالَ مَالِكٌ، فِيمَنْ اَحْرَمَ وَعِنْدَهُ صَيْدٌ قَدْ صَادَهُ، اَوِ ابْتَاعَهُ: فَلَيْسَ عَلَيْهِ اَنْ يُرْسِلَهُ. وَلاَ بَأْسَ اَنْ يَجْعَلَهُ عِنْدَ اَهْلِهِ.

قَالَ مَالِكٌ: فِي صَيْدِ الْحِيتَانِ فِي الْبَحْرِ وَالْاَنْهَارِ وَالْبِرَكِ وَمَا اَشْبَهَ ذٰلِكَ، اَنَّهُ حَلاَلٌ لِلْمُحْرِمِ اَنْ يَصْطَادَهُ.

রেওয়ায়ত ৮৫

কা'ব আহ্‌বার (র) যখন সিরিয়া হইতে আসেন কতিপয় ইহরাম বাঁধা আরোহীও তখন তাঁহার সঙ্গী হয়

পথে তাঁহারা কিছু শিকারের গোশ্ত পাইলেন। কা'ব (র) তাহাদিগকে উহা খাইতে অনুমতি দিলেন। ঐ আরোহী দল মদীনায় আসিয়া উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-কে উক্ত ঘটনা জানাইলেন। তিনি বলিলেন ঃ তোমাদিগকে উক্ত গোশ্ত খাইতে কে ফতওয়া দিয়াছিলেন ? তাঁহারা বলিলেন ঃ কা'ব (র)। তিনি বলিলেন ঃ ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত কা'বকে আমি তোমাদের আমীর বানাইয়া দিলাম। পরে মক্কার পথে তাঁহারা অনেক পঙ্গপাল দেখিতে পাইলেন। কা'ব তাহাদিগকে উহা খাইতে বলিয়া দিলেন। তাঁহারা ফিরিয়া উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-কে উহা জানাইলেন। তিনি কা'বকে বলিলেন ঃ কি বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া তুমি এই ধরনের ফতওয়া দিলে ? কা'ব বলিলেন ঃ এই জাতীয় পঙ্গপাল (টিড্ডী) সামুদ্রিক প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত (আর মুহরিমের জন্য সামুদ্রিক প্রাণী খাওয়া জায়েয)। উমর (রা) বলিলেন ঃ ইহা কেমন করিয়া ? কা'ব বলিলেন ঃ আমীরুল মু'মিনীন! সেই সত্তার কসম যাঁহার হাতে আমার প্রাণ, এই জাতীয় পঙ্গপাল এক প্রকার সামুদ্রিক মাছের হাঁচি হইতে জন্ম হইয়া থাকে। উহা বৎসরে মাত্র দুইবারই হাঁচি দিয়া থাকে।

ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন ঃ মালিক (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল– পথে শিকারের গোশ্ত পাওয়া গেলে মুহরিম ব্যক্তি উহা ক্রয় করিতে পারে কি ? তিনি বলিলেন ঃ হজ্জযাত্রীদের নিয়তে শিকার করিয়া থাকিলে উহা আমার কাছে মাকরূহ বলিয়া মনে হয়, তবে সাধারণভাবে বিশেষ কোন নিয়ত ব্যতিরেকে শিকার করা হইয়া থাকিলে উহা ক্রয় করায় দোষের কিছুই নাই।

মালিক (র) বলেন ঃ ইহরাম বাঁধার সময় কোন ব্যক্তির নিকট তৎকর্তৃক শিকারকৃত কোন পশু ছিল অথবা শিকারকৃত কোন পশু ক্রয় করিল। তবে উহা ছাড়িয়া দেওয়া তাহার জন্য জরুরী নহে, বরং বাড়িতে তাহা রাখিয়া যাইবে।

মালিক (র) বলেন ঃ সমুদ্র, নদী-নালা এবং পুকুর ইত্যাদির মাছ মুহরিমগণ শিকার করিতে পারিবে।

٢٥- باب : مالايحل للمحرم اكله من الصيد

পরিচ্ছেদ ২৫ ঃ যে ধরনের শিকার মুহরিম খাইতে পারে না

٨٦- حَدَّثَنِي يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِى : اَنَّهُ اَهْدَى لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ حِمَارًا وَحْشِيًّا ، وَهُوَ بِالْاَبْوَاءِ اَوْ بِوَدَّانَ . فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا رَاٰى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَا فِى وَجْهِى قَالَ : " اِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ، اِلاَّ اَنَّا حُرُمٌ ".

রেওয়ায়ত ৮৬

সা'ব ইবনে জাস্সামা লায়াসী (রা) বর্ণনা করেন– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবওয়াহ্ বা ওয়াদ্দা[ন] নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন তিনি (রাবী) একটা বন্য গাধা হাদিয়া হিসাবে তাঁহার খেদমতে পেশ করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাহা ফিরাইয়া দিলেন। সা'ব (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইহাতে আমার চেহারায় দুঃখের

অভিব্যক্তি প্রকাশ পাইতে দেখিয়া বলিলেন ঃ আমরা মুহরিম, ইহরাম অবস্থায় আছি। কেবল এইজন্য ইহা ফিরাইয়া দিয়াছি।

٨٧- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ : رَاَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِالْعَرْجِ . وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فِى يَوْمٍ صَائِفٍ. قَدْ غَطَّى وَجْهَهُ بِقَطِيفَةٍ اَرْجُوَانٍ. ثُمَّ اُتِىَ بِلَحْمِ صَيْدٍ . فَقَالَ لِاَصْحَابِهِ : كُلُوا . فَقَالُو : اَوَلاَ تَاْكُلُ اَنْتَ ؟ فَقَالَ : اِنِّى لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ. اِنَّمَا صِيدَ مِنْ اَجْلِى.

রেওয়ায়ত ৮৭

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রবী'আ (র) বলেন ঃ গরমের সময় আর্‌জ নামক স্থানে উসমান ইবনে আফফান (রা)-কে ইহরামের হালতে একটি লাল কম্বল দ্বারা মুখ ঢাকিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিলাম। সেই সময় শিকার করা জন্তুর কিছু গোশ্‌ত তাঁহার নিকট পেশ করা হয়। তিনি সঙ্গীদেরকে উহা খাইয়া নিতে বলিলেন। সঙ্গীরা বলিলেন ঃ আপনি নিজে খাইতেছেন না ? উসমান (রা) বলিলেন, আমি তোমাদের মত নই, ইহা আমার নিয়তে শিকার করা হইয়াছে; সুতরাং আমি খাইতে পারি না।

٨٨- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِيهِ ؛ عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ؛ اَنَّهَا قَالَتْ لَهُ : يَاابْنَ اُخْتِى . اِنَّمَا هِىَ عَشْرُ لَيَالٍ . فَاِنْ تَخَلَّجَ فِى نَفْسِكَ شَىْءٌ، فَدَعْهُ. تَعْنِى اَكْلَ لَحْمِ الصَّيْدِ.

قَالَ مَالِكٌ : فِى الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ يُصَادُ مِنْ اَجْلِهِ صَيْدٌ، فَيُصْنَعُ لَهُ ذٰلِكَ الصَّيْدُ ، فَيَاْكُلُ مِنْهُ. وَهُوَ يَعْلَمُ، اَنَّهُ مِنْ اَجْلِهِ صِيدَ. فَاِنَّ عَلَيْهِ جَزَاءَ ذٰلِكَ الصَّيْدِ كُلِّهِ.

وَسُئِلَ مَالِكٌ : عَنِ الرَّجُلِ يُضْطَرُّ اِلَى اَكْلِ الْمَيْتَةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ. اَيَصِيدُ الصَّيْدُ فَيَاْكُلُهُ ؟ اَمْ يَاْكُلُ الْمَيْتَةَ ؟ فَقَالَ : بَلْ يَاْكُلُ الْمَيْتَةَ. وَذٰلِكَ اَنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمْ يُرَخِّصْ لِلْمُحْرِمِ فِى اَكْلِ الصَّيْدِ ، وَلاَ فِى اَخْذِهِ، فِى حَالٍ مِنَ الْاَحْوَالِ . وَقَدْ اَرْخَصَ فِى الْمَيتَةِ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ.

قَالَ مَالِكٌ : وَاَمَّا مَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ اَوْ ذَبَحَ مِنَ الصَّيْدِ ، فَلاَ يَحِلُّ اَكْلُهُ لِحَلاَلٍ وَلاَلِمُحْرِمٍ. لِاَنَّهُ لَيْسَ بِذَكِىٍّ. كَانَ خَطَأً اَوْ عَمْدًا . فَاَكْلُهُ لاَيَحِلُّ. وَقَدْ سَمِعْتُ ذٰلِكَ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ . وَالَّذِى يَقْتُلُ الصَّيْدَ ثُمَّ يَاْكُلُهُ ، اِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. مِثْلُ مَنْ قَتَلَهُ وَلَمْ يَاْكُلْ مِنْهُ .

রেওয়ায়ত ৮৮

উরওয়াহ্ ইবনে যুবায়র (র) বর্ণনা করেন– উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) তাঁহাকে বলিয়াছেন ঃ ভ্রাতুষ্পুত্র, ইহরামের মাত্র দশটা দিন বাকি। মনে যদি দ্বিধা-সন্দেহের সৃষ্টি হয়, তবে শিকারের গোশত খাওয়া এই কয়দিন একেবারেই ছাড়িয়া দাও।

মালিক (র) বলেন ঃ মুহরিম ব্যক্তির নিয়তে কোন প্রাণী শিকার করা হইয়া থাকিলে, আর ঐ ব্যক্তি উহা জানা থাকা সত্ত্বেও যদি উক্ত শিকার ভক্ষণ করে, তবে তাহাকে উহার পরিবর্তে বদলা আদায় করিতে হইবে।

মালিক (র) বলেন ঃ মালিক (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল– যদি খাদ্যাভাবের দরুন মুহরিম ব্যক্তির জন্য মৃত পশু খাওয়া জায়েয হয়, এমতাবস্থায় সে মৃত প্রাণী খাইবে, না শিকারকৃত প্রাণী আহার করিবে? তিনি বলিলেন ঃ সে মৃত প্রাণী আহার করিবে। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা কালামে পাকে উপায়হীন অবস্থায় মৃত প্রাণী খাওয়ার অনুমতি দিয়াছেন, পক্ষান্তরে মুহরিমের জন্য কোন অবস্থায়ই শিকারকৃত প্রাণী আহার করা অনুমতি প্রদান করেন নাই।

মালিক (র) বলেন ঃ মুহরিম যদি কোন প্রাণী শিকার করে বা ঐ জাতীয় প্রাণী যবেহ করে, তবে উহা খাওয়া মুহরিম বা হালাল (যিনি ইহরাম অবস্থায় নাই) কোন ব্যক্তির জন্যই জায়েয নহে। কেননা শরীয়তের দৃষ্টিতে উহা যবেহ বলিয়া গণ্য হয় না।

মালিক (র) বলেন ঃ শিকার করিয়া সে নিজে আহার করুক বা শিকার করার পর নিজে আহার না করুক, উভয় অবস্থায়ই তাহাকে একই ধরনের কাফ্ফারা দিতে হইবে।

٢٦- باب : امر الصيد فى الحرم

পরিচ্ছেদ ২৬ ঃ হারম [১] শরীফের এলাকায় শিকার করা

٨٩- قَالَ مَالِكٌ : كُلُّ شَيْءٍ صِيدَ فِي الْحَرَمِ ، أَوْ أَرْسِلَ عَلَيْهِ كَلْبٌ فِي الْحَرَمِ ، فَقُتِلَ ذٰلِكَ الصَّيْدُ فِي الْحِلِّ . فَانَّهُ لاَيَحِلُّ اَكْلُهُ ، وَعَلٰى مَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ، جَزَاءُ الصَّيْدِ. فَامَّا الَّذِي يُرْسِلُ كَلْبَهُ عَلَى الصَّيْدِ فِي الْحِلِّ. فَيَطْلُبُهُ حَتّٰى يَصِيدَهُ فِي الْحَرَمِ . فَانَّهُ لاَيُؤْكَلُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذٰلِكَ جَزَاءٌ . اِلاَّ اَنْ يَكُونَ اَرْسَلَهُ عَلَيْهِ ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الْحَرَمِ. فَانْ اَرْسَلَهُ قَرِيبًا مِنَ الْحَرَمِ، فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ .

রেওয়ায়ত ৮৯

মালিক (র) বলেন ঃ হারম শরীফের এলাকায় যদি কোন প্রাণী শিকার করা হয় বা হারম শরীফের এলাকায় কোন প্রাণীকে লক্ষ করিয়া শিকারী কুকুর ছাড়া হয় আর উহা যদি হারম শরীফের বাহিরে নিয়াও উহাকে শিকার করে তবু উক্ত পশু খাওয়া হালাল নহে। যে ব্যক্তি ঐ ধরনের কাজ করিবে তাহাকে কাফ্ফারা হিসাবে উহার বদলা

১. হারম (حرم) –বিজ্ঞ আলিমগণ এ শব্দকে এইভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন– ح হা-এর উপর যবর (فتح) এবং রা -এর উপর যবর (فتح)। ইহার অর্থ পবিত্র মক্কার হারম শরীফের এলাকা এবং পবিত্র স্থান, মাস বা দিবস।

দিতে হইবে। আর যদি হারম শরীফের বাহিরে কোন প্রাণীকে লক্ষ করিয়া শিকারী কুকুর ছাড়া হয় আর উহা হারম শরীফের ভিতর আনিয়া শিকার করে, তবে উহাও খাওয়া জায়েয নহে, কিন্তু উক্ত ব্যক্তির উপর কাফ্ফারা আসিবে না। তবে হারম শরীফের অতি নিকট সীমানায় যদি কুকুর ছাড়িয়া থাকে তবে তাহাকেও কাফ্ফারা দিতে হইবে।

٢٧- باب : الحكم فى الصيد

পরিচ্ছেদ ২৭ ঃ শিকার করার প্রতিফল

٩٠- قَالَ مَالِكٍ : قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى - (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَتَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَاقَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ اَوْعَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَاَبَالَ اَمْرِهِ) . (٥- سورة المائدة، ٩٥)

قَالَ مَالِكٌ : فَالَّذِى يَصِيدُ الصَّيْدَ وَهُوَ حَلاَلٌ. ثُمَّ يَقْتُلُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ . بِمَنْزِلَةِ الَّذِى يَبْتَاعُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ . ثُمَّ يَقْتُلُهُ . وَقَدْ نَهَى اللّٰهُ عَنْ قَتْلِهِ . فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ .

وَلاَمْرُ عِنْدَنَا اَنَّ مَنْ اَصَابَ الصَّيْدَ وَهُوَ مُحْرِمٌ حُكِمَ عَلَيْهِ .

قَالَ يَحْيٰى ، قَالَ مَالِكٌ : اَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِى الَّذِى يَقْتُلُ الصَّيْدَ فَيُحْكَمُ عَلَيْهِ فِيهِ ، اَنْ يُقَوَّمَ الصَّيْدُ الَّذِى اَصَابَ ، فَيُنْظَرَكَمْ ثَمَنُهُ مِنَ الطَّعَامِ ، فَيُطْعِمَ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدًّا . اَوْ يَصُومَ مَكَانَ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا . وَيُنْظَرَكَمْ عِدَّةُ الْمَسَاكِينِ . فَاِنْ كَانُوا عَشَرَةً ، صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ . وَاِنْ كَانُوا عِشْرِيْنَ مَسَكِيْنًا صَامَ عِشْرِيْنَ يَوْمًا . عَدَدَهُمْ مَاكَانُوْا ، وَاِنْ كَانُوْا أَكْثَرَ مِنْ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا .

قَالَ مَالِكٌ : سَمِعْتُ اَنَّهُ يُحْكَمُ عَلَى مَنْ قَتَلَ الصَّيْدَ فِى الْحَرَمِ وَهُوَ حَلاَلٌ ، بِمِثْلِ مَايُحْكَمُ بِهِ عَلَى الْمُحْرِمِ الَّذِى يَقْتُلُ الصَّيْدَ فِى الْحَرَمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

রেওয়ায়ত ৯০

মালিক (র) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন– হে মু'মিনগণ, ইহরাম অবস্থায় তোমরা কোন প্রাণী শিকার করিও না। কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে শিকার করে তবে যাহা শিকার করিল তদ্রূপ একটি গৃহপালিত পশু তাহাকে বদলা দিতে হইবে। ইহার ফয়সালা তোমাদের মধ্যে দুইজন তাকওয়ার অধিকারী লোক করিয়া দিবে।

এইরূপ ধার্যকৃত পশু কুরবানী হিসাবে মক্কায় প্রেরিত হইবে অথবা উহার কাফ্ফারা হইবে মিসকীনকে আহার্য দান করা বা সমপরিমাণ রোযা রাখা যাহাতে সে স্বীয় কৃতকর্মের ফল ভোগ করিতে পারে।

মালিক (র) বলেন ঃ কোন ইহ্রামবিহীন ব্যক্তি যদি কোন প্রাণী শিকার করিয়া পরে ইহ্রাম বাঁধিয়া উক্ত শিকার বধ করে, তবে সে ঐ মুহ্রিম ব্যক্তির মত, যে ব্যক্তি শিকারকৃত প্রাণী খরিদ করিয়া বধ করে। আল্লাহ্ উহা হইতে নিষেধ করিয়াছেন, সুতরাং উক্ত ব্যক্তির উপরও উহার বিনিময় প্রদান ওয়াজিব হইবে।

মালিক (র) বলেন ঃ আমাদের সিদ্ধান্ত হইল, মুহ্রিম একা বা দলবদ্ধভাবে যেভাবেই শিকার করুন না কেন তাঁহার উপর বদলা দেওয়ার হুকুম প্রযোজ্য হইবে।

মালিক (র) বলেন ঃ এই বিষয়ে সর্বোত্তম যে কথা আমি শুনিয়াছি তাহা হইল– শিকারকৃত প্রাণীটির মূল্য হিসাব করিয়া দেখা হইবে যে, ঐ মূল্যের বিনিময়ে কত পরিমাণ শস্য বাজারে পাওয়া যায়। পরে এক এক 'মুদ' পরিমাণ শস্য এক একজন মিসকীনকে দিয়া দেওয়া হইবে বা এক এক মুদ হিসাবে যক্ত পরিমাণ মুদ হইবে তত সংখ্যক রোযা রাখিবে। মিসকীনদের সংখ্যা হিসাবে তাহা হইবে। দশজন মিসকীন হইলে দশ রোযা, বিশজন হইলে বিশ রোযা, এইভাবে সংখ্যা ষাটের অধিকও যদি হইয়া যায় তবে তত পরিমাণ রোযা তাহাকে রাখিতে হইবে।

মালিক (র) বলেন ঃ আমি শুনিয়াছি যে, ইহ্রামবিহীন ব্যক্তি হারম শরীফের অভ্যন্তরে কোন প্রাণী শিকার করিলে তাহার উপর ইহ্রাম বাঁধিয়া হারমের ভিতর বধ করার মত হুকুম হইবে।

٢٨- باب : مايقتل المحرم من الدواب

পরিচ্ছেদ ২৮ ঃ ইহ্রাম অবস্থায় কোন্ ধরনের প্রাণী বধ করা জায়েয

٩١- حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ : اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : " خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ : الْغُرَابُ ، وَالْحِدَاةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْفَارَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ".

রেওয়ায়ত ৯১

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ পাঁচ প্রকার প্রাণী মুহ্রিম ব্যক্তি যদি বধ করে তবে তাহার কোন গুনাহ হইবে না– কাক, চিল, বিচ্ছু, ইঁদুর, হিংস্র কুকুর (বা হিংস্র জন্তু, যথা বাঘ, চিতাবাঘ ইত্যাদি)।

٩٢- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ : اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : " خَمْسٌ مِنَ الدَّوَبِّ . مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ : الْعَقْرَبُ ، وَالْفَارَةُ ، وَالْغُرَابُ وَالْحِدَاةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ".

রেওয়ায়ত ৯২

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ পাঁচ ধরনের প্রাণী ইহ্রাম অবস্থায় যদি

কেউ হত্যা করে, তবে তাহার কোন গুনাহ্ হইবে না; যথা বিচ্ছু, ইঁদুর, হিংস্র কুকুর, চিল ও কাক।

٩٣- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِيهِ : اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "خَمْسٌ فَوَاسِقُ . يُقْتَلْنَ فِى الْحَرَمِ : الْفَارَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْغُرَابُ ، وَالْغُرَابُ ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ".

রেওয়ায়ত ৯৩

হিশাম ইব্‌ন উরওয়াহ্ (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ পাঁচ প্রকার প্রাণী ফাসিক। এইগুলি হারম শরীফের ভিতর ও বাহিরে যেকোন স্থানে পাওয়া গেলে মারিয়া ফেলা উচিত; যথা ইঁদুর, বিচ্ছু, কাক, চিল ও হিংস্র কুকুর।

٩٤- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ فِى الْحَرَمِ .

قَالَ مَالِكٌ : فِى الْكَلْبِ الْعَقُورِ الَّذِى اُمِرَ بِقَتْلِهِ فِى الْحَرَمِ . اِنَّ كُلَّ مَا عَقَرَ النَّاسَ ، وَعَدَا عَلَيْهِمْ ، وَاَخَافَهُمْ ، مِثْلُ الاَسَدِ وَالنَّمِرِ وَالْفَهْدِ وَالذِّئْبِ فَهُوَ الْكَلْبُ الْعَقُورُ . وَاَمَّا مَاكَانَ مِنَ السِّبَاعِ ، لاَيَعْدُو . مِثْلُ الضَّبُعِ، وَالثَّعْلَبِ وَالْهِرِّ ، وَمَا اَشْبَهَهُنَّ مِنَ السِّبَاعِ . فَلاَ يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ . فَاِنْ قَتَلَهُ فَدَاهُ . وَاَمَّا مَاضَرَّ مِنَ الطَّيْرِ، فَاِنَّ الْمُحْرِمَ لاَيَقْتُلُهُ اِلاَّ مَاسَمَّى النَّبِىُّ ﷺ الْغُرَابُ وَالْحِدَاةُ . وَاِنْ قَتَلَ الْمُحْرِمُ شَيْئًا مِنَ الطَّيْرِ سِوَاهُمَا ، فَدَاهُ .

রেওয়ায়ত ৯৪

ইব্‌ন শিহাব (র) হইতে বর্ণিত– উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) হারম শরীফে সাপ মারার হুকুম দিয়াছেন।

মালিক (র) বলেন ঃ হিংস্র কুকুর বলিতে যাহাকে হারম শরীফে হত্যার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, তাহা এই ধরনের পশুকে বুঝায় যাহা মানুষকে কামড়ায় বা হামলা করে বা ভয় প্রদর্শন করে, যেমন সিংহ, বাঘ, চিতাবাঘ ইত্যাদি। কিন্তু যে সমস্ত পশু হিংস্র বটে, তবে হামলা করে না, যেমন হায়েনা, শিয়াল, বিড়াল ইত্যাদি পশু– মুহরিম ব্যক্তির এইগুলি মারা উচিত নহে। মারিলে তাহার উপর ফিদয়া দেওয়া ওয়াজিব।

আর যে সমস্ত পাখির উল্লেখ নবী করীম ﷺ করিয়াছেন (যেমন কাক ও চিল), এইগুলি ব্যতীত অন্যান্য ক্ষতিকারক পাখিও মুহরিম ব্যক্তির জন্য হত্যা করিলে তাহাকে ফিদ্য়া দিতে হইবে।

٢٩- باب : مايجوز للمحرم ان يفعل

পরিচ্ছেদ ২৯ ঃ ইহরাম অবস্থায় কি ধরনের কাজ করা জায়েয

٩٥- حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ بْنِ

الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْهُدَيْرِ ؛ اَنَّهُ رَاَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَرِّدُ بَعِيرًا لَهُ فِى طِينٍ بِالسُّقْيَا . وَهُوَ مُحْرِمٌ .

قَالَ مَالِكٌ : وَاَنَا اَكْرَهُهُ .

রেওয়ায়ত ৯৫

রবী'আ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে হুদায়র (র) উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-কে সুক্‌ইয়া নামক জনপদে স্বীয় উটের উকুন বাহির করিয়া কাদায় ফেলিতে দেখিয়াছেন, অথচ তিনি তখন ইহ্‌রাম অবস্থায় ছিলেন।

মালিক (র) বলেন ঃ আমি ইহাকে অপছন্দ করি।

٩٦- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ اَبِى عَلْقَمَةَ، عَنْ اُمِّهِ ؛ اَنَّهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ تُسْاَلُ عَنِ الْمُحْرِمِ. اَيَحُكُّ جَسَدَهُ ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ فَلْيَحْكُكْهُ وَلْيَشْدُدْ . وَلَوْ رُبِطَتْ يَدَاىَ، وَلَمْ اَجِدْ اِلاَّ رِجْلَىَّ لَحَكَكْتُ .

রেওয়ায়ত ৯৬

আলকামা ইব্‌ন আবি আলকামা (র) তাঁহার মাতা হইতে বর্ণনা করেন– নবী করীম ﷺ-এর পত্নী আয়েশা (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল ঃ ইহরাম অবস্থায় শরীর চুলকাইতে পারিবে কি ? তিনি (আয়েশ রা.) বলেন ঃ হ্যাঁ, চুলকাইতে পারিবে, ভালভাবে চুলকাইতে পারিবে। কেউ আমার হাত বাঁধিয়া রাখিলে তবে পা দ্বারা যদি সম্ভব হয়, প্রয়োজন হইলে তাহা দিয়াই আমি চুলকাইব।

٩٧- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ اَيُّوبَ بْنِ مُوسٰى ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ نَظَرَ فِى الْمِرْاٰةِ لِشَكْوٍ كَانَ بِعَيْنَيْهِ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ .

রেওয়ায়ত ৯৭

আইয়ুব ইব্‌ন মূসা (র) বর্ণনা করেন– চোখে অসুখ হওয়ায় আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে উমর (রা) ইহরাম অবস্থায়ও আয়না দেখিয়াছিলেন।

٩٨- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ اَنْ يَنْزِعَ الْمُحْرِمُ حَلَمَةً اَوْ قُرَادًا عَنْ بَعِيرِهِ .

قَالَ مَالِكٌ : وَذٰلِكَ اَحَبُّ مَا سَمِعْتُ اِلَىَّ فِى ذٰلِكَ .

রেওয়ায়ত ৯৮

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত– আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে উমর (রা) মুহরিম ব্যক্তির জন্য উটের উকুন ইত্যাদি বাহির করা মাকরূহ বলিয়া মনে করিতেন। মালিক (র) বলেন ঃ আমার নিকট এই মতটিই অধিক প্রিয়।

٩٩- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِي مَرْيَمَ ؛ اَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ ظُفْرٍلَهُ انْكَسَرَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَقَالَ سَعِيدٌ : اقْطَعْهُ.

وَسُئِلَ مَالِكٌ ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَكِي اُذُنَهُ . اَيَقْطُرُ فِي اُذُنِهِ مِنَ الْبَانِ الَّذِي لَمْ يُطَيَّبْ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ؟ فَقَالَ : لاَ اَرَى بِذٰلِكَ بَأْسًا. وَلَوْ جَعَلَهُ فِي فِيهِ ، لَمْ اَرَ بِذٰلِكَ بَأْسًا .

قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ بَأْسَ اَنْ يَبُطَّ الْمُحْرِمُ خُرَاجَهُ ، وَيَفْقَا دُمَّلَهُ ، وَيَقْطَعَ عِرْقَهُ، اِذَا احْتَاجَ اِلَى ذٰلِكَ .

রেওয়ায়ত ৯৯

মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ মরইয়াম (র) সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (র)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ ইহরামকালে আমার একটা নখ ভাঙিয়া গিয়াছে, এখন কি করিব ? সাঈদ (র) বলিলেন ঃ ইহা কাটিয়া ফেল।

ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন ঃ মালিক (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল– মুহরিম ব্যক্তির কানে ব্যথা হইলে সে কানে গন্ধবিহীন তেল ব্যবহার করিতে পারিবে কি ? তিনি বলিলেন ঃ ইহাতে কোন দোষ নাই। যদি মুখেও ঢালে, তবুও আমি দোষ মনে করি না।

মালিক (র) বলেন ঃ মুহরিম ব্যক্তি যদি ফোঁড়া বা ফোস্কা ফাটাইয়া দেয় বা প্রয়োজনে সিঙ্গা লাগায় তবে কোন গুনাহ্ হইবে না।

٣٠- باب : الحج عمن يحج عنه

পরিচ্ছেদ ৩০ ঃ হজ্জে-বদল

١٠٠- حَدَّثَنِي يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ : كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ . فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَشْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ. فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظرُ اِلَيْهَا وَتَنْظُرُ اِلَيْهِ . فَجَعَلَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ اِلَى الشِّقِّ الْاٰخَرِ. فَقَالَتْ : يَارَسُولَ اللّٰهِ. اِنَّ فَرِيضَةَ اللّٰهِ فِي الْحَجِّ اَدْرَكَتْ اَبِي شَيْخًا كَبِيرًا . لاَ يَسْتَطِيعُ اَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ . اَفَاحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ : "نَعَمْ" وَذٰلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ .

রেওয়ায়ত ১০০

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন– ফযল ইব্ন আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সহিত তাঁহার

পিছনে আরোহী ছিলেন। এমন সময় খাস'আম কবীলার এক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট মাসআলা জানিতে আসিলেন। ফযল তাহার দিকে তাকাইতে লাগিলেন আর সেই মহিলাটিও ফযলকে দেখিতে লাগিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফযলের চেহারা অন্যদিকে ঘুরাইয়া দিলেন। মহিলাটি বলিলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আমার পিতার উপর হজ্জ এমন সময় ফরয হইল যে, বার্ধক্যজনিত কারণে তিনি এত দুর্বল যে, উটের পিঠে বসিতে সক্ষম নন। তাঁহার পক্ষ হইতে হজ্জ করা আমার জন্য বৈধ হইবে কি ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন, হ্যাঁ, করিয়া নাও। এই ঘটনাটি ছিল বিদায় হজ্জের।

٣١- باب : ماجاء فيمن احصر بعدوٍّ

পরিচ্ছেদ ৩১ ঃ শত্রু দ্বারা পথে বাধাপ্রাপ্ত হইলে হজ্জ সম্পাদনে ইচ্ছুক ব্যক্তি কি করিবে

١٠١- حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، قَالَ : حُبِسَ بِعَدُوٍّ، فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ ، فَإِنَّهُ يَحِلُّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَيَنْحَرُ هَدْيَهُ . وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ حَيْثُ حُبِسَ . وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ .

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ حَلَّ هُوَ وَاَصْحَابُهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ . فَنَحَرُوا الْهَدْيَ . وَحَلَقُوا رُؤُوسَهُمْ . وَحَلُّوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ اَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ . وَقَبْلَ اَنْ يَصِلَ اِلَيْهِ الْهَدْيُ . ثُمَّ لَمْ يُعْلَمْ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ اَحَدًا مِنْ اَصْحَابِهِ ، وَلاَ مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ ، اَنْ يَقْضُوا شَيْئًا ، وَلاَ يَعُودُوا لِشَيْءٍ .

রেওয়ায়ত ১০১

মালিক (র) বলেন ঃ শত্রু যদি কাহারও যাত্রাপথে বাধার সৃষ্টি করে এবং বায়তুল্লাহ্ পর্যন্ত সে যদি পৌঁছিতে না পারে তবে যে স্থানে বাধাপ্রাপ্ত হইবে সেই স্থানেই সে ইহরাম খুলিয়া ফেলিবে ও কুরবানী দিবে এবং মাথা কামাইয়া ফেলিবে। তাহাকে আর দ্বিতীয়বার এই হজ্জ কাযা করিতে হইবে না।

মালিক (র) বলেন ঃ তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, মক্কার কাফিরগণ হুদায়বিয়ার ময়দানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁহার সাহাবীগণকে মক্কায় যাইতে বাধা দিল। তখন তাঁহারা সেখানেই ইহরাম খুলিয়া ফেলিয়াছিলেন, হাদ্‌য়ী কুরবানী দিয়াছিলেন এবং মাথা কামাইয়া নিয়াছিলেন। বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ এবং কুরবানীর পশু মক্কায় পৌঁছার পূর্বেই তাঁহারা হালাল হইয়া গিয়াছিলেন। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন সঙ্গী বা সাহাবীকে দ্বিতীয়বার এই হজ্জ কাযা করার বা পুনরায় করার নির্দেশ দিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের জানা নাই।[১]

١٠٢- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ : اَنَّهُ قَالَ ، حِينَ

১. শত্রু দ্বারা হজ্জের পথে বাধাপ্রাপ্ত হওয়াকে ইহসার বলা হয়। আবূ হানীফা (র)-এর মতে মুহসার বা বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে দ্বিতীয়বার এই হজ্জ কাযা করিতে হইবে।

خَرَجَ اِلَى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِى الْفِتْنَةِ : اِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ، صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ . فَاَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ، مِنْ اَجْلِ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ، عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ .

ثُمَّ اِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ نَظَرَ فِى اَمْرِهِ فَقَالَ : مَااَمْرُهُمَا اِلاَّ وَاحِدٌ. ثُمَّ الْتَفَتَ اِلَى اَصْحَابِهِ فَقَالَ : مَا اَمْرُهُمَا اِلاَّ وَاحِدٌ. اَشْهِدُكُمْ اَنِّى قَدْ اَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ .

ثُمَّ نَفَذَ حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ. فَطَافَ طَوَافًا وَاحِدًا. وَرَأَى ذٰلِكَ مُجْزِيًا عَنْهُ وَاَهْدَى .

قَالَ مَالِكٌ : فَهٰذَا الْاَمْرُ عِنْدَنَا . فِيمَنْ اُحْصِرَ بِعَدُوٍّ كَمَا اُحْصِرَ النَّبِىُّ ﷺ وَاَصْحَابُهُ . فَاَمَّا مَنْ اُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ. فَاِنَّهُ لاَيَحِلُّ دُونَ الْبَيْتِ .

রেওয়ায়ত ১০২

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত– বিশৃংখলার বৎসর আবদুল্লাহ্ ইব্নে উমর (রা) উমরা করার নিয়তে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করার সময় বলিয়াছিলেন ঃ বায়তুল্লায় যাওয়ার পথে যদি আমি বাধাপ্রাপ্ত হই, তবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে থাকাকালীন এই অবস্থায় আমরা যাহা করিয়াছিলাম আজও তাহাই করিব। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হুদায়বিয়ার বৎসর শুধু উমরার নিয়তেই মক্কা যাত্রা করিয়াছিলেন– এই কথা খেয়াল করিয়া আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-ও শুধু উমরার ইহরাম বাঁধিলেন। পরে চিন্তা করিয়া দেখিলেন, বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার বেলায় হজ্জ ও উমরার হুকুম একই ধরনের। তোমাদিগকে সাক্ষী বানাইতেছি যে, আমি এখন হজ্জ ও উমরা উভয়ই আমার উপর ওয়াজিব করিয়া নিলাম। এই বলিয়া তিনি যাত্রা শুরু করিলেন এবং বায়তুল্লায় আসিয়া তাওয়াফ সমাধা করিলেন, আর এইটুকুই নিজের জন্য যথেষ্ট মনে করিলেন। কুরবানীর যে পশু ছিল তাহাও নাহ্র করিলেন।[১]

মালিক (র) বলেন ঃ আমার মতে নবী করীম ﷺ এবং তাঁহার সাহাবীগণ যাহা করিয়াছিলেন হজ্জের পথে বাধাপ্রাপ্ত হইলে তাহাই করা উচিত। তবে শত্রুর দ্বারা নয়, অন্য কোন কারণে বাধাপ্রাপ্ত হইলে বায়তুল্লাহ্ না যাওয়া পর্যন্ত আর সে হালাল হইবে না।

৩২– باب : ماجاء فيمن احصر بغير عدوّ

পরিচ্ছেদ ৩২ ঃ শত্রু ব্যতীত অন্য কোন কারণে বাধাপ্রাপ্ত হইলে কি করণীয়

১০৩– حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمْ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ اَنَّهُ قَالَ : الْمُحْصَرُ بِمَرَضٍ لاَ يَحِلُّ. حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، وَيَسْعَى

১. এই সময় হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা)-এর উপর মক্কায় হামলা চালাইয়াছিল। তাই এই সময়টাকে এখানে বিশৃংখলার বৎসর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অতঃপর তিনি সাথীদের দিকে লক্ষ করিয়া বলিলেন ঃ বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার বেলায় হজ্জ ও উমরার হুকুম একই ধরনের।

بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . فَاِذَا اضْطُرَّ اِلَى لُبْسِ شَىْءٍ مِنَ الثِّيَابِ الَّتِى لاَبُدَّلَهُ مِنْهَا ، اَوِ الدَّوَاءِ صَنَعَ ذٰلِكَ وَافْتَدَى.

রেওয়ায়ত ১০৩

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ অসুস্থতার কারণে যদি কাহারও যাত্রা বাধাপ্রাপ্ত হয় তবে তাওয়াফ ও সাফা মারওয়ার সা'য়ী করা ব্যতীত সে হালাল হইবে না। কোন কাপড় বা ঔষধ ব্যবহার করার প্রয়োজন হইলে (যাহা ইহরাম অবস্থায় জায়েয নহে) তাহা ব্যবহার করিবে এবং উহার ফিদ্‌য়া দিবে।[১]

١٠٤- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ ، اَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ :اَلْمُحْرِمُ لاَيُحِلُّهُ اِلاَّ الْبَيْتُ .

রেওয়ায়ত ১০৪

ইয়াহ্ইয়া ইব্‌নে সাঈদ (র) বলেন ঃ তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) বলিতেন, ইহরামকে শুধু বায়তুল্লাহ্ই হালাল করিতে পারে।

١٠٥- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ اَيُّوبَ بْنِ اَبِى تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِىِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ الْبَصْرَةِ، كَانَ قَدِيمًا ؛ اَنَّهُ قَالَ : خَرَجْتُ اِلَى مَكَّةَ. حَتَّى اِذَا كُنْتُ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ. كُسِرَتْ فَخِذِى. فَاَرْسَلْتُ اِلَى مَكَّةَ . وَبِهَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ، وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ ، وَالنَّاسُ . فَلَمْ يُرَخِّصْ لِى اَحَدٌاَنْ اَحِلَّ. فَاَقَمْتُ عَلَى ذٰلِكَ الْمَاءِ سَبْعَةَ اَشْهُرٍ. حَتَّى اَحْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ .

রেওয়ায়ত ১০৫

আইয়ূব ইব্‌ন আবি তামীমা সাখতীয়ানী (র) বসরার জনৈক প্রবীণ[২] ব্যক্তি হইতে বর্ণনা করেন- তিনি বলেন ঃ মক্কার উদ্দেশ্যে একবার রওয়ানা হইলাম। পথে উট হইতে পড়িয়া আমার উরু ভাঙিয়া যায়। মক্কায় আমি একজনকে পাঠাইলাম। তখন সেখানে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা), আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) এবং আরও অনেক বিজ্ঞ লোক উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের কেউই আমাকে এই অবস্থায় ইহরাম খুলিতে অনুমতি দিলেন না। ফলে সাত মাস পর্যন্ত সেখানে আমি পড়িয়া রহিলাম। শেষে সুস্থ হইয়া উমরা আদায় করিয়া ইহ্‌রাম খুলিলাম।

١٠٦- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ اَنَّهُ قَالَ : مَنْ حُبِسَ دُونَ الْبَيْتِ بِمَرَضٍ ، فَاِنَّهُ لاَ يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ

১. ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে রোগ, ইত্যাদির কারণেও 'ইহসার' হইতে পারে।
২. আবূ উমর (র) বলেন ঃ বসরার উক্ত ব্যক্তির নাম আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ। কেউ কেউ তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন ইয়াযিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আশ-শিখ্‌খীর।

بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ اَنَّ سَعِيدَ بْنَ حُزَابَةَ الْمَخْزُومِيَّ ، صُرِعَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ . فَسَأَلَ : مَنْ يَلِي عَلَى الْمَاءِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ ؟ فَوَجَدَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ ، وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، وَمَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ . فَذَكَرَ لَهُمُ الَّذِي عَرَضَ لَهُ . فَكُلُّهُمْ اَمَرَهُ اَنْ يَتَدَاوَى بِمَا لاَبُدَّلَهُ مِنْهُ. وَيَفْتَدِيَ فَاِذَا صَحَّ اعْتَمَرَ، فَحَلَّ مِنْ اِحْرَامِهِ . ثُمَّ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ ، وَيُهْدِي مَااسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ .

قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى هٰذَا، الاَمْرُ عِنْدَنَا. فِيمَنْ اُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ . وَقَدْ اَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، اَبَا اَيُّوبَ الاَنْصَارِيَّ ، وَهَبَّارَ بْنَ الاَسْوَدِ ، حِينَ فَاتَهُمَا الْحَجُّ ، وَاَتَيَا يَوْمَ النَّحْرِ، اَنْ يَحِلاَّ بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ يَرْجِعَا حَلاَلاً . ثُمَّ يَحُجَّانِ عَامًا قَابِلاً، وَيُهْدِيَانِ . فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ، وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعَ اِلَى اَهْلِهِ .

قَالَ مَالِك : وَكُلُّ مَنْ حُبِسَ عَنِ الْحَجِّ بَعْدَ مَايُحْرِمُ ، اِمَّا بِمَرَضٍ اَوْ بِغَيْرِهِ . اَوْ بِخَطَاءٍ مِنَ الْعَدَدِ . اَوْ خَفِيَ عَلَيْهِ الْهِلاَلُ . فَهُوَ مُحْصَرٌ . عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُحْصَرِ.

قَالَ يَحْيٰى : سُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ اَهَلَّ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ بِالْحَجِّ . ثُمَّ اَصَابَهُ كَسْرٌ ، اَوْ بَطْنٌ مُتَحَرِّقٌ . اَوامْرَأَةٌ تَطْلَقُ . قَالَ : مَنْ اَصَابَهُ هٰذَا مِنْهُمْ فَهُوَ مُحْصَرٌ. يَكُونَ عَلَيْهِ مِثْلِ مَا عَلَى اَهْلِ الآفَاقِ، اِذَا هُمْ اُحْصِرُوا .

قَالَ مَالِكٌ : فِي رَجُلٍ قَدِمَ مُعْتَمِرًا فِي اَشْهُرِ الْحَجِّ حَتَّى اِذَا قَضَى عُمْرَتَهُ اَهَلَّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ . ثُمَّ كُسِرَ اَوْ اَصَابَهُ اَمْرٌلاَ يَقْدِرُ عَلَى اَنْ يَحْضُرَ مَعَ النَّاسِ الْمَوْقِفَ . قَالَ مَالِكٌ : اَرَى اَنْ يُقِيمَ. حَتَّى اِذَا بَرَأَ خَرَجَ اِلَى الْحِلِّ . ثُمَّ يَرْجِعُ اِلَى مَكَّةَ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ . وَيَسْعٰى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . ثُمَّ يَحِلُّ . ثُمَّ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ وَالْهَدْيُ .

قَالَ مَالِكٌ : فِيمَنْ اَهَلَّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ . ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعٰى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ مَرِضَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ اَنْ يَحْضُرَ مَعَ النَّاسِ الْمَوْقِفَ .

قَالَ مَالِكٌ : اِذَا فَاتَهُ الْحَجُّ . فَاِنِ اسْتَطَاعَ خَرَجَ اِلَى الْحِلِّ ، فَدَخَلَ بِعُمْرَةٍ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ ، وَسَعٰى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . لاَنَّ الطَّوَافَ الاَوَّلَ لَمْ يَكُنْ نَوَاهُ لِلْعُمْرَةِ . فَلِذٰلِكَ يَعْمَلُ بِهٰذَا . وَعَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ وَالْهَدْىُ . فَاِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ اَهْلِ مَكَّةَ . فَاَصَابَهُ مَرَض حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَجِّ ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعٰى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . حَلَّ بِعُمْرَةٍ وَطَافَ بِالْبَيتِ طَوَافًا أُخَرَ . وَسَعٰى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لاَنَّ طَوَافَهُ الاَوَّلَ ، وَسَعْيَهُ ، اِنَّمَا كَانَ نَوَاهُ لِلْحَجِّ . وَعَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ وَالْهَدْىُ .

রেওয়ায়ত ১০৬

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ অসুস্থতার কারণে যদি কেউ যাত্রা করিয়াও খানা-এ-কাবায় পৌঁছিতে না পারে তবে তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সা'য়ী না করা পর্যন্ত সে আর হালাল হইবে না।

সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার (রা) হইতে বর্ণিত— মা'বদ ইব্ন হুযাবা মাখযুমী (র্) মক্কা আসার পথে তাঁহার বাহন হইতে পড়িয়া গিয়া আহত হন। তিনি তখন ইহ্রাম অবস্থায় ছিলেন। অতঃপর একটি কূপের নিকট যাত্রা বিরতি করিলেন এবং খোঁজ নিয়া জানিতে পারিলেন যে, সেখানে আবদুল্লাহ্ ইব্নে উমর (রা), আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) এবং মারওয়ান ইবনুল হাকাম (রা) আছেন। তাঁহাদের নিকট উক্ত ঘটনা বর্ণনা করিলে তাঁহারা বলিলেন ঃ প্রয়োজনীয় ঔষধ ব্যবহার কর আর উহার ফিদ্য়া আদায় করিয়া দিও। সুস্থ হওয়ার পর উমরা আদায় করিয়া ইহ্রাম খুলিয়া ফেলিও। আগামী বৎসর পুনরায় এই হজ্জ আদায় করিয়া নিও এবং সামর্থ্যানুযায়ী কুরবানী দিও। মালিক (র) বলেন ঃ শত্রু ছাড়া অন্য কোন কারণে হজ্জে বাধাপ্রাপ্ত হইলে আমাদের নিকটও মাসআলা অনুরূপ।

মালিক (র) বলেন ঃ আবূ আইয়ুব আনসারী (রা) এবং হাব্বান ইব্ন আসওয়াদ (রা) যখন হজ্জের নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হইতে পারিলেন না এবং নাহরের দিন উপস্থিত হইলেন, সেই বৎসর দশ তারিখে মক্কায় গিয়া পৌঁছিলেন, তখন উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন ঃ উমরা করিয়া ইহ্রাম খুলিয়া নিন এবং এই বৎসর ফিরিয়া যান। আগামী বৎসর হজ্জ করিবেন এবং কুরবানী দিবেন। কুরবানীর সামর্থ্য না হইলে আপনাদেরকে হজ্জের সময় তিনদিন এবং বাড়ি ফিরিয়া সাতদিন রোযা রাখিতে হইবে।

মালিক (র) বলেন ঃ ইহ্রাম বাঁধার পর অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে— যেমন তারিখে ভুল করার দরুন, যদি হজ্জ করিতে না পারে তবে তাহার হুকুম মুহসারের মত হইবে।[১]

ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন— মালিক (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল— মক্কাবাসী কোন ব্যক্তি হজ্জের নিয়তে ইহ্রাম বাঁধার পর তাহার পা ভাঙিয়া গেল বা দাস্ত শুরু হইল, এখন সে কি করিবে ? তিনি বলিলেন ঃ তাহার হুকুম মুহসারের মত। মক্কার বাহিরের অধিবাসী কোন ব্যক্তির ইহসার বা বাধাপ্রাপ্ত হইলে যে হুকুম, এখানেও সেই হুকুম প্রযোজ্য হইবে।

মালিক (র) বলেন ঃ হজ্জের মাসে কোন ব্যক্তি উমরার ইহ্রাম বাঁধিয়া মক্কা আসিল এবং উমরা সমাধা

---

১. অর্থাৎ উমরা করিয়া ইহ্রাম খুলিবে এবং কুরবানী দিবে।

করিয়া মক্কা হইতে পুনরায় হজ্জের ইহরাম বাঁধার পর তাহার পা ভাঙিয়া গেল বা এমন কোন কষ্ট পাইল যাহাতে সে আরাফাতে যাইতে আর সক্ষম হইল না। তখন সে যখন সুস্থ হইবে হারম শরীফের বাহিরে গিয়া মক্কায় ফিরিয়া আসিবে এবং তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সা'য়ী করিয়া ইহরাম খুলিয়া ফেলিবে। পরে আগামী বৎসর পুনরায় হজ্জ করিবে এবং কুরবানী দিবে।

মালিক (র) বলেন ঃ কোন ব্যক্তি হজ্জের মওসুমে উমরার ইহরাম বাঁধিয়া মক্কায় প্রবেশ করিল। অতঃপর উমরা পূর্ণ করিয়া মক্কা হইতে হজ্জের ইহরাম বাঁধিল। অতঃপর (দুর্ঘটনায় হাত-পা) ভাঙিল অথবা অন্য কোন বাধার সম্মুখীন হইল। ফলে অন্য লোকদের সঙ্গে আরাফাতে উপস্থিত হইতে পারে নাই। মালিক (র) বলেন ঃ উক্ত ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় থাকিবে। যখন সে সুস্থ হইবে, হিলের (হারম শরীফের বাহিরে) দিকে যাইবে। অতঃপর মক্কার দিকে প্রত্যাবর্তন করিবে। তাওয়াফ করিবে ও সাফা-মারওয়া সা'য়ী করিবে এবং হালাল হইবে। তাহার উপর আগামী বৎসর হাদ্য়ী ও হজ্জ ওয়াজিব হইবে।

মালিক (র) বলেন ঃ যে ব্যক্তি মক্কা হইতে হজ্জের ইহরাম বাঁধিয়াছে, তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়া সা'য়ী করিয়াছে, অতঃপর সে অসুস্থ হইয়া পড়ে এবং লোকের সঙ্গে আরাফাতে উপস্থিত হইতে পারে নাই। তিনি বলেন ঃ যদি সে হজ্জ করিতে না পারে যখন সম্ভব হইবে তখন সে হিলের দিকে যাইবে এবং উমরার নিয়ত করিয়া মক্কায় প্রবেশ করিবে। ইহার কারণ, প্রথমে সে তাওয়াফ ও উমরার নিয়ত করে নাই। এইজন্য সে পুনরায় তাওয়াফ ও সা'য়ী করিবে এবং তাহার উপর আগামী বৎসর হাদ্য়ী ও হজ্জ ওয়াজিব হইবে।

মালিক (র) বলেন ঃ যে ব্যক্তি হজ্জের ইহরাম বাঁধিয়াছে সে যদি মক্কার বাহিরের লোক হয়, সে অসুস্থতার দরুন যদি হজ্জ করিতে না পারে, অথচ ইহার পূর্বে সে তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়া সায়ী করিয়াছিল, সেই ব্যক্তি উমরা করিয়া হালাল হইবে এবং আরেকবার বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সায়ী করিবে। কারণ তাহার পূর্বের তাওয়াফ ও সায়ী ছিল হজ্জের নিয়তে। তাহার উপর আগামী বৎসর হাদ্য়ী ও হজ্জ ওয়াজিব হইবে।

٣٣- باب : ماجاء فى بناء الكعبة

পরিচ্ছেদ ৩৩ ঃ কা'বা শরীফ নির্মাণ প্রসঙ্গ

١٠٧- حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ ، اَخْبَرَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : "اَلَمْ تَرَى اَنَّ قَوْمَكِ حِينَ بَنَوُا الْكَعْبَةَ ، اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ اِبْرَاهِيمَ ؟" قَالَتْ فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللّٰهِ اَفَلاَ تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ اِبْرَاهِيمَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : " لَوْلاَ حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَفَعَلْتُ " قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ : لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةَ سَمِعَتْ هٰذَا مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ ، مَاأُرَى رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ تَرَكَ اسْتِلاَمَ الرُّكْنَيْنِ ، الَّذِيْنَ يَلِيَانِ الْحِجْرَ ، اِلاَّ اَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ اِبْرَاهِيمَ.

রেওয়ায়ত ১০৭

আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত– নবী করীম ﷺ বলেন ঃ তুমি কি লক্ষ কর নাই, তোমার কওম কুরাইশগণ যখন কা'বা শরীফ পুনঃনির্মাণ করে তখন ইব্‌রাহীম (আ) যে চৌহদ্দি নিয়া ইহা নির্মাণ করিয়াছিলেন ইহা হইতে কিছু কমাইয়া ফেলিয়াছিল ? আয়েশা (রা) বলিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইব্‌রাহীম (আ) যেমন বানাইয়াছিলেন তদ্রূপ আপনি বানাইয়া দিতেছেন না কেন ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ তোমার কওমের কুফরির অবস্থা যদি অতি নিকট না হইত তবে নিশ্চয়ই আমি তদ্রূপ বানাইয়া দিতাম।[১] আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ আয়েশা (রা) যদি ইহা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট হইতে শুনিয়া থাকেন, আমার ধারণা এই কারণেই হযরত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাওয়াফের সময় হাতীম সংলগ্ন রুকনে শামী এবং রুকনে ইরাকী ইস্তিলাম করিতেন না, ছুঁইতেন না। কেননা ইব্‌রাহীম (আ)-এর বুনিয়াদের উপর কা'বা শরীফের নির্মাণ হয় নাই।

١٠٨- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ : مَاأُبَالِي : أَصَلَّيْتُ فِي الْحِجْرِ أَمْ فِي الْبَيْتِ .

রেওয়ায়ত ১০৮

হিশাম ইব্‌ন উরওয়াহ্ (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন– উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) বলিয়াছেন ঃ আমি পরওয়া করি না, নামায হাতীমে আদায় করি বা কা'বা শরীফের অভ্যন্তরে আদায় করি। (অর্থাৎ এই দুই স্থানের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে বলিয়া আমি মনে করি না। কেননা হাতীমও খানা-এ-কা'বার অংশ।)

١٠٩- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ بَعْضَ عُلَمَائِنَا يَقُولُ : مَاحُجِرَ الْحِجْرُ ، فَطَافَ النَّاسُ مِنْ وَرَائِهِ ، إِلاَّ إِرَادَةَ أَنْ يَسْتَوْعِبَ النَّاسُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ كُلِّهِ .

রেওয়ায়ত ১০৯

মালিক (র) বলেন– তিনি ইব্‌ন শিহাব (র)-কে বলিতে শুনিয়াছেন ঃ কতিপয় আলিমের নিকট শুনিয়াছি, তাঁহারা বলেন ঃ হাতীমের পাশে দেয়াল উঠানোর এবং তাওয়াফের মধ্যে শামিল করার কারণ হইল ইহাতে সম্পূর্ণ বায়তুল্লাহর তাওয়াফ যেন আদায় হইয়া যায়। (কেননা ইহাও বায়তুল্লাহ্র অংশ)।

٣٤- بَاب : الرمل فى الطواف

পরিচ্ছেদ ৩৪ ঃ তাওয়াফের সময় রমল করা (কিছুটা দ্রুত হাঁটা)

١١٠- حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ رَمَلَ، مِنَ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ، ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ.

১. অর্থাৎ বেশি দিন হয় নাই ইহারা মুসলমান হইয়াছে। এখন যদি উহা ভাঙিয়া পুনর্নির্মাণ করিতে যাই তবে ইহাদের মনে আঘাত লাগিতে পারে।

قَالَ مَالِكٌ : وَذٰلِكَ الْأَمْرُ الَّذِى لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ اَهْلُ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا .

রেওয়ায়ত ১১০

জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখিয়াছি, হাজরে আসওয়াদ হইতে আরম্ভ করিয়া হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত তাওয়াফে (চক্করে) তিনি রমল করিয়াছেন।[১]

মালিক (র) বলেন ঃ আমাদের শহরস্থ আলিমদের অভিমত ইহাই।

١١١ - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَرْمُلُ مِنَ الْحَجَرِ الْاَسْوَدِ، اِلَى الْحَجَرِ الْاَسْوَدِ، ثَلاَثَةَ اَطْوَافٍ وَيَمْشِى اَرْبَعَةَ اَطْوَافٍ.

রেওয়ায়ত ১১১

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত– আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) হাজরে আসওয়াদ হইতে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত তিন তাওয়াফে রমল করিতেন আর বাকি তাওয়াফগুলিতে সাধারণভাবে চলিতেন।[২]

١١٢– وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ؛ اَنَّ اَبَاهُ كَانَ اِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ ، يَسْعٰى الْاَشْوَاطَ الثَّلاَثَةَ . يَقُولُ :

اَللّٰهُمَّ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ وَاَنْتَ تُحْيِى بَعْدَ مَا اَمَتَّنَا .

يَخْفِضُ صَوْتَهُ بِذٰلِكَ .

রেওয়ায়ত ১১২

হিশাম ইব্‌ন উরওয়াহ (র) বলেন ঃ তাঁহার পিতা যখন বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করিতেন তখন তিন তাওয়াফে দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া চলিতেন এবং এই দো'আ পড়িতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ وَاَنْتَ تُحْيِى بَعْدَ مَا اَمَتَّنَا [৩]

এই দো'আটি তিনি আস্তে আস্তে পড়িতেন।

١١٣– وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِيهِ ؛ اَنَّهُ رَاَى عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ اَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ مِنَ التَّنْعِيمِ .

قَالَ ثُمَّ رَاَيْتُهُ يَسْعٰى ، حَوْلَ الْبَيْتِ ، الْاَشْوَاطُ الثَّلاَثَةَ .

---

১. কুরাইশগণ যখন খানা-এ-কা'বার পুনঃনির্মাণ করেন তখন হালাল উপায়ে অর্জিত অর্থ কম হওয়ায় কিছু স্থান ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এ স্থানটিকে 'হাতীম' বলা হয়। তাওয়াফের সময় ঐ স্থানটিসহ তাওয়াফ করিতে হয়। রুকনে শামী ও রুকনে ইরাকী তৎসংলগ্ন দুইটি কোণের নাম।

২. বুক টান করিয়া হাত দুলাইয়া দ্রুত প্রদক্ষিণ করার নাম 'রমল'। মক্কার কাফিরগণ মুহাজির সাহাবীগণকে বলিয়াছিল– মদীনার জ্বর ইহাদেরকে দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহাদের শক্তিমত্তা প্রদর্শনের জন্য 'রমল' করিতে বলিয়াছেন।

৩. 'হে আল্লাহ্, তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নাই, আর মৃত্যুর পর আমাদের যিন্দা করিবে তুমিই।

রেওয়ায়ত ১১৩

হিশাম ইব্ন উরওয়াহ্ (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা)-কে তান'য়ীম নামক স্থান হইতে উমরার ইহরাম বাঁধিতে দেখিয়াছেন এবং বায়তুল্লাহ্‌র চতুষ্পার্শ্বে প্রথম তিন তাওয়াফে রমল করিতে দেখিয়াছেন।

١١٤- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ اِذَا اَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ ، لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ ، وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، حَتّٰى يَرْجِعَ مِنْ مِنًى . وَكَانَ لاَ يَرْمُلُ اِذَا طَافَ حَوْلَ الْبَيْتِ ، اِذَا اَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ .

রেওয়ায়ত ১১৪

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত– আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) যখন মক্কা হইতে ইহরাম বাঁধিতেন তখন মীনা হইতে ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সায়ী করিতেন না, রমলও করিতেন না।[১]

٣٥- باب : الاستلام فى الطواف

পরিচ্ছেদ ৩৫ ঃ তাওয়াফ করার সময় 'ইস্তিলাম'[২] করা

١١٥- حَدَّثَنِي يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ ، كَانَ اِذَا قَضٰى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ، وَرَكَعَ الرَّكْعَتَيْنِ، وَاَرَادَ اَنْ يَخْرُجَ اِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، اَسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْاَسْوَدَ قَبْلَ اَنْ يَخْرُجَ .

রেওয়ায়ত ১১৫

মালিক (র) বলেন ঃ তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাওয়াফ করার পর দুই রাক'আত নামায আদায় করিলেন। অতঃপর তিনি সাফা-মারওয়ার দিকে রওয়ানা হওয়ার ইচ্ছা করিলেন, তখন তিনি হাজরে আসওয়াদ ইস্তিলাম করিলেন।

١١٦- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِيهِ ؛ اَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ : "كَيْفَ صَنَعْتَ . يَا اَبَا مُحَمَّدٍ فِي اسْتِلاَمِ الرُّكْنِ ؟ " فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ : اسْتَلَمْتُ . وَتَرَكْتُ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : " اَصَبْتَ " .

রেওয়ায়ত ১১৬

হিশাম ইব্ন উরওয়াহ্ (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা)-কে বলিলেন ঃ হে আবূ মুহাম্মদ, কিরূপে তুমি হাজরে আসওয়াদে ইস্তিলাম কর ? তিনি বলিলেন ঃ কখনও ইস্তিলাম করিয়াছি আর কখনও করি নাই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ তুমি ঠিক করিয়াছ।

১. মক্কার বাহিরের অধিবাসী ব্যক্তি মক্কা হইতে ইহরাম বাঁধিলে তাহাকে 'রমল' করিতে হয় না।

২. ইস্তিলাম অর্থ কোন জিনিস স্পর্শ করা।

١١٧- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ؛ اَنَّ اَبَاهُ كَانَ اِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ ، يَسْتَلِمُ الاَرْكَانَ كُلَّهَا . وَكَانَ لاَ يَدَعُ الْيَمَانِيَّ ، اِلاَّ اَنْ يُغْلَبَ عَلَيْهِ .

রেওয়ায়ত ১১৭

হিশাম ইব্‌ন উরওয়াহ্ (র) বর্ণনা করেন– তাঁহার পিতা উরওয়া বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করার সময় সকল রুকনই ছুঁইতেন। বিশেষত একান্ত বাধ্য না হইলে রুকনে ইয়ামানীর ইস্তিলাম পরিত্যাগ করিতেন না।

٣٦- باب : تقبيل الركن الاسود فى الاستلام

পরিচ্ছেদ ৩৬ ঃ ইস্তিলামের সময় হাজরে আসওয়াদে চুমা দেওয়া

١١٨- وَحَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِيهِ ؛ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ ، وَهُوَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ ، لِلرُّكْنِ الاَسْوَدِ : اِنَّمَا اَنْتَ حَجَرٌ . وَلَوْلاَ اَنِّى رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَبَّلَكَ ، مَا قَبَّلْتُكَ . ثُمَّ قَبَّلَهُ .

রেওয়ায়ত ১১৮

হিশাম ইব্‌ন উরওয়াহ্ (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন– বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফের সময় উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) হাজরে আসওয়াদকে লক্ষ করিয়া বলিতেন ঃ 'তুমি শুধু একখানা পাথর, লাভ-লোকসানের কোন ক্ষমতা তোমার নাই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে যদি তোমাকে চুমা দিতে না দেখিতাম তবে আমিও তোমাকে চুমা দিতাম না।' অতঃপর তিনি হাজরে আসওয়াদ চুমা দিলেন।[১]

মালিক (র) বলেন ঃ কতিপয় আলিমকে বলিতে শুনিয়াছি, রুকনে ইয়ামানী ইস্তিলাম করিয়া হাত দ্বারা মুখ স্পর্শ করা মুস্তাহাব, সরাসরি উহাকে চুমা দিবে না।

٣٧- باب :ركعتا الطواف

পরিচ্ছেদ ৩৭ ঃ তাওয়াফের দুই রাক'আত নামায

١١٩- وَحَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِيهِ ؛ اَنَّهُ كَانَ لاَيَجْمَعُ بَيْنَ السَّبْعَيْنِ . لاَيُصَلِّى بَيْنَهُمَا . وَلٰكِنَّهُ كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ كُلِّ سَبْعٍ رَكْعَتَيْنِ . فَرُبَّمَا صَلَّى عِنْدَ الْمَقَامِ اَوْ عِنْدَ غَيْرِهِ .

وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الطَّوَافِ ، اِنْ كَانَ اَخَفَّ عَلَى الرَّجُلِ اَنْ يَتَطَوَّعَ بِهِ ، فَيَقْرُنَ بَيْنَ

১. তাওয়াফ করার সময় হাজরে আসওয়াদের পার্শ্ব দিয়া অতিক্রম করার সময় ভিড় না হইলে চুমা খাইবে আর সুযোগ না হইলে ঐ দিকে মুখ করিয়া 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া আগাইয়া যাইবে।

الْاَسْبُوعَيْنِ اَوْ اَكْثَرَ ، ثُمَّ يَرْكَعُ مَا عَلَيْهِ مِنْ رُكُوْعِ تِلْكَ السُّبُوعِ ؟ قَالَ : لاَيَنْبَغِى ذٰلِكَ . وَاِنَّمَا السُّنَّةُ اَنْ يُتْبِعَ كُلَّ سُبْعٍ رَكْعَتَيْنِ .

قَالَ مَالِكٌ ، فِى الرَّجُلِ يَدْخُلُ فِى الطَّوَافِ فَيَسْهُوْ حَتّٰى يَطُوفَ ثَمَانِيَةَ اَوْ تِسْعَةَ اَطْوَافٍ . قَالَ : يَقْطَعُ ، اِذَا عَلِمَ اَنَّهُ قَدْ زَادَ . ثُمَّ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ . وَلاَ يَعْتَدُّ بِالَّذِى كَانَ زَادَ . وَلاَ يَنْبَغِى لَهُ اَنْ يَبْنِىَ عَلَى التِّسْعَةِ ، حَتّٰى يُصَلِّىَ سُبْعَيْنِ جَمِيعًا . لِاَنَّ السُّنَّةَ فِى الطَّوَافِ ، اَنْ يُتْبِعَ كُلَّ سُبْعٍ رَكْعَتَيْنِ .

قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ شَكَّ فِى طَوَافِهِ ، بَعْدَ مَا يَرْكَعُ رَكْعَتِى الطَّوَافِ، فَلْيَعُدْ . فَلْيُتَمِّمْ طَوَافَهُ عَلَى الْيَقِينَ . ثُمَّ لِيُعِيدِ الرَّكْعَتَيْنِ . لِاَنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِطَوَافٍ ، اِلاَّ بَعْدَ اِكْمَالِ السُّبْعِ .

وَمَنْ اَصَابَهُ شَىْءٌ بِنَقْضِ وُضُوئِهِ ، وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، اَوْ يَسْعِى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، اَوْ بَيْنَ ذٰلِكَ . فَاِنَّهُ مَنْ اَصَابَهُ ذٰلِكَ ، وَقَدْ طَافَ بَعْضَ الطَّوَافِ ، اَوْ كُلَّهُ . وَلَمْ يَرْكَعْ رَكْعَتَى الطَّوَافِ ، فَاِنَّهُ يَتَوَضَّا. وَيَسْتَأْنِفُ الطَّوَافَ الرَّكْعَتَيْنِ . وَاَمَّا السَّعْىُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَاِنَّهُ لاَ يَقْطَعُ ذٰلِكَ عَلَيْهِ، مَا اَصَابَهُ مِنِ انْتِقَاضِ وُضُوئِهِ. وَلاَ يَدْخُلُ السَّعْىَ ، اِلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ بِوُضُوءٍ .

রেওয়ায়ত ১১৯

হিশাম ইব্‌ন উরওয়াহ্ (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন– তিনি দুই সাব্‌আর মাঝখানে নামায না পড়িয়া উভয়কে একত্র করিতেন না, বরং তিনি প্রত্যেক সাব্‌আর পর দুই রাক'আত নামায পড়িতেন মাকামে ইবরাহীমের নিকট, আর কখনও পড়িতেন অন্যত্র।[১]

মালিক (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল ঃ কেউ যদি কয়েক সাব্‌আর পর একত্রে সবগুলির নামায আদায় করে তবে তাহা জায়েয হইবে কি ? তিনি বলিলেন ঃ জায়েয হইবে না। প্রতি সাব্‌আর (সাত তাওয়াফ) সঙ্গে সঙ্গেই দুই রাক'আত নামায পড়া সুন্নত।

মালিক (র) বলেন ঃ ভুল করিয়া যদি কেউ আট বা নয় চক্কর (তাওয়াফ) দিয়া ফেলে তবে যখনই মনে পড়িবে তাওয়াফ ছাড়িয়া দিবে এবং দুই রাক'আত নামায আদায় করিয়া নিবে। অতিরিক্ত তাওয়াফগুলি ধর্তব্যের বলিয়া মনে করিবে না এবং দুই সাব্‌আ সমাধা করিয়া পরে একত্রে নামায আদায় করা সঙ্গত নহে। প্রতি সাব্‌আর (সাত তাওয়াফ) সঙ্গে সঙ্গেই দুই রাক'আত নামায পড়া সুন্নত।

১. তাওয়াফের সাত চক্করকে এক 'সাব্‌আ' বলা হয়।

মালিক (র) বলেন ঃ তাওয়াফ করিয়া দুই রাক'আত নামায আদায় করার পর সাত তাওয়াফ (চক্কর) পুরা হয় নাই বলিয়া যদি কাহারও মনে সন্দেহ হয় তবে তাহাকে য়াকীন (দৃঢ় বিশ্বাস)-এর উপর ভিত্তি করিয়া তাওয়াফ পুরা করিয়া আবার দুই রাক'আত নামায আদায় করিতে হইবে। কারণ সাত চক্কর পূর্ণ করার পরই তাওয়াফের নামায পড়িতে হয়।

মালিক (র) বলেন ঃ তাওয়াফ বা সায়ী করার সময় যদি কাহারও ওযূ নষ্ট হইয়া যায়, তবে ওযূ করিয়া পুনরায় নূতন করিয়া তাওয়াফ করিবে এবং সায়ীর যে কয় চক্কর অবশিষ্ট ছিল তাহা পুরা করিবে।

মালিক (র) বলেন ঃ ওযূ নষ্ট হওয়ার দরুন সায়ী বাতিল হয় না। তবে সায়ী শুরু করার সময় ওযূ করিতে হয়।

٣٨- باب : الصلاة بعد الصبح والعصر فى الطواف

পরিচ্ছেদ ৩৮ ঃ ফজর ও আসরের পর তাওয়াফের নামায আদায় করা

١٢٠ – حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ ؛ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِىَّ اَخْبَرَهُ : اَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ فَلَمَّا قَضٰى عُمَرَ طَوَافَهُ، نَظَرَ فَلَمْ يَرَالشَّمْسَ طَلَعَتْ فَرَكِبَ حَتّٰى اَنَاخَ بِذِى طُوًى فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ.

রেওয়ায়ত ১২০

আবদুর রহমান ইব্ন আবদ্ আল-কারিয়্যে (র) ফজরের নামাযের পর উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর সঙ্গে বায়তুল্লাহর তওয়াফ করেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) যখন তাওয়াফ শেষ করেন তখনও সূর্যোদয় হয় নাই। তিনি উটে আরোহণ করিয়া বাহিরে গেলেন এবং যী-তুয়া নামক স্থানে পৌঁছিয়া উট হইতে অবতরণ করিয়া দুই রাক'আত নামায আদায় করেন।[১]

١٢١ –وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ الْمَكِّىِّ ؛ اَنَّهُ قَالَ : رَاَيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَطُوفُ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ ، ثُمَّ يَدْخُلُ حَجْرَتَهُ ، فَلاَ اَدْرِى مَا يَصْنَعُ .

রেওয়ায়ত ১২১

আবুয যুবায়র মক্কী (র) বলেন ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-কে আসরের পর তাওয়াফ করিতে দেখিতে পাইলাম। তাওয়াফের পর হুজরায় চলিয়া গেলেন। জানি না সেখানে তিনি কি করিয়াছিলেন।[২]

١٢٢- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ الْمَكِّىِّ ؛ اَنَّهُ قَال : لَقَدْ رَاَيْتُ الْبَيت يَخْلُو بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ ، وَبَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ . مَا يَطُوفُ بِهِ اَحَدٌ .

---

১. খুযায়া গোত্রের একটি শাখার নাম "আলকারা"। সেই দিকে সম্পর্কিত বলিয়া "আল-কারিয়্যে" বলা হইয়াছে।

২. হুজরায় প্রবেশ করিয়া সেই সময় তাওয়াফের দুই রাক'আত নামায পড়িয়াছিলেন, না সূর্যাস্তের পরে পড়িয়াছিলেন তাহা জানা নাই।

قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ بَعْضَ أُسْبُوعِهِ . ثُمَّ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ ، أَوْ صَلَاةُ الْعَصْرِ . فَإِنَّهُ يُصَلِّي مَعَ الإِمَامِ . ثُمَّ يَبْنِي عَلَى مَاطَافَ ، حَتَّى يُكْمِلَ سُبْعًا . ثُمَّ لاَيُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، أَوْ تَغْرُبَ .

قَالَ : وَإِنْ أَخَّرَهُمَا حَتَّى يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ ، فَلاَ بَأْسَ بِذٰلِكَ .

قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ طَوَافًا وَاحِدًا ، بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ . لاَ يَزِيدُ عَلَى سُبْعٍ وَاحِدٍ . وَيُؤَخِّرُ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ . كَمَا صَنَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ . وَيُؤَخِّرُهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ ، حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ . فَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، صَلاَّهُمَا إِنْ شَاءَ . وَإِنْ شَاءَ أَخَّرَهُمَا ، حَتَّى يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ لاَبَأْسَ بِذٰلِكَ .

রেওয়ায়ত ১২২

আবুয যুবায়র মক্কী (র) বর্ণনা করেন– আমি দেখিয়াছি আসর ও ফজরের পর বায়তুল্লাহ্ খালি হইয়া পড়িত। ঐ সময় কোন তাওয়াফকারী থাকিত না।

মালিক (র) বলেন ঃ তাওয়াফ শুরু করার পর ফজর বা আসরের জামাতের তাকবীর শুরু হইলে ইহা ত্যাগ করিয়া ইমামের সহিত নামাযে শামিল হওয়া উচিত।

নামায পড়ার পর অবশিষ্ট তাওয়াফ পুরা করিবে। কিন্তু তাওয়াফের দুই রাক'আত নামায ফজরের সময় সূর্যোদয় এবং আসরের সময় সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত পড়িবে না। মাগরিবের পর যদি উহা পড়ে তবে উহাতেও কোন দোষ নাই।

মালিক (র) বলেন ঃ সাত চক্করের উপর বৃদ্ধি না করিয়া যদি কোন ব্যক্তি ফজর ও আসরের পর তাওয়াফ করে এবং তাওয়াফের দুই রাক'আত নামায সূর্যোদয়ের পর পড়িয়া নেয়, যেরূপ উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) করিয়াছিলেন, ইহাতে কোন দোষ নাই।

আর যদি আসরের পর তাওয়াফ করিয়া থাকে তবে সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে তাওয়াফের নামায পড়িবে না। সূর্যাস্তের পর ইচ্ছা করিলে তাওয়াফের দুই রাক'আত নামায পড়িয়া লইবে অথবা ইচ্ছা করিলে মাগরিবের নামায সমাপ্ত করার পর পড়িবে, ইহাতে কোন ক্ষতি নাই।

٣٩- بَاب : وداع البيت

পরিচ্ছেদ ৩৯ ঃ বিদায়ী তাওয়াফ

١٢٣- وَحَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : لاَيَصْدُرَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ ، حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ . فَإِنَّ أٰخِرَ النُّسُكِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ .

قَالَ مَالِكٌ ، فِى قَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : فَاِنَّ أُخِرَ النُّسُكِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ : اِنَّ ذٰلِكَ، فِيمَا نُرَى ، وَاللّٰهُ اَعْلَمُ ، لِقَوْلِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى- (وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ)- وَقَالَ - ثُمَّ مَحِلُّهَا اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ - فَمَحِلُّ الشَّعَائِرِ كُلِّهَا وَانْقِضَاؤُهَا ، اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ .

রেওয়ায়ত ১২৩

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বর্ণনা করেন– উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলিয়াছেন ঃ বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ না করিয়া হাজীগণের কেউ যেন মক্কা হইতে না ফিরে। কারণ হজ্জের শেষ আমল হইল বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ।[১]

মালিক (র) বলেন ঃ 'শেষ আমল বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ' উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর এই উক্তির অর্থ হইল, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ –

'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের মর্যাদা দিবে উহা তাহার আল্লাহভীতি হইতেই উৎসারিত।' এ সবকিছুরই সম্পর্ক বায়তুল্লাহ্‌র সঙ্গে। সুতরাং হজ্জের সমস্ত রুকন ও আমল বায়তুল্লাহ্‌তে যাইয়াই শেষ হয়।

١٢٤– وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَدَّ رَجُلاً مِنْ مَرِّ الظَّهْرَانِ ، لَمْ يَكُنْ وَدَّعَ الْبَيْتَ حَتَّى وَدَّعَ .

রেওয়ায়ত ১২৪

ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র) হইতে বর্ণিত– উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) এক ব্যক্তিকে মাররুয-যাহ্‌রান (মক্কা শরীফ হইতে ১৮ মাইল দূরে অবস্থিত একটি স্থান) হইতে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। কারণ সে 'তাওয়াফুল বিদা' করিয়া আসে নাই।

١٢٥– وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِيهِ ؛ اَنَّهُ قَالَ : مَنْ اَفَاضَ فَقَدْ قَضَى اللّٰهُ حَجَّهُ ، فَاِنَّهُ ، اِنْ لَمْ يَكُنْ حَبَسَهُ شَىْءٌ ، فَهُوَ حَقِيقٌ اَنْ يَكُونَ اُخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ . وَاِنْ حَبَسَهُ شَىْءٌ ، اَوْ عَرَضَ لَهُ فَقَدْ قَضَى اللّٰهُ حَجَّهُ .

قَالَ مَالِكٌ : وَلَوْ اَنَّ رَجُلاً جَهِلَ اَنْ يَكُونَ اُخِرَ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، حَتَّى صَدَرَ. لَمْ اَرَعَلَيْهِ شَيْئًا. اِلاَّ اَنْ يَكُونَ قَرِيبًا. فَيَرْجِعَ فَيَطُوفَ بِالْبَيْتِ . ثُمَّ يَنْصَرِفَ اِذَا كَانَ قَدْ اَفَاضَ.

রেওয়ায়ত ১২৫

হিশাম ইব্‌ন উরওয়াহ্ (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন– তিনি বলিয়াছেন ঃ তাওয়াফে ইফাযা

১. এই তাওয়াফকে তাওয়াফুল-বিদা বা বিদায়ী তাওয়াফ বলা হয়।

(তাওয়াফে যিয়ারত) যে ব্যক্তি করিতে পারিয়াছে আল্লাহ্ তাহার হজ্জ পুরা করিয়া দিয়াছেন। পরে বিশেষ অসুবিধা দেখা না দিলে সে যেন তাওয়াফুল-বিদা'ও করিয়া নেয়। যদি কোন অসুবিধা দেখা দেয় এবং এই কারণে বিদায়ী তাওয়াফ করিতে না পারে তবে তাওয়াফে ইফাযা আদায় করায় হজ্জ তাহার পুরা হইয়া গিয়াছে।

মালিক (র) বলেন ঃ তাওয়াফে যিয়ারত করার পর তাওয়াফুল বিদা' জানা না থাকার দরুন যদি কেউ উহা না করিয়া মক্কা হইতে চলিয়া আসে তবে আর তাহার জন্য ফিরিয়া যাওয়া জরুরী নহে। তবে মক্কার নিকটবর্তী স্থানে থাকিলে পুনরায় গিয়া বিদায়ী-তাওয়াফ করিয়া নেওয়া উচিত।

٤٠- باب : جامع الطواف

পরিচ্ছেদ ৪০ ঃ তাওয়াফের বিবিধ রেওয়ায়ত

١٢٦- وَحَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ اَبِي الْاَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ؛ اَنَّهَا قَالَتْ : شَكَوْتُ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ اَنِّي اشْتَكِي . فَقَالَ : " طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَاَنْتِ رَاكِبَةٌ " . قَالَتْ : فَطُفْتُ رَاكِبَةً بَعِيرِي . وَرَسُولُ اللّٰهِ ﷺ حِينَئِذٍ يُصَلِّي ، اِلَى جَانِبِ الْبَيْتِ . وَهُوَ يَقْرَاُ بِالطُّوْرِ وَكِتَابٍ مَسْطُوْرٍ .

রেওয়ায়ত ১২৬

নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী উম্মে সালমা (রা) বর্ণনা করেন– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আমার অসুস্থতার কথা জানাইলে তিনি বলিলেন ঃ পুরুষদের পিছনে থাকিয়া কোন বাহনে আরোহণ করিয়া তোমার তাওয়াফ আদায় করিয়া নাও। উম্মে সালমা (রা) বলেন ঃ আমি তাওয়াফ করিলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন কা'বা শরীফের এক কোণায় নামাযে দাঁড়াইয়া সূরা তূর পড়িতেছিলেন।

١٢٧ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ؛ اَنَّ اَبَا مَاعِزٍ الْاَسْلَمِيَّ ، عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ سُفْيَانَ ، اَخْبَرَهُ : اَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ . فَجَاءَتْهُ امْرَاَةٌ تَسْتَفْتِيهِ . فَقَالَتْ : اِنِّي اَقْبَلْتُ اُرِيدُ اَنْ اَطُوفَ بِالْبَيْتِ . حَتَّى اِذَا كُنْتُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ ، هَرَقْتُ الدِّمَاءَ . فَرَجَعْتُ حَتَّى ذَهَبَ ذٰلِكَ عَنِّي . ثُمَّ اَقْبَلْتُ ، حَتَّى اِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ هَرَقْتُ الدِّمَاءَ . فَرَجَعْتُ حَتَّى ذَهَبَ ذٰلِكَ عَنِّي . ثُمَّ اَقْبَلْتُ ، حَتَّى اِذَا كُنْتُ بَابَ الْمَسْجِدِ هَرَقْتُ الدِّمَاءَ . فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ : اِنَّمَا ذٰلِكَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ . فَاغْتَسِلِي ثُمَّ اسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ ثُمَّ طُوفِي .

রেওয়ায়ত ১২৭

আবূয যুবায়র মক্কী (র) বলেন ঃ আবা মায়িয আসলামী আবদুল্লাহ্ ইব্ন সুফইয়ান (র) তাঁহার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন– তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট বসা ছিলেন। তখন এক মহিলা আসিয়া বলিল ঃ আমি বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফের ইচ্ছা করিয়াছিলাম। মসজিদের দরওয়াজা পর্যন্ত পৌছিতেই আমার ঋতুস্রাব আরম্ভ হইল। এমতাবস্থায় আমি ফিরিয়া যাই। পরে ঋতুস্রাব বন্ধ হইলে আবার তাওয়াফের জন্য আসি, কিন্তু মসজিদের দরওয়াজা পর্যন্ত পৌছিতেই আবার ঋতুস্রাব শুরু হইল। ফলে আবার ফিরিয়া গেলাম। শেষে ঋতুস্রাব বন্ধ হইলে আবার তাওয়াফ করিতে গেলাম। কিন্তু এইবারও দরওয়াজা পর্যন্ত যাইতে না যাইতে পুনরায় রক্ত দেখা দেয়। এখন কি করিব ? আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলিলেন ঃ ইহা শয়তানের কাণ্ড! গোসল করিয়া লজ্জাস্থানে কাপড়ের পট্টি দিয়া তাওয়াফ সারিয়া নাও।

١٢٨ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ سَعْدَ بْنَ اَبِي وَقَّاصٍ ، كَانَ اِذَا دَخَلَ مَكَّةَ مُرَاهِقًا خَرَجَ اِلَى عَرَفَةَ . قَبْلَ اَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ. وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . ثُمَّ يَطُوفُ بَعْدَ اَنْ يَرْجِعَ .

قَالَ مَالِكٌ : وَذٰلِكَ وَاسِعٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ .

وَسُئِلَ مَالِكٌ : هَلْ يَقِفُ الرَّجُلُ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ، يَتَحَدَّثُ مَعَ الرَّجُلِ ؟ فَقَالَ : لاَاُحِبُّ ذٰلِكَ لَهُ .

قَالَ مَالِكٌ : لاَ يَطُوفُ اَحَدٌ بِالْبَيْتِ ، وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، اِلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ .

রেওয়ায়ত ১২৮

মালিক (র) বলেন ঃ তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, সা'দ ইব্ন আবি ওয়াক্কাস (রা) মক্কায় পৌছিয়া যদি দেখিতেন নয় তারিখ অতি নিকটবর্তী (সময় অতি অল্প), তবে তাওয়াফ ও সায়ী করার পূর্বেই আরাফাতে চলিয়া যাইতেন এবং সেখান হইতে ফিরিবার পর তাওয়াফ করিতেন। মালিক (র) বলেন ঃ সময় সংকীর্ণ হইলে এইরূপ করা (আরাফাতে প্রথমে যাওয়া) জায়েয।

মালিক (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল ঃ ওয়াজিব তাওয়াফ আদায় করার সময় কাহারও সঙ্গে কথা বলার জন্য কি থামিয়া যাওয়া বৈধ ? তিনি বলিলেন ঃ আমি উহা পছন্দ করি না।

মালিক (র) বলেন ঃ তাওয়াফ এবং সাফা-মারওয়ার সা'য়ী পবিত্রতার সহিত করা উচিত।

٤١– باب : البدء بالصفا فى السعى

পরিচ্ছেদ ৪১ ঃ সা'য়ী সাফা হইতে শুরু হইবে

١٢٩– حَدَّثَنِي يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ اَبِيهِ ، عَنْ

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ؛ اَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ ، حِينَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، وَهُوَ يُرِيدُ الصَّفَا ، وَهُوَ يَقُولُ : " نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ بِهِ " فَبَدَأَ بِالصَّفَا .

রেওয়ায়ত ১২৯

জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদ হইতে সাফার উদ্দেশ্যে যখন বাহির হইলেন তখন শুনিয়াছি, তিনি বলিতেছেন ঃ আল্লাহ্ যে স্থানটির উল্লেখ প্রথমে করিয়াছিলেন আমরাও সেই স্থান হইতে শুরু করিব। অতঃপর তিনি সাফা হইতে সা'য়ী করা শুরু করেন।[১]

١٣٠ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ اَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ ، اِذَا وَقَفَ عَلَى الصَّفَا ، يُكَبِّرُ ثَلاَثًا . وَيَقُولُ : " لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . يَصْنَعُ ذٰلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، وَيَدْعُو . وَيَصْنَعُ عَلَى الْمَرْوَةِ مِثْلَ ذٰلِكَ .

রেওয়ায়ত ১৩০

জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সাফায় গিয়া দাঁড়াইতেন তখন তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলিতেন এবং এই দু'আ পড়িতেন ঃ

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ . لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .[٢]

তিনবার ইহা পড়িয়া পরে দু'আ করিতেন। মারওয়া পাহাড়েও তিনি এইরূপ করিতেন।

١٣١ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ ، وَهُوَ عَلَى الصَّفَا يَدْعُو يَقُولُ : اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ قُلْتَ - اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ - وَاِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ . وَاِنِّي اَسْأَلُكَ كَمَا هَدَيْتَنِي لِلاِسْلاَمِ ، اَنْ لاَ تَنْزِعَهُ مِنِّي . حَتَّى تَتَوَفَّانِي وَاَنَا مُسْلِمٌ .[٣]

রেওয়ায়ত ১৩১

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত- তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-কে সাফার উপর দাঁড়াইয়া এই দু'আ পড়িতে শুনিয়াছেন ঃ

---

১. আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ -'নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্‌র বিশেষ নিদর্শন।' এই আয়াতটিতে সাফার উল্লেখ প্রথমে করা হইয়াছে। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা) এইরূপ বলিয়াছিলেন।

২. আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নাই, তাঁহার কোন শরীক নাই, সকল সাম্রাজ্য, ক্ষমতা এবং সকল প্রশংসা শুধু তাঁহারই, আর তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাশীল।

৩. 'হে আল্লাহ্ আপনি বলিয়াছেন ঃ আমার কাছে চাও, আমি তাহা কবূল করিব। আর আপনি কখনও ওয়াদা খেলাফ করেন না। এখন আপনার নিকটই আমি চাহিতেছি, আমাকে যেরূপ ইসলামের দিকে হিদায়াত করিয়াছেন উহা আমার নিকট হইতে ছিনাইয়া নিবেন না। আমার মৃত্যু পর্যন্ত আমি মুসলমান হিসাবে আপনার অনুগত বান্দা হইয়াই যেন থাকি।'

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ قُلْتَ اَدْعُونِى اَسْتَجِبْلَكُم وَاِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ . وَاِنِّى اَسْأَلُكَ كَمَا هَدَيْتَنِى لِلاِسْلاَمِ ، اَنْ لاَ تَنْزِعَهُ مِنِّى . حَتّٰى تَتَوَفَّانِى وَاَنَا مُسْلِمٌ .

٤٢- باب : جامع السعى

পরিচ্ছেদ ৪২ ঃ সা'য়ী সম্পর্কে বিবিধ হাদীস

١٣٢- حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِيهِ ؛ اَنَّهُ قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، وَاَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ : اَرَاَيْتِ قَوْلَ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -(اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا). فَمَا عَلَى الرَّجُلِ شَىْءٌ اَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا. فَقَالَتْ عَائِشَةُ : كَلاَّ . لَوْكَانَ كَمَا تَقُولُ، لَكَانَتْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ لاَيَطَّوَّفَ بِهِمَا. اِنَّمَا اُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فِى الْاَنْصَارِ. كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ. وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قَدِيدٍ. وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ اَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . فَلَمَّا جَاءَ الْاِسْلاَمُ . سَأَلُوا رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ. فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى - (اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا) .

রেওয়ায়ত ১৩২

হিশাম ইব্‌ন উরওয়াহ্ (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন– তিনি বলিয়াছেন ঃ আমি উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)-কে বলিলাম (তখন আমি অল্প বয়স্ক), দেখুন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ [১] সুতরাং যে কেউ বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ বা উমরা করিবে তাহার জন্য এই দুইটির মধ্যে সা'য়ী করায় কোন গুনাহ্ নাই'– তাই কেউ যদি সা'য়ী না করে তবে ইহাতে তাহার গুনাহ্ হইবে কি ? তিনি বলিলেন ঃ সাবধান, তুমি যাহা বুঝিয়াছ তাহা ঠিক নহে। তাহাই যদি হইত তবে আয়াতে বলার ভঙ্গী হইত– 'এই দুইয়ের মধ্যে সা'য়ী না করায় কোন গুনাহ্ নাই।' (অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ সা'য়ী করায় কোন গুনাহ্ নাই।) এই আয়াতটি মূলত আনসারদের ব্যাপারে নাযিল হইয়াছিল। ইহারা জাহিলী যুগে মানাতের উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধিয়া হজ্জের নিয়তে আসিত। মক্কার পথে কুদায়দ নামক স্থানের বিপরীতে ছিল ওদের দেবী মানাত। সাফা-মারওয়ায় সা'য়ী করা তাহারা মনে করিত গুনাহ্'র কাজ। ইসলাম আসার পর তাহারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তখন নাযিল হয় এই আয়াত ঃ

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ

---

১. নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ নিদর্শনসমূহের অন্যতম।'

اَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا .[১]

١٣٢– وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ؛ اَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ. كَانَتْ عِنْدَ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ . فَخَرَجَتْ تَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فِى حَجٍّ اَوْ عُمْرَةٍ ، مَاشِيَةً . وَكَانَتِ امْرَاَةً ثَقِيلَةً . فَجَاءَتْ حِينَ انْصَرَفَ النَّاسُ مِنَ الْعِشَاءِ . فَلَمْ تَقْضِ طَوَافَهَا ، حَتَّى نُودِىَ بِالْاُولَى مِنَ الصُّبْحِ . فَقَضَتْ طَوَافَهَا ، فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ .

وَكَانَ عُرْوَةُ، اِذَا رَآهُمْ يَطُوفُونَ عَلَى الدَّوَابِّ، يَنْهَاهُمْ اَشَدَّ النَّهْىِ. فَيَعْتَلُّونَ بِالْمَرَضِ حَيَاءً مِنْهُ . فَيَقُولُ لَنَا ، فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ : لَقَدْ خَابَ هٰؤُلاَءِ وَخَسِرُوا .

قَالَ مَالِكٌ : مَنْ نَسِىَ السَّعْىَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فِى عُمْرَةٍ . فَلَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَسْتَبْعِدَ مِنْ مَكَّةَ : اَنَّهُ يَرْجِعُ فَيَسْعَى. وَاِنْ كَانَ قَدْ اَصَابَ النِّسَاءَ ، فَلْيَرْجِعْ ، فَلْيَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . حَتَّى يُتِمَّ مَابَقِىَ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْعُمْرَةِ. ثُمَّ عَلَيْهِ عُمْرَةٌ اُخْرَى ، وَالْهَدْىُ .

وَسُئِلَ مَالِكٌ ، عَنِ الرَّجُلِ يَلْقَاهُ الرَّجُلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . فَيَقِفُ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ ؟ فَقَالَ : لاَاُحِبُّ لَهُ ذٰلِكَ .

قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ نَسِىَ مِنْ طَوَافِهِ شَيْئًا ، اَوْ شَكَّ فِيهِ ، فَلَمْ يَذْكُرْ اِلاَّ وَهُوَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . فَاِنَّهُ يَقْطَعُ سَعْيَهُ . ثُمَّ يُتِمُّ طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ ، عَلَى مَايَسْتَيْقِنُ . وَيَرْكَعُ رَكْعَتِى الطَّوَافِ . ثُمَّ يَبْتَدِئُ سَعْيَهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .

রেওয়ায়ত ১৩৩

হিশাম ইব্ন উরওয়াহ্ (র) বর্ণনা করেন– আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর কন্যা সাওদা (র) ছিলেন উরওয়াহ্ ইব্ন যুবায়র (র)-এর স্ত্রী। একবার হজ্জ বা উমরার সময় তিনি সাফা-মারওয়ার সা'য়ীর জন্য বাহির হন। তিনি মোটা ধরনের মহিলা ছিলেন। ইশার নামায পড়িয়া মানুষ যখন বাহির হইয়াছিল তখন তিনি হাঁটিয়া হাঁটিয়া হজ্জ অথবা উমরার তাওয়াফ ও সা'য়ী শুরু করিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও সা'য়ী শেষ হইতে পারে নাই, আর এইদিকে ফজরের আযান হইয়া যায়। সা'য়ী শেষ করিতে তাঁহার ইশা হইতে ফজর পর্যন্ত সময় লাগিয়াছিল। উরওয়াহ্

১. 'সাফা ও.মারওয়া' আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের অন্যতম। সুতরাং যে কেহ কা'বাগৃহের হজ্জ কিংবা উমরা সম্পন্ন করে এই দুইটির মধ্যে যাতায়াত করিলে তাহার কোন পাপ নাই। ২ : ১৫৮

কাহাকেও কোন কিছুতে আরোহণ করিয়া সা'য়ী করিতে দেখিলে কঠোরভাবে নিষেধ করিতেন।[১] লোকেরা তাঁহাকে দেখিলে অসুস্থতার বাহানা করিত। তিনি পরে আমাদের নিকট আলাপে বলিতেন ঃ ইহারা (যাহারা সওয়ার হইয়া সা'য়ী করে) ক্ষতিগ্রস্ত, তাহারা স্বীয় উদ্দেশ্য হাসিল করিতে পারে নাই।

মালিক (র) বলেন ঃ উমরা করার সময় সাফা-মারওয়ার সা'য়ী করিতে যদি ভুলিয়া যায় এবং মক্কা হইতে দূরে চলিয়া যাওয়ার পর ইহা স্মরণ হইলে তাহাকে পুনরায় মক্কায় আসিয়া সা'য়ী করিতে হইবে। আর ইহার মধ্যে স্ত্রী সহবাস করিয়া থাকিলে তবে ফিরিয়া আসিয়া সা'য়ী করিবে এবং দ্বিতীয়বার উমরা করিবে এবং হাদ্য়ী কুরবানী দিবে।

মালিক (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল ঃ সা'য়ী করার সময় যদি কেউ কাহারও সঙ্গে দাঁড়াইয়া কথা বলিতে শুরু করে তবে কেমন হইবে ? তিনি বলিলেন ঃ আমি ইহাকে পছন্দ করি না।

মালিক (র) বলেন ঃ কেউ যদি তাওয়াফ করিতে গিয়া কোন চক্কর ভুলিয়া যায় বা এই সম্পর্কে তাহার সন্দেহ হয়, পরে সা'য়ী করার সময় যদি তাহার উহা খেয়াল হয় তবে সা'য়ী মওকুফ করিয়া দিবে এবং প্রথমে য়াকীনের উপর ভিত্তি করিয়া তাওয়াফ পুরা করিয়া দুই রাক'আত তাওয়াফের নামায পড়িয়া নূতনভাবে সা'য়ী করিবে।

١٣٤ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ ، كَانَ إِذَا نَزَلَ مِنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، مَشَى. حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي ، سَعَى حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ .

قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ فَبَدَأَ بِالسَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، قَالَ : لِيَرْجِعْ . فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ . ثُمَّ لِيَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . وَإِنْ جَهِلَ ذٰلِكَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ وَيَسْتَبْعِدَ . فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَإِنْ كَانَ أَصَابَ النِّسَاءَ رَجَعَ ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . حَتَّى يُتِمَّ مَابَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْعُمْرَةِ . ثُمَّ عَلَيْهِ عُمْرَةٌ أُخْرَى وَالْهَدْيُ .

রেওয়ায়ত ১৩৪

জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) বর্ণনা করেন— রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাফা ও মারওয়াতে সা'য়ী করিতে আসিলে সাধারণভাবে হাঁটিতেন, মধ্যবর্তী নিম্নভূমিতে (বাতনে ওয়াদী) যখন চলিতেন তখন ইহা হইতে বাহির না হওয়া পর্যন্ত দ্রুত চলিতেন।

মালিক (র) বলেন ঃ যে ব্যক্তি অজ্ঞতার কারণে তাওয়াফের পূর্বে সা'য়ী করিয়া ফেলে তবে সে ফিরিয়া আসিয়া তাওয়াফ করার পর পুনরায় সা'য়ী করিবে। তাওয়াফের কথা ভুলিয়া মক্কা হইতে দূরে চলিয়া গেলে যত

১. পায়ে হাঁটিয়া সা'য়ী করা আফজল এবং সুন্নত। সা'য়ী করিতে গিয়া স্ত্রীর ফজর পর্যন্ত সময় লাগিলেও উরওয়াহ্ (র) তাঁহাকে সওয়ার হইতে অনুমতি দেন নাই।

দূরেই যাক তাহাকে ফিরিয়া আসিতে হইবে এবং বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সা'য়ী করিতে হইবে। আর স্ত্রী সহবাস করিয়া থাকিলে তবে ফিরিয়া আসিয়া তাওয়াফ ও সা'য়ী করিতে হইবে এবং উমরার বাকি কার্যাদি সমাধা করিবে। তাহার পক্ষে পুনরায় উমরা করা এবং হাদ্‌য়ী কুরবানী করা ওয়াজিব।

٤٣- باب : صيام يوم عرفة

পরিচ্ছেদ ৪৩ ঃ আরাফাত দিবসে রোযা

١٣٥- حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، مَوْلَى عُمَرَبْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ، عَنْ عُمَيْرٍ ، مَوْلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ ؛ أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ ، فِي صِيَامِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ . فَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ صَائِمٌ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَيْسَ بِصَائِمٍ . فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ ، وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ ، فَشَرِبَ .

রেওয়ায়ত ১৩৫

হারিস তনয়া উম্মুল ফযল (রা) বর্ণনা করেন– আরাফাত দিবসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রোযাদার কিনা এই সম্পর্কে কতিপয় সাহাবী আমার নিকট আসিয়া তাঁহাদের সন্দেহ প্রকাশ করেন। কেউ কেউ বলিয়াছেন, তিনি রোযা রাখিয়াছেন, কেউ কেউ বলিলেন, আজ রোযা রাখেন নাই। উম্মুল ফযল (রা) তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে একটি দুধভর্তি পেয়ালা পাঠাইলেন। তিনি তাহা পান করিলেন। তখন তিনি আরাফাতে একটি উটের উপর আসীন ছিলেন।

١٣٦- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَ عَرَفَةَ .

قَالَ الْقَاسِمُ : وَلَقَدْ رَأَيْتُهَا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ ، يَدْفَعُ الإِمَامُ ثُمَّ تَقِفُ حَتَّى يَبْيَضَّ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ مِنَ الأَرْضِ ، ثُمَّ تَدْعُو بِشَرَابٍ فَتُفْطِرُ .

রেওয়ায়ত ১৩৬

কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) বর্ণনা করেন ঃ উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) আরাফাত দিবসে রোযা রাখিতেন। কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ বলেন ঃ আমি তাঁহাকে (আয়েশা (রা))-কে আরাফাত দিবসে সন্ধ্যায় দেখিয়াছি, ইমামের (আমীরুল মু'মিনীন) প্রত্যাবর্তনের পরও তিনি (আয়েশা রা) অপেক্ষা করিলেন এবং পরে ভিড় কমিয়া পথ পরিষ্কার হইলে পানি আনাইয়া ইফতার করিলেন।

٤٤- باب : ماجاء صيام ايام منى

পরিচ্ছেদ ৪৪ ঃ মিনা'র দিবসগুলির রোযা

١٣٧- حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَبْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ ، عَنْ

سُلَيْمَانَ ابْنِ يَسَارٍ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ صِيَامِ اَيَّامِ مِنًى .

রেওয়ায়ত ১৩৭

সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার (র) হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আইয়্যামে তাশরীকে রোযা রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন।[১]

١٣٨– وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ حُذَافَةَ اَيَّامَ مِنًى ، يَطُوفُ . يَقُولُ : اِنَّمَا هِىَ اَيَّامُ اَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللّٰهِ .

রেওয়ায়ত ১৩৮

ইব্‌ন শিহাব (র) হইতে বর্ণিত– মিনার দিবসগুলিতে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হুযাফা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘুরিয়া ফিরিয়া ঘোষণা প্রচার করিতে বলিলেন ঃ খাওয়া, পান করা আর আল্লাহ্‌র স্মরণের জন্য এই দিনগুলি।

١٣٩ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ الْاَعْرَجِ ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ : يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْاَضْحٰى .

রেওয়ায়ত ১৩৯

আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুইদিন রোযা রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন– ঈদুল ফিতরের দিন আর ঈদুল আযহার দিন।

١٤٠ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْهَادِى ، عَنْ اَبِى مُرَّةَ مَوْلَى اُمِّ هَانِىءٍ اُخْتِ عَقِيلِ بْنِ اَبِى طَالِبٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ؛ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ : اَنَّهُ دَخَلَ عَلَى اَبِيهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَوَجَدَهُ يَاْكُلُ . قَالَ فَدَعَانِى . قَالَ فَقُلْتُ لَهُ : اِنِّى صَائِمٌ . فَقَالَ : هٰذِهِ الْاَيَّامُ الَّتِى نَهَانَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صِيَامِهِنَّ ، وَاَمَرَنَا بِفِطْرِهِنَّ .

قَالَ مَالِكٌ : هِىَ اَيَّامُ التَّشْرِيقِ .

রেওয়ায়ত ১৪০

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (র) তাঁহার পিতা আমর ইবনু 'আস (রা)-এর নিকট গেলেন। দেখিতে পাইলেন তিনি আহার করিতেছেন, আবদুল্লাহকেও তিনি ডাকিলেন। আমি বলিলাম ঃ আমি আজ রোযা আছি। তিনি বলিলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যেই দিনে রোযা রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন সেই দিনগুলিতে তুমি রোযা রাখিলে! পরে তিনি আবদুল্লাহ্‌কে রোযা ভাঙিয়া ফেলিতে হুকুম করিলেন।

---

১. কুরবানীর ঈদের পর তিনদিন (১৩ তারিখ পর্যন্ত) হইল আইয়্যামে তাশরীক।

মালিক (র) বলেন ঃ এই দিনগুলি হইতেছে আইয়্যামে তাশরীক, (যিলহজ্জ মাসের ১১, ১২ এবং ১৩ তারিখ) যেগুলিতে আমর ইবনু আস (রা) তাঁহার পুত্রকে রোযা রাখিতে নিষেধ করিলেন।

٤٥- باب : مايجوز من الهدى

পরিচ্ছেদ ৪৫ ঃ কোন্ ধরনের পশু হাদ্য়ীর উপযুক্ত

١٤١- حَدَّثَنِي يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ حَزْمٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ أَهْدَى جَمَلاً، كَانَ لِأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ، فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ.

রেওয়ায়ত ১৪১

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর ইব্ন হাযম (র) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হজ্জ বা উমরাতে একটি উট যাহা পূর্বে (আবূ জাহ্ল ইব্ন হিশামের ছিল) হাদ্য়ী হিসাবে পাঠাইয়াছিলেন।[১]

١٤٢ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً . فَقَالَ : " ارْكَبْهَا " فَقَالَ : يَارَسُولَ اللّٰهِ . إِنَّهَا بَدَنَةٌ .فَقَالَ : " ارْكَبْهَا . وَيْلَكَ" فِي الثَّانِيَةِ أَوِ الثَّالِثَةِ .

রেওয়ায়ত ১৪২

আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন- রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তিকে একটি কুরবানীর উট হাঁকাইয়া নিয়া যাইতে দেখিতে পাইয়া বলিলেন ঃ ইহার উপর আরোহণ কর। সে বলিল ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল, ইহা তো কুরবানীর উদ্দেশ্যে নিয়া যাইতেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ তোমার অনিষ্ট হউক, আরোহণ কর। এই কথা তিনি দ্বিতীয় বা তৃতীয় বারে বলিয়াছিলেন।[২]

١٤٣- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِينَارٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يُهْدِي فِي الْحَجِّ بَدَنَتَيْنِ بَدَنَتَيْنِ . وَفِي الْعُمْرَةِ بَدَنَةً بَدَنَةً . قَالَ : وَرَأَيْتُهُ فِي الْعُمْرَةِ يَنْحَرُ بَدَنَةً. وَهِيَ قَائِمَةٌ فِي دَارِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ . وَكَانَ فِيهَا مَنْزِلُهُ . قَالَ : وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ طَعَنَ فِي لَبَّةِ بَدَنَتِهِ ، حَتَّى خَرَجَتِ الْحَرْبَةُ مِنْ تَحْتِ كَتِفِهَا.

রেওয়ায়ত ১৪৩

আবদুল্লাহ্ ইব্ন দীনার (র) বর্ণনা করেন- আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হজ্জের সময় দুইটি করিয়া আর উমরার

---

১. আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের নিমিত্ত হারম শরীফে কুরবানীর উদ্দেশ্যে প্রেরিত পশুকে হাদ্য়ী বলা হয়।

২. তোমার অনিষ্ট হউক ঃ ويلك এই শব্দটি আরবি ভাষায় প্রচলিত শব্দ, তাহার অনিষ্ট হওয়াটা উদ্দেশ্য নহে। উক্ত ব্যক্তির হাঁটার কষ্ট দেখিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই কথা বলেন।

সময় একটি করিয়া কুরবানী দিতেন। আমি তাঁহাকে খালিদ ইব্‌ন আসীদের ঘরে বাঁধা তাঁহার উমরার কুরবানীর উটটিকে নাহর করিতে দেখিয়াছি। আমি উমরার সময় দেখিয়াছি তাঁহার কুরবানীর উটের উপর এমন জোরে বর্শা মারিয়াছিলেন (নাহর করার জন্য) যে,উহা ভেদ করিয়া অপরদিকে গিয়া ঘাড়ের নিচ দিকে বাহির হইয়া গিয়াছিল।

١٤٤- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ؛ اَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اَهْدَى جَمَلاً ، فِي حَجٍّ اَوْ عُمْرَةٍ .

রেওয়ায়ত ১৪৪

ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র) বর্ণনা করেন– উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) হজ্জ কিংবা উমরার সময় একটি উট হাদ্‌য়ী হিসাবে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

١٤٥- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ اَبِي جَعْفَرٍ الْقَارِي ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ اَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيِّ اَهْدَى بَدَنَتَيْنِ . اِحْدَاهُمَا بُخْتِيَّةٌ .

রেওয়ায়ত ১৪৫

আবূ জা'ফর কারী (র) বর্ণনা করেন– আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আইয়াশ ইব্‌ন আবি রবী'আ মাখযুমী দুইটি উটের কুরবানী করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে একটি বুখতী ধরনের উষ্ট্রীও ছিল।[১]

١٤٦- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : اِذَا نُتِجَتِ النَّاقَةُ ، فَلْيُحْمَلْ وَلَدُهَا حَتَّى يُنْحَرَ مَعَهَا . فَاِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَحْمَلٌ ، حُمِلَ عَلَى اُمِّهِ حَتَّى يُنْحَرَ مَعَهَا .

রেওয়ায়ত ১৪৬

নাফি' (র) বর্ণনা করেন– আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন : কুরবানীর উদ্দেশ্যে প্রেরিত উষ্ট্রীর যদি বাচ্চা পয়দা হয় তবে মার সঙ্গে বাচ্চাটিকেও কুরবানীর জন্য লইয়া যাওয়া হইবে। লইয়া যাওয়ার জন্য যদি কোন যানবাহন না পাওয়া যায় তবে বাচ্চাটিকে মার উপর চাপাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে, যাহাতে মার সঙ্গে বাচ্চাটিকে নাহর করা যায়।

١٤٧- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ؛ اَنَّ اَبَاهُ قَالَ : اِذَا اضْطُرِرْتَ اِلَى بَدَنَتِكَ فَارْكَبْهَا رُكُوبًا غَيْرَ فَادِحٍ . وَاِذَا اضْطُرِرْتَ اِلَى لَبَنِهَا ، فَاشْرَبْ بَعْدَمَا يَرْوَى فَصِيلُهَا . فَاِذَا نَحَرْتَهَا فَانْحَرْ فَصِيلَهَا مَعَهَا .

রেওয়ায়ত ১৪৭

হিশাম ইব্‌ন উরওয়াহ্ (র) বলেন– আমার পিতা উরওয়াহ্ (র) বলিতেন : কুরবানীর উদ্দেশ্যে নীত কুরবানীর পশুর উপর প্রয়োজন হইলে আরোহণ করিতে পার। তবে এইভাবে ব্যবহার করিবে না যে, উহার

১. লম্বা গর্দানওয়ালা অভিজাত উষ্ট্রীকে বুখতী বলা হয়।

কোমর ভাঙিয়া যায়। দুধের প্রয়োজন হইলে ইহার বাচ্চা পরিতৃপ্ত হইয়া খাওয়ার পর (অবশিষ্ট দুধ) পান করিতে পার, আর ইহাকে নাহর করার সময় বাচ্চাটিকেও নাহর করিতে হইবে।

٤٦- باب : العمل فى الهدى حين يساق

পরিচ্ছেদ ৪৬ : হাদ্‌য়ী হাঁকাইয়া নেওয়ার পদ্ধতি

١٤٨- حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ اَنَّهُ كَانَ اِذَا اَهْدَى هَدْيًا مِنَ الْمَدِينَةِ ، قَلَّدَهُ وَاشْعَرَهُ بِذِى الْحُلَيْفَةِ . يُقَلِّدُهُ قَبْلَ اَنْ يُشْعِرَهُ. وَذٰلِكَ فِى مَكَانٍ وَاحِدٍ . وَهُوَ مُوَجَّهٌ لِلْقِبْلَةِ . يُقَلِّدُهُ بِنَعْلَيْنِ . وَيُشْعِرُهُ مِنَ الشِّقِّ الْاَيْسَرِ. ثُمَّ يُسَاقُ مَعَهُ حَتّٰى يُوقَفَ بِهِ مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةَ . ثُمَّ يَدْفَعُ بِهِ مَعَهُمْ اِذَا دَفَعُوا. فَاِذَا قَدِمَ مِنًى غَدَاةَ النَّحْرِ، نَحَرَهُ قَبْلَ اَنْ يَحْلِقَ اَوْ يُقَصِّرَ . وَكَانَ هُوَيَنْحَرُ هَدْيَهُ بِيَدِهِ . يَصُفُّهُنَّ قِيَامًا ، وَيُوَ جِّهُهُنَّ اِلَى الْقِبْلَةِ. ثُمَّ يَاْكُلُ وَيُطْعِمُ .

রেওয়ায়ত ১৪৮

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত– আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) মদীনা হইতে যখন কুরবানীর পশু (হাদয়ী) নিয়া যাইতেন তখন যুল-হুলায়ফা পৌছিয়া ইহার গলায় চিহ্নের জন্য কিছু একটা লটকাইয়া দিতেন এবং সেখানেই উহার ইশআর (কাঁধের চামড়া যখম করিয়া রক্ত মাখাইয়া দেওয়া) করিতেন। প্রথমে ঐ পশুটির মুখ কিবলার দিকে করিয়া ইহার গলায় দুইটি জুতা লটকাইয়া দিতেন, পরে বাম দিকের কাঁধের চামড়া চিরিয়া উহা রক্তাক্ত করিতেন এবং নিজের সঙ্গে উহা হাঁকাইয়া নিয়া চলিতেন। আরাফাতে পৌছিয়া সকলে যেখানে অবস্থান করিতেন, তিনিও সেখানে অবস্থান করিতেন। সকলেই যখন ফিরিয়া আসিত কুরবানীর পশুটিও সঙ্গে ফিরিত। ইয়াওমুন নাহরের সকালে মিনায় পৌছিয়া মাথা কামানো বা চুল ছাঁটার পূর্বেই কুরবানীর পশুটি নাহ্‌র করিতেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) স্বীয় কুরবানীর পশুটি স্বহস্তে নাহ্‌র করিতেন। কিবলামুখ করিয়া প্রথমে কুরবানীর পশুগুলি কাতার করাইয়া দাঁড় করাইতেন, পরে এইগুলি নাহর করিতেন এবং এই গোশ্‌ত নিজেও খাইতেন এবং অন্যদেরকেও খাওয়াইতেন।

١٤٩- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ اِذَا طَعَنَ فِى سَنَامِ هَدْيِهِ ، وَهُوَ يُشْعِرُهُ ، قَالَ : بِسْمِ اللّٰهِ ، وَاللّٰهُ اَكْبَرُ .

وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : الْهَدْىُ مَاقُلِّدَ وَاُشْعِرَ ، وَوُقِفَ بِهِ بِعَرَفَةَ .

وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُجَلِّلُ بُدْنَهُ الْقُبَاطِىَّ ،

وَالْاَنْمَاطَ، وَالْحُلَلَ . ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا اِلَى الْكَعْبَةِ ، فَيَكْسُوهَا اِيَّاهَا .

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ دِينَارٍ : مَاكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يَصْنَعُ بِجِلَالِ بُدْنِهِ ، حِينَ كُسِيَتِ الْكَعْبَةُ هٰذِهِ الْكِسْوَةَ ؟ قَالَ : كَانَ يَتَصَدَّقُ بِهَا .

রেওয়ায়ত ১৪৯

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত– আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) ইশআর করার উদ্দেশ্যে যখন কুরবানীর উটের কুঁজে যখম করিতেন তখন 'বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার' বলিতেন।

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত– আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলিতেন ঃ কাদ্য়ী হইল সেই পশু যাহার গলায় হার লটকানো হইয়াছে, যাহার কুঁজ চিরিয়া যখম করা হইয়াছে এবং আরাফাতের ময়দানে নিয়া দাঁড় করানো হইয়াছে।

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত– আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) কুরবানীর উটসমূহকে মিসরীয় কুবাতি ও আনমাত কাপড় পরাইতেন। কুরবানীর পর কাপড়সমূহ বায়তুল্লাহ্র গিলাফ হিসাবে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে পাঠাইয়া দিতেন।

মালিক (র) আবদুল্লাহ্ ইব্ন দীনার (র)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ঃ পরে বায়তুল্লাহ্র জন্য যখন আলাদা গিলাফ বানাইয়া নেওয়া হইল তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) কুরবানীর উটসমূহের এই কাপড়-চোপড় কি করিতেন? তিনি বলিলেন ঃ এইগুলি তিনি তখন খয়রাত করিয়া দিতেন।

১৫০ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : فِي الضَّحَايَا وَالْبُدْنِ ، اَلثَّنِيُّ فَمَا فَوْقَهُ .

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَشُقُّ جِلَالَ بُدْنِهِ ، وَلاَيُجَلِّلُهَا حَتَّى يَغْدُوَ مِنْ مِنًى اِلَى عَرَفَةَ .

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِيهِ ؛ اَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِبَنِيهِ : يَابَنِيَّ لاَيُهْدِيَنَّ اَحَدُكُمْ مِنَ الْبُدْنِ شَيْئًا يَسْتَحْيِي اَنْ يُهْدِيَهُ لِكَرِيمِهِ . فَاِنَّ اللّٰهَ اَكْرَمُ الْكُرَمَاءِ . وَاَحَقُّ مَنِ اخْتِيرَ لَهُ .

রেওয়ায়ত ১৫০

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত– আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলিতেন ঃ কুরবানীর উট পাঁচ বা ততোধিক বৎসর বয়সের হইতে হইবে।

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত– আবদুল্লাহ্ ইব্নে উমর (রা) তাঁহার কুরবানীর উটের কাপড়-চোপড় মিনা হইতে আরাফাতে না যাওয়া পর্যন্ত ছিঁড়িতেন না বা পরাইতেন না।

হিশাম ইব্‌ন উরওয়াহ্ (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন– তিনি স্বীয় পুত্রগণকে বলিতেন ঃ বৎসগণ আল্লাহ্‌র নামে তোমরা এমন উট কুরবানী দিও না একজন দোস্তকে যাহা দিতে লজ্জা কর। আল্লাহ্ তা'আলা সবচাইতে সম্মানিত। সুতরাং সর্বোত্তম বস্তুই তাঁহার জন্য নির্বাচন করা উচিত।

٤٧- باب : العمل فى الهدى اذا عطب اوضل

পরিচ্ছেদ ৪৭ ঃ হাদ্‌য়ীর পশু যদি মরিয়া যায় বা হারাইয়া যায় তবে কি করিতে হইবে

١٥١- حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ صَاحِبَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ . كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْهَدْيِ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "كُلُّ بَدَنَةٍ عَطِبَتْ مِنَ الْهَدْيِ فَانْحَرْهَا . ثُمَّ أَلْقِ قِلاَدَتَهَا فِي دَمِهَا . ثُمَّ خَلِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ يَأْكُلُونَهَا ".

রেওয়ায়ত ১৫১

হিশাম ইব্‌ন উরওয়াহ্ (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন– যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাদ্‌য়ী নিয়া যাইতেছিল সেই ব্যক্তি তাঁহাকে বলিল ঃ পথে যদি হাদ্‌য়ীর কোন একটি মারা যাওয়ার উপক্রম হয় তবে কি করিব ? তিনি বলিলেন ঃ এমন হইতে দেখিলে ঐ পশুটিকে 'নাহর' করিয়া গলায় বাঁধা হারটি রক্ত মাখাইয়া রাখিয়া দিবে। ইহাতে লোকগণ ইহার গোশ্‌ত খাইয়া নিতে পারিবে।[১]

١٥٢- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ سَاقَ بَدَنَةً تَطَوُّعًا ، فَعَطِبَتْ ، فَنَحَرَهَا ، ثُمَّ خَلَّى بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ يَأْكُلُونَهَا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ . وَإِنْ أَكَلَ مِنْهَا ، أَوْ أَمَرَ مَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا ، غَرِمَهَا .

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ثَوْرِبْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ؛ مِثْلَ ذٰلِكَ .

রেওয়ায়ত ১৫২

সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র) বলেন ঃ যে ব্যক্তি হাদ্‌য়ী নিয়া রওয়ানা হইয়াছে, সে যদি ইহাকে পথে মরিয়া যাইতে দেখে, তবে 'নাহর' করিয়া রাখিয়া দিবে, যাহাতে লোকজন উহা খাইয়া নিতে পারে। ঐ ব্যক্তির কোন বদলা দিতে হইবে না। কিন্তু ইহার গোশত নিজে খাইলে বা অন্য কাহাকেও খাইতে বলিলে বদলা দিতে হইবে। মালিক (র) সাওর ইব্‌ন যায়দ দীলি (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-ও উপরিউক্ত মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

١٥٣- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً ، جَزَاءً أَوْ

১. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদ্‌য়ী নিয়া যে ব্যক্তি যাইতেছিল তাঁহার নাম নাদিয়া ইব্‌ন যুনদুব আসলামী (রা) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কেউ কেউ তাঁহার নাম যাকওয়ান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

نَذْرًا . أَوْ هَدْيَ تَمَتُّعٍ ، فَأُصِيبَتْ فِي الطَّرِيقِ ، فَعَلَيْهِ الْبَدَلُ .

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً . ثُمَّ ضَلَّتْ أَوْ مَاتَتْ. فَإِنَّهَا ، إِنْ كَانَتْ نَذْرًا ، أَبْدَلَهَا . وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا ، فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا .

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : لاَ يَأْكُلُ صَاحِبُ الْهَدْيِ مِنَ الْجَزَاءِ وَالنُّسُكِ .

রেওয়ায়ত ১৫৩

ইব্‌ন শিহাব (র) হইতে বর্ণিত– তিনি বলিয়াছেন ঃ কাফ্‌ফারা, মানত বা হজ্জে তামাত্তু'র কুরবানীর উট লইয়া রওয়ানা হওয়ার পর পথে যদি মারা যায় বা নষ্ট হইয়া যায় তবে ইহার পরিবর্তে আরেকটি উট কুরবানী দিতে হইবে।

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত– আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলিয়াছেন ঃ কুরবানীর পশু পথে মারা গেলে বা হারাইয়া গেলে উহা মানতের হইয়া থাকিলে ইহার পরিবর্তে আরেকটি কুরবানী দিতে হইবে, আর নফলী হইয়া থাকিলে আরেকটি কুরবানী দেওয়া না দেওয়া মালিকের ইচ্ছাধীন থাকিবে।

মালিক (র) বলেন ঃ তিনি বিজ্ঞ আলিমগণকে বলিতে শুনিয়াছেন, শাস্তিস্বরূপ অথবা ইহ্‌রামের পরিপন্থী পরিচ্ছন্নতা ও আরাম-আয়েশ গ্রহণ করার দরুন যে হাদ্‌য়ী (কুরবানী) ওয়াজিব হয় উহা হইতে কুরবানী প্রদানকারী আহার করিবে না।

٤٨- باب : هدى المحرم اذا اصاب اهله

পরিচ্ছেদ ৪৮ ঃ মুহরিম ব্যক্তি স্ত্রী সহবাস করিলে তাহার কুরবানী

١٥٤- حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ سُئِلُوا : عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ ؟ فَقَالُوا : يَنْفُذَانِ . يَمْضِيَانِ لِوَجْهِهِمَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا . ثُمَّ عَلَيْهِمَا حَجُّ قَابِلٍ وَالْهَدْيُ . قَالَ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، : وَإِذَا أَهَلاَّ بِالْحَجِّ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ ، تَفَرَّقَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا .

রেওয়ায়ত ১৫৪

মালিক (র) বলেন ঃ তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা), আলী ইব্‌ন আবি

তালিব (রা) ও আবূ হুরায়রা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল– ইহ্‌রাম অবস্থায় কেউ যদি স্ত্রীর সহিত সহবাস করে তবে সে কি করিবে ? তাঁহারা বলিলেন ঃ স্বামী-স্ত্রী উভয়েই হজ্জের অবশিষ্ট রুকনগুলি আদায় করিয়া হজ্জ পুরা করিবে। আগামী বৎসর তাহাদিগকে পুনরায় হজ্জ করিতে হইবে এবং কুরবানী দিতে হইবে।

মালিক (র) বলেন ঃ আলী ইব্‌ন আবি তালিব (রা) বলিয়াছেন ঃ আগামী বৎসর পুনরায় হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধিলে হজ্জ পুরা না হওয়া পর্যন্ত তাহারা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে আলাদা আলাদা থাকিবে।

١٥٥– وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ : مَاتَرَوْنَ فِي رَجُلٍ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ؟ فَلَمْ يَقُلْ لَهُ الْقَوْمُ شَيْئًا . فَقَالَ سَعِدٌ : اِنَّ رَجُلاً وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَبَعَثَ اِلَى الْمَدِينَةِ يَسْأَلُ عَنْ ذٰلِكَ . فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَااِلَى عَامٍ قَابِلٍ . فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : لِيَنْفُذَا لِوَجْهِهِمَا . فَلْيُتِمَّا حَجَّهُمَا الَّذِي اَفْسَدَاهُ . فَاِذَا فَرَغَا رَجَعَا . فَاِنْ اَدْرَكَهُمَا حَجٌّ قَابِلٍ ، فَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ وَالْهَدْىُ وَيُهِلاَّنِ مِنْ حَيْثُ اَهَلاَّ بِحَجِّهِمَا الَّذِي اَفْسَدَاهُ . وَيَتَفَرَّقَانِ حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا .

قَالَ مَالِكٌ : يُهْدِيَانِ جَمِيعًا ، بَدَنَةً بَدَنَةً .

قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ فِي الْحَجِّ ، مَابَيْنَهُ وَبَيْنَ اَنْ يَدْفَعَ مِنْ عَرَفَةَ وَيَرْمِىَ الْجَمْرَةَ : اِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْىُ ، وَحَجٌّ قَابِلٍ . قَالَ : فَاِنْ كَانَتْ اِصَابَتُهُ اَهْلَهُ بَعْدَ رَمْىِ الْجَمْرَةِ . فَاِنَّمَا عَلَيْهِ اَنْ يَعْتَمِرَ وَيُهْدِي . وَلَيْسَ عَلَيْهِ حَجٌّ قَابِلٍ .

قَالَ مَالِكٌ : وَالَّذِي يُفْسِدُ الْحَجَّ اَوِ الْعُمْرَةَ . حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهِ ، فِي ذٰلِكَ، الْهَدْىُ فِي الْحَجِّ اَوِ الْعُمْرَةِ ، الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ . وَاِنْ لَمْ يَكُنْ مَاءٌ دَافِقٌ .

قَالَ : وَيُوجِبُ ذٰلِكَ اَيْضًا الْمَاءِ الدَّافِقُ ، اِذَا كَانَ مِنْ مُبَاشَرَةٍ . فَاَمَّا رَجُلٌ ذَكَرَ شَيْئًا، حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ مَاءٍ دَافِقٌ ، فَلاَ اَرَى عَلَيْهِ شَيْئًا . وَلَوْ اَنَّ رَجُلاً قَبَّلَ امْرَأَتَهُ ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ ذٰلِكَ مَاءٍ دَافِقٌ ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي الْقُبْلَةِ اِلاَّ الْهَدْىُ . وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي يُصِيبُهَا زَوْجُهَا ، وَهِيَ مُحْرِمَةٌ مِرَارًا ، فِي الْحَجِّ اَوِ الْعُمْرَةِ ، وَهِيَ لَهُ فِي ذٰلِكَ مُطَاوِعَةٌ . اِلاَّ الْهَدْىُ وَحَجٌّ قَابِلٍ . اِنْ اَصَابَهَا فِي الْحَجِّ . وَاِنْ كَانَ اَصَابَهَا فِي الْعُمْرَةِ ، فَاِنَّمَا عَلَيْهَا قَضَاءِ الْعُمْرَةِ الَّتِي اَفْسَدَتْ ، وَالْهَدْىُ .

রেওয়ায়ত ১৫৫

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (র) সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (র)-এর নিকট শুনিয়াছেন– তিনি সমবেত লোকদেরকে লক্ষ করিয়া বলিতেছিলেন ঃ ইহরাম অবস্থায় যে ব্যক্তি স্ত্রী সহবাস করে তাহার সম্পর্কে তোমরা কি বল ? উপস্থিত সকলেই চুপ হইয়া রহিলেন। শেষে সাঈদ (র) নিজেই বলিলেন ঃ এক ব্যক্তি ইহ্রাম অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করিয়াছিল। পরে সে এই সম্পর্কে মাসআলা জিজ্ঞাসার জন্য এক ব্যক্তিকে মদীনা শরীফে প্রেরণ করে। কেউ কেউ জবাব দিলেন ঃ স্বামী-স্ত্রী এক বৎসর পর্যন্ত উভয়েই আলাদা হইয়া থাকিবে।

কিন্তু সাঈদ (র) বলিলেন ঃ এই বৎসর তাহারা হজ্জে অবশিষ্ট কাজসমূহ পুরা করিবে। পরের বৎসর জীবিত থাকিলে পুনরায় হজ্জ করিবে এবং কুরবানী দিবে। প্রথম হজ্জের ইহ্রাম যে স্থান হইতে বাঁধিয়াছিল এই হজ্জের ইহ্রামও সেই স্থান হইতে বাঁধিবে। আর কাযা হজ্জ করিতে যখন আসিবে তখন উভয়েই তাহারা হজ্জ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আলাদা আলাদা থাকিবে।

মালিক (র) বলেন ঃ উভয়কেই এক একটি করিয়া কুরবানী করিতে হইবে।

মালিক (র) বলেন ঃ আরাফাতে অবস্থানের পর এবং প্রস্তর নিক্ষেপের পূর্বে যদি কেউ স্ত্রী সহবাস করে তবে তাহার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব হইবে এবং আগামী বৎসর পুনরায় তাহাকে হজ্জ করিতে হইবে। রমিয়ে হাজর বা প্রস্তর নিক্ষেপের পর যদি স্ত্রী সহবাস করে, তবে তাহাকে একটি উমরা এবং একটি কুরবানী করিতে হইবে। পরেরবার পুনরায় হজ্জ করিতে হইবে না।

মালিক (র) বলেন ঃ স্খলন না হইয়া শুধু পুরুষাঙ্গ প্রবিষ্ট হইলেও হজ্জ ও উমরা বিনষ্ট হইয়া যাইবে এবং হাদ্য়ী ওয়াজিব হইবে। প্রবিষ্ট না হইয়াও যদি রতিলীলায় স্খলন হইয়া যায় তবুও হজ্জ বিনষ্ট হইয়া যাইবে।[১]

আর কল্পনা করার দরুন যদি কাহারও স্খলন হইয়া যায় তবে ইহাতে কিছুই ওয়াজিব হইবে না।

মালিক (র) বলেন ঃ কেউ স্ত্রীকে চুমা খাইলে স্খলন না হইলেও তাহার উপর কুরবানী ওয়াজিব হইবে।

মালিক (র) বলেন ঃ কোন মুহ্রিম মহিলার স্বামী যদি তাহার সম্মতিক্রমে তাহার সঙ্গে হজ্জ ও উমরার মধ্যে কয়েকবার সহবাস করে তবে ঐ মহিলাকে পরের বৎসর এই হজ্জের কাযা আদায় করিতে হইবে এবং কুরবানী দিতে হইবে। আর এইরূপ সহবাস উমরার মধ্যে হইলেও অতি সত্বর উমরা কাযা করিতে হইবে ও কুরবানী দিতে হইবে।

٤٩- باب : هدى من فاته الحج

পরিচ্ছেদ ৪৯ ঃ যে ব্যক্তি হজ্জ পাইল না তাহার কুরবানী

١٥٦- حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ اَنَّهُ قَالَ : اَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ؛ اَنَّ اَبَا اَيُّوبَ الْاَنْصَارِيَّ خَرَجَ حَاجًا. حَتَّى اِذَا كَانَ بِالنَّازِيَةِ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ . اَضَلَّ رَوَاحِلَهُ. وَاِنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَوْمَ النَّحْرِ . فَذَكَرَ

---

১. ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে কামভাবে স্পর্শ, চুমু খাওয়া ইত্যাদির দ্বারা স্খলন হউক বা না হউক হজ্জ বিনষ্ট হইবে না, তবে কুরবানী ওয়াজিব হইবে।

ذٰلِكَ لَهُ . فَقَالَ عُمَرُ : اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْمُعْتَمِرُ ثُمَّ قَدْ حَلَلْتَ . فَاِذَا اَدْرَكَكَ الْحَجُّ قَابِلاً فَاحْجُجْ ، وَاَهْدِمَااسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ .

রেওয়ায়ত ১৫৬

সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার (র) বর্ণনা করেন– আবূ আইয়ুব আনসারী (রা) হজ্জের নিয়তে রওয়ানা হইয়াছিলেন। মক্কার পথে নাযিয়া নামক স্থানে পৌঁছার পর তাঁহার উটটি হারাইয়া যায়। নাহর দিবস অর্থাৎ দশ তারিখে তিনি উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া ঘটনা বিবৃত করিলেন। তখন উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলিলেন ঃ এখন উমরা করিয়া ইহ্‌রাম খুলিয়া ফেল। আগামী বৎসর হজ্জ করিয়া নিও এবং সামর্থ্যানুসারে একটি কুরবানী করিও।

١٥٧ – وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ اَنَّ هَبَّارَ بْنَ الاَسْوَدِ ، جَاءَ يَوْمَ النَّحْرِ ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَنْحَرُ هَدْيَهُ . فَقَالَ : يَا اَمِيْرَالْمُؤْمِنِيْنَ . اَخْطَاْنَا الْعِدَّةَ . كُنَّا نُرَى اَنَّ هٰذَا الْيَوْمَ يَوْمُ عَرَفَةَ . فَقَالَ عُمَرُ : اذْهَبْ اِلَى مَكَّةَ ، فَطُفْ اَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ . وَانْحَرُوا هَدْيًا اِنْ كَانَ مَعَكُمْ . ثُمَّ احْلِقُوا اَوْ قَصِّرُوا وَارْجِعُوا . فَاِذَا كَانَ عَامٌ قَابِلٌ فَحُجُّوا وَاَهْدُوا . فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعَ .

قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ثُمَّ فَاتَهُ الْحَجُّ فَعَلَيْهِ اَنْ يَحُجَّ قَابِلاً . وَيَقْرُنُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ . وَيُهْدِى هَدْيَيْنِ : هَدْيًا لِقِرَانِهِ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ ، وَهَدْيًا لِمَا فَاتَهُ مِنَ الْحَجِّ .

রেওয়ায়ত ১৫৭

সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার (রা) বর্ণনা করেন– ইয়াওমুন্-নাহারে অর্থাৎ দশ তারিখে হাব্বার ইব্‌ন আসওয়াদ (রা) হজ্জের জন্য আসিয়া পৌঁছেন। উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) তখন তাঁহার কুরবানীর পশুগুলির 'নাহর' করিতেছিলেন। হাব্বার বলিলেন ঃ আমীরুল মু'মিনীন! তারিখের ব্যাপারে আমাদের ভুল হইয়া গিয়াছে। আমরা ধারণা করিয়াছিলাম আজ আরাফাতের দিন। উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলিলেন ঃ তুমি সঙ্গিগণসহ মক্কায় চলিয়া যাও এবং তাওয়াফ করিয়া নাও। কোন কুরবানীর পশু সঙ্গে থাকিলে উহার কুরবানী করিয়া ফেল। পরে মাথা কামাইয়া বা চুল ছাঁটাইয়া বাড়ি ফিরিয়া যাও। আগামী বৎসর পুনরায় হজ্জ করিবে এবং কুরবানী দিবে। যাহার কুরবানী করার সামর্থ্য নাই সে তিনদিন হজ্জের সময় এবং বাড়ি ফিরিয়া সাতদিন রোযা রাখিবে।

মালিক (র) বলেন ঃ হজ্জে কিরানের ইহ্‌রাম বাঁধার পর যদি হজ্জ না পায়, তবে পরের বৎসরও হজ্জে কিরান করিবে এবং তাহাকে দুইটি কুরবানী দিতে হইবে– একটি হজ্জে কিরানের আর একটি গত বৎসর হজ্জ না পাওয়ার।

٥٠- باب : من اصاب اهله قبل ان يفيض

পরিচ্ছেদ ৫০ ঃ তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে স্ত্রী সহবাস করিলে তাহার কুরবানী

١٥٨- حَدَّثَنِي يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ ؛ اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِاَهْلِهِ وَهُوَ بِمِنًى، قَبْلَ اَنْ يُفِيضَ. فَاَمَرَهُ اَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً .

রেওয়ায়ত ১৫৮

'আতা ইব্‌ন রাবাহ (র) হইতে বর্ণিত– আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট এমন এক ব্যক্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইল, যে ব্যক্তি ইহ্‌রাম অবস্থায় মিনাতে তাওয়াফে ইফাযার পূর্বে স্ত্রী সহবাস করিয়াছে, তিনি তাহাকে একটি উট কুরবানী করিতে হুকুম দেন।

١٥٩ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ لاَ اَظُنُّهُ الاَّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ ؛ اَنَّهُ قَالَ : الَّذِي يُصِيبُ اَهْلَهُ قَبْلَ اَنْ يُفِيضَ، يَعْتَمِرُ وَيُهْدِي .

রেওয়ায়ত ১৫৯

ইকরামা (র) হইতে বর্ণিত– আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ তাওয়াফে যিয়ারত করার পূর্বে কেউ যদি স্ত্রীসহবাস করে তবে তাহাকে উমরা এবং কুরবানী করিতে হইবে।

١٦٠- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ اَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَقُولُ فِي ذٰلِكَ ، مِثْلَ قَوْلَ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

قَالَ مَالِكٌ : وَذٰلِكَ اَحَبُّ مَاسَمِعْتُ اِلَيَّ فِي ذٰلِكَ .

وَسُئِلَ مَالِكٌ : عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الاِفَاضَةَ حَتّٰى خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَرَجَعَ اِلَى بِلاَدِهِ ؟ فَقَالَ : اَرَى اِنْ لَمْ يَكُنْ اَصَابَ النِّسَاءَ، فَلْيَرْجِعْ ، فَلْيُفِضْ . وَاِنْ كَانَ اَصَابَ النِّسَاءَ ، فَلْيَرْجِعْ ، فَلْيُفِضْ ، ثُمَّ لِيَعْتَمِرْ وَلْيُهْدِ . وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ اَنْ يَشْتَرِيَ هَدْيَهُ مِنْ مَكَّةَ وَيَنْحَرَهُ بِهَا . وَلٰكِنْ ، اِنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَهُ مَعَهُ مِنْ حَيْثُ اعْتَمَرَ ، فَلْيَشْتَرِهِ بِمَكَّةَ . ثُمَّ لِيُخْرِجْهُ اِلَى الْحِلِّ. فَلْيَسُقْهُ مِنْهُ اِلَى مَكَّةَ ثُمَّ يَنْحَرُهُ بِهَا .

রেওয়ায়ত ১৬০

ইকরামা (র) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন মালিক (র) রবী'আ ইব্‌ন আবূ

আবদুর রহমানকে এ সম্পর্কে অনুরূপ বলিতে শুনিয়াছেন। মালিক (র) বলেন ঃ এই বিষয়ে যাহা শুনিয়াছি তন্মধ্যে ইহাই আমার পছন্দনীয়।

ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন– মালিক (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল ঃ তাওয়াফে যিয়ারত ভুলিয়া গিয়া যদি বাড়ি ফিরিয়া আসে তবে সে কি করিবে ? তিনি বলিলেন ঃ স্ত্রীসম্ভোগ না করিয়া থাকিলে মক্কায় ফিরিয়া যাইবে এবং তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করিবে। আর স্ত্রীসম্ভোগ করিয়া থাকিলে মক্কায় ফিরিয়া গিয়া তাওয়াফ আদায় করিবে এবং উমরা করিয়া একটি কুরবানী দিবে। মক্কা হইতে উট ক্রয় করিয়া কুরবানী দিলে হইবে না। সঙ্গে যদি কুরবানীর পশু আনিয়া না থাকে তবে মক্কা হইতে কুরবানীর পশু কিনিয়া ইহাসহ হারম শরীফের বাহিরে চলিয়া যাইবে এবং সেই স্থান হইতে উহাকে মক্কায় হাঁকাইয়া নিয়া আসিবে এবং সেখানে 'নাহর' করিবে।

٥١- باب : ما استيسر من الهدى

পরিচ্ছেদ ৫১ ঃ সামর্থ্যানুসারে কুরবানী করা

١٦١- حَدَّثَنِي يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ اَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِي طَالِبٍ ؛ كَانَ يَقُولُ : مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ، شَاةٌ .

রেওয়ায়ত ১৬১

জা'ফর ইব্ন মুহাম্মদ (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন– আলী ইব্ন আবি তালিব (রা) বলিতেন ঃ[১] مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ شَاةَ এই কথার অর্থ হইল, অন্তত একটি বকরী কুরবানী করা।

١٦٢ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ : اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ : مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ، شَاةٌ .

قَالَ مَالِكٌ : وَذٰلِكَ اَحَبُّ مَاسَمِعْتُ اِلَيَّ فِي ذٰلِكَ. لِاَنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ (يَاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَاقَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ) مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ اَوْكَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا- فَمِمَّا يُحْكَمُ بِهِ فِي الْهَدْيِ ، شَاةٌ. وَقَدْ سَمَّاهَا اللّٰهُ هَدْيًا . وَذٰلِكَ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا . وَكَيْفَ يَشُكُّ اَحَدٌ فِي ذٰلِكَ ؟ وَكُلُّ شَيْءٍ لاَ يَبْلُغُ اَنْ يُحْكَمَ فِيهِ بِبَعِيرٍ اَوْ بَقَرَةٍ . فَالْحُكْمُ فِيهِ ، شَاةٌ . وَمَا لاَ يَبْلُغُ اَنْ يُحْكَمَ فِيهِ بِشَاةٍ . فَهُوَ كَفَّارَةٌ مِنْ صِيَامٍ ، اَوْ اِطْعَامِ مَسَاكِينَ .

---

১. তবে সহজলভ্য কুরবানী করিও। ২ ঃ ১৯৬

রেওয়ায়ত ১৬২

মালিক (র) বলেন ঃ তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন ঃ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ এর অর্থ হইল, অন্তত একটি বকরী কুরবানী করা।

মালিক (র) বলেন ঃ এই বর্ণনাটি আমার নিকট খুবই প্রিয়। কেননা কুরআনুল করীমে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ হে মু'মিনগণ, তোমরা যখন ইহরাম অবস্থায় থাক তখন তোমরা কোন প্রাণী বধ করিও না। কেউ যদি কোনকিছু ইচ্ছাকৃতভাবে বধ করে তবে যে ধরনের পশু সে বধ করিয়াছে সেই ধরনের কোন পশু তাহাকে প্রতিদান (জরিমানা) দিতে হইবে। তোমাদের দুইজন ন্যায়নিষ্ঠ লোক ইহার ফয়সালা করিয়া দিবে। এই প্রতিদান বায়তুল্লাহ্‌তে প্রেরিত হাদ্‌য়ী হইবে অথবা কাফ্‌ফারা হিসাবে হইবে যাহা মিসকীনদেরকে আহার করানো হইবে অথবা তাহাকে তৎপরিমাণ রোযা রাখিতে হইবে যাহাতে সে তাহার কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করিয়া নেয়। যাহা হউক, শিকারকৃত পশুর পরিবর্তে কোন সময়ে বকরীও ওয়াজিব হইতে পারে। উক্ত আয়াতে উহাকেও হাদ্‌য়ী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই কথায় একজন কি করিয়া সন্দেহ করিতে পারে ? কারণ যে পশু উট বা গরুর সমতুল্য নহে উহার প্রতিদানে (জরিমানা) একটি বকরীই ওয়াজিব হইতে পারে। একটি বকরীর সমতুল্যও যেখানে হইবে না সেখানে কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হইবে। সে রোযার মাধ্যমে উহা আদায় করুক বা মিসকীনদেরকে আহার করাইয়া তাহা আদায় করুক, উভয় অবস্থায় ইহা কাফ্‌ফারা হিসাবেই গণ্য হইবে।

١٦٣- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : مَااسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ.

রেওয়ায়ত ১৬৩

নাফি' (র) বর্ণনা করেন– আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলিতেন ঃ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ আয়াতটির অর্থ হইল– অন্ততপক্ষে একটি বকরী বা গাভী কুরবানী করিতে হইবে।

١٦٤ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ؛ أَنَّ مَوْلَاةً لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يُقَالُ لَهَا رُقَيَّةُ ؛ أَخْبَرَتْهُ : أَنَّهَا خَرَجَتْ مَعَ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ إِلَى مَكَّةَ. قَالَتْ فَدَخَلَتْ عَمْرَةُ مَكَّةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ . وَأَنَا مَعَهَا. فَطَافَتْ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . ثُمَّ دَخَلَتْ صُفَّةَ الْمَسْجِدِ . فَقَالَتْ : أَمَعَكِ مِقَصَّانِ ؟ فَقُلْتُ لَا : فَالْتَمِسِيهِ لِي . فَالْتَمَسْتُهُ ، حَتَّى جِئْتُ بِهِ . فَأَخَذَتْ مِنْ قُرُونِ رَأْسِهَا. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ ، ذَبَحَتْ شَاةً .

রেওয়ায়ত ১৬৪

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর (র) বর্ণনা করেন– 'আম্‌রাহ্ বিন্‌ত আবদুর রহমানের আযাদকৃত দাসী রুকাইয়া (র) খবর দিয়েছেন– তিনি একবার 'আমরাহ্ বিন্‌ত আবদুর রহমানের সঙ্গে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন। তিনি বলেন ঃ যিলহজ্জ মাসের অষ্টম তারিখে তিনি (আমরাহ) মক্কায় গিয়া উপনীত হন। আমি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই

ছিলাম। তিনি কা'বা শরীফের তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সা'য়ী করিয়া মসজিদে গেলেন। আমাকে বলিলেন ঃ তোমার নিকট কাঁচি আছে কি? আমি বলিলাম ঃ নাই। তিনি বলিলেন ঃ তালাশ করিয়া একটি কাঁচি লইয়া আস। আমি তাহাই করিলাম। তিনি উহা দ্বারা তাঁহার চুলের কিছু অংশ কাটিলেন। পরে কুরবানীর দিন (ইয়াওমুন-নাহরে) তিনি একটি বকরী যবেহ করিলেন।

٥٢- باب : جامع الهدى

পরিচ্ছেদ ৫২ ঃ কুরবানী হাদ্য়ী-র বিভিন্ন আহকাম

١٦٥- حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ الْمَكِّيِّ ؛ اَنَّ رَجُلاً مِنْ اَهْلِ الْيَمَنِ ، جَاءَ اِلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، وَقَدْ ضَفَرَ رَاْسَهُ . فَقَالَ : يَااَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ . اِنِّى قَدِمْتُ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ . فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ : لَوْ كُنْتُ مَعَكَ ، اَوْ سَاَلْتَنِى ، لاَمَرْتُكَ اَنْ تَقْرِنَ. فَقَالَ الْيَمَانِىُّ : قَدْ كَانَ ذٰلِكَ . فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ : خُذْ مَاتَطَايَرَ مِنْ رَاْسِكَ ، وَاَهْدِ ، فَقَالَتِ امْرَاَةٌ مِنْ اَهْلِ الْعِرَاقِ : مَا هَدْيُهُ . يَااَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ؟ فَقَالَ : هَدْيُهُ . فَقَالَتْ لَهُ : مَاهَدْيُهُ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ : لَوْلَمْ اَجِدْ اِلاَّ اَنْ اَذْبَحَ شَاةً ، لَكَانَ اَحَبَّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اَصُومَ .

রেওয়ায়ত ১৬৫

সাদাকাহ্ ইব্ন ইয়াসার মক্কী (র) বর্ণনা করেন– ইয়ামনের অধিবাসী এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট আসে। চুলগুলি তাহার জটপাকানো ছিল। সে বলিল ঃ হে আবূ আবদুর রহমান! আমি শুধু উমরার ইহরাম বাঁধিয়া আসিয়াছি। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলিলেন ঃ তুমি যদি আমার সঙ্গে থাকিতে বা আমার নিকট পূর্বে জিজ্ঞাসা করিতে তবে তোমাকে আমি হজ্জে কিরান করার কথা বলিতাম। লোকটি বলিল ঃ উহার সময় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলিলেন ঃ তোমার এই লম্বা চুলগুলি কাটিয়া ফেল এবং কুরবানী কর। ইরাকের অধিবাসী একজন মহিলা তখন বলিল ঃ হে আবূ আবদুর রহমান! এই লোকটির হাদ্য়ী (কুরবানী) কি হইবে? তিনি বলিলেন ঃ উত্তম হাদ্য়ী সে দিবে। মহিলাটি পুনরায় বলিল ঃ ইহা কি হইবে? আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলিলেন ঃ যবেহ করিবার জন্য বকরী ব্যতীত অন্য কিছু যদি না পায় বা দিতে অসমর্থ হয়, তবে আমার কাছে রোযা রাখা অপেক্ষা বকরী হাদ্য়ী দেওয়াই উত্তম।

١٦٦- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : الْمَرْاَةُ الْمُحْرِمَةُ اِذَا حَلَّتْ لَمْ تَمْتَشِطْ ، حَتّٰى تَاْخُذَ مِنْ قُرُونِ رَاْسِهَا . وَاِنْ كَانَ لَهَا هَدْىٌ ، لَمْ تَاْخُذْ مِنْ شَعْرِهَا شَيْئًا ، حَتّٰى تَنْحَرَ هَدْيَهَا .

রেওয়ায়ত ১৬৬

নাফি' (র) বর্ণনা করেন– আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলিতেন ঃ ইহ্রামরত স্ত্রীলোক তাহার চুলের গোছা না কাটা পর্যন্ত সে চুল আঁচড়াইবে না। সঙ্গে হাদ্য়ী থাকিলে উহা যবেহ না করা পর্যন্ত সে চুল কাটিবে না।

١٦٧- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ اَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ : لاَيَشْتَرِكُ الرَّجُلُ وَأَمْرَاتَهُ فِى بَدَنَةٍ وَاحِدَةٍ . لِيُهْدِ كُلُّ وَاحِدٍ بَدَنَةً ، بَدَنَةً .

وَسُئِلَ مَالِكٌ : عَمَّنْ بُعِثَ مَعَهُ بِهَدْيٍ يَنْحَرُهُ فِى حَجٍّ ، وَهُوَ مُهِلٌّ بِعُمْرَةٍ. هَلْ يَنْحَرُهُ اِذَا حَلَّ، اَمْ يُؤَخِّرُهُ حَتَّى يَنْحَرَهُ فِى الْحَجِّ. وَيُحِلُّ هُوَ مِنْ عُمْرَتِهِ ؟ فَقَالَ : بَلْ يُوَخِّرُهُ حَتَّى يَنْحَرَهُ فِى الْحَجِّ وَيُحِلُّ هُوَ مِنْ عُمْرَتِهِ .

قَالَ مَالِكٌ : وَالَّذِى يَحْكُمُ عَلَيْهِ بِالْهَدْيِ فِى قَتْلِ الصَّيْدِ ، اَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ هَدْى فِى غَيْرِذٰلِكَ . فَاِنَّ هَدْيَهُ لاَيَكُونُ اِلاَّ بِمَكَّةَ . كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى - (هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ)- وَاَمَّا مَاعُدِلَ بِهِ الْهَدْىُ مِنَ الصِّيَامِ اَوِ الصَّدَقَةِ ، فَاِنَّ ذٰلِكَ يَكُونُ بِغَيْرِ مَكَّةَ حَيْثُ اَحَبَّ صَاحِبُهُ اَنْ يَفْعَلَهُ ، فَعَلَهُ .

রেওয়ায়ত ১৬৭

মালিক (র) কতিপয় আলিমের নিকট শুনিয়াছেন– স্বামী-স্ত্রী কুরবানীতে একই উটে শরীক হইবে না। প্রত্যেকেরই আলাদা উট কুরবানী করা উচিত।

মালিক (র)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল ঃ হজ্জের সময় 'নাহর' করার জন্য যদি কাহারও সঙ্গে মক্কায় হাদ্য়ী পাঠাইয়া দেয় আর সে নিজে উমরার ইহ্রাম বাঁধিয়া আসে তবে উমরা শেষ হইতেই সে ঐ হাদ্য়ীটি 'নাহর' করিতে পারিবে কি অথবা উহা 'নাহর' করার জন্য হজ্জ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে কি অপেক্ষা করিবে ? তিনি উত্তরে বলিলেন ঃ উমরা করিয়া সে ইহ্রাম খুলিয়া ফেলিবে এবং কুরবানীর জন্য হজ্জ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিবে। এবং 'ইয়াওমুন-নাহরে'র সময় উহাকে সে 'নাহর' করিবে এবং এই কুরবানীকে তাহার উমরারই অংশবিশেষ জানিবে।

মালিক (র) বলেন ঃ ইহ্রাম অবস্থায় শিকার করার কারণে বা অন্য কোন কারণে যদি কাহারও উপর কুরবানী করা ওয়াজিব হইয়া যায়, তবে উহাকে মক্কায় নিয়া আসা উচিত। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ 'এমন হাদয়ী যাহা কা'বায় পৌঁছায়।' শিকার করার কারণে বা কুরবানীর পরিবর্তে রোযা বা সাদকা করিতে হইলে তাহার ইখতিয়ার থাকিবে হারম্ বা হারম্ শরীফের বাহিরে যেকোন স্থানে ইচ্ছা সে উহা করিতে পারিবে।

١٦٨- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيِّ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ مَوْلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ . فَخَرَجَ مَعَهُ مِنَ الْمَدِينَةِ . فَمَرُّوا عَلَى حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ، وَهُوَ مَرِيضٌ بِالسُّقْيَا . فَأَقَامَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ . حَتَّى إِذَا خَافَ الْفَوَاتَ خَرَجَ ، وَبَعَثَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ ، وَهُمَا بِالْمَدِينَةِ ، فَقَدِمَا عَلَيْهِ . ثُمَّ إِنَّ حُسَيْنًا أَشَارَ إِلَى رَأْسِهِ . فَأَمَرَ عَلِيٌّ بِرَأْسِهِ فَحُلِّقَ . ثُمَّ نَسَكَ عَنْهُ بِالسُّقْيَا . فَنَحَرَ عَنْهُ بَعِيرًا .

قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : وَكَانَ حُسَيْنٌ خَرَجَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فِي سَفَرِهِ ذٰلِكَ ، إِلَى مَكَّةَ .

রেওয়ায়ত ১৬৮

আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর (র)-এর আযাদকৃত গোলাম আবূ আসমা (র) বর্ণনা করেন যে, তিনি আবদুর রহমান ইব্ন জা'ফর (র)-এর সহিত মদীনা হইতে যাত্রা করেন, পথে সুক্‌ইয়া নামক স্থানে হুসায়ন ইব্ন আলী (রা)-এর সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হয়। তিনি [হুসায়ন (রা)] সেখানে অসুস্থ অবস্থায় ছিলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফরও সেখানে রহিয়া গেলেন। হজ্জের সময় শেষ হইয়া যাইতেছে দেখিয়া তিনি পুনরায় রওয়ানা হইয়া পড়েন এবং একজন লোককে খবর দিয়া আলী ইব্ন আবি তালিব (রা) ও তাঁহার স্ত্রী আসমা বিন্‌ত উমাইসের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা ঐ সময় মদীনা শরীফে ছিলেন। তাঁহারা খবর পাইয়া সুকইয়ায় অসুস্থ পুত্রের নিকট আসিলেন। তিনি (হুসায়ন রা.) নিজের মাথার দিকে ইশারা করিয়া দেখাইলেন। আলী (রা)-এর নির্দেশে তখন সেখানেই তাঁহার মাথা কামান হইল এবং একটি উট কুরবানী দেওয়া হইল।

ইয়াহ্‌ইয়া ইব্ন সাঈদ (র) বলেন ঃ হুসায়ন (রা) ঐ সময় উসমান ইব্ন আফফান (রা)-এর সহিত হজ্জ করিতে রওয়ানা হইয়াছিলেন।

٥٣- باب : الوقوف بعرفة والمزدلفة

পরিচ্ছেদ ৫৩ ঃ আরাফাত ও মুযদালিফায় অবস্থান

١٦٩- حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ "عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ . وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ . وَالْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ . وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ" .

রেওয়ায়ত ১৬৯

মালিক (র)-এর নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ আরাফাতের সারা ময়দানে অবস্থান করা যায়, তবে তোমরা 'বাতনে উরানায়' অবস্থান করিও না। এমনিভাবে মুযদালিফার সারা ময়দানে অবস্থান করা যায় তবে তোমরা 'বাতনে মুহাস্সিরে' অবস্থান করিও না।

١٧٠- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : اعْلَمُوا أَنَّ عَرَفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ . إِلاَّ بَطْنَ عُرَنَةَ . وَأَنَّ الْمُزْدَلِفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ . إِلاَّ بَطْنَ مُحَسِّرٍ .

قَالَ مَالِكٌ : قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى - (فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ) - قَالَ : فَالرَّفَثُ إِصَابَةُ النِّسَاءِ ، وَاللّٰهُ أَعْلَمُ قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى - (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ) - قَالَ : وَالْفُسُوقُ الذَّبْحُ لِلأَنْصَابِ ، وَاللّٰهِ أَعْلَمُ . قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى- (أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ) -قَالَ : وَالْجِدَالُ فِي الْحَجِّ ، أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَقِفُ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِقُزَحَ . وَكَانَتِ الْعَرَبُ وَغَيْرُهُمْ يَقِفُونَ بِعَرَفَةَ . فَكَانُوا يَتَجَادَلُونَ . يَقُولُ هٰؤُلاَءِ نَحْنُ أَصْوَبُ ، وَيَقُولُ هٰؤُلاَءِ نَحْنُ أَصْوَبُ . فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالَى - (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلاَ يُنَازِعُنَّكَ فِي الأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ)- فَهٰذَا الْجِدَالُ. فِيمَا نُرَى ، وَاللّٰهُ أَعْلَمُ. وَقَدْ سَمِعْتُ ذٰلِكَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ .

রেওয়ায়ত ১৭০

আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) বলেন ঃ তোমরা বিশ্বাস কর 'বাতনে উরানা' ব্যতীত সমগ্র আরাফাতের ময়দানই অবস্থান করার স্থান, এমনভাবে বাতনে মুহাস্সির ব্যতীত মুযদালিফার সারাটা ময়দানেই অবস্থান করা যায়।

মালিক (র) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ [১]

'রাফাস' অর্থ হইল স্ত্রীসম্ভোগ। আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন ঃ

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ [২]

১. হজ্জের সময়ে স্ত্রীসম্ভোগ অন্যায় আচরণ ও কলহ-বিবাদ বিধেয় নহে। ২ ঃ ১৯৭
২. সিয়ামের রাত্রে তোমাদের জন্য স্ত্রীসম্ভোগ বৈধ করা হইয়াছে। ২ ঃ ১৮৭

মালিক (র) বলেন ঃ ফুসুক অর্থ হইল, দেব-দেবীর নামে পশু উৎসর্গ করা, আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ [১]

মালিক (র) বলেন ঃ হজ্জে জিদাল বা ঝগড়া-বিবাদ হইল, কুরাইশ গোত্রের লোকজন তৎকালে হজ্জের সময় মুযদালিফার কুযাহ্ নামক স্থানে অবস্থান করিত। আর অন্যরা আরাফাতে অবস্থান করিত। উভয় দল তখন পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হইত, একদল বলিত, আমরাই সত্যপথের অনুসারী; অপর দল বলিত, আমরাই কেবল সত্যপথের অনুসারী। আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত নাযিল করিয়া ইরশাদ করিলেন ঃ

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ- [২]

হজ্জের সময় ঝগড়-বিবাদ বলিতে এই কথাই বোঝানো হইয়াছে। আল্লাহ্ অধিক জ্ঞাত। আলিমগণের নিকটও আমি এই ব্যাখ্যা শুনিয়াছি।

٥٤- باب : وقوف الرجل وهو غير طاهر، ووقوفه على دابة

পরিচ্ছেদ ৫৪ ঃ অপবিত্র অবস্থায় ওয়াকুফ (অবস্থান) করা এবং আরোহী অবস্থায় ওয়াকুফ করা

١٧١- سُئِلَ مَالِكٌ : هَلْ يَقِفُ الرَّجُلُ بِعَرَفَةَ ، أَوْ بِالْمُزْدَلِفَةِ ، أَوْ يَرْمِي الْجِمَارِ ، أَوْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ ؟ فَقَالَ : كُلُّ أَمْرٍ تَصْنَعُهُ الْحَائِضُ مِنْ أَمْرِ الْحَجِّ ، فَالرَّجُلُ يَصْنَعُهُ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ . ثُمَّ لَايَكُونُ عَلَيْهِ شَيْءٍ فِي ذٰلِكَ . وَالْفَضْلُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ذٰلِكَ . وَالْفَضْلُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ فِي ذٰلِكَ كُلِّهِ طَاهِرًا . وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَعَمَّدَ ذٰلِكَ .

وَسُئِلَ مَالِكٌ : عَنِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ لِلرَّاكِبِ . أَيَنْزِلُ أَمْ يَقِفُ رَاكِبًا ؟ فَقَالَ : بَلْ يَقِفُ رَاكِبًا. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بِهِ ، أَوْ بِدَابَّتِهِ ، عِلَّةٌ . فَاللّٰهُ أَعْذَرُ بِالْعُذْرِ .

রেওয়ায়ত ১৭১

ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন ঃ মালিক (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল ঃ অপবিত্র অবস্থায় কোন ব্যক্তি আরাফাত বা মুযদালিফায় অবস্থান বা প্রস্তর নিক্ষেপ বা সাফা-মারওয়ার সা'য়ী করিতে পারিবে কি ? তিনি বলিলেন ঃ ঋতুমতী

---

১. অথবা যাহা অবৈধ, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গের কারণে। ৬ ঃ ১৪৫

২. আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য নির্ধারিত করিয়া দিয়াছি 'ইবাদত পদ্ধতি' যাহা উহারা অনুসরণ করে সুতরাং উহারা যেন তোমার সহিত বিতর্ক না করে এই ব্যাপারে। তুমি উহাদিগকে তোমার প্রতিপালকের দিকে আহবান কর। তুমিতো সরল পথেই প্রতিষ্ঠিত। ২২ ঃ ৬৭

স্ত্রীলোক হজ্জের যে সমস্ত আহকাম-আরকান আদায় করিতে পারে তাহা ওযূবিহীন অবস্থায় তাহাকে আদায় করিতে হয়। তদ্রূপ ওযূ ছাড়া পুরুষ ও স্ত্রীলোক এইগুলি করিতে পারে। ইহাতে দোষের কিছুই হয় না। তবে ওযূসহ ঐ সমস্ত বিষয় আদায় করা উত্তম। স্বেচ্ছায় ওযূবিহীন অবস্থায় এইসব কাজ করা ঠিক নহে।

মালিক (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল ঃ কোন ব্যক্তি আরোহী হইলে আরাফাতে অবস্থানকালে সে আরোহী অবস্থায় থাকিবে কিনা। তিনি বলিলেন ঃ আরোহী অবস্থায় ওয়াকুফ করিবে। তবে তাহার বা তাহার ভারবাহী পশুর কোন অসুবিধা থাকিলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহা কবূল করিবেন।

٥٥- باب : وقوف من فاته الحج بعرفة

পরিচ্ছেদ ৫৫ ঃ যাহার হজ্জ ছুটিয়া গিয়াছে তাহার আরাফাতে অবস্থান করা

١٧٢- حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : مَنْ لَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ ، مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ ، قَبْلَ اَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ، فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ . وَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ ، مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ ، مِنْ قَبْلِ اَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ ، فَقَدْ اَدْرَكَ الْحَجَّ .

রেওয়ায়ত ১৭২

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত– আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ মুযদালিফার রাত্রির (১০ তারিখের রাত্রি) কিছু অংশ হইতে আরাফাতে অবস্থান না করিলে হজ্জ হইবে না। আর যে ব্যক্তি ইয়াওমুন-নাহরের ফজর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আরাফাতে অবস্থান করিতে পারিবে তাহার হজ্জ হইয়া যাইবে।[১]

١٧٣- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِيهِ ؛ اَنَّهُ قَالَ : مَنْ اَدْرَكَهُ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ . وَلَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ . فَقَدْفَاتَهُ الْحَجُّ . وَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ . قَبْلَ اَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ . فَقَدْ اَدْرَكَ الْحَجَّ .

قَالَ مَالِكٌ ، فِى الْعَبْدِ يُعْتَقُ فِى الْمَوْقِفِ بِعَرَفَةَ : فَاِنَّ ذٰلِكَ لاَيُجْزِى عَنْهُ مِنْ حَجَّةِ الاِسْلاَمِ . اِلاَّ اَنْ يَكُونَ لَمْ يُحْرِمْ ، فَيُحْرِمُ بَعْدَ اَنْ يُعْتَقَ . ثُمَّ يَقِفُ بِعَرَفَةَ مِنْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ . قَبْلَ اَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ . فَاِنْ فَعَلَ ذٰلِكَ اَجْزَا عَنْه . وَاِنْ لَمْ يُحْرِمْ حَتّٰى طَلَعَ الْفَجْرُ ، كَانَ بِمَنْزِلَةِ مِنْ فَاتَهُ الْحَجُّ . اِذَا لَمْ يُدْرِكِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ. قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ . وَيَكُونُ عَلَى الْعَبْدِ حَجَّةُ الاِسْلاَمِ يَقْضِيهَا .

রেওয়ায়ত ১৭৩

হিশাম ইব্ন উরওয়াহ্ (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন– তিনি বলিয়াছেন ঃ মুযদালিফার রাত ফজর

১. যিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখে সূর্য পশ্চিম দিকে হেলিয়া পড়ার সময় হইতে ইয়াওমুন নাহরের ফজর পর্যন্ত হইল ওয়াকুফ বা আরাফাতে অবস্থানের সময়। এই সময়ের ভিতর আরাফাতে অবস্থান না হইলে হজ্জ হইবে না।

হওয়া পর্যন্তও যদি কেউ (কিছু সময়ের জন্য) আরাফাতে অবস্থান না করিয়া থাকে তবে তাহার হজ্জ বিনষ্ট হইবে। আর যে ব্যক্তি মুযদালিফার রাতে ফজরের পূর্ব পর্যন্ত ইহ্‌রাম বাঁধিয়া (কিছু সময়) আরাফাতে অবস্থান করিতে পারিবে তাহার হজ্জ হইয়া যাইবে।

মালিক (র) বলেন ঃ আরাফাতে অবস্থানকালে যদি কোন ক্রীতদাস আযাদ হইয়া যায় তবে এই হজ্জ দ্বারা তাহার ফরয হজ্জ আদায় হইবে না। কিন্তু আযাদ হওয়ার পূর্বে সে যদি ইহ্‌রাম না বাঁধিয়া থাকে এবং আযাদ হওয়ার পর ইয়াওমুন-নাহরের ফজরের পূর্বে ইহ্‌রাম বাঁধিয়া আরাফাতে অবস্থান করিয়া নিতে পারে তবে তাহার ফরয হজ্জ আদায় হইয়া যাইবে। আর ইয়াওমুন-নাহরের ফজর পর্যন্ত সে যদি ইহ্‌রাম না বাঁধে তবে তাহার অবস্থা ঐ ব্যক্তির মত হইবে যে ব্যক্তি মুযদালিফার রাত্রের ফজর পর্যন্ত আরাফাতে অবস্থান করে নাই, ফলে তাহার হজ্জ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ঐ আযাদ ক্রীতদাসেরও পুনরায় ফরয হজ্জ আদায় করিতে হইবে।

٥٦- باب : تقديم النساء والصبيانه

পরিচ্ছেদ ৫৬ ঃ মহিলা ও শিশুদেরকে প্রথমে রওয়ানা করিয়া দেওয়া

١٧٤- حَدَّثَنِي يَحْيٰى عَنْ مَالِكْ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ عَنْ سَالِمٍ وَعُبَيْدِ اللّٰهِ ، ابْنَىْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ اَنَّ اَبَاهُمَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُقَدِّمُ اَهْلَهُ وَصِبْيَانَهُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ اِلَى مِنًى . حَتّٰى يُصَلُّو الصُّبْحَ بِمِنًى . وَيَرْمُوا قَبْلَ اَنْ يَاْتِىَ النَّاسُ .

রেওয়ায়ত ১৭৪

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-এর পুত্র সালিম (র) এবং উবায়দুল্লাহ (র) বর্ণনা করেন–তাঁহাদের পিতা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) শিশু ও মহিলাদেরকে প্রথম মুযদালিফা হইতে মিনায় পাঠাইয়া দিতেন, মিনায় ফজরের নামায আদায় করার পরপরই অন্যান্য লোক আসিবার পূর্বে যেন তাহারা প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া নিতে পারেন।

١٧٥- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِى رَبَاحٍ ؛ اَنَّ مَولاَةً الاَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِى بَكْرٍ اَخْبَرَتْهُ . قَالَتْ : جِئْنَا مَعَ اَسْمَاءَ ابْنَةِ اَبِى بَكْرٍ ، مِنًى ، بِغَلَسٍ . قَالَتْ فَقُلْتُ لَهَا : لَقَدْ جِئْنَا مِنًى بِغَلَسٍ . فَقَالَتْ : قَدْ كُنَّا نَصْنَعُ ذٰلِكَ مَعَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكِ .

রেওয়ায়ত ১৭৫

'আতা ইব্‌ন রাবা' (র) হইতে বর্ণিত– আসমা বিন্‌ত আবি বকর (রা)-এর আযাদ দাসী বর্ণনা করেন ঃ অন্ধকার থাকিতেই আসমা বিন্‌ত আবি বকর (রা)-এর সহিত আমরা মিনায় চলিয়া আসিলাম। আসমাকে তখন আমি বলিলাম ঃ অন্ধকার থাকিতেই যে মিনায় আমরা চলিয়া আসিলাম? তিনি বলিলেন ঃ তোমাদের হইতে যিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ, তাঁহার আমলেও আমরা এই ধরনের আমল করিয়াছি।

١٧٦ - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ : اَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ كَانَ يُقَدِّمُ نِسَاءَهُ وَصِبْيَانَهُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ اِلَى مِنًى .

রেওয়ায়ত ১৭৬

মালিক (র) বলেন ঃ আমার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ (র) তাঁহার পরিবারের মহিলা ও শিশুদিগকে মুযদালিফা হইতে মিনায় আগেই পাঠাইয়া দিতেন।

١٧٧ - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ اَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُ رَمْىَ الْجَمْرَةِ . حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ . وَمَنْ رَمَى فَقَدْ حَلَّ لَهُ النَّحْرُ .

রেওয়ায়ত ১৭৭

মালিক (র) কতিপয় আলিমের নিকট শুনিয়াছেন যে, তাঁহারা ইয়াওমুন-নাহরের ফজর হওয়ার পূর্বে প্রস্তর নিক্ষেপ করা মাকরূহ বলিয়া মনে করিতেন। যে ব্যক্তি প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়াছে তাহার জন্য নাহর করা হালাল হইয়া গিয়াছে।

١٧٨- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ؛ اَخْبَرَتْهُ : اَنَّهَا كَانَتْ تَرَى اَسْمَاءَ بِنْتَ اَبِى بَكْرٍ بِالْمُزْدَلِفَةِ . تَأْمُرُ الَّذِى يُصَلِّى لَهَا وَلاَصْحَابِهَا الصُّبْحَ . يُصَلِّى لَهُمُ الصُّبْحَ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ . ثُمَّ تَرْكَبُ فَتَسِيرُ اِلَى مِنًى . وَلاَتَقِفُ .

রেওয়ায়ত ১৭৮

হিশাম ইব্‌ন উরওয়াহ্ (র) বর্ণনা করেন– ফাতিমা বিন্‌ত মুনযির বলিয়াছেন ঃ মুযদালিফা অবস্থানকালে আসমা বিন্‌তে আবি বকর (রা)-কে দেখিয়াছি, যে ব্যক্তি তাঁহাদের নামায পড়াইতেন তাঁহাকে তিনি বলিতেন ঃ সুবহে সাদিক হওয়ামাত্রই যেন নামায পড়াইয়া দেন। পরে নামায পড়ামাত্র আর বিলম্ব না করিয়া তিনি মিনায় চলিয়া আসিতেন।

٥٧- باب : السير فى الرفعة

পরিচ্ছেদ ৫৭ ঃ আরাফাত হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় কিরূপে এবং কি গতিতে চলা উচিত

١٧٩- حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِيهِ ؛ اَنَّهُ قَالَ : سُئِلَ اُسَامَةُ ابْنُ زَيْدٍ ، وَاَنَا جَالِسٌ مَعَهُ ، كَيْفَ كَانَ يَسِيرُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، حِينَ دَفَعَ ؟ قَالَ : كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ . فَاِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ .

قَالَ مَالِكٌ : قَالَ هِشَامٌ : وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ .

রেওয়ায়ত ১৭৯

হিশাম ইব্ন উরওয়াহ্ (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন– তিনি বলিয়াছেন ঃ উসামা ইব্ন যায়দ (রা)-এর নিকট বসা ছিলাম। তাঁহাকে তখন জিজ্ঞাসা করা হইল ঃ বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরাফাতের ময়দান হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় কিরূপ গতিতে উট চালাইতেছিলেন ? তিনি বলিলেন ঃ দ্রুত চালাইয়া ফিরিতেছিলেন। একটু ফাঁক পাইলে তখন খুবই দ্রুতগতিতে চালাইতেন।

মালিক (র) বলেন ঃ হিশাম (র) বলিয়াছেন, 'নস' জাতীয় গতি 'আনাক' জাতীয় গতি হইতে দ্রুততর।[১]

١٨٠- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَرِّكُ رَاحِلَتَهُ فِي بَطْنِ مُحَسِّرٍ ، قَدْرَ رَمْيَةٍ بِحَجَرٍ .

রেওয়ায়ত ১৮০

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত– আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বাতনে-মুহাস্সির হইতে প্রস্তর নিক্ষেপ করার স্থান পর্যন্ত তাঁহার উটের গতি দ্রুত করিয়া দিতেন।

٥٨- باب : ماجاء فى النحر فى الحج

পরিচ্ছেদ ৫৮ ঃ হজ্জের সময় নাহ্র করা

١٨١- حَدَّثَنِي يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ : اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ، بِمِنًى " هٰذَا الْمَنْحَرُ وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ " وَقَالَ فِي الْعُمْرَةِ "هٰذَا الْمَنْحَرُ" يَعْنِي الْمَرْوَةَ " وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ وَطُرُقِهَا مَنْحَرٌ " .

রেওয়ায়ত ১৮১

মালিক (র) বলেন– তাহার নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিনা সম্পর্কে বলিয়াছেন ঃ মিনার সারাটা ময়দানই 'নাহর' করার স্থান। আর উমরা সম্পর্কে বলিয়াছেন ঃ ইহার জন্য মারওয়াহ্ উত্তম স্থান। মক্কার প্রতিটি পথ এবং গলিও 'নাহর' করার স্থান।

١٨٢- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : اَخْبَرَتْنِي عَمْرَةَ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ؛ اَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ اُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تَقُولُ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ لِخَمْسٍ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ . وَلاَ نُرَى اِلاَّ اَنَّهُ الْحَجُّ . فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ ، اَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ ، اِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعٰى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، اَنْ يَحِلَّ . قَالَتْ عَائِشَةُ : فَدُخِلَ عَلَيْنَا ، يَوْمَ النَّحْرِ ، بِلَحْمِ بَقَرٍ . فَقُلْتُ : مَاهٰذَا ؟ فَقَالُوا :نَحَرَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَزْوَاجِهِ .

---

১. আরবীতে সামান্য দ্রুত চলাকে 'আনাক' এবং তদপেক্ষা দ্রুত চলাকে 'নস' বলা হয়।

قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : فَذَكَرْتُ هٰذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ. فَقَالَ : اَتَتْكَ ، وَاللّٰهِ، بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ .

রেওয়ায়ত ১৮২

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) বলেন ঃ তখন যিলকা'দ মাসের পাঁচ দিন অবশিষ্ট ছিল, যখন আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সহিত রওয়ানা হইলাম। আমাদের এই ধারণাই ছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হজ্জের উদ্দেশ্যেই যাইতেছেন। যখন আমরা মক্কার নিকটবর্তী হইলাম তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যাহাদের নিকট হাদ্য়ী ছিল না তাহাদিগকে তাওয়াফ ও সা'য়ী করিয়া ইহ্রাম খুলিয়া ফেলিতে বলেন। আয়েশা (রা) বলেন ঃ ইয়াওমুন্নাহরের দিন আমাদের কাছে গরুর গোশত আনা হইল। ইহা দেখিয়া বলিলাম ঃ ইহা কোথা হইতে আসিয়াছে ? লোকেরা বলিল ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্ত্রীগণের তরফ হইতে কুরবানী দিয়াছেন। ইয়াহইয়া (র) বলেন ঃ আমি কাসিম ইব্ন মুহাম্মদের নিকট উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করিলে তিনি বলিলেন ঃ আল্লাহর কসম, 'আম্রাহ্ বিন্ত আবদুর রহমান এই হাদীসটি সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

١٨٣- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ؛ اَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ : مَاشَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا ، وَلَمْ تَحْلِلْ اَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ ؟ فَقَالَ : "اِنِّي لَبَّدْتُ رَاسِي ، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي ، فَلاَ اَحِلُّ حَتَّى اَنْحَرَ" .

রেওয়ায়ত ১৮৩

উম্মুল মুমিনীন হাফসা (রা) হইতে বর্ণিত– তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলিলেন ঃ অন্যরা তো উমরা করিয়া ইহরাম খুলিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু আপনি খুলিলেন না ? তিনি বলিলেন ঃ আমি আমার চুল জমাট করিয়া নিয়াছি আর হাদ্য়ীর গলায় হার লটকাইয়া দিয়াছি। সুতরাং 'নাহর' না করা পর্যন্ত আমি ইহরাম খুলিব না।

٥٩- باب : العمل فى النحر

পরিচ্ছেদ ৫৯ ঃ নাহ্র-এর বর্ণনা

١٨٤- حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ اَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِي طَالِبٍ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ نَحَرَ بَعْضَ هَدْيِهِ . وَنَحَرَ غَيْرُهُ بَعْضَهُ .

রেওয়ায়ত ১৮৪

আলী ইব্ন আবি তালিব (রা) বর্ণনা করেন– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বীয় কুরবানীর কিছুসংখ্যক পশু নিজের হাতে 'নাহর' করেন আর বাকিগুলি অন্যরা 'নাহর' করেন।

١٨٥- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ : مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً ، فَاِنَّهُ يُقَلِّدُهَا نَعْلَيْنِ ، وَيُشْعِرُهَا . ثُمَّ يَنْحَرُهَا عِنْدَ الْبَيْتِ . اَوْ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ .

لَيْسَ لَهَا مَحِلٌّ دُونَ ذٰلِكَ وَمَنْ نَذَرَ جَزُورًا مِنَ الْاِبِلِ اَوِالْبَقَرِ ، فَلْيَنْحَرْهَا حَيْثُ شَاءَ .

রেওয়ায়ত ১৮৫

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত– আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলিয়াছেন ঃ হাদয়ীর কুরবানী করার মানত করিলে উহার গলায় একজোড়া জুতা লটকাইয়া দিবে এবং উহার কুঁজ যখমী করিয়া দিবে। পরে দশ তারিখে কা'বা শরীফের নিকট বা মিনা ময়দানে উহা 'নাহর' করিবে। ইহা ছাড়া 'নাহর' করার আর কোন স্থান নাই। আর যদি কেউ উট বা গরু ইত্যাদি কুরবানী করার মানত করে, তবে সে যে স্থানে ইচ্ছা কুরবানী করিতে পারে।

١٨٦– وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، اَنَّ اَبَاهُ كَانَ يَنْحَرُ بُدْنَهُ قِيَامًا .

قَالَ مَالِكٌ : لاَ يَجُوزُ لاَحَدٍ اَنْ يَحْلِقَ رَاْسَهُ ، حَتّٰى يَنْحَرَ هَدْيَهُ . وَلاَ يَنْبَغِي لاَحَدٍ اَنْ يَنْحَرَ قَبْلَ الْفَجْرِ ، يَوْمَ النَّحْرِ . وَاِنَّمَا الْعَمَلُ كُلُّهُ يَوْمَ النَّحْرِ ، الذَّبْحُ ، وَلُبْسُ الثِّيَابِ ، وَاِلْقَاءُ التَّفَثِ ، وَالْحِلاَقُ . لاَيَكُونُ شَيْءٌ مِنْ ذٰلِكَ ، يُفْعَلُ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ .

রেওয়ায়ত ১৮৬

হিশাম ইব্‌ন উরওয়াহ্ (র) বর্ণনা করেন– তাঁহার পিতা উটগুলিকে দাঁড় করাইয়া ঐগুলির 'নাহর' করিতেন।

মালিক (র) বলেন ঃ কুরবানী করার পূর্বে মাথা কামানো জায়েয নহে। দশ তারিখের সুবহে সাদিকের পূর্বে কুরবানী করাও জায়েয নহে। কুরবানী করা, কাপড় বদলান, শরীরের ময়লা সাফ করা, মাথা কামান ইত্যাদি বিষয় যিলহজ্জের দশ তারিখে করিতে হইবে। উহার পূর্বে এই সমস্ত করা জায়েয নহে।

٦٠– باب : الحلاق

পরিচ্ছেদ ৬০ ঃ মাথা মুণ্ডন প্রসঙ্গ

١٨٧– حَدَّثَنِي يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ " اَللّٰهُمَّ ارْحَمْ الْمُحَلِّقِينَ " قَالُوا : وَالْمُقَصِّرِينَ . يَارَسُولَ اللّٰهِ . قَالَ " اَللّٰهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ " قَالُوا : وَالْمُقَصِّرِينَ. يَارَسُولَ اللّٰهِ. قَالَ " وَالْمُقَصِّرِينَ".

রেওয়ায়ত ১৮৭

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (র) বর্ণনা করেন– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'আ করিয়াছিলেন ঃ হে আল্লাহ্, মাথা মুণ্ডনকারীদের উপর আপনি রহম করুন।[১] সাহাবীগণ আরয করিলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! চুল যাহারা ছাঁটিবে তাহাদের জন্যও আল্লাহ্‌র রহমতের দু'আ করুন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ হে আল্লাহ্ ! মাথা মুণ্ডনকারীদের রহম করুন। সাহাবীগণ আরয করিলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! চুল যাহারা ছাঁটিবে তাহাদের জন্য আল্লাহ্‌র রহমতের দু'আ করুন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ হে আল্লাহ্ ! চুল যাহারা ছাঁটিবে তাহাদের প্রতিও রহমত করুন।

---

১. ইহাতে বোঝা যায় হজ্জের পর মাথা মুণ্ডন করা চুল ছাঁটা হইতে উত্তম।

١٨٨ - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ اَبِيهِ ؛ اَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ لَيْلاً وَهُوَ مُعْتَمِرٌ. فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَيُؤَخِّرُ الْحِلاَقَ حَتَّى يُصْبِحَ.

قَالَ : وَلٰكِنَّهُ لاَيَعُودُ اِلَى الْبَيْتِ ، فَيَطُوفُ بِهِ حَتَّى يَحْلِقَ رَأْسَهُ.

قَالَ : وَرُبَّمَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَاَوْتَرَ فِيهِ وَلاَ يَقْرَبُ الْبَيْتَ.

قَالَ مَالِكٌ : التَّفَثُ حِلاَقُ الشَّعَرِ، وَلُبْسُ الثِّيَابِ، وَمَا يَتْبَعُ ذٰلِكَ .

قَالَ يَحْيٰى : سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْحِلاَقَ بِمِنًى فِى الْحَجِّ . هَلْ لَهُ رُخْصَةٌ فِى اَنْ يَحْلِقَ بِمَكَّةَ ؟ قَالَ : ذٰلِكَ وَاسِعٌ. وَالْحِلاَقُ بِمِنًى اَحَبُّ اِلَيَّ .

قَالَ مَالِكٌ : الْاَمْرُ الَّذِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا . اَنَّ اَحَدًا لاَ يَحْلِقُ رَاْسَهُ ، وَلاَ يَاْخُذُ مِنْ شَعَرِهِ ، حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيًا . اِنْ كَانَ مَعَهُ . وَلاَ يَحِلُّ مِنْ شَىْءٍ حَرُمَ عَلَيْهِ ، حَتَّى يَحِلَّ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ . وَذٰلِكَ اَنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ - (وَلاَتَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ) .

রেওয়ায়ত ১৮৮

আবদুর রহমান ইব্‌ন কাসিম (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন– তিনি (কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ) উমরার ইহরাম বাঁধিয়া রাত্রে মক্কায় আসিতেন, তাওয়াফ ও সা'য়ী করার পর ভোর পর্যন্ত মাথা মুণ্ডন করার জন্য অপেক্ষা করিতেন। মাথা না কামানো পর্যন্ত বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করিতেন না। নিকটবর্তী মসজিদে আসিয়া কখনও কখনও বিতরের নামায আদায় করিতেন বটে তবে বায়তুল্লাহ্‌র নিকটবর্তী হইতেন না।[১]

মালিক (র) বলেন ঃ 'তাফাস' অর্থ হইল, হজ্জের পর মাথা কামানো এবং কাপড়-চোপড় বদলান ইত্যাদি।

মালিক (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হয় ঃ হজ্জের সময় একজন মাথা কামাইতে ভুলিয়া গেলে সে কি মক্কায় আসিয়া মাথা মুণ্ডন করিতে পারিবে? তিনি বলিলেন ঃ হ্যাঁ, পারিবে। তবে মিনাতে অবস্থানকালে উহা করা ভাল।

মালিক (র) বলেন ঃ আমাদের নিকট সর্বসম্মত বিষয় এই–যতক্ষণ পর্যন্ত হাদ্‌য়ী যবেহ করে নাই ততক্ষণ কেউ মাথা মুণ্ডন করিবে না বা চুল ছাঁটিবে না। আর যতক্ষণ মিনায় পৌছিয়া যিলহজ্জ মাসের দশ তারিখে ইহরাম না খুলিবে, ততক্ষণ তাহার হারাম বিষয়সমূহ হালাল হইবে না। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ কুরবানী যতক্ষণ তাহার নিজ স্থলে না পৌছাইবে ততক্ষণ তোমরা মাথা মুণ্ডন করিও না।

---

১. মাথা মুণ্ডন না করা পর্যন্ত উমরা সম্পূর্ণ হয় না। সুতরাং ইহার পূর্বে তাওয়াফ করিলে একই উমরার দুইটি তাওয়াফ হইয়া যাইবে। আর উহা জায়েয নহে।

٦١- باب : التقصير

পরিচ্ছেদ ৬১ ঃ চুল ছাঁটা প্রসঙ্গ

١٨٩- حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ اِذَا اَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ ، وَهُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ ، لَمْ يَأْخُذْ مِنْ رَأْسِهِ وَلاَ مِنْ لِحْيَتِهِ شَيْئًا ، حَتّٰى يَحُجَّ .

قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ ذٰلِكَ عَلَى النَّاسِ .

রেওয়ায়ত ১৮৯

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত– আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) যখন রমযানের রোযা সমাপ্ত করিতেন আর ঐ বৎসর হজ্জ করার ইচ্ছা করিতেন তখন হজ্জ সমাধা না করা পর্যন্ত মাথার চুল কাটিতেন না ও দাড়ি ছাঁটিতেন না। মালিক (র) বলেন ঃ এ বিষয়টি ওয়াজিব নহে।

١٩٠- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ ؛ كَانَ ، اِذَا حَلَقَ فِي حَجٍّ اَوْ عُمْرَةٍ ، اَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ .

রেওয়ায়ত ১৯০

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত– আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) হজ্জ ও উমরার পরে যখন মাথা মুণ্ডন করিতেন তখন দাড়ি ও গোঁফ ছাঁটিয়া নিতেন।

١٩١- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ اَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ؛ اَنَّ رَجُلاً اَتَى الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ. فَقَالَ : اِنِّي اَفَضْتُ . وَاَفَضْتُ مَعِي بِاَهْلِي . ثُمَّ عَدَلْتُ اِلَى شِعْبٍ . فَذَهَبْتُ لاَدْنُوَ مِنَ اَهْلِي ، فَقَالَتْ : اِنِّي لَمْ اُقَصِّرْ مِنْ شَعَرِي بَعْدُ . فَاَخَذْتُ مِنْ شَعَرِهَا بِاَسْنَانِي . ثُمَّ وَقَعْتُ بِهَا . فَضَحِكَ الْقَاسِمُ وَقَالَ : مُرْهَا فَلْتَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهَا. بِالْجَلَمَيْنِ .

قَالَ مَالِكٌ : اَسْتَحِبُّ فِي مِثْلِ هٰذَا اَنْ يُهْرِقَ دَمًا. وَذٰلِكَ اَنْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا فَلْيُهْرِقْ دَمًا.

রেওয়ায়ত ১৯১

রবী'আ ইব্‌ন আবূ আবদুর রহমান (র) হইতে বর্ণিত– এক ব্যক্তি কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)-এর নিকট আসিয়া বলিল ঃ আমি ও আমার স্ত্রী তাওয়াফে যিয়ারত সমাধা করার পর সহবাস করার ইচ্ছায় আমার স্ত্রীকে এক

নির্জন স্থানে লইয়া গেলাম। আমার স্ত্রী তখন বলিল ঃ হজ্জের পর আমি এখনও আমার চুল ছাঁটাই নাই। আমি তখন দাঁত দিয়া তাহার চুল কাটিয়া তাহার সহিত মিলিত হই। এখন কি করিব? কাসিম (র) হাসিয়া বলিলেন ঃ যাও, স্ত্রীকে কাঁচির সাহায্যে চুল ছাঁটিয়া নিতে বল।[১]

মালিক (র) বলেন ঃ এই অবস্থায় স্বামী যদি একটি কুরবানী দেয় তবে উহা ভাল। কেননা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন ঃ যে কেউ কোন আমল বা রুকন ভুলিয়া বসিলে সে ইহার পরিবর্তে একটি কুরবানী দিবে।

١٩٢- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ اَنَّهُ لَقِيَ رَجُلاً مِنْ اَهْلِهِ يُقَالُ لَهُ الْمُجَبَّرُ. قَدْ اَفَاضَ وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يُقَصِّرْ . جَهِلَ ذٰلِكَ . فَاَمَرَهُ عَبْدُ اللّٰهِ اَنْ يَرْجِعَ ، فَيَحْلِقَ اَوْ يُقَصِّرَ ، ثُمَّ يَرْجِعَ اِلَى الْبَيْتِ فَيُفِيضَ .

রেওয়ায়ত ১৯২

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত– মুজাব্বার নামক কোন এক নিকট-আত্মীয়ের সঙ্গে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-এর সাক্ষাৎ হয়। সে তাওয়াফে যিয়ারত করিয়া গিয়াছিল বটে তবে অজ্ঞতার দরুন মাথার চুল ছাঁটায় নাই বা কামায় নাই। তাহাকে তখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) পুনরায় মক্কায় গিয়া চুল কামাইতে বা ছাঁটাইতে এবং পুনরায় তাওয়াফে যিয়ারত করিতে নির্দেশ দেন।

١٩٣- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ : اَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ كَانَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يُحْرِمَ ، دَعَا بِالْجَلَمَيْنِ فَقَصَّ شَارِبَهُ. وَاَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ . قَبْلَ اَنْ يَرْكَبَ . وَقَبْلَ اَنْ يُهِلَّ مُحْرِمًا .

রেওয়ায়ত ১৯৩

মালিক (র)-এর নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে– সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ যখন ইহ্‌রাম বাঁধিতে ইচ্ছা করিতেন তখন উটে আরোহণ এবং ইহরাম বাঁধিয়া 'তালবিয়া' পাঠ করার পূর্বেই কাঁচি আনাইয়া মোচ এবং দাড়ি ছাঁটিয়া নিতেন।

٦٢- باب : التلبيد

পরিচ্ছেদ ৬২ ঃ চুল জমাট বাঁধানো

١٩٤- حَدَّثَنِي يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَنْ ضَفَرَ رَاسَهُ فَلْيَحْلِقْ . وَلاَ تَشَبَّهُوا بِالتَّلْبِيْدِ .

১. মূলত এখানে হজ্জ সমাধা হইয়া গিয়াছিল। তাই স্বামীর উপর কিছুই ওয়াজিব হইবে না। তবে এতটুকু দোষ হইল যে, চুল ছাঁটিবার পূর্বেই সে স্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়াছে। তাই ইমাম মালিক (র) বলিয়াছেন ঃ স্বামী যদি একটি কুরবানী দেয় তবে আমার মতে ইহা উত্তম।

রেওয়ায়ত ১৯৪

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত– উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলিয়াছেন ঃ (ইহরাম বাঁধার সময়) যে ব্যক্তি মাথার চুল জমাট করিয়া লইবে সে (ইহ্‌রাম খোলার সময়) যেন উহা কামাইয়া ফেলে। 'তালবীদ' (আঠাল কোন পদার্থ দ্বারা মাথার চুল জমাট করা) সদৃশ যেন কেউ চুল জমাট না করে।[১]

١٩٥– وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ؛ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَنْ عَقَصَ رَأْسَهُ ، اَوْ ضَفَرَ اَوْ لَبَّدَ . فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحِلاَقُ .

রেওয়ায়ত ১৯৫

সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র) হইতে বর্ণিত– উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলিয়াছেন ঃ (ইহ্‌রাম বাঁধার সময়) যে চুল খোঁপা বানাইয়া নেয় বা বেণী গাঁথিয়া নেয় বা আঠালো কিছু দ্বারা জমাইয়া নেয় তাহার জন্য (ইহ্‌রাম খোলার সময়) মুণ্ডন করা ওয়াজিব।

٦٣– باب :الصلاة فى البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة

পরিচ্ছেদ ৬৩ ঃ কা'বা ঘরের অভ্যন্তরে নামায আদায় করা, নামায কসর পড়া এবং আরাফাতে তাড়াতাড়ি খুতবা পাঠ করা

١٩٦– حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ ، هُوَ وَاُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلاَلُ بْنُ رَبَاحٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِىُّ . فَاَغْلَقَهَا عَلَيْهِ وَمَكَثَ فِيهَا .

قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ : فَسَأَلْتُ بِلاَلاً حِينَ خَرَجَ ، مَا صَنَعَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ؟ فَقَالَ : جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَمِيْنِهِ ، وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَسَارِهِ ، وَثَلاَثَةَ اَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ . وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ اَعْمِدَةٍ . ثُمَّ صَلَّى .

রেওয়ায়ত ১৯৬

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত– উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) বিলাল ইব্‌ন রাবাহ (রা) এবং উসমান ইব্‌ন তালহা হাযাবী (রা)-কে লইয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কা'বা শরীফের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন এবং দরওয়াজা বন্ধ করিয়া দেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেখানে কিছুক্ষণ রহিয়া গেলেন। আবদুল্লাহ্ বলেন ঃ বিলাল যখন বাহির হইয়া আসিলেন তখন তাঁহাকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেখানে কি করিয়াছেন ? তিনি বলিলেন ঃ একটি স্তম্ভ ডাইনে এবং তিনটি স্তম্ভ পিছনে রাখিয়া তিনি সেখানে নামায পড়িয়াছেন। তখনকার সময়ে কা'বা শরীফের ভিতর মোট ছয়টি স্তম্ভ ছিল।

---

১. ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে উহা ওয়াজিব নহে। ছাঁটা বা মুণ্ডান, যেকোন একটি গ্রহণ করার ইখতিয়ার ঐ ব্যক্তির থাকিবে।

١٩٧- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ إِلَى الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ . أَنْ لاَ تُخَالِفَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْحَجِّ . قَالَ : فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ . جَاءَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ. حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ ، وَأَنَا مَعَهُ ، فَصَاحَ بِهِ عِنْدَ سُرَادِقِهِ : أَيْنَ هٰذَا ؟ فَخَرَجَ عَلَيْهِ الْحَجَّاجُ . وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ . فَقَالَ مَالَكَ ؟ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ؟ فَقَالَ : الرَّوَاحَ . إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ . فَقَالَ : أَهٰذِهِ السَّاعَةَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَأَنْظِرْنِي حَتَّى أُفِيضَ عَلَيَّ مَاءً ، ثُمَّ أَخْرُجَ . فَنَزَلَ عَبْدُ اللّٰهِ . حَتَّى خَرَجَ الْحَجَّاجُ . فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي . فَقُلْتُ لَهُ : إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ السُّنَّةَ الْيَوْمَ ، فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلِ الصَّلاَةَ . قَالَ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ. كَيْمَا يَسْمَعَ ذٰلِكَ مِنْهُ . فَلَمَّا رَأَى ذٰلِكَ ، عَبْدُ اللّٰهِ ، قَالَ : صَدَقَ سَالِمٌ .

রেওয়ায়ত ১৯৭

সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) বর্ণনা করেন– আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান তদীয় গভর্নর হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফকে নির্দেশ দিয়া লিখিয়াছিলেন ঃ হজ্জে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর কোন কাজে বিরোধিতা করিবে না। সালিম (র) বলেন ঃ আরাফাতের দিন সূর্য পশ্চিম দিকে হেলিয়া পড়ামাত্রই আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফের তাঁবুতে আসেন। আমিও তাঁহার সহিত ছিলাম। তিনি বলিলেন ঃ হাজ্জাজ কোথায়? হাজ্জাজ তখন কুসুম রঙের চাদর শরীরে জড়াইয়া বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন ঃ হে আবূ আবদুর রহমান, ব্যাপার কি? ইব্ন উমর (রা) বলিলেন ঃ পবিত্র সুন্নতের অনুসরণ করিয়া যদি চলার ইচ্ছা থাকে তবে জলদি চল। হাজ্জাজ বলিলেন ঃ এখনই? তিনি বলিলেন ঃ হ্যাঁ, এখনই। হাজ্জাজ বলিলেন ঃ একটু সময় দিন, গোসল করিয়া লই। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) তখন সওয়ারী হইতে নামিয়া আসিলেন। কিছুক্ষণ পরেই হাজ্জাজও আসিলেন এবং আমার ও আমার পিতার (ইব্ন উমর) মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আমি তখন তাঁহাকে বলিলাম ঃ পবিত্র সুন্নতের অনুসরণ করিয়া চলার ইচ্ছা থাকিলে আজ খুতবাটা একটু হালকা করিয়া পড়িও এবং নামায বেশি বিলম্ব করিও না, জলদি করিয়া পড়িয়া নিও। এই কথা শুনিয়া হাজ্জাজ আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর মুখ হইতে উহা শোনার জন্য তাঁহার দিকে তাকাইল। তিনি তখন বলিলেন ঃ হ্যাঁ, সালিম সত্য কথাই বলিয়াছে।

٦٤- باب : الصلاة بمنى يوم التروية والجمعة بمنى وعرفة

পরিচ্ছেদ ৬৪ ঃ আট তারিখে মিনায় নামায পড়া, মিনা এবং আরাফাতে জুম'আর নামায পড়া

١٩٨- حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي

الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ بِمِنًى . ثُمَّ يَغْدُو ، اِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، اِلَى عَرَفَةَ .

قَالَ مَالِكٌ : وَالْاَمْرُ الَّذِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا ، اَنَّ الْاِمَامَ لاَيَجْهَرُ بِالْقُرْاٰنِ فِى الظُّهْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ . وَاَنَّهُ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةَ. وَاَنَّ الصَّلاَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ اِنَّمَا هِىَ ظُهْرٌ . وَاِنْ وَافَقَتِ الْجُمُعَةِ . فَاِنَّمَا هِىَ ظُهْرٌ . وَلٰكِنَّهَا قَصُرَتْ مِنْ اَجْلِ السَّفَرِ .

قَالَ مَالِكٌ ، فِى اِمَامِ الْحَاجِّ اِذَا وَافَقَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ ، اَوْ يَوْمَ النَّحْرِ ، اَوْ بَعْضَ اَيَّامِ التَّشْرِيقِ : اِنَّهُ لاَ يُجَمِّعُ فِى شَىْءٍ مِنْ تِلْكَ الْاَيَّامِ .

রেওয়ায়ত ১৯৮

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত– আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) যুহর, আসর, মাগরিব, ইশা এবং ফজরের নামায মিনা ময়দানে পড়িতেন এবং সকালে সূর্যোদয়ের পর আরাফাতের দিকে যাত্রা করিতেন।

মালিক (র) বলেন ঃ আমাদের নিকট সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হইল, আরাফাত দিবসে ইমাম যুহরের নামাযে 'কিরাআত' জোরে পড়িবেন না। হ্যাঁ, আরাফাতের দিন ইমাম খুত্‌বা দিবেন। মূলত আরাফাতের নামায যুহরেরই নামায। তবে সফরের কারণে উহা কসর বা সংক্ষিপ্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।[১]

মালিক (র) বলেন ঃ ইয়াওমে-আরাফা বা ইয়াওমুন্নাহার বা আইয়্যামে তাশরীকের দিন যদি জুম'আর দিন হয় তবে ঐ সমস্ত দিনে ইমামুল-হজ্জ জুম'আর নামায পড়াইবেন না।

٦٥- باب : صلاة المزدلفة

পরিচ্ছেদ ৬৫ ঃ মুযদালিফায় নামায

١٩٩- حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا.

রেওয়ায়ত ১৯৯

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশার নামায একত্রে আদায় করিয়াছেন।

٢٠٠ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُوسٰى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ،

১. মক্কার অধিবাসী হউক বা অন্য কোন স্থানের অধিবাসী, সকলকেই ঐ দিন কসর পড়িতে হইবে। তবে মিনা বা আরাফাতের স্থায়ী অধিবাসী হইলে সে কসর পড়িবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে মক্কার অধিবাসিগণও কসর পড়িবেন না।

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : دَفَعَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ . حَتّٰى اِذَاكَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ فَتَوَضَّا ، فَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ . فَقُلْتُ لَهُ : الصَّلَاةَ . يَارَسُولَ اللّٰهِ . فَقَالَ " الصَّلَاةُ اَمَامَكَ " فَرَكِبَ . فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ ، نَزَلَ فَتَوَضَّا فَاَسْبَغَ الْوُضُوءَ . ثُمَّ اُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ .

ثُمَّ اَنَاخَ كُلُّ اِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِى مَنْزِلِهِ . ثُمَّ اُقِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلَّاهَا . وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا .

রেওয়ায়ত ২০০

উসামা ইব্ন যায়দ (রা) বর্ণনা করেন– আরাফাত হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গিরিবর্তে পৌঁছিয়া প্রস্রাব করার জন্য নামিলেন এবং পরে ওযূ করিলেন, কিন্তু পূর্ণভাবে করিলেন না।[১] আমি তাঁহাকে বলিলাম ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল, নামাযের কি হইবে ? তিনি বলিলেন ঃ আরও আগাইয়া আমরা নামায পড়িব। তিনি মুযদালিফায় পৌঁছিয়া পূর্ণভাবে ওযূ করিলেন। তখন নামাযের তকবীর হইল। তিনি মাগরিবের নামায আদায় করিলেন। প্রত্যেকেই স্ব স্ব উট স্ব স্ব স্থানে বাঁধিয়া রাখিলেন। অতঃপর আবার ইশার নামাযের তকবীর হইল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইশার নামায আদায় করিলেন। তখন এই উভয় নামাযের মধ্যে আর কোন (নফল) নামায তিনি পড়েন নাই।

٢٠١– وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ الْاَنْصَارِيِّ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ يَزِيدَ الْخَطْمِيَّ اَخْبَرَهُ : اَنَّ اَبَا اَيُّوبَ الْاَنْصَارِيَّ اَخْبَرَهُ ؛ اَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ، بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا .

রেওয়ায়ত ২০১

আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) বর্ণনা করেন ঃ তিনি বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সহিত মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করিয়াছিলেন।

٢٠٢– وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ، بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا .

রেওয়ায়ত ২০২

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত– আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশার নামায একত্রে আদায় করিতেন।

---

১. ওযূর অঙ্গগুলি একবার করিয়া ধৌত করিলেন।

٦٦- باب : صلاة منى

পরিচ্ছেদ ৬৬ ঃ মিনা'য় নামায

٢٠٣- قَالَ مَالِكٌ : فِي أَهْلِ مَكَّةَ . إِنَّهُمْ يُصَلُّونَ بِمِنًى إِذَا حَجُّوا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَنْصَرِفُوا إِلَى مَكَّةَ .

রেওয়ায়ত ২০৩

মালিক (র) বলেন ঃ মক্কার অধিবাসী কোন ব্যক্তি হজ্জ করিলে মিনায় সে নামায কসর পড়িবে এবং মক্কায় পুনরায় প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত সে কসরই পড়িতে থাকিবে।

٢٠٤- وَحَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى الصَّلاَةَ الرُّبَاعِيَّةَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ . وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلاَّهَا بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ . وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَلاَّهَا بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ . وَأَنَّ عُثْمَانَ صَلاَّهَا بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ ، شَطْرَ إِمَارَتِهِ . ثُمَّ أَتَمَّهَا بَعْدُ .

রেওয়ায়ত ২০৪

হিশাম ইব্‌ন উরওয়াহ্ (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিনায় দুই রাক'আত কসর নামায আদায় করিয়াছিলেন। আবূ বকর (রা) এবং উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) তাঁহাদের আমলে দুই রাক'আত করিয়া পড়িয়াছিলেন। এমন কি উসমান ইব্‌ন আফফান (রা)-ও তাঁহার খিলাফতের কিছুকাল দুই রাক'আত করিয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু পরে তিনি চার রাক'আত করিয়া পড়িতে শুরু করেন।

٢٠٥- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ ، صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ . ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ : يَا أَهْلَ مَكَّةَ . أَتِمُّوا صَلاَتَكُمْ . فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ . ثُمَّ صَلَّى بْنُ الْخَطَّابِ رَكْعَتَيْنِ بِمِنًى ، وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ شَيْئًا .

রেওয়ায়ত ২০৫

সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র) হইতে বর্ণিত– উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) যখন মক্কায় আসেন তখন দুই রাক'আত নামায আদায় করিলেন। অতঃপর বলিলেন ঃ হে মক্কাবাসিগণ, তোমরা স্ব স্ব নামায পূর্ণ করিয়া নাও। কারণ আমরা মুসাফির (তাই আমাদিগকে কসর পড়িতে হইয়াছে)। পরে তিনি মিনায় গিয়া দুই রাক'আতই আদায় করিলেন। তবে সেখানেও তিনি নামাযের পর কিছু বলিয়াছিলেন বলিয়া আমরা সংবাদ পাই নাই।

٢٠٦ وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ

صَلَّى لِلنَّاسِ بِمَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ . فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : يَاأَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُّوا صَلاَتَكُمْ . فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ . ثُمَّ صَلَّى عُمَرُ رَكْعَتَيْنِ بِمِنًى ، وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ شَيْئًا .

سُئِلَ مَالِكٌ : عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ كَيْفَ صَلاَتُهُمْ بِعَرَفَةَ ؟ أَرَكْعَتَانِ أَمْ أَرْبَعٌ ؟ وَكَيْفَ بِأَمِيرِ الْحَاجِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ؟ أَيُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِعَرَفَةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ ؟ وَكَيْفَ صَلاَةُ أَهْلِ مَكَّةَ فِي إِقَامَتِهِمْ ؟ فَقَالَ مَالِكٌ : يُصَلِّي أَهْلُ مَكَّةَ بِعَرَفَةَ وَمِنًى ، مَا أَقَامُوا بِهِمَا ، رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ . يَقْصُرُونَ الصَّلاَةَ . حَتَّى يَرْجِعُوا إِلَى مَكَّةَ . قَالَ : وَأَمِيرُ الْحَاجِّ أَيْضًا . إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَصَرَ الصَّلاَةَ بِعَرَفَةَ ، وَأَيَّامَ مِنًى . وَإِنْ كَانَ أَحَدٌ سَاكِنًا بِمِنًى ، مُقِيمًا بِهَا ، فَإِنَّ ذٰلِكَ يُتِمُّ الصَّلاَةَ بِمِنًى وَإِنْ كَانَ أَحَدٌ سَاكِنًا بِعَرَفَةَ ، مُقِيمًا بِهَا ، فَإِنَّ ذٰلِكَ يُتِمُّ الصَّلاَةَ بِهَا أَيْضًا .

রেওয়ায়ত ২০৬

যায়দ ইব্ন আসলাম (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন– মক্কায় উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) দুই রাক'আত নামায পড়াইয়া বলিয়াছিলেন ঃ হে মক্কাবাসিগণ! আমরা মুসাফির। তোমরা তোমাদের নামায পূর্ণ করিয়া নাও। পরে মিনায়ও তিনি দুই রাক'আত নামায পড়েন। কিন্তু সেখানেও কিছু বলিয়াছিলেন বলিয়া আমরা সংবাদ পাই নাই।

মালিক (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল ঃ মক্কাবাসিগণ আরাফাতের ময়দানে চার রাক'আত পড়িবে, না দুই রাক'আত পড়িবে ? অনুরূপভাবে আমীরে-হজ্জ যদি মক্কাবাসী হন তবে তিনি এই ব্যাপারে কি করিবেন ? মক্কাবাসিগণ মিনায় থাকাকালে কসর (দুই রাক'আত) পড়িবে কিনা ? উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ মক্কাবাসিগণ যতক্ষণ মিনা ও আরাফাতে অবস্থান করিবে মক্কায় প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত কসরই পড়িবে। আমীরে-হজ্জও যদি মক্কাবাসী হন তিনিও কসর পড়িবেন। মালিক (র) বলেন ঃ মিনা এবং আরাফাতের বাসিন্দাগণ কসর পড়িবেন না, পূর্ণ নামায পড়িবেন।

٦٧- باب : صلاة المقيم بمكة ومنى

পরিচ্ছেদ ৬৭ ঃ মিনা এবং মক্কায় 'মুকীম' ব্যক্তির নামায

٢٠٧- حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ قَدِمَ مَكَّةَ لِهِلاَلِ ذِي الْحِجَّةِ . فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ يُتِمُّ الصَّلاَةَ . حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ لِمِنًى ، فَيَقْصُرُ . وَذٰلِكَ أَنَّهُ قَدْ أَجْمَعَ عَلَى مُقَامٍ ، أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ لَيَالٍ .

রেওয়ায়ত ২০৭

মালিক (র) বলেন ঃ যিলহজ্জের চাঁদ উদয় হওয়ামাত্র যদি কেউ মক্কায় আসিয়া হজ্জের ইহরাম বাঁধিয়া নেয়

তবে যতদিন সে মক্কায় অবস্থান করিবে ততদিন নামায পূর্ণ আদায় করিবে (কসর পড়িবে না)। কেননা সে চার দিনেরও অতিরিক্ত দিন এইখানে অবস্থান করার নিয়ত করিয়াছে।

٦٨- باب : تكبير ايام التشريق

পরিচ্ছেদ ৬৮ ঃ আইয়্যামে তাশরীকের তাকবীর

٢٠٨- حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ حِيْنَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ شَيْئًا. فَكَبَّرَ ، فَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيْرِهِ . ثُمَّ خَرَجَ الثَّانِيَةَ مِنْ يَوْمِهِ ذٰلِكَ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ . فَكَبَّرَ ، فَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيْرِهِ . ثُمَّ خَرَجَ الثَّالِثَةَ حِيْنَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَكَبَّرَ ، فَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيْرِهِ . حَتَّى يَتَّصِلَ التَّكْبِيْرُ وَيَبْلُغَ الْبَيْتَ . فَيُعْلَمَ اَنَّ عُمَرَ قَدْ خَرَجَ يَرْمِي .

قَالَ مَالِكٌ : الْاَمْرُ عِنْدَنَا ، اَنَّ التَّكْبِيْرَ فِي اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ دُبُرَ الصَّلَوَاتِ . وَاَوَّلُ ذٰلِكَ تَكْبِيْرُ الْاِمَامِ وَالنَّاسُ مَعَهُ . دُبُرَ صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ. وَآخِرُ ذٰلِكَ تَكْبِيْرُ الْاِمَامِ وَالنَّاسُ مَعَهُ. دُبُرَ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ آخِرِ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ . ثُمَّ يَقْطَعُ التَّكْبِيْرَ .

قَالَ مَالِكٌ : وَالتَّكْبِيْرُ فِي اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ . مَنْ كَانَ فِي جَمَاعَةٍ اَوْ وَحْدَهُ . بِمِنًى اَوْ بِالْاٰفَاقِ. كُلُّهَا وَاجِبٌ. وَاِنَّمَا يَأْتَمُّ النَّاسُ فِي ذٰلِكَ بِاِمَامِ الْحَاجِّ . وَبِالنَّاسِ بِمِنًى . لِاَنَّهُمْ اِذَا رَجَعُوْا وَانْقَضَى الْاِحْرَامُ ائْتَمُّوا بِهِمْ . حَتَّى يَكُوْنُوا مِثْلَهُمْ فِي الْحِلِّ . فَاَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ حَاجًا ، فَاِنَّهُ لَا يَأْتَمُّ بِهِمْ اِلَّا فِي تَكْبِيْرِ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ .

قَالَ مَالِكٌ : الْاَيَّامُ الْمَعْدُوْدَاتُ اَيَّامُ التَّشْرِيْقِ .

রেওয়ায়ত ২০৮

ইয়াহ্ইয়া ইবন সাঈদ (র) জ্ঞাত হইয়াছেন– উমর ইবন খাত্তাব (রা) ১০ তারিখ একটু বেলা হইয়া আসিলে তাকবীর পড়া শুরু করেন। তাঁহার সঙ্গিগণও তাকবীর বলিতে শুরু করেন। পরের দিন তিনি একটু বেলা হইয়া আসিলে তাকবীর পড়া শুরু করেন এবং সঙ্গিগণও তখন পড়া শুরু করেন। তৃতীয় দিন সূর্য হেলিয়া যাওয়ার পর তিনি তাকবীর বলিলেন। সঙ্গিগণও তখন তাকবীর বলিলেন। সমস্বরে তাকবীর বলার এই আওয়ায মক্কা পর্যন্ত গিয়া পৌঁছায়। অন্যান্য মানুষ তখন বুঝিতে পারে যে, উমর (রা) প্রস্তর নিক্ষেপের (রমীয়ে জামর) জন্য রওয়ানা হইয়া গিয়াছে।

মালিক (র) বলেন ঃ আমাদের নিকট হুকুম হইল, আইয়্যামে তাশরীকের সময় প্রত্যেক নামাযের পর তাকবীর পড়িতে হইবে। ইমাম প্রথমে তাকবীর বলিবেন, মুকতাদিগণ তাঁহার অনুসরণ করিবেন। যিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখের[১] যুহর হইতে তাকবীর বলা শুরু করিবে এবং ১৩ তারিখ ফজরের সময় তাহা শেষ করিবে। ইমাম-মুক্তাদি সকলেই এই তাকবীর পাঠ করিবে। নারী-পুরুষ সকলের উপরই পাঠ করা ওয়াজিব। জামাতে নামায পড়ুক বা একাকী, মিনায় অবস্থানরত থাকুক বা অন্য কোনখানে, সকল অবস্থায়ই উহা পাঠ করিতে হইবে। ইমামুল-হজ্জ এবং মিনার ময়দানে অবস্থিত হাজীগণের অনুসরণ করিবে অন্যান্য লোক। তাকবীরের বেলায় তাহারা যখন মিনা হইতে প্রত্যাবর্তন করিবে ও ইহরাম ভঙ্গ করিবে, তখন মুহলিদের (ইহরাম অবস্থায় যাহারা নাই) অনুসরণ করিবে যাহাতে তাহাদেরই মত হয় অর্থাৎ মুহরিম ও মুহিল দুই দলের মধ্যে তাকবীর বলার ব্যাপারে পার্থক্য নাই। আর যাহারা হজ্জ সম্পাদনকারী নহে, তাহারা কেবল আইয়্যামে তাশরীকের বেলায় হাজীদের অনুসরণ করিবে।

মালিক (র) বলেন ঃ কুরআনে উল্লিখিত 'আইয়্যামে মা'দুদাত' হইল আইয়্যামে তাশরীক।[২]

٦٩- باب : صلاة المعرس والمحصب

পরিচ্ছেদ ৬৯ ঃ মুআররাস ও মুহাসসাবের নামায

٢٠٩- حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ . فَصَلَّى بِهَا .

قَالَ نَافِعٌ : وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ .

قَالَ مَالِكٌ : لاَيَنْبَغِي لِاَحَدٍ اَنْ يُجَاوِزَ الْمُعَرَّسَ اِذَا قَفَلَ ، حَتّٰى يُصَلِّيَ فِيْهِ . وَاِنْ مَرَّبِهِ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلاَةٍ ، فَلْيُقِمْ حَتّٰى تَحِلَّ الصَّلاَةُ . ثُمَّ صَلَّى مَا بَدَالَهُ . لاَنَّهُ بَلَغَنِي اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَرَّسَ بِهِ وَاَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ اَنَاخَ بِهِ .

রেওয়ায়ত ২০৯

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বর্ণনা করেন– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুল-হুলায়ফা ময়দানের প্রস্তরাকীর্ণ স্থানে স্বীয় উট বসাইয়া নামায পড়িয়াছিলেন।

নাফি' (র) বলেন ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) তদ্রূপ করিতেন।

মালিক (র) বলেন ঃ হজ্জ সমাধা করিয়া মদীনা ফেরার পথে 'মাআররাস' নামক স্থানে প্রত্যেকে যেন নামায পড়ে। আর নামাযের ওয়াক্ত না হইলে ওয়াক্ত হওয়া পর্যন্ত যেন অপেক্ষা করে এবং যত রাক'আত পড়া সহজ

১. ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তাকবীরে তাশরীক যিলহজ্জ ৯ তারিখের ফজর হইতে ১৩ তারিখের আসর পর্যন্ত বলিতে হয়।

২. সূরা বাকারা, ২য় পারা ২৫ রুকূ– وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِي اَيَّامٍ مَّعْدُوْدَاتٍ
'তোমরা নির্দিষ্টসংখ্যক দিনগুলিতে আল্লাহ্কে স্মরণ করিবে।' ২ ঃ ২০৩। মালিক (র) উক্ত আয়াতে উল্লিখিত 'আইয়্যামিম মা'দুদাত'-এর তাফসীর করিয়াছেন।

তাহা যেন পড়িয়া নেয়। কারণ আমার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেখানে শেষরাতে অবস্থান করিয়াছিলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-ও সেখানে স্বীয় উট বসাইতেন এবং অবস্থান করিতেন।[১]

٢١٠- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُحَصَّبِ . ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنَ اللَّيْلِ فَيَطُوْفُ بِالْبَيْتِ.

রেওয়ায়ত ২১০

নাফি' (র) বর্ণনা করেন– আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) যুহর, আসর, মাগরিব এবং ইশার নামায মুহাস্‌সাব নামক স্থানে পড়িতেন। অতঃপর রাত্রে মক্কায় গিয়া বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করিতেন।[২]

٧٠- باب : البيتوتة بمكة ليالى منى

পরিচ্ছেদ ৭০ ঃ মিনার রাত্রিগুলিতে মক্কায় রাত্রি যাপন করা

٢١١- حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّهُ قَالَ : زَعَمُوا اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَبْعَثُ رِجَالاً يُدْخِلُوْنَ النَّاسَ مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ .

রেওয়ায়ত ২১১

মালিক (র) নাফি' (র) হইতে বর্ণনা করেন– তিনি বলিয়াছেন ঃ লোকেরা আমার নিকট বলিয়াছেন ঃ উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) জামরা-এ-আকাবা বা প্রস্তর নিক্ষেপের স্থানের পশ্চাৎ হইতেই লোকদিগকে মিনার দিকে ফিরাইয়া দেওয়ার জন্য কিছুসংখ্যক লোক নিযুক্ত করিয়া রাখিতেন।[৩]

٢١٢- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ ؛ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : لاَيَبِيْتَنَّ اَحَد مِنَ الْحَاجِّ لَيَالِىَ مِنًى مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ .

রেওয়ায়ত ২১২

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বর্ণনা করেন– উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলিয়াছেন ঃ মিনার রাত্রিসমূহে কেউ যেন জামরা-এ-আকাবার পিছনে অবস্থান না করে।

٢١٣- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِيْهِ ؛ اَنَّهُ قَالَ ، فِى الْبَيْتُوْتَةِ بِمَكَّةَ لَيَالِىَ مِنًى : لاَ يَبِيْتَنَّ اَحَدٌ اِلاَّ بِمِنًى .

---

১. মক্কার পথে মদীনা হইতে ছয় মাইল দূরে মুআররাস অবস্থিত।
২. মুহাসাব মক্কা ও মিনার মধ্যবর্তী একটি স্থান।
৩. কেউ কেউ ১১ এবং ১২ তারিখের রাত্রে মক্কায় এবং দিনে মিনায় অবস্থান করিতে চাহিত। তাহাদিগকে মক্কায় যাইতে না দিয়া মিনায় ফিরাইয়া দেওয়ার জন্য হযরত উমর (রা) উক্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

রেওয়ায়ত ২১৩

হিশাম ইব্ন উরওয়াহ্ (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন– তিনি বলিয়াছেন ঃ মিনায় অবস্থানের রাত্রিসমূহে কেউ যেন মিনা ব্যতীত অন্যত্র রাত্রি যাপন না করে।

٧١- بَاب : رمى الجمار

পরিচ্ছেদ ৭১ ঃ কঙ্কর নিক্ষেপ করা প্রসঙ্গ

٢١٤- حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقِفُ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ الْأَوَلَيْنِ وُقُوْفًا طَوِيْلاً . حَتَّى يَمَلَّ الْقَائِمُ .

রেওয়ায়ত ২১৪

মালিক (র) জ্ঞাত হইয়াছেন– জামরা-ই-উলার (প্রথম কঙ্কর নিক্ষেপের স্থান) ও জামরা-ই-বুস্‌তার (মধ্যবর্তী কঙ্কর নিক্ষেপের স্থান) নিকট উমর (রা) (দু'আর জন্য) এতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতেন যে, দণ্ডায়মান অন্য লোকজন বিরক্ত হইয়া যাইত।

٢١٥- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقِفُ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ الْأَوَلَيْنِ وُقُوْفًا طَوِيْلاً . يُكَبِّرُ اللّٰهَ، وَيُسَبِّحُهُ وَيَحْمَدُهُ ، وَيَدْعُو اللّٰهَ . وَلَا يَقِفُ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ .

রেওয়ায়ত ২১৫

নাফি' (র) বর্ণনা করেন– আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) দীর্ঘক্ষণ জামরা-ই-উলা এবং জামরা-ই-বুসতার নিকট দাঁড়াইয়া থাকিতেন। তাকবীর-এ-তাশরীক ও হাম্‌দ পড়িতেন এবং দু'আ করিতে থাকিতেন। জামরা-ই-আকাবা শেষ কঙ্কর নিক্ষেপের নিকট তিনি দাঁড়াইতেন না।

٢١٦- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرُ عِنْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ ، كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ .

রেওয়ায়ত ২১৬

নাফি' (র) বর্ণনা করেন– আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) প্রতিটি কঙ্কর নিক্ষেপের সময় 'আল্লাহু আকবার' বলিতেন।

٢١٧- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُوْلُ : الْحَصَى الَّتِي يُرْمَى بِهَا الْجِمَارُ مِثْلُ حَصَى الْخَذْفِ.

قَالَ مَالِكٌ : وَأَكْبَرُ مِنْ ذٰلِكَ قَلِيْلاً أَعْجَبُ إِلَيَّ .

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : مَنْ غَرَبَتْ لَهُ الشَّمْسُ مِنْ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَهُوَ بِمِنًى ، فَلاَ يَنْفِرَنَّ . حَتَّى يَرْمِيَ الْجِمَارَ مِنَ الْجِمَارَ مِنَ الْغَدِ .

রেওয়ায়ত ২১৭

মালিক (র) বলেন ঃ কোন কোন আহলে-ইল্মের নিকট তিনি শুনিয়াছেন যে, কঙ্কর এত ছোট হওয়া উচিত যাহাতে দুই আঙুল দ্বারা নিক্ষেপ করা যায়। মালিক (র) বলেন ঃ আমার মতে উহা হইতে কঙ্কর সামান্য বড় হওয়া উচিত।

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত– আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ ১২ তারিখের সূর্যাস্ত পর্যন্ত যে ব্যক্তি মিনায় অবস্থান করিবে ১৩ তারিখে কঙ্কর নিক্ষেপ না করা পর্যন্ত সে যেন ফিরিয়া না যায়।

٢١٨– وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّاسَ كَانُوْا إِذَا رَمَوُا الْجِمَارَ، مَشَوْا ذَاهِبِيْنَ وَرَاجِعِيْنَ . وَأَوَّلُ مَنْ رَكِبَ ، مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ .

রেওয়ায়ত ২১৮

আবদুর রহমান ইব্ন কাসিম (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন– কঙ্কর নিক্ষেপের জন্য সাধারণত পায়ে হাঁটিয়া লোকজন আসা-যাওয়া করিত। সর্বপ্রথম মুআবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান (রা) আরোহী অবস্থায় কঙ্কর নিক্ষেপ করেন।

٢١٩– وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْقَاسِمِ : مِنْ أَيْنَ كَانَ الْقَاسِمُ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ؟ فَقَالَ : مِنْ حَيْثُ تَيَسَّرَ .

قَالَ يَحْيَى : سُئِلَ مَالِكٌ ، هَلْ يُرْمَى عَنِ الصَّبِيِّ وَالْمَرِيْضِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . وَيَتَحَرَّى الْمَرِيْضُ حِيْنَ يُرْمَى عَنْهُ فَيُكَبِّرُ وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ وَيُهَرِيْقُ دَمًا . فَإِنْ صَحَّ الْمَرِيْضُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ رَمَى الَّذِيْ رُمِيَ عَنْهُ . وَأَهْدَى وُجُوْبًا .

قَالَ مَالِكٌ : لاَ أَرٰى عَلَى الَّذِي يَرْمِي الْجِمَارَ ، أَوْ يَسْعٰى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَهُوَ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ ، إِعَادَةً . وَلٰكِنْ لاَ يَتَعَمَّدُ ذٰلِكَ .

রেওয়ায়ত ২১৯

আবদুর রহমান ইব্ন কাসিম (র)-এর নিকট মালিক (র) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ঃ কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ (র) কোথা হইতে জামরা-ই-আকাবার কঙ্কর নিক্ষেপ করিতেন ? তিনি বলিলেন ঃ যে স্থান হইতে সুবিধা এবং সহজ হইত সেই স্থান হইতেই তিনি উক্ত সময় কঙ্কর নিক্ষেপ করিতেন।

মালিক (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল ঃ অসুস্থ ও শিশুদের তরফ হইতে কঙ্কর নিক্ষেপ করা যায় কিনা ? উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ হ্যাঁ, ইহা জায়েয। তবে অসুস্থ ব্যক্তি কঙ্কর নিক্ষেপের সময় অনুমান করিয়া স্বীয় স্থানে থাকিয়াই 'আল্লাহু আকবার' বলিবে এবং একটি কুরবানী করিবে। আইয়্যামে তাশরীকের মধ্যে যদি সুস্থ হইয়া পড়ে তবে নিজে কঙ্কর নিক্ষেপ করিবে এবং একটি কুরবানী দিবে।

মালিক (র) বলেন ঃ ওযূ ব্যতীত কঙ্কর নিক্ষেপ করিলে বা সা'য়ী করিলে উহা পুনরায় আদায় করিতে হইবে না বটে কিন্তু জানিয়া-শুনিয়া এইরূপ করা উচিত নহে।

٢٢٠- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ : لاَتُرْمَى الْجِمَارُ فِي الْاَيَّامِ الثَّلاَثَةِ حَتَّى تَزُوْلَ الشَّمْسُ .

রেওয়ায়ত ২২০

নাফি' (র) বর্ণনা করেন– আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলিতেন ঃ তিন দিনের প্রত্যেক দিনই সূর্য হেলিয়া পড়ার পর কঙ্কর নিক্ষেপ করা উচিত।

٧٢- باب : الرخصة في رمي الجمار

পরিচ্ছেদ ৭২ ঃ কঙ্কর নিক্ষেপের ব্যাপারে রুখসত

٢٢١- حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ اَبِيهِ ؛ اَنَّ اَبَا الْبَدَّاحِ ابْنَ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ ، اَخْبَرَهُ عَنْ اَبِيهِ ؛ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَرْخَصَ لِرِعَاءِ الْاِبِلِ فِي الْبَيْتُوْتَةِ . خَارِجِيْنَ عَنْ مِنًى . يَرْمُوْنَ يَوْمَ النَّحْرِ . ثُمَّ يَرْمُوْنَ الْغَدَ . وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ لِيَوْمَيْنِ . ثُمَّ يَرْمُوْنَ يَوْمَا النَّفْرِ .

রেওয়ায়ত ২২১

আবুল বাদ্দা ইব্ন আসিম ইব্ন আদী (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উটের রাখালগণকে মিনা ব্যতীত অন্য স্থানেও রাত্রি যাপন করার অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। দশ তারিখ এবং উহার পরদিন ও উহার পরবর্তী দিন (১১ ও ১২ তারিখ) সে রমিয়ে জমর (কঙ্কর নিক্ষেপ) করিবে। চতুর্থ দিন অর্থাৎ ১৩ তারিখও যদি সে সেখানে অবস্থান করে তবে কঙ্কর নিক্ষেপ করিবে।[১]

٢٢٢- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِي رَبَاحٍ ؛ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَذْكُرُ ؛ اَنَّهُ اَرْخَصَ لِلرِّعَاءِ اَنْ يَرْمُوا بِاللَّيْلِ . يَقُوْلُ : فِي الزَّمَانِ الْاَوَّلِ .

قَالَ مَالِكٌ : تَفْسِيْرُ الْحَدِيْثِ الَّذِي اَرْخَصَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِرِعَاءِ الْاِبِلِ فِي تَاْخِيْرِ رَمْيِ الْجِمَارِ ، فِيْمَا نُرَى ، وَاللّٰهُ اَعْلَمُ ، اَنَّهُمْ يَرْمُوْنَ يَوْمَ النَّحْرِ . فَاِذَا مَضَى

১. উটের রক্ষণাবেক্ষণ ও দানাপানির প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদিগকে ঐ অনুমতি দিয়াছেন।

الْيَوْمُ الَّذِى يَلِى يَوْمَ النَّحْرِ رَمَوْا مِنَ الْغَدِ . وَذٰلِكَ يَوْمُ النَّفْرِ الْاَوَّلِ . فَيَرْمُوْنَ لِلْيَوْمِ الَّذِى مَضٰى . ثُمَّ يَرْمُوْنَ لِيَوْمِهِمْ ذٰلِكَ . لِاَنَّهُ لاَ يَقْضِى اَحَدٌ شَيْئًا حَتّٰى يَجِبَ عَلَيْهِ . فَاِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ وَمَضٰى كَانَ الْقَضَاءُ بَعْدَ ذٰلِكَ . فَاِنْ بَدَالَهُمُ النَّفْرُ فَقَدْ فَرَغُوا وَاِنْ اَقَامُوا اِلَى الْغَدِ ، رَمَوْا مَعَ النَّاسِ يَوْمَ النَّفْرِ الْاٰخِرِ ، وَنَفَرُوا .

রেওয়ায়ত ২২২

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (র) আতা ইব্ন আবি রাবাহ (র)-কে উল্লেখ করিতে শুনিয়াছেন– উটের রাখালদিগকে কঙ্কর নিক্ষেপের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। আতা ইব্ন রাবাহ্ বলেন ঃ এই অনুমতি প্রথম যুগ হইতে প্রচলিত ছিল।

মালিক (র) বলেন ঃ আবুল বাদ্দা ইব্ন আসিম ইব্ন আদী বর্ণিত উপরিউক্ত হাদীসটির মর্মার্থ হইল, সে দশ তারিখে রমী করার পর এগার তারিখ অতিবাহিত হইয়া গেলে বার তারিখে আসিয়া এগার এবং বার উভয় তারিখের রমী করিবে। কারণ ওয়াজিব হওয়ার পূর্বে কোন বস্তুর কাযা হয় না; যখন তাহার উপর ওয়াজিব হইল এবং সেইদিন অতিবাহিত হইল তখন সেইদিনের রমী কাযা করিতে হইবে।

٢٢٣– وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ اَبِى بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ؛ اَنَّ ابْنَةَ اَخٍ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ اَبِى عُبَيْدٍ . نُفِسَتْ بِالْمُزْدَلِفَةِ . فَتَخَلَّفَتْ هِىَ وَصَفِيَّةُ حَتّٰى اَتَتَا مِنًى، بَعْدَ اَنْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ. مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ . فَاَمَرَهُمَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ اَنْ تَرْمِيَا الْجَمْرَةَ . حِيْنَ اَتَتَا وَلَمْ يَرَعَلَيْهِمَا شَيْئًا .

قَالَ يَحْيَى : سُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ نَسِىَ جَمْرَةً مِنَ الْجِمَارِ فِى بَعْضِ اَيَّامِ مِنًى حَتّٰى يُمْسِىَ ؟ قَالَ : لِيَرْمِ اَىَّ سَاعَةٍ ذَكَرَ مِنْ لَيْلٍ اَوْنَهَارٍ . كَمَا يُصَلِّى الصَّلاَةَ اِذَا نَسِيَهَا ثُمَّ ذَكَرَهَا لَيْلاً اَوْ نَهَارًا . فَاِنْ كَانَ ذٰلِكَ بَعْدَ مَا صَدَرَ وَهُوَ بِمَكَّةَ ، اَوْ بَعْدَ مَايَخْرُجُ مِنْهَا ، فَعَلَيْهِ الْهَدْىُ .

রেওয়ায়ত ২২৩

আবূ বকর ইব্ন নাফি' (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন– সফিয়া বিন্ত আবি উবায়দের ভ্রাতৃকন্যার মুযদালিফায় নিফাস শুরু হয়। শেষে তিনি এবং তাঁহার ভ্রাতৃকন্যা সেখানেই থাকিয়া যান। দশ তারিখ যখন তাঁহারা মিনায় পৌঁছিলেন তখন সূর্য উঠিয়া গিয়াছিল। মিনায় পৌঁছার পর আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) উভয়কে কঙ্কর নিক্ষেপের নির্দেশ দিলেন। তবে তাঁহাদের উপর কোন বদলার হুকুম দেন নাই।

মালিক (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল ঃ কেউ যদি মিনার দিবসগুলির কোন তারিখের রমী করিতে ভুলিয়া যায় আর এইদিকে সূর্যও অস্তমিত হইয়া যায় তবে সে কি করিবে ? তিনি বলিলেন ঃ রাতে বা দিনে যখনই স্মরণ

হইবে রমী করিয়া নিবে। নামাযের কথা ভুলিয়া গেলে যেমন রাত্রে বা দিনে যখনই স্মরণ হয় তখনই পড়িয়া নিতে হয়, এখানেও তাহাই করিবে। তবে মিনা হইতে চলিয়া যাওয়ার পর যদি স্মরণ হয় তবে তাহার উপর কুরবানী দেওয়া ওয়াজিব হইবে।

٧٣- باب : الافاضة

পরিচ্ছেদ ৭৩ ঃ তাওয়াফে যিয়ারত

٢٢٤- حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ بِعَرَفَةَ ، وَعَلَّمَهُمْ اَمْرَ الْحَجِّ . وَقَالَ لَهُمْ فِيْمَا قَالَ : اِذَا جِيْئْتُمْ مِنًى ، فَمَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَى الْحَاجِّ . اِلاَّ النِّسَاءَ وَالطِّيْبَ. لاَ يَمَسَّ اَحَدٌ نِسَاءً وَلاَ طِيْبًا ، حَتَّى يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ .

রেওয়ায়ত ২২৪

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বর্ণনা করেন– উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) আরাফাতের ময়দানে সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। হজ্জের আরকান ও আহকাম সম্পর্কে তাহাদিগকে শিক্ষা দেন। অন্যান্য কথার মধ্যে তিনি ইহাও বলেন যে, মিনা আগমন এবং কঙ্কর নিক্ষেপের পর স্ত্রীসহবাস এবং সুগন্ধি দ্রব্য ব্যতীত তোমাদের জন্য সবকিছুই হালাল হইয়া যাইবে। বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ (তাওয়াফে যিয়ারত বা ইফাযা) না করা পর্যন্ত তোমাদের কেউ যেন সুগন্ধি দ্রব্য ও স্ত্রী স্পর্শ না করে।

٢٢٥- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ اَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ ، ثُمَّ حَلَقَ اَوْ قَصَّرَ ، وَنَحَرَ هَدْيًا ؛ اِنْ كَانَ مَعَهُ ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ . اِلاَّ النِّسَاءَ وَالطِّيْبَ ، حَتَّى يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ .

রেওয়ায়ত ২২৫

আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বর্ণনা করেন– উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি কঙ্কর নিক্ষেপ, মাথা কামান বা ছাঁটান এবং কুরবানী ওয়াজিব থাকিলে উহা আদায় করিয়াছেন, তাহার জন্য সুগন্ধি দ্রব্য এবং স্ত্রীসম্ভোগ ব্যতীত আর সকল কিছুই হালাল হইয়া গিয়াছে। বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফের পর তাহার জন্য এ দুইটিও হালাল হইয়া যাইবে।

٧٤- باب : دخول الحائض مكة

পরিচ্ছেদ ৭৪ ঃ ঋতুমতী স্ত্রীলোকের মক্কায় প্রবেশ করা

٢٢٦- حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ

عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ ؛ اَنَّهَا قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ . فَاَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ . ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ "مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ، ثُمَّ لاَ يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيْعًا" . قَالَتْ : فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَاَنَا حَائِضٌ . فَلَمْ اَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . فَشَكَوْتُ ذٰلِكَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ "انْقُضِى رَاْسَكِ ، وَامْتَشِطِى ، وَاَهِلِّى بِالْحَجِّ وَدَعِى الْعُمْرَةَ" قَالَتْ : فَفَعَلْتُ . فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ ، اَرْسَلَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ ، اِلَى التَّنْعِيْمِ ، فَاعْتَمَرْتُ . فَقَالَ " هٰذَا مَكَانُ عُمْرَتِكِ" فَطَافَ الَّذِيْنَ اَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . ثُمَّ حَلُّوا مِنْهَا . ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا اٰخَرَ . بَعْدَ اَنْ رَجَعُوْا مِنْ مِنًى ، لِحَجِّهِمْ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَانُوا اَهَلُّوا بِالْحَجِّ ، اَوْ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، فَاِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا .

وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، بِمِثْلِ ذٰلِكَ .

রেওয়ায়ত ২২৬

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) বলেন ঃ বিদায় হজ্জের সময় আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সহিত যাত্রা করি। আমরা উমরার ইহরাম বাঁধিয়াছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ কুরবানীর পশু যাহার আছে সে যেন হজ্জ ও উমরা উভয়টিরই ইহরাম বাঁধিয়া নেয় এবং কাজ সমাধা না করা পর্যন্ত যেন ইহরাম না খোলে। আয়েশা (রা) বলেন ঃ মক্কায় যখন প্রবেশ করি তখন আমি ঋতুমতী হইয়া পড়ি। ফলে আমি তাওয়াফ এবং সা'য়ী করিতে পারিলাম না। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আরয করিলে তিনি বলিলেন ঃ বিনুনি খুলিয়া আঁচড়াইয়া নাও আর উমরা পরিত্যাগ করিয়া হজ্জের ইহরাম বাঁধিয়া নাও। আমি তাহাই করিলাম। আমার হজ্জ আদায়ের পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর (রা)-এর সহিত আমাকে তান'য়ীম প্রেরণ করেন। তখন সেই স্থান হইতে আমি উমরা আদায় করি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ পূর্বে পরিত্যক্ত উমরার বদল হইল তোমার এই উমরা। যাহারা কেবল উমরার ইহরাম বাঁধিয়াছিল তাহারা তাওয়াফ ও সা'য়ী করার পর হালাল হইয়া যায় এবং মিনা হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহারা হজ্জের জন্য দ্বিতীয় তাওয়াফ আদায় করিবে। আর যাহারা কেবল হজ্জের বা হজ্জ ও উমরা উভয়ের ইহরাম বাঁধিয়াছিল তাহারা শুধু একবারই তাওয়াফ আদায় করিবে।

উরওয়াহ্ ইব্ন যুবায়র (র) আয়েশা (রা) হইতে অনুরূপ রেওয়ায়ত করিয়াছেন।

٢٢٧- حَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ اَنَّهَا قَالَتْ : قَدِمْتُ مَكَّةَ وَاَنَا حَائِضٌ . فَلَمْ اَطُفْ بِالْبَيْتِ ، وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .

فَشَكَوْتُ ذٰلِكَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ "افْعَلِىْ مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ اَنْ لاَ تَطُوْفِى بِالْبَيْتِ ، وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتّٰى تَطْهُرِى" .

قَالَ مَالِكٌ ، فِى الْمَرْاَةِ الَّتِى تُهِلُّ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ تَدْخُلُ مَكَّةَ مُوَافِيَةً لِلْحَجِّ وَهِىَ حَائِضٌ ، لاَ تَسْتَطِيْعُ الطَّوَافَ ، بِالْبَيْتِ : اِنَّهَا اِذَا خَشِيَتِ الْفَوَاتَ ، اَهَلَّتْ بِالْحَجِّ وَاَهْدَتْ . وَكَانَتْ مِثْلَ مَنْ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَاَجْزَ اَعَنْهَا طَوَافٌ وَاحِدٌ. وَالْمَرْاَةُ الْحَائِضُ اِذَا كَانَتْ قَدْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ ، وَصَلَّتْ ، فَاِنَّهَا تَسْعٰى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . وَتَقِفُ بِعَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةِ . وَتَرْمِى الْجِمَارَ . غَيْرَ اَنَّهَا لاَتُفِيْضُ ، حَتّٰى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا .

রেওয়ায়ত ২২৭

নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) বলেন ঃ ঋতুমতী অবস্থায় আমি মক্কায় আসিয়াছিলাম। ফলে আমি তাওয়াফ ও সা'য়ী করি নাই। এই কথা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট পেশ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন ঃ একজন হাজী যে সমস্ত কাজ করে তুমি তাহাই করিয়া যাও। তবে পাক না হওয়া পর্যন্ত তাওয়াফ ও সা'য়ী স্থগিত রাখ।

মালিক (র) বলেন ঃ উমরার ইহ্রাম বাঁধিয়া কোন মহিলা মক্কায় আসিলে আর হজ্জের সময় তাহার ঋতুস্রাব আরম্ভ হওয়ার দরুন সে যদি তাওয়াফ করিতে না পারে, পাক হইতে হইতে হজ্জের সময় শেষ হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা হইলে, সে হজ্জের ইহ্রাম বাঁধিয়া নিবে এবং একটা কুরবানী করিবে। কিরান হজ্জকারীর মত তাহাকেও একবার তাওয়াফ করিলেই হইবে। তাওয়াফ করিয়া দুই রাক'আত তাওয়াফের নামায আদায় করার পর যদি ঋতুস্রাব শুরু হয় তবে সে হজ্জের অন্যান্য আহকাম, যথা সা'য়ী, আরাফাতে মুযদালিফায় অবস্থান এবং প্রস্তর নিক্ষেপ এই অবস্থায়ই চালাইয়া যাইতে পারিবে। তবে হায়য হইতে পাক না হওয়া পর্যন্ত তাওয়াফে যিয়ারত করিতে পারিবে না।

٧٥- باب : افاضة الحائض

পরিচ্ছেদ ৭৫ ঃ ঋতুমতী মহিলার তাওয়াফে যিয়ারত (ইফাযা)

٢٢٨- حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ ؛ اَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ حَاضَتْ . فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ " اَحَابِسَتُنَاهِىَ ؟ " فَقِيْلَ : اِنَّهَا قَدْ اَفَاضَتْ . فَقَالَ " فَلاَ . اِذَا " .

রেওয়ায়ত ২২৮

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন– (হজ্জের সময়) সফিয়্যা বিন্‌ত হুয়াই (রা)-এর ঋতুস্রাব আরম্ভ হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট ইহা ব্যক্ত করিলে তিনি বলিলেন ঃ সফিয়্যা যেন আমাদেরকে এইখানেই আটকাইয়া রাখিবে। তখন তাঁহাকে বলা হইল, ইনি তাওয়াফে যিয়ারত (ইফাযা) আদায় করিয়া নিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ তবে আর আটকাইবে না।[১]

২২৯– وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ ؛ اَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ . اِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ قَدْ حَاضَتْ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ " لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا . اَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ بِالْبَيْتِ ؟ قُلْنَ : بَلَى . قَالَ " فَاخْرُجْنَ ".

রেওয়ায়ত ২২৯

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট বলিলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! সফিয়্যারতো ঋতুস্রাব শুরু হইয়াছে। তিনি বলিলেন ঃ মনে হয় সে আমাদের আটকাইয়া রাখিবে। সে কি তোমাদের সহিত বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করে নাই ? মহিলাগণ বলিলেন ঃ হ্যাঁ, করিয়াছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ তবে আর কি, তাহা হইলে এখন চল।

২৩০– وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ اَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ؛ اَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ كَانَتْ اِذَا حَجَّتْ ، وَمَعَهَا نِسَاءٌ تَخَافُ اَنْ يَحِضْنَ ، قَدَّمَتْهُنَّ يَوْمَ النَّحْرِ فَاَفَضْنَ . فَاِنْ حِضْنَ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمْ تَنْتَظِرْهُنَّ . فَتَنْفِرُ بِهِنَّ ، وَهُنَّ حُيَّضٌ ، اِذَا كُنَّ قَدْ اَفَضْنَ .

রেওয়ায়ত ২৩০

'আমরাহ্ বিন্‌ত আবদুর রহমান (র) বর্ণনা করেন– উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) অন্য মহিলাদেরকে নিয়া হজ্জ করিতেন এবং যদি তাঁহাদের কাহারও ঋতুস্রাবের আশঙ্কা দেখা দিত তবে দশ তারিখেই তাঁহাকে তাওয়াফে যিয়ারত সমাধা করিয়া আসার জন্য পাঠাইয়া দিতেন। তাওয়াফে যিয়ারত করিয়া নেওয়ার পর কাহারও ঋতুস্রাব হইলে তাহার পাক হওয়ার আর অপেক্ষা করিতেন না, গন্তব্যস্থলে রওয়ানা হইয়া পড়িতেন।

২৩১– وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِيْهِ ؛ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَكَرَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ . فَقِيْلَ لَهُ : قَدْ حَاضَتْ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ " لَعَلَّهَا حَابِسَتُنَا " فَقَالُوْا : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ . اِنَّهَا قَدْ طَافَتْ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ " فَلَا . اِذًا ".

১. কেননা এমতাবস্থায় তাওয়াফে রুখসতের আর প্রয়োজন পড়ে না।

قَالَ مَالِكٌ : قَالَ هِشَامٌ، قَالَ عَرْوَةَ ، قَالَتْ عَائِشَةُ . وَنَحْنُ نَذْكُرُ ذٰلِكَ . فَلِمَ يُقَدِّمُ النَّاسُ نِسَاءَهُمْ اِنْ كَانَ ذٰلِكَ لاَ يَنْفَعُهُنَّ . وَلَوْ كَانَ الَّذِي يَقُوْلُوْنَ ، لاَصْبَحَ بِمِنًى اَكْثَرُ مِنْ سِتَّةِ اٰلاَفِ امْرَأَةٍ حَائِضٍ ، كُلُّهُنَّ قَدْ اَفَاضَتْ .

রেওয়ায়ত ২৩১

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উম্মুল মু'মিনীন সফিয়্যা (রা)-এর কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিলেন ঃ তাঁহার ঋতুস্রাব শুরু হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ হয়তো সে আমাদেরকে আটকাইয়া রাখিবে। অন্যরা বলিলেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল ! তিনি তাওয়াফ করিয়া নিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ তবে আর আটকাইবে না।

হিশাম ইব্ন উরওয়াহ্ (র) হইতে বর্ণিত– তিনি বলিয়াছেন ঃ আমরা উপরিউক্ত বিষয় আলোচনা করিয়াছিলাম। তখন আয়েশা (রা) বলেন ঃ মহিলাগণকে যদি পূর্বে তাওয়াফের জন্য পাঠাইয়া দেওয়া উপকারী না হয়, তবে মানুষ কেন পাঠায় ? মানুষের এই ধারণা যদি ঠিক হইত, তবে ছয় হাজারেরও অধিক মহিলাকে ঋতুমতী অবস্থায় তাওয়াফে রুখ্সতের[১] অপেক্ষায় মিনায় পড়িয়া থাকিতে হইত।

٢٣٢– وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِي بَكْرٍ، عَنْ اَبِيْهِ ؛ اَنَّ اَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَهُ : اَنَّ اُمَّ سُلَيْمٍ بِنْتَ مِلْحَانَ اسْتَفْتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ، وَحَاضَتْ ، اَوْ وَلَدَتْ ، بَعْدَ مَا اَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ . فَاَذِنَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَخَرَجَتْ .

قَالَ مَالِكٌ : وَالْمَرْأَةُ تَحِيْضُ بِمِنًى تُقِيْمُ حَتَّى تَطُوْفَ بِالْبَيْتِ . لاَبُدَّلَهَا مِنْ ذٰلِكَ . وَاِنْ كَانَتْ قَدْ اَفَاضَتْ ، فَحَاضَتْ بَعْدَ الْاِفَاضَةِ ، فَلْتَنْصَرِفْ اِلَى بَلَدِهَا . فَاِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا فِي ذٰلِكَ رُخْصَةٌ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِلْحَائِضِ .

قَالَ : وَاِنْ حَاضَتِ الْمَرْأَةُ بِمِنًى ، قَبْلَ اَنْ تُفِيْضَ ، فَاِنْ كَرِيَهَا ، يُحْبَسُ عَلَيْهَا ، اَكْثَرَ مِمَّا يَحْبِسُ النِّسَاءَ الدَّمُ .

রেওয়ায়ত ২৩২

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন– তাঁহাকে আবূ সালমা ইব্ন আবদুর রহমান (র) খবর দিয়াছেন ঃ উম্মে সুলায়ম বিন্ত মিলহান (রা)-এর তাওয়াফে যিয়ারতে ঋতুস্রাব শুরু হইলে অথবা তাহার সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট চলিয়া যাওয়ার অনুমতি চাহিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাকে চলিয়া যাইতে অনুমতি দিলেন। পরে তিনি চলিয়া গেলেন।

---

১. তাওয়াফে রুখসত বা বিদায়ী তাওয়াফের জন্য অপেক্ষা করা জরুরী।

মালিক (র) বলেন ঃ মিনায় অবস্থানকালে কাহারও ঋতুস্রাব শুরু হইলে তাওয়াফে যিয়ারত না করা পর্যন্ত সে অপেক্ষা করিবে। তাওয়াফে যিয়ারত করার পর যদি কাহারও ঋতুস্রাব শুরু হয় তবে সে তাহার দেশে ফিরিয়া যাইতে পারে। কারণ এমন ঋতুমতী মহিলা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর তরফ হইতে অনুমতি প্রদানের রেওয়ায়ত আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে। তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বেই যদি ঋতুস্রাব শুরু হয় এবং উহা বন্ধ না হয় তবে ঋতুস্রাবের জন্য নির্ধারিত পূর্ণ মেয়াদ পর্যন্ত সে অবস্থান করিবে।

٧٦- باب : فدية ما اصيب من الطير والوحش

পরিচ্ছেদ ৭৬ ঃ বন্য পশু-পাখি হত্যার ফিদ্য়া

٢٣٣- حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ ؛ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضٰى فِى الضَّبُعِ بِكَبْشٍ . وَفِى الْغَزَالِ بِعَنْزٍ. وَفِى الْاَرْنَبِ بِعَنَاقٍ . وَفِى الْيَرْبُوْعِ بِجَفْرَةٍ .

রেওয়ায়ত ২৩৩

আবূয্ যুবায়র মক্কী (র) বর্ণনা করেন– উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) হায়েনা হত্যার বেলায় একটি মেষ, হরিণের বেলায় একটি ছাগল এবং খরগোশ হত্যার বেলায় এক বৎসর বয়সের ছাগলছানা, বন্য ইঁদুর হত্যার বেলায় চার মাস বয়সের ছাগলছানা প্রদানের বিধান দিয়াছেন।

٢٣٤- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ قُرَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ ؛ اَنَّ رَجُلاً جَاءَ اِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ : اِنِّى اَجْرَيْتُ اَنَا وَصَاحِبٌ لِى فَرَسَيْنِ. نَسْتَبِقُ اِلَى ثُغْرَةِ ثَنِيَّةٍ . فَاَصَبْنَا ظَبْيًا وَنَحْنُ مُحْرِمَانِ . فَمَاذَا تَرَاى ؟ فَقَالَ عُمَرُ ، لِرَجُلٍ اِلَى جَنْبِهِ : تَعَالَ حَتَّى اَحْكُمَ اَنَا وَاَنْتَ . قَالَ فَحَكَمَا عَلَيْهِ بِعَنْزٍ . فَوَلَّى الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُوْلُ : هذَا اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ لاَيَسْتَطِيْعُ اَنْ يَحْكُمَ فِى ظَبْىٍ ، حَتَّى دَعَا رَجُلاً يَحْكُمُ مَعَهُ . فَسَمِعَ عُمَرُ قَوْلَ الرَّجُلِ ، فَدَعَاهُ فَسَاَلَهُ : هَلْ تَقْرَاُ سُوْرَةَ الْمَائِدَةِ ؟ قَالَ : لاَ. قَالَ : فَهَلْ تَعْرِفُ هٰذَا الرَّجُلَ الَّذِىْ حَكَمَ مَعِى ؟ فَقَالَ : لاَ . فَقَالَ : لَوْ اَخْبَرْتَنِى اَنَّكَ تَقْرَاُ سُوْرَةَ الْمَائِدَةِ لَاَوْجَعْتُكَ ضَرْبًا . ثُمَّ قَالَ : اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُوْلُ فِى كِتَابِهِ – (يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ) ـ وَهٰذَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ .

রেওয়ায়ত ২৩৪

মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র) বর্ণনা করেন– এক ব্যক্তি উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিল ঃ আমি ও আমার সঙ্গী একটি গিরিবর্তে আমাদের ঘোড়া দৌড়াইয়া ইহরাম অবস্থায় একটি হরিণ শিকার করিয়া ফেলিয়াছি। উমর (রা) তখন পার্শ্বে উপবিষ্ট এক ব্যক্তিকে বলিলেন ঃ চলুন, আমরা দুইজনে ইহার একটি

ফয়সালা করিয়া দেই। শেষে তাঁহারা উভয়ে ঐ ব্যক্তির উপর একটা বকরী ফিদ্য়া প্রদানের বিধান দেন। ঐ ব্যক্তি ফিরিয়া যাইতে যাইতে বলিতেছিল ঃ ইনি আমিরুল মু'মিনীন, যিনি অন্যের সহযোগিতা ভিন্ন একটি হরিণের ফয়সালা দিতে পারিলেন না। উমর (রা) তাহার উক্তি শুনিয়া ফেলিলেন। তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন ঃ তুমি কুরআনুল কারীমের সূরা-ই-মায়িদা পড়িয়াছ কি ? সে বলিল ঃ জি, না। তিনি বলিলেন ঃ যিনি আমার সঙ্গে ফয়সালা দিয়াছেন তাঁহাকে চিন ? সে বলিল ঃ জি, না। উমর (রা) তখন বলিলেন ঃ যদি সূরা-ই-মায়িদা পড়িয়াছ বলিতে তবে তোমাকে আমি আজ শাস্তি দিতাম। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার কিতাবে (সূরা-ই-মায়িদায়) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ "তোমাদের দুইজন ন্যায়নিষ্ঠ সত্যবাদী ব্যক্তি ফিদ্য়া সম্পর্কে ফয়সালা করিয়া দিবে। উহা কুরবানীর জন্য হইবে যাহা মক্কায় পৌঁছিবে।" আর যিনি আমার সহিত ফয়সালা প্রদানে সহযোগিতা করিয়াছেন ইনি হইতেছেন আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা)।

٢٣٥- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ؛ اَنَّ اَبَاهُ كَانَ يَقُوْلُ : فِى الْبَقَرَةِ مِنَ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ. وَفِى الشَّاةِ مِنَ الظِّبَاءِ شَاةٌ.

রেওয়ায়ত ২৩৫

হিশাম ইব্‌ন উরওয়া (র) বর্ণনা করেন– তাঁহার পিতা উরওয়াহ্ বলিতেন ঃ একটি বন্য গাভী হত্যা করিলে একটি গরু এবং হরিণ হত্যা করিলে একটি বকরী ফিদ্য়া দিতে হইবে।

٢٣٦- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ : فِى حَمَامِ مَكَّةَ ، اِذَاقُتِلَ ، شَاةٌ.

وَقَالَ مَالِكٌ ، فِى الرَّجُلِ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ ، يُحْرِمُ بِالْحَجِّ اَوِ الْعُمْرَةِ ، وَفِى بَيْتِهِ فِرَاخٌ مِنْ حَمَامِ مَكَّةَ ، فَيُغْلَقَ عَلَيْهَا فَتَمُوْتُ . فَقَالَ : اَرَى بِاَنْ يَفْدِى ذٰلِكَ ، عَنْ كُلِّ فَرْخٍ بِشَاةٍ .

রেওয়ায়ত ২৩৬

সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র) বলেন ঃ মক্কার কোন কবুতর শিকার করিলে একটি বকরী ফিদ্য়া দিতে হইবে।

মালিক (র) বলেন ঃ মক্কার অধিবাসী কোন ব্যক্তি যদি হজ্জ বা উমরার ইহরাম বাঁধে আর তাহার ঘরে যদি মক্কার কবুতরের বাচ্চা থাকে আর ঐ ব্যক্তি কবুতরের বাসার মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়ার ফলে যদি ঐ ছানা মারা যায়, তবে প্রতিটি ছানার পরিবর্তে এক একটি বকরী ফিদয়া দিতে হইবে।

٢٣٧ - قَالَ مَالِكٌ : لَمْ اَزَلْ اَسْمَعُ اَنَّ فِى النَّعَامَةِ ، اِذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ ، بَدَنَةٌ .

قَالَ مَالِكٌ : اَرَى اَنَّ فِى بَيْضَةِ النَّعَامَةِ عُشْرَ ثَمَنِ الْبَدَنَةِ . كَمَا يَكُوْنُ ، فِى جَنِيْنِ الْحُرَّةِ ، غُرَّةٌ ، عَبْدٌ اَوْ وَلِيْدَةٌ . وَقِيمَةُ الْغُرَّةِ خَمْسُوْنَ دِيْنَارًا . وَذٰلِكَ عُشْرُدِيَةِ اُمِّهِ . وَكُلُّ شَيْءٍ مِنَ النُّسُوْرِ اَوِ الْعِقْبَانِ اَوِ الْبُزَاةِ اَوِ الرَّخَمِ ، فَاِنَّهُ صَيْدٌ يُوْدَى كَمَا يُوْدَى

الصَّيْدُ . اِذَا قَتَلَهُ الْمُحْرِمُ . وَكُلُّ شَيْءٍ فَدِيَ ، فَفِي صِغَارِهِ مِثْلُ مَايَكُوْنُ فِي كِبَارِهِ . وَاِنَّمَا مَثَلُ ذٰلِكَ ، مَثَلُ دِيَةِ الْحُرِّ الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ . فَهُمَا ، بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ سَوَاءٌ .

রেওয়ায়ত ২৩৭

মালিক (র) বলেন ঃ ইহরামরত ব্যক্তি যদি একটি উটপাখি মারিয়া ফেলে, তবে উহার বদলে একটি উট ফিদ্য়া দিতে হইবে। ইহাই আমি হামেশা শুনিয়া আসিয়াছি।

মালিক (র) বলেন ঃ উটপাখির ডিম নষ্ট করিলে প্রতিটি ডিমের পরিবর্তে একটি উটের মূল্যের এক-দশমাংশ হিসাবে ফিদয়া দিতে হইবে। যেমন, আযাদ কোন মহিলার গর্ভস্থ সন্তান যদি কেউ মারিয়া ফেলে তবে ইহার কাফ্ফারায় (মালিক র. বলিয়াছেন) একটি দাসী বা দাস আযাদ করিতে হয়।

মালিক (র) বলেন ঃ পঞ্চাশ দীনার হইতেছে একটি মানুষের পূর্ণাঙ্গ দিয়্যতের (রক্তপণ) এক-দশমাংশ।

মালিক (র) বলেন ঃ শকুন, বাজ, ঈগল, রখম (এক প্রকার শকুন জাতীয় প্রাণী) শিকার বলিয়া গণ্য। মুহরিম ব্যক্তি এইগুলি হত্যা করিলেও বদলা আদায় করিতে হইবে।

মালিক (র) বলেন ঃ প্রাণী ছোট হউক আর বড় হউক যাহার যে ফিদ্য়ার বিধান করা হইয়াছে তাহাই আদায় করিতে হইবে। দিয়্যতের মধ্যে যেমন বড়-ছোটর তারতম্য হয় না, এইখানেও কোন তারতম্য করা হইবে না।

٧٧- باب : فدية من اصاب شيئا من الجراد وهو محرم

পরিচ্ছেদ ৭৭ ঃ ইহরাম অবস্থায় পঙ্গপাল হত্যার ফিদ্য়া

٢٣٨- حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ ؛ اَنَّ رَجُلاً جَاءَ اِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : يَااَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ . اِنِّي اَصَبْتُ جَرَادَاتٍ بِسَوْطِي وَاَنَا مُحْرِمٌ . فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : اَطْعِمْ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ .

রেওয়ায়ত ২৩৮

যায়দ ইবন আসলাম (র) বর্ণনা করেন– এক ব্যক্তি উমর ইবন খাত্তাব (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিল ঃ আমীরুল মু'মিনীন! আমি ইহরাম অবস্থায় লাঠি দ্বারা কয়েকটি পঙ্গপাল মারিয়া ফেলিয়াছি। উমর (রা) তখন বলিলেন ঃ মুষ্টি পরিমাণ খাদ্য কাহাকেও দিয়া দাও।

٢٣٩- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، اَنَّ رَجُلاً جَاءَ اِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَسَأَلَهُ عَنْ جَرَادَاتٍ قَتَلَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ . فَقَالَ عُمَرُ لِكَعْبٍ : تَعَالَ حَتَّى نَحْكُمَ . فَقَالَ كَعْبٌ : دِرْهَمٌ . فَقَالَ عُمَرُ لِكَعْبٍ : اِنَّكَ لَتَجِدُ الدَّرَاهِمَ . لَتَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ .

রেওয়ায়ত ২৩৯

ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র) বর্ণনা করেন– এক ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় কিছু পঙ্গপাল মারিয়া ফেলিয়াছিল। উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর নিকট সে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কা'ব (রা)-কে ডাকিয়া বলিলেন ঃ চলুন, আমরা উভয়ে মিলিয়া ইহার একটা ফয়সালা করি। কা'ব (রা) বলিলেন ঃ ইহাতে এক দিরহাম কাফ্ফারা দিতে হইবে। উমর (রা) কা'ব (রা)-কে বলিলেন ঃ আপনার নিকট অনেক দিরহাম রহিয়াছে (তাই এই ধরনের বিধান দিতে পারিয়াছেন), আমার নিকট একটি পঙ্গপাল হইতে একটা খেজুর অনেক শ্রেয়।[১]

٧٨- باب : فدية من حلق قبل ان ينحر

পরিচ্ছেদ ৭৮ ঃ কুরবানী করার পূর্বে মাথার চুল কামাইয়া ফেলিলে উহার ফিদ্‌য়া

٢٤٠- حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ بْنِ مَالِكٍ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبِي لَيْلٰى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ؛ اَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُحْرِمًا . فَاٰذَاهُ الْقَمْلُ فِي رَأْسِهِ ، فَاَمَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ . وَقَالَ "صُمْ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ . اَوْ اَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ ، مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ لِكُلِّ اِنْسَانٍ . اَوِانْسُكْ بِشَاةٍ . اَيَّ ذٰلِكَ فَعَلْتَ اَجْزَا عَنْكَ".

রেওয়ায়ত ২৪০

কা'ব ইব্‌ন 'উজরা (রা) বর্ণনা করেন– তিনি ইহরাম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সহিত ছিলেন। তাঁহার মাথায় উকুন তাঁহাকে কষ্ট দিতেছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন তাঁহাকে মাথার চুল কামাইয়া ফেলিতে হুকুম করিয়া বলিলেন ঃ ইহার পরিবর্তে তিনদিন রোযা বা ছয়জন মিসকীনের প্রত্যেককে দুই মুদ পরিমাণ খাদ্য কিংবা একটি বকরী কুরবানী দিয়া দাও। উপরিউক্ত তিনটি বিষয়ের যেকোন একটিই তোমার জন্য যথেষ্ট।

٢٤١ - حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ اَبِي الْحَجَّاجِ ، عَنِ ابْنِ اَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ؛ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهُ " لَعَلَّكَ اٰذَاكَ هَوَامُّكَ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ . يَارَسُوْلَ اللّٰهِ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ "احْلِقْ رَأْسَكَ ، وَصُمْ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ ، اَوِ اَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ ، اَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ ".

রেওয়ায়ত ২৪১

কা'ব ইব্‌ন 'উজরা (রা) বর্ণনা করেন– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বলিলেন ঃ মনে হয় উকুন তাহাকে খুবই কষ্ট দিতেছে? আমি বলিলাম ঃ হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্। তিনি তখন বলিলেন ঃ চুল কামাইয়া ফেল এবং তিনদিন রোযা রাখ বা ছয়জন মিসকীনকে আহার করাও বা একটি বকরী কুরবানী দিয়া দিও।

---

১. এক একটি পঙ্গপালের বদলায় একটি খেজুর বা একটি পঙ্গপাল দিয়া দিলেই হইবে।

٢٤٢ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْخُرَاسَانِيِّ ؛ اَنَّهُ قَالَ : حَدَّثَنِي شَيْخٌ بِسُوْقِ الْبُرَمِ بِالْكُوْفَةِ ، عَنْ كَعْبِ عُجْرَةَ ؛ اَنَّهُ قَالَ : جَاءَنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا اَنْفُخُ تَحْتَ قِدْرٍ لِاَصْحَابِي . وَقَدِ امْتَلاَ رَأْسِي وَلِحْيَتِي قَمْلاً . فَاَخَذَ بِجَبْهَتِي ، ثُمَّ قَالَ " احْلِقْ هٰذَا الشَّعَرَ . وَصُمْ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ . اَوِ اَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ " وَقَدْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلِمَ اَنَّهُ لَيْسَ عِنْدِي مَااَنْسُكُ بِهِ .

قَالَ مَالِكٌ ، فِي فِدْيَةِ الْاَذَى : اِنَّ الْاَمْرَ فِيْهِ ، اَنَّ اَحَدًا لاَ يَفْتَدِي حَتّٰى يَفْعَلَ مَا يُوْجِبُ عَلَيْهِ الْفِدْيَةَ . وَاِنْ الْكَفَّارَةَ اِنَّمَا تَكُوْنُ بَعْدَ وُجُوْبِهَا عَلٰى صَاحِبِهَا . وَاَنَّهُ يَضَعُ فِدْيَتَهُ حَيْثُ مَاشَاءَ . النُّسُكَ ، اَوِ الصِّيَامَ ، اَوِ الصَّدَقَةَ . بِمَكَّةَ اَوْ بِغَيْرِهَا مِنَ الْبِلاَدِ .

قَالَ مَالِكٌ : لاَيَصْلُحُ لِلْمُحْرِمِ اَنْ يَنْتِفَ مِنْ شَعَرِهِ شَيْئًا ، وَلاَ يَحْلِقَهُ ، وَلاَ يُقَصِّرَهُ ، حَتّٰى يَحِلَّ . اِلاَّ اَنْ يُصِيْبَهُ اَذًى فِي رَأْسِهِ . فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ . كَمَا اَمَرَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى . وَلاَ يَصْلُحُ لَهُ اَنْ يُقَلِّمَ اَظْفَارَهُ ، وَلاَ يَقْتُلَ قَمْلَةً ، وَلاَيَطْرَحَهَا مِنْ رَأْسِهِ اِلَى الْاَرْضِ ، وَلاَ مِنْ جِلْدِهِ وَلاَ مِنْ ثَوْبِهِ . فَاِنْ طَرَحَهَا الْمُحْرِمُ مِنْ جِلْدِهِ اَوْ مِنْ ثَوْبِهِ ، فَلْيُطْعِمْ حَفْنَةً مِنْ طَعَامٍ .

قَالَ مَالِكٌ : مَنْ نَتَفَ شَعَرًا مِنْ اَنْفِهِ ، اَوْ مِنْ اِبْطِهِ ، اِطَّلٰى جَسَدَهُ بِنُوْرَةٍ ، اَوْيَحْلِقُ عَنْ شَجَّةٍ فِي رَأْسِهِ لِضَرُوْرَةٍ ، اَوْ يَحْلِقُ قَفَاهُ لِمَوْضِعِ الْمَحَاجِمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، نَاسِيًا اَوْ جَاهِلاً : اِنَّ مَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ ، فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ فِي ذٰلِكَ كُلِّهِ . وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ اَنْ يَحْلِقَ مَوْضِعَ الْمَحَاجِمِ . وَمَنْ جَهِلَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ قَبْلَ اَنْ يَرْمِيَ الْجَمْرَةَ ، افْتَدَى .

রেওয়ায়ত ২৪২

কা'ব ইবন 'উজরা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার নিকট আসিলেন। আমি চুলায় আগুন ধরাইয়া সঙ্গীদের জন্য রান্না-বান্নায় ব্যস্ত ছিলাম। আমার মাথা ও দাড়ি উকুনে ভরা ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার পেরেশানী অনুভব করিয়া আমার ললাটে হাত রাখিলেন এবং বলিলেন ঃ চুল কাটিয়া ফেল এবং তিনদিন রোযা রাখ বা ছয় জন মিসকীনকে খাদ্য দিয়া দাও। আর আমার নিকট কুরবানী করার মত কিছু ছিল না, এই কথা তিনি জানিতেন।

মালিক (র) বলেন ঃ অপরাধ না হওয়া পর্যন্ত কেউ কিছু ফিদয়া দিবে না। কারণ অপরাধ করার পরই শুধু কাফ্ফারা ওয়াজিব হইয়া থাকে। কাফ্ফারার বেলায় কুরবানী বা রোযা বা মিসকীনকে খাদ্য প্রদান, এই তিনটির যেকোন একটি এবং মক্কা বা মক্কার বাহিরে যেকোন শহরে উহা আদায় করার ইখতিয়ার রহিয়াছে।

মালিক (র) বলেন ঃ ইহ্রাম না খোলা পর্যন্ত মুহরিমের জন্য চুল উপড়ান বা কামানো বা ছাঁটা কিছুই জায়েয নহে। চুলে উকুন ইত্যাদি হইয়া গেলে উহা জায়েয। কিন্তু উহার পরিবর্তে আল্লাহ্র নির্দেশমত ফিদ্য়া দিতে হইবে। মুহরিমের জন্য নখ কাটা, উকুন মারা বা মাথার চুল হইতে উকুন বাহির করিয়া মাটিতে ফেলিয়া দেওয়া বা শরীর ও কাপড়ের উকুন বাহির করা জায়েয নহে। এইরূপ করিলে এক মুষ্টি খাদ্য খয়রাত করিবে।

মালিক (র) বলেন ঃ যদি ইহ্রাম অবস্থায় কোন ব্যক্তি নাকের চুল বা বগলতলা বা নাভীর নিচের লোম চিমটি দ্বারা উপড়ায় অথবা মাথায় যখম হওয়ার দরুন প্রয়োজনের খাতিরে চুল কামায় বা সিঙ্গা লাগাইবার উদ্দেশ্যে গর্দানের চুল কাটে, এইসব জানিয়া করুক বা ভুলবশত করুক, সকল অবস্থায়ই তাহার জন্য ফিদ্য়া দেওয়া ওয়াজিব। সিঙ্গা লাগানো স্থানের চুল কামানো মুহরিমের জন্য জায়েয নহে।

মালিক (র) বলেন ঃ অজ্ঞতার দরুন যদি কেউ কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্বেই মাথার চুল কামাইয়া ফেলে তবে তাহাকে ফিদ্য়া দিতে হইবে।

٧٩- باب : مايفعل من نسى من نسكه شيئا

পরিচ্ছেদ ৭৯ ঃ হজ্জের কোন রুকনে ভুল করিলে কি করিতে হইবে

٢٤٣- حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَيُّوْبَ بْنِ اَبِى تَمِيْمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ : مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا ، اَوْ تَرَكَهُ ، فَلْيُهْرِقْ دَمًا .

قَالَ اَيُّوْبُ : لاَ اَدْرِىْ ، قَالَ : تَرَكَ ، اَوْ نَسِيَ .

قَالَ مَالِكٌ : مَا كَانَ مِنْ ذٰلِكَ هَدْيًا ، فَلاَ يَكُوْنُ اِلاَّ بِمَكَّةَ . وَمَا كَانَ مِنْ ذٰلِكَ نُسُكًا ، فَهُوَ يَكُوْنُ حَيْثُ اَحَبَّ صَاحِبُ النُّسُكِ .

রেওয়ায়ত ২৪৩

সাঈদ ইব্ন যুবায়র (র) বর্ণনা করেন– আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন ঃ যদি কেউ হজ্জে কোন রুকন আদায় করিতে ভুলিয়া যায় বা উহা ছাড়িয়া দেয় তবে তাহাকে কুরবানী দিতে হইবে। আইয়ূব (আইয়ূব ইবন আবি তমীমা সখতিয়ানী) (র) বলেন ঃ আমার মনে নাই সাঈদ (র) ভুলিয়া গেলে বলিয়াছেন, না ছাড়িয়া দিলে বলিয়াছিলেন।

মালিক (র) বলেন ঃ উক্ত কুরবানী মক্কায় পৌঁছাইতে হইবে। অন্য কোন ইবাদত হইলে যেকোন স্থানেই তাহা আদায় করা যায়।

٨٠- باب : جَامع الفدية

পরিচ্ছেদ ৮০ ঃ ফিদ্‌য়া সম্পর্কিত বিবিধ আহ্‌কাম

٢٤٤- قَالَ مَالِكٍ ، فِيمَنْ اَرَادَ اَنْ يَلْبَسَ شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ الَّتِى لاَ يَنْبَغِى لَهُ اَنْ يَلْبَسَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ ، اَوْ يُقَصِّرَ شَعَرَهُ ، اَوْ يَمَسَّ طِيْبًا مِنْ غَيْرِ ضَرُوْرَةٍ ، لِيَسَارَةِ مُؤْنَةِ الْفِدْيَةِ عَلَيْهِ قَالَ : لاَ يَنْبَغِى لِاَحَدٍ اَنْ يَفْعَلَ ذٰلِكَ وَاِنَّمَا اُرْخِصَ فِيْهِ لِلضَّرُوْرَةِ . وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ ، الْفِدْيَةُ .

وَسُئِلَ مَالِكٌ : عَنِ الْفِدْيَةِ مِنَ الصِّيَامِ ، اَوِ الصَّدَقَةِ ، اَوِ النُّسُكِ ، وَاَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ فِى ذٰلِكَ ؟ وَمَا النُّسُكُ ؟ وَكَمِ الطَّعَامُ ؟ وَبِاَىِّ مُدٍّ هُوَ ؟ وَكَمِ الصِّيَامُ ؟ وَهَلْ يُؤَخِّرُ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ اَمْ يَفْعَلُهُ فِى فَوْرِهِ ذٰلِكَ ؟ قَالَ مَالِكٌ : كُلُّ شَيْءٍ فِى كِتَابِ اللّٰهِ فِى الْكَفَّارَاتِ ، كَذَا اَوْ كَذَا ، فَصَاحِبُهُ مُخَيَّرٌ فِى ذٰلِكَ . اَىَّ شَيْءٍ اَحَبَّ اَنْ يَفْعَلَ ذٰلِكَ ، فَعَلَ . قَالَ : وَاَمَّا النُّسُكُ فَشَاةٌ . وَاَمَّا الصِّيَامُ فَثَلاَثَةَ اَيَّامٍ . وَاَمَّا الطَّعَامُ فَيُطْعِمُ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ . لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ مُدَّانِ . بِالْمُدِّ الْاَوَّلِ ، مُدِّ النَّبِىِّ ﷺ .

قَالَ مَالِكٌ : وَسَمِعْتُ بَعْضَ اَهْلِ الْعِلْمِ يَقُوْلُ : اِذَا رَمَى الْمُحْرِمُ شَيْئًا ، فَاَصَابَ شَيْئًا مِنَ الصَّيْدِ لَمْ يُرِدْهُ فَقَتَلَهُ : اِنَّ عَلَيْهِ اَنْ يَفْدِيَهُ . وَكَذٰلِكَ الْحَلاَلُ يَرْمِى فِى الْحَرَمِ شَيْئًا ، فَيُصِيْبُ صَيْدًا لَمْ يُرِدْهُ فَيَقْتُلُهُ : اِنَّ عَلَيْهِ اَنْ يَفْدِيَهُ . لاَنَّ الْعَمْدَ وَالْخَطَأَ فِى ذٰلِكَ بِمَنْزِلَةٍ ، سَوَاءٌ .

قَالَ مَالِكٌ، فِى الْقَوْمِ يُصِيْبُوْنَ الصَّيْدَ جَمِيْعًا وَهُمْ مُحْرِمُوْنَ . اَوْ فِى الْحَرَمِ . قَالَ : اَرَى اَنَّ عَلَى كُلِّ اِنْسَانٍ مِنْهُمْ جَزَاءَهُ ، اِنْ حُكِمَ عَلَيْهِمْ بِالْهَدْىِ ، فَعَلَى كُلِّ اِنْسَانٍ مِنْهُمْ هَدْىٌ . وَاَنْ حُكِمَ عَلَيْهِمْ بِالصِّيَامِ ، كَانَ عَلَى كُلِّ اِنْسَانٍ مِنْهُمُ الصِّيَامُ . وَمِثْلُ ذٰلِكَ ، الْقَوْمُ يَقْتُلُوْنَ الرَّجُلَ خَطَأً . فَتَكُوْنَ كَفَّارَةُ ذٰلِكَ ، عِتْقَ رَقَبَةٍ عَلَى كُلِّ اِنْسَانٍ . اَوْصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ عَلَى كُلِّ اِنْسَانٍ مِنْهُمْ .

قَالَ مَالِكٌ : مَنْ رَمَى صَيْدًا ، اَوْ صَادَهُ بَعْدَ رَمْيِهِ الْجَمْرَةَ ، وَحِلاَقِ رَأْسِهِ ، غَيْرَ

اَنَّهُ لَمْ يُفِضْ : اِنَّ عَلَيْهِ جَزَاءَ ذٰلِكَ الصَّيْدِ . لِاَنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى قَالَ - (وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا)- وَمَنْ لَمْ يُفِضْ ، فَقَدْ بَقِىَ عَلَيْهِ مَسُّ الطِّيْبِ وَالنِّسَاءِ .

قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِيْمَا قَطَعَ مِنَ الشَّجَرِ فِى الْحَرَمِ شَىْءٌ . وَلَمْ يَبْلُغْنَا اَنَّ اَحَدًا حَكَمَ عَلَيْهِ فِيْهِ بِشَىْءٍ . وَبِئْسَ مَاصَنَعَ .

قَالَ مَالِكٌ ، فِى الَّذِى يَجْهَلُ ، اَوْ يَنْسٰى صِيَامَ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ ، اَوْ يَمْرَضُ فِيْهَا فَلَا يَصُوْمُهَا حَتّٰى يَقْدَمَ بَلَدَهُ . قَالَ : لِيُهْدِ اِنْ وَجَدَ هَدْيًا وَاِلَّا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ فِى اَهْلِهِ ، وَسَبْعَةً بَعْدَ ذٰلِكَ .

রেওয়ায়ত ২৪৪

মালিক (র) বলেন ঃ ফিদ্য়া দেওয়া সহজ মনে করিয়া যদি কেউ ইহ্রাম অবস্থায় পড়া নাজায়েয এমন ধরনের কাপড় পরে বা চুল কাটিয়া ফেলে বা বিনা প্রয়োজনে সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করে, তবে ইহা তাহার জন্য অনুচিত হইবে। একান্ত প্রয়োজনের খাতিরেই একজন ঐ সমস্ত কাজ করিতে পারে। তাহা করিলে তাহাকে অবশ্যই ফিদ্য়া দিতে হইবে।

মালিক (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ 'যে ব্যক্তি ফিদ্য়া দিবে তাহার পক্ষে রোযা বা সদকা বা নুসুক' এই তিনটির যেকোন একটি দ্বারা ফিদ্য়া দেওয়ার ইখতিয়ার আছে কিনা ? নুসুক অর্থ কি ? সদকা বা মিসকীনদের কতটুকু খাদ্য প্রদান করিতে হইবে এবং কোন্ ধরনের 'মুদের' (এক প্রকার মাপ) মাপে উহা আদায় করিতে হইবে ? রোযা কয়টি রাখিতে হইবে ? সঙ্গে সঙ্গে রাখিতে হইবে, না বিলম্ব করিলেও চলিবে ? মালিক (র) উত্তরে বলিলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যত জায়গায় কাফ্ফারা সম্পর্কে 'ইহা' বা 'উহা' এই ধরনের শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন সকল স্থানেই উল্লিখিত বিষয়সমূহের যেকোন একটি আদায় করার ইখতিয়ার থাকে। 'নুসুক' অর্থ এইখানে একটি বকরী কুরবানী করা। রোযা তিনটি রাখিতে হইবে। ছয়জন মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করিতে হইবে। প্রত্যেক মিসকীনকেই নবী করীম ﷺ-এর মুদে দুই মুদ পরিমাণ খাদ্য প্রদান করিতে হইবে।

মালিক (র) বলেন– কতিপয় আলিমের নিকট শুনিয়াছি ঃ তাঁহারা বলেন, কোন বস্তুকে লক্ষ করিয়া মুহরিম ব্যক্তি যদি কিছু নিক্ষেপ করে আর উহা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া কোন পশু বা পাখির গায়ে আঘাত করার ফলে যদি উহা মারা যায়, তবে উক্ত প্রাণী হত্যা করার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও ঐ ব্যক্তিকে ফিদ্য়া দিতে হইবে। এমনিভাবে মুহরিম নহে এরূপ কোন ব্যক্তি হারমের ভিতর কোন বস্তুর প্রতি লক্ষ করিয়া কিছু ছুঁড়িলে আর উহা কোন প্রাণীর গায়ে লাগিয়া যদি উহা মারা যায়, তবে উহার উপরও ফিদ্য়া ধার্য হইবে। এই বিষয়টিতে ইচ্ছাকৃতভাবে মারা বা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া মারা যাওয়া উভয় অবস্থার হুকুমই এক।

মালিক (র) বলেন ঃ কয়েকজন ব্যক্তি মিলিয়া যদি একটি শিকার হত্যা করে আর সকলেই যদি মুহরিম হয় অথবা হারম শরীফে থাকে তবে প্রত্যেককেই সম্পূর্ণভাবে এক একটি ফিদ্য়া আদায় করিতে হইবে। কুরবানী

দিতে হইলে প্রত্যেককেই একটি করিয়া দিতে হইবে। আর রোযা রাখিতে হইলে প্রত্যেককেই রোযা রাখিতে হইবে। যেমন কয়েক ব্যক্তি যদি ভুলক্রমে একজনকে হত্যা করিয়া ফেলে, তবে হত্যার কাফ্ফারা (অর্থাৎ একটি গোলাম আযাদ করা) প্রত্যেকের উপর আলাদাভাবে ওয়াজিব হয় বা প্রত্যেককেই একাধারে দুই মাস রোযা রাখিতে হয়। এইখানেও তদ্রূপ হুকুম হইবে।

মালিক (র) বলেন ঃ কেউ যদি তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে এবং কঙ্কর নিক্ষেপ ও মাথার চুল কাটার পর কোন কিছু শিকার করে তবে তাহাকেও ফিদ্য়া দিতে হইবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا 'তোমরা ইহরাম হইতে যখন হালাল হও তখন শিকার করিতে পার।' আর তাওয়াফে যিয়ারত না করা পর্যন্ত মুহরিম থাকে, পুরাপুরি হালাল হয় না। তাওয়াফে ইফাযার পূর্বে স্ত্রীসহবাস ও সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করা বৈধ নহে।

মালিক (র) বলেন ঃ হারম শরীফের গাছপালা উপড়ান মুহরিমের জন্য ভাল নহে। তবে ইহার জন্য কোন ফিদয়া দিতে হইবে না। কেউ এই কাজের জন্য ফিদ্য়া দিতে বলিয়াছেন এমন কথা আমরা শুনি নাই।

মালিক (র) বলেন ঃ হজ্জের সময় যদি তিনদিন রোযা রাখিতে কেউ (যাহার উপর উহা রাখা ওয়াজিব) ভুলিয়া যায় বা অসুস্থতার দরুন রাখিতে না পারে আর সে নিজ বাড়ি চলিয়া আসে, তবে সম্ভব হইলে সে কুরবানী করিবে। আর তাহা না পারিলে বাড়িতে প্রথমে তিনদিন রোযা রাখিয়া পরে সাতদিন রোযা রাখিবে।

٨١- باب : جامع الحج

পরিচ্ছেদ ৮১ ঃ হজ্জ সম্পর্কীয় বিবিধ আহকাম

٢٤٥- حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ؛ اَنَّهُ قَالَ : وَقَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلنَّاسِ بِمِنًى . وَالنَّاسُ يَسْأَلُوْنَهُ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ. لَمْ اَشْعُرْ ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ اَنْ اَنْحَرَ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ "اَنْحَرْ ، وَلاَ حَرَجَ" ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ . لَمْ اَشْعُرْ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ اَنْ اَرْمِيَ . قَالَ "اَرْمِ ، وَلاَ حَرَجَ " قَالَ : فَمَا سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ شَيْءٍ ، قُدِّمَ وَلاَ أُخِّرَ ، اِلاَّ قَالَ "اِفْعَلْ ، وَلاَحَرَجَ" .

রেওয়ায়ত ২৪৫

আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর ইব্ন 'আস (রা) বর্ণনা করেন– বিদায় হজ্জের (হাজ্জাতুল বিদা) সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মানুষের খাতিরে মিনায় দাঁড়ান। বিভিন্ন লোক আসিয়া তাঁহার নিকট বিভিন্ন মাসআলা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি জানিতাম না, তাই কুরবানী করার পূর্বেই মাথা কামাইয়া ফেলিয়াছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ এখন কুরবানী করিয়া নাও। কোন অসুবিধা নাই। অন্য এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল ঃ হে আল্লাহ্র রসূল! আমি কঙ্কর নিক্ষেপ করার পূর্বেই কুরবানী দিয়া

ফেলিয়াছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ এখন কঙ্কর নিক্ষেপ করিয়া নাও; কোন অসুবিধা হইবে না। আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন ঃ আগে বা পরে ফেলা সম্পর্কে সেই দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে যত প্রশ্ন করা হইয়াছে সকলের বেলায়ই তিনি বলিয়াছেন ঃ এখন করিয়া নাও। কোন অসুবিধা হইবে না।

٢٤٦- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ ، اِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ اَوْ حَجٍّ اَوْ عُمْرَةٍ ، يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الْاَرْضِ ثَلاَثَ تَكْبِيْرَاتٍ . ثُمَّ يَقُوْلُ "لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ ، لاَشَرِيْكَ لَهُ . لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ . اَيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ . لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ . صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهُ . وَنَصَرَ عَبْدَهُ . وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ .

রেওয়ায়ত ২৪৬

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বর্ণনা করেন– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন জিহাদ বা হজ্জ বা উমরা হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেন, তখন প্রতিটি চড়াই অতিক্রম করার সময় তিনি 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করিতেন ঃ

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ ، لاَشَرِيْكَ لَهُ . لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ . اَيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ . لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ . صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهُ . وَنَصَرَ عَبْدَهُ . وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ . [১]

٢٤٧- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِامْرَأَةٍ وَهِىَ فِى مَحَفَّتِهَا . فَقِيْلَ لَهَا : هٰذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَخَذَتْ بِضَبْعَىْ صَبِىٍّ كَانَ مَعَهَا . فَقَالَتْ : اَلِهٰذَا حَجٌّ ؟ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ . قَالَ " نَعَمْ . وَلَكِ اَجْرٌ " .

রেওয়ায়ত ২৪৭

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম কুরায়ব বর্ণনা করেন– হাওদাতে আরোহিণী এক মহিলার নিকট দিয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পথ অতিক্রম করিয়া যাইতেছিলেন। মহিলাটিকে কেউ তখন বলিল ঃ ইনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ। মহিলাটি তখন স্বীয় শিশু সন্তানটির হাত ধারণ করিয়া বলিল ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! এই শিশুটিও হজ্জ আমার সহিত আদায় হইবে কি ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ হ্যাঁ, আদায় হইবে। আর ইহার সওয়াব তুমি পাইবে।

১. 'আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ বা মাবূদ নাই, তিনি এক, তাঁহার কোন শরীক নাই। তাঁহার সকল সাম্রাজ্য এবং তাঁহারই সকল প্রশংসা এবং তিনি সকল জিনিসের উপর ক্ষমতাশীল। আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, ইবাদত-গুজার, সিজদা আদায়কারী এবং প্রভুর প্রশংসাকারী। আল্লাহ্ তাঁহার ওয়াদা পূরণ করিয়াছেন, তাহার বান্দাকে সাহায্য করিয়াছেন এবং একাই তিনি পরাজিত করিয়াছেন সকল শত্রু বাহিনী।'

٢٤٨- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ اَبِى عَبْلَةَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ كَرِيْزٍ ؛ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ " مَارُؤِىَ الشَّيْطَانَ يَوْمًا ، هُوَ فِيْهِ اَصْغَرُ وَلاَ اَدْحَرُ وَلاَ اَحْقَرُ وَلاَ اَغْيَظُ ، مِنْهُ فِى يَوْمِ عَرَفَةَ. وَمَا ذَاكَ اِلاَّ لِمَا رَاى مِنْ تَنَزُّلِ الرَّحْمَةِ ، وَتَجَاوُزِ اللّٰهِ عَنِ الذُّنُوْبِ الْعِظَامِ ، اِلاَّ مَا اُرِىَ يَوْمَ بَدْرٍ " قِيْلَ : وَمَا رَأَى ، يَوْمَ بَدْرٍ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ . " اَمَا اِنَّهُ قَدْ رَأَى جِبْرِيْلَ يَزَعُ الْمَلاَئِكَةَ " .

রেওয়ায়ত ২৪৮

তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ ইবন কারীয (র) বর্ণনা করেন– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ আরাফাতের দিন হইতে বেশি আর কোনদিন শয়তানকে লাঞ্ছিত, অপমানিত এবং রাগান্বিত হইতে দেখা যায় নাই। কারণ এই দিন সে আল্লাহ্ তা'আলার অপার রহমত নাযিল হইতে এবং বড় বড় গুনাহসমূহ মাফ হইয়া যাইতে দেখিতে পায়। বদর যুদ্ধের দিনও তাহার ঐ অবস্থা হইতে দেখা গিয়াছিল। কেউ জিজ্ঞাসা করিল ঃ বদরের দিন সে কি দেখিয়াছিল ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ ঐ দিন সে জিবরাঈল (আ)-কে ফেরেশতা বাহিনীকে কাতারবন্দী করিতে দেখিয়াছিল।

٢٤٩- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ اَبِى زِيَادٍ ، مَوْلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ اَبِى رَبِيْعَةَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ كَرِيْزٍ ؛ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ " اَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ . وَاَفْضَلُ مَاقُلْتُ اَنَا وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ قَبْلِى : لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ " .

রেওয়ায়ত ২৪৯

তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ ইবন কারীয (র) বর্ণনা করেন– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ সর্বোত্তম দু'আ হইল আরাফাতের দু'আ। আর আরাফাতের সর্বোত্তম দু'আ হইল ঐ দু'আ যাহা আমি এবং আমার পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ করিয়াছিলেন। দু'আটি এই–

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ .[১]

٢٥٠ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ ، عَامَ الْفَتْحِ ، وَعَلَى رَاْسِهِ الْمِغْفَرُ. فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ. ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٍ بِاسْتَارِ الْكَعْبَةِ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ " اقْتُلُوْهُ " .

قَالَ مَالِكٌ : وَلَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ ، مُحْرِمًا . وَاللّٰهُ اَعْلَمُ .

---

১. আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ ইলাহ্ নাই, তিনি এক, তাঁহার কোন শরীক নাই।

রেওয়ায়ত ২৫০

আনাস ইব্‌ন মালিক (র) বর্ণনা করেন– মক্কা বিজয়ের সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মক্কায় প্রবেশ করেন তখন তিনি মাথায় লৌহ শিরস্ত্রাণ পরিহিত ছিলেন। মাথা হইতে উহা যখন খুলিয়া রাখিলেন, তখন এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! ইব্‌ন খতল কা'বার গিলাফ ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ তাহাকে হত্যা কর। ইমাম মালিক (র) বলেন ঃ ইব্‌ন শিহাব (র) বলিয়াছেন, ঐদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় ছিলেন না। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

٢٥١– وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ اَقْبَلَ مِنْ مَكَّةَ . حَتّٰى اِذَا كَانَ بِقُدَيْدٍ جَاءَهُ خَبَرٌ مِنَ الْمَدِيْنَةِ . فَرَجَعَ فَدَخَلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ اِحْرَامٍ .

وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِمِثْلِ ذٰلِكَ .

রেওয়ায়ত ২৫১

নাফি' (র) বর্ণনা করেন– আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) মক্কা হইতে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। কুদায়দ নামক স্থানে পৌঁছিয়া তিনি মদীনার বিশৃংখলা[১] সম্পর্কে সংবাদ জ্ঞাত হন। শেষে তিনি পুনরায় মক্কা ফিরিয়া যান এবং ইহ্‌রাম না করিয়াই মক্কায় প্রবেশ করেন।

মালিক (র) এইরূপ রেওয়ায়ত ইব্‌ন শিহাব হইতেও বর্ণনা করিয়াছেন।

٢٥٢– وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدِّيْلِىِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْاَنْصَارِىِّ ، عَنْ اَبِيْهِ ؛ اَنَّهُ قَالَ : عَدَلَ اِلَىَّ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ ، وَاَنَا نَازِلٌ تَحْتَ سَرْحَةٍ بِطَرِيْقِ مَكَّةَ . فَقَالَ : مَا اَنْزَلَكَ تَحْتَ هٰذِهِ السَّرْحَةِ ؟ فَقُلْتُ : اَرَدْتُ ظِلَّهَا . فَقَالَ : هَلْ غَيْرُ ذٰلِكَ ؟ فَقُلْتُ : لاَ مَا اَنْزَلَنِى اِلاَّ ذٰلِكَ . فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ " اِذَا كُنْتَ بَيْنَ الْاَخْشَبَيْنِ مِنْ مِنًى ، وَنَفَخَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ ، فَاِنَّ هُنَاكَ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ السُّرَرُ . بِهِ شَجَرَةٌ سُرَّ تَحْتَهَا سَبْعُوْنَ نَبِيًّا .

রেওয়ায়ত ২৫২

মুহাম্মদ ইমরান আনসারী (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন– মক্কার পথে একটি বড় গাছের নিচে আমি বিশ্রাম নিতেছিলাম। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) তখন আমার নিকট আসিয়া বলিলেন ঃ এই গাছটির নিচে আসিয়া কেন নামিয়া পড়িলে ? আমি বলিলাম ঃ একটু ছায়া লাভের জন্য। তিনি বলিলেন ঃ আর কোন উদ্দেশ্য নয়তো ? আমি বলিলাম ঃ না, শুধু ছায়ার জন্যই। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলিলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ যখন তুমি মিনায় বড় বড় দুইটি পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে হইবে, এই বলিয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

১. রেওয়ায়তে উল্লিখিত বিশৃংখলার দ্বারা হিজরী ৬৩ সনে ইয়াযিদের নির্দেশে মদীনায় যে গণহত্যা চালানো হইয়াছিল উহার দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

পূর্বদিকে হস্ত দ্বারা ইশারা করিলেন, তখন (জানিও যে,) ঐ উপত্যকায় যাহাকে সিরার বলা হয়, উহার একটি বড় গাছের নিচে সত্তর জন নবীর (জন্মের পর) নাড়ী কর্তন করা হইয়াছিল।

٢٥٣- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، عَنِ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ ؛ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَرَّ بِامْرَأَةٍ مَجْذُومَةٍ ، وَهِىَ تَطُوْفُ بِالْبَيْتِ. فَقَالَ لَهَا : يَا اَمَةَ اللّٰهِ. لاَ تُؤْذِى النَّاسَ . لَوْ جَلَسْتِ فِى بَيْتِكِ فَجَلَسْتْ. فَمَرَّبِهَا رَجُل بَعْدَ ذٰلِكَ . فَقَالَ لَهَا : اِنَّ الَّذِى كَانَ قَدْ نَهَاكِ ، قَدْ مَاتَ ، فَاخْرُجِى . فَقَالَتْ : مَاكُنْتُ لِاُطِيْعَهُ حَيًّا ، وَاَعْصِيَهُ مَيِّتًا .

রেওয়ায়ত ২৫৩

ইব্‌ন আবি মুলায়কা (র) বর্ণনা করেন– বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফরত কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত এক মহিলার নিকট দিয়া উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) যাইতেছিলেন। তখন তিনি তাঁহাকে বলিলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র দাসী, অন্য মানুষকে কষ্ট দিও না। হায়, তুমি যদি তোমার বাড়িতেই বসিয়া থাকিতে। পরে উক্ত মেয়েলোকটি নিজের বাড়িতেই বসিয়া থাকিত। একদিন একটি লোক তাহাকে বলিল ঃ যিনি তোমাকে বাড়ির বাহিরে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন, তিনি ইন্‌তিকাল করিয়াছেন। এখন তুমি বাহির হইয়া আসিতে পার। মেয়েটি বলিল ঃ জীবদ্দশায় তাঁহাকে মানিব, আর মৃত্যুর পর অবাধ্য হইব, আমি এমন স্ত্রীলোক নহি।

٢٥٤- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُوْلُ : مَابَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ ، الْمُلْتَزَمُ .

রেওয়ায়ত ২৫৪

মালিক (র) বলেন ঃ আমি জ্ঞাত হইয়াছি, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিতেন ঃ হাজরে আসওয়াদ এবং কা'বা শরীফের দরজার মধ্যবর্তী স্থানটি হইল মুলতাযাম।

٢٥٥- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ؛ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَذْكُرُ : اَنَّ رَجُلاً مَرَّ عَلَى اَبِى ذَرٍّ ، بِالرَّبَذَةِ . وَاَنَّ اَبَا ذَرٍّ سَأَلَهُ : اَيْنَ تُرِيْدُ ؟ فَقَالَ : اَرَدْتُ الْحَجَّ . فَقَالَ : هَلْ نَزَعَكَ غَيْرُهُ ؟ فَقَالَ : لاَ . قَالَ : فَأْتَنِفِ الْعَمَلَ . قَالَ الرَّجُلُ : فَخَرَجْتُ حَتَّى قَدِمْتُ مَكَّةَ فَمَكَثْتُ مَاشَاءَ اللّٰهُ . ثُمَّ اِذَا اَنَا بِالنَّاسِ مُنْقَصِفِيْنَ عَلَى رَجُلٍ. فَضَاغَطْتُ عَلَيْهِ النَّاسَ . فَاِذَا اَنَا بِالشَّيْخِ الَّذِى وَجَدْتُ بِالرَّبَذَةِ . يَعْنِى اَبَا ذَرٍّ . قَالَ فَلَمَّا رَآنِى ، عَرَفَنِى. فَقَالَ : هُوَ الَّذِى حَدَّثْتُكَ .

রেওয়ায়ত ২৫৫

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হাব্বান (র) বর্ণনা করেন– রবাযা নামক স্থানে আবূযর (রা)-এর নিকট দিয়া

এক ব্যক্তি পথ অতিক্রম করিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন ঃ কোথায় যাইতেছ ? তিনি বলিলেন ঃ হজ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছি। তিনি বলিলেন ঃ অন্য কোন উদ্দেশ্য তো নাই ? তিনি বলিলেন ঃ না। আবূযর (রা) বলিলেন ঃ আচ্ছা যাও, তোমার কাজ তুমি কর।

ঐ ব্যক্তি বলেন ঃ আমি মক্কায় চলিয়া গেলাম। আল্লাহ্‌র যতদিন ইচ্ছা হইল আমি সেখানে রহিয়া গেলাম। একদিন দেখি এক ব্যক্তিকে ~~কেন্দ্র করিয়া মানুষ খুবই ভিড় করিয়া আছে।~~ ভিড়ের ভিতরে যাইয়া দেখি, রবাযায় যাঁহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল (আবূযর রা.) তিনি বসিয়া আছেন। তিনি আমাকে দেখিয়া চিনিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন ঃ তুমি সেই ব্যক্তি না, যাহাকে আমি হাদীস বর্ণনা করিয়া শুনাইয়াছিলাম।

٢٥٦– وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ سَاَلَ بْنَ شِهَابٍ ، عَنْ الْاِسْتِثْنَاءِ فِي الْحَجِّ . فَقَالَ : اَوَ يَصْنَعُ ذٰلِكَ اَحَدٌ ؟ وَاَنْكَرَ ذٰلِكَ .

سُئِلَ مَالِكٌ : هَلْ يَحْتَشُّ الرَّجُلُ لِدَابَّتِهِ مِنَ الْحَرَمِ ؟ فَقَالَ : لاَ.

রেওয়ায়ত ২৫৬

মালিক (র) ইব্‌ন শিহাব (র)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন– হজ্জের মধ্যে কোন কিছুর শর্ত আরোপ করা কিরূপ ? তিনি বলিলেন, এমনও কেউ করে নাকি ? এবং তিনি উক্ত বিষয়টির বিপক্ষে মতপ্রকাশ করিলেন।

মালিক (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল– স্বীয় পশুর (খাদ্যের) নিমিত্ত হারম শরীফের ঘাস কাটা যাইতে পারে কি ? তিনি বলিলেন ঃ না।

٨٢– باب : حج المرأة بغير ذى محرم

পরিচ্ছেদ ৮২ ঃ মাহ্‌রাম [১] ব্যতিরেকে স্ত্রীলোকের হজ্জ করা

٢٥٧– قَالَ مَالِكٌ، فِي الصَّرُوْرَةِ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَمْ تَحُجَّ قَطُّ : اِنَّهَا، اِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ يَخْرُجُ مَعَهَا، اَوْ كَانَ لَهَا، فَلَمْ يَسْتَطِعْ اَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا : اَنَّهَا لاَ تَتْرُكُ فَرِيْضَةَ اللّٰهِ عَلَيْهَا فِي الْحَجِّ. لِتَخْرُجْ فِي جَمَاعَةِ النِّسَاءِ.

রেওয়ায়ত ২৫৭

মালিক (র) বলেন ঃ যে সকল মহিলার স্বামী বর্তমান নাই এবং সে হজ্জও করে নাই, যদি তাহার কোন মাহ্‌রাম আত্মীয় না থাকে বা সফরে সঙ্গী হইতে না পারে তবুও সে ফরয হজ্জ পরিত্যাগ করিবে না। সেই মহিলা হজ্জযাত্রীদের সহিত হজ্জে বাহির হইবে।

٨٣– باب : صيام التمتع

পরিচ্ছেদ ৮৩ ঃ তামাত্তু‘ হজ্জ সমাপনকারীর রোযা

٢٥٨– حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ

১. যাহাদের সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ।

عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ ؛ اَنَّهَا كَانَتْ يَقُوْلُ : الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا . مَابَيْنَ اَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ ، اِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ . فَاِنْ لَمْ يَصُمْ ، صَامَ اَيَّامَ مِنًى .

وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ فِى ذٰلِكَ ، مِثْلَ قَوْلِ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا .

রেওয়ায়ত ২৫৮

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি হজ্জে তামাত্তু' করিবে আর তাহার সহিত যদি কুরবানীর পশু জোগাড় না থাকে তবে সে হজ্জের ইহরামের সময় হইতে আরাফাতের দিন পর্যন্ত রোযা রাখিবে। আর এই দিনগুলিতে যদি সে রোযা রাখিতে না পারে তবে মিনা-র দিনগুলিতে সে উহা আদায় করিয়া নিবে।[১]

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-এর মতও উল্লিখিত বিষয়ে আয়েশা (রা)-এর মতের অনুরূপ।

هذا آخر كتاب الحج. وهو نهاية الجزء الاول من الموطأ

وسنقفى من بعده ، ان شاء اللّٰه تعالى ، بالجزء الثانى .

اوله : ٢١ - كتاب الجهاد . آمين .

ইফাবা/২০০১-২০০২—প্র/১৫১৪/(উ)—৩২৫০

১. মিনার দিনে রোযা রাখা মূলত নিষিদ্ধ।